(বিবিধ পাঠভেদ-সংবলিত)

শ্রীলালদাস বাবাজী দ্বারা পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে বিরচিত।

(সংশয় নিরসনার্থ স্থানে স্থানে প্রমাণ-প্রয়োগ সংবলিত)

বঙ্গবাসী কলেজের ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিভুষণ

সম্পাদিত।

প্রকাশক—

শ্রীপূর্ণচন্দ্র শীল

৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন ১৩৫০ সাল

মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

২৭।৫ নং তারক চ্যাটার্জ্জী লেন, কলিকাতা।
"অক্ষয় প্রেসে"
শ্রীনিমাইচরণ বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা

ভক্তি সাধনের ধন। ইহার প্রভাবে মানবগণ শান্তিময় জীবন যাপন করিয়া চরমে পরমাগতি লাভে জীবনের সার্থকতা-সম্পাদন-পূর্ব্বক ভগবৎ-সান্নিধ্য-সুখ সম্ভোগের পূর্ণাধিকার লাভ করিয়া থাকে। এই জন্যই বৈষ্ণব মহাপুরুষগণ জীবের কল্যাণসাধনোদ্দেশে যাহাতে তাহারা সংসার-মরুক্ষেত্রে বাস করিয়াও ভক্তির অমৃতময় রসাস্বাদে যাবতীয় পাপ-তাপ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, মুক্তির সরল ও সুগম পথের সন্ধান পায় এবং পুণ্যপ্রাপ্য লোকে গমন করিতে সমর্থ হয়, তাহার উপায় নির্দ্দেশে ব্যাপৃত আছেন। যেমন সরস উর্ব্বর ক্ষেত্রে সদ্‌বীজ বপন করিতে পারিলে, ক্ষেত্র ও বীজ উভয়ই সাফল্য-মণ্ডিত হয়, সেইরূপ মানবের সরস হৃদয়-ক্ষেত্রে ভক্তি-বীজ বপন করিলে, উহা যথাসময়ে অঙ্কুরিত, পল্লবিত, পুষ্পিত ও ফলভরে অবনত হইয়া অনির্ব্বচনীয় অপার্থিব শোভায় পরম দর্শনীয় হইয়া উঠে এবং ফলচ্ছায়া-দানে আশ্রয়প্রার্থী পথিকের তৃপ্তিসাধন করিয়া বপনকর্ত্তার পুণ্য-মহিমা ঘোষণা করিয়া থাকে।

আর্য্যমনীষিগণ ভক্তির নিম্নলিখিত নয়টি অঙ্গ নির্দ্দেশ করেন ঃ—

"অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সেবনং স্মরণং তথা।
কীর্ত্তনং শ্রবণং সখ্যং তথৈবাত্ম-নিবেদনম্ ॥"

মানবের অন্যান্য বৃত্তিগুলির ন্যায় ভক্তিও অনুশীলন দ্বারা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত ও পরি-মার্জ্জিত হইতে হইতে, শ্যামিকা-বিহীন সুবর্ণের ন্যায় অপূর্ব্ব কান্তি ধারণ করে। আমরা প্রতিজন্মে সৎ বা অসৎ যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, তৎসমুদয় সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মরূপে আমাদের প্রাণময় কোষে প্রস্তর-ক্ষোদিত লেখ্যের ন্যায় সুদৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়; ইহাই সংস্কাররূপে পরজন্মে আমাদিগকে শুভাশুভ ফল প্রদান করিয়া থাকে। ভক্তিবীজও এইরূপ আমাদের জন্ম-জন্মান্তর-লব্ধ দেহসহ পরিচালিত হইতে হইতে ক্রমশঃ পরিপুষ্টি লাভ করে এবং আমাদিগকে এই মানব-দেহেই দেবভাব প্রদান করিয়া থাকে। ইহাতে বর্ণগত উচ্চনীচ-ভেদ নাই। চণ্ডালদেহেও যদি সাধনার পরিপাকে ভক্তি-বীজ পুষ্পিত বা ফলিত হয়, তবে তাহাও দেবগণের আরাধনীয় হইয়া উঠে। ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ—প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট। এই ভক্তমালগ্রন্থে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

"সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি।" সংসর্গরূপ স্পর্শমণি দস্যু রত্নাকরকেও ব্রহ্মর্ষি বাল্মীকিরূপে পরিণত করিয়াছিল; আবার সংসর্গ-দোষে পরম পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও অনেকে

ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করিতে করিতে চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম হইয়াছে—পুরাণে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ পরিদৃষ্ট হয়। সংসার-ক্ষেত্রেও একটু অভিনিবেশ-সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে, প্রতিগৃহে প্রতিমানবে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব ভক্তমাল-বর্ণিত মহাপ্রাণ ভক্তগণের চরিত্র সম্যক্‌রূপে অনুশীলন করিতে পারিলে, তাঁহাদের সান্নিধ্যলাভে যে কোন ব্যক্তিই যে আত্মোন্নতি সাধনে সমর্থ হইতে পারিবেন, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। ফলতঃ 'ভক্তমাল' অভক্তের বন্ধুকৃত্য সম্পাদনে পরাঙ্‌মুখ নহে।

আমরা এই সংসার-মরুক্ষেত্রে আশার ছলনায়—ইন্দ্রিয়ের প্রেরণায় শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তির নিদারুণ উত্তাপে উন্মত্তপ্রায় হইয়া চিত্তবিমোহিনী ভ্রান্তি-মরীচিকার অনুসরণে যতই প্রধাবিত হই, ততই প্রতারিত হইয়া অবশেষে অশান্তির প্রচণ্ড দাবানলে নিপতিত হইয়া অধিকতর মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতে করিতে পরিণামে এই দেবদুর্লভ নরদেহে অবস্থান করিতেও অসমর্থ হইয়া আত্মহত্যা মহাপাপের অনুষ্ঠানেও পরাঙ্‌মুখ হই না। ঈদৃশ অসহনীয় ক্লেশ-পরম্পরার কঠোর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায়—সাধুসঙ্গ। পরন্তু কালপ্রভাবে এখন প্রকৃত সাধুসঙ্গের অত্যন্তাভাব ঘটিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা ভক্তমাল-বর্ণিত ভক্ত মহোদয়গণের ভিতর দিয়া অনায়াসেই সাধুসঙ্গ লাভের ফল লাভ করিতে পারি। অতএব এই ভক্তমাল গ্রন্থ তাদৃশ ভাগ্যহীন মানবের পরম বন্ধু।

ভগবদ্ভক্ত মহাপ্রাণ নাভাজী মানবের কল্যাণসাধনোদ্দেশে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রকৃত ভগবদ্ভক্তগণের চরিত্র সংগ্রহ করিয়া, জন-সাধারণের হৃদয়ক্ষেত্রে ভগবদ্‌ভক্তি-বীজ বপন করিবার প্রয়াসে, এই পরমোপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। চরিত্র-মাধুর্য্যে ইহার এক একটি ভক্ত এক একটি স্বর্গীয় মন্দার-কুসুম। এই দেবভোগ্য কুসুমরাজি ভক্তিসূত্রে গাঁথিয়া তিনি যে মাল্য রচনা করিয়াছেন, তাহা ভূলোকে একান্ত দুর্ল্লভ। সেই মহোদয়-প্রণীত হিন্দী ভক্তমাল, প্রিয়দাস-কৃত টীকা অবলম্বন করিয়া এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ষট্‌সন্দর্ভ, লঘু ভাগবতামৃত প্রভৃতি লোকমান্য গ্রন্থরাজি হইতে বিবিধ তত্ত্ব সঙ্কলন করিয়া, ভক্তপ্রবর শ্রীলালদাসজী এই ভক্তমাল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। পরন্তু অস্মদ্দেশীয় গ্রন্থ-ব্যবসায়িগণ এই নামের পরিবর্ত্তে 'কৃষ্ণদাস' নামে গ্রন্থকর্ত্তাকে পরিচিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন কেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। বড়ই দুঃখের বিষয়—মহাত্মা লালদাসের প্রকৃত পরিচয় আমরা জানি না। কেহ কেহ বলেন,—তিনি সুবিখ্যাত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শিষ্য। যাহা হউক, এই মণিটির আকর অপরিজ্ঞাত থাকিলেও ইহা স্বকীয় সুস্নিগ্ধ প্রভায় অজ্ঞান-তিমিরাবৃত মানব-হৃদয় ভক্তির বিমল প্রভায় উদ্ভাসিত করিতেছে—ইহা বড় অল্প লাভের বিষয় নহে। ইতি—

সম্পাদক।

সূচীপত্র

—:※:—

সূচীপত্র সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ জয়তি

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ

প্রথম মালা

গুর্ব্বাদিবন্দন ও মঙ্গলাচরণ।

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতান্ শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

শ্রবণমননসঙ্কীর্ত্ত্যাদিভক্ত্যা মুরারে,-
যদি পরমপুমর্থং সাধয়েৎ কোঽপি ভদ্রম্।
মম তু পরমপারপ্রেমপীযূষসিন্ধোঃ,
কিমপি রসরহস্যং গৌরধাম্নো নমস্যম্ ॥
ঈশং ভজন্তু পুরুষার্থচতুষ্টয়াশা,
দাসা ভবন্তু চ বিধায় হরেরুপাসাম্।
কিঞ্চিদ্রহস্যপদলোভিতধীরহং তু,
চৈতন্যচন্দ্রচরণং শরণং করোমি ॥
হরিভক্তিপরা যে চ হরিনামপরায়ণাঃ।
দুর্ব্বৃত্তা বা সুবৃত্তা বা তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ ॥
ভগবদ্ভক্তপাদাব্জপাদুকাভ্যো নমোঽস্তু যে।
যৎসঙ্গমঃ সাধনঞ্চ সাধ্যঞ্চাখিলসত্তমম্ ॥

শ্রীগুরুচরণ বন্দ, অভয় পরমানন্দ,
ভুক্তি-মুক্তি-ভক্তি-সিদ্ধিদাতা।
আলম্বন উদ্দীপন, ত্রিজগৎ-রসায়ন,
স্বয়ং কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রেমদাতা ॥
সাধুগণের আরাধ্য, সিদ্ধমধ্যে স্বতঃসিদ্ধ,
উপাস্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।
দাতা-মধ্যে শ্রেষ্ঠধন, প্রেমভক্তি বিতরণ,
করিয়া করয়ে আত্মসম ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ সনে, চতুর্ব্বর্গ চেড়ীগণে,
আর সাধ্য জ্ঞানযোগ আদি।
বেড়ি যেন দ্বিজরাজে, তারা অগণন সাজে,
মণিহার মধ্যে পদ্মনিধি ॥
ভক্তবেশ অবতারী, চৈতন্যরূপে অবতরি,
করে জীবগণের নিস্তার।
প্রেমভক্তি দান করি, সাক্ষাৎ চৈতন্য হরি,
করুণায় দয়ার সাগর ॥
মোরে কৃপাবান্ হও, শ্রীচরণ শিরে দাও,
করুণা-কটাক্ষ দৃষ্টি করি।
বহুদুঃখে তোমা ধন, পাইনু যে করি পণ,
দেখ প্রভু অন্তরে বিচারি ॥
লোক ধর্ম্ম অভিলাষ, বন্ধুবান্ধবের আশ,
ছাড়িয়া পাইয়া কদর্থনা।
তোমা হেন গুণধাম, নারায়ণ অভিরাম,
আঁচলে বান্ধিয়া দিল সোণা ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত।
কলিযুগপাবন অদ্ভুত সুচরিত ॥
শরণ্য শরণাগতবৎসল দয়াময়।
তিন রূপ এক আত্মা সর্ব্বগুণালয় ॥
অঞ্জলি মস্তকে ধরি দন্তে তৃণ করি।
একান্ত ভাবেতে বন্দোঁ চরণ-মাধুরী ॥
হে নাথ হে দীনবন্ধো করুণাসাগর।
পূরাও মনের আশা শরণ তোমার ॥
শুনি মালীরূপে প্রেমফল বিলাইলে।
আমার জঠর স্থলে মোরে কি করিলে ॥
জগাই মাধাই মহাপাপী উদ্ধারিলে।
আমার উপায় প্রভু তবে কি করিলে ॥
প্রতিজ্ঞা করিলে ত্রিভুবনের নিস্তার।
তবে কেন ওহে নাথ দুর্গতি আমার ॥
সত্য সঙ্কল্প তব সাধুলোক গায়।
আমার দুর্দ্দৈব তাহা কিছু না কুলায় ॥
হে নাথ হে প্রভো অহে অগতির গতি।*
একবার কৃপাদৃষ্টি কর দীন-প্রতি ॥
যে ফল বিলাইলে জগতে মালী হঞা।
সেই ফল কিছু দেহ মোর মুখ চাঞা ॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্টরঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাসরঘুনাথ ॥
এই ছয় গোসাঞির করোঁ চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেরিত যে জগতে আচার্য্য।
বৈষ্ণব-আখ্যান-পথে সকলের আর্য্য ॥
প্রেমভক্তি-রসের যে পথ-প্রদর্শক।
সর্ব্বশাস্ত্র মথি শুদ্ধমাধুর্য্য-স্থাপক ॥
নানা গ্রন্থ প্রকাশিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপিলা।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি প্রকাশ হইলা ॥
সে সব সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র-সাগরের নীরে।
অবগাহি জগতের জুড়ায় শরীরে ॥

স্বরূপ-দামোদর আদি অগ্রবন্দনীয়।
প্রভুসঙ্গে সদা স্থিতি অতি রমণীয় ॥
গৌরাঙ্গভকত বন্দোঁ অনন্ত অপার।
বিশেষে শ্রীশ্রীনিবাস আশ্রয় আমার ॥
তাঁর পদদ্বন্দ্ব বন্দোঁ লোটাঞা ধরণী।
চৈতন্যের আবেশাবতারে যাঁরে গণি ॥
যমুনায় জলক্রীড়ায় কুণ্ডল পড়িলা।
যেই খুঁজি প্যারীজীর কর্ণে পরাইলা ॥
অনেক তারিলা তেঁহো কহিতে না জানি।
যাঁর পরিবার প্রিয়াদাস গুণখনি ॥
বন্দো শ্রীঅগরদাস যাঁর শিষ্য নাভা।
তেঁহো কৈলা ভক্তমাল সজ্জনের লোভা ॥
চারিযুগের ভাগবতগণের চরিত্র।
ভক্তমালগ্রন্থ কৈল পরম পবিত্র ॥
যাহার শ্রবণে উপজয়ে কৃষ্ণে রতি।
বৈষ্ণবচরণরজে হয় দৃঢ়মতি ॥
মহা-তমোমতি অতিনিন্দুক বা হয়।
শ্রবণে অবশ্য তার শ্রদ্ধা উপজয় ॥
চারিযুগের ভক্তগণের অপূর্ব্ব চরিতে।
প্রিয়াদাসে আজ্ঞা দিলা টীকা বিস্তারিতে ॥
বৃন্দাবনবাসী প্রিয়াদাস মহামতি।
বিচক্ষণবুদ্ধি শুদ্ধভক্তিমতরতি ॥
অল্পাক্ষরে বহু অর্থ অনুপ্রাস যমক।
ভক্তগণের রীত বর্ণে সন্ধান পূর্ব্বক ॥
তাঁহার চরণ বন্দো অভীষ্ট লাগিয়া।
গ্রন্থ প্রকাশিলা যেই টীকা বিস্তারিয়া ॥
গ্রন্থ হয় ব্রজভাষা সবে বুঝে নাহি।
সেহেতু গৌড়ীয়া বাক্যে শ্রেণীমত কহি ॥
রচনাপূর্ব্বক কহিবারে নাহি জানি।
যথাশক্তি যোড়েযাড়ে মিলাইয়া ভণি ॥
উপহাস কেহ নাহি করিহ ইহাতে।
বৈষ্ণবের গুণগান করি কোনমতে ॥
অতেব টীকার অর্থ বুদ্ধি-সাধ্যমতে।
রচিয়া কহিব মাত্র মন বুঝাইতে ॥

* পাঠভেদ—ওহে নাথ ওহে প্রভো অগতির গতি।

যথা যথা প্রিয়াদাস সংক্ষেপেতে অতি।
বর্ণিলা না প্রবেশয় সাধারণমতি ॥
সেই সেই কোন কোন স্থানে কিছু কিছু।
বিস্তার করিয়া কবো তাঁর পাছু পাছু ॥
বৈষ্ণব গোসাঞি মোরে কর অঙ্গীকার।
সমাপন করোঁ ইহ বাসনা আমার ॥
সকল বৈষ্ণব পদে করিয়া প্রণতি।
লালদাস * করে পরিহার নতি স্তুতি ॥

অথ মঙ্গলাচরণ ;

মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্য মনহরণ জুকে।
চরণকো ধ্যান মেরে নাম মুখ গাইয়ে ॥

অস্যার্থঃ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম রূপ।
বদনেতে গাও হৃদে ধরহুঁ অনুপ ॥ †

ভক্তির স্বরূপ ;

শ্রদ্ধাঈ ফুলেল ঔ উবটনো শ্রবণ কথা।
মৈল অভিমান অঙ্গ অঙ্গনি ছুটাইয়ে ॥
মনন সুনীর অহ্নবায় অঁগুছায় দয়া।
নবনি বসন প্রণসোঁ ধোলে লগাইয়ে ॥
আভরণ নাম হরি সাধুসেবা কর্ণফুল।
মানসী সুনথ সঙ্গ অঞ্জন বনাইয়ে ॥
ভক্তি মহারাণীকো শিঙ্গার চারু বীরীচাহ।
রঙ্গ জো নিহারি লহে লাল প্যারী গাইয়ে ॥

অস্যার্থঃ।

ভক্তি মহারাণীর যে শিঙ্গার সেবন।
হৃদয়েতে রাখ যত্নে করহ শ্রবণ ॥
শ্রদ্ধা-সুগন্ধ তৈলে শ্রীঅঙ্গ-মর্দ্দনে।
কর্ম্মজ্ঞানমলা ছুটাও শ্রবণ-উদ্বর্ত্তনে ॥
মনন-নীরে স্নান দয়া-আঙ্গোছায় মোছন।
নিষ্ঠা-সুবস্ত্র হরিসেবা-আভরণ ॥
সাধুসেবা-কর্ণফুল স্মরণ-সুনাথ।
সৎসঙ্গ-অঞ্জন অনুরাগ-বীড়ী কত ॥
এইমত ভক্তিদেবীর সেবন করিয়া।
লাল-প্যারীরসে রহ মগন হইয়া ॥

অথ ভক্তির পঞ্চরস বর্ণন ;

শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ঔ শৃঙ্গার চারু।
পাঁচো রস সার বিস্তার নীকে গায়হেঁ ॥
টীকাকো চিমতকার জানোগে বিচারি মন।
ইন্‌কে স্বরূপমেঁ অনুপ লে দিখায়হেঁ ॥
জিন্‌কে ন অশ্রুপাত পুলকিত গাত কভু
তিনহুকো ভাবসিন্ধু বোরিসো ছকায় হৈঁ।
জোলৌ রহে দূরি রহে বিমুখতা পূরি হিয়ো
হোই চুর চুর নেক শ্রবণ লগায় হৈঁ ॥
পঞ্চ রস সোঈ পঞ্চরঙ্গ ফুল থাকে নীকে
পীয়কে পৈরায়বেকো রচিকে বনাঈ হৈ।
বৈজয়ন্তী দাম ভাববতী অলি নাভা নাম
ল্যাঈ অভিরাম শ্যামমতি ললচাঈ হৈ ॥
ধারী উর প্যারী কেঁ্যা হু করত ন ন্যারী অহো
দেখো গতি ন্যারী ঢরি পাঁয়নিকো আঈ হৈ।
ভক্তি ছবিভার তাতে নমিত শৃঙ্গার হোত
হোত রস লখে জোঈ য়াতে জানি পাঈ হৈ ॥

অস্যার্থঃ।

পঞ্চরস ভক্তি মেলি বৈজয়ন্তী মালা।
প্রেম-মকরন্দ তাহে সুগন্ধি রসালা ॥
ভাববতী অলি নাভা অভিরাম মতি।
লালসার উর দিয়া পিয়া মধু মাতি ॥
অহো তাহার মতি গতি কিছু ন্যারি।
ভক্তি শ্যাম ছবি হেরি বহে প্রেমবারি ॥

অথ সৎসঙ্গ প্রভাব ;

ভক্তিতরু পৌধা তাহি বিঘ্নডর ছেরিহুকো
বারদে বিচারবারি সীচ্যো সৎসঙ্গসো।

* কৃষ্ণদাস।
† অনুরূপ।

লগ্যোঈ বঢ়ন গোদা চহুঁদিশি কঢ়নসো
চঢ়ন আকাশ জস্ ফৈল্যো বহুরঙ্গসো ॥
সন্তউর আলবালশোভিত বিশাল ছায়া
জীয় জীব জাল তাপ গএ যোঁ প্রসঙ্গসো ।
দেখো বঢ়বার জাহি অজাহুকী শঙ্কাহুতী
তাহী পেড় বন্ধে ঝুলেঁ হাথী জীতে জঙ্গসোঁ ॥

অস্যার্থঃ ।

ভক্তি নব বৃক্ষ তাহে সৎসঙ্গসিঞ্চনে ।
পালন করহ ভাই পরম যতনে ॥
বিচার যে বাড় দেহ রক্ষার কারণে ।
অসৎসঙ্গ-গো-ছাগল না করে ভোজনে ॥
তবে সেই বৃক্ষ শাখা প্রশাখা লইয়া ।
আকাশে উঠয়ে নানারঙ্গে বেয়াপিয়া ॥
হৃদি-আলবালে শোভি করে স্নিগ্ধছায়া ।
সর্ব্বজীবের হরে দুঃখ পাপ তাপ মায়া ॥
যবে সেই ভক্তিবৃক্ষ বলবান্ হয় ।
দুষ্টসঙ্গ-করী হৈতে বিঘ্ন না জন্ময় ॥

অথ শ্রীনাভাজীর বর্ণন ।

[টীকা হিন্দী]

জাকো জো স্বরূপ সো অনূপ লে দেখাই দিয়ো
কিয়ো জো কবিত্ত পট মিহি মধি লাল হৈ ।
গুনপৈ অপার সাধু কহে অঙ্ক চারিহীমেঁ
অর্থ বিসতার কবিরাজ টঙ্কসাল হৈ ।
সুনি সন্তসভা ঝুমি রহী অলিশ্রেণী মানো
ঘুমিরহী কহে য়হ কহাধোঁ রসাল হৈ ।
সুনৈ হৈ অগর অব জানেমৈঁ অগরসহী
চোবা ভএ নাভা ঔ সুগন্ধ ভক্তমাল হৈ ॥

অস্যার্থঃ ।

ভক্তগণ যাঁর সেই স্বরূপ কথন ।
অপূর্ব্ব কবিত্ব সূক্ষ্ম রক্তিম বসন ॥
নাভাজীর গুণ আর অপার মহিমা ।
কবিত্ব টাঁকশাল অর্থ কত নাহি সীমা ॥
পরম রসাল শুনি সাধুগণ ঝুমে ।
কমলের গন্ধে যেন অলিকুল ভ্রমে ॥
অগুরু চন্দনময় নাভাজী-স্বরূপ ।
তার গন্ধ ভক্তমাল গ্রন্থ অপরূপ ॥

অথ ভক্তমালস্বরূপ ।

[টীকা হিন্দী]

বড়ে ভক্তিমান নিশি দিন গুণগান করেঁ
হরেঁ জগপাপ জাপ হিয়ো পরিপুর হৈ ।
জানি সুখ মানি হরি সন্তসনমান সচে
বচেউ জগত রীতি প্রীতি জানি মুরহৈ ॥
তেউ দুরারাধ কোউ কৈসেকৈ আরাধিসকৈ
সমঝ্যো ন জাত মন কম্প ভয়ো চূর হৈ ।
শোভিত তিলকভাল মাল উর রাজৈ তৌপৈ
বিনা ভক্তমাল ভক্তিরূপ অতিদূর হৈ ॥

অস্যার্থঃ ।

অহো ভক্তিমান করে দিবানিশি গান ।
স্বতঃসিদ্ধ ভক্তিময় ভক্ত অভিমান ॥
জগতের পাপ তাপ হরয়ে আনন্দে ।
হরি সাধু সম্মান উপদেশে মূঢ় মন্দে ॥
জগতের রীতি দেখি মোহ-মন্দমতি ।
দুরারাধ্য তাহে সিদ্ধবস্তু নহে প্রাপ্তি ॥
ভাবিতে জগতগতি মনে হৈল দুঃখ ।
স্বতঃপ্রকাশিয়া জীব তারিতে উন্মুখ ॥
ললাটে তিলক কণ্ঠে তুলসীর মাল ।
হরি-গুণগানে মত্ত স্বভাব-দয়াল ॥
ভক্তমাল ভক্তিময় ভক্তিদানে শূর ।
ভক্তমাল বিনা ভক্তিরূপ অতি দূর ॥

অথ মঙ্গলাচরণ ।

[দোঁহা মূল হিন্দী]

ভক্ত ভক্তি ভগবন্ত গুরু চতুর নাম বপু এক ।
ইন্‌কে পদ বন্দন করৈ নাশৈ বিঘন অনেক ॥

অস্যার্থঃ ।

ভক্ত আর ভক্তি গুরু আর ভগবান ।
এক বপু চারি নাম চারি মাত্র ভাণ ॥
যাঁর পদবন্দনাতে সর্ব্ববিঘ্ন নাশে ।
সাধ্য বস্তু সাধন সেই বেদে ইহা ভাষে ॥

অথ ভক্তিবিশেষ লক্ষণ ।

[টীকা হিন্দী]

হরিগুরুদাসনসোঁ সাঁচো সোঈ ভক্ত সহী
গহী এক টেঁক ফিরি উরতে ন টরী হৈ ।
ভক্তিরসরূপকো স্বরূপ য়হৈ ছবিসার,
চারু হরিনাম লেত অশ্রুবনি ঝরী হৈ ॥
বহী ভগবন্ত সন্তপ্রীতিকো বিচার করে
ধরে দূরি ঈশ তাহু পাণ্ডোনীসোঁ করী হৈ ।
গুরু গুরুতাঈকী সচাঈ লে দিখাঈ জাহি
গাঈ শ্রীপৈ হরিজুকী রীতি রঙ্গভরী হৈ ॥

অস্যার্থঃ ।

হরি গুরু ভক্ত যেই এক করি জানি ।
ইহাতে না টলে মতি সেই শ্রেষ্ঠ মানি ॥
ভক্তির স্বরূপ নাম সর্ব্বানর্থ নাশে ।
সর্ব্ব-স্বার্থ লভ্য হয় কিঞ্চিত আভাসে ॥
ভগবানে ভক্তে আর গুরুর চরণে ।
প্রেম-ভাব কেহ দিতে নারে তেঁহো বিনে ॥
স্বয়ং ভগবান হন আপনি মহান্ত ।
স্বয়ং গুরুদেব হন স্বয়ং ভক্তিমন্ত ॥
রাধাকৃষ্ণ রসরঙ্গ মন্ত্র কৃষ্ণ নাম ।
অতএব যত্নে হৃদে রাখ অবিরাম ॥
নিজ স্বার্থ তেজি যেই এ সকল তত্ত্বে ।
আনন্দকৌতুকে যে পিরীতিভাবে বর্ত্তে ॥
সেই ধন্য শ্রেষ্ঠ মধ্যে তাহার গণনা ।
নতুবা বণিক-বৃত্তি করে অন্য জনা ॥
মূলের তাৎপর্য্য অর্থ প্রিয়াজী কহিলা ।
নাভাজীর মনোবৃত্তি যে জন জানিলা ॥

অথ আজ্ঞাদান ।

[দোঁহা মূল হিন্দী]

মঙ্গল আদি বিচারি য়হ বস্তু ন ঔর অনূপ ।
হরিজনকে যশ গাবতে হরিজন মঙ্গলরূপ ॥
সন্তন মিলি নির্ণয় কিয়ো মথি পুরাণ ইতিহাস ।
ভজবেকো দোঈ সুঘর কৈ হরি কৈ হরিদাস ॥
অগ্রদেব আজ্ঞা দঈ ভক্তনকো যশ গাব ।
ভবসাগরকে তরনকো নাহিঁন আন উপাব ॥

অস্যার্থঃ ।

সর্ব্ববিচারের পার,　　সর্ব্বমঙ্গলের সার,
সারাৎসার বস্তু চমৎকার ।
হরিজনের গুণগান,　　হরিরস আস্বাদন,
নিতান্ত সিদ্ধান্ত পারাবার ॥
ভজ কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-চরণ ।
মথিয়া শ্রুতিপুরাণ,　　ইতিহাস দরশন,
সিদ্ধান্ত যে কহে মহাজন ॥ ধ্রু ॥
শ্রীগুরু অগরদাস,　　গাইতে ভক্তের যশ,
কৃপা করি আজ্ঞা মোরে দিলা ।
অপার সংসার পার,　　উপায় নাহিক আর,
নাভা ইহা নিশ্চয় করিলা ॥

আজ্ঞা সময়ের প্রসঙ্গ ।

[টীকা হিন্দী]

মানসী স্বরূপমেঁ লগেহৈঁ অগ্রদাসজু বে
করত বয়ার নাভা মধুর সঁভারসোঁ ।

চঢ়্যো হৈ জহাজ পৈজু শিষ্য এক আপদামেঁ
কর্‌য়ো ধ্যান থম্ভ্যো মন ছুটয়ো রূপসারসোঁ ॥
কহত সমর্থ গয়ো বোহিত বহুত দূরি
আবো ছবিপুরি ফিরি ঢরো তাহি চারসোঁ ।
লোচন উঘারিকৈ নিহারি কহি বোল্যো কৌন
বহী জৌন পাল্যো শীথ দৈদৈ সুকুমারসোঁ ॥

প্রত্যুত্তর ।

[টীকা হিন্দী]

আচরজ দয়ো নয়ো ইহাঁলোঁ প্রবেশ ভয়ো
মন সুখ ছয়ো জান্যো সন্তনপ্রভাবকো ।
আজ্ঞা তব দঈ য়হৈ ভঈ তোপে সাধুকৃপা
উন্‌হীকো রূপ গুণ কহো হিয়ভাবকো ॥
বোল্যো কর জোরি য়াকো পাবত ন ওর ছোর
গাউঁ রামকৃষ্ণ নহিঁ পাউ ভক্তদাবকো ।
কহি সমুঝাই বেঈ হৃদৈ আয় কহে সব
জিন লে দিখাই দিয়ো সাগরমেঁ নাবকো ॥

অন্বার্থঃ ।

অগ্রদাস অন্তর্মনা ধ্যানাবিষ্ট আছেন ।
মন্দ মন্দ বায়ু নাভা পশ্চাৎ করিছেন ॥
জাহাজে চড়িয়া অগ্রদাসের শিষ্য এক ।
কোথাও বাণিজ্যে যাইতে লাগি গেল ঠেক ॥
আপদে পড়িয়া গুরুর স্মরণ করিল ।
অমনি ধ্যানস্থ গোসাঞি অনুকূল হৈল ॥
জাহাজে চলিল গোসাঞি দয়াবান্ হঞা ।
তথাপিহ মনোযোগ সেবক লাগিয়া ॥
পাছু হৈতে নাভাজিউ বলে মৃদুস্বরে ।
জাহাজ ছুটিল এবে আইস নিজ ঘরে ॥
ইহা শুনি আঁখি মেলি কহে কেটা তুমি ।
নাভা কহে ঝুঁঠাখোর সেই হঙ আমি ॥
তেঁহো কহে বৈষ্ণবের সেবার শকতি ।
কৃতার্থ হইলা ইহা হইল প্রতীতি ॥
অতএব বৈষ্ণবের চরিত্র বর্ণন ।
যতনপূর্ব্বক তুমি করহ গ্রন্থন ॥
নাভা কহে ভক্তরীতি জানিব কেমতে ।
"সাগরে নায়ের কথা জানিলে যেমতে" ॥

অথ নাভাজীর আদি অবস্থা ।

[টীকা হিন্দী]

হনুমানবংশহী মৈ জনম প্রসিদ্ধ জাকো ।
ভয়ো দৃগহীন সো নবীন বাত ধারিয়ে ॥
উমর বরষ পাঁচ মানিকৈ অকাল আঁচ ।
মাতু বন ছোরি গঈ বিপতি বিচারিয়ে ॥
কীল্‌হ ঔ অগর তাহি ডগর দরশ দিয়ো
লিয়ো যো অনাথ জানি পুঁছি সো উচারিয়ে ।
বড়ে সিদ্ধ জল্ লে কমণ্ডলুসোঁ সীচেঁ নৈন
চৈন ভয়ো খুলে চক্ষু জোড়ীকো নিহারিয়ে ॥
পাঁয় পরি আসূ আয় কৃপা করি সঙ্গ ল্যায়
কীল্‌হ আজ্ঞা পায় মন্ত্র অগর সুনায়ো হৈ ।
গলতে প্রগট সাধুসেবা সো বিরাজমান
জান অনুমান তাহি টহল লগায়ো হৈ ॥
চরণ প্রক্ষাল সন্ত শীতসোঁ আনন্দ প্রীতি
জানি রসরীতি তাতে হৃদৈ রঙ্গ ছায়ো হৈ ।
ভঈ বঢ়বার তাকো পাবে কৌন পারাবার
জৈসো ভক্তরূপসো অনূপ গিরা গায়ো হৈ ॥

অন্বার্থঃ ।

হনুমানবংশে জন্ম অন্ধ দুটি নেত্র ।
কোটী আঁখি তার দেহে যেই হরিভৃত্য ॥
পঞ্চবর্ষ বয়স নাভা আকাল সময় ।
উদরের দাহে মাতা বনে ছাড়ি যায় ॥
কীল্‌হ অগর দুই ভাই দয়ার নিধান ।
অনাথ দেখিয়া তারে পুছেন কারণ ॥
কমণ্ডলুর জল-ছিটা চক্ষুতে মারিলা ।
তৎক্ষণাৎ দুটি চক্ষু প্রকাশ পাইলা ॥

ভবিষ্যৎ কৃষ্ণভক্ত বুদ্ধিমান্ ধীর।
দোঁহার চরণে পড়ে চক্ষে বহে নীর॥
কীল্‌হজী-আজ্ঞায় অগর সেবক করিলা।
নিযুক্ত করিয়া বৈষ্ণব-সেবায় রাখিলা।
বৈষ্ণবের পদসেবা উচ্ছিষ্ট-ভোজন।
করিতে করিতে হইল কৃপার ভাজন॥
বৈষ্ণবের কৃপাদৃষ্টি ভাগ্যে যার ফলে।
ত্রিভুবনে অলভ্য কি আছে তার বলে॥
সাধুকৃপা হৈতে হৃদে কি রঙ্গ ছাইল।
ভক্তি শক্তি অপার সাগর উথলিল॥
কৃষ্ণ আর কৃষ্ণভক্ত দোঁহার চরিত।
অপরূপ চমৎকার অমৃত নিন্দিত॥ *
বর্ণিয়া শ্রীনাভাজীউ জগৎ তারিলা। †
বৈষ্ণবমঙ্গল ভক্তমাল প্রকাশিলা॥

চব্বিশ অবতার বর্ণনা।

[মূল হিন্দী]

জয় জয় মীন বরাহ কমঠ নরহরি বলি বামন।
পরশুরাম রঘুবীর কৃষ্ণকীরতি জগপাবন॥
বুদ্ধ কল্কী ব্যাস পৃথু হরি হংস মন্বন্তর।
যজ্ঞ ঋষভ হয়গ্রীব ধ্রুব বরদৈন ধন্বন্তর॥
বদ্রীপতি দত্ত কপিলদেব সনকাদিক করুণা করো।
চৌবীশ রূপ লীলা রুচির অগ্রদাসউর পদ ধরো॥

[টীকা হিন্দী]

জেতে অবতার সুখসাগর ন পারাবার।
করৈ বিসতার লীলা জীবনি উধারকো॥
জাহি রূপমাহিঁ মনলগৈ জাকো পগে তিহি
জগৈ হিয়ে ভাব বহী পাবে ক্যোঁ ন পারকো॥
সবহী হৈ নিত্যধ্যান করত প্রকাশৈ চিত্ত
জৈসে রঙ্ক পাবৈ বিত্ত জো পৈ জানৈ সারকো।

* অমৃতনিন্দিত কোটী সুধাংশু নিন্দিৎ।
† নাভাজীর জগত শ্রবিলা।

কৈশনি কুটিলাঈ ঐসে মীন সুখদাঈ
অগর-সুরীতি ভাঈ বসো উর হারকো॥

অস্যার্থঃ।

জয় জয় জয় মীন বরাহ কমঠ।
জয় জয় নরহরি বামন উদ্ভট॥
জয় ভৃগুপতি রাম রাঘব বুদ্ধ কল্কি।
ব্যাস পৃথু হরি হংস মন্বন্তর বল্কি॥
যজ্ঞ ঋষভ শ্রীধন্বন্তরি হয়গ্রীব।
বদ্রীপতি সনকাদি শ্রীকপিলদেব॥
আর দত্ত এই যে চব্বিশ অবতার।
অবতারী কৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বরূপ যাঁর॥
করুণা করিয়া অগ্রদাসের হৃদয়।
ধর ধর অভয় সুন্দর পদদ্বয়॥
যত অবতার সব সুখ-পারাবার।
লীলা বিস্তারিয়া করে জীবের উদ্ধার॥
যার চিত্তে যেইরূপ লাগে দৃঢ় করি।
তার চিত্তে জাগে সদা দিবস শর্ব্বরী॥
তার মধ্যে অদভুত শ্রীকৃষ্ণের রীতি।
দরিদ্রের ধন হেন সভার পিরীতি॥
রূপ গুণ লীলা নামে যার চিত্ত ডোবে।
প্রাকৃত বস্তুতে নাহি তার মন ক্ষোভে॥
চব্বিশ যেরূপ চৌদ্দ ভুবন-মন্দিরে।
বিরাজ করয়ে অগ্রদাসের অন্তরে॥

অথ চরণচিহ্ন বর্ণনা।

[মূল হিন্দী]

চরণচিহ্ন রঘুবীরকে সন্তন সদা সহায়কা॥
অঙ্কুশ অম্বর কুলিশ কমল জব ধ্বজা ধেনুপদ।
শঙ্খ চক্র স্বস্তীক জম্বুফল কলশ সুধাহ্রদ॥
অর্দ্ধচন্দ্র ষট্‌কোণ মীন বিন্দু উরধরেষা।
অষ্টকোণ ত্রিকোণ ইন্দ্রধনু পুরুষ বিশেষা।
সীতাপতিপদ নিত্য বসত এতে মঙ্গলদায়কা
চরণচিহ্ন রঘুবীরকে সন্তন সদা সহায়কা॥

[টীকা হিন্দী]

সন্তনসহায়কাজ ধারে নৃপরাজ রাম-
চরণসরোজনমেঁ চিহ্ন সুখদাইয়ে।
মন হৈ মতঙ্গ মতবারো হাথ আবে নাহিঁ।
তাকে লিয়ে অঙ্কুশ লে ধাত্যো হিয়ে ধাইয়ে॥
ঐসেহী কুলিশ পাপপর্ব্বতকে ফোরিবেকো,
ভক্তিনিধি জোরিবেকো কঞ্জ মন ল্যাইয়ে।
জোপৈ বুধবন্ত রসবন্ত গুণ সম্পতিমৈ
করিলে বিচার সব নিশি দিন গাইয়ে॥

অস্যার্থঃ।

রামচন্দ্র নৃপরাজ চরণ-কমলে।
ভক্ত রক্ষা হেতু অস্ত্র রাখে চিহ্নছলে॥
সুন্দর সুখদ স্নিগ্ধ মনোজ্ঞ মাধুর্য্য।
ভক্তের হৃদয়ানন্দ তদিতর-বর্জ্জ্য॥
মন-মাতঙ্গ মত্ত নিবারণ-কাজে।
অঙ্কুশ ধরয়ে পদে সুন্দর বিরাজে॥
তথা সে কুলিশ পাপ-চূর্ণের কারণে।
বজ্র ধরে শ্রীচরণে স্নেহ-বিতরণে॥
ভক্তিনিধিপ্রাপ্তি হেতু পদ্মনিধি ধরে।
ইত্যাদি ধারণে রিপু নাশি সুখী করে॥
সেই বুদ্ধিমন্ত শান্ত, ধন্য তার জন্ম।
ঊনবিংশ যারাশ্রয় সেই জানে মর্ম্ম॥
স্মর স্মর স্মর ভাই দিবানিশি গাও।
শ্রীচরণসুধারসসিন্ধু অবগাও॥

ইতি শ্রীভক্তমালে গুর্ব্বাদিবন্দন মঙ্গলাচরণ নাম প্রথমমালা।

শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু।

৯ পৃষ্ঠ

দ্বিতীয় মালা

চৈতন্যপার্ষদ-গুণবর্ণন।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
গুর্ব্বাদি-বন্দন-আদি মঙ্গলাচরণ।
করিল কহিব এবে মূল প্রয়োজন ॥
প্রথমে গাইব গুণ গৌরাঙ্গপার্ষদ।
যাহার প্রসাদে ঘুচে অনন্ত * বিষাদ ॥
শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
শ্রীচরণ-আস্বাদক যত ভক্তবৃন্দ ॥
তা সবার শ্রীচরণ হৃদয়ে ধরিয়া।
গাইব শ্রীগৌরাঙ্গের পিরীতি লাগিয়া ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ

[মূল হিন্দী]

শ্রীনিত্যানন্দ-কৃষ্ণচৈতন্য কী ভক্তি দশোঁ দিশি-
বিস্তরী।
গৌড়দেশ পাখণ্ডমেঁ টিকিয়ো ভজন-পরায়ণ ॥
করুণাসিন্ধু কৃতজ্ঞ ভয়ে অগতিন গতিদায়ন।
দশধা রস অক্রান্ত মহন্তজনচরণ উপাসে ॥
নাম লেত নিহপাপ দুরিত তিহি নরকে নাসে ॥
অবতার বিদিত পূরব মহী উভৈ মহন্তদেহী ধরী।
শ্রীনিত্যানন্দ-কৃষ্ণচৈতন্য কী ভক্তি দশোঁ দিশি
বিস্তরী ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।

[টীকা হিন্দী]

গোপিনীকে অনুরাগ আগে আপ হারে শ্যাম,
জান্যো য়হ লাল রঙ্গ কৈসে আবে তনমেঁ।
এতো সব গৌর তন নখ শিখ বনী ঠনী,
খুল্যো য্যো সুরঙ্গ অঙ্গ অঙ্গ রঙ্গে বনমেঁ ॥
শ্যামতাঈ মাঁঝ সো ললাঈহু সমাঈ জাহি
তাসে মেরো জান ফিরি আঈ য়হ মনমে।
জন্মমতীসুত সোঈ সচীসুত গৌর ভয়ে
নয়ে নয়ে নেহ চোজ নাচে নিজগণমেঁ ॥
আবে কভুঁ প্রেম হেম পিণ্ডবত তন হোত
কভুঁ সন্ধি সন্ধি ছুটি অঙ্গ বঢ়ি জাত হৈ
ঔর এক ন্যারী রীতি অশ্রু পিচকারী মাঁনো
উভৈ লাল প্যারী ভাবসাগর সমাত হৈ ॥
ঈশতা বখানি কহা করো সো প্রমান য়াকো
জগন্নাথ ক্ষেত্রে নেত্রে নিরখি সাক্ষাত হৈ।
চতুর্ভুজ ষট্‌ভুজ রূপ লে দিখায় দিয়ো
দিয়ো জো অনুপহিত বাত পাত পাত হৈ ॥
কৃষ্ণচৈতন্য নাম জগত প্রগট ভয়ো
অতি অভিরাম লে মহন্ত দেহি করী হৈ।
জিতো গৌড়দেশ ভক্তি লেশহুন জানে কোউ
সেউ প্রেমসাগরমেঁ বোর্‌য্যো কহি হরি হৈ
ভয়ে শির মোর এক এক জগ তারিবেকো
ধারিবেকো কোন সাথি পেখি নমেঁ ধরী হৈ
কোটি কোটি অজামীল বারি ডারে দুষ্টতা পৈ
ঐসেহু মগন কিয়ে ভক্তি ভূমি ভরী হৈ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু।

[টীকা হিন্দী]

আপ বলদেব সদা বারুণীসোঁ মত্ত রহৈ
চহৈ মন মানো প্রেম মত্ততাঈ চাখিয়ে।
সোঈ নিত্যানন্দ প্রভু মহন্তকী দেহ ধরী
ভরী সব আনি তঊ পুনি অভিলাখিয়ে ॥

* অনন্ত-বিষাদ—পাঠভেদ।

ভয়ো বোঝ ভারী কোঁহু জাত ন সম্ভারী জব
ঠৌর ঠৌর পারিষদমাঁঝ ধরী রাখিয়ে।
কহত কহত ঔর শুনত শুনত জাকে
ভয়ে মতবারে বহু গ্রন্থ তাকী সাখিয়ে ॥

অস্যার্থঃ।

নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তিরসে।
দশদিগ বিস্তারিয়া অমঙ্গল নাশে ॥
কৃষ্ণভক্তহীন গৌড়দেশ যে পাষণ্ড।
দলন করিলা দিয়া ভক্তি-তীক্ষ্ণদণ্ড ॥
সভেই ভজনপরায়ণ-মতি হৈল।
করুণাসাগর অগতির গতি ভেল।
দশরসভাবাক্রান্ত মহান্ত সজ্জনে।
চরণ উপাসে ভিজে প্রেম-বরিষণে ॥
কৃষ্ণ আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম লৈতে।
মুক্ত হৈল সভে ভবদুর্গতি হইতে ॥
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরাম ভুবি অবতরি।
মহী উদ্ধারিলা দোঁহে ভক্তরূপ ধরি ॥
ব্রজে বলদেব মত্ত বারুণী পানেতে।
এবে নিত্যানন্দরূপে মত্ত প্রেমরীতে।
ভক্তভাব অঙ্গীকরি জগৎ তারিলা।
ধরি ধরি হরিনাম সভারে লওয়াইলা ॥
নিজ পারিষদ সহ প্রেমে মাতোয়ার।
তার সাক্ষী সাধুগণ বহু গ্রন্থ আর ॥

আপন মাধুরী, চমকিত হেরি,
রাধার পরাণনাথ।
এ হেন মাধুরী, রাধিকা সুন্দরী,
আস্বাদয়ে সখী সাথ ॥
কত সুখে ভাসে* না জানি কি রসে,
প্রেমের সাগরমাঝ।
এতেক ভাবিতে, উছলিল চিতে,
ক্ষণেক† না সহে ব্যাজ ॥

রাধা-ভাবামৃতে, আস্বাদিতে চিতে,
আইলা গউড়মাঝ।
নবদ্বীপসিন্ধু, কুমুদিনীবন্ধু,
উদয় যে দ্বিজরাজ ॥
রাধারূপরস, চিন্তিয়া উল্লাস,
ভাবিতে ভাবিতে মনে।
আনন্দে ভুলিল, সেই রূপ ভেল,
গউর হেমবরণে ॥
গৌরাঙ্গী কালিয়া, মিশাল হইয়া,
গৌরাঙ্গী সরস ভেল।
কালিয়া ঢাকিয়া, ব্যাপক হইয়া,
নিজ রূপ প্রকাশিল ॥
নবদ্বীপে আসি, গৌর রূপরাশি,
গণের সহিত নাচে।
সে রূপ-রতনে, যে দেখে নয়নে,
সে কি পরাণেতে বাঁচে ?
সে নৃত্য সে প্রেম, সে বরণ হেম,
সে সব* সঙ্গিয়া সনে।
দেখিল নয়নে, তখন যে জনে,
সে আনন্দ সেই জানে ॥
কিবা চমৎকার, প্রেমের বিকার,
নাহি লোক বেদে শুনি।
কভু হেমতনু, মল্লিপুষ্প জনু,
কভু পদ্মরাগ মণি ॥
কভু হেমপিণ্ড, কভু খণ্ড খণ্ড,
অস্থিসন্ধি ছুটি যায়।
কভু লোমকূপে, রক্তধারা ব্যাপে,
অশ্রু পিচকারিপ্রায় ॥
বুঝি প্রেমরস, হইয়া সরস,
উপছি বহিয়া যায়।
মণিমুক্তা যথা, অনুভব তথা,
সুভগ সোণার গায় ॥

* কভু সুখে ভাসে—পাঠভেদ। † ক্ষণেকে—পাঠভেদ।

* সব—পাঠভেদ।

প্রকাশি ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্যের ধূর্য্য,
দেখায় ভক্তগণেরে।
কভু চতুর্ভুজ, কভু ষড়্‌ভুজ,
নিজ নানা রূপ ধরে॥
কভু রাধা সহ, নীলকান্ত* দেহ,
মুরলীবদন রূপে।
সংকীর্ত্তন-মাঝে, কীর্ত্তনে বিরাজে,
কভু বহু রূপে ব্যাপে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নাম মহাধন্য,
প্রকট করি জগতে।
উদ্ধারিল লোক, গেল রোগ-শোক,
মগ্ন হৈল প্রেমামৃতে॥
গৌড়দেশ ধন্য, যাঁহা অবতীর্ণ,
গৌরাঙ্গ পরশমণি।
কর্ম্মী জ্ঞানী যত, ছিল যত যত†
সবে ভেল প্রেমধনী॥
গৌরাঙ্গভকত, পারিষদ যত,
একজন এক নিধি।
অপার মহিমা, করিবারে সীমা,
কে আছে এমন সুধী॥
গৌর গুণধাম, পূরাইতে কাম,
হেন কি জগতে আছে।
দয়ার সাগর, তারিতে পামর,
কভু নাহি আগে পাছে॥
কোটি অজামিল, সম দুষ্টশীল,
জগাই মাধাই ছিল।
তারা দুই জনে, কৃপাবলোকনে,
অনায়াসে তরাইল॥
গৌরাঙ্গের কৃপা, অমৃত-স্বরূপা,
ব্যাপিত দেখি ভুবনে।
অধম চণ্ডাল, অতিমন্দ ভাল,
একা লালদাস বিনে॥‡

* নীলকান্তি—পাঠভেদ।
† ছিল যথাবৎ এবং যত ছিল হত—পাঠভেদদ্বয়।
‡ কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।

এ হেন গৌরাঙ্গ গুণনিধি-পারিষদ।
গুণগান করিব মনেতে বড় সাধ॥
গৌরাঙ্গের প্রেম-গুণ-আস্বাদ লাগিয়া।
তাঁর ভক্তগুণ গাই অভেদ জানিয়া॥

১। চরিত্র শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী।

[মূল হিন্দী]

শ্রীরঘুনাথ গুঁসাঈ গরুড় জ্যোঁ।
সিংহ পৌরি ঠাঢ়ে রহেঁ॥
শীতকাল সকলাত বিদিত।
পুরুষোত্তম দীনী॥ ইত্যাদি।

[টীকা হিন্দি]

অতি অনুরাগ ঘর-সম্পত্তিসো রহ্যো পাগি
তাহু করি ত্যাগ নীলাচল কিয়ো বাস হৈ॥
ধন্‌কো পঠাবৈ পিতা তৌপৈ নহিঁ ভাবৈ কছু
দেখিবো সুহাবৈ মহাপ্রভুজুকো পাস হৈ॥

অস্থার্থঃ।

মূল লিখিবারে বহু পুস্তক বাঢ়য়।
অতএব অর্থমাত্র লিখি যে আশয়॥
শ্রীমান্ রঘুনাথ দাস যে গোস্বামী।
প্রচণ্ড বৈরাগ্য যাঁর মহাভক্ত প্রেমী।
অনুরাগ-পরাকাষ্ঠা শ্রীরাধা-গোবিন্দে।
দিবানিশি নাহি জানে মত্ত প্রেমানন্দে॥
শ্রীগৌরাঙ্গকৃপাবলে বৈরাগ্য জন্মিল।
পিতার যে রাজ্যাস্পদ তাতে ঘৃণা হৈল॥
সুন্দরী যুবতী নারী ভূষণে ভূষিত।
বিষতুল্য মানে তাহা হইয়া কম্পিত॥
সর্ব্বত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গচরণে।
যাইয়া প্রপন্ন* হইবারে হৈল মনে॥
নিকষিয়া যায় পুনঃ পুনঃ ধরি আনে।
পিতা-মাতা কাতর সদাই দুঃখ মনে॥

* প্রসন্ন—পাঠভেদ।

নবলক্ষের রাজ্যাস্পদ সঁপিল তাঁহারে।
অপ্সরার তুল্য যে যুবতী নারী ঘরে ॥
তথাচ রাখিতে নারে কৃষ্ণ অনুরাগে।
সে সকল তুচ্ছ করি বিষয়-ভয়ে ভাগে ॥ *
অনেক পাহারা চৌকী রাখিয়া হারিল।
শেষে রজ্জু দিয়া হস্ত বান্ধিয়া রাখিল ॥
রঘুনাথ উৎকণ্ঠাতে গৌরাঙ্গ বলিয়া।
উচ্চস্বরে কান্দে সাধু ভূমেতে পড়িয়া ॥
কেহ শিষ্ট লোক কহে অনুচিত ইহ।
নির্ব্বোধ তোমরা কেহ বুঝিতে নারহ ॥
এ হেন ঐশ্বর্য্য আর এ যুবতী নারী।
হেন রজ্জু ছিণ্ডে যেই তারে হরি হরি ॥ †
পট্টরজ্জু দিয়া কি বাঁধিয়া রাখা যায়।
কেন বৃথা বান্ধ খুলি দেহ হায় হায় ॥
এত শুনি বন্ধন খুলিয়া নিজ জন।
অনেক বুঝায় সভে করিয়া ক্রন্দন ॥
তেঁহো হেঁটমাথে রহে কিছু নাহি কহে।
গৌরাঙ্গ হৃদয়ে যথা গ্রহ চাপে দেহে ॥
লোক চৌকী রাখি সভে সতর্ক রহিল।
রাত্রিযোগে রঘুনাথ উঠি পলাইল ॥
অতি উৎকণ্ঠিত মন উন্মত্তের প্রায়।
দিক্‌বিদিক্ ফিরি বুলে গ্রাম না তাকায় ॥ ‡
জল কি জঙ্গল তৃণ কণ্টক শর্করা।
নাহি মনে, ধায় মাত্র বাউলের পারা ॥
বারো দিনে উত্তরিলা শ্রীপুরুষোত্তম।
তার মধ্যে তিন সন্ধ্যা আহার যে নাম ॥
পুরুষোত্তম গিয়া শ্রীমান্ চৈতন্যচরণে।
পড়িলা হঠাৎ গিয়া করিয়া ক্রন্দনে ॥
হে নাথ হে প্রভো হে হে করুণা-নিধান।
কৃপা কর শ্রীচরণে লইনু শরণ ॥
অনাথ অধম মুঞি গতিহীন দীন।
কৃপাবলোকন কর জানিয়া অধীন ॥
শ্রীচরণ-তলে পড়ি ধূলায় ধূসর।
স্তুতি নতি করে অতি কাতর অন্তর ॥
কাতর দেখিয়া প্রভুর দয়া উপজিল।
মুচকি হাসিয়া তুলি আলিঙ্গন কৈল ॥
শক্তি সঞ্চারিয়া তবে প্রেম-ভক্তি দিল।
নিজ পারিষদে প্রভু প্রধানে গণিল ॥
শ্রীমান্ দাস রঘুনাথ নাম হৈল খ্যাত।
পরম বৈরাগ্য কৃষ্ণপ্রেমে উনমত ॥
সিংহদ্বারে থাকি কৈল অযাচক বৃত্তি।
কথো দিনে তাহা ছাড়ি কৈল কিছু যুক্তি ॥
শড়া মহাপ্রসাদ যাহা কুণ্ডেতে ডারয়ে।
ধুইয়া তাহার মধ্যে কণা যে থাকয়ে ॥
তাহাই আহার মাত্র প্রাণরক্ষাকাজে।
বিষয়সুখের লেশমাত্র নাহি সুজে ॥
প্রভু তাহা শুনি অতি আনন্দিত হঞা।
প্রশংসেন অন্য ভক্তগণে শুনাইয়া ॥
প্রভুর আজ্ঞায় (?) দাস-গোসাঞি মহান্।
কথোদিনে কৈল বৃন্দাবনেতে গমন ॥
শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে করিলেন বাস।
দিবানিশি সদা রাধাকৃষ্ণ-প্রেমোল্লাস ॥
রাধাকৃষ্ণপ্রাপ্তি লাগি সদা উৎকণ্ঠিত।
সদা হাহাকার, ক্ষণে স্থির নহে চিত ॥
হে হে বৃন্দাবনেশ্বরি হে ব্রজনাগর!
দেখাইয়া শ্রীচরণ প্রাণ রাখ মোর ॥
নিদ্রাহার নাহি, সদা করয়ে ফুৎকার।
বাহ্যস্ফূর্ত্তি নাহি সদা যেন মাতোয়ার ॥
দাস-গোস্বামীর পূর্ব্বাপর যত লীলা।
কহিতে নারিএ কিছু সংক্ষেপে বর্ণিলা ॥
পতিতপাবন দাসগোস্বামিচরণ।
আমা সভার পরম উপায় অতিধন ॥
হে শ্রীগোস্বামী প্রভু কৃপাদৃষ্টি কর।
লালদাস-মস্তকে চরণপদ্ম ধর ॥

---

* বিষ[illegible] পাঠভেদ।

† হে[illegible]রে পরিহরি—পাঠভেদ।

‡ দি[illegible] তাকায়—পাঠভেদ।

২। চরিত্র শ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামী

[মূল হিন্দী]

শ্রীরূপ সনাতন ভক্তিজল শ্রীজীবগুঁসাই সর গম্ভীর
বেলা ভজন সুপক্ককষায়ন কবহুঁ না লাগি।
বৃন্দাবন দৃঢ়বাস জুগল চরণনি অনুরাগী॥
পোথি লেখনি পানি অঘট অক্ষর চিত দীনো।
সদ্‌গ্রন্থনকো সার সবৈ হস্তামল কীনো॥ ইত্যাদি

অস্যার্থঃ।

শ্রীরূপ শ্রীসনাতন শ্রীজীব গোস্বামী।
হরিভক্তিমূর্ত্তির প্রকট নর-ভূমি॥
প্রেমাকারাকারবৃত্তি অষ্ট যে সাত্ত্বিকী।
তরঙ্গ বহয়ে সদা চরকি চরকি॥
সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা মহাপণ্ডিত অগাধ।
সিদ্ধান্ত স্থাপিল অসদ্ব্যাখ্যা করি বাদ॥
সুশীল সুধীর শুভমতি শিষ্ট শান্ত।
প্রিয়ংবদ পর উপকারেতে একান্ত॥
সর্ব্বগুণাকর গুণ কহনে না যায়।
ত্রৈলোক্যপাবন মহা-মহান্ত-আশয়॥
নানাগ্রন্থ কৈল সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।
প্রাকৃত পণ্ডিতে যার নাহি পায় অন্ত॥
পরম উপায় যাহা আশ্রয় করিয়া।
কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব পায় জগত ভরিয়া॥
কর্ম্মজ্ঞানে লোক সব জড়িত আছিল।
শুদ্ধভক্তি অমৃতের স্বাদ আস্বাদিল॥
এহেন দয়ার নিধি ভুবনে আইল।
জীবত্রাণ হেতু বুঝি বিধি সিরজিল॥
গুণ কে কহিতে পারে যাঁহার সদ্‌গুণে।
বশীভূত শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি বাখানে॥
বৃন্দাবন হৈতে যদি আইসে কোন জন।
তাহারে পুছয়ে প্রভু করিয়া যতন॥
কেমতে আছয়ে মোর শ্রীবৃন্দাবন।
কেমন আছয়ে মোর রূপ-সনাতন॥
সৌভাগ্যের সীমা যাতে গুণের সাগর।
পূজ্য আরাধ্যমধ্যে জগতের সার॥
মহাভক্তি মহাপ্রেম মহান্ পাণ্ডিত্য।
মহাজিতেন্দ্রিয় মহাগুণবান্ নিত্য॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন দুই সহোদর।
উজীর আছিলা দোঁহে গৌড়িয়া পাৎশার॥
দবীরখাস নাম আর সাকর মল্লিক।
খেতাব দোঁহার সর্ব্ব খেতাবে অধিক॥
বড় বুদ্ধিমান বড় প্রতাপে উন্নত।
অর্থে পরিপূর্ণ যথা লক্ষ্মী বশীভূত॥
ভাগ্যের দেখহ সীমা দয়াল গৌরাঙ্গ।
পূর্ণ কৃপা কৈল যাতে ছুটে সর্ব্ববন্ধ॥ *
প্রথমে শ্রীবৃন্দাবন গমন উদ্যমে।
প্রভু কানাইর নাটশালা নামে গ্রামে॥
আইলেন যবে শুনি রূপ সনাতন।
রাত্রিযোগে গিয়া লৈল চরণে শরণ॥
বহু স্তুতি নতি করি চরণে পড়িয়া।
আত্মসমর্পণ কৈল কাতর হইয়া॥
প্রভু বড় কৃপা কৈল দয়ার্দ্র হইয়া।
সংক্ষেপে কহিলা কিছু উপদেশ দিয়া॥
বিষয় তেজিয়া হও নিশ্চিন্ত মানস।
পশ্চাৎ মিলিব মুঞি কহিল বিশেষ॥
প্রভুরে দেখিতে লোক লক্ষলক্ষ আইসে।
সঙ্গ নাহি ছাড়ি, চলে ঘেরি চারিপাশে॥
সনাতন কহে প্রভু লোক লক্ষ কোটি।
সহ বৃন্দাবন যাওয়া নহে পরিপাটী॥
সনাতন বাক্যে প্রভু আনন্দিত হিয়া।
অতি গ্রাহ্য কৈল সেই বাক্য প্রশংসিয়া॥
রূপ সনাতন নাম দোঁহাকারে দিয়া।
পুন ফিরি পুরুষোত্তম গেলেন চলিয়া॥

* সর্ব্বসঙ্গ—পাঠভেদ।

প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
জন্মিল যাহাতে আর পরম বৈরাগ॥
প্রথমে শ্রীরূপ গেলা বিষয় ছাড়িয়া।
কৃষ্ণাবেশে মগ্ন সদা বৃন্দাবনে গিয়া॥
শ্রীল সনাতন সদা উৎকণ্ঠিত মন।
বৈরাগ্যের পথে নিজ রাখিয়া নয়ন॥
রাজকর্ম্মে নাহি জ্ঞান বিরলেতে বসি।
শাস্ত্র অনুশীলন করেন দিবানিশি॥
পাতশা ডাকিয়া লোক পাঠাইলে কহে।
কহ গিয়া তার কিছু পীড়া হয় দেহে॥
পীড়া শুনি পুন রাজা বৈদ্য পাঠাইলা।
বৈদ্য আসি পরখিয়া সুস্থ দেখি গেলা॥
সুস্থ শুনিঞা রাজা উদ্বিগ্ন হইয়া।
আপনি আইলা সনাতনেরে চাহিয়া॥
আস্তেব্যস্তে সনাতন সম্মান করিয়া।
বসাইল উপযুক্ত আসন অর্পিয়া॥
রাজা কহে তোমার মনের কথা কিবা।
কার্য্যে নাহি যাহ, নাহি বুঝি কি করিবা॥
এক ভাই তোমার ফকির হইয়া গেলা।
তুমিও তাহাই বুঝি করিবে ভাবিলা॥
তবে সনাতন কহে অন্তরের মর্ম্ম।
আমা হৈতে আর নাহি চলিবেক কর্ম্ম॥
তত্ত্ব বুঝি সনাতনে রাখে কারাগারে।
কয়েদ রাখিলা কিন্তু বিষাদ অন্তরে॥
দৈবাৎ চলিলা রাজা দক্ষিণদেশেতে।
কোন প্রতিযোগী সনে বিগ্রহ করিতে॥
হেথা বন্দিখানায় যে প্রধান যবন।
তাহারে মিনতি করি কহে সনাতন॥
আমি তব আজন্ম যে উপকার কৈনু।
তার প্রত্যুপকার মোর কর কিছু জনু॥
মোরে বন্দিখানা হৈতে যদি ছাড়ি দেহ।
গোসাঞি তরাবে তব বাপদাদা সহ॥
আর পাঁচ হাজার যে মুদ্রা আগে লহ।
ধর্ম্ম অর্থ লাভ হবে যদ্যপি করহ॥

জমাদার কহয়ে যে আজ্ঞা কর পারি।
কিন্তু যে তস্কির হৈলে প্রাণে পাছে মরি॥
তেঁহো কহে ভয় কি যুকতি আছে ভাল।
রাজারে কহিবে তেঁহো জলে প্রবেশিল॥
গঙ্গাতে লইয়া গেনু স্নান করাইতে।
ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া মরিল বিবেকেতে॥
এ দেশে না রব মুঞি হৈয়া দরবেশ।
দেশান্তর যাব, রাজা না পাবে উদ্দেশ॥
তথাচ যবন-মন প্রসন্ন নহিল।
তবে আর মনে কিছু যুকতি করিল॥
সাত হাজার মুদ্রা আনি যবনের আগে।
ধরিলা যবন সেই মুদ্রা-অনুরাগে॥
খালাস করিয়া গঙ্গা পার করি দিলা।
ঈশান নামেতে ভৃত্য সহিত চলিলা॥
লুকাইয়া পঞ্চদশ মোহর ঈশান।
পথের সম্বল হেতু বান্ধি লইলেন॥
বনপথে চলে গোসাঞি নগর ছাড়িয়া।
ফল মূল জল মাত্র আহার করিয়া॥
কথোক দিবসে গেলা পাতোড়া-পর্ব্বতে।
তথা এক দস্যু হয় কুটুম্ব-সহিতে॥
ভুঞা বলি খ্যাত হয় হাত-গণনাতে।
যার স্থানে যেই দ্রব্য পারয়ে কহিতে॥
উত্তরিলা অপরাহ্ণ সময় যাইয়া।
হাত গণি নিজ স্বার্থ জানি সেই ভুঞা॥
গোসাঞিরে বহু সমাদরে সেবা কৈলা।
রাজমন্ত্রী সনাতন চিন্তিতে লাগিলা॥
এই ব্যক্তি বিনে পরিচয়ে কেনে মোরে।
যথোচিত প্রণয় আদর ভক্তি করে॥
বিরলে ডাকিয়া কিছু পুছেন ঈশানে।
সত্য কহ কিছু দ্রব্য আছে তব স্থানে॥
ঈশান কহেন আছে পনের মোহর।
গোসাঞি কহেন এই কৃতান্তের চর॥
কেন আনিয়াছ সাথে করিয়া যতন।
ত্যাগ কর এখনি যে যাইবে জীবন॥

এত কহি মোহর ঈশান-স্থান হৈতে।
মাগিয়া লইলা সুধী দস্তে সমর্পিতে ॥
একটি ঈশানে দিয়া চৌদ্দটি লইয়া।
ভুঞার হস্তেতে দিলা বিনয় করিয়া ॥
হাসিয়া কহয়ে ভুঞা সুবুদ্ধি যে তুমি।
ইহা হেতু রাত্রে তোমায় মারিতাম আমি ॥
চৌদ্দটি মোহর দিলে আর এক হয়।
ভাল ভাল থাকুক নাহিক কিছু ভয় ॥
ভাল কৈলে দ্রব্য দিলে আপন ইচ্ছায়।
তুষ্ট হৈনু নাহি লব দিব যে তোমায় ॥
এত বলি মোহর ফিরিয়া পুন দিল।
গোসাঞি একান্তে তাহা লৈতে না চাহিল ॥
তথাচ যতন করি তাঁর হস্তে দিল।
গোসাঞি লইয়া মুদ্রা ঈশানে সঁপিল ॥
তাহারে কহিলা এই স্বর্ণমুদ্রা লও।
মোর সঙ্গ ছাড়ি তুমি গৃহে চলি যাও ॥
রোদন করিয়া তেঁহো গৃহে চলি গেলা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোসাঞি চলিলা একেলা ॥
চলিতে চলিতে হাজিপুর গ্রামে গিয়া।
রাত্র্যে এক বাগিচাতে রহিলা পড়িয়া ॥
তাঁর ভগ্নীপতি ঘোড়া খরিদ কারণ।
আসিয়াছে সেই বাগিচাতে বাসাস্থান ॥
হাওয়াখানা টুঙ্গির উপরে বসিয়াছে।
নিকটে গোসাঞি কৃষ্ণ কৃষ্ণ ফুকারিছে ॥
স্বর শুনি মনে কিছু সন্দিগ্ধ হইয়া।
নামিয়া আপনি তথা গেলেন চলিয়া ॥
দেখে গিয়া বসি রাজমন্ত্রী সনাতন।
চমৎকার হৈল মুখে না সরে বচন ॥
হাহাকার করিয়া অঙ্গুলী নাকে ধরি।
কহয়ে খেদোক্তি করি চক্ষে পড়ে বারি ॥
এ কি দশা আহা হেন রাজ্যপদ ছাড়ি।
মলিন বসন কেন ভূমে গড়াগড়ি ॥
এ হেন সুখের দেহে এতেক কেলেশ।
কেমতে সহিব এ দুঃখের নাহি শেষ ॥

বৈরাগ্য না কর গৃহে বসি কৃষ্ণ ভজ।
আইস আইস গৃহেতে মলিন বস্ত্র ত্যজ ॥
সনাতন বলে ভাই ও কথা না কহ।
মোর ভাগ্যে যে আছে হবে, তুমি ঘরে যাহ ॥
উৎকট বুঝিয়া তেঁহ পুন না কহিল।
শীতনিবারণ হেতু শাল আনি দিল ॥
মুচকি হাসিয়া গোসাঞি দূরে তেয়াগিল।
তাহা রাখি পুন এক বনাত আনিল ॥
উত্তম জানিয়া সাধু তাহাও না নিল।
তবে তেঁহো মনে কিছু বিচার করিল ॥
আশয় বুঝিয়া এক ভোট যে কম্বল।
আনিয়া দিলেন তবে চক্ষে বহে জল ॥
তাহাই লইয়া অঙ্গে উঠিলা * গোসাঞি।
চলিলা পশ্চিম দিকে সঙ্গে কেহ নাই ॥
শ্রীচৈতন্য-শ্রীচরণ লক্ষ্য যে করিয়া।
উত্তরিলা সাধুত্তম কাশীপুরে গিয়া ॥
শ্রীচৈতন্য বলিয়া ফুকারে বারে বার।
গদগদভাবে বহে গলদশ্রুধার ॥
যারে তারে পুছে ভাই গৌরাঙ্গসুন্দর।
কেহ দেখিয়াছ কোথা গুণের সাগর ॥
উন্মত্তের প্রায় সাধু খুঁজিয়া বেড়ায়।
চন্দ্রশেখরের ঘরে জানিলা নিশ্চয় ॥
দ্বারে গিয়া ভাবে সাধু ভিতরে যাবার।
নীচ অধম আমি নাহি অধিকার ॥
এত ভাবি বাহির দুয়ারে বসি আছে।
সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি তাহা জানিয়াছে ॥
ঘর হৈতে কহে প্রভু কোন নিজজনে।
দেখ ত বাহিরে কেহ বৈষ্ণব ওখানে ॥
বসিয়া থাকয়ে যদি বোলাইয়া আন।
তেঁহো দেখি আসিয়া প্রভুরে কহে পুন ॥
বৈষ্ণব না হয় এক কাঙ্গাল আছয়।
প্রভু কহে বোলাইয়া আন যেহ হয় ॥

* উড়িলা—পাঠভেদ।

যতন করিয়া তবে ডাকিয়া আনিল।
প্রভু-দরসনে সাধু আনন্দে ভাসিল ॥
দুইগোচ্ছাতৃণ করে, একগোচ্ছা দন্তে ধরে,
পড়িল গৌরাঙ্গ-রাঙ্গা পায়।
দুনয়নে শতধারা, রাজদণ্ডিজন-পারা,
অপরাধী আপনা মানয় ॥
তোমার চরণ নাহি, ভজি মোর গতি এহি,
সংসার-ভ্রমণে সদা ফিরি।
কদর্য্য বিষয়ভোগ, কামাদি ষড়বর্গ রোগ,
তাহে ভ্রমি সুখবুদ্ধি করি ॥
নীচ সঙ্গে সদা স্থিতি, নীচ ব্যবহারে মতি,
নীচ কর্ম্মে সদাই উল্লাস।
এ হেন দুর্লভ জন্ম, পাইয়ে কি কৈনু কর্ম্ম,
কেবল হইল উপহাস ॥
শরণ লইনু প্রভু, হে নাথ গৌরাঙ্গ বিভু,
করুণা-কটাক্ষ মোরে কর।
ও রাঙ্গাচরণে মতি, ত্রৈলোক্যের সারগতি,
এ অধম জনারে বিচার ॥
সনাতনের আর্ত্তনাদ, শুনিয়া দৈন্য-বিষাদ,
ছল ছল প্রভুর নয়ন।
আলিঙ্গন দিতে চায়, সনাতন পিছে ধায়,
কহে মোরে না কর স্পর্শন ॥
তোমা স্পর্শযোগ্য প্রভু, মুঞি ছার নহি কভু,
ঘৃণাস্পদময় * এই দেহ ॥
পাপময় সুকদর্য্য, সাধুর সভায় বর্জ্জ্য,
মোরে স্পর্শ কভু না করহ ॥
প্রভু কহে সনাতন, দৈন্য কর সংবরণ,
তোর দৈন্যে ফাটে মোর বুক ॥
কৃষ্ণ যে দয়াল হয়, ভাল মন্দ না গণয়,
হইল যে তোমার সম্মুখ ॥
কৃষ্ণকৃপা তোমা' পরি, যতেক কহিতে নারি,
উদ্ধারিলা বিষয় কূপেতে।
নিষ্পাপ তোমার দেহ, কৃষ্ণভক্তি মতি অহ,
তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে ॥
সনাতনের হাতে ধরি, বসাইয়া গৌরহরি,
আগমন শুভবার্ত্তা পুছে।
ভোট কম্বল গায়, প্রভুরে নাহিক ভায়,
বিষয়ের শেষ কিছু আছে ॥
অন্তরে প্রভু ভাবয়, ভোটপানে ঘন চায়,
সনাতন তৎক্ষণে বুঝিলা।
ক্ষণেক বিলম্বে উঠে, গিয়া জাহ্নবীর তটে,
মনে কিছু যুকতি সৃজিলা ॥
ভোট-কম্বল খানি, এক যে বৈষ্ণব জানি,
তাঁরে দিয়া তাঁর কান্থা খানি।
পরিবর্ত্ত করি লৈল, তেঁাহো তাহে তুষ্ট হৈল,
গোসাঞি লইল শ্লাঘা মানি ॥
সেই কান্থা গলে দিয়া, প্রভুর নিকটে গিয়া,
দণ্ডবত করিয়া পড়িলা।
প্রভু গলে কান্থা দেখি, ছল ছল করে আঁখি,
উঠাইয়া আলিঙ্গন কৈলা ॥
প্রভু কহে সনাতন, কৃষ্ণ যে রতনধন,
অনেক যে দুঃখেতে মিলয়।
দেহ গেহ পুত্র দার, বিষয় বাসনা আর,
সর্ব্ব আশা যদি তেয়াগয় ॥
তবে প্রভু সনাতনে বড় কৃপা কৈলা।
শক্তি সঞ্চারিয়া নিজ তত্ত্ব জানাইলা ॥
সুমধুর নানা তত্ত্ব যে কহিলা বাণী।
মূর্খ মুঞি সে সকল কহিতে না জানি ॥
সনাতনে কহে তুমি বৃন্দাবনে গিয়া।
ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশহ শাস্ত্র বিচারিয়া ॥
যতেক কহিল মুঞি এই মত সার।
সিদ্ধান্ত যে এই হয় শাস্ত্র অনুসার ॥
মহিষী-হরণ আদি লোকে না বুঝিয়া।
কুব্যাখ্যা করয়ে যত মর্ম্ম না জানিয়া ॥
সে সব ভঞ্জন করি সিদ্ধান্ত স্থাপিয়া।
অদ্বৈত বিরুদ্ধ মত নিরাস করিয়া ॥

* ঘৃণাস্পদ মোর—পাঠভেদ।

নানা গ্রন্থ বর্ণন করহ লোকহিতে।
কৃষ্ণ-কৃপা তোমারে হইবে অচিরাতে ॥
সনাতন কহে প্রভু এ সব বিচার।
মূর্খ হৈয়া কেমতে করিব মুঞি ছার ॥
প্রভু কহে মোর আজ্ঞায় বেদশাস্ত্র যত।
হৃদয়ে উদয় হবে সুসিদ্ধান্ত মত ॥
এক চতুরাই কৈলা তবে সনাতন।
পুছয়ে প্রভুর স্থানে করিয়া যতন ॥
শুক্ল রক্ত তথা পীত ইত্যাদিক করি।
যুগে যুগে অবতার করেন যে হরি ॥
তিনযুগে যে যে অবতার তা কহিলে।
পীতবর্ণ কলিতে কে তাহা না বলিলে ॥
প্রভু কহে সনাতন চতুরাই ছাড়।
ঐ বাক্যে নিজ তত্ত্ব কহিলা যে দড় ॥
সংক্ষেপে কহিনু প্রভু-সহিত মিলন।
তবে চলি গেল গোসাঞি শ্রীবৃন্দাবন ॥
অলৌকিক অসম্ভব গোসাঞির প্রেম।
বৈরাগ্যের সীমা আর অপতিত-নেম ॥
মূর্ত্তিমান মহাতেজ সমুদ্র গম্ভীর।
সাগরান্তা পৃথিবীর মধ্যে এক ধীর ॥
প্রতিদিন এক এক বৃক্ষতলে বাস।
প্রতিদিন পরিক্রমা নাহিক আলস ॥
বৃক্ষতলে বসি সদা গ্রন্থানুশীলন।
অলক্ষ্যে করেন পরিক্রমা বৃন্দাবন ॥
এক লীলা গোসাঞির শুন চমৎকার।
যাহার শ্রবণে হয় ভবনিধি পার ॥
একদিন গোসাঞি স্নান করিতে যমুনা।
স্পর্শমণি পাইলেন যাতে হয় সোণা ॥
মনে ভাবে কোন দীন দরিদ্র দেখিয়া।
তারে দিব এখন কোথাও রাখি লৈয়া ॥
স্পর্শ না করিয়া খাপরাতে ধরি লঞা।
কোন স্থানে রাখিলা মৃত্তিকা আচ্ছাদিয়া ॥
দৈবযোগে গৌড়দেশে এক যে ব্রাহ্মণ।
বর্দ্ধমান দক্ষিণে মানকরেতে ভবন ॥
জীবন তাহার নাম, বহু যে কুটুম্ব।
সুদরিদ্র কিছুমাত্র নাহি অবলম্ব ॥
বিবেকী হইয়া কাশীপুরেতে যাইয়া।
অর্থাকাঙ্ক্ষী হই বহু বৎসর ব্যাপিয়া ॥
শিব-আরাধনা কৈল তীব্র তপ করি।
প্রসন্ন হইয়া শিব কহে বিপ্রোপরি ॥
বৃন্দাবনে যাহ তথা সনাতন নাম।
সাধুর নিকটে গিয়া পূরিবেক কাম ॥
বহুধন পাবে তথা যাবে দরিদ্রতা।
লোকেতে দুর্লভ যাহা সর্ব্বদুঃখহন্তা ॥
কিবা দয়াময় দেখ দেব-দেববর।
গরল চাহিতে দিলা অমৃতসাগর ॥
শিবের আজ্ঞাতে বিপ্র ধনের আশাতে।
বৃন্দাবনধাম তবে চলিলা ত্বরিতে ॥
বিপ্রের সংসার-ক্ষয়-উন্মুখ সময়।
তাহা নাহি জানে, ধন চিন্তয়ে হৃদয় ॥
বিধাতা সদয় যবে হয় দুঃখিজনে।
গুগ্‌লি খুঁজিতে হস্তে মিলয়ে রতনে ॥
কথোদিনে বৃন্দাবনধামে সনাতন।
নিকট হইল গিয়া সুকৃতী ব্রাহ্মণ ॥
গোসাঞিরে গিয়া বিপ্র দণ্ডবৎ করি।
আনন্দ-আবেশে রহে করযোড় করি ॥
গোসাঞি প্রণাম করি করি যোড়কর।
পুছেন ব্রাহ্মণে মিষ্টবাক্যে প্রিয়ঙ্কর ॥
কে তুমি ঠাকুর মহাশয় কিবা অর্থে।
আগমন হৈল কৃপা করি মোর মাথে ॥
গোসাঞির নম্রতা সুমিষ্ট বাক্য শুনি।
দ্রবিল বিপ্রের চিত্ত চমৎকার গণি ॥
বিপ্র কহে মহাশয় আমি সুদরিদ্র।
অর্থ লাগি বহুকাল ভজিলাম রুদ্র ॥
কৃপা করি মহাদেব আদেশ করিলা।
তোমার চরণে মোরে আসিতে কহিলা ॥
বৃন্দাবনে সনাতন গোসাঞির স্থান।
যাইলে পাইবে অর্থ ইথে নাহি আন ॥

গোসাঞি কহেন মুঞি অর্থ কোথা পাব।
মহাদেব মোর স্থানে কি হেতু পাঠাব ॥
ভিক্ষাজীবী মুঞি মোর অর্থ কোথা হয়।
ইহা শুনি ব্রাহ্মণের বিদরে হৃদয় ॥
হা হা মোর ভাগ্যে কি ঈশ্বর প্রতারিলা।
কিংবা মুঞি স্বপনে কি প্রলাপ দেখিলা ॥
ব্রাহ্মণে কাতর দেখি বলেন * গোসাঞি।
আকাশ পাতাল ভাবি কূল নাহি পাই ॥
দৈবাৎ পড়িল মনে মণির বৃত্তান্ত।
আশ্বাস করিয়া ব্রাহ্মণেরে কহে † শান্ত ॥
হয় হয় ‡ ঠাকুর মোর স্মরণ হইল।
মিথ্যা নহে শ্রীমন্মহাদেব যে কহিল ॥
স্পর্শমণি লবে § চল দেখাইয়া দিই।
বিস্মৃত হইনু তে কারণে কহি নাই ॥
ব্রাহ্মণেরে লঞা যমুনার তীরে গিয়া।
বামহস্ত তর্জ্জনী অঙ্গুলী হেলাইয়া ॥
কহে এইখানে দেখ মৃত্তিকা খুদিয়া।
ব্রাহ্মণ খুদিয়া বুলে না পাই খুঁজিয়া ॥
গোসাঞিরে কহে কোথা দেহ উঠাইয়া।
তেঁহো কহে না স্পর্শিব সিনান করিয়া ॥
পুন তলাসিতে বিপ্র মণি যে পাইল।
গোসাঞিরে দণ্ডবৎ করিয়া চলিল ॥
পথে চলি যায় বিপ্র ভাবে মনে মনে।
এ হেন পদার্থ গোসাঞি দিলা কি কারণে ॥
রাখিবার কাজ থাকুক স্পর্শ নাহি করে।
স্পর্শের থাকুক কাজ ঘৃণায় না হেরে ॥ ¶
আমার চরিত্র এই সেই বস্তু লাগি।
তপ করি ঈশ্বরসেবনে অনুরাগী ॥
ছি ছি মোরে ধিক্ ধিক্ হেন তুচ্ছ বস্তু।
তাহার লাগিয়া মুঞি সদাই অসুস্থ ॥

অতএব হেন বস্তু দূরে তেয়াগিয়া।
গোসাঞির চরণে শরণ লব গিয়া ॥
তেঁহো যে রতন প্রাপ্ত হইয়া মজিল।
তাহাই লইব এই প্রতিজ্ঞা করিল ॥
তাঁহার চরণে গিয়া শরণ লইব।
বিনিমূল্যে তাঁর পায় বিক্রীত হইব ॥
এতেক ভাবিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া।
বটেশ্বর গ্রাম হৈতে গেলেন ফিরিয়া ॥
গোসাঞির পদে গিয়া পড়ি বিপ্রবর।
নিজ অভিলাষ যাহা কহিলা বিস্তর ॥
এ তুচ্ছ রতনে মোর নাহি কিছু কাম।
কৃপা করি প্রভু মোরে কর আত্মসম ॥
শরণ লইনু তব অভয় চরণে।
কৃতার্থ করহ দিয়া কৃষ্ণপ্রেমধনে ॥ *
গোসাঞি কহেন তুমি তাহা না পারিবে।
ঘরে গিয়া কৃষ্ণ ভজ সংসার তরিবে ॥
তেঁহো কহে নাহি যাব তোমার চরণে।
শরণ লইনু কৃপা কর মূঢ়জনে ॥
গোসাঞি কহেন তবে পার যোগ্য হৈতে।
স্পর্শমণি যদি শক্ত হও তেয়াগিতে ॥
এত শুনি বিপ্র স্পর্শমণি লৈয়া করে।
টান মারি ফেলি দিল যমুনা-মাঝারে ॥
গোসাঞি দেখিয়া তবে আনন্দিত হৈলা।
ব্রাহ্মণেরে ধরি গাঢ় আলিঙ্গন কৈলা ॥
প্রশংসা করিয়া কৃষ্ণ-মন্ত্র দীক্ষা দিয়া।
কৃতার্থ করিলা কৃষ্ণপ্রেম সঞ্চারিয়া ॥
অতএব শ্রীমান্ সনাতন স্পর্শমণি।
যার পদ দৃষ্ট-স্পর্শ মাত্র হৈল ধনী ॥
প্রাকৃতিক তুচ্ছ ধনে বিরক্তি হইল।
পরম রতন কৃষ্ণপ্রেমধন পাইল ॥
সর্ব্বদুঃখ দূরে গেল ধনাঢ্য হইল।
ত্রিজগতে ধন্য মান্য পূজ্যতম ভেল ॥

* দয়াল—পাঠভেদ।
† করে—পাঠভেদ।
‡ হায় হায়—পাঠভেদ।
§ হয়—পাঠভেদ।
¶ নেহারে—পাঠান্তর।

* প্রেমদানে—পাঠান্তর।
† পাইবে—পাঠান্তর।

তাঁহার নন্দন শ্রীল ভাগবত নামে।
তাঁহার সন্তান কাঁটামাড়গাঁয়ে গ্রামে॥
অদ্যাপিহ আছেন গোসাঞি বলি খ্যাত।
পূর্ব্ব মানকর এবে মাড়গাঁ বসত॥
বিপ্র যবে স্পর্শমণি যমুনায় ডারিল।
একব্বর পাৎশা পরম্পরায় শুনিল॥
মণি উঠাইতে বহু যতন করিল।
হস্তিপদে জিঞ্জির বাঁন্ধিয়া নাম্বাইল॥
যমুনার জলে ইতি-উতি ফিরাইতে।
শিকল স্বর্ণ হইল ঠেকিয়া মণিতে॥
মণি না পাইল নানা উপায় সৃজিয়া।
ঈশ্বরের কৃপা বিনে কে পায় খুঁজিয়া॥
গোস্বামীর লীলা হয় অনন্ত অপার।
পরমপবিত্র পদে পদে চমৎকার॥
সব কে কহিতে পারে কিঞ্চিৎ কহিল।
আরো কিছু কহিবারে উৎসাহ বাড়িল॥
মন-মোহনিঞা শ্রীমন্ মদনমোহন।
শ্রীমতী কুবুজা মহিষীর প্রকাশন॥
মথুরাচৌবের নারী করেন সেবন।
নিতি মাধুকুরি হেতু যান সনাতন॥
ঠাকুরের মাধুরী দেখিয়া প্রেম হয়ে।
কিন্তু অনাচারে সেবে দেখি দুঃখ পায়ে॥
আচার করিয়া সেবিবারে * সনাতন।
ক্রমমত কহি দিলা করিয়া যতন॥
চৌবের ঘরণী তাহা নাহি সমুঝিলা।
নিজমত প্রেমভাবে সেবিতে লাগিলা॥
আর দিন সনাতন দেখিতে ইচ্ছিল †।
চৌবের বাড়ীতে গিয়া উপনীত হৈল॥
চৌবের বালক সহ মদনমোহন।
একত্র বসিয়া অন্ন করেন ভোজন॥
আচার বিচার কিছু না করে গণন।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥

গোসাঞি দেখিয়া তাহা প্রেমে মূর্চ্ছা হয়।
চৌবের ঘরণী প্রতি স্তবন করয়॥
গোসাঞি যে আপনারে অপরাধী মানি।
বিনয় করয়ে তাঁরে করি যোড় পাণি॥
মাতা তুমি যেমত আচারে কর সেবা।
সেইমত সেব * অন্যমত না করিবা॥
তেঁহো কহে, ভাল ভাল তাহাই করিব।
দিন চড়ি যায় আচার করিতে নারিব॥
গোসাঞি কহেন মাতা নিবেদন করি।
আজ যদি মোরে কিছু দেহ মাধুকুরি॥
তোমার শিশুর এই পাত্র অবশেষ।
যাহা থাকে তাহা দেহ, করি কৃপালেশ॥
তাহি উঠাইয়া মাতা গোসাঞিরে দিলা।
গোসাঞি পাইয়া কৃতকৃতার্থ মানিলা॥
সাক্ষাতে দেখিলা মদনমোহনে খাইতে।
মদনমোহন দেখাইলা জানাইতে॥
প্রসাদ পাইয়া সাধু আনন্দে বিহ্বল।
মদনটেরেতে বাস যথা অর্কলোল॥
রাত্রিকালে স্বপনে শ্রীমদনমোহন।
শ্রীমান্ সনাতন গোস্বামীরে যে কহেন॥
তুমি মোরে চৌবের ভবন হৈতে আনি।
সেবা কর দিয়া মাত্র তুলসী আর পাণি॥
হোতা চৌবে ঠাকুরাণী প্রতি কহে হরি।
সনাতনে দেহ মোরে সমর্পণ করি॥
প্রাতে সনাতন হর্ষভরে তথা গিয়া।
ঠাকুরাণী প্রতি কয় বিনয় করিয়া॥
মদনমোহন আজ্ঞা করিল আমারে।
মনে সাধ হৈল বনে বাস করিবারে॥
ঠাকুরাণী কহে ইহ † সত্য হয় বটে।
শঠের বিদ্যায় পারগ বটে বটে॥
আমারেও কহিলা যাইব অন্যস্তরে।
পূর্ব্বের স্বভাব যে তা ছাড়িতে না পারে॥

* যে সেবিতে—পাঠভেদ।
† যাইয়া দেখিল—পাঠভেদ।

* কর—পাঠভেদ।
† হঁ হঁ সত্য বটে বটে—পাঠভেদ।

টিয়া * পক্ষী যথা প্রতিপালন করয় ।
শিকল কাটিয়া পাখী উড়িয়া পলায় ॥
শ্রীমতী যশোদা প্রাণপণেতে পালিলা ।
ক্ষণমাত্র বুকে শেল হানি পলাইলা ॥
যার যে স্বভাব হয়, তাহা কোথা যাবে ।
যায় যাউক আমার তাহাতে কিবা হবে ॥
যদ্যপি অন্তরে দুঃখ সহিতে না পারি ।
বরঞ্চ মরিব দেহ যমুনায় ডারি ॥
মাতার মাধুর্য্য গাঢ় প্রেমের কথন † ।
শুদ্ধ বাৎসল্য তাহে প্রেমের ভর্ৎসন ॥
শুনিঞা শ্রীসনাতন প্রেমের সাগরে । ‡
ভাসিয়া আনন্দধারা বহে গলদ্ধারে ॥
মাতা আর্ত্তনাদ করি শ্রীল সনাতনে ।
মদনমোহন দিয়া পড়ে অচেতনে ॥
উচ্চস্বরে কান্দে মাতা ভূমে গড়ি যায় ।
যশোদা মাতার দশা যথা পূর্ব্বে হয় ॥
সনাতন মদনমোহন যে পাইয়া ।
আপন আশ্রমে আনে অতি হৃষ্ট হিয়া §
দরিদ্র যেমন নিধি পাইয়া আহ্লাদ ।
হস্তেতে পাইলা যথা আকাশের চাঁদ ॥
সূর্য্যঘাট নিকটে সুরম্য টিলাপরি ।
ঝোপড়া বান্ধিল এক তৃণ জড় করি ॥
চুটকি মাঙ্গিয়া আনি আঙা কড়ি করি ।
হরিষবিষাদে সুকুমার আগে ধরি ॥
মদনমোহন কহে লবণ বিহনে ।
খাইতে না পারি মোর না রুচে বদনে ॥
সনাতন কহে যদি খাইতে নারিব ।
লবণ নিতানি তবে মুঞি ¶ কোথা পাব ॥
আর দিন লবণ মাঙ্গিয়া আনি দিল ।
পুন কহে রুখ আঙা খাইতে নারিল ॥

* সুয়াপক্ষী—পাঠভেদ । † কাঙ্গণ—পাঠভেদ ।
‡ অমৃত সাগরে—পাঠভেদ ।
§ হঞা—পাঠভেদ ।
¶ নিতুই লবণ তবে মুঞি—পাঠভেদ ।

তেঁহো কহে ঘৃত শর্করা কোথা পাব ।
বিষয়ীর স্থানে মুঞি মাঙ্গিতে নারিব ॥
ক্রমে ক্রমে তুমি নানা বাহেনা করহ ।
আমা হৈতে নাহি হবে চাহ করি লহ ॥
দৈবযোগে এক মহাজন দ্রব্য লৈয়্যা ।
মথুরায় যায় সেই জাহাজে চড়িয়া ॥
আট্‌কিয়া গেল তরী চড়ায় লাগিয়া ।
মহাজন সর্ব্বনাশ হইল গণিয়া ॥
হাহাকার করি নানা উপায় চিন্তয় ।
রাত্রিযোগে দেখে তীরে এক মহাশয় ॥
গদগদভাবে কৃষ্ণনাম বসি জপে ।
এক শ্রীবিগ্রহ তথা তেজে বন ব্যাপে ॥
অতি আর্ত্ত হই মহাজন কান্দি কহে ।
শরণ লইনু প্রভু রক্ষা কর মোহে ॥
কৃপা করি সঙ্কটে এবার কর রক্ষে ।
প্রতিজ্ঞা করিনু মুঞি কায়মনোবাক্যে ॥
এবার বাণিজ্যে যত উপস্বত্ব হব ।
সমুদায় শ্রীচরণপদ্মে সমর্পিব ॥
মন্দির নির্ম্মাণ করি সেবার শৃঙ্খলা ।
করি দিয়া পশ্চাৎ করিব গৃহে মেলা ॥
এতেক প্রার্থনা করি মহাজন গিয়া ।
জাহাজে চড়িবামাত্র চলিল ধাইয়া ॥
মথুরা যাইয়া হৈল বাণিজ্য দ্বিগুণ ।
জানিল করিল ইহা মদনমোহন ॥
যত লাভ হৈল তেজি অন্তর-সঙ্কোচ ।
মদনমোহন অর্থে করিলা খরচ ॥
বৃহৎ মন্দির আর নাটশালা আদি ।
বিহারের স্থান নানা আর রত্নবেদী ॥
সেবার শৃঙ্খলা নানা জাতি ভোগরাগ ।
বন্ধান বনান কৈল করি অনুরাগ ॥
শ্রীল সনাতন * তাহে অতিহৃষ্ট মন ।
বসাইয়া সেবে তাহে মদনমোহন ॥

*শ্রীমৎ সনাতন—পাঠভেদ ।

অদ্যাপিহ সেই যে মন্দির বর্ত্তমান।
গোস্বামিপাদের সেই বসিবার স্থান॥
লালদাস * অভাগিয়া তাঁহার চরণ।
পরম উপায় জানি লইল শরণ॥

২। (ক) (শ্রীরূপ গোস্বামী)

শ্রীমদ্‌রূপ গোস্বামীর অপার মহিমা।
যথা সনাতন তথা মহিমার সীমা॥
রূপ-সনাতন বলি জগত বিখ্যাত।
শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়তম গৌর যার নাথ॥
অতএব রূপ গোস্বামীর কিছু গুণ।
গাইব আপন মতি-শোধন-কারণ॥
অনন্ত অপার লীলা শ্রীরূপের হয়।
কিঞ্চিত কহিব সব কহা নাহি যায়॥
একদিন ব্রহ্মকুণ্ডতীরেতে বসিয়া।
অনাহারে রহে কৃষ্ণে মানস অর্পিয়া॥
অনাহার জানি কৃষ্ণ দয়ার্দ্র হইয়া।
গ্রাম্যবালকের রূপ ধারণ করিয়া॥
একভাণ্ড দুগ্ধ আনি খাইবারে দিল।
দুগ্ধ দিয়া বালক চলিয়া পুন গেল॥
শ্রীরূপ ভাবিয়া স্থির করিতে নারিলা।
দুগ্ধ লইয়া পান করিতে লাগিলা॥
দুগ্ধের আস্বাদ নহে অলৌকিক স্বাদ।
কোটি কোটি অমৃতের স্বাদ মাত্র বাদ॥
খাইতে খাইতে উথলিল প্রেমভাব।
অপ্রাকৃত বস্তু তার এমতি স্বভাব॥
দুগ্ধ পান করি ভাণ্ড রাখিতেই মাত্র।
আপনি চলিয়া গেল অপ্রাকৃত পাত্র॥
শ্রীমৎ সনাতন শুনি এ সব বারতা।
চলিয়া আইল দ্রুত রূপ বসি যথা॥
অনুযোগ কৈল বহু আর্ত্তনাদ করি।
কৃষ্ণে দুঃখ দেহ কেনে অনশন করি॥

* কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।

মাধুকুরী ভিক্ষা করি উদর ভরহ।
সুকুমার কৃষ্ণচন্দ্রে দুঃখ নাহি দেহ॥
আর অপরূপ শুন গোবিন্দ প্রকটে।
হইলা যেমতে বৃন্দাবনে যোগপীঠে॥
শ্রীগোবিন্দ আজ্ঞা দিলা শ্রীমদ্‌রূপেরে।
যোগপীঠে হও মুঞি মৃত্তিকা ভিতরে॥
এক গাভী নিতি আসি দাণ্ডায় যথায়।
স্তন হৈতে দুগ্ধ ক্ষরে * আমার মাথায়॥
মোরে লক্ষ্য করি সেই স্থানে যে খুদিয়া।
উঠাও আমারে সেব তথাই স্থাপিয়া॥
এত শুনি শ্রীরূপগোসাঞি হৃষ্টমনে।
উঠাইয়া গোবিন্দ স্থাপিলা সিংহাসনে॥
অভিষেক আদি করি আনন্দ-কৌতুকে।
সেবন করয়ে সদা † থাকে প্রেমসুখে॥
হে শ্রীমদ্‌রূপগোস্বামী কর দয়া।
লালদাস-শিরে ‡ ধর শ্রীচরণছায়া॥

২। (খ) (শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী)

শ্রীজীব গোস্বামী হন তত্তুল্য মহান্ত।
প্রেমে পরাকাষ্ঠা যে গুণের নাহি অন্ত॥
ক্রমসন্দর্ভ আর ষট্‌সন্দর্ভ আদি।
নানাগ্রন্থে ভক্তি স্থাপি নিরসিলা বাদী॥
শ্রীরূপের ভ্রাতুষ্পুত্র মন্ত্রশিষ্য হন।
শ্রীচৈতন্যকৃপাপাত্র পার্ষদ-প্রধান॥
তাঁহার চরিত্রলীলা কহা নাহি যায়।
কিছু গুণগান করি পবিত্র আশয়॥
ষট্‌সন্দর্ভ প্রকাশি জীবের হিত কৈলা।
অতি চমৎকার বড় সিদ্ধান্ত স্থাপিলা॥
সন্দেহভঞ্জন হেন নাহি ক্ষিতিতলে।
যত শাস্ত্র-বিরুদ্ধার্থ লোকে জল্পি বলে॥

* খেয়ে—পাঠভেদ।
† তথা—পাঠভেদ।
‡ কৃষ্ণদাস শিরে—পাঠভেদ।

পণ্ডিত অভিমানী যত কুব্যাখ্যা করিয়া।
অজ্ঞের সভায় কহে ভঙ্গি প্রকাশিয়া॥
ষট্‌সন্দর্ভ একবার যে করে শ্রবণ।
অন্য কলকলে তার নাহি ফিরে মন॥
যেই জন ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থ না দেখিল।
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সেই কভু না জানিল॥
পণ্ডিত গম্ভীর জীবগোসাঞির বিনে।
হেন বুঝি আর নাহি এ তিন ভুবনে॥
দিগ্‌বিজয়ী এক সর্ব্বত্র জিনিয়া।
ব্রজে রূপসনাতন পণ্ডিত জানিয়া॥
বিচার করিতে আইল গোসাঞির স্থানে।
নির্ম্মৎসর অহঙ্কার-শূন্য দুই জনে॥
বিচার না করি জয়পত্র লিখি দিলা।
পুনশ্চ শ্রীজীবগোসাঞির স্থানে গেলা॥
যমুনায় শ্রীজীবগোসাঞি স্নান করে।
হস্তী অশ্ব সহ দিগ্‌বিজয়ী গিয়া তীরে॥
কহে রূপ সনাতন বিচারের ডরে।
জয়পত্র লিখি দোঁহে দিলা যে আমারে॥
তুমিহ বিচার কর, নহে লিখি দেহ।
গোসাঞি শুনিয়া কিছু হইলা অসহ॥
মনে মনে চিন্তে এই পণ্ডিতাভিমানী।
রূপ-সনাতনের মহিমা নাহি জানি॥
পরাভব হৈল বলি করিয়াছে গর্ব্ব।
তাহার উচিত আজি করিব যে খর্ব্ব॥
ইহা ভাবি কহে তুমি রূপ-সনাতনে।
বিনে শাস্ত্র-প্রসঙ্গেতে জিনিলে কেমনে॥
সে যা হউ তাঁহা সভা সহিত বিচারে।
তুমিত না হও যোগ্য, তেঁহো থাকু দূরে॥
আমি তাঁহা সভার ক্ষুদ্র শিষ্য-অভিমানী।
মোরে পরাভব কর তবে তোমা জানি॥
এত কহি বিচার তাহার সনে কৈল।
দিগ্‌বিজয়ী বিচারে হারি দর্প খর্ব্ব হৈল॥
এ কথা শুনিয়া রূপগোসাঞি কুপিয়া।
জীবগোসাঞিরে কহে ভৎর্সনা করিয়া॥
তুমিত বৈরাগী হারি-জিত তেজি হৈলে।
তবে কেনে জিতিবারে আগ্রহ করিলে॥
সেই ব্যক্তি হারি-জিত অভিমানময়।
তাহার হৃদয়ে হয় জয়পরাজয়॥
তুমি কেনে পরাভব আপনি হইয়া।
না দিলে তাহার মান দীনতা করিয়া॥
তেঁহো কহে কৈল মোর গুরুর নিন্দন।
বিধি অনুসারে তার করিল শাসন॥
জীবগোসাঞির কভু অভিমান নাই।
তাহাও বুঝিয়াছেন শ্রীরূপগোসাঞি॥
তথাপিহ শাসন করয়ে ভঙ্গি করি।
লোক শিখাবার হেতু * তাঁহার উপরি॥
কহে আজি হৈতে তব না হেরিব মুখ।
বজ্রতুল্য বাক্য শুনি কাঁপি গেল বুক॥
কাতর হইয়া বহু স্তুতি নতি কৈলা।
যদ্যপি গোসাঞি তাহে প্রসন্ন নহিলা॥
অন্নজল তেয়াগিয়া যমুনার তীরে।
গোসাঞির পদমাত্র ধেয়ান অন্তরে॥
পড়িয়া রহিলা দুনয়নে ধারা বহে।
বিশীর্ণ হইল দেহ প্রাণ মাত্র রহে॥ †
কথোক দিবস ব্যাজে ‡ বিশেষ কথন।
শুনিয়া খেদিত হইলা শ্রীল সনাতন॥
শ্রীরূপের নিকটে যাইয়া ধীরে ধীরে।
বাক্যছল করি তাঁরে এক প্রশ্ন করে॥
সদাচার যতেক তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।
কিবা স্থির করিয়াছ সকলের ইষ্ট॥
শ্রীরূপ কহেন প্রভু মোর বিবেচনে।
জীবে দয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রেতে বাখানে॥
গোসাঞি কহেন তবে কেনে নাহি হয়।
বাক্যের শ্লেষেতে তেঁহো বুঝিলা হৃদয়॥

---

* লোকসংগ্রহের হেতু—পাঠভেদ।
† শীর্ণ হইল প্রাণ দেহে নাহি রহে—পাঠভেদ।
‡ পরে—পাঠভেদ।

যে আজ্ঞা বলিয়া জীব গোসাঞিরে ডাকি।
আলিঙ্গন করি মিলে ছল ছল আঁখি ॥
শ্রীজীবগোসাঞি কৃতকৃতার্থ মানিয়া।
শতেক প্রণাম করে চরণে পড়িয়া ॥
তাঁহা সভার গুণ আর গাম্ভীর্য্য স্বভাব। *
কহিবারে পারে যেই সেই অনুভাব ॥
মুঞি মূর্খ নির্ব্বোধ অধম দুরাচার।
সে সব কথনে মোর নাহি অধিকার ॥
তবে যে করিতে চাহি তাহার বর্ণন।
অন্ধ যেন শিল্প-রচনায় করে মন ॥
অতএব মোটামুটি ছাছাবাছা করি।
কোন মতে সে অভয় শ্রীচরণ স্মরি ॥

৩। চরিত্র শ্রীগোপাল ভট্টের

[মূল হিন্দী]

শ্রীবৃন্দাবনকী মাধুরী ইনমিলি আস্বাদন কিয়ো।
সর্ব্বস্ব রাধারমণ ভট্টগোপাল উজাগর ॥ ইত্যাদি

শ্রীমান্ গোপাল ভট্ট অদ্ভুত চরিত্র।
ভুবনমঙ্গল কথা পরম মহত্ত্ব ॥
শ্রবণমঙ্গল ভববন্ধ-বিমোচন।
কৃষ্ণপ্রেমরসময় ভক্তির জনন ॥
ভট্ট গোস্বামী মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র।
প্রীত হইয়া দিলা হরিনাম-মন্ত্র ॥
যার প্রেম-অনুরোধে শ্রীরাধারমণ।
শালগ্রাম হইতে হৈলা মুরলীবদন ॥
তাঁহার গুণের কথা কে কহিতে পারে।
কিছু গান করি মতিশোধনের তরে ॥
তেঁহো মোর প্রভু তাঁর চরণেতে রতি।
জন্মে জন্মে রহে যেন এই মোর গতি ॥

শ্রীমান্ মহাপ্রভু যবে তীর্থ-ভ্রমে গেলা।
শ্রীরঙ্গম্ গ্রামে চাতুর্ম্মাস্যস্থিতি কৈলা ॥
শ্রীমান্ বেঙ্কটভট্ট নামে মহাশয়।
তাঁহার গৃহেতে রহে হইয়া সদয় ॥
তাঁহার নন্দন শ্রীগোপালভট্ট নাম।
সদাই করয়ে যে প্রভুর সেবাকাম ॥
প্রভু তাঁরে কৃপা করি শক্তি সঞ্চারিলা।
হরিনাম-মহামন্ত্র কর্ণেতে অর্পিলা ॥
রাধাকৃষ্ণ-মাধুর্য্য শুদ্ধ-প্রেমভক্তি দিলা।
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব-আদি জানাইলা ॥
বিষয় ছাড়িয়া বৃন্দাবনে আকর্ষিলা।
শ্রীরাধারমণরূপে বড় কৃপা কৈলা ॥
তাঁহার বৃত্তান্ত শুন অতি চমৎকার।
কোন যুগে কোথায় উপমা নাহি আর ॥
এক শালগ্রাম সেবা করেন গোসাঞি।
প্রেমানন্দে * মগ্ন দিবা নিশি জানে নাঞি ॥
অন্য অন্য মহান্তের বিগ্রহ-সেবন।
এক ধনী আসি সব করি দরশন ॥
শ্রদ্ধাক্রমে সর্ব্ববিগ্রহের সেবাযোগ্য।
নানা বস্ত্র অলঙ্কার আর নানা ভোগ্য ॥
সামগ্রী আনিয়া দিলা প্রত্যেকে প্রত্যেকে।
সেইমত দিলা শালগ্রামের সম্মুখে ॥
অপূর্ব্ব গহনা বস্ত্র দেখিয়া গোসাঞি।
উদ্দীপন হইয়া পড়িল মুরছাই ॥
পুনঃ উঠি ভাবে মনে হেন পরিচ্ছদ।
ঠাকুরে পরান'—হেতু মনে হয় খেদ ॥
শালগ্রাম আমার যে যদ্যপি ঞিহার।
প্রকাশ হইত অবয়ব পদ কর ॥
তবে এই অলঙ্কার বস্ত্র পরাইত।
কি শোভা হইত, তবে কি আনন্দ হৈত ॥
মনোরথ করি গোসাঞি নিশি পোহাইলা।
রাত্রিমধ্যে শালগ্রাম কৃপা প্রকাশিলা ॥

* তাঁহার স্বভাব গুণ গাম্ভীর্য্য প্রভাব—পাঠভেদ।

* প্রেমরসে—পাঠভেদ।

তৃতীয় মালা

গৌরাঙ্গপার্ষদস্বরূপবর্ণনম্

যঃ শ্রীবৃন্দাবনভুবি পুরা সচ্চিদানন্দসান্দ্রো
গৌরাঙ্গীভিঃ সদৃশরুচিভিঃ শ্যামধামা ননর্ত্ত।
তাসাং শশ্বদ্দৃঢ়তরপরীরম্ভসম্ভেদতঃ * কিং,
গৌরাঙ্গঃ সন্ জয়তি স নবদ্বীপমালম্বমানঃ॥
নমস্যামোঽস্যৈব প্রিয়পরিজনান্ বৎসলহৃদঃ,
প্রভোরদ্বৈতাদীনপি জগদঘৌঘক্ষয়কৃতঃ।
সমানপ্রেমাণঃ সমগুণগণাস্তুল্যকরুণাঃ,
স্বরূপাদ্যা যেঽমী সরসমধুরাস্তানপি নুমঃ॥
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীমান্ দয়াল গৌরাঙ্গ।
জীবের নিস্তার লাগি কৈলা লীলারঙ্গ †॥
কিবা অপরূপ কিবা চমৎকার লীলা।
স্বয়ং যে দুর্ল্লভ তাহা লোকে দেখাইলা॥
দুর্ল্লভ যে প্রেমরত্ন সাধারণ লোকে।
বিলাইলা নীচ উচ্চ বৃদ্ধাদি বালকে॥
হরিনাম মহামন্ত্র প্রকাশ করিয়া।
যারে তারে দিয়া নাচে আনন্দিত হিয়া ‡॥
পঞ্চতত্ত্বে মেলি পঞ্চতত্ত্ব মিশাইয়া।
পঞ্চতত্ত্বে নাচে পঞ্চতত্ত্ব আস্বাদিয়া॥

পঞ্চতত্ত্বের অর্থ শুনহ চমৎকার।
পরাৎপর বস্তু যাহা লোকবেদসার॥
ভক্তরূপ গৌরচন্দ্র শ্রীনন্দনন্দন।
শ্রীভক্তস্বরূপ শ্রীমন্নিত্যানন্দ রাম॥
ভক্তাবতার শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য।
মহাবিষ্ণু যেঁহো যাঁতে শিবের সাযুজ্য॥
ভক্তাখ্য শ্রীশ্রীনিবাস-আদি ভক্তরূপ।
শ্রীল-গদাধরপণ্ডিত ভক্তশক্তি যে অনুপ॥
শ্রীমদ্বিশ্বম্ভরাদ্বৈত শ্রীমান্ নিত্যানন্দ।
তিনপ্রভু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বসুখানন্দ॥
তার মধ্যে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
দুই প্রভুর প্রেমাস্পদ যেঁহো অগ্রগণ্য॥
পার্ষদ যতেক প্রভুর সকল মহান্ত।
নিত্যসিদ্ধ সকলি যে মহিমা অনন্ত॥
তার মধ্যে ব্যূহ সেই প্রভুর অংশাংশ।
অনেক হয়েন অন্য ভক্ত-অবতংস॥
শ্রীমন্নিত্যানন্দগণ যতেক গোপাল।
ব্রজে গোপ শিশু সখা যত * পশুপাল॥
তৎসম্বন্ধে অন্য উপগোপাল সত্তম।
নীলাচল আদ্যে মহত্তর এই নাম॥
দক্ষিণদেশীয়-আদি যতেক মহান্ত।
প্রভুর দর্শনে হেন † সুযোগ্য তাবন্ত॥
যতেক মহান্ত সভে নিজ নিজ মতে।
শ্রীমন্নবদ্বীপধামে কহে নানা রীতে॥
কেহ কহে সাক্ষাৎ শ্রীবৃন্দাবনধাম।
কেহ কহে শ্রীমান্ গোলোক অভিরাম॥

---

* সম্ভোগতঃ—ইতি বা পাঠঃ।
† নানারঙ্গ—পাঠভেদ।
‡ হৈয়া—পাঠভেদ।

* নিত্য—পাঠভেদ।
† হৈল—পাঠভেদ।

কেহ কহে শ্বেতদ্বীপ কেহ পরব্যোম।
কেহ অযোধ্যাদি কহে নিজভাবক্রম॥
অতএব জয় জয় শ্রীমন্নবদ্বীপ।
আশ্চর্য্য মহিমা সর্ব্বধামের অধিপ॥
সকল সম্ভবে যাতে শুন তার কথা।
সর্ব্বরূপ প্রভুদেহে কৃষ্ণদেহে যথা॥
তথাই যে সর্ব্বধাম নবদ্বীপে স্থিতি।
বৈসয়ে যে নিজ-নিজ-নায়ক সংহতি॥
শ্রীমান্ মহাপ্রভু হন সর্ব্ব-অবতার।
শ্রীল-নবদ্বীপ সর্ব্বধামময় সার॥
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীচৈতন্য প্রভু।
শ্রীমন্নবদ্বীপ ব্রহ্ম সনাতন বিভু॥
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভ লীলাচেষ্টারসে।
সর্ব্বপারিষদগণ আসিয়া প্রকাশে॥
তাহা সভার পূর্ব্বাপর নাম রূপলীলা।
কহিব বিশেষ যেঁহো যেরূপ হইলা॥
শ্রীচৈতন্য অবতারে অপরূপ লীলা।
প্রেম প্রচারিয়া চমৎকার দেখাইলা॥
চারিযুগে চারি যুগ-অবতার হয়।
সত্যে শুক্লবর্ণ 'শুক্ল' নামেতে উদয়॥
ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ 'পৃশ্নিগর্ভ' নাম।
দ্বাপরে বরণ শ্যাম নাম হয় 'শ্যাম'॥
কলিযুগে কৃষ্ণ-বর্ণ-নাম-অবতার।
পূর্ব্ব কলিযুগে চাষপক্ষ-বর্ণধর॥
কলিযুগে হরিনাম একমাত্র ধর্ম্ম।
যেই নাম সেই হরি ইথে বুঝ মর্ম্ম॥

তথাহি পাদ্মে—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

কলি আর দ্বাপরের যুগ-অবতার।
কৃষ্ণ আর গৌরাঙ্গ যবে হয়েন প্রচার॥
দোঁহা-রূপে দোঁহা-রূপ একত্র মিলিয়া।
গূঢ়রূপে যুগধর্ম্ম সাধে প্রকটিয়া॥
সর্ব্ব অবতার-রূপ সর্ব্ব-অবতারী।
দয়াল চৈতন্য প্রভু ক্ষিতি অবতরি॥
নাম প্রেম ভক্তি দিয়া জীব নিস্তারিলা।
পরম রহস্য ভক্তিপথ দেখাইলা॥
অতএব কলিযুগে চৈতন্যগোলাশ্রি।
পরম উপায় হেন আর কেহ নাই॥
মাধ্বী-সম্প্রদায়-আদি সর্ব্বশিরোমণি।
এবে সম্প্রদায়-শিষ্য হইলা আপনি॥
লোকে * ধর্ম্ম প্রচারিতে ভক্তরূপ ধরি।
করিলা অপূর্ব্ব লীলা আশ্চর্য্য মাধুরী॥
রাধাভাব-মধুপান মূল যে কারণ।
গন্ধর্ব্ব-নর্ত্তনে তার হয় বিবরণ॥
সম্প্রদাপ্রমাণ পদ্মপুরাণে বিদিত।
জগতে প্রসিদ্ধ চারি সম্প্রদা উদিত॥

তথাহি পাদ্মে—

অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥

মাধ্বী সম্প্রদায় গুরুপ্রণালী পাবন।
প্রসঙ্গে তাহার কিছু করিব কীর্ত্তন॥

যথা—

পরব্যোমেশ্বরস্যাসীৎ শিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ।
তস্য শিষ্যো নারদোঽভূদ্‌ব্যাসস্তস্যাপ শিষ্যতাম্॥†
শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাবরোধনাৎ।‡
তস্য শিষ্যাঃ প্রশিষ্যাশ্চ-বহবো ভূতলে স্থিতাঃ॥
ব্যাসাল্লব্ধকৃষ্ণদীক্ষো মধ্বাচার্য্যো মহাযশাঃ।
চক্রে বেদান্ বিভজ্যাসৌ সংহিতাং শতদূষণীম্।
নির্গুণাৎ ব্রহ্মণো যত্র সগুণস্য পরিক্রিয়া॥
তস্য শিষ্যোঽভবৎ পদ্মনাভাচার্য্যো মহাশয়ঃ।
তস্য শিষ্যো নরহরিস্তচ্ছিষ্যো মাধবো দ্বিজঃ॥

---

* লোক ধর্ম্ম—পাঠভেদ।
† তস্যাপি শিষ্যতাম্—পাঠভেদঃ।
‡ জ্ঞানাববোধনাৎ—পাঠভেদঃ।

অক্ষোভস্তস্য শিষ্যোঽভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ।
তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধুস্তস্য শিষ্যো মহানিধিঃ ॥
বিদ্যানিধিস্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্রস্তস্য সেবকঃ।
জয়ধর্ম্মমুনিস্তস্য শিষ্যো যদ্গণমধ্যতঃ।
শ্রীমদ্‌বিষ্ণুপুরী যস্তু * ভক্তিরত্নাবলীকৃতিঃ ॥
জয়ধর্ম্মস্য শিষ্যোঽভূৎ ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ।
ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাম্ ॥
শ্রীমাঁল্লক্ষ্মীপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্ম্মোঽয়ং প্রবর্ত্তিতঃ ॥
কল্পবৃক্ষস্যাবতারো ব্রজধামনি তিষ্ঠতঃ।
প্রীতপ্রেয়োবৎসলতোজ্জ্বলাখ্যফলধারিণঃ ॥
তস্য শিষ্যোঽভবচ্ছ্রীমানীশ্বরাখ্যপুরী যতিঃ।
কলয়ামাস শৃঙ্গারং যঃ শৃঙ্গারফলাত্মকঃ ॥
অদ্বৈতঃ কলয়ামাস দাস্যসখ্যে ফলে উভে।
শ্রীমান্ রঙ্গপুরী হ্যেষ বাৎসল্যে যঃ সমাশ্রিতঃ ॥†
ঈশ্বরাখ্যপুরীং গৌর উররীকৃত্য গৌরবে।
জগদাপ্লাবয়ামাস প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মকম্ ॥
স্বীকৃত্য রাধিকাভাবকান্তী পূর্ব্বসুদুষ্করে।
অন্তর্বহী-রসাম্ভোধিঃ শ্রীনন্দ-নন্দনোঽপি সন্ ॥
আদ্যব্যূহোঽপি চৈতন্যমবিশদ্ যঃ পুরে পুরা।
বিচুক্ষোভ মনো যস্য ‡ দৃষ্ট্বা গন্ধর্ব্বনর্ত্তনম্ ॥
দ্বারকাস্থোঽপি ভগবানবিশৎ শ্রীশচীসুতম্।
নানাবতারঃ § সুতরামেককাল-প্রভাবতঃ ॥
যথা শ্যামোঽবিশৎ কৃষ্ণং ভগবন্তং পুরা স্বয়ম্।
যোগমায়াবলাদেতে তিষ্ঠন্তোঽন্যত্র যদ্যপি।
তথাপি প্রাবিশন্ গৌরেঽচিন্ত্যলক্ষণলক্ষিতাঃ ॥
যথোক্তং প্রভাসখণ্ডে—
অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ
ইতি ॥
"রঘুনাথং প্রবিশ্যাপি যথা তিষ্ঠতি ভার্গবঃ।
এবং শ্রীনারদমুখাস্তিষ্ঠন্ত্যন্যেষু ধামসু।
তথৈব প্রভুণা সার্দ্ধং দীব্যন্তি শ্রুতিভিঃ স্বয়ং ॥
কিন্তু যদ্‌যদ্ভক্তগণা যদ্‌যদ্ভাববিলাসিনঃ।
তত্তদ্ভাবানুসারেণ ব্রজে তেষামভূদ্গতিঃ ॥
গৌরচন্দ্রোদয়েঽপ্যেতং প্রতি গৌরবচো যথা।"
দাস্যে কেচন কেচন প্রণয়িনঃ সখ্যে ক এবোত্তরে,*
রাধামাধবনৈষ্ঠিকাঃ কতিপয়ে শ্রীদ্বারকাধীশিতুঃ।
সখ্যাদাবুভয়ত্র কেচন পরে যে বাবতারান্তরে,
ময্যাবদ্ধহৃদোঽখিলান্ বিতনবৈ বৃন্দাবনাসঙ্গিনঃ ॥

প্রণালীর মূলশ্লোক ইহাতে জানিবে।
তার মধ্যে প্রভু শিষ্য হৈলা প্রেমভাবে ॥ †
নারদের শিষ্য এক কোন যে গন্ধর্ব্ব। ‡
গন্ধর্ব্বিণী সহ করে কৃষ্ণলীলাপর্ব্ব ॥
নারদের কৃপাশক্তি সঞ্চার-প্রভাবে।
যথা অনুকরণ করয়ে সেই ভাবে ॥
একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণের সমীপে।
আইলা ধরিয়া তারা রাধাকৃষ্ণরূপে ॥ §
অতি চমৎকার যথা অভেদ-স্বরূপ।
নৃত্য হাস্য কৌতুক রসের অনুরূপ ॥
নিজ লীলা অভেদ দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র।
মোহিত হইয়া প্রকাশিলা প্রেমানন্দ ॥
আপনা আপন ¶ রূপ দেখি চমকিত।
মনে কিছু অভিলাষ হইল উদিত ॥
হেন রূপরস আস্বাদয় ** শ্রীরাধিকা।
না জানি কেমন রস কি রসে রসিকা ॥
রাধিকা-উচিত প্রেমরস আস্বাদিব।
আনুষঙ্গ কলির জীব নিস্তার করিব ॥
এত ভাবি রাধা-ভাব-কান্তি অঙ্গীকরি।
নবদ্বীপে উদয় করিলা আসি হরি ॥

---

* যস্তু—পাঠভেদঃ।
† শ্রীমান্ রঙ্গপুরী তেভ সবাৎসল্যে সমাশ্রিতঃ ইতি বা পাঠঃ
‡ মনস্তস্য ইতি, মনোঽপ্যস্য ইতি চ বা পাঠৌ।
§ নামাবতারঃ ইতি বা পাঠঃ।

* সখ্যে তথৈবাপরে ইতি, সখ্যে ত এবোত্তরে ইতি চ পাঠৌ।
† ভক্তভাবে—পাঠভেদ। ‡ শ্রীনারদের শিষ্য—পাঠভেদ।
§ আইলা ধরিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ রূপে—পাঠভেদ।
¶ আপনি আপনা—পাঠভেদ। ** আস্বাদয়ে—পাঠভেদ।
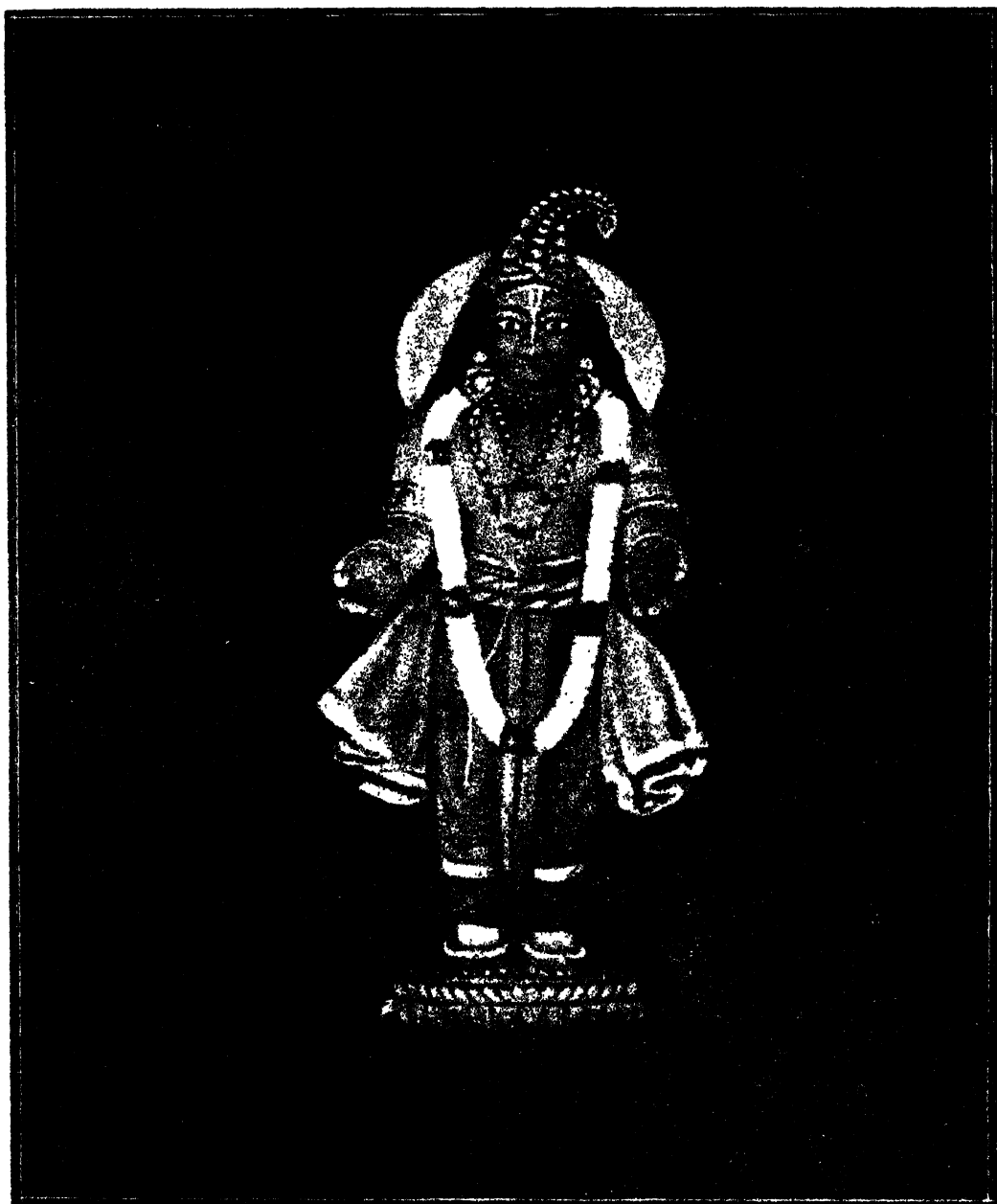
অঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদ সহ।
চমৎকার লীলা করে ধরি গৌরদেহ॥
শ্রীল-কবিকর্ণপূর রূপ-সনাতন।
আদি করি অনন্ত যে পারিষদগণ॥
তাঁহা সভার একেকের শক্তিতে বুঝহ।
পণ্ডিত সর্ব্বজ্ঞ সিদ্ধ তেজঃপুঞ্জ-দেহ॥
মহাপ্রেমভাব অলৌকিক ব্যবহার।
যাঁহা সভার বাক্য হয় বেদবিধিসার॥
তেঁহো সব সাক্ষাত দেখিয়া যে কহিল।
সেই বাক্য সুপ্রামাণ্য শতবেদতুল্য॥

তথা হি শ্লোকঃ—

যে ত্যক্তসর্ব্ববিষয়াঃ সুধিয়ো মহান্তঃ,
শাস্ত্রান্তগাঃ পরহিতায় কৃতপ্রবন্ধাঃ।
তেষাং বচো যদি ন সংশয়হারি তৎ তে,
দুর্ভাগ্যমত্র বদ কেন বিমোচনীয়ম্॥

———

তাহাতে প্রতীতি যেই মূঢ়ে না জন্ময়।
তার ভ্রান্তি দূর করিবারে কে পারয়॥
অচিন্ত্য ঈশ্বরচেষ্টা দুরূহ দুর্গম।
তর্কেতে যোজনা নাহি করে শিষ্টতম॥
ব্রজপরিকর আর অন্য অন্য ধামে।
যতেক পার্ষদ সহ অবতীর্ণ ভূমে॥
সেই সেই ধামে পরিকর সেই রূপে।
থাকিয়া 'প্রকাশ'রূপে আইলা নবদ্বীপে॥
ভার্গবপ্রবেশ যথা দেহে রঘুনাথ।
শ্রুতিগণ যথা ব্রজে গোপীদেহে রত॥
অদ্বৈত প্রভুরে স্বয়ং প্রভু যে কহিলা।
যাহা শুনি ভক্তসভে আনন্দিত হৈলা॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য মাধুর্য্য ভাবেতে।
অন্য-অবতার-ভক্ত কিংবা দ্বারকাতে॥
মোরে যে ভজয়ে মোতে প্রপন্ন * হইয়া।
তার সনে লীলা করি ব্রজে বাস দিয়া॥

* প্রসন্ন—পাঠভেদ।

কোন্ পারিষদ * কোন্ রূপে অবতার।
কোন্ মহাশয় কোন্ রসে অধিকার॥
এবে কিছু বর্ণিব যে আনন্দিত হৈয়া। †
শ্রীল-কবিকর্ণ-পদ স্মরণ করিয়া॥
শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক।
কল্পবৃক্ষসম সর্ব্বরস-প্রযোজক॥
তাঁর শিষ্য শ্রীমান্ ঈশ্বরপুরী যতি।
মধুর-রসাশ্রয় সেই প্রেমানন্দমতি॥
শ্রীমান্ মাধবশিষ্য শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু।
দাস্যসখ্যরস-প্রযোজক মহাবিভু॥
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ সকলে সমর্থ।
তথাপিহ দাস্যসখ্যে কিছু বিশেষত্ব॥
শ্রীমান্ রঙ্গপুরী হন বাৎসল্য-আশ্রিত।
শ্রীগৌরাঙ্গ ঈশ্বরপুরীতে অঙ্গীকৃত॥ ‡
শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করি।
জগতে প্লাবিত § কৈলা প্রেমের লহরী॥
আত্মব্যূহ শ্রীচৈতন্য শ্রীনন্দ-নন্দন।
সর্ব্বধামনায়ক সর্ব্ব-অবতার হন॥
সর্ব্বরূপে যে যে মাতা পিতা আদিগণ।
গৌরাঙ্গলীলায় হয় সভার গমন॥
পর্জ্জন্য নামেতে গোপ কৃষ্ণ-পিতামহ। ¶
শ্রীহট্টে জন্মিল, আসি পঞ্চপুত্র সহ॥
তাঁহার মহিষী গোপী নামে বরীয়সী।
কৃষ্ণ-পিতামহী ** হন্ গুণেতে সরসী॥
শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র আর কমলাবতী নাম।
পঞ্চপুত্র মধ্যে জগন্নাথ গুণধাম॥
নবদ্বীপে আসি তেঁহো করিলেন বাস।
অন্য নাম পুরন্দর লোকে মহাযশঃ॥

* পরিচ্ছদ—পাঠভেদ।
† তবে কিছু.........হিয়া—পাঠভেদ।
‡ অধিকৃত—পাঠভেদ।
§ প্লাবিতে—পাঠভেদ।
¶ কৃষ্ণের পিতামহ—পাঠভেদ।
** কৃষ্ণের পিতামহী—পাঠভেদ।

তাঁর পত্নী জগন্মাতা শচী ঠাকুরাণী।
জগন্নাথ শ্রীল নন্দ শচী নন্দরাণী ॥
সভে কহে নিজ নিজ উপাসনা মত।
অদিতি কশ্যপ আর কৌশল্যা দশরথ ॥
কেহ কহে বসুদেব-দেবকী-রোহিণী।
নহিলে কেমনে বিশ্বরূপের জননী ॥
শ্রীল বিশ্বরূপ বলদেব অবতার।
পুন গিয়া হৈল পদ্মাবতীর কোঙর * ॥
ইহার কারণ কিছু নিশ্চয় না হয়।
যথা দেবকীতে হৈতে রোহিণীতে যায় ॥
অতএব সর্ব্বমাতা † শচী ঠাকুরাণী।
সর্ব্ব অবতার পিতা মিশ্র-দ্বিজমণি ॥
সর্ব্ব অবতার যথা শ্রীচৈতন্যে ‡ বর্ত্তে।
মাতা পিতা তথা শচীমাতা জগন্নাথে ॥
অতএব পুরন্দর মিশ্র শচীমাতা।
ত্রিলোকের পরম আরাধ্য একত্রাতা ॥
তাঁহাদের শ্রীচরণে শরণ যে লও।
সর্ব্ব-অভিলাষ ত্যজি ঐকান্তিক হও ॥
শ্রীমান্ বলরাম স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দ।
তাঁহার মহিমা আগে কহিব প্রবন্ধ ॥
তাঁর মাতা পিতা পদ্মাবতী শ্রীমুকুন্দ।
রাঢ়ে স্থিতি যাঁহার গৃহেতে পূর্ণচন্দ্র ॥
অন্য নাম হাড়াই পণ্ডিত লোকে খ্যাত।
শুদ্ধ যে লৌকিক ভাব সামান্যের মত ॥
শ্রীসুমিত্রা-দশরথ অবতার দোঁহে।
শ্রীমান্ লক্ষ্মণের ভাব নিত্যানন্দে রহে § ॥
পৌর্ণমাসী ব্রজে যাঁর কৃষ্ণসুখে প্রীত।
তেঁহো শ্রীগোবিন্দাচার্য্য গায়ক পণ্ডিত ॥
অম্বিকা নামেতে পূর্ব্বধাত্রী যে জননী।
এবে শ্রীমালিনী ¶ নাম শ্রীবাসগৃহিণী ॥

অম্বিকামাতার ভগ্নী শ্রীল-কিলিম্বিকা।
নারায়ণী নাম যাঁর গুণেতে অধিকা ॥
কৃষ্ণাধরামৃত পানে যেঁহো মত্ত হৈলা।
যাঁর প্রেমাবেশ দেখি প্রভু প্রশংসিলা ॥
মিথিলার পতি শ্রীমান্ জনক রাজন।
তেঁহো শ্রীবল্লভাচার্য্য বিপ্র তপোধন ॥
ভীষ্মক রাজন হন কাহার সম্মত।
শ্রীজানকী শ্রীরুক্মিণী দোঁহাতে * মিলিত ॥
লক্ষ্মীনামে সুতা সেই বল্লভাচার্য্যের।
ত্রৈলোক্য-ঈশ্বরী, হর্ত্তা কর্ত্তা জগতের ॥
একদিন সখীসঙ্গে গঙ্গাস্নানে যান।
প্রভুদৃষ্টিপাতমাত্রে পড়ি গেলা মন ॥
সনাতন মিশ্র যেঁহো সত্রাজিত রাজা।
জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া যাঁহার আত্মজা ॥
পূর্ব্বে বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা সত্যভামা হন।
পৃথিবী যাঁহার অংশ বেদে করে গান ॥
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বিতীয়া মহিষী।
পরমবিদগ্ধা সর্ব্বগুণে গরীয়সী † ॥
শ্রীরামের বিবাহে ঘটক বিশ্বামিত্র।
সদানন্দ ব্রাহ্মণ যেঁহো রুক্মিণী-প্রেরিত ॥
তেঁহো দুহুঁ ‡ মিলি এবে বনমালী আচার্য্য।
প্রভুর বিবাহে যেঁহো ঘটক সুচার্য্য ॥
সত্রাজিত-প্রেরিত ঘটক বিপ্র যেঁহো।
এবে কাশীনাথ ঘটক বিপ্রবর তেঁহো ॥
যেঁহো কহে তেঁহো পূর্ব্বে রুক্মিণী-প্রেরিতা।
তাহাতে § রুক্মিণীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা ॥
কোন অবান্তর মতে কহে সাধুজন।
নতুবা যে একতত্ত্ব একবস্তু হন ॥
রূপান্তরে শ্রীমতী সত্যভামার প্রকাশ।
শ্রীমান্ জগদানন্দ পণ্ডিত সুযশঃ ॥
মতান্তরে কৃষ্ণে যজ্ঞসূত্র দিলা যেঁহো।
অবন্তীতে বাস সান্দীপনি মুনি তেঁহো ॥

* কুমার—পাঠভেদ।
† সর্ব্বরূপা—পাঠভেদ।
‡ চৈতন্যেতে—পাঠভেদ।
§ বহে—পাঠভেদ। ¶ সে মালিনী—পাঠভেদ।

* দোঁহেতে—পাঠভেদ। † বরীয়সী—পাঠভেদ।
‡ দোঁহে—পাঠভেদ। § অতএ—পাঠভেদ।

কেশবভারতী যেঁহো গৌরাঙ্গে সন্ন্যাসী।
করিয়া লইয়া গেলা নবদ্বীপ শশী॥
　রামচন্দ্র গুরু শ্রীবশিষ্ঠ তপোধন।
তাঁহার প্রকাশ গঙ্গাদাস সুদর্শন॥
তাঁহা দোঁহা-স্থানে প্রভুর বিদ্যাভ্যাসলীলা।
অনেক চাঞ্চল্য প্রভু তাহাতে করিলা॥
　বৃষভানু * মহারাজা ব্রজপুরধাম।
তেঁহো শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যানিধি নাম॥
　স্বয়ং শ্রীরাধার ভাব গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
'বিদ্যানিধি বাপ' বলি কান্দিলা ফুকরি॥
প্রেমপরাকাষ্ঠা দেখি প্রেমনিধি নাম।
রাখিলা আনন্দে প্রভু গৌর গুণধাম॥
　মাধবেন্দ্রপুরী-শিষ্য গৌরবের পাত্র।
তাঁহার প্রকাশ হন শ্রীমাধব মিশ্র॥
রত্নাবতী নাম তাঁর পত্নী শ্রীকীর্ত্তিদা।
লীলা অনুসারে সভে নাম ধরে দ্বিধা॥
　আদ্যব্যূহ শ্রীচৈতন্য স্বয়ং গৌরদেহ।
বলদেব বিশ্বরূপ দ্বিতীয় যে ব্যূহ॥
নিত্যানন্দ অবধূত তাঁহার প্রকাশ।
গৌরাঙ্গের প্রেমে তেঁহো † সদাই উল্লাস॥
কলি ধর্ম্মরাজ প্রতি গৌরাঙ্গের লীলা।
গূঢ়ভাবে সর্ব্ব হর্ষ-বিষাদে কহিলা॥
গৌরাঙ্গের অগ্রজ ‡ শ্রীবিশ্বরূপ যতি।
দারপরিগ্রহ নাহি কৈলা হৈলা যতি॥
শ্রীমান্ ঈশ্বরপুরীতে রাখি নিজশক্তি।
অর্পি তিরোধান কৈলা প্রচারিয়া ভক্তি॥
　নিত্যানন্দ প্রভু § এক শক্তি প্রকাশিলা।
ভক্তগণমধ্যে তেজঃপুঞ্জ-রূপ হৈলা॥
সহস্র সূর্য্যের তেজ ধারণ করিলা।
শিবানন্দ সেন হেরি নাচিতে লাগিলা॥

যাঁর অংশ * শেষ যেঁহো সন্ধিনীশকতি।
কৃষ্ণধাম † বাস ভূষা সর্ব্বরূপে স্থিতি॥
　বারুণী রেবতী দোঁহে বসুধা জাহ্নবা।
নিত্যানন্দপ্রিয়া দোঁহে অতুলনা প্রভা॥
　সূর্য্যসম তেজঃ শ্রীল সূর্য্যদাস যেঁহো।
পূর্ব্বে ‡ যে ককুদ্মী নাম মহারাজা তেঁহো॥
রেবতীর পিতা এবে প্রভুর পার্ষদ।
করিতে আইলা লীলা অপূর্ব্ব বিনোদ॥
　বসুধা জাহ্নবা-কন্যা জগল্লক্ষ্মীময়ী।
ভাগ্যের নাহিক সীমা সৌভাগ্যবিজয়ী॥
কেহ কহে বসুধাজী সরস্বতীরূপ।
অনঙ্গমঞ্জরী হন জাহ্নবাস্বরূপ॥
দুই যে স্বরূপ হয় পূর্ব্বন্যায়মতে।
ইহাতে সন্দেহ নাহি সাধুর সম্মতে॥
তাঁহাদিগের মহিমা যে অপার সাগর।
কে কহিতে পারে বেদবিধি-অগোচর॥
সাক্ষাতে দেখহ শ্রীল গোপীনাথ-পার্শ্বে।
শ্রীজাহ্নবাজী অদ্যাপি বিরাজ করে হর্ষে॥
তাঁহার বৃত্তান্ত কিছু সংক্ষেপে কহিব।
যাহা শুনি ভক্তগণে আনন্দ হইব॥
　প্রকটকালেতে § জাহ্নবাঠাকুরাণী।
আপনা প্রতিমা এক প্রকাশে আপনি॥
তাহে আবির্ভাব করি কহে বৃন্দাবনে।
বসাও লইয়া গোপীনাথের আসনে॥
আজ্ঞার প্রমাণে বৃন্দাবন লঞা গেলা।
পূজারী প্রভৃতি সভে বৃত্তান্ত শুনিলা॥
সঙ্কোচ করিয়া পার্শ্বে বসাইতে নারে।
গোপীনাথ আদেশ করিল সভাকারে॥
অনঙ্গমঞ্জরী ইঁহো আমার প্রেয়সী।
বামেতে বসাও মনে সঙ্কোচ না বাসি॥

* বৃকভানু—পাঠান্তর।
† যেঁহো—পাঠভেদ।
‡ গৌরাঙ্গ অগ্রজ—পাঠান্তর।
§ প্রভু নিত্যানন্দ—পাঠভেদ।

* যাঁর অংশে—পাঠভেদ।
† কৃষ্ণনাম—পাঠভেদ।
‡ পূর্ব্ব—পাঠান্তর।
§ অপ্রকটকালেতে—পাঠভেদ।

প্যারীজীকে ডাহিনে বসাই তাঁরে বামে।
বসাইলা সভে গোপীনাথ আজ্ঞাক্রমে ॥
তাহাতে হইল মান প্যারীজীর মনে।
আদেশ করিলা কোন নিজপক্ষ জনে ॥
কোথাকারে কাঙ্গালিনী * আসিয়া বসিলা।
বামে হৈতে মোরে উঠাইয়া আসি দিলা ॥
পুন যদি বামদিগে বসিতে না পাই।
অন্নজল নাহি খাব দাঁড়াইলাম † এই ॥
এত শুনি চমক পড়িলা সভা মনে। ‡
ইহার বিহিত কিবা কর্ত্তব্য এখনে ॥
দুজনার দুই মত ইহার কি হবে।
পাথারে পড়িয়া সভে পরস্পর ভাবে ॥
জয়পুরের রাজা শুনি আইলা ত্বরিতে। §
সাধুবর্গ লইয়া বিচারে নানামতে ॥
শ্রীমতীর পক্ষপ্রায় সকল ভকত।
কিন্তু যে জাহ্নবাজীর বড় উপরোধ ¶ ॥
তথাচ শ্রীপ্যারীজীর প্রেম-অনুরোধে।
পক্ষপাত করি গোপীনাথের বিরোধে ॥
বামভাগে ** বসাইলা শ্রীমতীরে লঞা।
দক্ষিণে বসিলা শ্রীল জাহ্নবাজী গিয়া ॥
গোপীনাথ তাহে আনন্দিত মন হৈলা।
প্যারীজীর মান দেখিবারে ভঙ্গী কৈলা ॥
শ্রীমতীর ছোটভগ্নী অনঙ্গমঞ্জরী।
স্নেহপাত্র আর তাহে কৃষ্ণপ্রেমে ভরি ॥ ††
তথাচ বাহ্যেতে ‡‡ এক ভঙ্গি উঠাইলা।
প্রিয়সুখহেতু নিজ মান প্রকাশিলা ॥

গোপীনাথ মনে * আর কারণ আছিল।
ছলে শ্রীজাহ্নবাজীর † তত্ত্ব জানাইল ॥
পরেতে শ্রীমতীজীর অনুমতিক্রমে।
জাহ্নবাজী বসিলেন গোপী-নাথ বামে ॥
পরিবর্ত্ত হৈল সম্মতিতে ‡ লোকাচার।
আজ্ঞা হৈল যবে তবে নাহিক বিচার ॥
সঙ্কর্ষণের ব্যূহ শ্রীপয়োহব্ধিশায়ী।
চৈতন্য-অভিন্ন বীরচন্দ্র যে গোসাঞি ॥
কোন কার্য্য অনুরোধে তাঁহাতে আবেশ।
নিশঠ উল্মুক § দুই আভীর বিশেষ ॥
মীনকেতন রামদাস সঙ্কর্ষণব্যূহ।
নিত্যানন্দসুতা গঙ্গা গঙ্গানাম সহ ॥
শান্তনু রাজন্ শ্রীমান্ মাধব আচার্য্য।
পতিভাবে তাহে কৈল যেঁহো সর্ব্ব আর্য্য ॥ ¶
ব্যূহ তৃতীয় প্রদ্যুম্ন যেঁহো বৃন্দাবনে।
প্রিয়নর্ম্মসখা নিত্য উজ্জ্বল-আখ্যানে ॥
শ্রীচৈতন্য শ্রীঅদ্বৈত-তনুর সমান।
তেঁহো প্রিয় পারিষদ শ্রীরঘুনন্দন ॥
ব্যূহ চতুর্থ অনিরুদ্ধ ভক্তিশক্তিমান্।
বক্রেশ্বর ** পণ্ডিত যেঁহো প্রেমের নিধান ॥
কৃষ্ণাবেশে নিত্য প্রভুসুখ লাগি মাগে।
সহস্র গায়ক নিজ দেহ †† অনুরাগে ॥
প্রকাশভেদেতে তেঁহো শশিরেখা সখী।
এইরূপে ‡‡ এক দেহ গৌরসুখে সুখী ॥
গৌরাঙ্গের আবেশ নকুল ব্রহ্মচারী।
তথা প্রদ্যুম্ন মিশ্র সমান তাঁহারি ॥

---

* বাঙ্গালিনী—পাঠভেদ।
† দাঁড়াইলাম—পাঠভেদ।
‡ সবে মনে—পাঠভেদ।
§ রাজা যিনি··· ·ত্বরিতে—পাঠভেদ।
¶ অনুরোধ—পাঠভেদ। ** বামদিকে—পাঠভেদ।
†† কৃষ্ণপ্রেমে ভোরি—পাঠভেদ।
‡‡ ভাগ্যেতে—পাঠভেদ।

* মান—পাঠান্তর।
† যে জাহ্নবাজীর—পাঠান্তর।
‡ আপদেতে—পাঠান্তর।
§ উল্মুখ—পাঠভেদ।
¶ প্রতিভায় যেঁহো কৈলা সর্ব্বকার্য্যে আর্য্য—পাঠভেদ।
** চক্রেশ্বর—পাঠভেদ।
†† সহ—পাঠান্তর।
‡‡ দুইরূপে—পাঠভেদ।

গৌরাঙ্গের কলা শঙ্খ ভগবান্ আচার্য্য।
গোপীনাথাচার্য্য ব্রহ্মা ত্রিজগত-আর্য্য ॥
নবব্যূহে সদাশিব ব্রজ-আবরণ।
যেঁহো শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু চৈতন্য-অভিন্ন ॥
যেঁহো গোপেশ্বর বৃন্দাবনে গোপবেশে।
নৃত্য কৈলা কৃষ্ণ-আগে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ॥
শিবাতন্ত্রে কহে শুন ইহার প্রমাণ।
ভৈরব প্রিয়ার সনে কহিলা যেমন ॥
এক কার্ত্তিকেয়-দীপযাত্রা মহোৎসবে।
রামকৃষ্ণ সখাসনে নৃত্য * করে যবে ॥
মোর গুরু মহাদেব শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদে।
হেরিয়া উন্মত্ত হৈলা প্রেমানন্দমদে ॥
গোপশিশু রূপ ধরি গোপাল সহিতে।
চক্রভ্রমণ যথা লাগিলা নাচিতে ॥
কুবের গুহ্যকেশ্বর মহাদেব-মিত্র।
তুষিলা শ্রীদেবদেবে জপি সিদ্ধমন্ত্র ॥
প্রসন্ন হইয়া কহে কি বর মাগহ।
তেঁহো কহে তুমি মোর পুত্রজন্ম লহ ॥
'তথাস্তু' বলিয়া শিব অঙ্গীকার কৈলা।
কোনোকালে তব পুত্র হব' বর দিলা ॥
সেই কাল প্রতীক্ষা করিয়া যক্ষরাজ।
কষ্টেতে যাপন সেই কাল করে ব্যাজ ॥
প্রভুর পার্ষদে আসি তেঁহো জনমিলা।
সে রূপেও কুবের তাঁহার নাম হৈলা ॥
তাহার নন্দন শ্রীল-অদ্বৈত গোসাঞি।
তাঁহার গৃহিণী সীতা শ্রী-নামিনী দুই ॥
দুই ঠাকুরাণী যোগমায়ার প্রকাশ।
মহাপ্রভু প্রতি যাঁর স্নেহের বিলাস ॥
সীতাঠাকুরাণী-পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ।
কার্ত্তিকেয় রূপে পূর্ব্বে যেঁহ জিনি চন্দ্র ॥ †
অচ্যুতানামেতে পূর্ব্বগোপী কেহ কহে।
দুই রূপ মিলি প্রকাশয়ে এক দেহে ॥

* ক্রীড়া—পাঠভেদ।
† কার্ত্তিকেয় পূর্ব্বে যিনি রূপে জিনি চন্দ্র—পাঠভেদ।

কৃষ্ণমিশ্র তাঁহার অনুজ বিচক্ষণ।
তাঁহাকেও কার্ত্তিকেয় কহে সাধুজন ॥
নন্দিনী জঙ্গলী দুই সীতা-সহচরী।
পূর্ব্বে যেঁহো শ্রীজয়া বিজয়া অনুচরী ॥
যোগমায়া-প্রতিবিম্ব উমা মায়াশক্তি।
অভেদ করিয়া কহেন যোগমায়া উক্তি ॥
শ্রীবাসপণ্ডিত ধীমান্ নারদ আসিত (আসীৎ)।
শ্রীমান্ পর্ব্বতমুনি শ্রীরামপণ্ডিত ॥
শ্রীমুরারী গুপ্ত হনূমান্ কপিবর।
শ্রীঅঙ্গদ শ্রীমান্ পণ্ডিত পুরন্দর ॥
শ্রীসুগ্রীব কপিরাজ শ্রীগোবিন্দানন্দ।
বিভীষণ মহারাজ পুরী রামচন্দ্র ॥
জটিলা রাধিকাশ্বশ্রূ তাহাতে মিলিত।
যে হেতুক প্রভু-ভিক্ষাসঙ্কোচনে রত ॥
ঋচীকমুনির পুত্র ব্রহ্মনাম যেঁহ।
প্রহ্লাদ তাহার সহ মিশ্র * এক দেহ ॥
হরিদাসরূপ যেঁহো নামের মহিমা।
বাহু তুলি কহিলেন করিয়া গরিমা ॥
তাঁহার মহিমা কিছু আশ্চর্য্য কথন।
প্রভু নৃত্য কৈল যাঁরে করি আলিঙ্গন ॥
যবনের কুলে জন্ম হৈল যে কারণ।
পিতৃ-অভিশাপ শুন তার বিবরণ ॥
পিতা শ্রীঋচীক মুনি, তাঁহার আজ্ঞাতে।
তুলসী আনিয়া দেন নিতি নিতি প্রাতে ॥
একদিন অধৌত তুলসী আনি দিলা।
বালুকা আছিলা দেখি শাপান্ত করিলা ॥
কৃষ্ণভক্ত জন কি যবন কি ব্রাহ্মণ।
হানিলাভ কিসে তার সকলি সমান ॥
বৃন্দাবনে অষ্টসিদ্ধি অণিমা আদিক।
অষ্ট-ভক্তরূপ প্রভুপদে প্রেমাধিক † ॥
অনন্ত গোবিন্দ রঘুনাথ সুখানন্দ।
দামোদর কেশব রাঘব কৃষ্ণানন্দ ॥

* মিলি—পাঠভেদ।
† প্রামাণিক—পাঠভেদ।

ব্রহ্মপুত্র ঊর্দ্ধরেতা সমদর্শী সাধু।
নব ভাগবত জন্মে সখা নব বিধু * ॥
গৃহ মাতা পিতা তেজি সন্ন্যাস করিলা।
প্রভুসঙ্গে সদা থাকি তোষ জন্মাইলা ॥
নৃসিংহানন্দ-তীর্থ আর ভারত-সত্যানন্দ †।
শ্রীনৃসিংহ জগন্নাথ তীর্থ চিদানন্দ ॥
বাসুদেব-তীর্থ আর শ্রীপুরুষোত্তম।
গরুড়-অবধূত আর গোপেন্দ্র শ্রীরাম ॥
শঙ্খনিধি পদ্মনিধি ‡ আদি নবনিধি।
নিধি রত্ন শব্দ নাম গর্ভে নব সুধী ॥
পদ্মনিধি শঙ্খনিধি আর শ্রীশ্রীনিধি।
শ্রীগর্ভ শ্রীকবিরত্ন আর সুধানিধি ॥
রত্নবাহু বিদ্যানিধি আর গুণনিধি।
প্রভুপ্রিয় দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভক্তিনম্র সুধী ॥
সুমুখ নামেতে গোগ শ্রীযশোদা-পিতা।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী পিতা শচীমাতা ॥
গর্গমুনি সহ তেঁহো হন একদেহ।
কহিলা প্রভুর ভাবি জন্মকথা যেঁহ § ॥
যশোদা মাতার মাতা পাটলা-নামিনী।
শচীমাতার মাতা নীলাম্বরের ঘরণী ॥
পুরাণপাঠক দেবানন্দ যে পণ্ডিত।
শ্রীভাগুরি মুনি পূর্ব্বে ব্রজ পুরোহিত ॥
সনকাদি চতুঃসম চারি নামে খ্যাত।
কাশীনাথ রামনাথ শ্রীনাথ লোকনাথ ॥
শ্রীল বেদব্যাস শ্রীমান্ দাস-বৃন্দাবন।
সখা শ্রীকুসুমাপীড় তাঁহাতে মিলন ॥
শ্রীমান্ শুকদেব মহামহিমা অপার।
তেঁহো শ্রীবল্লভভট্ট প্রভু প্রাণ যাঁর ॥
শ্রীমান্ গঙ্গাদাস আর জগন্নাথাচার্য্য।
দুইরূপ হয়েন দুর্ব্বাসা মুনিবর্য্য ॥

* বধু— পাঠভেদ।
† ভারতী সত্যানন্দ—পাঠভেদ।
‡ আচার্য্যরত্ন রত্নাকর পণ্ডিত—পাঠভেদ।
§ প্রভুর ভাবি-জন্ম-কথা কহিলেন যেঁহ—পাঠভেদ।

শ্রীচন্দ্রশেখর আর শ্রীউদ্ধব দাস।
চন্দ্রের আবেশে দোঁহে করেন প্রকাশ ॥
নিশাপতি বলি প্রভু ডাকিলা যাঁহারে।
বিশ্বেশ্বর আচার্য্য যে হন দিবাকরে ॥
ভাস্কর ঠাকুর পূর্ব্ব বিশ্বকর্ম্মা হন।
ভিক্ষুক বনমালী যেঁহো সুদামা ব্রাহ্মণ ॥
প্রভুসঙ্গ ধন প্রাপ্তে দুঃখভ্রম গেল।
প্রেমভক্তিনিধি মিলি মহাআঢ্য হৈল ॥
শ্রীবৈকুণ্ঠদ্বারপাল শ্রীজয় বিজয়।
গোবিন্দ গরুড় দোঁহে প্রভুপ্রিয় হয় ॥
শ্রীগরুড় গরুড় পণ্ডিত হয় যেঁহ।
অক্রুর হয়েন যেঁহ গোপীনাথসিংহ ॥
কেহ কহে অক্রুর যে কেশবভারতী।
পুরী শ্রীপরমানন্দ উদ্ধবের মূর্ত্তি ॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা শ্রীমান্ রাজা প্রতাপরুদ্র।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য দেবগুরু ভদ্র ॥
প্রিয়নর্ম্মসখার্জ্জুন পণ্ডিত অর্জ্জুন।
মিলি রায় রামানন্দ প্রভুর স্বজন ॥
কেহ কহে অর্জ্জুনীয়া নামে গোপীসহ।
পাদ্মোত্তরখণ্ড সহ বিচার করহ ॥
পাণ্ডব অর্জ্জুন ব্রজে গোপীদেহ হৈল।
অর্জ্জুনীয়া বলি নাম তাঁহার হইল ॥
আরো যে প্রমাণ প্রভুবাক্য বলবত্ত্ব।
ভবানন্দ প্রতি প্রভু কহিলা যে তত্ত্ব ॥
তুমি পাণ্ডু হও তব পাঁচ যে নন্দন।
পাণ্ডব হয়েন পঞ্চ গুণে অগণন ॥
ইহাতে অর্জ্জুন তার নাহিক সন্দেহ।
অতএব তিনরূপে হন একদেহ ॥
প্রভুর অধিক প্রিয় সদাই আসঙ্গ।
প্রভু ভৃত্যে দোঁহে মিলি কৃষ্ণকথারঙ্গ ॥
গৌরাঙ্গ-ভকত যত ব্রজপরিকর। *
সংক্ষেপে করিব কিছু বর্ণন তাহার ॥

* প্রিয় পরিকর—পাঠভেদ।

শ্রীমান্ শ্রীদাম শ্রীল-অভিরাম ভেল।
ষোড়শাঙ্গের কাষ্ঠ * যেঁহো বংশী বাজাইল॥
সুন্দর ঠাকুর যেঁহ পূর্ব্বে শ্রীসুদাম।
পণ্ডিত শ্রীধনঞ্জয় তেঁহো বসুদাম॥
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীগৌরীদাস সুবল। †
কমলাকর পিপিলাই যেঁহো 'মহাবল'॥
সুবাহু গোপাল যেঁহো উদ্ধারণদত্ত।
'মহাবাহু' সখা শ্রীমান্ মহেশ পণ্ডিত॥
স্তোককৃষ্ণ যেঁহো তেঁহো দাস পুরুষোত্তম।
নাগর পুরুষোত্তম তেঁহো পূর্ব্ব ব্রজে দাম॥ ‡
অর্জ্জুন নামেতে সখা § পরমেশ্বর দাস।
লবঙ্গ নামেতে সখা কালা-কৃষ্ণদাস॥
খোলাবেচা শ্রীধর পণ্ডিত যে ব্রাহ্মণে।
খোলা কাড়াকাড়ি প্রভু কৈলা যার সনে॥
তেঁহো যেঁহো হন ব্রজে শ্রীমধুমঙ্গল।
হলায়ুধ প্রভু ¶ হন পূরবে প্রবল॥
বলদেবসখা তেঁহো নাম যে 'প্রবল'।
গুণেতে সমান প্রায় সমান যে বল॥
স্বরূপেতে ** কৃষ্ণসখা শ্রীরুদ্রপণ্ডিত।
গন্ধর্ব্ব-আখ্যান কুমুদানন্দ পণ্ডিত॥
পূর্ব্বে যেঁহো ব্রজে চেট ভৃঙ্গার ভঙ্গুর।
প্রভুর সেবক শ্রীগোবিন্দ কাশীশ্বর॥
ব্রজে পূর্ব্ব দাস প্রিয় রক্তক পত্রক।
বৈদ্য হরিদাস আদি অন্য †† যে সেবক॥
নীরসংস্কারী পূর্ব্বে পয়োদ বারিদ।
রামাই নন্দাই ভৃত্য প্রভুমনবেদ্য॥
ব্রজের গায়ক মধুকণ্ঠ মধুব্রত।
মুকুন্দ শ্রীবাসুদেব নায়ক বিদিত॥

* ষোল সাঙ্গের—পাঠভেদ।
† প্রসিদ্ধ শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত সুবল—পাঠভেদ।
‡ যেঁহো পূর্ব্বে ব্রজধাম—পাঠভেদ।
§ অর্জ্জুন নামে যে সখা—পাঠভেদ।
¶ ঠাকুর—পাঠভেদ।
** বররূপ—পাঠভেদ।
†† সুহৃৎ-শিশু—পাঠভেদ।

নট চন্দ্রমুখ এবে মকরধ্বজ-কর।
প্রভু-সুখে সুখী যেঁহ গুণের সাগর॥
ব্রজে যেঁহ মৃদঙ্গবায়েন সুধাকর।
ডম্ফবাদ্যে বিজ্ঞ তেঁহো ঘোষ শ্রীশঙ্কর॥
চন্দ্রহাস নৃত্যরসে * গুণের অবধি।
পণ্ডিত শ্রীজগদীশ নর্ত্তনবিনোদী॥
কৃষ্ণের-মুরলী মাল্য রাখে মালাধর।
এবে তেঁহো বনমালী পণ্ডিত সুন্দর॥
বৃন্দাবনে শারী শুয়া 'দক্ষ' 'বিচক্ষণ'।
শিবানন্দ পুত্র মধ্যে দুই ভ্রাতা হন॥
কবিকর্ণপূরের অগ্রজ গুণধাম।
শ্রীচৈতন্যদাস রামদাস দোঁহানাম॥
অতএব বল্লবীগণের † যে প্রকাশ।
কহিব কিঞ্চিত যে যে চৈতন্যে বিলাস॥
প্রেমের স্বরূপা রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী।
তেঁহো শ্রীমদ্‌গদাধর-পণ্ডিত রূপধারী॥
বৃন্দাবনলক্ষ্মী শ্যামসুন্দরবল্লভা।
গৌরপ্রেমলক্ষ্মী গোরা-অঙ্গকান্তি-প্রভা॥
রাধাকৃষ্ণ দুই তনু মিলিয়া গৌরাঙ্গ।
গদাধর শ্রীরাধা দ্বিধারূপে রসরঙ্গ॥
শ্রীরাধার প্রাণসমা ললিতাসুন্দরী।
নিজনামতুল্য নাম অনুরাধা করি॥
তেঁহো শ্রীরাধার রূপ গদাধরদেহে।
চৈতন্যে শ্রীরাধা যথা তথা মিলি রহে॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের মতে।
এবং শ্রীস্বরূপগোস্বামীর বর্ণনাতে॥
শ্রীরাধা শ্রীগদাধর নাহিক সন্দেহ।
রুক্মিণীদেবীর সহ মিলি কহে কেহ॥
সেহ সত্য যেঁহো লক্ষ্মী রাধিকার অংশ।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী রাধা সর্ব্ব-অবতংস॥
মহাপ্রভু নৃত্য কৈলা ধরি রাধা বেশ।
গদাধর হৈলা তবে ললিতা আবেশ॥

* নৃত্যরাস—পাঠভেদ।
† অতঃপর বল্লবীবর্গের—পাঠভেদ।

ইহাতে নাটকমতে প্রমাণ যে হয়।
সকল সম্ভব অলৌকিক যে বিষয় ॥
গদাধর-প্রকাশ ব্রহ্মচারী ধ্রুবানন্দ।
ললিতার রূপ করি কহে ভক্তবৃন্দ ॥ *
প্রভুদেহে শ্রীরাধাশ্রীললিতাবিলাস।
ললিতার অংশে কিবা † দ্বিতীয় প্রকাশ।
শ্রীরাধাবিভূতি চন্দ্রকান্তি পূর্ব্বে ব্রজে।
তেঁহো এবে গদাধরদাসরূপে রাজে ॥
পূর্ণানন্দা গোপী যেঁহো বলদেব-প্রিয়া।
বিরাজয় অন্য গদাধর প্রকাশিয়া ॥
চন্দ্রাবলী কৃষ্ণপ্রিয়াবলীর প্রধানা।
কবিরাজ-সদাশিব প্রকাশ অধুনা ॥
পূর্ব্বে ভদ্রাসখী ‡ এবে শঙ্কর পণ্ডিত।
যেঁহো তারকা পালি দোঁহ ব্রজে অবস্থিত ॥
এবে জগন্নাথ শ্রীগোপাল দোঁহ রূপে।
দামোদর পণ্ডিত চণ্ডীসখীর স্বরূপে ॥ §
কার্য্যবিশেষেতে সরস্বতীর আবেশ।
প্রভুর যে প্রিয় গুণ ¶ নাহি যার শেষ ॥
স্বয়ং শ্রীললিতাদেবী স্বরূপ গোস্বামী।
চৈতন্যের প্রিয় চৈতন্যেতে মহাপ্রেমী ॥
রাধাকৃষ্ণগুণলীলা কেহ যদি বর্ণে।
রসাভাস হৈলে প্রভু নাহি শুনে কর্ণে ॥
প্রথমে শ্রীস্বরূপগোসাঞি পরখেন।
তবে মহাপ্রভু তাহা গ্রহণ করেন ॥
কেহ কহে বিশাখাস্বরূপ তেঁহো হন।
শ্রীরাধারে যেঁহো কলাবিলাস শিখান ॥
বেশরচনায় পটু যেই চিত্রাসখী।
বনমালী কবিরাজ প্রভুসুখে সুখী ॥

* সাধুবৃন্দ—পাঠভেদ।
† ললিতা অংশেতে কিংবা—পাঠভেদ।
‡ পূর্ব্বভদ্রাসখী—পাঠভেদ।
§……দোঁহ রূপ।……স্বরূপ—পাঠভেদ।
¶ প্রভুর প্রিয় যে গুণে নাহি যার শেষ—পাঠভেদ।

চম্পকলতিকা রাধাসুখের বিলাসী।
রাঘবপণ্ডিত তেঁহো গোবর্দ্ধনবাসী ॥
'ভক্তিরত্নপ্রকাশ' নাম গ্রন্থ চমৎকার।
বর্ণিয়া করিলা যেঁহো ভক্তির প্রচার ॥
সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তুঙ্গবিদ্যা রসবতী।
তেঁহো শ্রীপ্রবোধানন্দ-সরস্বতী যতি ॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত আদি কর্ণপেয়।
বর্ণিলেন গ্রন্থ সুধাধিক উপাদেয় ॥
ইন্দুলেখা * সখী চন্দ্রমুখী রাধাপ্রিয়।
শ্রীমৎ-কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী-নামধেয় ॥
রঙ্গদেবী সুরঙ্গিণী ভট্ট-গদাধর।
সুদেবী অনন্তাচার্য্য গৌরাঙ্গকিঙ্কর ॥
কাশীশ্বরগোস্বামী শশিরেখা যেঁহো পূর্ব্বে।
ধনিষ্ঠা শ্রীরাঘবপণ্ডিত যেঁহো এবে ॥
ব্রজে কৃষ্ণে বনে খাদ্যবস্তু লয়্যা দেন।
হেথা প্রভুহেতু ঝালি সাজাইয়া যান ॥
গুণমালা তাঁহার ভগিনী দময়ন্তী।
কিবা স্নেহময় তাঁর গৌরাঙ্গে পিরীতি ॥
রত্নলেখা † কৃষ্ণদাস কৃষ্ণানন্দ যেঁহো।
ব্রজে পূর্ব্বে ‡ সখী কলাবতী নাম তেঁহো ॥
শৌরসেনী এবে নারায়ণবাচস্পতি।
পীতাম্বর যেঁহো তেঁহো কাবেরী সুমতি ॥
সুকেশী মকরধ্বজ মাধবী যে গোপী।
মাধব আচার্য্য যশ যাঁর পৃথ্বীব্যাপী ॥
ইন্দিরা রূপসী যেঁহো শ্রীজীবপণ্ডিত।
সুমধুরা নামে তুঙ্গবিদ্যাসহ প্রীত ॥
তেঁহো বিদ্যাবাচস্পতি সে ওড্রদেশীয়।
সুবিজ্ঞ পরম ধীর গৌরাঙ্গের প্রিয় ॥
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য শ্রীমধুরেক্ষণা।
চিত্রাঙ্গী শ্রীনাথমিশ্র শিষ্ট মহামনা ॥

* ইন্দুরেখা—পাঠভেদ।
† রত্নরেখা—পাঠভেদ।
‡ ব্রজপুরে—পাঠভেদ।

কবিচন্দ্র যেঁহো তেঁহো মনোহরা সখী।
সারঙ্গ ঠাকুর তেঁহো যেঁহো নান্দীমুখী॥
প্রহ্লাদের আবেশ তাহাতে কেহ কহে।
শিবানন্দসেন যে মহান্তমতে নহে॥
কলকণ্ঠি সুকণ্ঠী যে গন্ধর্ব্বী-আখ্যান।
বসু রামানন্দ আর সত্যরাজ-খান॥
কাত্যায়নী নামেতে গোপী শ্রীকান্ত সেন।
বৃন্দাবনে বনদেবী বৃন্দা যে আখ্যান॥
তেঁহো শ্রীমুকুন্দদাস খণ্ডবাসী হন।
বীরা নামে দূতী তেঁহো শিবানন্দ সেন॥
সর্ব্বগোপীদূতী যেঁহো সর্ব্বসমঞ্জস।
কৃষ্ণসুখে সদা সুখী কৃষ্ণে রসোল্লাস॥
ব্রজে বিন্দুমতী যেঁহো তাঁহার ঘরণী।
কবি শ্রীমান্ কবিকর্ণপূরের জননী॥
পূর্ব্ব মধুমতী ব্রজে এবে সে প্রভুর।
প্রিয়তম নরহরি সরকার ঠাকুর॥
ব্রজে প্রাণসখী যাঁর নাম রত্নাবতী।
এবে তেঁহো গোপীনাথাচার্য্য মহামতি॥
কৃষ্ণপ্রিয়া বংশী বংশীদাস সে ঠাকুর।
শ্রীরূপমঞ্জরীরূপে গুণেতে প্রচুর॥
তেঁহো শ্রীমান্ রূপ নাম গোস্বামী প্রসিদ্ধ।
সর্ব্বগুণধাম সর্ব্বজগতে আরাধ্য॥
গৌরাঙ্গের দ্বিতীয় যে কলেবর হয়।
যেঁহো বিনে কলিজীবে * কি হৈত উপায়॥
শ্রীরূপমঞ্জরীপ্রেষ্ঠা † শ্রীরতিমঞ্জরী।
তাঁর নামভেদ হয় লবঙ্গ-মঞ্জরী॥
তেঁহো শ্রীমান্ সনাতন গুণের সাগর।
শ্রীচৈতন্য অভিন্ন তাঁহার কলেবর॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বারাধ্য অমূল্যরতন।
তাঁহাতে প্রবেশ চতুঃসন-সনাতন॥
জগতে আচার্য্যরূপে উপদেশ দিলা।
দুর্লভ মাধুর্য্য-ভক্তিরস প্রচারিলা॥

* কলিযুগের—পাঠভেদ।
† প্রেষ্ঠা—পাঠভেদ।

শ্রীমান্ লবঙ্গমঞ্জরীর যে প্রকাশ।
শিবানন্দচক্রবর্ত্তী বৃন্দাবনে বাস॥
পতিতপাবন শ্রীগোপালভট্ট যেঁহো।
শ্রীগুণমঞ্জরী রাধাকৃষ্ণপ্রিয় তেঁহো॥
সমুদ্র-গম্ভীর যাঁর আশয় অগম্য।
নিদ্রাহার বিহারাদি বেদধর্ম্ম-সাম্য॥
কৃষ্ণপ্রেমপরাকাষ্ঠা যে প্রেমের রসে *।
শালগ্রামরূপ † তেজি ত্রিভঙ্গ প্রকাশে॥
অনঙ্গমঞ্জরী সখী তাঁহাতে প্রবেশ।
সাধুগণ কহে ‡ যেঁহো জানয়ে বিশেষ॥
শ্রীমান্ রঘুনাথভট্ট গোস্বামী-মহান্।
গৌরাঙ্গ সর্ব্বস্ব যাঁর গৌরাঙ্গ-পরাণ॥
পণ্ডিত সুশান্ত মহাগম্ভীর স্বভাব।
শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে ঐকান্তিক ভাব॥
ব্রজে তেঁহো শ্রীরতিমঞ্জরী আর রাগ।
দুইরূপে এক দেহ সর্ব্বত্র বিরাগ॥
শ্রীমান্ দাস রঘুনাথ ব্রজে শ্রীরসমঞ্জরী।
চৈতন্যকৃপায় পুনঃ বাস ব্রজপুরী॥
বিরক্ত উদার মহা মহাপ্রেমবান্।
কৃষ্ণের দুঃখ জানি নিজ কুটীর বানান॥
সদা কৃষ্ণ ব্যাঘ্র হৈতে রক্ষার কারণে।
লগুড় হস্তেতে ফিরে শ্রীকুণ্ডের § বনে॥
গোসাঞি জানিয়া ঘর বান্ধিয়া রহিলা।
কৃষ্ণের ব্যামহ জানি সহিতে নারিলা॥
শ্রীরতিমঞ্জরী কেহ তাঁহারে কহেন।
নামভেদে ভানুমতী যাঁহার আখ্যান॥
শ্রীবল্লভাত্মজ ¶ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী।
বিলাসমঞ্জরী যেঁহো ব্রজে পূর্ব্বনামী॥
শত মুখ হৈলে যাঁর গুণ কহা যায়।
কিন্তু বিজ্ঞে পারে মো-সভার সাধ্য নয়॥

* বশে—পাঠভেদ।
† শালগ্রাম শিলা—পাঠভেদ।
‡ সখী—পাঠভেদ।
§ শ্রীকুঞ্জের—পাঠভেদ।
¶ শ্রীবল্লভানুজ (প্রামাণিক)—পাঠভেদ।

এই ছয় গোস্বামীর মঞ্জরী আখ্যান।
কহিলাম সাধুজনায় বর্ণন যেমন ॥
ভূগর্ভঠাকুর তেঁহো শ্রীপ্রেমমঞ্জরী।
লোকনাথ গোস্বামী শ্রীলীলা যে মঞ্জরী ॥
'কলাবতী' 'রসোল্লাসা' 'গুণতুঙ্গা' ব্রজে।
শ্রীবিশাখাকৃতগীতে রাধাকৃষ্ণ পূজে ॥
তাঁহা-সভা-প্রকাশ যে গুণেতে * জানিহ।
গোবিন্দ মাধবানন্দ বাসুদেব যেঁহ ॥
রাগলেখা † কলাকেলি রাধাদাসী দুঁহ।
শ্রীশিখিমাহাতি মাধবী ভগ্নী সেহ ‡ ॥
পুলিন্দতনয়া মল্লী কালিদাস এবে।
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী যজ্ঞপত্নী পূর্ব্বে ॥
যাঁর স্থানে মহাপ্রভু অন্ন মাগি খান।
কেহ কহে ব্রহ্মচারী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ॥
অন্য যজ্ঞপত্নী দোঁহা জগদীশ হিরণ্য।
একাদশী দিনে প্রভু মাগি খাইলা অন্ন ॥
মথুরায় কৃষ্ণপ্রিয়া সৈরিন্ধ্রী সুন্দরী।
তেঁহো কাশীমিশ্র বাস নীলাচলপুরী ॥
মালতী শ্রীচন্দ্রলতিকা মঞ্জুমেধা আদি।
শুভানন্দ শ্রীধরাদি নাহিক অবধি ॥
সহস্র সহস্র গোপী চৈতন্যপার্ষদ §।
পুরুষরূপেতে করে প্রেমের আস্বাদ ॥
নানালীলা করে নানাদেশে অবতরি।
লৌকিকের ন্যায় রূপ স্বভাব আচরি ॥
অসংখ্য গণন কহিবারে না পারিয়া।
কিঞ্চিত কহিল নিজ পবিত্র লাগিয়া ¶ ॥
মহান্ত যে কেহ কেহ উপ যে মহান্ত।
সকলেই গুণসিন্ধু সকলেই শান্ত ॥
খণ্ডবাসী নরহরি আদি আর যত।
গৌরাঙ্গ-পার্ষদগণ কত শত শত ॥

* ক্রমেতে—পাঠভেদ।
† রাগরেখা—পাঠভেদ।
‡ সহ—পাঠভেদ। § পারিষদ—পাঠভেদ।
¶······পারিয়ে। ······লাগিয়ে—পাঠভেদ।

সকল কহিতে নাহি পারয়ে অনন্ত।
কিঞ্চিত কহিল যাহা প্রকাশে মহান্ত ॥
শ্রীরাম্ কবিকর্ণপুর শিবানন্দসুত।
তাঁহার মহিমা কিছু শুনিতে অদ্ভুত ॥
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পূর্ণ কৃপা কৈলা।
শিশুকালে যাঁর মুখে পাদাঙ্গুষ্ঠ দিলা ॥
পাদাঙ্গুষ্ঠদান-ছলে ভক্তি * সঞ্চারিলা।
গর্ভে যবে তবে পুরীদাস নাম দিলা ॥
মহাকবি যেঁহো মহাকাব্য প্রকাশিলা।
শ্রীআনন্দবৃন্দাবন-চম্পু যে বর্ণিলা ॥
নিজ নিত্যসিদ্ধ নাম দৈন্যেতে না কহে।
গুরুনাম নাহি কহে অপ্রকাশ্য যাহে ॥
শঠ মীমাংসক আর তার্কিকের স্থানে।
গোপন করিবে সদা কদাচ না শুনে ॥
ইতি গৌরগণোদ্দেশ কহিলা সংক্ষেপে।
বৈষ্ণবের গুণগান গাহি † কোনরূপে ॥
শ্রীমান্ নাভাজীর মনের আশয় জানিয়া।
গৌরগুণ কহিনু কিছু বিস্তার করিয়া ॥

সারসংগ্রহ।

গৌরাঙ্গভকতগণ, গুণসাগরের কণ,
ব্রহ্মা শিব না পারে কহিতে।
অন্যের শকতি কোথা, পঙ্গুর পর্ব্বত যথা,
অসম্ভব লঙ্ঘন করিতে ॥
কি আশ্চর্য্য গৌরাঙ্গ পার্ষদে।
ত্রিজগতে সুদুর্ল্লভ, প্রেমানন্দ অনুভব,
হেন প্রেম দীপ্ত পদে পদে ॥
কিবা নৃত্য কিবা গীত, কিবা নিষ্কপট রীত,
নির্ম্মৎসর দয়ার সাগর।
অনন্ত শুদ্ধ ‡ ভকতি, মাধুর্য্য পিরীত রীতি,
স্বাভাবিক যুগলে সভার ॥

* শক্তি—পাঠভেদ।
† নাম গুণ কহি—পাঠভেদ।
‡ অনন্ত শুদ্ধ—পাঠভেদ।

গৌরাঙ্গে পিরীতিভাব, অলৌকিক অসম্ভব,
কোটি প্রাণ হৈতে অতিশয়।
গৌরাঙ্গভকত যত, গৌরাঙ্গের অভিমত,
ত্রিজগতে তুলনা না হয়॥
মহাপ্রেম মহাভাব, মহাসঙ্কীর্ত্তন-রব,
মহানৃত্য গীত-বাদ্য আদি।
মহারসের উল্লাসে, আনন্দসাগরে ভাসে,
অশ্রুজলে বহি যায় নদী॥
প্রভুর স্বরূপশক্তি, যতেক ভকতপঙ্‌ক্তি,
চিদানন্দসন্ধিনী শকতি।
আহার বিহার যত, সকলি ত্রিগুণাতীত,
সৎ চিৎ আনন্দ মুরতি॥

প্রভুর ভকত বিনে, তাঁর মর্ম্ম কেবা জানে,
প্রাকৃত বলিয়া অজ্ঞে কহে।
শ্রীমূর্ত্তি তার্কিক জনে, যেমন প্রাকৃত মানে,
তথা মূঢ়জনে দেখে তাহে॥
গৌরাঙ্গ-ভকত-পদে, যে জন বিষয়মদে,
শরণ না লৈল মূঢ়মতি।
তার জন্ম * বৃথা হৈল, পশুবত জনমিল,
ফল মাত্র তাহার দুর্গতি॥
সাধুবাক্য না শুনিঞা, শাস্ত্রে নাহি প্রবেশিয়া,
দম্ভে নানামত আরোপিয়া।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
হেরি কাঁপে লালদাস † হিয়া॥

* তবে জন্ম—পাঠভেদ।
† কৃষ্ণদাস হিয়া—পাঠভেদ।

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ-স্বরূপ বর্ণন নাম তৃতীয় মালা॥ ৩॥

চতুর্থ মালা

দ্বাদশমহাভাগবতাদি চরিত্র-বর্ণন

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ-সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
দ্বাদশ মহান্ত ভাগবত আদি কথা।
শুনহ আশ্চর্য্য তার বিবরণ যথা ॥

[দোঁহা—মূল হিন্দী]

বিধি নারদ শঙ্কর সনকাদিক কপিলদেব মনুভূপ।
নরহরিদাস জনক ভীখম বলি শুকমুনিধর্ম্মস্বরূপ ॥
অন্তরঙ্গ অনুচর হরিজুকে জো ইনকো যশগাবে।*
আদি অন্তলোঁ মঙ্গল তিনকে শ্রোতা বক্তা পাবে॥†
অজামীল পরসঙ্গ য়হ নির্ণৈ‡ পরম ধর্ম্মকো জান।
ইন্‌কী কৃপা ঔর পুনি সমুঝে দ্বাদশ ভক্তপ্রধান ॥

[টীকা হিন্দী]

দ্বাদশ প্রসিদ্ধ ভক্তরাজকথা ভাগবত।
অতি সুখদাঈ নানাবিধি করি গায়ে হৈঁ ॥
শিবজীকী বাত এক বহুধা ন জানৈ কোউ।
সুনি সরসানে হিয়ে ভাব উর ঝায়ে হৈ ॥
সীতাকে বিয়োগ রাম বিকল বিপিন দেখি
শঙ্কর নিপুণ সতীবচন সুনায়ে হৈঁ।
কৈসে য়ে প্রবীণ ঈশ কৌতুকো নবীন দেখো
মনেউ করত অঙ্গ বৈসেহী বনায়ে হৈঁ ॥
সীতাকো স্বরূপ বেষ লেশহু ন ফেরফার
রামজু নেহারি নেকু মনমেঁ ন আঈ হৈ।
তব্ ফিরি আয়কৈ সুনায় দঈ শঙ্করকো
অতি দুখ পায় বহুবিধি সমুঝাই হৈ ॥
ইষ্টকো স্বরূপ ধর্য়ো তাতে তন পরহর্য়ো
পর্য়ো বড়ো শোচ মতি অতিভরমাঈ হৈ।
ঐসে প্রভুভাবপগে পোখিনমে জগমগে
লগে মোকো প্যারে য়হ বাত রীঝি গাঈ হৈ ॥
চলে মগ জাত উভে খরে শিব দীঠি পরে
করে পরণাম হিয়ে ভক্তি লাগি প্যারী হৈ।
পারবতী পুঁছৈ কিয়ে কৌনকো জু-কহো মোসোঁ
দিসউ ন জন কোউ তবলোঁ উচারী হৈ ॥
বরষ হজার দশ বীতে তঁহা ভক্ত ভয়ো
নয়ো ঔর হ্বৈহৈ দূজে ঠৌর বীতে ধারী হৈ।
সুনিকে প্রভাব হরিদাসনসোঁ ভাব বঢ়্যো
রহো-কৈসে জাত চঢ়্যো রঙ্গ অতি ভারী হৈ ॥

অস্যার্থঃ।

দ্বাদশভক্তরাজ-কথা ভাগবতে গায়।
তাহে শিবজীর এক কথা গুহ্য হয় ॥
ভক্তিপ্রবীণতাচার্য্য শ্রীশঙ্কর হয়ে।
যাহা শুনি বৈষ্ণবের আনন্দ বাঢ়য়ে ॥
বনমধ্যে রামচন্দ্র সীতার বিয়োগে।
বিকল দেখিয়া শিব ব্যস্ত সতী-আগে ॥
কৌতুকে পার্ব্বতী সীতারূপ ধরি আইলা।
রামচন্দ্র তার পানে ফিরি না চাহিলা ॥
ফিরি আসি মহাদেবে হাসিয়া কহিলা।
তাহা শুনি দেবদেব মনে দুঃখ পাইলা ॥

---

*……গাবৈ। †……পাবৈ ॥—পাঠভেদ।
‡……প্রসঙ্গ……নিরণয়—পাঠভেদ।

দেহত্যাগ করি পুন দেহান্তর ধর।
ইহা শুনি সূচ মনে কিবা যুক্তি কর॥
এ প্রসঙ্গ হয়ে কোন শাস্ত্র-অভিমতে।
যেহেতুক দেহত্যাগ দক্ষের যজ্ঞেতে॥
এক গ্রাম্যস্থান * দেখে আকাশে চলিতে।
দেখি মাত্র ক্ষণেক স্তম্ভিত হৈল চিতে॥
নামিয়া প্রণাম করে গদগদ-ভাবে।
সতী কহে শূন্যস্থানে প্রণমহ কিবে॥
তেঁহো কহে বৈকুণ্ঠাদিতুল্য এই স্থান।
অযুত বৎসর পূর্ব্বে ছিল এক মহান্॥
আর এক বৈষ্ণবস্থিতি-ভবিষ্যৎস্থানে।
প্রণাম করিলা বহুসহস্র মননে॥ †
হরিদাসের প্রভাব শুনি গিরীশনন্দিনী।
রঙ্গ চঢ়ি গেল চিত্তে অদ্ভুত কাহিনী॥

৫। চরিত্র শ্রীঅজামিলজীউর

[টীকা হিন্দী]

ধর্যো পিতু মাতু নাম অজামীল সাঁচো ভয়ো
কিয়ো অজামীল ছোটী তিয়া শূদ্রজাতকী।
কিয়ো মদ্যপান সো সয়ান গহি দুরি ড্যার্য্যো
মার্য্যো তন বাহি সো জুকীনো লেকে পাতকী॥
করি পরিহাস কাহু দুষ্টনে পাঠায়ো সাধু
আয় গৃহ দেখি বুদ্ধি আয় গঙ্গী সাতকী।
সেবা করি সাবধান সন্তনি রিঝায় লিয়ো
নারায়ণ নাম ধর্যো গর্ভবাল বাতকী॥
আয় গহ্যো কাল মোহজালমেঁ লপটি রহ্যো
মহাবিকরাল যমদূতহু দেখাইয়ে।
বহী সুত নারায়ণ নাম জো কৃপাকৈ দিয়ো
লিয়ো সো পুকারি সুর আরতি সুনাইয়ে॥
সুনতহি পারষদ আয়ে বাহি ঠৌর দৌরি
তোরি ডারে পাশ কহ্যো ধর্ম্ম সমঝাইয়ে।
হারলেঁ ৗ বিড়ারে জায় পতিপৈ পুকারে কহী
সুনো বজমায়ে মতি জাবো হরি গাইয়ে॥

অস্যার্থঃ।

অজামিল নামে এক ব্রাহ্মণ-কুমার।
সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত অধর্ম্ম অপার॥
গো-ব্রাহ্মণ-সহস্রহা মদ্যপ মাংসাশী। *
ব্যাধের আচারে করে হত্যা রাশি রাশি॥
গৃহ-স্ত্রী-ত্যাগী বেশ্যা সনে বনে বাস।
তাহে † চারি পুত্র এক গর্ভেতে নিবাস॥
দৈবযোগে এক সাধু অতিথি আইলা।
অজামিল আতিথেয় তুষ্টে কহি দিলা॥
অহো অজামিলের ত্রাণ উন্মুখ হইল।
ভাগ্যবশে সাধুর পাদস্পর্শ গৃহে হৈল॥
পত্নী তাঁর ভক্তিভাবে আতিথ্য করিল।
সাধু তবে তাহাদিগের বৃত্তান্ত জানিল॥
সাধু পরদুঃখে দুঃখী দয়া উপজিল।
তাহার মঙ্গল কিছু মনে বিচারিল॥
কৃষ্ণনাম উপদেশ ইহারা না লবে।
কেমতে এ হেন পাপী উদ্ধার হইবে॥
ইহা ভাবি মনে এক উপায় চিন্তিলা।
বিনয়ে বেশ্যার স্থানে কহিতে লাগিলা॥
ভোজন করাঞা মোরে তুষ্ট কৈলে যেবা।
তেমতি আমার এক নেহোরা রাখিবা॥
তোমার গর্ভেতে এবার যে পুত্র জন্মিবে।
নারায়ণ বলি তার নামটি রাখিবে॥
বেশ্যা হাসি হাসি কহে ইথে কি লাগিব।
ভাল ভাল ঐ নাম অবশ্য রাখিব॥
হাস্যরূপে সে দিন হৈতে সেই নাম নিল। ‡
সাধু দরশন-সুধা বিধাতা সিঞ্চিল॥ §

---

* রম্যস্থান—পাঠান্তর।
† নমনে—পাঠান্তর।

* গো ব্রাহ্মণসহ মহা মদ্যপমাংসাশী—পাঠভেদ।
† তাতে—পাঠভেদ।
‡ ঐ নাম চলিল—পাঠভেদ।
§ সুধা-সঞ্চার হইল—পাঠভেদ।

কথোদিনে সেই শিশু ভূমিষ্ঠ হইল।
পিতাপ্রিয়তম দেহ পীড়িত আছিল ॥
নারাযুক্ত হেতু পুন নারায়ণ নাম।
দুই করে লয়ে * পুত্রে রাখে অবিরাম ॥
মৃত্যুকালে যমদূত দণ্ডপাশ লঞা।
ঘেরিল আসিয়া সব পাপিষ্ঠ জানিঞা ॥
ভয়ে নিজপুত্রে ডাকে বলি নারায়ণ।
সর্ব্বপাপ ছুটি হৈল সংসারমোচন ॥
শ্যামলসুন্দর দুই বৈকুণ্ঠের দূত।
হা হা হরি-ভক্তে দণ্ডে এ কি অদভুত ॥
বলিতে বলিতে আসি যমদূতগণে।
গদার প্রহার আর তাড়ন ভর্ৎসনে ॥
অস্ত্র দন্ত কার কার হস্ত পদ ভাঙ্গি।
কহিতে লাগিলা অরে মূঢ়মতি ঢঙ্গি ॥
নিষ্পাপ নির্গুণ অজামিল মহামতি।
এহেন জনেরে দণ্ড কি তোর শকতি ॥
ধর্ম্মরাজদূত মোরা তোমরা কে হও।
অপমান কর আর পাপীরে ছুটাও ॥
তেঁহো কহে তোর ধর্ম্মরাজ কি এমতি।
ধর্ম্ম তো সে নাহি জানে † অহঙ্কারমতি ॥
জন্মিয়া যে একবার ডাকে নারায়ণে। ‡
তারে পাপী কহে তবে কি ধর্ম্ম সে জানে ॥
ইহা শুনি দূতগণ যমালয়ে গিয়া।
কান্দিয়া কহয়ে দণ্ডপাশ আছাড়িয়া ॥
কিসের রাজত্ব তব কিবা অধিকার।
ত্রৈলোক্যে তোমার আজ্ঞা না চলিবে আর ॥
ধর্ম্মরাজ কহে দূত কি অন্যায় হৈল।
দূত বলে আমাদের নাক কাটা গেল ॥
অজামিল মহাপাপী নাহি পুণ্যলেশ।
তোমা লঙ্ঘি তারে লঞা গেল কোন্ দেশ ॥

* দুই কারণেই—পাঠভেদ।
† ধর্ম্ম তো নাহিক জানে—পাঠান্তর।
‡ নারায়ণ ভণে—পাঠভেদ।

কি জানি কাহার নাম নারায়ণ হয়।
পুত্রকে ডাকিল সেই নাম অনুযায় ॥
হেনকালে দুই মহাপুরুষরতন।
নবঘন জিনি রুচি কমল-নয়ন ॥
আসি মাত্র কৈল তার বন্ধন-মোচন।
মো-সভার গতি এই দেখ বিদ্যমান ॥
ইহা শুনি ধর্ম্মরাজ হর্ষ-ভয় পাইল।
ক্ষণকাল * মৌনে স্তব্ধ হইয়া রহিল ॥
কম্প অশ্রু পুলক বৈবর্ণ্য স্বরভেদ।
প্রেমের বিকাশ † হৈল নানামত ভেদ ॥
ধৈর্য্য হয়্যা কহে রাজা গিয়াছিলা কোথা।
কি কার্য্য করিলে বাপু খাঞা মোর মাথা ॥
হের আইস শুন কহি অতিগুহ্য কথা।
প্রভুর নাম লৈল কেনে গিয়াছিলে তথা ॥
ত্রৈলোক্যের নাথ হরি জগতনিবাস।
তাঁর নাম লৈল সেই, মুঞি যাঁর দাস ॥
কোটি কোটি মহাপাপ অতিপাপ হয়।
অগ্নিযোগে তুলারাশি যৈছে ভস্ম হয় ॥ ‡
ইহা শুনি দূতগণ চমৎকার চিত্তে।
অনিমিখে রহে যেন পুত্তলিকা ভিত্তে ॥ §
ধীরে ধীরে কহে তবে ধর্ম্মরাজ আগে। ¶
হেন যদি তবে কেনে না কহিলে আগে ॥
তোমার প্রভুর জনে কিবা রীতি হয়।
তবে কেহ আর মোরা না যাব তথায় ॥ **
হরিনাম গুণকথা যথায় শুনিবে।
তুলসীর মালা ভালে তিলক দেখিবে ॥
নমস্কার করি তথা দূরপথে যাবে।
মুঞি তাঁরে নমস্করি কায়মন-রবে ॥ ††

* ক্ষণেক কাল—পাঠভেদ।
† প্রেমের বিকার—পাঠভেদ।
‡ অগ্নিকোণে তৃণারাশি ভস্ম যৈছে হয়—পাঠভেদ।
§ চিত্রে—পাঠভেদ।
¶ ধর্ম্মরাজ আগে, ধর্ম্মরাজ লাগে—পাঠান্তর।
**…রীত হয়ে,…না যাব তথায়ে—পাঠভেদ।
†† মুঞি যাঁরে নমস্কার করোঁ কায়-মনে—পাঠান্তর।

মোর বাক্য না শুনিলে পাবে অনুতাপ।
দূত কহে বুঝিলাম আর না রে বাপ ॥
শ্রীল নাভাজীর এই তাৎপর্য্য অর্থ।
লালদাস কহে যার * পদরজস্বার্থ ॥

[দোঁহা—মূল হিন্দী]

মো চিত্তবৃত্তি নিত তহাঁ রহো জহাঁ নারায়ণপারষদ
বিষ্বক্‌সেন জয় বিজয় প্রবল বল মঙ্গলকারী।
নন্দ সুনন্দ সুভদ্র ভদ্র জগ-আময়-হারী ॥
চণ্ড প্রচণ্ড বিনীত কুমুদ কুমুদাক্ষ করুণালয়।
শীল সুশীল সুসেন ভাবভক্তন প্রতিপালয় ॥
লক্ষ্মীপতি-প্রীনন প্রবীনমহ ভক্তনানন্দভক্তনি হদ।
মো চিত্তবৃত্তি নিত তঁহা রহো জহঁা নারায়ণপারষদ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণের † পারিষদগণ।
তাঁহাদের শ্রীচরণে রহু চিত্তমন ॥
বিষ্বক্‌সেন জয় বিজয় প্রবল আর বল।
নন্দ সুনন্দ ভদ্র সুভদ্রমঙ্গল ॥
চণ্ড প্রচণ্ড শুভ করুণানমিত।
কুমুদ কুমুদাক্ষ প্রভু বিনীত পুনীত ॥
শীল সুশীল ভক্তপালক সুসেন।
লক্ষ্মীপতি প্রেমানন্দে সেবানন্দে মন ॥
মোক্ষপারিষদ প্রভুর মহা-অনুভব।
সনকাদি প্রেরি কৈল অজ পুনর্ভব ॥
জয় বিজয়ের প্রতি ‡ প্রতিকূলভাব।
যুদ্ধরস নহে বিনে সমান বৈভব ॥
নিজ পারিষদ-সনে সরস § কৌতুক।
অঙ্গছায়াসনে যেন খেলয়ে বালক ॥
তিন জন্ম পরে নিজ আলয়ে আনিয়া।
নিত্যপ্রেমানন্দ-রসে রাখে ডুবাইয়া ॥

* কৃষ্ণদাস কহে তাঁর—পাঠভেদ।
† বৈকুণ্ঠের নারায়ণের—পাঠভেদ।
‡ জয় বিজয়ের কৈল—পাঠভেদ।
§ সুরস—পাঠভেদ।

[দোঁহা—মূল হিন্দী]

হরিবল্লভ সব প্রারথেঁ। জিনপদরজ-আশা ধরী ॥
কমলা গরুড় সুনন্দ আদি ষোড়শ প্রভুপদরতি।
হনূমন্ত জাম্বুবন্ত সুগ্রীব বিভীষণ শবরী খগপতি ॥
ধ্রুব উদ্ধব অম্বরীষ বিদুর অক্রুর সুদামা।
চন্দ্রহাস চিত্রকেতু গ্রাহ গজ পাণ্ডবনামা ॥
কৌষারব কুন্তীবধূ পট ঐঞ্চত লজ্জা হরী।
হরিবল্লভ সব প্রারথেঁ। জিনপদরজ-আশা ধরী ॥

[টীকা হিন্দী]

হরিকে জে বল্লভ হৈঁ দুর্লভ ভুবনমাঁঝ
তিনহী কী পদরেণু-আশা জিয় করী হৈ।
যোগী যতি তপী তাসো মেরো কছু কাজ নাহি।
প্রীতিপরতীতি রীতি মেরী মতি হরী হৈ ॥
কমলা গরুড় জাম্বুবান * সুগ্রীবাদী সবৈ।
স্বাদরূপ কথা জাকী পোথিনমেঁ ধরী হৈ ॥
প্রভুসোঁ সচাঈ জগ কীরতি চলাঈ অতি।
মেরে মন ভাঈ সুখদাঈ রসভরী হৈ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

হরির বল্লভ যেই জগতদুর্লভ।
যাহার চরণরজে সর্ব্বার্থ সুলভ ॥
সেই রজ-আশা-মাত্র করি অবিরাম।
যোগী যতি তপী সনে নাহি কিছু কাম ॥
ভক্তপদরজমাত্র অর্থ করি মানি।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ অর্থে না বাখানি ॥
কমলা গরুড় জাম্ববান † সুনন্দাদি।
ষোল মহাভাগবত প্রভুপদে রতি ॥
হনুমান সুগ্রীব বিভীষণ অম্বরীষ।
খগপতি শবরী ধ্রুব গ্রাহ গজ-ঈশ ॥
উদ্ধব বিদুর অক্রূর চন্দ্রহাস।
সুদামা চিত্রকেতু যার হৃদে হরিবাস ॥
পাণ্ডব কুন্তীবধূ গ্রাহ কৌষারব-নামী।
যা-সভার শ্রীচরণ অগ্রতির স্বামী ॥

* জাম্ববান্—পাঠভেদ।　　† জাম্ববান্—পাঠভেদ

বেদে গায় যার কীর্ত্তি করিয়া বাখান।
ভুবনপাবন হয় যার গুণগান ॥

৬। চরিত্র শ্রীহনুমান্‌জীর

[টীকা হিন্দী]

রতন অপার সার সাগর উধার কিয়ে
লিয়ে হিত চায়কে বনায় মালা করী হৈ।
সব সুখসাজ রঘুনাথ মহারাজজুকো
ভক্তসো বিভীষণজু আনি ভেঁট ধরী হৈ ॥
সভাহীকী চাহ অবগাহ হনুমান গরে।
ডারি দঈ সুধি ভঈ মতি অববরী হৈ ॥
রাম বিন * কাম কৌন ফোরি মণি দীনে ডারি।
খোলি ত্বচা নামহিঁ দিখায়ো বুদ্ধি হরী হৈ ॥

অস্যার্থঃ।

হনুমান্ কপিপতি, ভক্তরাজ মহামতি,
পরম উদার মহাশয়।
জগতের পূজ্যতম, যার যেই মনস্কাম,
যার নামে সর্ব্বসিদ্ধ হয় ॥
রামচন্দ্র-প্রিয়তম, জগতের অভিরাম,
উদারমহত্ত্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।
যত পারিষদগণ, লক্ষ কোটি অগণন,
শ্রেষ্ঠমধ্যে † সকলের জ্যেষ্ঠ ॥
শুদ্ধ প্রেমানন্দধাম, অদ্ভুত যাহার কাম,
তার মধ্যে শুন এক কথা।
ত্রিভুবনে সভে জানে, প্রসিদ্ধ শ্রীরামায়ণে,
দেব-নর গায় যেই গাথা ॥
বিভীষণ মহারাজা, রত্নাকর যার প্রজা,
তার স্থানে লয়্যা সারমণি।
অনুরাগে হার গাঁথি, রামচন্দ্র প্রাণপতি,
গলে লয়্যা দিলা ধন্য মানি ॥
রামচন্দ্র হার লয়্যা, চারিপানে দেখে চায়্যা,
ভাবে কোথা মোর হনুমান্।

* বিনু—পাঠভেদ। † শ্রেষ্ঠমধ্যে—পাঠভেদ।

সুগ্রীবাদি যত জন, সভে ভাবে মনে মন,
না জানি কে এ প্রসাদভাজন ॥
তবে হনুমান গলে, অমূল্য রতন মালে,
পরাইয়া হরিষে নিরখে।
হার পায়্যা মহাশয়, আনন্দে মগন হয়,
ফিরাইয়া ঘুরাইয়া দেখে ॥
রামনাম নাহি দেখি, মনে হৈলা মহাদুঃখী,
প্রভু মোরে এ কি বিড়ম্বিলা।
পুন ভাবে বুঝিলাম, ইহার অন্তরে নাম,
একটি মণি দশনে ভাঙ্গিলা ॥
ভাঙ্গিয়া নিরখে পুন, না দেখিয়ে রামগুণ, *
পুন ভাঙ্গে পুন না দেখয়ে।
এইমত কটমটে, ভাঙ্গি ডারে ক্ষিতিতটে,
প্রভু দেখি মুচকি হাসয়ে ॥
আরে বৎস হনুমান, কি তোমার বিবেচন,
হেন দ্রব্য হেলায় ডারিলে। †
হনু কহে কিবা দ্রব্য, কিবা গুণ কিবা লভ্য,
রামনামবিহীন বিফলে ॥
পুন চন্দ্রমুখ কহে, দেহ ত তোমার হয়ে, ‡
অস্থিচর্ম্মমাংসময় মাত্র।
তাহে রামনাম কোথা, তবে কেন ধর বৃথা,
কি বিচারে করি মানো মিত্র ॥ §
ইহা শুনি কপিরাজ, উঠে সেই সভামাঝ,
নখে ধরি ফাড়ে বক্ষঃস্থল।
তারকব্রহ্ম রামনাম, চমৎকার অভিরাম,
অস্থি-সন্ধি অঙ্কিত সকল ॥
জনকনন্দিনী সীতা, স্নেহানন্দে পুলকিতা,
রঘুমণি-মুখপানে চায়।
হর্ষ শোক স্নেহ মোহ, ক্রোধ মান হর্ষ সহ,
দুনয়নে জলধারা বয় ॥

* নামগুণ—পাঠভেদ।
† ভাঙ্গিলে—পাঠভেদ।
‡……কয়……হয়—পাঠভেদ।
§……কর নাম মিত্র—পাঠভেদ।

হনু গুণ আদ্যোপান্ত, সঙরিয়া স্নেহবন্ত,
শোকে মোহে অকৃত্রিম জ্ঞানী। *
প্রিয় প্রতি ক্রোধ মান, হনুমানে কিবা দান,
প্রত্যুপকার কি করিলে জানি ॥
তবে দয়াময় স্নেহে, আলিঙ্গিয়া হনুদেহে,
প্রভু ভৃত্য দোঁহে অচেতন।
সুগ্রীবাদি বিভীষণ, দেবতা গন্ধর্ব্বগণ,
জয় জয় করে ঘনেঘন ॥
হনুমতে যোড়করে, হর্ষে স্তুতি নতি করে,
ধন্য ধন্য করয়ে জগতে।
মুঞি দীনহীন অতি, ভকতি-বঞ্চিত মতি,
পদযুগ ধর মোর মাথে ॥

৭। চরিত্র শ্রীবিভীষণজীর

[টীকা হিন্দী]

ভক্তি জো বিভীষণকী কহে ইসো কৌন জন
ঐপৈ কছু কহি জাত সুনো চিত লায়কে।
চলত জহাজ পরী অটক বিচার কিয়ো
কোউ অঙ্গহীন নর দিয়ো লে বহায়কে ॥
জায় লগ্যো টাপু তাহি রাক্ষসনি গোদ লিয়ে
মোদভরি রাজাপাস গয়ে কিলকায়কে।
দেখত সিংহাসনতে কুদি পরে নৈন ভরি
য়াহীকে অকার রাম দেখে ভাগ পায়কে ॥
রচি সো সিংহাসনপৈ লৈ বৈঠারে তাহি ছিন
রাক্ষসীন রিঝ দেত মানি শুভ ঘরী হৈ।
চাহত মুখারবিন্দ অতিহি আনন্দভরী
ঢরকত হৈ নৈন নীর টেক ঠাঢ়ো ছরী হৈ ॥
তঊ ন প্রসন্ন হোত ছিন ছিন ছিন জোতি
হুজিয়ে কৃপাল কহো মেরী মতি ডরী হৈ।
করো সিন্ধুপার মেরে রহি সুখসার দিয়ে
রতন অপার ল্যাএ বাহী ঠৌর ফিরী হৈ ॥
রামনাম লিখি শীসমধ্য ধরি দিয়ো য়াকে
য়হী জলপার করে ভাব সাঁচো পায়ো হৈ।
তাহী ঠৌর বৈঠ্যো মানো নয়ো ঔর রূপ ভয়ে
গয়ো জো জহাজ সোঈ ফিরি করি আয়ো হৈ ॥
লিয়ো পহিঁচানি পুঁছ্যো সবসোঁ বখান কিয়ো
হিয়ো হুলসায়ো সুনি বিনৈকে চঢ়ায়ো হৈ।
পর্য্যো নীর কুদি নেকু পাপ ন পরস কর্য্যো
হর্য্যো মন দেখি রঘুনাথ নাম ভায়ো হৈ ॥

অস্যার্থঃ।

বিভীষণ মহারাজ, অতুলনা ভক্তমাঝ,
মহিমার বর্ণন না হয়।
ভাইবন্ধু রাজ্যভোগ, অনায়াসে করি ত্যাগ,
শ্রীচরণ করিলা * আশ্রয় ॥
স্ত্রীপুরুষ দুইজন, সেবে রাঙ্গা শ্রীচরণ,
ভাসিয়া যে আনন্দসাগরে।
সরমা শরণ ভাবে, ঠাকুরাণীর পদ সেবে,
আপনি সেবয়ে ঠাকুরেরে ॥
যারে মৈত্রভাব করি, আলিঙ্গন করে হরি,
নিজহস্তে রাজ-অভিষেক।
শ্রীহস্ত বুলায়্যা অঙ্গে, পিরীতিকৌতুকরঙ্গে,
বরদান করিলা অনেক ॥
ভকতির চমৎকার, নাহি যার পারাবার,
তাহে এক অপরূপ শুন।
এক সদাগর হয়, জাহাজ লইয়া যায়,
চরে লাগি আটকিল পুন ॥
জাহাজ-উপরে কেহ, আছে হীন-অঙ্গ দেহ,
সিন্ধুজলে তারে ডারি দিল।
অল্পবুদ্ধি সদাগর, শ্রেয় হেতু † ডারে নর,
ভাসি ভাসি লঙ্কায় লাগিল ॥
দেখিয়া রাক্ষসগণে, এ কি জন্তু ভাবে মনে ‡
খিলি খিলি হাসয়ে সভাই।
কৌতুকেতে সভে তারে, উঠাইয়া লয়্যা করে,
রাজা-আগে রাখে লয়্যা যাই ॥

---

* শোক মোহ অকৃত্তজ্ঞ বানি—পাঠভেদ।

* করিয়া—পাঠভেদ। † শ্রোত্রহেতু—পাঠভেদ।
‡ সভে ভণে—পাঠভেদ।

রাজা চমকিত মন, যেন দরিদ্রের ধন,
লম্ফ দিয়া উঠাইয়া লৈল।
রামচন্দ্র নরাকৃতি, উদ্দীপন হৈল মতি,
দেহ অশ্রু-পুলকে ভরিল ॥ *
রত্নসিংহাসন আনি, বসাইয়া নিজ পাণি,
তলে করে চরণসেবন।
নানা বস্ত্র অলঙ্কারে, সাদরে পূজয়ে তারে,
চমকিত নিশাচরগণ ॥
স্বর্ণ-আশা করে লয়্যা, চিবুকে ঠেকনা দিয়া,
দূরে দাণ্ডাইয়া মুখ হেরে।
নর-চিত্তে ভীত অতি, প্রসন্ন না হয় মতি,
কান্দিয়া কহয়ে উচ্চস্বরে ॥
কৃপালু হইয়া মোরে, দেহ লয়্যা সিন্ধুপারে,
সেই মহ রত্নলাভ মোর।
বাহ্যস্ফূর্ত্তি হয়্যা রাজা, পাইয়া ঈষৎ লজ্জা,
ভৃত্যে কহে দেহ করি পার ॥
রামনাম লিখি শিরে, ফেলে সমুদ্রের নীরে,
যে নৌকায় ভব হয় পার।
হেনই সময়ে পুন, রামনামের কিবা গুণ, †
আইল সেই নৌকা পুনর্ব্বার ॥
সদাগর প্রেমে ভরি, ঝরয়ে নয়নে বারি,
উঠাইয়া পুছে সমাচার।
ভক্তরাজ-গুণকথা, নামের মহিমা তথা, ‡
প্রেমানন্দে § কহে তবে নর ॥
অহো সাধুসঙ্গগুণ, সাক্ষাৎ দেখহ পুন,
তৎক্ষণাৎ ¶ ভক্তিরত্ন-লাভ।
পশুসম যে আছিল, ক্ষণমাত্র সঙ্গ হৈল,
(আপনি) তরিল আর তরাইল সব ॥ **
অতএব শ্রুতি স্মৃতি, আগম পুরাণ আদি,
ফুকারিয়া পুনঃ পুনঃ কহে।

বৈষ্ণবের সঙ্গ কর, হেরি অনুরাগ ধর, *
ইহা বিনু আর কিছু নহে ॥
নাভাজীর শ্রীচরণ, ধূলি শিরে বিভূষণ,
করি এই অভিলাষ মনে।
বৈষ্ণবের গুণগান, করিব অমৃতপান,
জন্মে জন্মে প্রেমসেবী সনে ॥

৮। চরিত্র শ্রীশবরীজীর

[টীকা হিন্দী]

বনমে রহত নাব সিবরী † কহত সব
চহতি টহল সাধু তন ন্যূনতাঈ হৈ।
রজনীকে শেষ ঋষি আশ্রম প্রবেশ করী
লকরীন বোঝ ধরী আবে মন ভাঈ হৈ ॥
ছাইবেকো মগঝারী কাঁকরিন বীনি ডারী
বেগি উঠি জাই নেকু জাতি ন লখাঈ হৈ।
উঠত সবার কহেঁ কৌন ধোঁ বুহারি গয়ো
ভয়ো হিয়ে শোচ কোউ বড়ো সুখ-দাঈ হৈ ॥

অন্বয়ার্থঃ।

পঞ্চবটীবনে এক চণ্ডালের কন্যা।
মহাভাগ্যবতী তেঁহো ত্রিজগতে ধন্যা ॥
শ্রীরামচরণে যার দৃঢ়ভক্তিমতী।
অতএব সাধু মহাপূজ্য মহাব্রতী ॥
অপূর্ব্ব তাহার কথা শুন দিয়া মন।
যাহার শ্রবণে সর্ব্বপাপ-বিমোচন ॥
বনমধ্যে কৃষ্ণভক্ত সাধু মুনিগণ।
তাঁহাদিগের সেবা শবরীর হৈল মন ॥
বনে হৈতে ‡ শুষ্ককাষ্ঠ বোঝা বান্ধি আনে।
আশ্রমে রাখয়ে রাত্রে কেহ নাহি জানে ॥
নদী যাইবার পথ বোহারি করয়।
কাঁটা কুটা কাঁকর সব দূরেতে ডারয় ॥ §

* ব্যাপিল—পাঠভেদ। † দেখ গুণ—পাঠভেদ।
‡ যথা—পাঠভেদ। § প্রেমভাবে—পাঠভেদ।
¶ তৎক্ষণাতে—পাঠভেদ।
** লভে……সভে।—পাঠভেদ।

* হরি অনুরাগে চর—পাঠভেদ।
† শবরী—পাঠভেদ।
‡ বন হৈতে—পাঠভেদ।
§……বোহারি করিয়া।……দূরেতে ডারিয়া—পাঠভেদ।

প্রতিদিন করে ঋষিগণ ভাবে মনে।
কেবা পথ ঝাঁটি দেয় কেবা কাষ্ঠ আনে॥
একদিন শিষ্যগণ জাগিয়া রহিল।
দেখে রাত্রে কাষ্ঠ লয়্যা শবরী আইল॥
ধরিয়া তাহারে সভে চৌদিকে বেড়িল।
ত্রাসে মুখ হেঁট করি' কাঁপিতে লাগিল॥
ঋষিগণ মধ্যে কেহ হরিভক্তি ধীর। *
ভক্তমর্ম্ম জানে মহাপণ্ডিত গম্ভীর॥
সাধুসেবা-মতি দেখি আর্দ্র হইল চিত।
রামনাম দীক্ষা দিলা করিয়া পিরীত॥
যত যত ছিল তথা বহির্ম্মুখগণ।
জাতিপংক্তি হৈতে তারে করিল বর্জ্জন॥
তেঁহ † কহে অজ্ঞ যে তোমরা নাহি জান।
বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি করি শ্রেষ্ঠ ‡ মান॥
তথাচ না বুঝি তাঁরে অসংগ্রহ কৈল।
মুনি বিজ্ঞতম তাহে কাতর না হৈল॥
শবরীরে কহে মোর কাল পূর্ণ হৈল।
শ্রীরামচন্দ্রের লীলা দেখিতে না পাইল॥
তুমি ভাগ্যবতী শীঘ্র দেখিবে নয়নে।
মোরে পরলোক যাইতে হইল এখনে॥
শ্রীরামচন্দ্রের আগমন আদ্যোপান্ত লীলা।
উপদেশ দিয়া মুনি তত্ত্ব জানাইলা॥
দেহত্যাগ করি তবে বৈকুণ্ঠে চলিল।
শবরী গুরুর শোকে কাতর হইল॥
একদিন মুনিগণ নদীতে প্রত্যুষে।
স্নানকালে শবরীও গেলা একপাশে॥ §
মুনিদিগের ¶ ঘাটে স্নান করে চণ্ডালিনী।
ইহা বলি ভর্ৎসনা করিল কটু বাণী॥
ভক্ত-অপরাধ পূর্ব্বে হৈতে এবে দেখ।
ক্রমে নানা ভিন্ন মতি হৈল নানা দুঃখ॥

* হরিভক্ত ধীর—পাঠভেদ।
† তেঁহে—পাঠভেদ। ‡ শিষ্ট—পাঠভেদ।
§ এক দেশে—পাঠভেদ।
¶ মো দিগের—পাঠভেদ।

তৎক্ষণাৎ নদীর জল হৈল রক্তপ্রায় *।
কৃমি কীট হৈল দেখি উঠিয়া পলায়॥
তথাচ না বুঝে সব ব্রাহ্মণের গণ।
বলে হায় জল কেনে হইল এমন॥
পত্রের কুটীর এক ঝোপড়া বান্ধিয়া।
শবরী রহেন রামচন্দ্র-পথ চায়্যা॥
তৃষিত চাতকী † যেন মেঘ আগমন।
প্রতীক্ষা করিয়া থাকে উৎকণ্ঠিত মন॥
বনমধ্যে ফলমূল ‡ আনে বহু দুঃখে।
মিষ্ট হৈলে রামচন্দ্রে দিব বলি রাখে॥
চাখিতে চাখিতে যেই ফল মিষ্ট লাগে।
যতনে রাখয়ে তাহা অতি অনুরাগে॥
শবরীর আশাবৃক্ষ সফল হইল।
কথোদিন পরে প্রভু আগমন কৈল॥
দয়ার সাগর রাম বনে প্রবেশিয়া।
প্রথমেই ডাকে মোর শবরী বলিয়া॥
অমৃতনিন্দিত বাণী, ভুবনমোহন ধ্বনি,
আর তাহে § স্নেহের সহিত।
শবরীর কর্ণে আসি, প্রবেশিল সুধারাশি,
কর্ণ পাতি রহে চমকিত॥
চারিদিক্ ¶ পানে চায়, উন্মত্ত পাগলী প্রায়,
স্তম্ভ যেন দাণ্ডায়্যা রহিল।
হেনকালে দয়াময়, স্নেহে নেত্রে ধারা বয়,
তথা আসি উপনীত হৈল॥
চিত্রপুত্তলিকা-প্রায়, অনিমিখ নয়নে চায়,
রামরূপে ** ডুবিল হৃদয়।
ক্রমে উঠি †† নানা ভাব, সুধা জিনি প্রেমার্ণব,
রোমাঞ্চাদি দেহেতে ব্যাপয়॥
প্রভু ভৃত্যে দোঁহে কান্দে, দোঁহাপ্রেমেদোঁহাবান্ধে,
দুই ‡‡ জনে স্থির নাহি বান্ধে।

* রক্তময়—পাঠভেদ। † চাতক—পাঠভেদ।
‡ ফলফুল—পাঠভেদ। § তাতে—পাঠভেদ।
¶ চারিদিগ পানে—পাঠভেদ। ** শ্যামরূপে—পাঠভেদ।
†† উঠে—পাঠভেদ। ‡‡ দুহুঁ জনে—পাঠভেদ।

শ্রীলক্ষ্মণ সুকুমার, প্রেম দেখি দোঁহাকার,
তেঁহো পুন ফুলি ফুলি কান্দে ॥
তবে স্থির বান্ধি মনে, সেই ফলমূল আনে,
আনন্দের আজু সীমা নাই।
উচ্ছিষ্ট শুকুনা মূল, ভাঙ্গা মৃৎ পাত্রে জল,
পত্রাসন রচিল তথাই ॥
দয়াল শ্রীরামচন্দ্র, সহিত অনুজানন্দ, *
বৈসে সেই কুটীর দুয়ারে।
অমৃতের স্বাদুপ্রায়, † সেই ফল জল খায়,
কিবা ভক্তবৎসল ঠাকুরে ॥
আকাশে অপ্সরা নাচে, দুন্দুভিবাজন বাজে,
পুষ্পবৃষ্টি ঘন বরিষয়।
অহো কি দয়াল হরি, ধন্য প্রেমসুমাধুরী,
ধন্য ধন্য শবরী যে হয় ‡ ॥
ব্রাহ্মণ তপস্বি-গণ, দেখি প্রভুর আচরণ,
কেহ তুষ্ট কেহ ত বিমন।
কর্ম্মী জ্ঞানী নানা জন, নাহি ভক্তিরসজ্ঞান,
তারা কহে এ কি বিবরণ ॥
তার মধ্যে ভক্তিমর্ম্ম, যে জানে § পরম ধর্ম্ম,
তার মন উল্লসিত হৈল।
জাতিপাঁতি পাণ্ডিত্যাদি, ধিক্ ব্রহ্মসংকৃতি,
ইহা বলি নাচিতে লাগিল ॥
নদীতটে গিয়া প্রভু পুছয়ে ব্রাহ্মণে।
জল রক্ত কৃমি হৈল কিসের কারণে ॥
মুনিগণ বলে প্রভু কারণ না জানি।
আচম্বিতে একদিন হইল অমনি ॥
সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি পরম ঈশ্বর।
শবরী-হেলায় হৈল কহে পূর্ব্বাপর ॥
তখনে বুঝিলা সব ব্রাহ্মণের গণ।
শবরীরে স্তুতি নতি করয়ে বাখান ॥

রামচন্দ্র কহে শবরীর পদতল।
জলে স্পর্শ কৈলে * জল হইবে নির্ম্মল ॥
তবে মুনিগণ সঙ্গে শবরীরে লঞা।
জলে নামাইয়া দিল যতন করিয়া ॥
তৎক্ষণে নদীর জল নির্ম্মল হইল।
মহাতীর্থ হৈল মহামহিমা বাড়িল ॥
প্রভু ছলে নিজভক্ত-মহিমা দেখাইল।
শবরীরে শ্রীবৈকুণ্ঠধামে পাঠাইল ॥
অতএব বেদের যে সিদ্ধান্ত যুকতি।
যবন চণ্ডাল কৃষ্ণভক্তে করে নতি † ॥
কৃষ্ণভক্ত সেবে যেই নিষ্কপট মন।
লালদাস ‡ মাগে তাঁর চরণে শরণ।

৯। খগপতি জটায়ুর চরিত্র

[টীকা হিন্দী]

জানকী হরণ কিয়ো রাবণ মরণকাজ।
সুনি সীতাবানী খগরাজ দৌড়ি আয়ো হৈ ॥
বড়ীয়ে লরাঈ লীন দেহ বারি কোরি দীন।
রাখে প্রাণ রামমুখ দেববো সুহায়ো হৈ ॥
আও আপ গোদ সীস ধারি দৃগধার সীঁচ্যো।
দেই সুধি দেই গতি তনহু জরায়ো হৈ ॥
দশরথতাত মানি কিয়ো জলদান যহ।
অতি সনমান নিজরূপ ধাম পায়ো হৈ ॥

অস্যার্থঃ।

শ্রীজানকী জগন্মাতা দুষ্টাত্মা রাবণ।
হরি লয়্যা যায় করি রথ আরোহণ ॥
রাম রাম বলি মাতা কান্দে উচ্চস্বরে।
খগরাজ মহামতি দেখে হৈতে দূরে ॥
রামচন্দ্র-মহিষী ত্রিজগতের § মাতা।
রাক্ষসে লইয়া যায় মনে পায়্যা ব্যথা ॥

---

* ...রামচন্দ্রে...অনুজানন্দে—পাঠভেদ।
† স্বাদু পায়—পাঠভেদ।
‡ শবরীর পায়—পাঠভেদ।
§ না জানে—পাঠভেদ।

* স্পর্শ করাহ—পাঠভেদ। † করয় রতি—পাঠভেদ।
‡ কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ। § যে জগতের মাতা—পাঠভেদ।

ক্রোধে রক্তবর্ণ চক্ষু অঙ্গ ফুলাইয়া ।
প্রচণ্ড বেগেতে যায় হুঙ্কার করিয়া ॥
কে রে দুষ্ট থাক্ থাক্ এতেক যোগ্যতা ।
মুঞি বর্ত্তমানে মোর লক্ষ্মী যায় মাতা ॥
আজি তোরে যমালয়ে পাঠাব নিশ্চয় ।
ইহা বলি এক পক্ষ-আঘাত করয় ॥
শ্রীরাম-ভকত তারে কে জিনিতে পারে ।
কিন্তু তার বধ্য নহে সেহেতু * না মরে ॥
পাখাঘাতে বেদনা পাইয়া নিশাচর ।
দ্রুতগতি যায় পুন হইয়া সোঁসর ॥
পুনর্ব্বার খগরাজ রথের সহিতে ।
ওষ্ঠ বিস্তারিয়া গেলা প্রচণ্ড কোপেতে ॥
গিলিয়া ভাবয়ে মনে কি কৈনু প্রমাদ ।
গিলিনু জানকী সহ বড় বিসংবাদ ॥ †
ইহা ভাবি ‡ কণ্ঠ হৈতে উগারিয়া তারে ।
নানা অস্ত্র শেল শূল রাবণিয়া মারে ॥
এইমতে মহাযুদ্ধ হৈল দুই জনে ।
জটায়ুর পক্ষ কাটি চলিল সদনে ॥
শ্বাসমাত্র আছে খগরাজের শরীরে ।
শ্রীমুখ হেরিয়া আশা প্রাণ তেজিবারে ॥
প্রাণ যাউক তাহে দুঃখ নাহি জটায়ুর ।
এ দুঃখ-সিংহের ভাগ § হরয়ে কুক্কুর ॥
কথোক্ষণে শ্রীরামের ¶ দেখি শ্রীবদন ।
কহিতে নারিল সব তেজিল জীবন ॥
পক্ষিরাজ মহামতি দশরথের সখা ।
পিতার বিয়োগ-শোক মনে দিল দেখা ॥
কান্দেন শ্রীরাম জটায়ুরে কোলে করি ।
বিলাপ করিল কত ফুকরি ফুকরি ॥
পিতৃকর্ম্ম ন্যায় ক্রিয়া লৌকিক করিলা ।
ভক্তরাজ ভাগ্যবান্ গোলোকে ** চলিলা ॥

*……কে জানিত ।……যেহেতু না মরে ॥—পাঠভেদ ।
†……অকাজ ।……মোর মুণ্ডে বাজ ।—পাঠভেদ ।
‡ বলি—পাঠভেদ ।　§ তার—পাঠভেদ ।
¶ রামচন্দ্রের—পাঠভেদ । ** বৈকুণ্ঠেতে গেলা—পাঠভেদ ।

তাঁর পদরজে মুঞি লুটোঁ বারে বার ।
এ জন মাগয়ে মাত্র সেই * ধন সার ॥

———

৬০। চরিত্র শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের

[টীকা হিন্দী]

অম্বরীষ ভক্তকী জু রীস কোউ করৈ ঔর
বড়া † মতিবৌর কোঁহুঁ জাতি নহী ভাষিয়ে ।
দুরবাসা ঋষি সীখ সুনী নহীঁ কাহু সাধু
মানি অপরাধ শির জটা খেঁচী নাখিয়ে ॥
লেই উপজাই কালকৃত্যা বিকরালরূপ
ভূপ মহাধীর রহ্যো ঠাঢ়ো অভিলাষিয়ে ।
চক্রদুঃখ মানিকৈ কৃশানুতেজ রাখ করী
পরী ভীর ব্রাহ্মণকো ভাগবত সাখিয়ে ॥

অস্যার্থঃ ।

অম্বরীষ মহারাজের সম্যক্ প্রকারে ।
গুণযশ মহিমা যে চাহে কহিবারে ॥ ‡
উন্মাদ বাউল সেই বাওন হইয়া ।
চান্দ ধরিবারে চাহে হাত বাড়াইয়া ॥
আপন পবিত্র হেতু কিঞ্চিত মহিমা ।
গাও বাঞ্ছা করি তেজি অন্তর-গরিমা ॥
কৃষ্ণ-ভক্ত জনের দেখ মহিমা প্রচণ্ড ।
দুর্ব্বাসা অপরাধী হয়্যা ভ্রমিলা ব্রহ্মাণ্ড ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব কেহ নারিলা রাখিতে ।
রক্ষা হৈল সেই ভক্ত শরণ লইতে ॥
অতেব বৃত্তান্ত তাঁর শুন মন দিয়া ।
বিশেষ কথন কিছু কহি বিবরিয়া ॥
মহান্ তপস্বী ঋষি দুর্ব্বাসা মহর্ষি ।
দ্বাদশীর প্রত্যূষে অতিথি হৈলা আসি ॥
মহারাজ অম্বরীষ সম্মান করিলা ।
শিষ্যসহ মুনিবর স্নান হেতু গেলা ॥

* এইধন—পাঠভেদ ।　† বড়ো—পাঠভেদ ।
‡ কহে চাহিবারে—পাঠভেদ ।

অভুক্ত অতিথি গৃহে ভাবে মহীপাল।
দ্বাদশী অল্পক্ষণ পারণের কাল ॥
বিচার করিয়া মনে জলবিন্দু খাইলা।
হেনকালে ঋষি আসি বৃত্তান্ত জানিলা ॥
ক্রোধে মহাচণ্ড মুনি কহয়ে রাজারে।
জলপান কৈলি আগে উপেক্ষিয়া মোরে ॥
ইহা কহি একজটা ছিণ্ডিয়া ফেলিলা।
দীপ্ত এক অগ্নিকৃত্যা তাহাতে জন্মিলা ॥
মহাবিকরাল সেই রাজারে ধাইলা।
নির্ভয়েতে মহারাজ দাণ্ডায়্যা রহিলা ॥
  সর্ব্বতেজের আত্মা মহাতেজ-চূড়ামণি।
ভক্তরক্ষা হেতু সদা ফিরয়ে আপনি ॥
তাঁর তেজ কণামাত্রে নিমিষ মধ্যেতে।
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যে হয় ভস্মসাতে ॥
সেই প্রভুচক্র সুদর্শন উপনীত।
দেখে কৃত্যা ভক্তদ্রোহ করিতে উদ্যত ॥
দেখিয়া ক্রোধেতে হৈল প্রলয়-অনল। *
কৃত্যা অগ্নি গ্রাস † কৈলা যেন বিন্দুজল ॥
  তবে দুর্ব্বাসারে ভস্ম করিতে ধাইলা।
ত্রাসে মুনি পলায়নপরায়ণ হৈলা ॥
মুনিরাজ ‡ পিছে চক্ররাজ ধাবমান।
ভয়ে কম্পান্বিত মুনি সংশয়-জীবন ॥
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিয়া ব্রহ্মলোকে উপনীত।
রক্ষ রক্ষ বলি ব্রহ্মার চরণে পতিত ॥
  বৃত্তান্ত শুনিঞা ব্রহ্মা কর্ণে হাত দিল।
রাখিতে নারিব আমি হেথা হৈতে চল ॥ §
বৈষ্ণবাপরাধী তার না করি সম্ভাষ।
শীঘ্র যাও মোরে কেনে করহ বিনাশ ॥
  নিরাশ হইয়া পুনঃ শিবলোকে গেলা।
সেখানেও ওইমত বচন শুনিলা ॥

  বৈকুণ্ঠেতে গেলা যথা আছে লক্ষ্মীপতি।
ঘর্ম্মাক্ত-শরীর কম্পান্বিত ত্রাসমতি ॥
উচ্চস্বরে কহে রক্ষ রক্ষ জগন্নাথ।
সুদর্শন আজি মোরে করয়ে নিপাত ॥
  পূর্ব্বাপর অন্তর্য্যামী শুনি তাঁর বাণে।
অন্তরে জন্মিল ক্রোধ চাহে মুনিপানে ॥
মৃদু মৃদু স্বরে কিছু কহিতে লাগিলা।
যাহা শুনি মুনিচিত্তে চমৎকার হৈলা ॥
  ভক্ত মোর প্রাণ মুঞি ভক্তের অধীন।
মুঞি ভক্তহৃদে বসি আমাতে অভিন ॥
এ দেহ বিক্রীত মোর ভকতের স্থানে।
হেন ভক্তদ্রোহ তুমি কৈলে কি কারণে ॥ *
পণ্ডিত বেদজ্ঞ গূঢ় অভিমান বড়। †
কি বিচার করি অম্বরীষে দণ্ড কর ॥
শরণাগতের রক্ষা এ মোর প্রতিজ্ঞে।
কিন্তু বিনা মোর ভক্তদ্রোহিজন অজ্ঞে ॥
তথাচ উপায় কহি শুন সাবধানে।
সুদর্শন হৈতে যদি বাঁচিবে পরাণে ॥
শীঘ্র অম্বরীষের শরণ লও গিয়া।
তা বিনে কোথাও রক্ষা না পাবে ভ্রমিয়া ॥
  এত শুনি মুনি ভয়ে লজ্জা পাঞা মনে।
বায়ুগতি চলিল প্রণমি শ্রীচরণে ॥
  হোথা মহারাজ সেই দিবস হইতে।
অনাহারে সেই স্থানে আছে সর্ব্ব হৈতে ॥
নিজ বিঘ্ন না গণয় সাধু মহাশয়।
বিপ্রাকুল ‡ এই পাছে ব্রহ্মহিংসা হয় ॥
  হেনকালে ঋষি গিয়া চরণে পড়িয়া।
বহুস্তুতি কৈল ভক্ত-মহিমা জানিয়া ॥
সুদর্শন দগ্ধ করু তাহে নাহি ভয়।
কৃষ্ণভক্তদ্রোহী হৈনু § এ বড় সংশয় ॥

---

* আনল—পাঠভেদ।
† নাশ—পাঠভেদ।
‡ মুনিবর—পাঠভেদ।
§ আমিত নারিব শীঘ্র হেথা হৈতে চল—পাঠভেদ।

* বিধানে—পাঠভেদ।
† ধর—পাঠভেদ।
‡ মন আকুল—পাঠভেদ।
§ কৃষ্ণভক্তদ্রোহ হৈনু—পাঠভেদ।

আগে নাহি জানি তোমা সভার মহিমা।
এবে জানিলাম মহামহিমার সীমা॥
তপ যোগ সাধি মোরা করি অভিমান।
তোমাসভার * ভক্তিবিন্দুর নহে এক কণ॥
যুগে যুগে সাধি মোরা কি ফল † পাইনু।
তুমি সব ধন্য মূর্ত্তি প্রত্যক্ষে দেখিনু॥
ব্রাহ্মণের কাকুবাদ স্তুতি শুনি রাজা।
মহাকুণ্ঠ হৈল যেন রাজদণ্ডী প্রজা॥
সুদর্শনের অতি স্তুতি ‡ করে করযোড়ে।
ব্রাহ্মণের অপরাধ ক্ষমহ আমারে॥
তবে চক্ররাজ অপরাধ ক্ষমা কৈল।
দুর্ব্বাসা মহর্ষি তবে স্বস্থানে চলিল॥
আর এক কথা শুন অপূর্ব্ব কাহিনী।
কৃষ্ণে দৃঢ়মতি উপজয়ে যাহা শুনি॥
দেশান্তরে এক রাজকন্যা ভাগ্যবতী।
অম্বরীষ-কৃষ্ণভক্তি § শুনে মহামতি॥
বিধি হেন পতি দেয় এই বাঞ্ছা হৈল।
লজ্জা ত্যাগ করি মাতা-পিতারে কহিল॥
অম্বরীষ রাজা যদি স্বামী মোর হয়।
নতুবা ত্যজিব প্রাণ কহিনু নিশ্চয়॥
এত শুনি রাজা তথা পাত্র পাঠাইল।
অম্বরীষ রাজা শুনি উপেক্ষা করিল॥ ¶
পুনশ্চ বৃত্তান্ত কহি দ্বিজ পাঠাইল।
শুনি অঙ্গীকার করি খড়্গ তারে দিল॥
হর্ষ হইয়া বিপ্র সেই খড়্গ আনিল।
শুভলগ্নে খড়্গসহ বিবাহ হইল॥
পতিগৃহে আইল তবে কৌতুকবিধানে।
রহে রাজ্ঞী যোগ্যস্থানে আসনে ভূষণে॥
প্রাতঃকালাবধি রাজা কৃষ্ণসেবা করে।
গৃহমার্জ্জনাদি ইহা বিদিত সংসারে॥

রাণী ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠি সব সমাধয়ে।
রাজা আসি দেখে মোর কর্ম্ম কে করয়ে॥
একদিন দেখে রাজা সন্ধান করিয়া।
সেবাকর্ম্ম নই-রাণী করিছে আসিয়া॥
রাজা মনে তুষ্ট কিন্তু * রুষ্টভাবে কহে।
মোরে বঞ্চ তুমি হেন উপযুক্ত নহে॥
হেন শ্রদ্ধা যদি হয় বিগ্রহরূপধারী।
সেবন করহ তবে নিজ মাথে ধরি॥
রাজার আজ্ঞাতে রাণী বিগ্রহ স্থাপিয়া।
সেবানন্দে নিশিদিন মগ্ন হৈল হিয়া॥
রাণীর চরিত্র রাজা শুনিয়া আনন্দ।
ভাবভক্তি দেখিবারে অন্তরে প্রবন্ধ॥
একদিন রাত্রিযোগে করিয়া গোপন।
রাণীর মহলে যান আনন্দিত মন॥
প্রকাশিতে দাসীগণে নিবারণ করি।
সন্ধিস্থানে দাণ্ডাইয়া দেখে উঁকি মারি॥
বীণা বাজাইয়া রাণী গায় প্রভু-আগে।
অশ্রু-পুলক-তনু প্রেমে ডগমগে॥
দেখিয়া পুলক রাজা সন্নিকটে গেল।
সেবার শৃঙ্খলা দেখি চমকিত হৈল॥
অন্য অন্য রাণীগণ সম্ভ্রমে উঠিল।
নই-রাণী প্রেমে মগ্ন স্ফূর্ত্তি না হইল॥
দাসীগণে আস্তেব্যস্তে চেতাইতে চাহে।
রাজা হাত তুলি পুন মানা করে তাহে॥
দণ্ডেক বিলম্বে রাণীর বাহ্যস্ফূর্ত্তি হৈল।
রাজা দেখি চমকিয়া সম্ভ্রমে উঠিল॥
গদগদভাবে † রাজা বহু প্রশংসিলা।
শ্লাঘ্যতম মানি পুন নিজ স্থানে গেলা॥
নই-রাণী-সঙ্গে লক্ষ রাণী ভক্ত হৈলা।
কৃষ্ণপ্রেম-রঙ্গে পুরে হাট বসাইলা॥
কোটি কোটি জনমের পুণ্যপুঞ্জ দিয়া।
যতনে রতন কেনো সেই হাটে গিয়া॥

---

* তোমাসভাকার—পাঠভেদ।
† বিফল—পাঠভেদ। ‡ বহুস্তুতি—পাঠভেদ।
§ কৃষ্ণভক্ত—পাঠান্তর।
¶ ...পিতা তথা পাত্রী...।...তাহা—পাঠভেদ।

* কিছু—পাঠভেদ।
† ভাবে—পাঠভেদ।

সে মূল্যে যদি না মিলে মূল্য আছে আর।
সাধুসঙ্গে লোভমাত্র উপায় তাহার ॥

তথাহি শ্লোকঃ—

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ,
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং,
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে ॥
সেই মহারাজা আর রাণীর চরণ।
লালদাসের * কবে হবে মস্তক-ভূষণ ॥

১১। চরিত্র শ্রীবিদুরজীর

[টীকা হিন্দী]

হাতহি বিদুরনারী অঙ্গনি প্রক্ষাল করি
আয় গণ দ্বার কৃষ্ণ বোলিকৈ সুনায়ো হৈ।
সুনতহি সুরসুধি ডারি লৈ নিডরী মানো
রাখ্যো মদ ভরি দৌরি আনিকৈ চিতাযো হৈ ॥
ডারি দিয়ো পীত পট কটি লপটাই লিয়ো
ছিয়ো সকুচায়ো বেস বেগহী বনায়ো হৈ।
বৈঠী ঢিগ আই কেরা ছীলি ছিলকা খবাই
আয়ো পত্তি পীজ্যো দুঃখ-কোটি গুণো পায়ো হৈ ॥

অস্যার্থঃ।

বিদুরের নারী স্নান করে বস্ত্র রাখি।
হেনকালে আইলা কৃষ্ণ বাহির-খিড়কি ॥
ডাকেন মধুরস্বরে বিদুর বলিয়া।
জানিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দ্বারে দাণ্ডাইয়া ॥
স্বরমাত্র শুনি প্রেমে উন্মত্ত হইলা।
বাহ্য ভুলি † ঐমনি বিবস্ত্রে চলি গেলা ॥
ভাব বুঝি কৃষ্ণচন্দ্র নিজ পীতাম্বর।
উত্তরীয় বস্ত্র ডারি দিল অঙ্গোপর ॥
বস্ত্র অঙ্গে জড়াইতে উঠিতে পড়িতে।
কৃষ্ণকর ধরি লয়া আইলা গৃহেতে ॥

আনন্দে বিহ্বল কি করিবে নাহি আইসে।
পাদ ধোয়াইতে মাল্য পরাইতে বৈসে ॥
বস্ত্র অলঙ্কার খুঁজি খেমি ঝাঁপি পাড়ে।
পাড়িতে না সহে ব্যাজ ছুড় ছুড় ডারে ॥
কিছুই নাহিক ঘরে নহিল পূরণ।
খাদ্যসামগ্রীপাত্র আছে বর্ত্তমান ॥ *
সুদারিদ্র্য-দশা মোর বিধাতা করিল।
ইহা চিন্তি খেদে অতি বিকল হইল ॥
সুবাসিত বারি † আর বর্ত্তমান রম্ভা।
তাহি খাওয়াইতে মনে হৈল অতি আস্থা ॥
চান্দমুখ হেরি হেরি বিহ্বল হিয়ায়।
নিকটে বসিয়া স্নেহে কদলী খাওয়ায় ॥
ছিলিকা ফেলিয়া রম্ভা শ্রীহস্তেতে দেয়।
কখন বা শস্য ফেলি ছিলিকা খাওয়ায় ॥
চন্দ্রমুখ ভক্তাধীন অমৃতে ‡ অমৃত।
ছোবা কলা দুই খান সুধাপরিমিত ॥
হেনকালে শ্রীমদ্ বিদুর মহাশয়।
শুনিলেন রাজা যুধিষ্ঠিরের সভায় ॥
আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া চলিল নিজ গৃহে।
যাইয়া দেখয়ে পূর্ণচন্দ্রে সুধা বহে ॥
শ্রীচন্দ্রবদন তাহে সুধা মৃদুহাসি।
হেরিয়া নাচয়ে সাধু প্রেমসিন্ধু ভাসি ॥
অদ্য § মোর ধন্য জন্ম ধন্য মোর গৃহ।
সফল হইল মোর এ মানব দেহ ॥
ইহা বলি মুখচন্দ্র হেরে বার বার।
দেখয়ে কলার ছোবা শ্রীহস্ত উপর ॥
নারীরে ভৎ‌র্সয়ে হারে দুর্ভাগা পামরী।
শ্রীহস্তে তুলিয়া দেহ ছোবা, শস্য ডারি ॥
তাহা শুনি ভাগ্যবতী উঠে চমকিয়া।
শ্রীহস্ত হইতে ছোবা লইল কাড়িয়া ॥

---

* কৃষ্ণদাসের—পাঠভেদ। † ভূমি—পাঠভেদ।

* খাদ্যসামগ্রীমাত্র আছে বর্ত্তমান—পাঠভেদ।
† জল—পাঠভেদ।
‡ অমৃতের—পাঠভেদ।
§ আজি—পাঠভেদ

বাহ্যস্ফূর্ত্তি হৈয়া বহু আর্ত্তনাদ কৈল।
হা হা মুঞি প্রিয়তমে ছোবা খাওয়াইল ॥
সেই দুই নারী আর পুরুষ-চরণে।
লক্ষ লক্ষ পরণাম মোর কায়মনে ॥

৭২। চরিত্র শ্রীসুদামাজীর

[টীকা হিন্দী।]

বড়ো নিহকাম লের চুনহু ন ধামটিগ
আই নিজ ভাম প্রীতি হরিসোঁ জনাঈ হৈ।
শুনি শোচ পর্য়ো হিয়ো খয়ো অরবর্য়ো মন
গাঢ়ো লোক কর্য়ো বোল্যো হাঁজু সরসাঈ হৈ ॥
জাবো একবার বহু বদন নিহারি আবো
জোপৈ কছু পাবো ল্যাবো মোকো সুখদাঈ হৈ।
কহী ভলী বাত সাত লোক মৈঁ কলঙ্ক হ্বৈহৈ
জানিয়ত য়াহি লিয়ে কীন্হী মিত্রতাঈ হৈ ॥
ইত্যাদি

অস্যার্থঃ।

সুদামা বিপ্রের কথা অপূর্ব্ব কথন।
যাহার তণ্ডুলকণা খাইলা ভগবান্ ॥
অতিশয় নিষ্কাম যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
কভু * অন্ন নাহি ঘরে করিতে ভক্ষণ ॥
ভিক্ষা-উপজীবী কষ্টে দিবস যাপন।
কভু বা আহার মিলে কভু অনশন ॥ †
একদিন তাঁহার ঘরণী শান্তমতি।
পুরাতনী বার্ত্তা কহে স্বামীর সংহতি ॥
কৃষ্ণ যে তোমার সখা দ্বারকার নাথ।
দারিদ্র্যভঞ্জন প্রভু জগতের তাত ॥
তাঁর স্থানে গেলে সর্ব্বদুঃখ হবে নাশ।
তাহা শুনি ব্রাহ্মণের হইল উল্লাস ॥
সত্য বটে মোর সখা দ্বারকার পতি।
কি দ্রব্য লইয়া যাব তাঁহার সংহতি ॥

* সের অন্ন—পাঠভেদ।
† তাহা কভু মিলে কভু করে অনশন—পাঠভেদ।

তণ্ডুলের কণাগুলি আছিল গৃহেতে।
পুঁটুলী বান্ধিয়া লৈল ভেটের নিমিত্তে ॥
চলিলা ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ পথ নাহি দেখে।
খুদের পুঁটুলী কাঁখে কৃষ্ণ বলি ডাকে ॥
কথোদিনে দ্বারকায় উপনীত হয়ে।
পুরীর সৌষ্ঠব দেখি মনে বিচারয়ে ॥
মোর সখা কৃষ্ণের কি এতেক ঐশ্বর্য্য।
কিংবা কোন ধনী হয় কিংবা রাজবর্য্য ॥
এত ভাবি ধীরে ধীরে চলে পুরীদ্বারে।
অহে কৃষ্ণ অহে সখা * বলিয়া ফুকারে ॥
ব্রাহ্মণের অবারিত দ্বার সভে জানে।
লয়্যা গেলা ব্রাহ্মণেরে অন্তঃপুর স্থানে ॥
চারিপার্শ্বে চাহি † দেখে মণিমুক্তাময়।
ধীরে ধীরে খুদ পুঁটুলি বগলে লুকায় ॥
কৃষ্ণচন্দ্র লক্ষ্মীসনে রত্নসিংহাসন।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হঞা পড়িল ব্রাহ্মণ ॥ ‡
কৃষ্ণ আসি § আগুসরি উঠাইয়া লৈলা।
আইস আইস সখা বলি আলিঙ্গন কৈলা ॥
প্রিয়বাক্যে ¶ তুষি বহু পাদ ধোয়াইয়া।
পুছেন মঙ্গলবার্ত্তা গৃহে বসাইয়া ॥
পুরাতনী গুরুগৃহে পাঠের বারতা।
চরচা পড়িল কাষ্ঠ আনিবার কথা ॥
কৃষ্ণ কহে সখা তোমার কক্ষে কিবা হয়।
সুদামা কহেন সখা না না ** কিছু নয় ॥
ইহা বলি লজ্জা পাই খুদের পুঁটুলী।
ইথি উথি চাহে আর দাবে কাঁখ-তলি ॥
টানিয়া লইয়া কৃষ্ণ একমুষ্টি খাইলা।
লক্ষ্মীদেবী কর পাতি একমুষ্টি লৈলা ॥

* কৃষ্ণ অহে সখা অহে—পাঠভেদ।
† চারিপানে চায়—পাঠভেদ।
‡……সিংহাসনে।……ব্রাহ্মণে—পাঠভেদ।
§ কৃষ্ণচন্দ্র—পাঠভেদ।
¶ প্রীতিবাক্যে—পাঠভেদ।
** কহেন নানা কথা—পাঠভেদ।

পুন একমুষ্টি কৃষ্ণ লইয়া খাইতে।
কাঁপিয়া ধরিয়া হাত তুলি ধরে * মাথে ॥
মোর দিব্য যদি সখা পুনঃ আর খাও।
তোমার অযোগ্য ইহা তুমি যোগ্য নও ॥
কথোক দিবস বিপ্র তথায় থাকিয়া।
বিদায় হইয়া মনে ভাবে পথে যাঞা ॥
সখা মোর অতিশয় সম্মান করিল।
কিন্তু অর্থ সম্বল মোরে কিছু নাহি দিল ॥
পুন ভাবে না দিল যে, সেই বহু দিলা।
অর্থে রজ তম-বুদ্ধি ইহা বিচারিলা ॥
অতএব নিজপদে মতির স্থাপন।
ধন নাহি দিল মোরে ইহার কারণ ॥
পুন ভাবে ঘরে কিছু নাহিক সম্বল।
গৃহে যাই ব্রাহ্মণীরে বলিব কি বোল ॥
ভাবিতে ভাবিতে নিজগ্রামে উপনীত।
নিজ গৃহ নাহি দেখি হৈল চমকিত ॥
কোন্ ধনী ইহা আসি কৈল রত্নাকর। †
মহা ঠাট বাধ দেখি দাসী অনুচর ॥
ব্রাহ্মণী কোথায় মোর কি করি উপায়।
হেনকালে বিপ্র দূরে হৈতে সে দেখয় ॥
এক নারী শত শত দাসীগণ সনে।
নানা মণিমুক্তায় ভূষিত আভরণে ॥ ‡
নিকটে আসিয়া ডাকে সমাদর করি।
বিপ্র কহে কে তুমি ডাকহ কার নারী ॥
হাসিয়া কহয়ে মুঞি তোমার ঘরণী।
লক্ষ্মীনারায়ণ কৃপা কৈল ভক্ত জানি ॥
তাঁহার আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মা আসি কৈল।
এ ঘর দুয়ার ধনধান্য তিনি § দিল ॥
তখন বুঝিল বিপ্র সখার এ কর্ম্ম।
আসিতে কিছু না দিল এই তার মর্ম্ম ॥
নবযুবারূপে দোঁহে ভুঞ্জে নানাভোগ।
যাঁর শ্রীচরণরজে খণ্ডে ভবরোগ ॥
জন্ম মৃত্যু জরা রোগ শোক গেল দূরে।
ডুবিলা * শ্রীকৃষ্ণপ্রেম অমৃতসাগরে ॥

১৩। চরিত্র শ্রীচন্দ্রহাস রাজার

[টীকা হিন্দী।]

হুতো নৃপ এক তাকো সুত চন্দ্রহাস ভয়ো
পরী যোঁ বিপত্তি ধাঈ লাঈ ঔর পুর হৈ।
রাজাকো দিবান তাকে রহী ঘর আনি বাল
আপনে সমানসঙ্গ খেলৈ রস দূর হৈ ॥
ভয়ো ব্রহ্মভোজ কোউ ঐসোঈ সংযোগ বন্যো
আয়ে বে কুমার জহা বিপ্রনকো সুর হৈ।
বোলি উঠে সবৈ তেরী সুতাকো জু পতি য়হৈ
হুবো চাহৈ জানি সুনি গয়ো লাজ ঘুর হৈ ॥
ইত্যাদি

অস্যার্থঃ।

এক রাজপুত্র তার চন্দ্রহাস নাম।
বিপদকালেতে লয়্যা রাখে অন্য ধাম ॥
অন্য সেই দেশাধিপ রাজার † দেওয়ান।
শিশু লয়্যা ভেট দিল নৃপতির স্থান ॥
পালন করিয়া রাজা রাখে নিজ ঘরে।
দাসীপুত্র ন্যায় থাকে নাহি সমাদরে ॥
একদিন রাজপুরে ব্রাহ্মণ-ভোজন।
সেইখানে গেল শিশু সঙ্গে শিশুগণ ॥
সর্ব্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ দেখি শিশুবর।
রাজার জামাতা হবে কহে পরস্পর ॥
রাজা তাহা শুনিয়া ক্ষোভিত হৈল মন।
মোর কন্যাযোগ্য এই দাসীর নন্দন ॥ §

---

*…লইয়া হাত তুলি দিল—পাঠভেদ।
† রত্নাগর—পাঠভেদ।
‡…মণিমুক্তায় ভূষণ আভরণে—পাঠভেদ।
§ বহু—পাঠভেদ।

* ডুবিয়া—পাঠভেদ। † দেশ অধিরাজার—পাঠভেদ
‡…ঘর।…সমাদর—পাঠভেদ।
§…মনে।…নন্দনে—পাঠভেদ।

এত ভাবি বিচারিল বালকে মারিতে ।
জহ্লাদেরে * আজ্ঞা দিল মশানে লইতে ॥
স্বাভাবিক বালকের কৃষ্ণপদে রতি ।
অচ্ছেদ্য অভেদ্য হয় বেদের সম্মতি ॥
শিশুরে লইয়া গেল কাটিতে মশানে ।
কৃষ্ণে যার মতি † তার কি করিবে আনে ॥
চন্দ্রহাস কহে মোরে হইবে মারিতে । ‡
কিন্তু এক কথা মোর নেহোরা রাখিতে ॥ §
আঁখি মুদি মুহূর্ত্তেক বসিয়া থাকিব ।
শির হেলাইব যবে খড়্গ হানিব ॥
ইহা বলি কৃষ্ণপদে মন নিয়োজিল ।
শির হেলাইয়ে খড়্গ হানিতে কহিল ॥
কৃষ্ণ করুণাময় ¶ মহাবলবান্ হয় ।
আর্দ্র হৈল সেই নীচগণের হৃদয় ॥
কেহ কহে ছাড়ি দেহ যাক অন্যন্তরে ।
মারিনু বলিয়া ছলে ** কহিব রাজারে ॥
কেহ বলে কিছু চিহ্ন লহ দেখাইতে ।
অঙ্গুলি কাটিয়া লহ প্রতীত হইতে ॥
বালকের এক হস্তে ছয় অঙ্গুলি ছিল ।
বৃদ্ধ তুই অঙ্গুলির এক কাটি নিল ॥
ঈশ্বরের কৃপা দেখ হয় গূঢ়তর ।
রাজযোগ্য †† নাহি হয় ছয় অঙ্গুলি নর ॥
এই হেতু তার এক অঙ্গুলি কাটিল । ‡‡
পরে নৃপাসনযোগ্য ছলে করাইল ॥
নীচগণ লইয়া অঙ্গুলি দেখাইল ।
চন্দ্রহাস যাইয়া অরণ্যে প্রবেশিল ॥
ঐ রাজার প্রতিযোগী কোন রাজা অন্য ।
মৃগয়া করিতে গিয়া ঘেরিল অরণ্য ॥
তার মধ্যে দেখে এক অপূর্ব্ব বালক ।
আনিয়া রাখিল ঘরে বৎসর কথোক ॥

* নীচগণে—পাঠভেদ । † মন—পাঠভেদ ।
‡ দৈবেতে মারিবে—পাঠভেদ । § রাখিবে—পাঠভেদ ।
¶ কৃষ্ণের করুণা—পাঠভেদ ।
** মারিনু করিয়া ছল—পাঠভেদ ।
†† রাজা যোগ্য—পাঠভেদ । ‡‡ কাটা গেল—পাঠভেদ ।

পুন সেই রাজা স্থানে ঐ যে বালক ।
আর কত দাস দাসী ধনাদি যতেক ॥
আপনেতে ভেট দিল বিনয়পূর্ব্বক । *
চমকিয়া নৃপতি চাহিয়া রৈল মুখ ॥
এনা বালকেরে পূর্ব্বে কাটে মোর দূত ।
পুন কোথা হৈতে আইল এ কি অদ্ভুত ॥
নৃপ বুদ্ধিমান্ মনে বিচার করিল ।
দূতগণ ছাড়ি মোরে প্রবঞ্চনা কৈল ॥
বালক কৃষ্ণভক্ত আর বিবাহ নির্ব্বন্ধ ।
তথাচ না বুঝে রাজা মূঢ়মতি মন্দ ॥
পুন মারিবারে চেষ্টা করয়ে নৃপতি ।
কিছু দূরে উপবনে পুত্র আছে তথি ॥
ভ্রাতা-অনুগত রাজকন্যা নাম বিখে ।
ভ্রাতার নিকটে থাকে স্নেহেতে অধিকে ॥
বিষ খাওয়াইয়া চন্দ্রহাসে মারিবারে ।
উপায় চিন্তিল উপবনে পুত্রদ্বারে ॥
পত্রী লেখে পুত্রে ঞিহো যে দণ্ডে যাইবে ।
সেইক্ষণে বালকেরে বিষ সমর্পিবে ॥
পত্রী চন্দ্রহাসে দিয়া কহয়ে নৃপতি ।
উপবনে পুত্র-স্থানে যাহ শীঘ্রগতি ॥
পত্রী লয়্যা শীঘ্র দিল রাজপুত্র-স্থানে ।
পত্রী পড়ি বালক দেখিয়া হর্ষ মনে ॥
সুন্দর কুমার দেখি বিচারয়ে মনে ।
রাজা পাঠাইল 'বিখে' কন্যার কারণে ॥
ইহা বুঝি রাজপুত্র সেইক্ষণ মাত্রে ।
ভগিনীর বিবাহ দিলেক সেই পাত্রে ॥
হরিভক্তি-মহিমার মর্ম্ম কে জানয় ।
বিখ দিতে বিখে দিলে † এ বড় বিস্ময় ॥
বর কন্যা ঘরে আইলা মঙ্গলাচরণে ।
বৃত্তান্ত শুনিয়া নৃপ নিন্দয়ে আপনে ॥
ছি ছি ধিক্ ধিক্ মোর এ ছার জীবনে ।
এত অপমান মম না সহে পরাণে ॥

* প্রণয় পূর্ব্বক—পাঠভেদ ।
† বিষ দিতে বিষে দিলে—পাঠভেদ ।

মম * কন্যা হেন বরে বিধি ঘটাইল।
গর্ভবাসে মোর কেনে মৃত্যু না হইল॥
শিশু কৃষ্ণভক্ত আর বিবাহ নির্ব্বন্ধ।
তথাচ না বুঝে নৃপ মূঢ়মতি মন্দ॥
পুন মারিবারে তত্ত্ব উপায় চিন্তয়।
কন্যা রাঁড় হয় হৌক স্বীকার করয়॥ †
বিবাহের পর দেবীপূজা কুলধর্ম্ম।
করিবারে গেলা বর লয়্যা শুভকর্ম্ম॥
রাণীগণ রাজপুত্রগণ সবে গেল।
চন্দ্রহাসে মারিবারে দূত পাঠাইল॥
ভালমন্দ চন্দ্রহাস কিছুই না জানে।
মনবুদ্ধি সদা মাত্র কৃষ্ণের চরণে॥

* মোর—পাঠভেদ।

† কন্যা রাঁড় হএ হক্ স্বীকার তা হয়—পাঠভেদ।

দেবীরে প্রণাম যে করিতে লতে কহে।
সেইতর্কে দূতগণ খড়্গ হস্তে রহে॥
কৃষ্ণভক্ত হিংসা দেবী সহিতে নারয়।
প্রতিমা কাটিয়া উগ্র মূর্ত্তি বাহিরায়॥
খড়্গাঘাতে রাজপুত্র আদি নীচগণে।
মস্তক কাটিয়া করে কন্দুক ক্রীড়নে॥
রাজা শোকাকুলি হয়্যা যায় দেবী-আগে।
আত্মঘাত করি নিজ পরাণ তেয়াগে॥
কৃষ্ণে স্বতন্ত্র ইচ্ছা অব্যর্থ সন্ধান।
চন্দ্রহাস বৈসে সেই রাজসিংহাসন॥
অতেব বিশ্বের বিশ্ব হরির ভকত।
তাঁর পদে যার মতি সেই অইমত॥
চন্দ্রহাস রাজসিংহাসনেতে বসিয়া।
শাসন করিল রাজ্য কৃষ্ণভক্তি দিয়া॥
এ ছার জনমে মোর প্রার্থনীয় এই।
সেই রাজ্যে প্রজা হঞা যেন জন্ম লই॥

ইতি শ্রীভক্তমালে দ্বাদশ-মহাভাগবতাদি চরিত্র বর্ণন নাম চতুর্থ মালা॥ ৪॥

পঞ্চম মালা

কুন্তী-আদি-ভক্তমহিমা-কথন

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥

১৪। চরিত্র শ্রীকুন্তীজীর

[টীকা হিন্দী]

কুন্তী করতুতি কৈসে করৈ কৌন ভূত প্রাণী
মাগত বিপত্তি জাসো ভাজে সব জন হৈ।
দেখ্যো মুখ চাহো লাল দেখে বিন হিয়ে সাল
হুজিয়ে কৃপালু নাহিঁ দীজৈ বাস বন হৈ॥
দেখি বিকুলাঈ প্রভু আঁখি ভরি আঈ ফিরি
ঘরহিকো লাঈ কৃষ্ণ প্রাণ তন ধন হৈ।
শ্রবণ বিয়োগ সুনি তনক ন রহ্যো গয়ো
ভয়ো বপু ন্যারো অহো এহী সাঁচোপন হৈ॥

অন্বার্থঃ।

ভাগ্যবতী কুন্তীজীর মহিমা অপার।
কিঞ্চিৎ শকতি কারো নহে * কহিবার॥
অলঙ্ঘ্য অগম্য গুহ্যতমাধিক গুহ্য।
অসম্ভব অলৌকিক মহিমাপ্রাচুর্য্য॥
কৃষ্ণকৃপা-অমৃতের রতনভাজন।
যাঁর কৃপা শুভদৃষ্টি মাগে জগজন॥
তাঁহার চরিত্র-কথা বর্ণন না হয়।
যেন সিন্ধুজল সেঁচি শেষ নাহি পায়॥

* নাহি—পাঠভেদ।

যাঁর সর্ব্বৈশ্বর্য্যপদে মন না যাইল।
বিপদ-ঐশ্বর্য্য পুন প্রার্থনা করিল॥
কৃষ্ণপ্রেম-মকরন্দ আস্বাদের মর্ম্ম।
যারে বেদ্য হয় সেই ভুলে দেহধর্ম্ম॥
অতএব কুন্তীজীর মহিমা অপার।
পার না পাইয়া করি সংক্ষেপ-বিচার॥
তাঁর কণাভিক্ষা-আশে হৃদয় পসারি।
দরিদ্র আমরা আছি নিরীক্ষণ করি॥
হে দেবি কৃপায় কর দারিদ্র্যভঞ্জন।
শূন্য মোর চিত্তগৃহ দেহ প্রেমধন॥ †

১৫। চরিত্র শ্রীদ্রৌপদীজীর

[টীকা হিন্দী]

দ্রৌপদী-সতী কী বাত কহৈ ঐসা কৌন পটু
খৈঁচতহীঁ পট পট কোটিগুণে ভএ হৈঁ।
দ্বারিকাকে নাথ কাহ বোলী জব সাথ হুতে
দ্বারিকাসোঁ ফিরি আএ ভক্ত বানি নএ হৈঁ॥

অন্বার্থঃ।

দ্রৌপদী সতীর অসাধারণ মহিমা।
গুণের সাগর যার নাহি হয় সীমা॥
যাঁর গুণ গাইতে ভারত-ইতিহাস।
উল্লাসে উপরি ঘন ঝুপরি বহে শ্বাস॥
সভামধ্যে লইয়া দুর্ম্মতি দুঃশাসন।
বিবস্ত্রা করিতে করে বস্ত্র আকর্ষণ॥
'কৃষ্ণ হে' বলিয়া সতী ডাকে উচ্চস্বরে।
উৎকণ্ঠা হইয়া আসি বস্ত্ররূপ ধরে॥

* ভাইল—পাঠভেদ। † ওই ধন—পাঠভেদ।

বিপক্ষ যতেক বস্ত্র টানিয়া খসায় ।
ততই আইসে তার শেষ নাহি হয় ॥
নানাচিত্রবিচিত্র সে অমূল্য বসন ।
রাশি রাশি হৈল কত না যায় গণন ॥
সভাসদ দেখি সভে চমৎকার হৈল ।
বিপক্ষ ভাবিয়া কিছু পার না পাইল ॥
মহারাজগণ সভে বুঝিলেন মর্ম্ম ।
অনুভাবে * পাণ্ডবনাথের এই কর্ম্ম ॥
একদিন বনবাসে পাণ্ডবের স্থানে ।
বিপক্ষপ্রার্থিতে সে দুর্ব্বাসা শিষ্যসণে ॥
ভোজনের পরে দিবা-অবসান-সমে ।
দশ হাজার শিষ্য সনে আইল আশ্রমে ॥
ভক্ষ্যসামগ্রী কিছু নাহিক কুটীরে ।
উদ্বিগ্ন হইলা অতি কম্পিত অন্তরে ॥
সূর্য্যদত্ত পাকস্থালী পাক কৈলে তায় ।
লক্ষ লোক খাওয়াইলে নাহিক ফুরায় ॥
কিন্তু সে দ্রৌপদী যে † পর্য্যন্ত নাহি খায় ।
খাইলে স্থালীর অন্ন তৎক্ষণাৎ ‡ ফুরায় ॥
একেতে অতিথি তাহে দুর্ব্বাসা তেজস্বী ।
করিবে এখনি কটাক্ষেতে ভস্মরাশি ॥
সন্ধ্যা করিবারে মুনি গেলা নদীতীর ।
দ্রৌপদীসহিত সভে ভাবিয়া অস্থির ॥
দ্রুপদনন্দিনী সতী ভাবিলা যুকতি ।
পাণ্ডবের নাথ কৃষ্ণ বিনে নাহি গতি ॥
হে কৃষ্ণ হে সখে ওহে § শ্রীমধুসূদন ।
এইবার রক্ষা কর লইনু শরণ ॥
তোমার পাণ্ডবকুল আজি যে হইতে ।
বিনাশ হইল রাখ এই সঙ্কটেতে ॥
ইহা বলি উচ্চস্বরে ¶ কান্দিতে লাগিলা ।
হেনকালে শীঘ্র কৃষ্ণ উপনীত হৈলা ॥

কৃষ্ণ কহে কেনে সখী কান্দ কি কারণ ।
চমকিয়া উঠি হর্ষে কহে বিবরণ ॥ *
কৃষ্ণ কহে যে হউ সে পশ্চাতে করিহ ।
সম্প্রতি আমার ক্ষুধা খাইতে কিছু দেহ ॥
বিপদ ভুলিয়া স্নেহে চমকিত † হৈল ।
কৃষ্ণমুখ শুষ্ক দেখি অন্তর বিকল ॥
হা হা ঘরে কিছু নাহি কি দিব খাইতে ।
কৃষ্ণ কহে বহুদ্রব্য আছে পাকপাত্রে ॥
দ্রৌপদী কহেন পাত্র রেখেছি ধুইয়া ।
কৃষ্ণ কহে আছে দেখ আশপাশ চাঞা ॥
দেখয়ে আছয়ে মাত্র এক শাককণা ।
কৃষ্ণ জোরাবরি দিল বদনে আপনা ॥
বিশ্বম্ভর সেই কণায় তৃপ্ত যদি হৈলা ।
জগতের ক্ষুধা তৃষ্ণা সব দূরে গেলা ॥
হোথা ঋষি দশহাজার শিষ্যের সহিতে ।
উদরস্পন্দন কেহ না পারে চলিতে ॥
নানা মিষ্ট সামগ্রীর উদ্গার উঠয় ।
হেউ হেউ করি পেটে স্বহস্ত বুলায় ॥
পরস্পর সভে সভার মুখপানে চাহে ।
উদর ফাটিয়া উঠে সভে সভায় কহে ॥
রাজা-স্থানে না যাইয়া ‡ কারে না কহিয়া ।
অমনি শিষ্যের সহ গেল পলাইয়া ॥
কৃষ্ণ যারে রক্ষা করে ত্রৈলোক্যের মাঝে ।
কোথা পরাভব তার কেবা তারে ব্যাজে ॥
অতএব কৃষ্ণকৃপা পূর্ণ দ্রৌপদীতে ।
লজ্জা নিবারিলা পুন রাখে ঋষি হৈতে ॥
বহুরূপে কৃপা যায় কৈল § কৃষ্ণচন্দ্র ।
অতএব সৌভাগ্যের নাহি যার অন্ত ॥
তাঁহার চরণরজঃ ধরি মস্তকেতে ।
কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তিনিধি লভ্য যার ¶ হৈতে ॥

* আমা সভা—পাঠভেদ ।
† কিন্তু দ্রৌপদী যেই—পাঠভেদ ।
‡ তৎক্ষণে—পাঠভেদ ।
§ হে হে—পাঠভেদ । ¶ উচ্চনাদে—পাঠভেদ ।

*...কারণে ।...বিবরণে—পাঠভেদ ।
† চকিত হইল—পাঠভেদ । ‡ কহিয়া—পাঠভেদ ।
§ অনেক প্রকারে কৃপা কৈলা—পাঠভেদ ।
¶ যাহা—পাঠভেদ ।

১৬। চরিত্র শ্রীশ্রুতদেবের

যোগেশ্বর-আদি হরিরসে সুপ্রবীণ।
তার মধ্যে শ্রুতদেব * কহি প্রেম চিন ॥
হরি-গৃহে আইল দেখি প্রেমে ভরি গেলা।
বস্ত্র উড়াইয়া ঘুরি † নাচিতে লাগিলা ॥
ঊর্দ্ধবাহু হয়্যা ঘুরি নাচিয়া ‡ বেড়ায়।
'ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং' বলি বলে উচ্চরায় ॥
উন্মত্ত পাগল যেন ক্ষণে উঠে পড়ে।
কম্প অশ্রু কণ্ঠরোধ বাক্য গড়েবড়ে ॥
যত সাধুসেবা-সঙ্গে বিনয়-প্রসঙ্গ।
করিলা যে শ্রুতদেব তাহারি এ রঙ্গ ॥ §
অতএব সাধুসেবা সাধুসঙ্গে মজ।
দেখিয়া শুনিয়া ভাই বৈষ্ণবেরে ভজ ॥
বৈষ্ণবের পদরজ শিরের ভূষণ।
করিয়া এড়াও ভাই সংসার-বন্ধন ॥
কৃষ্ণপ্রেম-সুধা-সুখসার-মহার্ণবে।
অবগাহিবারে কেহ বুদ্ধিমান্ হবে ॥
একান্ত নিশ্চয় তবে এই সুসিদ্ধান্ত।
বৈষ্ণবচরণে লও শরণ একান্ত ॥
কুতর্ক না কর ইথে তর্কে বহুদুর।
অতিদূরে তেজ সঙ্গ তার্কিক অসুর ॥
সাধুশাস্ত্রমতে সৎ-সম্প্রদানুক্রমে।
যজ যদি আশা কর রত্ন ¶ কৃষ্ণপ্রেমে ॥
প্রবেশ করিয়া মতি অন্তরে বিচার।
কৃষ্ণ-প্রেমভক্ত-রস আস্বাদন কর ॥

---

* শ্রুতদেবের—পাঠভেদ।
† ফিরি—পাঠভেদ।
‡ ফিরিয়া—পাঠভেদ।
§ করিলা শ্রুতদেব সব তাহারি—পাঠভেদ।
¶ বর্ত্ম—পাঠভেদ।

১৭। চরিত্র শ্রীপ্রাচীনবর্হি রাজার

[দোঁহা—মূল হিন্দী]

অংঘ্রী-অম্বুজ-পাংসুকো জনম জনম হোঁ যাচি
প্রাচীনবর্হি সত্যব্রত রহগণ সগর ভগীরথ।
বাল্মীকি মিথিলেশ গএ জে জে গোবিন্দ-পথ ॥
রুক্মাঙ্গদ হরিচন্দ্র ভরত দধীচি উদারা।
সুরথ সুধন্বা সিবরি সুমতি অতি বলিকী দারা ॥
নীল মোরধ্বজ অলর্ক কীরন্তি রাচি হোঁ।
অংঘ্রী-অম্বুজ-পাংসুকো জনম জনম হোঁ যাচি হোঁ

অস্যার্থঃ।

সত্যব্রত রহূগণ সগর ভগীরথ।
প্রাচীনবর্হি রুক্মাঙ্গদ বাল্মীকি ভরত ॥
মিথিলেশ হরিশ্চন্দ্র দধীচি উদার।
সুরথ সুধন্বা শিবি ভবনিধিপার ॥
তাম্রধ্বজ অলর্ক আর নীল মৌরধ্বজ।
বসুমতি অতি বলিদারা পাদরজ ॥
জনমে জনমে করি মস্তকে ভূষণ।
ইহা বিনু নাহি মাঙ্গো আর কিছু ধন ॥

[টীকা হিন্দী]

জনম জনমকো ন মেরে কছু শোচ অহো।
সন্তপদকঞ্জরেণু সীসপর ধারিয়ে ॥
প্রাচীনবর্হিকৈ আদি কথা পরসিদ্ধ জগ।
উভে বাল্মীক বাত চিততে ন টারিয়ে ॥
ভএ ভীল সঙ্গে ভীল ঋষিসঙ্গ ঋষি ভএ।
রামদর্শন পায় লীলা বিসতারিয়ে ॥
জিন্হে জগ গাই ক্যোহু সকৈ ন অঘাই চাই।
ভাঈ ভরি হিয়ো ভরি নৈন ভরি ডারিয়ে ॥

অস্যার্থঃ।

প্রাচীনবর্হি আদি করি প্রসিদ্ধ যে হয়।
যেন রবি শশী পরিচয় না যুয়ায় ॥

তথাপিহ তার মধ্যে কিঞ্চিত কহিয়ে।
বিবরণ মাত্র নিজ পবিত্র লাগিয়ে ॥
আর কিছু শোক মোর নাহিক অন্তরে।
বৈষ্ণবের পদরেণু মাত্র ধরি শিরে ॥
প্রাচীনবরহি আর দুই যে বাল্মীক।
এক ভীলকুলে জন্মি হইল অধিক ॥
আরে বিপ্রকুলে জন্মি ভীলসঙ্গ হৈল।
পশ্চাৎ সৎসঙ্গ হৈতে * ত্রৈলোক্য তারিল ॥
তাঁহা দোঁহার মহিমা যে পশ্চাতে কহিব।
প্রাচীনবর্হির কথা কিঞ্চিত বর্ণিব ॥
প্রাচীনবর্হি রাজা পূর্ব্বাবস্থায় কর্ম্মী হয়।
নারদ দেবর্ষি যাঁর ঘুচাইলা সংশয় ॥
প্রাদেশ-প্রমাণ কুশা পাতি যজ্ঞ করে।
দ্বিতীয় যজ্ঞের দীক্ষা সেই কুশা-অগ্রে ॥
পশ্চিম-সাগর হৈতে পূর্ব্ব-জলনিধি।
সঙ্কল্প করিল যজ্ঞ নাহিক অবধি ॥
দয়াল নারদ ঋষি থাকিয়া আকাশে।
দেখিয়া ভাবেন মূর্খ না জানে বিশেষে ॥
কর্ম্মরজোরজে ইহার চক্ষু অন্ধ হয়ে।
অন্ধকারে † সূর্য্যের কিরণ না দেখয়ে ॥
অতএব ‡ হঠাৎ ভক্তিযোগ না কহিব।
প্রথমেতে এক ইতিহাসেতে বুঝাব ॥
ইহা চিন্তি দেবঋষি তথাতে আইলা।
বুঝি বহুকালে নৃপের ভাগ্য প্রকাশিলা ॥
বহু সমাদর করি আসন অর্পিলা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দণ্ডবত স্তুতি কৈলা ॥
ঋষি কহে কিছু বার্ত্তা চাহি কহিবারে।
মনোযোগে কর যদি সুস্থির অন্তরে ॥
গোসাঞিঃ দয়ার নিধি অপূর্ব্ব কাহিনী।
কহেন শুনয়ে রাজা করি যোড়পাণি ॥
পুরঞ্জন পুরঞ্জনী নামেতে মিথুন।
অপূর্ব্ব পুরীতে বৈসে রতনে জটন ॥

* সৎসঙ্গ বশে—পাঠভেদ।
† অন্ধজনে—পাঠভেদ। ‡ অতেব—পাঠভেদ।

পুরী নবদ্বার নবদিগেতে বিহরে।
রূপ-রস-শব্দ আদি ভোগ দ্বারে দ্বারে ॥
পূর্ব্বাপর ভূত ভবিষ্যৎ দিবানিশি।
কিছু নাহি জানে মাত্র মগ্ন সুখরাশি ॥
পঞ্চশির সর্প তাহে * পুরী রক্ষা করে।
দম্ভ-অহঙ্কার-বশে † আপনা পাসরে ॥
কিছুকাল এইরূপ ‡ করয়ে যাপন।
কালকন্যা রাক্ষসী জরা করিয়া আখ্যান ॥
ত্রৈলোক্যবিজয়ী সেই আসিয়া পশিল।
পুরী ভাঙ্গিবারে তথা উদ্যোগ § করিল ॥
পঞ্চশীরষা যে সর্প ¶ রক্ষক সহিতে।
বিগ্রহ ** করিয়া তারে হানে পদাঘাতে ॥
পরাভব করি তার কপাট ভাঙ্গিয়া।
ক্রমে ক্রমে গৃহ ভাঙ্গি পুরী প্রবেশিয়া ॥
ভাঙ্গিয়া চূর্ণিত করি দেয় খেদাড়িয়া।
পুন বৈসে অন্য পুরী নির্ম্মাণ করিয়া ॥
পুন যাই জরা পুন পুরী ভাঙ্গি ডারে।
খেদাড়িয়া দেয় আর পদাঘাত করে ॥
এইমত কোটি কোটি পুরীতে বসয়।
সকলি ভাঙ্গয়ে আর নিগ্রহ করয় ॥ ††
দুঃখের অবধি নাহি চিন্তয়ে উপায়।
কাহার শরণ লব কেবা নিস্তারয় ॥
রক্ষাকর্ত্তা-জ্ঞানে সর্ব্বদেব পিতৃযজ্ঞ। ‡‡
সভার শরণ ক্রমে লইলেন §§ অজ্ঞ ॥
কেহ রক্ষা করিবারে না হইল শক্ত।
ক্লেশের অবধি নাই ভাবে দিবানক্ত ॥
পুরঞ্জনী কহে প্রিয় কি করি উপায়।
আমি ত সহিতে আর নারি দুঃখচয় ॥

* পঞ্চ শীরষা সর্প—পাঠভেদ। † বলে—পাঠভেদ।
‡ এইরূপে কিছুকাল—পাঠভেদ। § উদ্যম—পাঠভেদ
¶ পঞ্চ শীরষা সর্প—পাঠভেদ। ** নিগ্রহ—পাঠভেদ
††……বৈসয়ে।……করয়ে—পাঠভেদ।
‡‡ সর্ব্বদেব পিতৃযোগ্য—পাঠভেদ।
§§……ক্রমে ক্রমে লৈল—পাঠভেদ।

ত্রৈলোক্য সভার ক্রমে লইনু শরণ।
কেহ ত নহিল দুঃখে রক্ষার কারণ ॥
এক কথা মনে মোর পড়িল হঠাৎ।
তব পুরাতন সখা সভাকার নাথ ॥
আছয়ে, ভাবিয়ে দেখ পড়ে কি না মনে।
পুরঞ্জন কহে এই হইল স্মরণে ॥
তাঁহার শরণ তবে * যাইয়া লইল।
আর কোন ভয় নাহি নির্ব্বিঘ্ন হইল ॥
রাজা কহে গোসাঞি মুঞি বুঝিতে নারিনু।
অল্পবুদ্ধি মোর, নাহি বুঝি স্পষ্ট বিন্দু ॥
পুন বিবরিয়া মুনি কহে স্পষ্ট অর্থ।
যাহাতে বুঝয়ে রাজা অর্থের যাথার্থ্য ॥
যে কহিনু পুরঞ্জন পুরঞ্জনী নাম।
জীব আর বুদ্ধি হয় মিথুন-অনুক্রম ॥
পুরী সম দেহ † নব-দ্বার নব রন্ধ্র।
যাহার দ্বারায় সুখ ভুঞ্জে মাত্র বন্ধ ॥ ‡
পঞ্চশীরষা সর্প পঞ্চ প্রাণবাত।
যাহা বিনে দেহেন্দ্রিয় তৎক্ষণে নিপাত ॥
কালকন্যা জরা যেই কহিনু রাক্ষসী।
কালক্রমে ক্ষয় করে জরা দেহে পশি ॥
পঞ্চশীরষা সনে যুদ্ধ যে কহিনু।
জরা ভাঙ্গিবারে চাহে প্রাণ রাখে তনু ॥
জরা-স্থানে পরাভবে রাখিতে নারিলা।
কপাট দশন ভাঙ্গি দেহে প্রবেশিলা ॥
দেহরূপ পুরী সেই ক্রমে ক্রমে নাশে।
কাশশ্বাস-আদি জন্মে বিনাশয়ে শেষে ॥
এইমত কোটি কোটি শরীর জন্ময়।
একবার হয় আরবার যায় ক্ষয় ॥
কভু স্বর্গে কভু মর্ত্ত্যে কভু বা নরকে।
কভু দ্বীপান্তরে জন্মে কভু নাগলোকে ॥
শৃগাল কুকুর কীট পতঙ্গ পাদপ।
নদ নদী গিরি প্রেত ভূত নিল ভূপ ॥

* যবে—পাঠভেদ।
† পুরী নানাদেহ—পাঠভেদ।　　‡ ধন্ধ—পাঠভেদ।

নানাযোনি নানাবর্ণ * হয় অগণন।
রক্ষাহেতু করে নানাদেব-আরাধন ॥
নানাযজ্ঞ নানাবিধি করি শ্লাঘ্য মানে।
কাহার শকতি নাহি সংসারের ত্রাণে ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যবে সাধুকৃপা হয়।
পুরাতন সখা তবে মনেতে পড়য় ॥
কর্ম্মের বাসনা যায় বুঝে ভক্তিমর্ম্ম।
সাধুসঙ্গে যজে তবে পরমার্থ ধর্ম্ম ॥
পুরাতন সখা পরমাত্মা কৃষ্ণচন্দ্র।
তাঁহার শরণ তবে লইয়া আনন্দ ॥
সংসারমোচনহেতু প্রধান † কারণ।
উত্তম প্রেমভক্তি যেই হেতু ‡ সনাতন ॥
মুক্তি যাতে তুচ্ছ ফল করিয়া মানয়।
যার দেহে শুদ্ধভক্তিদেবীর আলয় ॥
এত শুনি প্রাচীনবরহি মহারাজা।
বুঝিয়া আপন বিবরণ পায় লজ্জা ॥
অপূর্ব্ব প্রহেলি শুনি চমৎকার হয়।
আপনা ধিকার করি ঋষিরে কহয় ॥
আপনি কহিলে যেই সেই সত্য হয়।
ইহাত আচার্য্যগণ মোরে না জানায় ॥ §
মুনি কহে বিপ্রগণ অর্থ-আকাঙ্ক্ষিত।
যেই জানে সেই নাহি কহয়ে ¶ উচিত ॥
তৎক্ষণাৎ ** যজ্ঞে রাজা হইয়া বিরতি।
কুশাঙ্গুরি খুলিয়া ডারিয়া দিল ক্ষিতি ॥
গোসাঞির শ্রীচরণে পড়িয়া কান্দয়।
শরণ লইনু কহ আমার উপায় ॥
মুনি কহে শ্রীকৃষ্ণচরণে সঁপি মন।
এখনি চলহ বনে ছাড়ি রাজ্য ধন ॥
রাজা কহে পুত্রে করি রাজ্যসমর্পণ।
মুনি কহে তাহা নহে †† এখনি গমন ॥

* নানাবস্থা—পাঠভেদ।　　† মধ্যম—পাঠভেদ।
‡ যে নির্হেতু—পাঠভেদ।
§···হয়ে। ইহা কি···না জানায়ে—পাঠভেদ।
¶ যেহ জানে সেহ—পাঠভেদ।
** তৎক্ষণেতে—পাঠভেদ।　†† নানা নানা—পাঠভেদ

মুনিস্থানে দীক্ষা শিক্ষা করিয়া রাজন।
অমনি গমন কৈল কৃষ্ণে ধরি মন॥
অতএব সাধু সঙ্গের দেখহ মহিমা।
ক্ষণমাত্র মহিমার নাহি হয় * সীমা॥
বিশেষে শ্রীনারদ মুনি হন দয়াময়।
জীবের নিস্তার হেতু কাতর আশয়॥
হেন যে গোস্বামিপদে রহু মোর মতি।
জন্মে জন্মে এই মোর একান্ত কাকুতি॥

১৮। চরিত্র শ্রীবাল্মীকিজীর

দুই বাল্মীকির মধ্যে একের চরিত্রে।
পশ্চাতে বর্ণিব তাঁর মহিমা পবিত্রে॥
আর বাল্মীকি যেঁহ শ্রীল নারায়ণ। †
প্রকাশ করিয়া কৈল ত্রৈলোক্য পাবন॥
লোকে প্রকাশিয়া রামলীলাগুণকথা।
ত্রিভুবন উদ্ধারিলা ভগীরথ যথা॥
সৎসঙ্গগুণে ‡ 'মরা মরা' যে জপিল।
বল্মীকের মৃত্তিকাতে দেহ আচ্ছাদিল॥
ষটি হাজার বর্ষ তার মধ্যে যে আছিল।
তে কারণে বাল্মীকি ঋষি নাম প্রকাশিল॥
সেই বাল্মীকিরে § মহাভাগবত বলি।
শ্রুতি স্মৃতি যাঁর গুণ গায় বাহু তুলি॥
তাঁর নামগুণগান যেই নর করে।
সেই ধন্য ধন্য হয় জগতসংসারে॥
তাঁর পাদরজ-ধারণের অধিকাই।
সেই ভাগ্য মুঞি বুঝি কভু করি নাই॥
জনমে জনমে আর কিছু নাহি আশ।
আশ এইমাত্র হই বৈষ্ণবের দাস॥

১৯। চরিত্র দ্বিতীয় শ্রীবাল্মীকিজীর

মহাভারতের * রাজসূয়ের আখ্যানে।
যজ্ঞপূর্ণ হৈল রাজার যাঁর আগমনে॥
বাল্মীকি তাঁহার নাম শ্বপচ জাত্যংশে।
ভুবনপাবন তাঁর পরীক্ষা যজ্ঞাংশে॥
তাঁর বিবরণ কিছু সঙ্ক্ষেপে বর্ণিব।
দিগ্‌দরশন মাত্রে স্থূলার্থ কহিব॥
মহারাজ পাণ্ডব ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
শুদ্ধ অনুষ্ঠানে রাজসূয় কৈল ধীর॥
ব্রাহ্মণভোজন বহু লক্ষ লক্ষ হয়।
ক্রম করিয়া ঘণ্টা শঙ্খ যে বাজয়॥
পূর্ণকালে নাহি বাজে বিস্ময় হইয়া।
রাজা জিজ্ঞাসেন কৃষ্ণে চমকিত হৈয়া॥ †
শঙ্খ ঘণ্টা না বাজিল কি ছিদ্র হইল।
কৃষ্ণ কহে মহৎ ছিদ্র বৈষ্ণবে না খাইল॥
সেহেতু অপূর্ণ তায় শঙ্খ না বাজিল।
শ্রুতিস্মৃতি-প্রমাণেতে বিধিহীন হৈল॥
রাজা কহে লক্ষ লক্ষ লোক যে খাইল।
ইহার মধ্যে কি কেহ বৈষ্ণব না ছিল॥
কৃষ্ণ কহে নাহি নাহি শুদ্ধভক্ত যাঁরা।
যজ্ঞেতে আসিয়া কেনে খাইবেন তাঁরা॥
লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণভোজনে যেই ফল।
এক ভাগবতভোজনের নহে কল॥
অতএব যজ্ঞপূর্ণ না হয় তোমার।
রাজা কহে কহ তবে উপায় ইহার॥
কৃষ্ণ কহে তব এই নগরের মধ্যে।
বাল্মীকি নামেতে রুইদাস-সত-বুদ্ধে॥ ‡
ভাগবত-রসবন্ত অতি সে সুপাত্র।
জাতিবুদ্ধি নাহি করো পরম পবিত্র॥
আমি যে কহিনু ইহা প্রকাশ না হয়।
জানিলে করিবে রোষ মোরে অতিশয়॥

---

* যায়—পাঠভেদ। † শ্রীল রামায়ণ—পাঠভেদ।
‡ সৎসঙ্গে প্রথমে—পাঠভেদ।
§ বাল্মীকেরে—পাঠভেদ।

* মহাভারতে যে—পাঠভেদ। † হিয়া—পাঠভেদ।
‡ বাল্মীকি নামে রুইদাস আছয়ে সত বুদ্ধে—পাঠভেদ।

মোর ভক্তগণ নিজে প্রকাশ না করে।
সাধারণ যেন বাহে ভকতি অন্তরে ॥
ইহা শুনি রাজা চমকিত ভাবভরে।
আনিতে পাঠান ভীমার্জ্জুন দোঁহাকারে ॥
বাল্মীকি কৃষ্ণসেবানন্দেতে মগন।
সুধীর স্বভাব অতি তদ্গত মন ॥
ঢুঁড়িতে ঢুঁড়িতে দোঁহে তথা উপনীত।
বাল্মীকি দেখিয়া হৈল অতি চমকিত ॥ *
থরথর কাঁপে সাধু সভয় অন্তরে।
আমি নীচ রাজা কেন আমার দুয়ারে ॥
দণ্ডবত করি দোঁহে করে বহু স্তব।
বাল্মীকি কহে ছি ছি এ কি অসম্ভব ॥
পুন সাধু দোঁহে আগে † অষ্টাঙ্গে পড়িলা।
উঠাইয়া দোঁহে তাঁরে হৃদয়ে লইলা ॥
বিনয় করিয়া কহে মোদের সদনে।
পদধৌত আদি ‡ আর উচ্ছিষ্ট অর্পণে ॥
যাইতে হইবে কৃপা করি একবার।
তেঁহো কহে এ কি এ কি কচালিয়া কর ॥
আমি নীচজাতি ক্ষুদ্র অস্পৃশ্য পামর।
আমি কিসে যোগ্য যাইবারে রাজদ্বার ॥
তবে যদি যাউঁ আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি।
মো-সমান-যোগ্য কর্ম্ম করিবারে পারি ॥
উচ্ছিষ্ট ডারিব আর ঝাড়ু বাড়ু দিব।
পদ ধোয়াইতে মুঞি যোগ্য না হইব ॥
কৃপা করি এই আজ্ঞা মোরে যদি হয়।
সেহ-যোগ্য নহি পুরীস্পর্শ না যুয়ায় ॥
পাখালি করিয়া শ্রীল ভীম মহাশয়।
লইয়া আসিয়া শ্রেষ্ঠ আসনে বসায় ॥
মঙ্গলাচরয়ে দ্বারে দ্বারে পাতি ঘট।
কদলীর বৃক্ষ রোপে নাচে নটী নট ॥
হুলু হুলু ধ্বনি-শঙ্খবাদ্য কোলাহল।
পরস্পর দেয় দধি হরিদ্রার জল ॥

মহামহোৎসব হৈল রাজার সদনে।
নানা বাদ্য বাজে স্তুতি করে বন্দিগণে ॥
কৃষ্ণচন্দ্র বিরলে ডাকিয়া দ্রৌপদীরে।
নানা পরিপাটী পাক সামগ্রী বিচারে ॥
সুন্দর শাল্যন্ন আর ব্যঞ্জন রসালা।
নানামত অমৃত-আস্বাদ পাক কৈলা ॥
স্বর্ণপাত্রে সাজাইয়া সুন্দর প্রকারে।
বাল্মীকিরে ডাকে রাজা সন্তোষ-অন্তরে ॥
বাল্মীকি কহেন মোরে বাহির অঙ্গনে।
একমুষ্টি দেহ যাই করিয়া ভোজনে ॥
রাজা পাকশালা-গৃহে লয়্যা বসাইল।
সামগ্রী দেখিয়া সাধু আনন্দিত হৈল ॥
শাক সূপ রসালাদি ক্রম নাহি গণে।
কিছু কিছু দ্রব্য সব করে আস্বাদনে ॥
ভোজনের তাৎপর্য্য না হয় সাধুর।
কৃষ্ণ কৈছে আস্বাদিলা কোন সে মধুর ॥
এইমাত্র অনুভবে আনন্দ হৃদয়।
দ্রৌপদীর মনে কিছু অবজ্ঞা জন্ময় ॥
হেন পরিপাটীরূপে রন্ধন করিল।
নীচকুলে জন্ম, খাবার ক্রম না জানিল ॥
পূর্ণ শঙ্খ না বাজিল রাজা জিজ্ঞাসয়।
বেত্রাঘাত করি কৃষ্ণ শঙ্খেরে কহয় ॥
হাঁরে মূঢ়মতি তুমি ধর্ম্ম নাহি জানো।
বৈষ্ণবের গ্রাসে গ্রাসে নাহি বাজো কেনো ॥
শঙ্খ কহে অবিচারে রোষ আমা প্রতি।
বৈষ্ণবেরে জাতিবুদ্ধি করিলা দ্রৌপদী ॥
ইহা শুনি রাজা বহু অনুযোগ কৈল।
পরিহার করি সতী লজ্জিতা হইল ॥
তখন বাজয়ে শঙ্খ ঘণ্টা বার বার।
গ্রাসে গ্রাসে শ্বাসে শ্বাসে ঘোর চমৎকার ॥
অতএব বৈষ্ণবের মহিমা অপার।
অপেক্ষা না করে জাতি কুলের বিচার ॥
পরম-পবিত্র হয় ভুবন-পাবন।
জাতিবুদ্ধি করিলেই নরকে গমন ॥

* হইলা চমকিত—পাঠভেদ। † দোঁহা অগ্রে—পাঠভেদ।
‡ পাদপ্রক্ষালনাদি—পাঠভেদ।

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-পদরজখাদক। *
ধারণ সেবন সর্ব্ব-অনর্থ-নাশক॥
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি-কার্য্যকারণ নিশ্চয়।
দাম্ভিক জনার ইহা † প্রতীত না হয়॥
কৃষ্ণভক্তি অঙ্গমধ্যে বৈষ্ণবসেবন।
প্রধানাঙ্গ হয়, নাই জানে ‡ মূঢ়জন॥
বৈষ্ণবে ছাড়িয়া মাত্র কৃষ্ণেরে ভজয়।
ভক্তমধ্যে নহে সেই, জানিহ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণে যদি নাহি ভজে, বৈষ্ণব সেবয়।
তথাপিহ শ্রেষ্ঠ সেই কৃষ্ণপ্রিয় হয়॥
অর্জ্জুনে কহিল ইহা কৃষ্ণ ভগবান। §
"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ!" ইত্যাদি প্রমাণ॥
সাধুশাস্ত্র লোকব্যবহার যুক্তিমতে।
সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত হয় বৈষ্ণব-সেবাতে॥ ¶
নিত্যত্ব কাম্যত্ব আর নৈমিত্ত-বিধানে।
বৈষ্ণবে সেবিতে শাস্ত্রে কহে লক্ষ স্থানে॥
শাস্ত্র আর সাধুমার্গ একই সমান।
সাধুমার্গে কালিদাস-আদি সপ্রমাণ॥
তার মধ্যে মাধব আচার্য্য মহাধীর।
নির্ম্মৎসর সাধু অতি পণ্ডিত গম্ভীর॥
কৃষ্ণের ভকত যদি চণ্ডালেতে হয়।
বিকাইলাম তাঁর পায় আর নাহি দায়॥
তেঁহো সে কহিলা ভাষা-ছন্দে উঘাড়িয়া।
তাহা কিছু কহি শুন প্রতীতি ** লাগিয়া॥
কৃষ্ণের ভকত যদি হয় ত যবন।
জন্মে জন্মে হই তার দাসের †† নন্দন॥
শাস্ত্রের প্রমাণ বহু পরে যে লিখিল।
ঐক্য ‡‡ করি দেখ তাহে সাধু যে কহিল॥
যুক্তি এক প্রমাণ হয় পণ্ডিতের মতে।
তাহার সিদ্ধান্ত কিছু কহি সঙ্ক্ষেপেতে॥

* বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট পাদরজ পাদোদক—পাঠভেদ।
† ইথে—পাঠভেদ। ‡ হয় তা না জানে—পাঠভেদ।
§ অর্জ্জুনেরে কহিলা শ্রীমুখে—পাঠভেদ।
¶ সেবিতে—পাঠভেদ। ** প্রতীত—পাঠভেদ।
†† দাসীর—পাঠভেদ। ‡‡ এক করি—পাঠভেদ।

কৃষ্ণ সভাকার নাথ জগতের প্রাণ।
তাঁর প্রিয়তম যেই যেই পুণ্যবান্॥
গঙ্গা যেই শ্রীচরণে ঠেকি একবার।
ত্রিলোকপাবনী যেঁহো মহিমা অপার॥
শ্রীল-মহাদেব দেবদেবের জটায়।
যে স্পর্শগৌরবে বাস অদ্যাপি করয়॥
সেই শ্রীচরণ যেই হৃদে দিবানিশি।
ধরে তাঁর কি কহিব মহিমার রাশি॥

তথাহি—

আরূঢ়া হরমূর্দ্ধানং যৎপাদস্পর্শগৌরবাৎ।
ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গা কিং তস্য মহিমোচ্যতে॥

সদাচার ত্রিভুবনে দেখ পূর্ব্বাপর।
বৈষ্ণবসেবন মাত্র ব্রত সভাকার॥
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-পাদোদক-পাদরজ।
উল্লাস করিয়া সেবে তেজি ঘৃণা লাজ॥
যাহার মহিমাবলে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত।
প্রত্যক্ষ দেখহ তার প্রভাব * মহত্ত্ব॥
বৈষ্ণব-অধরামৃত যেই নাহি খায়।
কৃষ্ণপ্রেম দূরে রহু, সংসার না যায়॥
কর্ম্মি-জ্ঞানি-মতে আর সকাম-বিধানে।
ফিরয়ে অশুদ্ধবুদ্ধি মর্ম্ম নাহি জানে॥
লোকাচারে দেখ নারী বালবৃদ্ধযুবা।
বৈষ্ণবের স্থানে কুণ্ঠে কিবা দেবী দেবা॥
দান-পূজা-সেবা-স্থলে সভার বচন।
বৈষ্ণবেরে কর বলি সভার রটন॥
আর দেখ বৃদ্ধবেশ্যা উদরজ্বালায়।
বৈষ্ণবের ভেক মাত্র করিয়া বেড়ায়॥
যদ্যপিহ তার পূর্ব্বাবস্থা সভে জানে।
তথাপিহ নমস্করি ঠাকুরাণী ভণে॥
অতেব † বৈষ্ণব হয় সভার উপরি।
পরম আরাধ্য, ভজ সাদর আচরি॥

* প্রতাপ—পাঠভেদ। † তবেত—পাঠভেদ।

যদি বল বাদী বিনে কেনে এত জল্প ।
অজ্ঞমূঢ়জনে মাত্র বুঝাবার কল্প ॥
কেহ বলে ছিছি সেহ নারদ প্রহ্লাদ ।
অন্য ভক্তে করি হেলা করে নানা বাদ ॥
না জানে আপন হিত বিচার শাস্ত্রের ।
সেই মূর্খ মর্ম্ম নাহি জানে সাধকের ॥
উত্তম মধ্যম আর কনিষ্ঠ ত্রিবিধা ।
অপ্রাকৃত তিন ইথে কভু নাহি দ্বিধা ॥
বৈরাগ্য ভকতিমার্গের নহে এই অঙ্গ ।
অপেক্ষয়ে মাত্র সদ্‌গুরু-পদসঙ্গ ॥
কর্ম্মজ্ঞান-মিছিলাতে ব্যভিচার হয় ।
শুভভক্ত নহে সেই, কৃষ্ণ নাহি পায় ॥
অতএব শুদ্ধভক্ত কনিষ্ঠ মধ্যম ।
পূজ্যতম হয় তাতে সুতরাং উত্তম ॥
ইহাতে ত্রিবিধ ভক্ত হয় মহারাধ্য ।
সচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তি শাস্ত্রেতে প্রসিদ্ধ ॥
এই জ্ঞান বিনা কভু চারি সম্প্রদায় ।
কদাচিত না হয় কুঞ্জরশৌচপ্রায় ॥
সম্প্রদাবিহীন গুরু আশ্রয় যে করে ।
নিষ্ফল তাহার সব ভক্তি নাহি স্ফুরে ॥

পাদ্মে তথা গৌতমীয়ে তথা নারদপঞ্চরাত্রে—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ ।
সাধনৌঘৈর্ন সিধ্যন্তি কোটিকল্পশতৈরপি ॥

আপনার হিত যদি বাঞ্ছ ভাই কেহ ।
ভাগবত আদি শাস্ত্র বিচার করহ ॥
না পড় কুতর্কগর্ত্তে, দম্ভ পরিহরি * ।
পূর্ব্বাপর নিজদশা অন্তরে বিচারি ॥
কিসে বা কল্যাণ কিসে অকল্যাণ হয় ।
অনুভব করিতেই হইবে উদয় ॥
সদ্‌গুরুচরণ-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-আশ্রয় ।
বিচার করিতে মাত্র এই দৃঢ় হয় ॥

* দূর করি—পাঠভেদ ।

অতএব বৈষ্ণব-চরণে লও মতি ।
ইহা বিনে সেই কৃষ্ণপদে নহে রতি ॥
লবণ-বিহীন * যেন ব্যঞ্জনের স্বাদ ।
তেন-মত † ভক্ত বিনে ভক্তি পড়ে বাদ ॥
ভজ ভজ ভজ ভাই বৈষ্ণব-চরণ ।
মদ মোহ ছাড়ি লও একান্ত শরণ ॥
অভাগিয়া সেই নাহি জানে এ সন্ধান ।
কৃষ্ণভক্তি-পথে সেই বড়ই অজ্ঞান ॥
কৃষ্ণ নাহি পায়, ভক্তিরস নাহি জানে ।
তপ জপ করি আপনারে সাধু মানে ॥
সাধুমার্গ অনুসারে শাস্ত্রমত যজ ।
কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-স্বরূপ-বৈষ্ণবপদ ভজ ॥
দন্তে তৃণ ধরি মুঞি করি নিবেদন ।
বৈষ্ণব গোসাঞি দেহ চরণে শরণ ॥

২০। চরিত্র শ্রীরুক্মাঙ্গদ রাজার

রুক্মাঙ্গদ মহারাজ মহাভাগ্যবান্ ।
ছলে একাদশীব্রত হৈলা কৃপাবান্ ॥
অপূর্ব্ব পুষ্পের উদ্যান গৃহের নিকটে ।
নানামত সৌগন্ধি আছয়ে ফুল ফুটে ॥
কৌতুকে দেবতাঙ্গনা পুষ্পের চয়নে ।
নিতি নিতি আইসে যায় দৈবে একদিনে ॥
বাগানের ‡ কাঁটা এক ফুটিল চরণে ।
গতিরোধ হৈল তার স্বর্গের গমনে ॥
মালিগণ শীঘ্র যাই কহে রাজাস্থানে ।
রাজা আসি শুনে গতিরোধ-বিবরণে ॥
জিজ্ঞাসয় ইহার কি উপায় করিবে ।
দেবকন্যা কহে তাহা তোমা হৈতে হবে ॥
অনুগ্রহ করি মোরে অনুকূল হও ।
বিহিত করিয়া মোরে স্বর্গেতে পাঠাও ॥

* বিহনে—পাঠভেদ ।
† সেই মত—পাঠভেদ ।
‡ বেগুনের—পাঠভেদ ।

একাদশীব্রত তব গ্রামে কেহ করে।
তার কিছু ফলাভাস দেহ যদি মোরে ॥
তবে যে বিপদ হৈতে আমি ত্রাণ হই।
তোমারে আশীষ করি স্বর্গে চলি যাই ॥
রাজা বলে একাদশীব্রত সে কেমন।
দেবকন্যা কহয়ে মহিমা অনুষ্ঠান ॥
রাজার আজ্ঞাতে লোক গ্রামেতে যাইয়া।
অনুষ্ঠানমতে নাহি পায় তলাসিয়া ॥
এক বণিকের দাসী কলহ করিয়া।
উপবাসী আছে ক্রোধে রজনী জাগিয়া ॥ *
সে দিনে যে একাদশী সেহ নাহি জানে।
উপবাস করি রহে কলহ-কারণে ॥
তাহারে আনিয়া রাজা দেবী-আগে দিলা।
দেবী কহে তুমি একাদশী যে করিলা ॥
তাহার কিঞ্চিত ফল মোরে যদি দেহ।
বিপদ হইতে মোরে উদ্ধার করহ ॥
দাসী বলে সে কি আমি কভু করি নাই।
হাসি হাসি দেবী কহে তোমারে বুঝাই ॥
হরির দিবসে তুমি কলহ করিয়া।
উপবাসী রহ † সর্ব্ব-রজনী জাগিয়া ॥
তাহার কিঞ্চিত ফল প্রদান করহ।
তুমিই বৈকুণ্ঠে চ'লে ‡ যাবে বন্ধুসহ ॥
ইহা শুনি তাঁরে কিছু ফল সমর্পিলা।
তৎক্ষণেতে § দেবী নিজ স্থানে চলি গেলা ॥
রাজা বিবরণ সব দেখিয়া শুনিয়া।
চমৎকার হৈল ব্রতের মহিমা জানিয়া ॥
সেই দিন হৈতে রাজ্যে ঢেঁড়া ফিরাইল।
রাজার শাসনে একাদশী সভে কৈল ॥
নিজ পরিবার প্রজা হস্তী অশ্ব আদি।
বাল বৃদ্ধ পশু পক্ষী ¶ যুবক যুবতী ॥

অন্ন জল ফল মূল গোরস যবস।
কেহ নাহি খায় হরিবাসর-দিবস ॥
রাজার তনয় অন্তদেশে গিয়াছিল।
গৃহেতে আসিতে দৈবযোগে না খাইল ॥
দুই দিন উপবাসী রাত্রে গৃহে পোঁছে। *
একাদশী-বৃত্তান্ত না জানে তেঁহো তৈছে ॥
খাইবারে চাহে স্ত্রী-আদি-পরিবার।
কেহ নাহি দেয় খাইতে শাসন রাজার ॥
রাজার তনয় সুকুমার দেহ হয়।
রজনীপ্রভাতকালে পরাণ ত্যজয় ॥
আনুষঙ্গ্য একাদশী-মহিমা দেখহ।
বৈকুণ্ঠগমন কৈল ধরি দিব্যদেহ ॥
মহারাজ রুক্মাঙ্গদ একাদশী মাত্র।
সেবিয়া হইলা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পাত্র ॥
ভাগবত বলি যাঁরে শাস্ত্রেতে বাখানে।
যাঁর গুণকীর্ত্তন করয়ে ত্রিভুবনে ॥
শ্রীমদ্ভাগবত গীতাশাস্ত্রেতে শ্রীহরি।
একাদশী সর্ব্বধর্ম্মব্রতের উপরি ॥
কহিলা সাক্ষাতে আমি সর্ব্বব্রতমধ্যে।
অতএব সার সর্ব্বশাস্ত্রগদ্যপদ্যে ॥
অন্য ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্রত তপস্যা সগুণ।
কৃষ্ণভক্তি অঙ্গ হরিবাসর নির্গুণ ॥
অতএব রুক্মাঙ্গ † হরি-বাসর সেবিলা।
জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাগবত হৈলা ॥
তাঁহার চরণে মোর নিবেদন হয়।
একাদশীব্রত যেন মোরে স্পর্শ রয় ॥ ‡
মুঞি পাপী অধম অধৈর্য্য-কলেবর।
জন্মাবধি হেন ব্রতের না হৈনু গোচর ॥
ছি ছি ধিক্ ধিক্ মুঞি হেন জন্ম পাঞা।
আঁচলেতে গ্রন্থি দিনু কনক ডারিয়া ॥

---

* অন্ন না খাইয়া—পাঠভেদ।
† ছিলে—পাঠভেদ। ‡ বৈকুণ্ঠে কালে—পাঠভেদ।
§ তৎক্ষণাতে—পাঠান্তর। ¶ পক্ষ—পাঠভেদ।

* দুইদিন উপবাসী রাত্রিদিনে পোঁছে—পাঠভেদ।
† রুক্মাঙ্গদ—পাঠভেদ।
‡ হয়—পাঠভেদ।

চরিত্র শ্রীহরিশ্চন্দ্র রাজা-আদির

হরিশ্চন্দ্র রাজা আর সুরথ সুধন্বা।
ভরত দধীচি আদি ভক্তে গণনা॥
ভগবান্ যারে পরখিলা ছল করি।
অকাতরে দিলা দেহ পুত্র ধন স্ত্রী॥
হরিশ্চন্দ্র-শিবি-আদি চরিত্র প্রসিদ্ধ।
সংক্ষেপে কহিল আছে সভাকার বেদ্য॥

২১। চরিত্র শ্রীবিন্ধ্যাবলীজীর

বলি মহারাজার স্ত্রী নাম বিন্ধ্যাবলী।
পরম সুশীলা স্নিগ্ধা সর্ব্বগুণাবলী॥
শ্রীবামনদেব যবে অবামন * হৈলা।
ত্রিপাদ ভূমের ছলে বলিরে বান্ধিলা॥
সেইকালে ব্রহ্মা-আদি স্তবন করয়ে।
হেনকালে বিন্ধ্যা কিছু প্রভুরে কহয়ে॥
অপূর্ব্ব অমৃত বিন্ধ্যাবলীর বচন।
বিরত হইলা † ব্রহ্মা করিতে স্তবন॥
বিন্ধ্যা কহে প্রভু বলি-রাজারে বান্ধিলে।
উপযুক্ত বটে ভাল বিচার করিলে॥
সুন্দর করিয়া দণ্ড উঁহার যুকতি।
কার ধন কারে দেয় দাম্ভিক কুমতি॥
তোমার ক্রীড়ার ভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-ভুবন।
অহঙ্কারে পুনশ্চ তোমারে করে দান॥
অতএব দণ্ড-অর্হ রাজা বলি হয়। ‡
কিন্তু যে তোমার ভক্ত ক্ষমিতে যুয়ায়॥
তোমা-অনুরাগে গুরু-আজ্ঞা তেয়াগিলা।
তীক্ষ্ণ অভিশাপ যে অঞ্জলি করি লৈলা॥
দুস্ত্যজ্য § ত্রৈলোক্যরাজ্য অনাসে তেজিল।
বিপক্ষের পক্ষ জয় দৃক্‌পাত না কৈল॥
তোমার শ্রীমুখশশী হেরিয়া ভুলিলা।
ব্রহ্মার দুর্লভ শ্রীচরণ ধোয়াইলা॥
পিরীতে পরাণ দিতে উদ্যত হইল।
নিগ্রহ যে কৈলে পুরস্কার মানি লৈল॥
অতএব শীঘ্র প্রভু বন্ধন ঘুচাও।
মরিল তোমার ভৃত্য কৃপাদৃষ্টে চাও॥
রাজা লাগি মোর কিছু দুঃখ নাহি মনে।
তোমার কলঙ্ক পাছে ঘোষে ত্রিভুবনে॥
বিন্ধ্যার যে মধুর বচন জগন্নাথ।
শুনিয়া * পুলক যে নয়নে অশ্রুপাত॥
হেন বিন্ধ্যাবলীর শ্রীচরণ ধরি শিরে।
যেন সেই দুর্লভ চরণে মন হরে॥
পাষাণ হৃদয় মোর কুসঙ্গ-আতপে।
তাপিত † শীতল কর কৃপাচন্দ্রাতপে॥

২২। চরিত্র শ্রীমৌরধ্বজ রাজার

অর্জ্জুনের ভক্ত-অভিমানে কিছু গর্ব্ব।
জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ করিবারে চাহে খর্ব্ব॥
ছল করি মৌরধ্বজ রাজার নিকটে।
লইয়া গেলেন তথা হইয়া কপটে॥
আপনি হইলা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ।
অর্জ্জুনে করিলা মুগ্ধ-বালক-স্বরূপ॥
যাইয়া রাজার গৃহে কহে ভৃত্যগণে।
সমাচার কহ নৃপে অতিথি-ভবনে॥
লোক গিয়া অন্তঃপুরে কহে সমাচার।
কৃষ্ণসেবা-কার্য্যে রাজা উৎকণ্ঠা অপার॥
সম্মানপূর্ব্বক বসাইতে কহি দিলা।
আমিহ পশ্চাৎ শীঘ্র যাইব কহিলা॥
লোকমুখে সমাচার শুনিয়া ব্রাহ্মণ।
রাজা উপেক্ষিলা বলি করয়ে গমন॥
শীঘ্র আসি রাজা বিপ্রচরণে পড়িয়া।
কাকুর্বাদ বহু করে কাতর হইয়া॥ ‡

---

* 'আগমন' ও 'অবতার'…—পাঠভেদ।
† বিরতি হইলা—পাঠভেদ।
‡ রাজার না হয়—পাঠভেদ। (দুর্ব্বোধ)
§ দুস্ত্যজ—পাঠভেদ।

* হৃদয়ে—পাঠভেদ।
† তাপিল—পাঠভেদ। ‡ মিনতি করিয়া—পাঠভেদ।

বিপ্র কহে মোর কিছু যাচিঞা আছয়।
পুরাও যদ্যপি নহে কি কাজ কহায়॥
রাজা কহে যাহা চাহ তাহা মুঞি দিব।
প্রতিজ্ঞা করিনু মোরে পরসন্ন ভব॥
প্রসন্ন-বদনে বিপ্র হইয়া পূজিত।
কহিতে লাগিলা তবে নিজ মনোনীত॥
বনপথে আসিতেই সিংহ এক রহে।
মোর এই শিশু সেই খাইবারে চাহে॥
তাহারে কহিনু মোর শিশু না খাইহ।
প্রতিজ্ঞা করিনু দিব আর যাহা চাহ॥
সিংহ বলে তবে তোর বালক না খাব।
রাজার অর্দ্ধাঙ্গ ফাড়ি * মাংস যদি দিব॥
অতএব অকাতরে যদি ইহা দেহ।
তবে মোরে সত্য হৈতে রক্ষা যে করহ॥
রাজা বলে এই দেহ অসার অনিত্য।
পর-উপকারে যেই লাগে সেই সত্য॥
ইহা বিনু ভাগ্য মোর কিবা আছে আর।
ভস্ম না হইয়া হবে পর-উপকার॥
ব্রাহ্মণ কহয়ে তোমার স্ত্রী এক ভাগে।
করাত টানিবে আর পুত্র অন্যদিগে॥
রাজার আজ্ঞায় দুই গৃহিণী তনয়।
দুই জনে দুই দিকে করাত টানয়॥
নাসা তক্ † কাটি যবে করাত আইল।
চক্ষু হৈতে তবে জলবিন্দুপাত হৈল॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া তবে ক্রোধে জ্বলি গেলা।
কহে তাঁরে ‡ দুষ্টমতি কাতর হইলা॥
রাজা বলে ঠাকুর মুঞি তাহে না কাতর।
অর্দ্ধ অঙ্গ বৃথা হৈল এ দেহ § যাঁফর॥
তখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রসন্ন হইয়া।
দেখা দিলা নিজরূপ প্রকাশ করিয়া॥
শুভদৃষ্টে নৃপদেহ পূর্ব্বমত হৈল।
চমৎকার হইয়া শ্রীচরণে পড়িল॥

* কাটি—কোন কোন গ্রন্থে। † ত্বক্—কোন গ্রন্থে।
‡ হাঁরে—পাঠভেদ। § এহেতু—পাঠভেদ।

কৃষ্ণ কহে রাজা তব চরিত্র দেখিতে।
কৌতুকে আইনু মুঞি পরীক্ষা করিতে॥
রাজা কহে প্রভু মোরে এক বর দিবে।
এতাদৃশ পরীক্ষণ কারে না করিবে॥
অতএব হরির ভকত যেই হয়।
তাঁহার চরিত্র মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়॥
তাঁহার দাসের দাস যেই জন হয়।
তাঁহার আশয় পণ্ডিতের বেদ্য নয়॥
কেহ কহে মোরধ্বজ দানশীল হয়।
কেহ কহে জ্ঞানী কেহ তপস্বী কহয়॥
অতএব যেবা যেই অধিকারী হয়। *
যথার্থ না জানি নিজমত সেই লয়॥
মোরধ্বজ কৃষ্ণভক্ত জানিহ নিতান্ত।
পর-উপকারে যথা দধীচি মহান্ত॥

২৩। চরিত্র অলর্কজীর

এক রাজা হয় তার স্ত্রী মদালসা। †
ভাগবত তেঁহো যাঁর সঙ্গ ভবনাশা॥
পর-উপকার মাত্র প্রতিজ্ঞা যাঁহার।
পরায় সভার গলে কৃষ্ণভক্তিহার॥
ক্রমে ক্রমে চারি পুত্র জন্মিল উদরে।
কৃষ্ণভক্তি দীক্ষা-শিক্ষা দিয়া সভায় তারে॥
মদালসা-সতীগর্ভ যে করে ভজনা।
পুনর্ব্বার নাহি হয় গর্ভের বাসনা॥ ‡
রাজা নাহি জানে অন্তঃপুরে পুত্রগণে।
শ্রীকৃষ্ণভজনে পাঠাইয়া দেয় বনে॥
রাণীর যুক্তিতে যায় রাজা নাহি জানে।
পুত্রশোকে মগ্ন রাজা স্থির নহে মনে॥
পুনরায় আর এক পুত্র জনমিল।
অন্নপ্রাশনে রাজা বহ্বারম্ভ কৈল॥

* অতএব যার যতদূর দৌড় কয়— পাঠভেদ।
† মন্দালসা—পাঠভেদ।
‡ যন্ত্রণা—পাঠভেদ।

নামকরণের কালে রাণীরে জিজ্ঞাসে।
ধনী বড় হবে পুত্র জন্মলগ্নবশে ॥
অতএব ধনেশ বলিয়া নাম রাখি।
রাণী ভাবে এ ত বড় * মোহ অন্ধ দেখি ॥
মনে ক্ষুব্ধ হঞা কিছু কহে মদালসা।
পুত্রের ঐশ্বর্য্যে তোমার বড় দেখি আশা ॥
পুত্র আর রাজ্য মান ধনে কি করিবে।
অভিমানফলমাত্রে পরিণাম যাবে ॥
অতএব কৃষ্ণে ভক্তিধন আশা করি।
পুত্রে হরিদাস নাম রাখহ বিচারি ॥
　রাণীর বচনে রাজা চমকিত চিত্ত। †
বাহির করিল মোর ঞিহো চারি পুত্র ॥
ভাবিয়া ক্ষণেক রাজা স্তব্ধপ্রায় রহে।
শোকাকুল হইয়া ‡ রাণীরে কিছু কহে ॥
বুঝিলাম তোমার এমত § ব্যবহার।
তুমি চারি পুত্র বনে পাঠাইলা আমার ॥ ¶
যে কৈলে সে কৈলে এবে মোর মুখ চাহ।
এবার মিনতি মোর এ পুত্রে ** রাখহ ॥
রাজা হইবারে এক চাহি ত অবশ্য।
রাজা বিনে ধর্ম্মনাশ লোকে হয় দস্যু ॥
　রাজার কথায় মন প্রসন্ন না হয়।
তথাপি স্বামীর মুখ চাহিয়া কহয় ॥
ভাল ভাল এ সন্তান রাজ্যে রাজা হবে।
তোমার কোলেতে রাখ প্রীতি জন্মাইবে ॥
　রাণী নাম রাখিলেন 'অলর্ক' বলিয়া।
দুর্ভাগ্য হইল বলি দুঃখিত হইয়া ॥
কথোক দিবসে কিছু জ্ঞানবান হইতে।
সদা দূরে রাখয়ে মায়ের স্থান হৈতে ॥
　রাণী মনে ভাবে মোর পাঁচটি সন্ততি।
চারি ত উদ্ধার হৈল একের কি গতি ॥

* রাণী বলে এত বড়—পাঠভেদ।
† চমৎকার চিত্ত—পাঠান্তর।
‡ শোকাকুলি হইলা—পাঠভেদ।
§ এসব—পাঠভেদ।　¶ নির্দ্ধার—পাঠভেদ।
** এটিরে—পাঠভেদ।

ভাবিয়া অন্তরে কিছু উপায় সৃজিল।
কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব এক পত্রেতে লিখিল ॥
সোণার সম্পুট করি তাহাতে রাখিয়া।
দৃঢ় বন্ধ কৈল যেন না দেখে খুলিয়া ॥
পুত্রস্থানে দিল সেই সম্পুটরতন।
কহিলা রাখিবে অতি করিয়া যতন ॥
যখন তোমার ঘোর বিপদ পড়িবে।
তখনি বিরলে ইহা খুলিয়া দেখিবে ॥
মহৎ বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইবে।
অন্য সময় না খুলিবে পূজাদি করিবে ॥
　রাণীর অন্তরে কিছু নিগূঢ় আশয়।
কৃষ্ণে মতি নহে বিনে দুঃখের সময় ॥
তে-কারণে আপদ সময় খুলিবারে।
যতন করিয়া রাণী কহি দিলা তারে ॥
　অলর্ক পাইয়া তারে অতি যত্ন করি।
নিগূঢ় স্থানেতে রাখে চিত্তে হর্ষ ভরি ॥
রাজার অন্তরে কিছু উৎকণ্ঠা আছয়।
পাছে বালকেরে রাণী কোন যুক্তি দেয় ॥
আশঙ্কাতে রাজা পুত্রে কথোদিন বাদ।
কাশী লঞা রাখে যথা কর্ম্মি-মায়াবাদ ॥ *
　কালে রাজা রাণী দোঁহার বিয়োগ হইল।
অলর্ক যে রাজসিংহাসনেতে বসিল ॥
পূর্ব্ব † চারি ভাই যারা বৈরাগ্য করিলা।
তাহারা শুনিল ছোট ভাই রাজা হইলা ॥
চারিজনে মিলি দুঃখ ভাবিয়া অন্তরে।
কনিষ্ঠ ভ্রাতার ত্রাণ-উপায় বিচারে ॥
মাতা আমাদিগের ত্রাণ কৃপা করি কৈলা।
ছোট ভাইটিরে অন্ধকূপে রাখি ‡ গেলা ॥
　এত চিন্তি তবে এক উপায় সৃজিল।
তার প্রতিযোগি-রাজা সহিত মিলিল ॥
রাজবেশ করি সভে যাইয়া তথায়।
মোরা তব প্রতিযোগি-রাজার তনয় ॥

* অসাক্ষাতে...বাদ।......অন্ত কথা...বাদ।—পাঠান্তর।
† পূর্ব্বে—পাঠভেদ।　‡ ডারি—পাঠভেদ।

শিশুকাল হৈতে তীর্থভ্রমণ মোরা করি।
কনিষ্ঠ হেথায় হৈল রাজ্য-অধিকারী ॥ *
পৈতৃক রাজ্যেতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদি † থাকিতে।
কনিষ্ঠ না হয় রাজা বিচার-সম্মতে ॥
অতএব তুমি মোর পক্ষপাত কর।
তোমার শরণ লৈনু যে হয় বিচার ॥
এত শুনি রাজা বহু আশ্বাস করিলা।
অলর্ক-স্থানেতে তবে কহি পাঠাইলা ॥
অলর্ক রাজ্য করে সুখে আসক্ত হইয়া।
কহে কোথাকার ভাই উপেক্ষা করিয়া ॥
তবে ‡ যুদ্ধ করিবারে প্রবৃত্ত হইলা।
অলর্ক হারিয়া ঘোর বিপদে পড়িলা ॥
সেইকালে মাতাদত্ত সোণার পুটিকা।
মনে পড়ি গেলা সেই বিপদনাশিকা ॥
মাতা মোরে কহে যবে বিপদে পড়িবে।
খুলিয়া দেখিবে অন্য সময় না দেখিবে ॥
অতএব এই ঘোর বিপদ সময়।
এইকালে সেই কৌটা খুলিতে যুয়ায় ॥
ইহা চিন্তি সেই রত্নপুটিকা খুলিলা।
দারিদ্র্যভঞ্জনে বিধি নিধি পাঠাইলা ॥ §
সাগর-পতিতে বুঝি তরী আসি মিলে।
অন্ধকূপ হৈতে বন্ধুলোক যেন তোলে ॥
অতএব শুভনিশি প্রভাত হইল।
খুলিয়া পরমতত্ত্ব পত্রী পাঠ কৈল ॥
শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি যাতে আছে তাৎপর্য্যার্থ।
ত্রৈলোক্যের রাজ্য আর মুক্তি তর্ক ¶ ব্যর্থ ॥
পড়িতে পড়িতে হৈল বিবেক উদয়।
শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে মতি উপজয় ॥
ভ্রাতাগণে কহিয়া পাঠায় মহামতি।
তোমরা আসিয়া লহ এ ঘরবসতি ॥

* রাজ্যে অধিকারী—পাঠভেদ।
† 'ভায়াদ'—পাঠভেদ হয়। ‡ উভে—পাঠভেদ।
§ দারিদ্র্য-ভঞ্জন বিধি রত্ন পাঠাইল—পাঠভেদ।
¶ মুক্তি-তক—পাঠভেদ।

মাতা মোরে যদ্ধি রত্নপুটিকাতে ভরি।
মহাপদ রাজ্য রাখি ভস্মে দিল ডারি ॥ *
পুনশ্চ তাঁহার কৃপাপুটিকা খুলিয়া।
অর্থ প্রাপ্ত হৈল এবে চলিনু লইয়া ॥
ইহা কহি একমাত্র কৌপীন পরিয়া।
শ্রীকৃষ্ণভজনে গেলা সব তেয়াগিয়া ॥
ভ্রাতাগণ জানিলা অলর্ক বনে গেলা।
প্রতিযোগী রাজা স্থানে খুলিয়া কহিলা ॥
আমাদিগের রাজ্য-হেতু তাৎপর্য্য নহে।
ভ্রাতা অলর্ক মোহ- † অন্ধকূপে রহে ॥
তাহার উদ্ধার হেতু ভূমিকা করিনু।
কার্য্যসিদ্ধ হৈল মোরা বিদায় হইনু ॥
প্রয়াস পাইয়া তুমি রাজ্য যে জিনিলা।
তুমি ভোগ করহ সে তোমার হইলা ॥
ইহা বলি ভেক যে কৌপীন কমণ্ডুল।
লইয়া চলিল হর্ষে অন্তর নির্ম্মল ॥
যাইয়া মিলিল যথা আছে অলর্ক ভাই।
পরস্পর বলাবলি গলাগলি যাই ॥
অতএব কৃষ্ণভক্তি আর ভক্ত-রীত।
অপার অগাধ, বিজ্ঞে না হয় বিদিত ॥
আমা সভা মূঢ়ে হেন আশা বড় চিত্র।
অতেব চরণে তাঁর চিত্ত রহু মাত্র ॥

২৪। চরিত্র শ্রীরন্তিদেবের

রন্তিদেব রাজা মহারাজ-চক্রবর্ত্তী।
কৃষ্ণে দৃঢ়মতি যাঁর অনন্য ভকতি ॥
মহারাজ ভোগ-সুখ দুঃখ করি মানে।
সমস্ত অর্পণ কৈলা শ্রীকৃষ্ণ-চরণে ॥
রাজ্য ধন দারা পুত্র কৃষ্ণার্থে অর্পিয়া।
অযাচকবৃত্তি মাত্র শরীর লাগিয়া ॥

* 'মহাম্পদ' ও 'মহাসম্পদ'…ভস্মে…—পাঠভেদ।
† মোর—পাঠভেদ।

অযাচিত অন্ন আদি কেহ বা * আনয় ।
তাহাই ভোজন বিনে কভু না যাচয় ॥
শ্রীকৃষ্ণে অর্পিয়া মন দিবস যাপন ।
কিছুকাল ব্যাজে আর শুন বিবরণ ॥
চল্লিশ আর আট দিন কিছু নাহি মিলে ।
উপবাসি রহে রাজা না চাহে না বলে ॥
দৈবাত্ত যে কেহ অন্ন পায়স আনিলা ।
পরখিতে কৃষ্ণ সেইকালে ছল কৈলা ॥
এক শূদ্ররূপে এক কুক্কুর সহিতে ।
অতিথি হইলা রন্তিদেবের গৃহেতে ॥
অভুক্ত জানিয়া রাজা সেই অন্ন জল ।
বাঁটিয়া দিলেন দুই জনারে সকল ॥
খাইয়া তাহারা কহে না পুরে উদর ।
আর কিছু নাহি রাজা কহে যুড়ি কর ॥
করুণাসাগর কৃষ্ণ দয়া উপজিল ।
রাজ্যভোগ সুখ সব আমারে সঁপিল ॥
আমার লাগিয়া মহা উৎকণ্ঠা অপার ।
অযাচকবৃত্তি করি রহে অনাহার ॥

* যে কেহ—পাঠভেদ ।

এত ভাবি দয়ানিধি অন্তরে দ্রবিল ।
ভুবনমোহন নিজরূপ প্রকাশিল ॥
নবঘনশ্যাম বনমালী পীতবাস ।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মনোহর মৃদুহাস ॥
অসংখ্য জন্মের সীমা রাজার এবার ।
সর্ব্বমঙ্গলের সুফলের পারাবার ॥
রূপ দেখি রাজা মূর্চ্ছা হইয়া পড়িল ।
অষ্ট সাত্ত্বিক দেহে বিকার হইল ॥
স্তব-স্তুতি করি বহু গৃহে বসাইয়া ।
সেবন করয়ে সুখসাগরে ডুবিয়া ॥
দারিদ্র্য যেমন রত্ন কলস পাইয়া ।
রাখিবার স্থান যেন না পায় খুঁজিয়া ॥
তেন-মত * রাজা ব্যস্তসমস্ত হইয়া ।
কি করিতে কি না করে সংজ্ঞা না পাইয়া ॥
অঞ্জলি মস্তকে করি দন্তে তৃণ ধরি ।
তাঁহার চরণে মুঞি নিবেদন করি ॥
সেই প্রেমামৃত-সিন্ধু-কল্লোলের ফেনা ।
তার এক কণা পাউঁ † মনের বাসনা ॥

* তেন মনে—পাঠভেদ । † পাই—পাঠভেদ ।

ইতি শ্রীভক্তিমালে শ্রীকুন্তী-আদি-ভক্তমহিমা কথন নাম পঞ্চম মালা ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ মালা

পুরু-ইক্ষ্বাকু-আদি-গুণকথন এবং ভক্তসেবা অঙ্গ ও ভক্তি দেবীর গুণকীর্ত্তন

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥

—•—

পুরু-ইক্ষ্বাকু-আদি-নামকীর্ত্তন

পুরু ইক্ষ্বাকু আর ঐল গাধিবেগ। *
শুচি শতধন্বা রঘু সাধু পরতেক ॥
উতঙ্ক † পিপ্পল ভূরি ঋভু অমুরতি।
ভরদ্বাজ বৈবস্বত ‡ সতী অরুন্ধতী ॥
নহুষ যযাতি যদু গুহ মান্ধাতা।
মনু দক্ষ শরভঙ্গ সঞ্জয় সংঘাতা ॥
দিলীপ শমীক যাজ্ঞবল্ক্য নিমি শুচি।
দেবল উত্তানপাদ আদি আর রুচি ॥
চতুঃসন প্রভৃতি এ সব সাধুগণ।
হরিমায়াতীত ত্রিভুবনের ভূষণ ॥
এ সভার পাদরজ ভূরি রত্ননিধি।
মস্তকে ভূষণ করি যত্নে নিরবধি ॥

——

২৫। চরিত্র শ্রীগুহরাজার

গুহ নাম ভীলরাজ ভুবনপাবন। *
যাঁহার স্মরণে † তাপত্রয়বিমোচন ॥
ইহা আনুষঙ্গ ফল ‡ ভক্তি যে দুর্ল্লভ।
তাহা প্রাপ্তি প্রতি এক কারণ সুলভ ॥
মৈত্র বলিয়া রামচন্দ্র সে যাঁহারে।
দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা পুলক-অন্তরে ॥
মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ শ্রীরামের প্রেষ্ঠ।
অতএব জগতের ইষ্টমধ্যে জ্যেষ্ঠ ॥
তাঁহার চরিত্র কিছু শুন মন দিয়া।
সফল হইবে জন্ম হর্ষ হবে হিয়া ॥
রামচন্দ্র সীতাসহ অনুজ লক্ষ্মণ।
বনে গেলা যবে পিতৃসত্যের কারণ ॥
হেরিয়া গুণের নিধি রূপের অবধি।
ভাসিলা শ্রীগুহরাজ আনন্দসুধাব্ধি ॥
নয়নে বহয়ে § ধারা মনে উতরোল।
চমকি ¶ চাহিয়া রহে নাহি আইসে বোল ॥
নিমিখ নাহিক পড়ে চাহিয়া রহিল।
কাষ্ঠের পুতুলীপ্রায় অস্পন্দ হইল ॥
এ কি চমৎকার এ কি অপরূপ দেখি।
হেন রূপ হেন গতি কভু না নিরখি ॥
ভাবিতে ভাবিতে মনে প্রেম উথলিল।
স্বাভাবিক রতি গুহরাজের হইল ॥
ধীরে ধীরে নিকটে যাইয়া সাধু কহে।
তোমার বালাই যাই, আইস মোর গৃহে ॥

* গাধিবেগ—(অর্থটি বড়ই দুর্ব্বোধ) বেগ অর্থে এখানে প্রবাহ, গাধির বংশবিস্তার, অর্থাৎ গাধিসুত বিশ্বামিত্র।
† উতঙ্গ—ক্বচিৎ পাঠভেদ।
‡ বৈবস্বতি—পাঠভেদ।

* ভিল্লরাজ পতিতপাবন—পাঠভেদ।
† শরণে—পাঠভেদ। ‡ ইহ—পাঠভেদ।
§ গলয়ে—পাঠভেদ। ¶ চমকিয়া—পাঠভেদ।

প্রভু তারে লয়্যা দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা।
মৈত্র বলিয়া তবে সম্ভাষ করিলা॥
গুহ বলে ভাল ভাল তুমি মোর মিতে।
তোমাতে সঁপিনু দেহ পরাণ-সহিতে॥
তুমি মোর সরবস প্রাণ ধন রাজ্য।
তুমি মোর ভুক্তি মুক্তি তুমি শুভকার্য্য॥
আমি মর্য়ে যাই তব বালায়ের সনে।
দেহ সমর্পিণু মিতা তোমার চরণে॥
পরিবার দেহ গেহ রাজ্য আর ধন।
কায়মনোবাক্যে কৈনু সব সমর্পণ॥
বনফল মিষ্ট আর দধি দুগ্ধ ঘৃত।
নানাদ্রব্য আয়োজন করি নানামত॥
খাওয়াইতে যত্ন কৈল প্রণয়-অন্তরে।
তেঁহো কহে মিতা ইহা নাহি কহ মোরে॥
চৌদ্দ বৎসর মুঞি প্রতিজ্ঞা করিনু।
অন্য দ্রব্য নাহি খাব ফলমূল বিনু॥
তাহা শুনি সাধু তবে মিষ্ট নানাফল।
খাওয়াইলা প্রেমানন্দে হইয়া বিহ্বল॥
তবে জিজ্ঞাসয়ে মিতা কহ বিবরণ।
জটা-বল্ক ধরি বনে যাও কি কারণ॥
হেন সুকুমার দেহ সুকুমারী সহ।
অনুজ লক্ষ্মণ তাহে সুকুমার * দেহ॥
কণ্টকিত বন † তাহে নিশাচরগণ।
ব্যাঘ্র ভল্লুক তাহে পশু অগণন॥
শীত বাত বৃষ্টি তাহে অতি সে দুঃসহ।
কেমতে বেড়াবে বনে কমলিনী সহ॥
এ হেন কমলপদে ‡ কণ্টক বিন্ধিবে।
আহা মরি মরি তাহে কত দুঃখ পাবে॥
ভাবিতে § আমার প্রাণ ফাটিয়া উঠয়।
নাহি যাও বনে মিতা রহ এই ঠাঁয়॥

* সুকোমল—পাঠভেদ। † বনে—পাঠভেদ।
‡ কোমল পায়ে —পাঠভেদ।
§ 'ভাবিয়া' এবং 'ভাবিলে'—পাঠভেদ।

মোর এই রাজ্য ধন সমুদয় লহ।
লক্ষ্মণ সীতার সহ এইখানে রহ॥
রামচন্দ্র কহে মিতা ও কথা না কবে।
মোর ধর্ম্ম যাতে রহে তাহাই করিবে॥
পিতৃ-সত্যপালনে যে চৌদ্দ বৎসর।
বনে বাস করিবার প্রতিজ্ঞা আমার॥
গৃহ মধ্যে নাহি যাব, রাজ্য না করিব।
চৌদ্দ বৎসর মাত্র বনেতে রহিব॥
কেকয়ীমাতার বাক্যে * ভরতের রাজ্য।
বনে পাঠাইয়া পিতা হইলা অধৈর্য্য॥
ক্রমে ক্রমে আদ্যোপান্ত সকলি কহিলা।
বনগমনের কথা বৃত্তান্ত জানিলা॥
শুনিতে শুনিতে গুহরাজের শরীরে।
আগুনের কণা প্রতি লোমকূপে ঝরে॥
ক্রোধে কম্পান্বিত দেহ আরক্ত † লোচন।
সাজ সাজ বলি এক দিলেক লম্ফন॥
রামচন্দ্রে বঞ্চি রাজ্য ভরত লইয়া।
বাকল পরায়্যা দিল বনে পাঠাইয়া॥
চল আজি যুদ্ধে তারে পরাভব করি।
করিব আমার মৈত্রে রাজ্য-অধিকারী॥
এত কহি চতুরঙ্গ সৈন্যে যে সাজিয়া।
অযোধ্যাভিমুখে চলে বিক্রম করিয়া॥
রামচন্দ্র তাহা দেখি তটস্থ হইলা।
বারণ করিতে লক্ষ্মণেরে পাঠাইলা॥
তেঁহো যাই সান্ত্বনা করিয়া গুহরাজে।
ডাকিয়া আনিল যথা শ্রীরাম বিরাজে॥
গুহের হস্তে ধরি প্রভু অনেক বুঝান।
ভরত আমার প্রিয়, আমি তার প্রাণ॥
তাঁর কিবা পিতা মাতা কারু দোষ নাই।
দৈবের ঘটনা মাত্র যত দেখ ভাই॥
অতএব শান্ত হও, চিন্তা না করহ।
পুনর্ব্বার রাজা হব নয়নে দেখিহ॥

* বাক্য—পাঠভেদ। † রক্তলোচন—পাঠভেদ।

এত কহি রামচন্দ্র বিদায় হইলা।
গুহরাজ অচেতনে ভূমেতে পড়িলা॥
পরিবার রাজ্য সহ ক্রন্দনের ধ্বনি।
মহাকোলাহল শব্দে কম্পিত মেদিনী॥
বুকে কর হানে কেহ ভূমে গড়ি যায়।
হাহাকার করিয়ে লুণ্ঠয়ে গুহরায়॥
হাহা কিবা অনুরাগ চণ্ডালের গণে।
তা সভার দাস হয়্যা জন্ম নৈল কেনে॥
লোকাচারে সঙ্কেত চণ্ডাল নাম মাত্র।
দেবতাগণের পূজ্য হয় মহাপাত্র॥
শ্রীরামবিচ্ছেদে গুহরাজ মহাশয়।
গৃহে নাহি গেলা, ভূমে পড়িয়া রহয়॥
আসন ভূষণ শয্যা আহার বিহার।
সব তেজি কৈল মাত্র রাম নাম সার॥
পুনরায় কবে * রামচন্দ্র আগমন।
হইবেক-এই মাত্র দিবসগণন॥
চৌদ্দ বৎসর চৌদ্দ কল্প করি মানে।
নিরন্তর জলধারা বহয়ে নয়ানে॥
দূর্ব্বাদলশ্যামরূপময় চারিদিগে।
যে দিগে নেহারে সাধু দেখে সেই দিগে॥
রাম রাম মৈত্র হে সখা হে † কোথায়।
দেখা দিয়া প্রাণ রাখ, নহে বাহিরায়॥
রাম রাম বলি উচ্চস্বরে গুহ কান্দে।
শ্রবণসুখদ হেন সুধা বহে চান্দে॥
এইমত চৌদ্দ বৎসর গুহরাজে।
বিহরে বিহ্বল সদা লুণ্ঠে ভূমিমাঝে॥
চৌদ্দবর্ষ-পূর্ণ-দিনে ‡ অপরাহ্নকালে।
না আইলা রামচন্দ্র অন্তর বিকলে॥
কহে যদি মোর প্রাণ না আইলা রাম।
এই শুধু § দেহ তবে রাখিয়া কি কাম॥

* করে—পাঠভেদ। † যে কোথায়—পাঠভেদ।
‡ চৌদ্দবৎসর পূর্ণ দিনে—পাঠভেদ।
§ ছার—পাঠভেদ।

অগ্নিতে প্রবেশ করি ছাড়ি নিজ দেহ।
আর নাহি সহে রাম-বিচ্ছেদ-বিরহ॥
তবে অগ্নিকুণ্ড জ্বালি প্রবেশ-উন্মুখ।
হইতেই শুভবার্ত্তা হইল সম্মুখ॥
শ্রবণমঙ্গলধ্বনি রামনামবাণী।
আকাশ হইতে চমকিত সভে শুনি॥
গুহরাজ কহে সব অমাত্য সহিতে।
দেখ ত মধুরধ্বনি আসে কোথা হতে॥ *
কে মোর মৃতকদেহে পরাণ স্থাপিল। †
অমৃতের বৃষ্টি করি অভিষেক কৈল॥
কেবা মোরে সাগর পাথারে উদ্ধারিল।
দরিদ্রজনেরে ধন যাচি সমর্পিল॥ ‡
চৌদিকে ধাইল সব অনুচরগণে।
আকাশে নিরখে § কেহ কেহ ধায় বনে॥
চমক পড়িল সভে চকিত নয়নে।
চাহিয়া রহিলা অন্য স্মৃতি ¶ নাহি মনে॥
হেনকালে সুমধুর গভীর উচ্চধ্বনি।
যেন সুধাসিন্ধু উথলিয়া আইসে জানি॥
শ্রীরাম জয়রাম জয়রাম রামগান।
উচ্চস্বর করিয়া আইসে হনুমান্॥
হেন বুঝি হনুমান্ জগতে আশ্বাসে।
আর ভয় নাই ভাই রাম আইলা দেশে॥
ভক্তগণের বিরহ-অনল নিভাইতে।
রাম-আগমন-বাণী অমৃত সিঞ্চিতে॥
গুহরাজ প্রেমানন্দসাগরে ভাসিয়া।
মুখে নাহি আসে বাণী দুরু দুরু হিয়া॥
ক্ষণেক সম্ভাবি ** কহে কি দেখি আকাশে।
পশুর আকৃতি কিন্তু প্রকৃতি সরসে॥

* …অমাত্যের গণে।…আইসে কোথা হনে—পাঠভেদ।
† সোঁপিল—পাঠভেদ।
‡ কে মোরে…পাথারেতে…।…জাড়ি… ।—পাঠভেদ।
§ আকাশ নিরিখে—পাঠভেদ।
¶ আত্মস্মৃতি——পাঠভেদ।
** 'সাভালি' 'সাম্ভালি'—পাঠভেদ।

রাম-প্রেমে ডগমগ ধীর-চূড়ামণি।
সাধু সাধু ধন্য ধন্য ঞিহার জননী ॥
আহা আহা ঞিহার বালাই লয়্যা মরি। *
বুঝি মোর শ্রীরামের দূত অনুসারি ॥
এত কহি গুহরাজ ঊর্দ্ধমুখ হয়্যা।
উচ্চস্বরে ডাকে তারে † কান্দিয়া কান্দিয়া ॥

কে তুমি হে ওহে বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
ভুবনপাবন-শিরোমণি।
ওহে ভাই ওহে পিতা, ওহে নাথ ওহে ত্রাতা,
ওহে রামচন্দ্র-প্রেমধনী ॥
কে তুমি হে ওহে ভাই, তোমার নিছনি যাই,
বালাই লইয়া আমি মরি।
হের আইস তোমায় দেখি, হৃদয়মাঝারে রাখি,
পরাণ যথায় তথা চিরি ॥
রামনাম কি শুনাইলে, কি সুধা কর্ণে ঢালিলে, ‡
জুড়াইল প্রাণ মন দেহ।
জন্মে জন্মে একেবারে, কিনিয়া লইলে মোরে,
তনু মন জীবনের সহ ॥
আইস আইস আইস ভাই, হৃদয় বিছায়্যা দেই,
বৈস তাহে চরণ অর্পিয়া।
কোটি জন্মের পুণ্যবারি, অঞ্জলি অঞ্জলি করি,
তাহে দেই পদ ধোয়াইয়া ॥
হনূমান মহামতি, হেরিয়া তাহার গতি,
চমৎকারে চাহিয়া রহয়।
কেবা এই মহাশয়, কিবা মতি সদাশয়, §
কিবা প্রেমভাবের উদয় ॥
এই যে পুরুষবর, রামচন্দ্র-অনুচর,
প্রিয়তম-তমের উত্তম।
মোদের যে অভিমান, ভকত বলিয়া জ্ঞান,
বৃথা করি আজি বুঝিলাম ॥

হৃদয়মাঝারে ধরি, বালাই লইয়া মরি,
ঞিহার গুণের বলিহারি।
এই যে মহানুমতি, প্রভুর ঞিহার প্রতি,
যথেষ্ট করুণা অনুসারি ॥
আসিবার কালে মোরে, প্রভু গদগদ-স্বরে,
কহিয়া দিলেন যত্ন করি।
গুহনামে ভীলরাজ, যাইতে অরণ্যমাঝ,
সম্ভাষিয়া যাবে অজপুরী ॥
শীঘ্র যাই তার সনে, মিলিবে আনন্দ মনে,
আমি শীঘ্র আসিতেছি ক'বে।
সেই এই মহামতি, বুঝিনু প্রকৃতি প্রতি,
প্রভুর সে প্রিয়তম হবে ॥
ইহা ভাবি শীঘ্রগতি, নভ হৈতে নাম্বি ক্ষিতি,
প্রেমভাবে পুলকিত হৈয়্যা।
দুই বাহু পসারিয়া, ধাইয়া তাহারে গিয়া,
আলিঙ্গিল বাহু পসারিয়া ॥ *
দোঁহে দোঁহে † হৃদে ধরি, গাঢ় আলিঙ্গন করি,
মুরছিত হইয়া পড়িলা।
ক্ষণেক বিলম্বে দোঁহে, ধৈর্য্যধরি ‡ গুহ কহে,
কহ মোর রাম কোথা রৈলা ॥
হনূমান কহে ভাই, আর তব দুঃখ নাই,
তোমার পরাণ রামচন্দ্র।
জনক-নন্দিনী সীতা, বামপার্শ্বে শোভান্বিতা,
সহিত লক্ষ্মণ ভক্তবৃন্দ ॥
পুষ্পক-বিমানোপরি, আকাশ-পথেতে হরি,
আসিতেছে এখনি পাইবে।
মনে কর যে আশ্বাস, এখনি পূরিবে আশ,
কিঞ্চিৎ বিলম্বে যে দেখিবে ॥
এত শুনি গুহবরে, আনন্দ না দেহে ধরে,
পরিবার সহিত মাতিল।
কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ ভূমে গড়ি যায়,
প্রেমানন্দ-উৎসব হইল ॥

* আহা কে ইনি ঞিহার—পাঠভেদ।
† কহে তবে—পাঠভেদ। ‡ ঢারিলে—পাঠভেদ।
§ সদা হয়—পাঠভেদ।

* বাহু পাসরিয়া—পাঠভেদ। † দোঁহে দোঁহা—পাঠভেদ।
‡ ধৈর্য্য করি—পাঠভেদ।

নানামত বাদ্য বাজে, বাহু তুলি গুহরাজে,
উদ্দণ্ড নাচয়ে কুতূহলে।
উঠে পড়ে গড়ি * যায়, ক্ষণে স্তব্ধ হৈয়্যা রয়,
জয়রাম শ্রীরাম ক্ষণে বলে॥
কেহ মঙ্গলাচার করে, ঘট পাতে দ্বারে দ্বারে,
কদলীর বৃক্ষ থরে থরে।
চন্দ্রাতপ শত শত, পতাকা উড়য়ে কত,
মাল্যবন্ধন মুক্তাহারে॥
দীপমালা সারি সারি, চন্দনাভিষিক্তপুরী,
ক্ষালন-লেপন-সমস্কারে। †
এইমত সুমঙ্গল, করি সব কোলাহল,
আনন্দেতে আপনা পাসরে॥
যে পথে আসিবে রাম, বাঞ্ছিত মনের কাম,
সেইদিগে নয়ন অর্পিয়া।
যেমন চাতকগণে, জলধর-আগমনে,
রহে সভে তেমতি চাহিয়া॥
হেনকালে অতিদূরে, পুষ্পক-বিমানোপরে,
ধ্বজার আভাস দৃষ্ট হৈল। ‡
কেহ বলে দেখ অই, কেহ বলে কই কই,
কেহ বলে দেখিতে না পাইল॥
কেহ বলে অই অই, ধ্বজা দেখিয়াছি মুঞি,
কেহ কহে অই কই বল।
কিবা বালবৃদ্ধ সভে, ধাওয়াধাই মহোৎসবে,
কোলাহল নগরে পড়িল॥
হেনকালে চন্দ্রানন, সঙ্গে পারিষদগণ,
গুহরাজ পুরী গিরি মাঝ। §
উদয় হইল আসি, ¶ করুণা-কিরণরাশি,
রঘুবীর ভকত-সমাঝ॥ **
গগনচন্দ্রিমাকরে, †† বাহ্য অন্ধকার হরে,
রামচন্দ্র হৃদয়তিমিরে।

* পড়ি—পাঠভেদ। † নমস্কারে—পাঠভেদ।
‡ আকার দৃষ্টি হৈল—পাঠভেদ। § মাঝে—পাঠভেদ।
¶ শশী—পাঠভেদ। ** ভকত সমাঝে—পাঠভেদ।
†† চন্দ্রিমাকারে—পাঠভেদ।

প্রেমানন্দজ্যোৎস্নাকর, বিস্তারিয়া শশধর,
আমূল সহিত দূর করে॥
সহাস্য-কটাক্ষ-সুধা, জগত-জনক-মুদ
বৃষ্টি করে ভীল্লরাজোপরি।
বিচ্ছেদ-বাড়বানলে, প্রেমানন্দ সিন্ধুজলে
নিভাইলা করুণা বিস্তারি॥
হৃদয়-সাগর-খাতে, প্রেমময়-বারি তাতে
সাত্ত্বিকাদি-ভাব-ঝঞ্ঝাবাতে।
উছিল তরঙ্গ বহে, ধৈর্য্য-বেলা লঙ্ঘি তাহে
ব্যভিচারি-ফেণা উঠে তাতে॥
দয়াল পরমানন্দ, প্রেমাধীন রামচন্দ্র
ভকতবৎসল গুণধাম।
প্রিয় ভক্তরাজ গুহ, হেরিয়া পুলকদেহ
হৃদয়ে লইলা প্রিয়তম॥
গাঢ়-আলিঙ্গনে দোঁহে, প্রভু-ভৃত্যে লাগি রহে
অশ্রুজলে দোঁহা-অঙ্গ ভিজে।
ধন্য গুহ মহাশয়, চারিদিকে জয় জয়
কোলাহল হৈল ক্ষিতিমাঝে॥
স্বর্গ হইতে দেবগণ, করে পুষ্পবরিষণ
চমকিতচিত্তে ঘনে ঘনে।
কহে অহো কিবা ভাগ্য, কিবা যোগ্য কি সৌভাগ্য
এই প্রাজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ত্রিভুবনে॥
দুন্দুভিবাজন বাজে, আনন্দে অপ্সরা নাচে
প্রশংসয় ত্রিভুবনলোক।
রাম অনুকূল যারে, কেবা নাহি পূজে তারে
সেই করে ত্রৈলোক্য আলোক॥
কি অলভ্য তার আছে, চতুর্ব্বর্গ তার পাছে
ফিরে সেই না করে দৃক্‌পাত।
কি ধন অভাব তার, ত্রৈলোক্যের ধন সার,
প্রাপ্ত সেই রাম যার নাথ॥
প্রেমানন্দ ব্রহ্মানন্দ, সূর্য্য-আগে দিবাচন্দ্র, †
চন্দ্র আগে যেমন খদ্যোত।

* শিবর—পাঠভেদ।
† যেন চন্দ্র—পাঠভেদ।

নদ-নদী আগে যেন, পুষ্করিণীর খাত হেন,
সাগরের আগে নদীস্রোত ॥
অতএব গুহরাজ, হেন প্রেমানন্দ-মাঝ,
ডুবিয়া পাথার নাহি পায় ।
অমূল্য রতননিধি, দুর্ল্লভ রতনাবধি,
রামধন পাইয়া আলয় ॥
আনন্দে মগন হিয়া, কেহ আইসে জল লৈয়্যা,
কেহ শ্রীচরণ পাখালয় ।
কেহ রাজসিংহাসন, তাহাতে কমলাসন,
পাতি তাহে * প্রভুরে বসায় ॥
কেহ মালাচন্দন, নানা বস্ত্র আভরণ,
কেহ মুখচন্দ্র নিরখয় ।
নানা দ্রব্য মিষ্ট-অন্ন, গব্য ফল বনোৎপন্ন,
নানা মত সংস্কার করয় ॥
পারিষদগণ সহ, সমান পিরীতি স্নেহ,
সমান ভকতি সহ সভে ।
ভোজন ভূষণ বাস, করি বহু পরিতোষ, †
আনন্দসাগরে ভাসি সেবে ॥
সুগ্রীবাদি কপিগণ, বিভীষণ জাম্বুবান, ‡
যত পারিষদগণচয় ।
গুহরাজের প্রেম দেখি, অবিরাম ঝুরে আঁখি,
পরস্পর বহু প্রশংসয় ॥
ধন্য ধন্য মহাশয়, হেন প্রেম যার হয়,
জনম জীবন ধন্য ধন্য ।
রামচন্দ্রে এত প্রীত, সুশীল সমতা-রীত,
সর্ব্বগুণধাম সর্ব্বমান্য ॥
প্রভুর যতেক ভক্ত, সর্ব্বমধ্যে অতিরিক্ত,
এই জন প্রিয়তম হবে ।
ঞিহার যে গুণ দেখি, জুড়ায় হৃদয় আঁখি,
যে হেতুক রামচন্দ্র লভে ॥

* তারে—পাঠভেদ ।
†…বাসে…পরিতোষে—পাঠভেদ ।
‡ জাম্ববান্—পাঠভেদ ।

সেই গুহ মহারাজ, চৌদ্দ ভুবন মাঝ,
পূজ্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ । *
যাহার তুলনা নাই, বেদে ত † তাৎপর্য্য এই,
যার প্রিয় রামচন্দ্র ইষ্ট ॥
বিধি ভব পুরন্দর, আদি-দেব-দেবী নর,
পিতৃগণ গন্ধর্ব্ব কিন্নরে ।
সভেই আনন্দ পায়, নিরন্তর গুণ গায়,
জয় জয় ধন্য ধন্য করে ॥
জাতি কুল বিদ্যা তপ, কর্ম্ম জ্ঞান ব্রত জপ,
কিছুর অপেক্ষা নাহি করে ।
শ্রীচরণ আশ্রয়, কোনমতে কেহ লয়,
সেই ত্রিপাবন-শক্তি ধরে ॥
তার পদরজস্পর্শে, কোটি মহাপাপ ধ্বংসে,
ভুক্তি মুক্তি সেহ থাকু দূরে ।
দুর্ল্লভ যে হরিভক্তি, ক্ষণমাত্রে দিতে শক্তি,
তাহা ‡ কিবা মহিমা অপারে ॥
হরিজনের জাতি কুল, বিচারয়ে সেই মূঢ়,
ভক্ত যে যবন শ্রেষ্ঠতম ।
তার সাক্ষী গুহরাজ, পাবন ভুবনমাঝ,
নহে বৃথা ব্রাহ্মণ-জনম ॥

মহাভারতে—

"চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো § হরিভক্তিপরায়ণঃ ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ ¶ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদবাক্যম্—

"বিপ্রাদ্ দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্ ।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥"

* শ্রেষ্ঠ—পাঠভেদ । † দেবের—ক্কচিৎ পাঠভেদ ।
‡ হা হা—পাঠভেদ ।
§ 'মুনেঃ শ্রেষ্ঠো' ইতি 'দ্বিজশ্রেষ্ঠ' ইতি চ বা পাঠৌ ।
¶ বিহীনস্তু—ইতি চ ক্বচিৎ পাঠঃ ।

অথ গারুড়ে—

"ভক্তিরষ্টবিধা * হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ†
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ ॥"

অতএব হরিভক্তে নীচ নাহি মানো।
পরমপাবন নিজ ইষ্ট করি জানো ॥
বৈষ্ণবের মহিমার সীমা নাহি হয়।
বেদবিধি সর্ব্বশাস্ত্র ফুকরিয়া কয় ॥
হরিভক্তি-মহিমাদি ‡ আরাধন-বিধি।
সহস্র প্রমাণ যার নাহিক অবধি ॥
একেক অঙ্গের হয় শতেক প্রমাণ।
এক এক শ্লোকে করি দিগ্ দরশন ॥
শ্রীল-সনাতন কলিত্রাণের আচার্য্য।
হরিভক্তিবিলাস বর্ণিলা গ্রন্থ আর্য্য ॥
তাহার প্রমাণ কহি কিঞ্চিত আভাস।
বিশেষ কহিনু ইহা করিয়া § বিশ্বাস ॥
বৈষ্ণবেতে জাতিবুদ্ধি যেইজন করে।
সে জন নারকী মজে দুঃখের সাগরে ॥
বৈষ্ণবেরে নীচজাতি করিয়া মানয়।
নিশ্চয় যে সেই জন নরক ভুঞ্জয় ॥

ইতিহাস-সমুচ্চয়ে—

"শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥"

পদ্যাবল্যাম্—

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতি-
বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে
পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে
শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য
বা নারকী সঃ ॥"

হরিভক্তি বর্ত্তে যদি ম্লেচ্ছ বা চণ্ডালে।
দানগ্রহণের পাত্র সেই বেদে বলে ॥
হরিবৎ পূজিব তারে ভকতি-পূর্ব্বকে।
গারুড়াদি প্রমাণ স্বয়ং কহয়ে শ্রীমুখে ॥

গারুড়ে—

"ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স পণ্ডিতঃ ॥
তস্মৈঃ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ ॥"

ইতিহাস-সমুচ্চয়ে—

"ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী*মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততোগ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥"

ভক্তে ভক্তি বিনা কৃষ্ণভক্ত-মধ্যে নহে।
স্বয়ং শ্রীমুখেতে কৃষ্ণ অর্জ্জুনেরে কহে ॥

তত্রৈব শ্রীভগবদ্বাক্যম্—

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥†"

সাধুমার্গে শাস্ত্রমতে সিদ্ধান্ত সুদৃঢ়।
বৈষ্ণবের শ্রীচরণ ভজ করি দৃঢ় ॥ ‡

দ্বারকামাহাত্ম্যে প্রহ্লাদসংবাদে—

"বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় মা ভজস্বান্যদেবতাঃ।
পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে সর্ব্বদেবানিদং জগৎ ॥

---

* ভক্তিরষ্ট বিধিহ্যেষা—ইতি পাঠভেদঃ।
† স যাতি পরমাং গতিম্—ইতি কুত্রচিৎ।
‡ হরিভক্ত মহিমাদি—পাঠভেদ।
§ লাগিয়া—পাঠভেদ।

* প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী—পাঠভেদ।
† মম ভক্তাহি যে পার্থ ন মে ভক্তাস্ত তে জনাঃ :
মদ্ভক্তস্তু যে ভক্তা মম ভক্তাস্ত তে মতাঃ॥ ইতি—ক্বচিৎ।
‡ দঢ়—পাঠভেদ।

মদ্ভক্তো দুর্লভো যস্য স এব মম দুর্লভঃ।
তৎপরো দুর্লভো নাস্তি সত্যং সত্যং ধনঞ্জয় ॥"*

অজশক্রতুল্য নাহি করি কৃষ্ণভক্ত।
বিচার করহ গূঢ় পরমার্থতত্ত্ব ॥

পাদ্মে—

"বিবুধাঃ কিং পুনঃ সর্ব্বে অজঃ শক্রো ভবেদ্ যদি।
ন কোঽপি সমতাং যাতি †‡ কৃষ্ণভক্তস্য নারদ ॥"

বৈষ্ণবের পাদোদক পরম পাবন।
পান করি পুন শুচি হৈতে করে মন ॥
সেই অপরাধী ‡ ব্রহ্মহত্যার পাতকী।
তাহার প্রমাণ শাস্ত্র সৌপর্ণে নিরখি ॥

গারুড়ে—

"বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা ভক্তপাদোদকং তথা।
য আচামতি সম্মোহাৎ ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে ॥"

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট যে সংসারের ত্রাণ।
নারদপঞ্চরাত্রসূত্র গ্রন্থপরমাণ ॥

যথা—

"বৈষ্ণবে কন্যাদানঞ্চ পরং নির্ব্বাণহেতুনা।
পরং নির্ব্বাণহেতুশ্চ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টভোজনম্ ॥"

শ্রীভাগবতে—

"উচ্ছিষ্টলেপাননুমোদিতো দ্বিজৈঃ
সকৃৎ স্ম ভুঞ্জে তদপাস্তকিল্বিষঃ ॥" ইত্যাদি

হরির প্রতিমা হন বৈষ্ণবঠাকুর।
দর্শন স্পর্শন পূজা কর্ত্তব্য প্রচুর ॥
বহুভাগ্যেতে যার শ্রদ্ধা জনময়।
সুকৃতি বলিয়া তারে শ্রুতিগণ গায় ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে—

"স্বদর্শন-স্পর্শন-পূজনৈঃ কৃতী,
তমাংসি বিষ্ণুপ্রতিমেব বৈষ্ণবঃ।
ধুন্বন্ বসত্যত্র জনস্য যন্ন তৎ,
স্বার্থং পরং লোকহিতায় দীপবৎ ॥"

পাদ্মে—

"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥"

বৈষ্ণব স্মরণ যদি গৃহে বসি করে।
সদ্য সে জীবনমুক্ত সেবা রহু * দূরে ॥

শ্রীভাগবতে—

"যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥"

বৈষ্ণবেরে নমস্কার অষ্টাঙ্গ হইয়া।
যেই করে, সেই ধন্য শরীর ধরিয়া ॥

দুর্ব্বৃত্তো বা সুবৃত্তো বা বৈষ্ণব যে জন।
অবশ্য নমস্য সেই সূতের বচন ॥

সূতবাক্যম্—

"হরিভক্তিরসাস্বাদমুদিতা যে নরোত্তমাঃ।
নমস্কারোম্যহং তেষাং তৎসঙ্গী মুক্তিভাগ্ যতঃ ॥
হরিভক্তিপরা যে চ হরিনামপরায়ণাঃ।
দুর্ব্বৃত্তা বা সুবৃত্তা বা তেষাং নিত্যং নমো নমঃ ॥"

বৈষ্ণবের নামে সর্ব্বপাতক নাশয়।
কৃষ্ণভক্তি জন্মে ভাগবতে বহু গায় ॥
প্রাতঃকালে উঠি যেই করয়ে কীর্ত্তন।
ভারতের এক শ্লোক শুনহ প্রমাণ ॥

যথা—

"নিত্যং যে প্রাতরুত্থায় বৈষ্ণবানাস্তু কীর্ত্তনম্।
কুর্ব্বন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যাঃ কলৌ বলে ॥"

---

* মদ্ভক্তো বল্লভো যস্য স এব মম বল্লভঃ।
তৎপরো বল্লভো নাস্তি সত্যং সত্যং ধনঞ্জয় ॥ ইতি ক্বচিৎপাঠঃ
† ন কেঽপি সমতাং যান্তি—ইতি ক্বচিৎ।
‡ অপরাধে—পাঠভেদ।

* বহু দূরে—পাঠভেদ।

বৈষ্ণবসেবনে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ।
চতুর্বর্গ ফল ইহ না হয় আধিক্য ॥
মুখ্যফল হয় মাত্র কৃষ্ণে রতি মতি।
মুক্তি তুচ্ছফল, ফল শ্রীকৃষ্ণে ভকতি ॥
তবে যে কহেন শ্রুতিগণ নানাফল।
বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তির কারণ কেবল ॥ *
অনেক প্রমাণ তাহে পুস্তক বাড়য়ে।
দুই এক শ্লোক লিখি কিঞ্চিত আশয়ে ॥

ভারতপ্রসঙ্গে—

"হরিকীর্ত্তনশীলো বা তদ্ভক্তানাং প্রিয়োঽপি বা।
শুশ্রূষুর্বাপি মহতাং স বন্দ্যোঽস্মাভিরুত্তমঃ ॥"

তথা চ—

"বহির্ম্মুখপ্রবৃত্ত্যৈতৎ কিন্তু মুখ্যফলং † রতিঃ॥" ইতি।

বৈষ্ণব দর্শনে মাত্র তৎক্ষণে পবিত্র।
মৃৎ-শিলাময়ী দেব-গঙ্গার অতিরিক্ত ॥
সেবাদিকরণে পূত করেন তাহারা।
বৈষ্ণবদর্শনমাত্র তখনি বিজ্বরা ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥"

বৈষ্ণবের পূজা সর্ব্বপূজ্য হৈতে শ্রেষ্ঠ।
অন্যদেব দূরে রহু কৃষ্ণ হৈতে ইষ্ট ॥

একাদশে শ্রীকৃষ্ণ বাক্যম্—

"বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা"।
"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা" ॥

বিনা অভিষিক্ত বৈষ্ণবের পাদরজ।
কারু স্কন্ধে ? সিদ্ধ নহে কভু কোন কাজ ॥

পঞ্চমস্কন্ধে—

"রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি,
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব * জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা
মহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥"

বৈষ্ণবের সেবা করে দাস-অভিমানে।
পরম গতিকে পায় বৈকুণ্ঠভুবনে ॥

তথা হি পাদ্মে—

"বিষ্ণুভক্তস্য যে দাসা বৈষ্ণবান্নভুজশ্চ যে।
তেঽপি ক্রতুভুজাং বৈশ্য! গতিং যান্তি নিরাকুলাঃ"

সর্ব্ব আরাধন-সার বিষ্ণু-আরাধনা।
তাহা হৈতে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের উপাসনা ॥

পাদ্মে উত্তরখণ্ডে—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥"

ইহাতে অন্যথাবুদ্ধি নাহি কেহ কর।
এই বাক্য হৃদয়ে কবচ করি পর ॥
বৈষ্ণব তেজিয়া হরি একান্ত-ভজনে।
কৃষ্ণকৃপা নাহি হয়, ভক্তে নাহি গণে ॥
কৃষ্ণ না ভজিয়া মাত্র ‡ বৈষ্ণবভজনে।
কৃষ্ণ পাই, ভক্তি পাই, শাস্ত্রেতে বাখানে ॥
অতএব প্রযত্নেতে বৈষ্ণব পূজহ। †
সর্ব্বদুঃখ পাপ-আদি § হইতে তরহ ॥

তথাহি শাস্ত্রান্তরে—

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥"

পাদ্মে—

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েৎ তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ ॥

* বিফল—পাঠভেদ।
† মুখ্যং ফল—পাঠভেদ।

* নাপি ইতি বা পাঠঃ।
† ভজহ—পাঠভেদ।
‡ ভজিব মাত্র—পাঠভেদ।
§ পাপতাপ—পাঠভেদ।

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা।
সর্ব্বং তরতি দুঃখৌঘং মহাভাগবতার্চ্চনাৎ ॥”

বৈষ্ণব দেখিয়া মহা আনন্দ করিব।
কতকালের বন্ধু যেন দেখি হৃষ্ট হব ॥
যাঁর কৃষ্ণে শুদ্ধভক্তি তাঁর এই রীত।
স্বাভাবিক জন্মে ভক্ত দেখিয়া পিরীত ॥

একাদশে শ্রীভগবদ্বাক্যম্—

“বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা”।
“মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা” ॥ ইতি।

বৈষ্ণব ভোজন যার গৃহেতে করয়।
তার সঙ্গে যার সঙ্গ নিষ্পাপ সে হয় ॥
কৃতান্তের অধিকার তাহাতে নাহিক।
যম নিজদূতে কহে করিয়া অধিক ॥

পাদ্মে—

“বৈষ্ণবো যদ্‌গৃহে ভুঙ্‌ক্তে যেষাং বৈষ্ণব-সঙ্গতিঃ।
তেঽপি বঃ পরিহার্য্যাঃ স্যুস্তৎসঙ্গহতকিল্বিষাঃ ॥”

ভক্তরসনায় কৃষ্ণ রস আস্বাদয়।
রাশীকৃত সামগ্রীতে তাদৃক্ তৃপ্ত নয় ॥

ব্রাহ্মে শ্রীভগবদ্বাক্যম্—

“নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং দৃষ্ট্যৈব স্বীকৃতং ময়া।
ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ ॥”

সর্ব্বত্র বৈষ্ণব পূজ্য স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে।
দেবতা মনুষ্য আদি যতেক অখিলে ॥

নারদীয়ে—

“সর্ব্বত্র বৈষ্ণবাঃ পূজ্যাঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে।
দেবতানাং মনুষ্যাণাং তথৈবোরগরক্ষসাম্ ॥
যেষাং স্মরণমাত্রেণ পাপলক্ষশতানি চ।
দহ্যন্তে নাত্র সন্দেহো বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্ ॥”

প্রাতঃকালে উঠি লয় বৈষ্ণবের নাম।
কৃষ্ণতুল্য হয় সেই সর্ব্বগুণধাম ॥

মহাভারতে রাজধর্ম্মে—

“নিত্যং যে প্রাতরুত্থায় বৈষ্ণবানান্তু কীর্ত্তনম্।
কুর্ব্বন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যাঃ কলৌ বলে ॥”

বৈষ্ণবপ্রসঙ্গ হৃৎকর্ণরসায়ন।
মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণকথা অমৃতভাজন ॥
অপবর্গদ্বার আর শ্রদ্ধা রতি ভক্তি।
ক্রমিক জন্ময়ে হয় সুদৃঢ় আসক্তি ॥

শ্রীভাগবতে—

“সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো,
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি,
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥”

বৈষ্ণবের পাদুকায় নতি পুনঃ পুন।
যে প্রসাদে * মিলে সাধ্য সাধন নির্গুণ ॥
কর্ম্মাবলম্বন কারো আলম্বন জ্ঞান।
মো সভার বৈষ্ণবের পাদুকালম্বন ॥

শ্রীমধ্বাচার্য্যস্য—

“ভগবদ্ভক্তপাদাব্জপাদুকাভ্যো নমোঽস্তু মে।
যৎসঙ্গমঃ সাধনঞ্চ সাধ্যঞ্চাখিলমুত্তমম্ ॥” ইতি

পদাবল্যাম্—

“জ্ঞানাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ কর্ম্মাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ ॥” ইতি

দর্শন-স্পর্শন-আদি করি সহবাসে।
ক্ষণমাত্র শুদ্ধ হয় যবন পুক্কশে ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

“দর্শনস্পর্শনালাপসহবাসাদিভিঃ ক্ষণাৎ।
ভক্তাঃ পুনন্তি কৃষ্ণস্য সাক্ষাদপি চ পুক্কশম্ ॥”ইতি

হরিভক্ত পূজে যেই হরিবুদ্ধি † করি।
তারে তুষ্ট ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি ত্রিপুরারি ॥

* প্রভাবে—পাঠভেদ।
† হরিভক্তি করি—পাঠভেদ।

তত্রৈব—

"হরিভক্তিরতান্ যস্তু হরিবুদ্ধ্যা প্রপূজয়েৎ।
তস্য তুষ্যন্তি বিপ্রেন্দ্রা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ॥" ইতি

ভক্ত ভগবান্ স্বয়ং লোকরক্ষাহেতু।
ক্ষিতিতলে অবতীর্ণ প্রাকৃতিক নতু॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে—

"অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥" ইতি

হরিভক্তসঙ্গিসঙ্গ ক্ষণমাত্র হয়।
সর্ব্বমহাপাতকাদি তৎক্ষণেতে * যায়॥

বৃহন্নারদীয়ে—

"হরিভক্তি-পরাণাস্তু সঙ্গিনাং সঙ্গমাত্রতঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো মহাপাতকবানপি॥"ইতি

বৈষ্ণবের আরাধনা অসংখ্যগণন।
পুস্তক বাঢ়য়ে কত করিব বর্ণন॥
কিঞ্চিত কহিল মাত্র দিগ্‌দরশন।
যেন-তেন-মতে করি বৈষ্ণবের গান॥
বৈষ্ণবের মহিমা কি কহিব অধিক।
বিনা বৈষ্ণবের পূজা সকলি অলীক॥
গোবিন্দ ভজয়ে যে নাহি ভজয়ে বৈষ্ণবে।
ভক্তমধ্যে নহে সেই দাম্ভিক জানিবে॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েৎ তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা।
সর্ব্বং তরতি দুঃখৌঘং মহাভাগবতার্চ্চনাৎ॥"

বৈষ্ণব সন্তান যাঁর সেই ভাগ্যবান্।
পুত্রবতী সেই নারী পিতা পুত্রবান্॥

* তৎক্ষণাতে—পাঠভেদ।

সৌপর্ণে—

"কলৌ ভাগবতাং নাম যস্য পুংসঃ প্রজায়তে।
জননী পুত্রিণী তেন পিতৃণাস্তু ধুরন্ধরঃ॥" ইতি

দুর্লভ ভাগবত-নাম কলিতে যাঁহার।
ব্রহ্মারুদ্রপদ হৈতে উৎকৃষ্ট তাঁহার॥

তত্রৈব—

"কলৌ ভাগবতং নাম দুর্লভং নৈব লভ্যতে।
ব্রহ্মারুদ্রপদোৎকৃষ্টং গুরুণা কথিতং মম॥"ইতি

বৈষ্ণবের চিহ্ন যার শরীরে দেখিবে।
নিঃসন্দেহ কলিতে সে দেবতা জানিবে॥

তত্রৈব—

"যস্য ভাগবতং চিহ্নং দৃশ্যতে তু হরির্মুনে।*
গীয়তে চ† কলৌ দেবা জ্ঞেয়াস্তে নাস্তি সংশয়ঃ॥
ইতি

চণ্ডাল যে হরিভক্ত ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ।
হরিভক্তিহীন যতি শ্বপচাপকৃষ্ট॥ ‡

নারদীয়ে—

"শ্বপচোঽপি মহীপাল! বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনো § যো যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ॥"
ইতি

ইন্দ্র মহেশ্বর ব্রহ্মা সেই সে হইল।
চণ্ডাল হরির তোষ যেই জন্মাইল॥

স্কান্দে রেবাখণ্ডে—

"ইন্দ্রো মহেশ্বরো ব্রহ্মা পরং ব্রহ্ম তদেব হি।
শ্বপচো হি ¶ ভবত্যেব যদা তুষ্টোঽসি কেশব॥"

সেই সর্ব্বধর্ম্মকর্ত্তা হরিভক্ত ** কৃতী।
সর্ব্বপাপকর্ত্তা যেই অভক্ত দুর্ম্মতি॥

* যেষাং……তনৌ মুনে—পাঠভেদঃ।
† গীয়স্তে তে—পাঠভেদঃ।
‡ বিভক্তি শ্বপচ নহে তত অপকৃষ্ট—পাঠান্তর। (দুর্ব্বোধ)
§ বিহিনোঽপি—ইতি বা পাঠঃ।
¶ শ্বপচোঽপি—ইতি কচিৎ পাঠঃ।
** হরিভক্তিকৃতি—পাঠভেদ।

তত্রৈব—

"স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব।
স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত॥
ধর্ম্মো ভবত্যধর্ম্মোঽপি কৃতো ভক্তৈস্তবাচ্যুত।
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে॥"
ইতি

সর্ব্বধর্ম্ম করি সেই নরকেতে যায়।
হরির অভক্ত যেই জন দুরাশয়॥
সদা ব্রহ্মহত্যা যদি ভক্তেরে ঘটয়।
তভু শুদ্ধ থাকে তারা বাধা না জন্ময়॥

তত্রৈব—

"নিঃশেষধর্ম্মকর্ত্তা বাপ্যভক্তো নরকে হরে।
সদা তিষ্ঠতি ভক্তস্তে ব্রহ্মহাপি বিশুধ্যতি॥"

তাবৎ সংসার ভ্রমে পিণ্ডাকাঙ্ক্ষী হয়।
যাবৎ কুলে হরিভক্ত পুত্র না জন্ময়॥*

তত্রৈব—

"তাবদ্‌ভ্রমন্তি সংসারে পিতরঃ পিণ্ডতৎপরাঃ।
যাবৎ কুলে ভক্তিযুক্তঃ সুতো নৈব প্রজায়তে॥"
ইতি

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য চণ্ডাল যবন।
হরিভক্ত যেই সেই সর্ব্বোত্তমোত্তম॥

তত্রৈব—

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ॥"
ইতি

হরিনাম মহাপূত যেই নীচ জাতি।
জপে, সেই পবিত্র পাবন মহামতি॥
কৃষ্ণের পিরীতি সেই সাধু জন্মাইল।
বেদবেত্তা-ব্রাহ্মণ জনমে কি হইল॥

তত্রৈব শ্রীভগবদ্বাক্যম্—

"নামযুক্তজনাঃ কেচিৎ জাত্যন্তরসমন্বিতাঃ।
কুর্ব্বন্তি মে যথা প্রীতিং ন তথা বেদপারগাঃ॥"
ইতি

হরিভক্তিহীন যেই সেই সে চণ্ডাল।
হরিভক্ত চণ্ডাল যে ভুবনমঙ্গল॥

তত্রৈব—

"বিষ্ণুভক্তিবিহীনা যে চাণ্ডালাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
চাণ্ডালা অপি বৈ শ্রেষ্ঠা হরিভক্তিপরায়ণাঃ॥"
ইতি

বৈষ্ণব বর্ণের বাহ্য ত্রৈলোক্যপাবন।
শ্বপচসমান অবৈষ্ণব যে ব্রাহ্মণ॥

তত্রৈব—

"শ্বপচমিব * নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥" ইতি

শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রিত পাপযোনি হয়।
স্ত্রী-শূদ্র-বৈশ্য আদি যে কেহ ভজয়॥
পরমপবিত্র সেই দুর্লভ যে গতি।
অনায়াসে পায়, করে † বৈকুণ্ঠে বসতি॥

শ্রীভগবদ্গীতাসু—

"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিতা যেঽপি স্যুঃ
পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং
গতিম্॥" ইতি

সর্ব্বযজ্ঞ-সর্ব্ববেদ-পারগ ব্রাহ্মণ।
হেন কোটি কোটি নহে বৈষ্ণব সমান॥
এহেন সহস্র ভক্ত করিয়া সমানে।
ঐকান্তিক এক ভক্ত শ্রীকৃষ্ণচরণে॥

*... সংসারে... হৈয়্যা।...না জন্মে আসিয়া—পাঠভেদ।

* শ্বপাকমিব—পাঠভেদ। † তবে—পাঠভেদ।

গারুড়ে—

"সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে ॥" ইতি

সদাচার-হীন দুরাচার যদি হয়।
অনন্যভাবেতে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভজয় ॥
সাধু সেই মান্য সেই সর্ব্বসারকৃত।
তাৎপর্য্য যে ব্যবসায়-নিপুণ চরিত ॥

শ্রীভগবদ্গীতায়াম্—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥" ইতি

শালগ্রামপূজা বৈষ্ণবের আবশ্যক।
স্ত্রী কিংবা শূদ্র ইহা শাস্ত্র-নিয়ামক ॥

পাদ্মে—

"শালগ্রামশিলাপূজাং বিনা যোঽশ্নাতি কিঞ্চন।
স চাণ্ডালাদিবিষ্ঠায়ামাকল্পং জায়তে কৃমিঃ ॥" ইতি

স্কান্দে চ—

"গৌরবাচলশৃঙ্গাগ্রৈর্ভিদ্যতে তস্য বৈ তনুঃ।
ন মতির্জায়তে যস্য শালগ্রামশিলার্চ্চনে ॥" ইতি

এই দুই শ্লোক সাধারণ-ভক্তপর।
বিশেষ স্ত্রীশূদ্রভক্তপর শুন আর ॥

যথা তত্রৈব—

"এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ।
দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ সম্পূজ্যো ভগবৎ-
পরৈঃ ॥" * ইতি

তথা স্কান্দে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে চাতুর্ম্মাস্যব্রতে
শালগ্রামশিলার্চ্চন-প্রসঙ্গে—

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা।
শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন ॥"
ইতি

* ভগবৎপরঃ—ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

তত্রৈবান্যত্র—

"স্ত্রিয়ো বা যদি বা শূদ্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং পদম্ ॥" ইতি

সচ্ছূদ্রপদে শূদ্রবংশে যে বৈষ্ণব।
শালগ্রামে অধিকারী ইতরে দুর্ল্লভ ॥
তবে যে নিষেধমতে বচন যে শুন।
অবৈষ্ণবপর, নহে বৈষ্ণবে কখন ॥ *

তত্র বচনং যথা—

"ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং শুচেরপ্যশুচেরপি।
স্ত্রীশূদ্রকরসংস্পর্শো বজ্রাদপি সুদুঃসহঃ ॥
প্রণবোচ্চারণাচ্চৈব শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ।
ব্রাহ্মণীগমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চাণ্ডালতামিয়াৎ ॥" ইতি

অতএব এ বচন সামান্য-উপর।
নিষেধ যে হয়, তত্র বৈষ্ণব-ইতর ॥
কিংবা কেহ দস্তুক্রমে বচন গড়িল।
গোস্বামী আচার্য্য ইহা আশঙ্কা করিল ॥
হরিভক্তিবিলাসেতে শ্রীপাদ কহয়।
নতুবা বিরোধ শাস্ত্রান্তরমতে হয় ॥ †
আর কহি শুন হরিভক্তিবিলাসেতে।
গোস্বামী শ্রীসনাতন যে কহে টীকাতে ॥
"ব্রহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং" ইহার মধ্যেতে।
এব-কার হয় এব-কারের অর্থেতে ॥
অন্যব্যবচ্ছেদ হয় এই ত নির্ণয়।
অথচ দেখিয়ে বহুশাস্ত্রেতে কহয় ॥
স্ত্রী-শূদ্র শালগ্রামপূজা অধিকারী।
ইহাতেই এ বচন কৃত্রিম বিচারি ॥
এ বচন যদ্যপিহ প্রামাণ্য হইত।
অন্য শাস্ত্রমতে তবে বিধি না থাকিত ॥ ‡

* অতো নিষেধকং যদ্ যদ্ বচনং শ্রূয়তে স্ফুটম্। অবৈষ্ণব-পরং তত্তদ্বিজ্ঞেয়ঃ তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ হরিভক্তিবিলাস ১ম তাঃ।

† …কহয়ে। …যে হয়ে।

‡ এ বচন প্রমাণ যে যদ্যপি হইত।
অন্য অন্য শাস্ত্রে তবে বিধি না থাকিত—পাঠভেদ।

বিচার করিলে * ইথে পণ্ডিত যে হবে।
দম্ভ-ঈর্ষা-মতে নিজ মত না স্থাপিবে॥
পুনর্ব্বার আর শুন শাস্ত্রেতে † প্রমাণে।
বৈষ্ণবী-স্ত্রী-শূদ্র অধিকারী শালগ্রামে॥

বায়ুপুরাণে—

"অযাচকঃ প্রদাতা স্যাৎ কৃষিং বৃত্ত্যর্থমাচরেৎ।
পুরাণং শৃণুয়ান্নিত্যং শালগ্রামঞ্চ পূজয়েৎ॥"
"সম্ভার্য্যা বৈষ্ণবৈর্যত্নাচ্ছালগ্রামশিলাঽস্ত্রবৎ।
সাভ্যর্চ্চ্যা ‡ দ্বারকাচক্রাঙ্কিতোপেতৈব সর্ব্বদা॥"

এতেক প্রমাণশাস্ত্র বিরোধি যে বাক্য।
গ্রাহ্য নাহি হয় বহুশাস্ত্রেতে অনৈক্য॥
'ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং' ইত্যাদি বচন।
কেহ কহে শাস্ত্রের নহে দাম্ভিকবচন॥
তস্মাৎ যে অন্য বহু শাস্ত্রের বিরোধি।
অতএব সাধুজন ইহাতে বিবাদী॥
যদি বল স্ত্রী শূদ্র বৈষ্ণব কিমাকার।
গৃহীত যে বিষ্ণুদীক্ষা বিষ্ণুপূজাপর॥
ইহার ইতর সেই অবৈষ্ণবগণে।
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই পণ্ডিতে বাখানে॥

প্রমাণং হরিভক্তিবিলাসে—

"গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥"

শূদ্র-আদি অন্ত্যজ সে বৈষ্ণব যদি হয়।
শূদ্র নীচ নহে, সেই পূজ্যের আলয়॥
হরিভক্তিহীন শুদ্ধ § যতি কেনে নয়।
শ্বপচ-অধিক সেই নীচ দুরাশয়॥

তথা নারদীয়ে—

"শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণুভক্তো দ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণুভক্তি-বিহীনো যো যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ॥"

* করিবে—পাঠভেদ। † শাস্ত্রের—পাঠভেদ।
‡ সা চার্চ্চ্যা—পাঠভেদ। § যদি—পাঠভেদ।

ইতিহাসসমুচ্চয়ে—

"শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥"

নিষাদ শ্বপচ শূদ্র হরির ভকতে।
নীচ করি মানে যেই যায় নরকেতে॥
ভগবদ্ভক্ত যেই সেই শূদ্র কভু নহে।
অভক্ত ব্রাহ্মণাদিক শূদ্র শাস্ত্রে কহে॥

পাদ্মে চ—

"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেঽপি ভাগবতা মতাঃ। *
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥"

দ্রব্যের সংযোগে কাঁসা সোণা হয় যথা।
কৃষ্ণদীক্ষামাত্র নর দ্বিজ হয় তথা॥

তথা চ তত্রৈব—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥"

পিতৃগোত্রে যথা কন্যা অবিবাহে থাকে।
বিবাহ হইলে স্বামিগোত্রে প্রবর্ত্তকে॥
তথা বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষামাত্রে শ্রেষ্ঠ হয়।
নীচত্ব শূদ্রত্ব তেজি দ্বিজত্বকে পায়॥

যথা—

"পিতৃগোত্রেণ যা কন্যা স্বামিগোত্রেণ গোত্রিকা।
তথা দীক্ষাপ্রভাবেণ দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥"

অতএব তৃতীয়স্কন্ধে দেবহূতিবাক্যম্—

"যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ,
যৎপ্রহ্বণাদ্‌যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে,
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥"

* "তে তু ভাগবতোত্তমাঃ" ইতি "তেঽপি ভাগবতা নরাঃ" —ইতি বা পাঠৌ।

শ্রীরূপ সনাতন জগত-আচার্য্য।
এবং সর্ব্বাচার্য্য আর সর্ব্বসাধুবর্য্য ॥
সভার সম্মত শাস্ত্র বেদ-অনুসারে।
লোকনিস্তারের হেতু করিলা বিস্তারে ॥ *
অতএব দৃঢ় হৈল সিদ্ধান্ত বিচারে।
বুঝিবে সুবোধ নাহি, বুঝিবে ইতরে ॥
ইথে যেই অভাগিয়া বৈষ্ণব নিন্দয়।
নীচ জ্ঞান করি জাতি-কুল বিচারয় ॥
এ সব সিদ্ধান্তে যেই হেয় বুদ্ধি করে।
বৈষ্ণবচরণরজ নাহি ধরে শিরে ॥
বৈষ্ণব-চরণে দাসবুদ্ধি না করিল।
তবে বজ্রাঘাত তার শিরেতে পড়িল ॥
শ্রীল নাভাজীর মনপ্রীতের লাগিয়া।
তাঁহার অন্তরগূঢ় আশয় বুঝিয়া ॥
বৈষ্ণবমহিমা কিছু বাহুল্য লাগিয়া।
কথোগুলি শ্লোক লিখিল সুপ্রমাণ দিয়া ॥
ইহাতে যে ভালমন্দ বিচারিতে নারি।
অপরাধ না লবেন দাস অঙ্গীকরি ॥
ওহে † শ্রীল নাভাজীউ কটাক্ষ করহ।
শ্রীচরণ লালদাস ‡ মস্তকে ধরহ ॥

বৈষ্ণব মহিমা।

বৈষ্ণবমহিমামৃত সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
লক্ষ লক্ষ কহিবারে কার শক্তি হয় ॥
প্রসিদ্ধ জগতে ইহা কহিয়া কি ফল।
তথাপিহ প্রয়োজন আছয়ে প্রবল ॥
দাম্ভিক অবোধ সুতার্কিক দুরাশয়ে।
নিন্দুক পাষণ্ডী জনার হিতের লাগিয়ে ॥
দ্বিতীয় কারণ বৈষ্ণবের গুণগান।
কোন ছলে করি যদি পদে দেন স্থান ॥
সাধুকৃপা সুকৃতি যে বিনা কোনমতে।
কখন বিশ্বাস নহে হরির ভকতে ॥

পাদ্মে—
"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্। বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥"

হরিভক্তি অঙ্গ যে অন্বয়-ব্যতিরেকে।
চৌষট্টী প্রকার যে প্রসিদ্ধ সর্ব্বলোকে ॥
বৈষ্ণবের আরাধনা সেইমত হয়।
তার মধ্যে যে যে অঙ্গ সম্ভাবনা লয় ॥
তাহার প্রমাণ আর বৈষ্ণবমহিমা।
রসামৃত-সিন্ধুগ্রন্থ সিদ্ধান্তের * সীমা ॥
আরাধনবিধি পূর্ব্বে প্রমাণ কহিল।
দিগ্ দরশনমাত্রে সীমা না পাইল ॥
কৃষ্ণ হৈতে কৃষ্ণভক্তে অধিক পূজিব।
তাৎপর্য্য-অর্থে ইথে ত্রুটি না করিব ॥
বৈষ্ণবের মহিমা কে কহিবারে পারে।
শ্রীল শঙ্কর বিনা ইহা অন্য অগোচরে ॥
ইহাতে সন্দেহ কিবা দেখহ † বিচারি।
ভক্তিমিশ্র বিনা জ্ঞানি-কর্ম্মি-আদি করি ॥
ফল নাহি পায় যথা ‡ স্থূল তুষ কুটে।
ভক্তিমিশ্র হৈলে মুক্তি আদি করপুটে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে—
"শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো,
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥"

প্রার্থনা করিয়া সুর-মুনি যাহা কহে।
দিলেও সে হরিভক্ত নাহি ফিরে চাহে ॥

তত্রৈব—
"সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥"

* বিচারে—পাঠভেদ। † হে হে— পাঠভেদ। ‡ কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।

* মহিমার—পাঠভেদ। † দেখ না—পাঠভেদ। ‡ কভু—পাঠভেদ।

হেন যে ভকতি যার দেবতার পূজ্য।
যোগি-যতি-তপি-আদি সকলের আর্য্য ॥
সেহ দূরে থাকুক, যেই ভক্তিতে প্রবর্ত্ত।
কিঞ্চিত ভকতি কিন্তু কর্ম্মেতে নিবর্ত্ত ॥
জ্ঞানের যে পরিপাকে কর্ম্ম যায় ক্ষয়।
সে জন জীবন্মুক্ত প্রবর্ত্তেই হয় ॥

শ্রীভগবদ্গীতায়াম্—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥"

অতএব প্রবর্ত্ত সাধক ভক্ত যেঁহ।
সকলের পূজ্য তেঁহো ইথে কি সন্দেহ ॥
তাহাও থাকুক দূরে শুনহ রহস্য।
প্রসিদ্ধ জগতে ইহা গান করে বিশ্ব ॥
বৈষ্ণব যাহার কুলে গর্ভে জনময়।
তার পিতৃলোক যদি নরকে থাকয় ॥
নরকে * হইতে উঠি আস্ফোটন করে।
মোর বংশে বৈষ্ণব জন্মিব † অতঃপরে ॥
সংসারের দুঃখ আর নাহিক ভুঞ্জিব।
বালক জন্মিবামাত্র সবে মুক্ত হব ॥

অথ সম্প্রদাপ্রকরণ।

সম্প্রদায়ী সদ্গুরুর চরণ-আশ্রয়।
লবামাত্র কর্ম্ম ছুটে, পবিত্র সে হয় ॥
শ্রীকৃষ্ণে নিষ্কাম-প্রেমভক্তি উপজয়।
ইহার প্রমাণ শত কত কহা যায় ॥
কিঞ্চিত কহিব মাত্র দিগ্ দরশন।
সাধুমার্গ শাস্ত্রমতে দিয়া যে প্রমাণ ॥
সম্প্রদাবিহীন যেই বৈষ্ণবাভিমানী।
শাস্ত্রের প্রমাণে তারে বৈষ্ণবে না গণি ॥

* নরক হইতে—পাঠভেদ।
† জন্মিবে—পাঠভেদ।

কোটিকল্পে তার সিদ্ধ * কভু নাহি হয়।
সেই মন্ত্র নিষ্ফল যে জানিহ নিশ্চয় ॥

পাদ্মে তথা গৌতমীয়তন্ত্রে তথা স্থানান্তরে—

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
সাধনৌঘৈর্ন সিধ্যন্তি কোটিকল্পশতৈরপি ॥

বৈষ্ণবসম্প্রদা চারি প্রসিদ্ধ ভুবনে।
শ্রী মাধ্বী রুদ্র আর সনক বিধানে ॥

পাদ্মে—

"কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-মাধ্বী-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবা ভুবি পাবকাঃ ॥"

অবৈষ্ণবস্থানে যদি বিষ্ণুমন্ত্র লয়।
নরকগমন সেই পশ্চাতে করয় ॥
ভ্রমে যদি করে পুন বৈষ্ণবে গুরুত্বে। †
দীক্ষা করিবেক সেই শাস্ত্রবিধিমতে ॥

নারদপঞ্চরাত্রে তথা যামলে হরিভক্তি-
বিলাস-গ্রন্থ-প্রসিদ্ধঃ—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ ॥" ‡

পাদ্মোত্তরখণ্ডে—মহাদেব উবাচ—

"ন্যাসে বাপ্যর্চ্চনে বাপি মন্ত্রমেকান্তমাশ্রয়েৎ। §
অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ ন পরা গতিঃ ॥
অবৈষ্ণবোপদিষ্টং চেৎ ¶ পূর্ব্বমন্ত্রবরদ্বয়ম্।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ বৈষ্ণবাদ্গ্রাহয়েন্মনুম্ ॥" **

* সিদ্ধি—পাঠভেদ। † বৈষ্ণবগুরুতে—পাঠভেদ।
‡ গৃহ্ণীয়াদ্ বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ—ইতি বা পাঠঃ।
§ মন্ত্রমেকন্ত নাশ্রয়েৎ—ইতি বা পাঠঃ।
¶ স্যাৎ—ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।
** গৃহীত বৈষ্ণবাৎ সুধীঃ—ইতি বা পাঠঃ।

মহাকুলোদ্ভব সর্ব্বযজ্ঞেতে দীক্ষিত।
নিগমসহস্রশাখা যদ্যপি পঠিত॥
হেন যে ব্রাহ্মণ যদি অবৈষ্ণব হন।
গুরু নাহি হন তাঁরা * করিলে বরণ॥

তত্রৈব—
"মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥"

পুনশ্চ পাদ্মে—
"সহস্রশাখাধ্যায়ী চ সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
কুলে মহতি জাতোঽপি ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥
যস্তু মন্ত্রদ্বয়ং সম্যগধ্যাপয়তি বৈষ্ণবঃ।
স আচার্য্যস্তু বিজ্ঞেয়ো ভববন্ধবিদারকঃ॥"

অবৈষ্ণবে বিষ্ণুমন্ত্র লৈলে কি হইবে।
ভক্তি যে বৰ্দ্ধিষ্ণু নহে যাহাতে তরিবে॥

নারদপঞ্চরাত্রে—
"গৃহ্লাতি ভক্তো ভক্ত্যা চ কৃষ্ণমন্ত্রঞ্চ বৈষ্ণবাৎ।
অবৈষ্ণবাদ্ গৃহীত্বা চ হরিভক্তির্ন বর্দ্ধতে॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—
"বিষ্ণুভক্তিবিহীনাচ্চ ভক্তিহীনো ভবেন্নরঃ।
শৈবাৎ শাক্তাদ্ গৃহীত্বা চ হরৌ ভক্তির্ন বর্দ্ধতে॥"

শৈব-সৌর-শাক্ত-আদি বর্জ্জন করিয়া।
বিষ্ণুমন্ত্র লইবেক বৈষ্ণব জানিয়া॥

কালীতন্ত্রে—
"ন চ শাক্তাৎ ন শৈবাচ্চ গৃহ্লীয়াদ্‌বৈষ্ণবাদ্দ্বিজাৎ।
শাক্তাৎ শৈবাৎ গৃহীত্বা চ হরৌ ভক্তির্ন জায়তে"

দেবীপুরাণে—
"শৈবঃ সৌরো গাণপত্যঃ শাক্তঃ শাঙ্কর এব চ।
বর্জ্জয়েচ্চ প্রযত্নেন সর্ব্বজ্ঞমপি নাস্তিকম্॥"

বিপর্য্যয়-পথ যদি গুরু শিষ্যে হয়।
কোথা আরাধনা তার ভক্তির উদয়॥

পাদ্মে—
"বিপর্য্যয়ে চ বর্ণে চ গুরুশিষ্যে যদি কচিৎ।
কথমারাধ্যতে ইষ্টং কথং তদ্ভক্তিসুস্থিরম্॥"

এ প্রমাণ বহু হয় কতেক লিখিব।
কৃষ্ণভক্তি ইচ্ছে যেই বিচার করিব॥
সদ্‌গুরু-শব্দেতে সম্প্রদায়ীকে বুঝায়।
সৎ-শব্দে নিত্য ইহা অভিধান হয়॥
সম্প্রদায় গুরুপরম্পরা যে প্রণালী।
নিত্য তার ধ্বংস নাহি আসিতেছে চলি॥
সেই প্রণালীতে গুরু যেই জন হন।
সদ্‌গুরু বলিয়া হয় তাঁহার আখ্যান॥
পূর্ব্বে যে কহিল সম্প্রদায়-উপদেশ।
বিনা যে নিষ্ফল তার ধর্ম্মের নাহি লেশ॥
তাহা বিনে বৈষ্ণবত্ব সিদ্ধ যে নহিল।
তবে যে বৈষ্ণব বলি যতেক কহিল॥
তাহাতে জানিবে সম্প্রদায়ী হন তেঁহ।
নতুবা বিরোধ হয় পূর্ব্বাপর সহ॥
অতএব যেঁহো সম্প্রদোপদিষ্ট হন।
বৈষ্ণব-শব্দেতে শাস্ত্রে তাঁহারে কহেন॥
সর্ব্ব যে লক্ষণে হীন আচার্য্য হয়েন।
যদি বিষ্ণুপরায়ণ ভকতি বহেন॥
সেই সে দুর্ল্লভ তেঁহো সদ্‌গুরু হয়েন।
সত্য সত্য করি পুনঃ শাস্ত্রেতে কহেন॥

দেবীপুরাণে—
"সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি আচার্য্যঃ স ভবিষ্যতি।
যস্য বিষ্ণৌ পরা ভক্তির্যথা বিষ্ণৌ তথা গুরৌ।
স এব সদ্‌গুরুর্জ্ঞেয়ঃ সত্যমেতদ্‌বদামি তে॥"

চারি সম্প্রদায় ক্রম হয় শাস্ত্রসিদ্ধ।
অনাদি-ব্যবহারে দেখ লোকেতে প্রসিদ্ধ॥
আর দেখ চমৎকার সম্প্রদোপদিষ্ট।
অনন্যভাবেতে হয় * ইষ্টভক্তিনিষ্ঠ॥

* তেঁহো—পাঠভেদ।

* অনন্তভাবেতে—পাঠভেদ।

অসম্প্রদায়ী জন যেই কৃষ্ণমন্ত্র যজে।
নিষ্ঠা দুরে রহু নাহি জানে কারে ভজে ॥
সর্ব্ব বেদ * জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি সমান জানে।
নানাকর্ম্ম করি আপনারে সাধু মানে ॥
বিচার করিয়া দেখ পূর্ব্বাপর-ক্রমে।
সদ্গুরু আশ্রয় বিনে পথান্তর ভ্রমে ॥
গুরু সকলের মূল সভার প্রকৃতি।
ভুক্তি-মুক্তি-দাতা আর কৃষ্ণে ভক্তি রতি ॥
যেমন আশ্রয় যার তেমতি সে হয়।
এক 'দোঁহা' তার দৃষ্ট মহাজনে কয় ॥

[দোঁহা—মূল হিন্দী]

জল-বরোবর মীন রহে জাতি বুঝ্ কে বুদ্ধি।
জাকো যৈছে গুরু মিলে তাকো তৈছে সিদ্ধি ॥

অতএব সাধুমার্গ শাস্ত্রমত যজ।
বৈষ্ণবের পথ লও, সদ্গুরুকে ভজ ॥
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিন এক করি জেনো।
আপনারে নীচ অপরাধী করি মানো ॥
তরুবত সহিষ্ণুতা আপনেতে করো।
অমানী আর মানদান সদাই বিচারো ॥

যথা -

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

যে জনার হরিভক্তি অকিঞ্চনা হয়।
অসংখ্য মহিমা তাঁর কহা নাহি যায় ॥
সকল দেবতা সর্ব্বগুণের সহিত।
তাঁহার শরীরে বৈসে হৈয়া আনন্দিত ॥
হরির অভক্ত জনে সদ্গুণ কোথায়।
ইন্দ্রিয়-সুখের হেতু ইথি উথি ধায় ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা,
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা,
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥"

সামান্যত বৈষ্ণব-আকার কহি শুন।
পূর্ব্বে কহিয়াছি তথাপিহ কহি পুনঃ ॥

হরিভক্তিবিলাসে—

"গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

"বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকশ্চ স এব বৈষ্ণবো দ্বিজ।"
ইত্যাদি

সম্প্রদায়ী শব্দ যদি এ শ্লোকে না হয়।
তথাপি জানিবে সম্প্রদায়ীর আশ্রয় ॥
পুথি দেখি মন্ত্র-উপাসনা নাহি হয়।
ইহাতে জানিবে তোঁহো সদ্গুরু আশ্রয় ॥
বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষা করি ভক্ত্যঙ্গ যজয়।
সেই জন বৈষ্ণবেতে জানিহ নিশ্চয় ॥
ইহার ইতর যত অবৈষ্ণবগণ।
কিন্তু সম্প্রদায়ী তেঁহো বৈষ্ণব না হন ॥
যতেক কহিল এত অতিধন হয়।
বৈষ্ণব-অপরাধে কিন্তু সব নাশ যায় ॥
বৈষ্ণবেতে অপরাধে সর্ব্বনাশ হয়।
আয়ু-শ্রী-যশোধর্ম্ম লোকাশিষ ক্ষয় ॥
আর যত শ্রেষ্ঠ * কোটি জন্মের সঞ্চয়।
আর কি কহিব † কৃষ্ণভক্তি দূরে যায় ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে—

"আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥

বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই মহামতি।
পিতৃসহ রৌরবেতে ভুঞ্জয়ে দুর্গতি ॥

* দেব— পাঠভেদ।

* শ্রেয়—পাঠভেদ। † অধিক কি কব—পাঠভেদ।

তথাচ স্কান্দে—

"নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে ॥"

বৈষ্ণব দেখিয়া যেই সম্মান নাহি করে।
আসন হইতে উঠি প্রণয়-আদরে ॥
দাম্ভিক সে জন যে নিন্দিত ভ্রষ্টমতি।
অচিরাতে হয় সেই নরকে অতিথি ॥

তথাচ পাদ্মে—

"বৈষ্ণবং জনমালোক্য নাভ্যুত্থানং করোতি যঃ।
প্রণযাদরতো বিপ্র! স ভবেন্নরকাতিথিঃ ॥" *

সদ্‌গুরু-আশ্রয় কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-সেবন।
এই ধন্য নরদেহ করিয়া ধারণ ॥
অন্বয়-ব্যতিরেক-মতে বৈষ্ণবমহিমা।
প্রসঙ্গে কহিল কিছু সিদ্ধান্তচন্দ্রিমা ॥
সম্প্রদায় সৎ-প্রণালী আগে ত কহিব।
লালদাস † পাদরজ মাঙ্গিয়া ‡ লইব ॥

২৬। চরিত্র শ্রীনব যোগেশ্বর §

নমি নব যোগেশ্বর যা-সভা-পাদুকা।
পরমশরণ্য যেই ভবাব্ধির নৌকা ॥
কবি হরি করভাজন আর অন্তরীক্ষ।
চমস প্রবুদ্ধ আর পিপ্পল সুদক্ষ ॥
দ্রুমিলাদি জগজন-তাপবিমোচন।
ভুবনে বিতরে কৃষ্ণভক্তি জ্ঞানাঞ্জন ॥

ভক্তিমহিমাকথন

নানাবিধা ভক্তি যেই যাজন করয়।
তার শ্রীচরণরেণু পরম উপায় ॥
নব অঙ্গ দূরে রহু, এক অঙ্গ ভজে।
পরম ধামকে পায়, মায়াবন্ধ তেজে ॥

শ্রবণে শ্রীপরীক্ষিত, কীর্ত্তনে শ্রীশুক। *
স্মরণে প্রহ্লাদ, অর্চ্চনে পৃথুরাজক ॥ †
কমলা চরণ সেবি, বন্দনে অক্রূর।
শুদ্ধদাস্যরস-অঙ্গে পায় কপীশ্বর ॥
সখ্যে পার্থ, আত্মনিবেদনে বলিরাজ।
এক এক অঙ্গে ভক্তি সাধে নিজ কাজ ॥

যথা—

"শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্
বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে,
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি ভজনে ‡
লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ
সখ্যেঽর্জ্জুনঃ,
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ
কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্ ॥"

ভগবান যার বশ তার নামগুণে।
ত্রৈলোক্য পবিত্র সেই পূজ্য ত্রিভুবনে ॥

ভক্তি অঙ্গ

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥"

২৭। চরিত্র শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের

রাজা পরীক্ষিত, ভুবনে বিদিত,
মহিমা অপার যাঁর।
যাঁর যশ গুণ, করিয়া বাখান,
তরয়ে এ তিন সংসার ॥
হেন § অদ্‌ভুত, শুনি চমকিত,
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলে।
গর্ভের ভিতরে, শ্যামল-সুন্দরে,
দেখা দিলা রক্ষা-ছলে ॥

---

* স নরো নরকাতিথিঃ—পাঠভেদঃ। † কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।
‡ মাগিয়া—পাঠভেদ। § যোগেন্দ্র—ক্বচিৎ পাঠভেদ।

* শ্রীব্যাস—পাঠভেদ। † পৃথুমহাশয—পাঠভেদ।
‡ তথাঙ্ঘ্রি ভজনে—বা পাঠঃ। § অহো—পাঠভেদ।

সেই হৈতে হিয়া, উচ্চাটন হৈয়া,
কি দেখিনু কিবা সেই ।
তেমন না দেখি, সচঞ্চল আঁখি,
সভা-মুখ নেহারই ॥
এই বা সে হয়, বিতর্ক করয়,
যার তার পানে চাহি ।
সেই অভ্যাসেতে, যার যে মনেতে,
কহিতে শকতি নাহি ॥ *
গুণের সাগর, কিবা চমৎকার,
কহিতে বিরমে মতি ।
শ্রীল-শুকমুনি, সাধুশিরোমণি,
পূজিত ত্রৈলোক্যে অতি ॥
অব্যাহত গতি, এক স্থানে স্থিতি,
গো-দোহন-কাল নহে ।
হেন সে যদ্যপি, স্বভাব † তথাপি,
রাজার গুণেতে মোহে ॥
সপ্ত দিবানিশি, একাসনে বসি,
আনন্দে মগন হিয়া ।
শ্রীল-ভাগবত, নৃপের সহিত,
আস্বাদনে বন্ধু পায়্যা ॥
রাজা মহামতি, ওই রসে মাতি,
ক্ষুধা-তৃষা ‡ নাহি বাধে ।
প্রেমানন্দামৃত, অন্তরে পূরিত,
কি করিব দ্বন্দ্ব-বাদে ॥
কর্ম্মী জ্ঞানী তপী, চারিদিকে ব্যাপী,
ভক্তিমর্ম্ম নাহি বুঝে ।
তাহা নৃপবরে, বুঝিয়া অন্তরে,
তা-সভা বুঝাবা-কাজে ॥
নাহি বুঝিলাম, হেন করি ভাণ,
প্রশ্ন করে পুনঃ পুন ।
পুন সে গোসাঞিঃ, ব্যক্ত করি তাই,
কহে বুঝে অন্য জন ॥

রাজা পরীক্ষিত, ত্রিজগত হিত,
করিলেন অনায়াসে ।
যাঁহার আদরে, শুক মুনিবরে,
ভাগবত পরকাশে ॥
তাঁহার চরিতে, কে পারে কহিতে,
তাহে মুঞি ছারমতি ।
টীকার আভাস, নৃপগুণযশ,
কহি যে কিঞ্চিত রীতি ॥
তাঁহার চরণে, যদ্যপি কখনে,
কোন সুকৃতির ফলে ।
ভক্তি উপজয়, তবে সে জুয়ায়,
বর্ণিতে গুণ-সঙ্কুলে ॥
লালদাস * চিতে, চরণ-অমৃতে,
কুমতি-বিষ ঘুচাও ।
প্রভু ভৃত্য দুহুঁ, কৃপা করি পহুঁ
অন্তরে উদয় হও ॥

২৮। চরিত্র শ্রীশুকদেব গোস্বামীর

শুকদেব মুনিবর, তুলনা নাহিক যাঁর,
ত্রিজগত চৌদ্দ ভুবনে ।
পূজ্যবর্গে সাধুমার্গে, সমতা সদ্‌গুণ বিজ্ঞে,
যাঁর সম না হয় বাখানে ॥
কৃষ্ণভক্তচূড়ামণি, বেদের মঙ্গলধ্বনি,
ফুকারিয়া গায় উচ্চনাদে ।
যাহা শুনি সব লোকে, তরয়ে সংসারদুখে,
দ্বন্দ্বধর্ম্ম না করে বিবাদে ॥
যাঁর নাম গুণ যশ, পরম কৌতুকরস,
যারে বেদ্য সেই জানে স্বাদ ।
ভুবন-মঙ্গলধ্বনি, পরানন্দবিস্তারিণী,
ইতর রসের করে বাদ ॥

* গতি—পাঠভেদ । † সভার—পাঠভেদ ।
‡ তৃষ্ণা—পাঠান্তর ।

* কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ ।

সেই সে রসেতে ভক্ত, তার প্রেমে অনুরক্ত,
গুণ কত কহনে না যায়।
কৃষ্ণপাদ-পদ্মমধু, মন মত্তভৃঙ্গ লুব্ধ,
দিবানিশি তাহাতে চরায় ॥ *
নিশিদিন † স্ফূর্ত্তি নাহি, কিবা করি কিবা কহি,
কেবা মুঞি নাহিক সন্ধান।
মদিরা-মদান্ধ যেন, নিজদেহে জ্ঞানহীন,
তেমতি প্রেমান্ধ মতিমান্ ॥
কিবা সে রহস্য কথা, গর্ভ হৈতে কেবা কোথা,
নাড়ীসহ ভূমিষ্ঠ হইয়া।
শ্রীকৃষ্ণে অর্পিয়া মন, তৎক্ষণাৎ সুগমন,
পিতা মাতা উপেক্ষা করিয়া ॥
চলিতে পথ নাহি হেরে, নদী কিবা সরোবরে,
কিংবা বৃক্ষ পর্ব্বত সম্মুখে।
ঐমনি চলিয়া যায়, কেহ নাহি বাধে তায়,
হরিজনে কেহ নাহি রোখে ॥
জল স্থলময় হয়, গিরি-বৃক্ষ-আদি-চয়,
দোফাল হইয়া পথ দেয়।
অনল শীতল হয়, বায়ু মৃদু মৃদু বয়, ‡
শীত বর্ষা স্বভাব তেজয় ॥
নবকঞ্জ সুনয়নে, § ধারা বহে অবিরামে,
নীলবরণ শুদ্ধ ¶ তনু।
যেন নব কাদম্বিনী, নির্ঝরে ঝরয়ে ** পাণি,
হুহুঙ্কার †† সুগর্জ্জন জনু ॥
প্রলম্ব সুবাহুদ্বয়, আজানু দুলিয়া যায়,
করিশুণ্ড যেন লক্‌লকে।
অর্দ্ধ-উন্মীলিত আঁখি,প্রদোষে সুধাংশু ‡‡ দেখি,
পদ্ম যেন মুদিত উন্মুখে ॥

দরশন চমৎকার, গুণের নাহিক পার,
রূপে গুণে * অতুল সংসারে।
ত্রিজগতে এক ধন্য, এক শ্রেষ্ঠ এক মান্য,
পূজ্যের পূজ্যতম-তমোত্তরে ?
ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্রত জপ, জ্ঞান যজ্ঞ জপ তপ, †
আদি করি পুরুষার্থ যতেক।
ত্রিজগতে উচ্চগিরি, সভাই আশ্রয় করি,
সাধু করি মানে পরতেক ॥
হরিভক্তি মহারাণী, তাঁর দাস দাসী মানি,
সেই উচ্চগিরি লোকে আর্য্য।
আপন সেবকগণে, শক্ত নহে ফলদানে,
বিনা দেবী সকলি অগ্রাহ্য ॥
ভক্তিদেবী মুখপানে, করি থাকে নিরীক্ষণে,
ঠাকুরাণী শুভদৃষ্টি কৈলে।
সেবকেরে ফল দিব, নহে সব ব্যর্থ হব,
গীতোপনিষদে ইহা বলে ॥
অতএব হরিভক্তি, বিনা মিশ্র নহে শক্তি,
কোন সাধনের ফলদানে।
আপনি স্বতন্ত্র হন, সর্ব্বফলে শক্তিমান্, ‡
চিদ্‌ঘনস্বরূপ বেদে ভণে ॥
সেই দেবীর প্রিয়ধাম, শুকদেব অভিরাম,
সম্যক্ প্রকারে যাতে স্থিতি।
অভিন্ন কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি, তাঁর ধাম তাঁর শক্তি,
শক্তি শক্তিমানে § এক রীতি ॥
অতএব ভক্ত ভক্তি, কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি,
শক্তি শক্তিমানেতে ¶ অভেদ।
যে হেতুক কৃষ্ণভক্ত, ভক্তি যাতে ** অনুরক্ত,
সেই কৃষ্ণ বিশেষে †† শুকদেব ॥

* চরয়—পাঠভেদ। † নিশি দিশি—পাঠভেদ।
‡ আনল···হয়ে···বহে—পাঠভেদ।
§ 'নব কজ্জল ছু নয়নে' এবং 'নব কঞ্জ ছু-নয়নে'—পাঠভেদ।
¶ সুনীল বরণ শুভ—পাঠভেদ। ** ধরয়ে—পাঠভেদ।
†† হুঙ্কার—পাঠভেদ। ‡‡ শুভাংশু—পাঠভেদ।

* রূপ গুণে—পাঠভেদ। † যোগতপ—পাঠভেদ।
‡ শক্তিবান্—পাঠভেদ। § শক্তিবানে—পাঠভেদ।
¶ শক্তিবানেতে—পাঠভেদ। ** ভক্তে যেই—পাঠভেদ।
†† অতএব কৃষ্ণতুল্য—পাঠভেদ।

কলিভবকারাগার, নাহি যাহে পারাবার,
ঘোর তিমির অগেয়ান।
তাহে বন্দী জীবগণ, হেরিয়া কাতর মন,
করিলা যে উপায় সৃজন ॥
শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র, কলিজয় মহা-অস্ত্র,
প্রকাশিলা সদয় হৃদয়।
তাহা সে * আশ্রয় করি, সিন্ধুমধ্যে যেন তরি,
পাইয়া উত্তরে দুঃখচয় ॥

* যে—পাঠভেদ।

তাঁহার চরণরেণু, মস্তকে ভূষণ বিণু
স্মরণ ভজন নমস্কারে।
কৃষ্ণভক্তি রহু দূরে, * সংসার নাহিক তরে
ধর্ম্ম অর্থ সেহ না সঞ্চারে ॥
লালদাস ধিক্ মতি, তাঁহার চরণে রতি
হেন কৃষ্ণ-ভকতি বিহীনে। †
হেন দিন কবে হবে, তাঁহার করুণা লবে
অনুরাগ হইবে সে ধনে ॥ ‡

* বহু দূরে—পাঠভেদ।
† কৃষ্ণদাস…চরণ রতি,হীনকৃষ্ণভক্তিনিধি মাগে—পাঠভেদ
‡…হব…শরণ লব, সে ধনে হইব অনুরাগে—পাঠভেদ।

ইতি শ্রীভক্তমালে পুরু-ইক্ষ্বাকু-আদি-গুণকথন তথা ভক্তসেবা-অঙ্গ
তথা ভক্তিদেবী-গুণকীর্ত্তন নাম ষষ্ঠ মালা ॥ ৬ ॥

সপ্তম মালা

প্রহ্লাদভক্তরাজগুণকথন।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব-গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥

২৯। চরিত্র শ্রীপ্রহ্লাদ * ভক্তরাজের

প্রহ্লাদের গুণগান পরম অদ্ভুত।
যাঁর গুণে বশীভূত প্রভু যে অচ্যুত॥
অহো কি আশ্চর্য্য কথা কিবা চমৎকার।
যাঁর অনুরোধে প্রভু হৈলা অবতার॥
লক্ষ্মী-শিব-ব্রহ্মা-আদি ভয়ে পলাইয়া।
প্রহ্লাদের অঙ্গ স্নেহে চাটিতে লাগিলা॥
অগ্নি জল বিষ আদি হৈতে রক্ষা কৈলা।
যাঁর সঙ্গে শিশুগণ বৈষ্ণব হইলা॥
পরম অদ্ভুত কথা প্রহ্লাদচরিত্র।
শ্রবণসুখদ হয় পরম † পবিত্র॥
বিস্তার ‡ বর্ণিতে তাহা নাহিক শকতি।
কিঞ্চিত কহিব মাত্র যথাবুদ্ধিমতি॥
রচনায় ভাল মন্দ না করো বিচার।
পবিত্র কথন বলি করো অঙ্গীকার॥
নাভাজীর বর্ণন আর প্রিয়াজীর টীকা।
সংক্ষেপে কহিলা কিন্তু অমৃত অধিকা॥
কিঞ্চিত বিস্তার করি কহিবারে চাহি।
চান্দ ধরিবারে মতি § কীটসম নহি॥

* কোন কোন গ্রন্থে প্রহ্লাদ স্থলে প্রহ্রাদ দৃষ্ট হয়।
† জগত—পাঠভেদ। ‡ বিস্তারি—পাঠভেদ।
§ চাহি—পাঠভেদ।

অতএব যথাশক্তি যথাবুদ্ধিমতি।
কহি যে পবিত্র হেতু আপন প্রকৃতি॥
হিরণ্যকশিপু অতি দুর্দ্দান্ত অসুর।
ভয়ে কম্পাকম্পান্বিত হয় তিন পুর॥
আপনা ঈশ্বর মানে ভগবত-দ্বেষ্টা।
বিষ্ণুরে মারিব বলি করে মূঢ় চেষ্টা॥
তাহার বনিতা নাম কয়াধু সুশীলা।
তাহার সদ্‌গুণ ভাগবতে বাখানিলা॥
কৃষ্ণভক্তমধ্যে তেঁহো ভাগবত-শ্রেষ্ঠ।
সুশীলা সুধীরা সম শান্ত দান্ত শিষ্ট॥
ইন্দ্র যবে হরণ করিয়া লঞা গেলা।
নারদের বাক্যে দেবরাজ চমকিলা॥
কৃষ্ণভক্তা কয়াধু সে আরাধ্য স্বভাবে। *
দ্বিতীয় পরমভাগবত ঞিহার গর্ভে॥ †
তাহা শুনি দেবরাজ সঙ্কোচিত হৈয়া।
পূজিলা তাঁহারে অতি ভকতি করিয়া॥
নমস্কার প্রদক্ষিণ স্তুতি নতি ‡ করি।
পাঠাইয়া দিলা তারে আপন নগরী॥
কয়াধুর গুণ কত § না যায় বর্ণন।
যাঁর গর্ভে জন্মিলেন প্রহ্লাদ-রতন॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে রতি ¶ গোপনে রাখয়।
বহির্ম্মুখ স্বামী পাছে জানে দুরাশয়॥
তেঁহো রত্নগর্ভা তাঁর জঠর-সাগরে।
দুর্ল্লভ অমূল্য রত্ন জন্মিলা অন্তরে॥
প্রহ্লাদ মহানুভব পৃথিবীর রত্ন।
সেই আঢ্য যেই করে তাঁর পদে যত্ন॥

* সভারে—পাঠভেদ। † গর্ভেরে—পাঠভেদ।
‡ স্তুতি—পাঠভেদ। § যত—পাঠভেদ।
¶ মতি—পাঠভেদ।

শ্রীল-শ্রীমন্নারদ গোস্বামী মহাশয়।
জগতের গুরু ভক্ত্যাবেশ দয়াময় ॥
অন্তরে জানিলা কয়াধুর শুভগর্ব্বে।
লীলাহেতু নৃসিংহের অবতারপর্ব্বে ॥
জন্মিলা মহান্ এক পুরুষরতন।
যাঁর বাধ্য ভগবান্ জগত-কারণ ॥
জানিয়া আইলা ঋষি কয়াধুর স্থানে।
ভাগবত শাস্ত্র ইষ্টগোষ্ঠী অনুক্ষণে ॥
গর্ব্ভের ভিতরে থাকি শুনেন প্রহ্লাদ।
আনন্দে মগন সাধু প্রেমে অবসাদ ॥
সময়েতে গর্ব্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলা।
রাহুগ্রস্ত হৈতে যেন চন্দ্র প্রকাশিলা ॥
মঙ্গলসূচক দশদিগেতে ব্যাপিল।
ত্রৈলোক্যের অমঙ্গল আজু হৈতে গেল ॥
প্রহ্লাদের স্বাভাবিক কৃষ্ণপদে রতি।
বাল্য হৈতে মহান্তের বিষয়ে বিরতি ॥
অন্য অন্য বালক অন্য অন্য ক্রীড়া করে।
প্রহ্লাদ মৃন্মূর্ত্তি করি পূজয়ে কৃষ্ণেরে ॥
ভোজনের কালে মাতা খাইতে ডাকয়।
না যাব এখন কহে সেবা নাহি হয় ॥
অন্যান্য * বালক নাচে ধূলি উড়াইয়া।
প্রহ্লাদ নাচয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে বলিয়া ॥
হিরণ্যকশিপু রাজা ভগবত † দ্বেষ্টা।
প্রসিদ্ধ সভাই জানে তাহার কুচেষ্টা ॥
প্রহ্লাদের সুধারা শ্রীকৃষ্ণভক্তি দেখি।
বিপর্য্যয় মানে রাজা কোপে রক্ত আঁখি ॥
তাড়ন ভর্ৎসন করে বালক-উপরে।
হাঁরে শিশু ও নাম শিখাল কেবা তোরে ॥ ‡
মারিবারে ধায় মহা তর্জ্জন করিয়া।
শিশু মৌনে রহে কৃষ্ণে মন সমর্পিয়া ॥
কয়াধু সুমতি পুত্রে বিরলে লইয়া।
গোপনে বুঝান মুখচুম্বন করিয়া ॥
তোমার বালাই যাই অরে মোর স্তন্য।
তুমি হেন পুত্র মোর গর্ব্ভ ধন্য ধন্য ॥
পিতা তব মূঢ়মতি তাড়ন করয়।
তাহাতে কি ভয় যার শ্রীকৃষ্ণ সহায় ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে দৃঢ়মতি যার রহে।
অচ্ছেদ্য অভেদ্য সেই সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ॥
অতএব আমার পরাণ-পুতলিয়া।
কৃষ্ণ নাহি ভুল, ভজ একান্ত করিয়া ॥
গদগদ ভাবে মহা-আনন্দে প্রহ্লাদ।
কান্দয়ে ধরিয়া সাধু মাতার দুইপাদ ॥
ধন্য সে জননী তুমি যাতে কৃষ্ণভক্তা।
হেন উপদেশ দেয় সেই সত্য মাতা ॥
বিধাতা সদয় মোরে কত ভাগ্য কৈনু।
কোটি জন্ম পুণ্যে তব গর্ব্ভে জনমিনু ॥
কথোক দিবসে রাজা পুত্রে পড়াইতে।
সঁপিলা পণ্ডিত ষণ্ডামর্ক * গুরুহস্তে ॥
ষণ্ডামর্ক প্রহ্লাদে লইয়া নিজালয়।
অন্যান্য † বালক সহ যতনে পড়ায় ॥
প্রহ্লাদ অনন্যচেতা তাহে নাহি মন।
কেবল চিন্তয়ে মাত্র কৃষ্ণের চরণ ॥
গুরুর সমীপে ততক্ষণ মৌনে থাকে।
তেঁহো স্থানান্তর গেলে 'কৃষ্ণ' বলি ডাকে ॥
কথোদিন পরে রাজা পুত্রে বোলাইলা।
ষণ্ডামর্ক শিশু সহ রাজ-স্থানে আইলা ॥
প্রহ্লাদের সৌন্দর্য্যে রাজা স্নেহে মগ্ন হৈয়া।
চুম্বন করয়ে মুখ ক্রোড়ে বসাইয়া ॥
রাজা কহে বৎস কহ কি বিদ্যা পড়িলে।
কোন্ বিদ্যা শ্রেষ্ঠ কিবা অভ্যাস করিলে ॥
প্রহ্লাদ কহেন পিতা সকলি অনর্থ।
বিদ্যা তপ জ্ঞান ‡ সব কৃষ্ণ বিনা ব্যর্থ ॥
সেই বিদ্যা হয় সর্ব্ববিদ্যামধ্যে শ্রেষ্ঠ।
যাতে কৃষ্ণে মতি জন্মে সেই সে উৎকৃষ্ট ॥

* অন্যোন্য—পাঠভেদ। † ভাগবত দ্বেষ্টা—পাঠভেদ।
‡ কেবে তোরে—পাঠভেদ।

* কোন কোন গ্রন্থে 'ষণ্ডামর্ক' স্থানে শণ্ডামার্ক দৃষ্ট হয়।
† অন্যোন্য—পাঠভেদ। ‡ জপ—পাঠভেদ ॥

স্বর্গেতে যে সুখ সেহ * দুঃখেতে মিশ্রিত।
অন্যের উৎকর্ষ দেখি ঈর্ষায় তাপিত ॥
পুণ্যক্ষয় পতনের সময় জানয়।
তাহাতে উদ্বিগ্নচিত্ত আছয়ে সদায় ॥
অসুরের পরাক্রমে স্থানভ্রষ্ট হৈয়্যা।
দীনহীনপ্রায় কভু বেড়ায় ফিরিয়া ॥
নিশ্চয় জানিহ ভাই কৃষ্ণাশ্রয় † বিনে।
কোথাও নির্বৃতি ‡ নাহি এ তিন ভুবনে ॥
কৃষ্ণাশ্রয়মাত্র তাপত্রয় যায় ক্ষয়।
চিদানন্দ-নিত্যদেহে প্রেম আস্বাদয় ॥
তথাচ স্বর্গাদিসুখ শ্রেষ্ঠ করি মানি।
যদ্যপি সে নিত্য হয় কথঞ্চিত গণি ॥ §
অনিত্য অগ্রাহ্য সেই সাধুর সমীপে।
পরমসম্পত্তি ¶ বলি ইতরেতে জপে ॥
অক্ষয়স্বর্গকামে—যাগযজ্ঞ করে।
তাতে দৃঢ়ভক্তি কেহ বুঝাইতে ** নারে ॥
স্বর্গ যে অক্ষয় নহে তাহা নাহি বুঝে।
শিষ্ট শান্ত সাধু করি আপন †† সমুঝে ॥
অতএব স্বর্গ মর্ত্ত্য আদি ত্রিভুবনে।
বিভুর মায়ায় হিতাহিত নাহি জানে ॥
একবার মরে আরবার জনময়।
দুঃখের অবধি নাহি তার যাতনায় ॥
ঊর্দ্ধপদে হেঁটমাথে নাড়ীর বন্ধনে।
বিষ্ঠামূত্রক্লেদ তাহে দংশে কৃমিগণে ॥
শতেক জন্মের কথা তথা স্মৃতি হয়।
তখন ভাবিয়া জীব আকুল-হৃদয় ॥
শোচনা করয়ে হা হা কি কর্ম্ম করিনু।
কি বিষ খাইনু কেনে কৃষ্ণ না ভজিনু ॥
ইন্দ্রিয় তুচ্ছ যে সুখ তাহার লাগিয়া।
বহু পাপকর্ম্ম ‡‡ কৈনু মুগধ হইয়া ॥

পুনঃ পুনঃ এইরূপ গর্ভের যাতনা।
ভুঞ্জিয়া বেড়াই হা হা এ কি কদর্থনা ॥
এবার জন্মিয়া কৃষ্ণচরণ ভজিব।
পুনঃ পুনঃ এ নরক আর না ভুঞ্জিব ॥
একান্তভাবেতে এই সুদৃঢ় করিনু।
কায়মনে কৃষ্ণপদে শরণ লইনু ॥
দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করয়ে * দুঃখসনে।
ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ভুলে মায়াভ্রমে ॥
জনময়ে একেলা দ্বিতীয়-সঙ্গহীনে।
ক্রমে ক্রমে ভ্রমে চেষ্টা হয় দিনে দিনে ॥
বাল্যাবস্থাকালাবধি বাল্যরসে যায়।
পৌগণ্ডেতে বিদ্যার অভ্যাসে কালক্ষয় ॥
যৌবন-উদ্রেকে নারীসঙ্গে লোভ জন্মে।
বিবাহ করিয়া মহা উৎসবেতে † রমে ॥
সন্তান-কারণ মূঢ় আর্ত্তনাদ করি।
নানা যাগ করে পূজে পুত্রবতী নারী ॥
কালে পুত্র কন্যা দশ পাঁচ জনময়।
পৌত্র দৌহিত্র আদি বহুজন হয় ॥
এক ছিলা বহু হৈলা বাড়ি গেলা লেঠা।
আসক্তি বাড়িল বহু বহু হৈল চেষ্টা ॥
লালন-পালন রক্ষা ভরণ পোষণ।
সদা অই রসে মাতি হইলা মগন ॥
ধন উপার্জ্জন হেতু দেশদেশান্তর।
গমন করয়ে দুঃখে নাহি অবসর ॥
রাত বর্ষা রৌদ্র ভয় আর অপমানে। ‡
নানা ক্লেশ নাহি গণে অর্থের সন্ধানে ॥
বন্ধুজন-বিয়োগ-বিচ্ছেদ অর্থনাশে।
অবিচ্ছিন্ন দুঃখশোক-সাগরেতে ভাসে ॥
উষ্টর যেমন শমী কণ্টক চিবায়।
জিহ্বা § ওষ্ঠে ক্ষত হয় তবু না তেজয় ॥

* সহ—পাঠভেদ। † কৃষ্ণপ্রেম—পাঠভেদ।
‡ কোথাও নিবৃত্তি—পাঠভেদ।
§ কদাচিত—পাঠভেদ ¶ পরম সদগতি—পাঠভেদ।
** নানা যাগযজ্ঞ…।…মূঢ়বুদ্ধি…বুঝিবারে নারে—পাঠভেদ
†† আপনা—পাঠভেদ। ‡‡ পাপপুণ্য—পাঠভেদ।

* করিয়ে—পাঠভেদ। † উৎসাহেতে—পাঠভেদ।
‡ বাত বরিষা রৌদ্র ভয় অপমানে— পাঠভেদ।
§ ভুজ—পাঠভেদ।

তেমতি জীবের গতি এত যে কেলেশ।
তভু না বুঝয়ে মূঢ়মতি লবলেশ ॥
কালে জরা আসিয়া প্রবেশ কৈল দেহে।
বলবীর্য্য গেল গতি রতি স্মৃতি সহে ॥
কাস শ্বাস উদ্গার বাক্যে-জড়তা হইলা।
চক্ষু কর্ণ দন্ত কেশ পশ্চাত করিলা ॥
স্ত্রী পুত্র পরিবার অবজ্ঞা করয়।
তাড়ন ভৎ‍র্সন কোপদৃষ্টিতে চাহয় ॥ *
তথাপিহ তাহারি মঙ্গল-ধ্যানে থাকে।
গৃহপিঁড়া লেপয়ে টুকরি করি কাঁখে ॥
মৃত্যুকাল বৎসর ছয়মাস সম্ভাবনা।
তথাপি না ভজে কৃষ্ণ বিষয়-উন্মনা ॥
মৃত্যু পর্য্যন্ত অই বিষয় ভাবিয়া।
মরিয়া নরক ভুঞ্জে যমালয়ে গিয়া ॥ †
দুঃখের অবধি নাহি অশেষ যাতনা।
তখন ভাবয়ে হা হা ‡ খাইনু আপনা ॥
কদর্য্য অনিত্য বিষ-বিষয় পাইয়া।
বৃথা জন্ম গোঙাইনু কৃষ্ণ না ভজিয়া ॥
হায় হায় কি করিব উপায় কি হবে।
এ দুঃখসাগর হৈতে কে ত্রাণ করিবে ॥
এইমত আর্ত্তনাদ পুনঃ পুনঃ করি।
শতযুগ ভুঞ্জে দুঃখ যমের নগরী ॥
নরকান্তে পুনঃ নানাযোনিতে জন্ময়।
শৃগাল-কুকুর আদি চৌরাশী ভ্রময় ॥
তাহাতে অনন্ত দুঃখ নাহি পারাবার।
গৃহহীন শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় কাতর ॥
দাবাগ্নিতে দহে কভু বাণদণ্ডাঘাতে।
কভু অস্ত্রাঘাতে মরে নানা-যন্ত্রণাতে ॥
বিড়্-কীট পতঙ্গ পক্ষী § জলজন্তু আদি।
জন্মিয়া মরয়ে পুনঃ নাহিক অবধি ॥

মধ্যে মধ্যে চৌরাশীর অন্তে একবার।
মানব জনম হয় জনমের সার ॥
কর্ম্মবশে সেহ * অন্ধ আতুর ত্রিবঙ্ক।
নীচজাতি মূক অঙ্গাধিক অঙ্গভঙ্গ ॥
কেহ বা সুন্দরদেহ বুদ্ধিমান্ হয়।
এ হেন দুর্ল্লভ জন্ম পাই দুরাশয় ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে যদি না কৈল আশ্রয়।
পুনর্ব্বার অই গতি জন্ম মৃত্যুচয় ॥
বালক কহয়ে ভাই মায়ার প্রভাবে।
কৃষ্ণে না উপজে রতি উপায় কি হবে ॥ †
প্রহ্লাদ কহয়ে ভাই উপায় সুন্দর।
আছয়ে তাহার কথা রহস্য বিস্তর ॥
সংক্ষেপে কিঞ্চিত মাত্র স্থূল কহি শুন।
পরম উপায় সুপবিত্র গুহ্যতম ॥
কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-তপ আদি যত হয়।
ভক্তির বিরোধী মাত্র দিতে শক্ত নয় ॥
সংসারের ক্ষয়োন্মুখ কোন ভাগ্যবানে।
যবে হয় তবে মিলে সঙ্গ সাধুসনে ॥
কৃষ্ণকৃপা সুকৃতির সাধুসঙ্গ হৈতে।
পাপ আর সংসার যায় আনুষঙ্গমতে ॥
কৃষ্ণপ্রেম মহাধন অমূল্য রতন।
পাইয়া পরমসুখী হয় সে তখন ॥
পরম নির্ব্বৃত্তি হয় দুঃখ বহু দূর। ‡
শুদ্ধপ্রেমানন্দসুখে § সদাই বিভোর ॥
দেবগণ ধন্য ধন্য করয়ে ফুৎকার।
জগতের শ্রেষ্ঠ সেই ভবনিধিপার ॥
সেই পূজ্যতম ¶ সেই আরাধ্য জগতে।
তাঁর পাদরজস্পর্শ প্রশংসে দেবেতে ॥
বড় বড় কর্ম্মী জ্ঞানী মুক্ত ** করি মানে।
অহঙ্কার মাত্র সেই তথ্য নাহি জানে ॥

* কোপদৃষ্টেতে—পাঠভেদ।
†...ঐ...ভাবিয়ে। ...গিয়া যমালয়ে—পাঠভেদ।
‡ না না—পাঠভেদ।　§ পক্ষা—পাঠভেদ।

* দেহ—পাঠভেদ।　† তবে—পাঠভেদ।
‡ নিবৃত্তি...বহুতর—পাঠভেদ।　§ সুখ—পাঠভেদ।
¶ পুণ্যতম—পাঠভেদ।　** মুক্তি—পাঠভেদ।

কৃষ্ণের ভকতপাদরজ যে পর্য্যন্ত।
মস্তকে না ধরে বৃথা মরে সেই ভ্রান্ত॥
প্রেমভক্তিমান যেই সেহ থাকু দূরে।
অনন্যভকত সদাচার নাহি করে॥
হেন যে বৈষ্ণব সেহ ভুবনপাবন।
সাধুমধ্যে সেহ হয় শাস্ত্রে নিরূপণ॥

শ্রীগীতায়াম্—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥"

অতএব বৈষ্ণবের মহিমার সীমে।
মুঞি কি কহিব ভাই শ্রুতি যাতে ভ্রমে॥
সেহেতুক ভজ ভাই কৃষ্ণের চরণ।
সুদূরে তেয়াগি চতুর্ব্বর্গাদি শরণ॥ *
ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম যে স্বধর্ম্ম তেজিয়া।
অন্য দেবীদেবা জ্ঞান তপস্যা ছাড়িয়া॥
একমাত্র শরণ্য জগত-ঈশ হরি।
দৃঢ়নিষ্ঠা করি ভজ যথা সতী নারী॥
আর যত দেখিবে শুনিতে শ্রুতিগত। †
সকলি ‡ অনর্থ ত্রিভুবন মধ্যে যত॥
একা কৃষ্ণভক্তি বিনে সকলি অসার।
ধিক্ ধিক্ সেই সব জনম-বিকার॥
শিশুগণ কহে শুন প্রহ্লাদ রে ভাই।
এবে বুঝিলাম কৃষ্ণ বিনে আর নাই॥
যতেক কহিলা ইহা প্রত্যক্ষ সকলি।
বুঝিলাম তত্ত্ব মোরা দৃঢ় ভাল বলি॥ §
কিন্তু এক কথা বলি তার কি বিচার।
বিবরিয়া কহ ভাই কর্ত্তব্য তাহার॥
কৃষ্ণের ভজন যে সারোদ্ধার হৈল।
এখনি না কৈল বৃদ্ধাবস্থায় করিল॥

* যে হেতুক···চতুর্ব্বর্গাদি স্মরণ—পাঠভেদ।
† শ্রুতগত—পাঠভেদ। ‡ সকল—পাঠভেদ।
§ ভালি ভালি—পাঠভেদ।

তাহাতে বা হানি-লাভ কি দোষ আছয়।
প্রহ্লাদ কহয়ে এই বাক্য গ্রাহ্য নয়॥ *
দুর্ল্লভ যে কৃষ্ণভক্তি সাধারণ নহে।
কচিৎ বড় ভাগ্য যার ভাগ্যসিন্ধু বহে॥
অনেক যতনে তার মিলে এক বিন্দু।
জলচর দেখে যেন সিন্ধুমধ্যে ইন্দু॥
হেন ধনে হেলা কি করিতে কেহ পারে।
উন্মত্ত পাগল বিনে সংবরিতে নারে॥
স্পর্শমণি পাইয়া কি কহে কোন জন।
আজি নহে কালি লব থাকুক এখন॥
তবে যে কহয়ে সেই নির্ব্বোধ উন্মত্ত।
কালি মিলে কি না মিলে নাহি বুঝে তত্ত্ব॥
হরি-ভক্তিরত্ন ভাই দুর্ল্লভ পদার্থ।
পরাৎপর বস্তু † আর নাশে সর্ব্বানর্থ॥
যাতে হেন ধন ভাই যখনি পাইব।
তখনি লইয়া হৃদিমাঝারে রাখিব॥ ‡
পরাণ চিরিয়া তার সারাংশ যথায়।
তারে সমাদর § করি রাখহ তথায়॥
লোকালয় সঙ্গ ত্যজ দুর্জ্জনের ভয়।
পরম রতন পাছে ছেনাইয়া লয়॥ ¶
অতি সাবধানে ভাই যতনে রতন।
রক্ষা অর্থে সর্ব্বত্যাগী ** কর ভিক্ষাটন॥
তাহার বর্দ্ধিষ্ঠ †† হেতু সৎসঙ্গে নিবাস।
করহ একান্ত ছাড় জীবনের আশ॥
যেই মূর্খ কহে কৃষ্ণ পশ্চাতে ভজিব।
এখনি কি হৈল কত দিবস বাঁচিব॥
সেই মূঢ় রজোগুণ স্বভাবে কহয়ে।
বায়ুগ্রস্ত লোক যেন প্রলাপ বকয়ে॥ ‡‡

*···আছয়ে।···নহে—পাঠভেদ।
† বস—পাঠভেদ।
‡ তাতে······। তখন ঐ মণি···ভবিব—পাঠভেদ।
§ অনাদর—পাঠভেদ।
¶···সর্ব্ব···ভয়ে।···লয়ে—পাঠভেদ।
** সর্ব্ব ত্যাগি—পাঠভেদ।
†† বর্দ্ধন—পাঠভেদ। ‡‡ কবয়ে—পাঠভেদ।

সেই মুগ্ধ নাহি বুঝে স্বভাব আপন।
মনে করে মুঞি বড় সুবুদ্ধিভাজন॥
শরীর যে ক্ষণধ্বংসী কোন ক্ষণে যায়।
তাহার নিশ্চয় নাহি ভরসা কি তায়॥
পশ্চাত ভজিব বলি নিশ্চিন্ত রহিলে।
দেহপাত হইল যদি বঞ্চিত হইলে॥ *
কিংবা নানা বিঘ্ন হয় বিষয় কুসঙ্গ। †
স্ত্রীসঙ্গেতে হয় মোহ যাতে সর্ব্ব ভঙ্গ॥ ‡
অতএব কৃষ্ণভক্তি যখনি পাইবে।
তখনি ভজিবে ভাই গৌণ না করিবে॥
যদ্যপি তাহার রস-অনুভব নাই।
তথাপিহ সাধুজনার ভঙ্গি দেখি ভাই॥
মনেতে চিন্তিয়া কর অনুভব সার।
ভক্তিরসে না জানি কেমন § চমৎকার॥
সর্ব্বানর্থ ¶ বিষয় দুস্ত্যজ্য নারীপুত্র।
তেজিয়া সকলি মজিয়াছে যাতে মাত্র॥
হেন কৃষ্ণরূপ-গুণলীলার মাধুরী।
না জানি কি মধু সেই কি গুণে আগরি॥
ইহা অনুভবি মনে আশাপাত্র স্থাপি।
সেই মধু উদ্দেশ কর আজনম ব্যাপি॥ **
অবশ্য মিলিবে তার কণার আস্বাদ।
ক্রমেতে বর্দ্ধিষ্ণু হবে ঘুচিবে বিষাদ॥
চতুর্ব্বর্গ বাধা আশা সংসার বিবাদ।
মায়াগন্ধ যাবে, পাবে পরম আহ্লাদ॥
আরো বলি শুন ভাই সুবিচার বাক্য।
হয় নয় বুঝহ মনেতে করি ঐক্য॥
বাল্যপৌগণ্ড সমে ভজনের কাল।
ইহার অধিকে দেখ অনেক জঞ্জাল॥
এ দুই সময়ে মতি স্বচ্ছন্দ অন্তর।
কোন চিন্তা নাহি, নহে উদ্বেগ-কিঙ্কর॥

অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণ ভজহ * নিরুদ্বেগে।
ক্রমেতে বর্দ্ধিষ্ণু হয়, বিঘ্ন নাহি লাগে॥
বাল্যাবস্থার সংস্কার পাষাণের দাগ।
কভু নাহি টুটে † হয় দৃঢ় অনুরাগ॥
কৈশোর আদিতে হয় বিদ্যাদির চেষ্টা।
যৌবন উদ্রেক হয় নারীসঙ্গে তৃষ্ণা॥
ধনবান্ জয় পরাজয় সদা চিন্তে। ‡
রাগ দ্বেষ ঈর্ষায় নিন্দয়ে যশমন্তে॥
বার্দ্ধক্যসময় ভাই বিঘ্নময় মাত্র।
কাস শ্বাস জরা ব্যাধি লোলচর্ম্ম § গাত্র॥
সমস্ত ইন্দ্রিয় অপাটব ক্রমে হয়।
সদাই অসুস্থ মন, বুদ্ধি না স্ফুরয়॥
কৃষ্ণনাম লইতে যদ্যপি মনে করে।
কাস শ্বাস উঠে, লইবারে নাহি পারে॥
ভজন করিবে কিবা দেহ অপাটব।
জীবনে মরণ তুল্য কোথা ধ্যান জপ॥
অতএব কৈশোরে যৌবনে বিঘ্ন করে।
বার্দ্ধক্যেতে জরা বিঘ্ন কৃষ্ণ ¶ নাহি স্ফুরে॥
সেহেতুক ** বাল্যাবস্থা ধন্য করি মানি।
নির্ব্বিঘ্নে ভজন হয় সংস্কারে বাখানি॥
সেই সংস্কারে †† দৃঢ়নিষ্ঠা স্থায়ী হয়।
মতবাদি ‡‡ মতে কভু মন না চলয়॥
এত শুনি শিশুগণ প্রহৃষ্ট-হৃদয়।
প্রহ্লাদেরে পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করয়॥
আলিঙ্গন করে সভে গদ্‌গদভাবে।
পাইনু দুর্ল্লভ জ্ঞান তোমার প্রভাবে॥
পিতা মাতা বন্ধু ভাই গুরু জ্ঞানদাতা।
তুমি সে পরম ভবসাগরের ত্রাতা॥
বহু স্তুতি করয়ে, নয়নে অশ্রু বহে।
নির্ম্মল হইল চিত্ত, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে॥

---

* ...রহিল।...হইল—পাঠভেদ।
† হয়ে বিষম কুসঙ্গে—পাঠভেদ।
‡ স্ত্রীসঙ্গের...ভঙ্গে—পাঠভেদ। § কেমত—পাঠভেদ।
¶ সর্ব্বধর্ম্ম—পাঠভেদ।
** সেই মধুর...আজন্ম যে ব্যাপি—পাঠভেদ।

* ভজন—পাঠভেদ। † ছুটে—পাঠভেদ।
‡ ধনগর্ব্বমান্—পাঠভেদ। § চর্ম্মমাত্র—পাঠভেদ।
¶ বুদ্ধি—পাঠভেদ। ** যেহেতুক—পাঠভেদ
†† সমস্কারে—পাঠভেদ। ‡‡ যত বাদিমতে—পাঠভেদ

হরে কৃষ্ণ গোবিন্দ বলিয়া সভে নাচে।
আগুসরি প্রহ্লদ বালকগণ পাছে ॥
প্রহ্লাদ যে আনন্দের সাগরে ভাসিল।
হরিসঙ্কীর্ত্তনধ্বনি গগনে উঠিল ॥
যণ্ডামর্ক দুর হৈতে * শুনি কলরবে।
ধাইয়া আইল দ্বিজ অতিক্রোধভাবে ॥
আসিয়া দেখয়ে করে হরিসঙ্কীর্ত্তন।
ক্রোধাবেশে করে দ্বিজ তাড়ন ভৎ´সন ॥
হাঁ রে শিশুগণ এ কি বিপরীত কার্য্য।
পুনঃ পুনঃ মানা করি তভু কর আর্য্য ॥
প্রহ্লাদিয়া ছোঁড়া দেখ পাগল হইল।
পাড়ার বালকগণ সব বিগড়িল ॥
ও নাম পেলি † রে কোথা কে রে শিখাইল।
বুঝিলাম তোর মৃত্যু নিকট হইল ॥
মহারাজা দোরদণ্ড প্রতাপ প্রচণ্ড।
তাঁহার রিপুকে ভজ হাঁ রে মূঢ় ভণ্ড ॥
পুত্র হইয়া কর প্রতিকুল আচারে।
তোমারে বধিবে আর বধিবে আমারে ॥
এত শুনি শিশুগণ মৌন হইলা।
মনে মনে কৃষ্ণ নাম জপিতে লাগিলা ॥
প্রহ্লাদ না শুনে তাহা কেবা কহে কাকে।
কর্ণে শব্দমাত্র যেন ঝিঝিপোকা ডাকে ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে মন অর্পণ করিয়া।
আঁখি মুদি রহে ধারা পড়য়ে বহিয়া ॥
দ্বিজ মনে ভাবে বুঝি ভয়েতে প্রহ্লাদ।
কান্দয়ে নয়ন মুদি করিয়া বিষাদ ॥
নিকট হইয়া কিছু তুষিয়া কহয়।
আইস পড়হ বাপু নাহি কিছু ভয় ॥
হেন কর্ম্ম কভু বৎস আর না করিহ।
পিতৃপিতামহ যেই সেই ধর্ম্মে রহ ॥
যণ্ডামর্ক শিষ্যে ভাল উপদেশ দিল।
ত্রিভুবনে লোক যাহা শুনিয়া হাসিল ॥ ‡

* দুরে হৈতে—পাঠভেদ। † পালি—পাঠভেদ।
‡ ত্রিভুবন লোক সব হাসিয়া উঠিল—পাঠভেদ।

কথোক দিবসে রাজা পুত্রে বোলাইল।
যণ্ডামর্ক প্রহ্লাদেরে লইয়া চলিল ॥
শিখাইয়া বুঝাইয়া অনেক কহিল।
রাজা আগে কৃষ্ণ * নাম কদাচ না বল ॥
তবে দ্বিজ লয়্যা গেল রাজার সভায়।
প্রহ্লাদ আইসে যেন চন্দ্রের উদয় ॥
স্থূলবপু চিক্কণ শ্যামল পদ্মনেত্র।
সর্ব্ব অঙ্গে অলঙ্কার † বসন বিচিত্র ॥
পীনবক্ষে মণিহার আন্দোলায়মান।
ধীরে ধীরে পদন্যাস গজেন্দ্র গমন ॥
সঙ্গে পারিষদগণ সমান বয়েস।
সমান চরিত্র সম আভরণ বেশ ॥
রাজ-মন্ত্রিগণ অনুব্রজি সঙ্গে সঙ্গে।
দেখিবারে আইসে গ্রামের লোক রঙ্গে ॥ ‡
মান অপমান আর বসন ভূষণে।
কিঞ্চিত নাহিক ক্ষোভ উপেক্ষায় মানে ॥
কিছুমাত্র চেষ্টা নাহি অনন্যবাসনা।
সর্ব্বভাবে মাত্র কৃষ্ণচরণ-ভাবনা ॥
ধীরে ধীরে সভামধ্যে আসি প্রবেশিলা।
চৌদিকে সকল লোক চাহিয়া রহিলা ॥
প্রহ্লাদের রূপ দেখি রাজার আনন্দ।
সগর্ব্বেতে নৃপবর কহে § মন্দ মন্দ ॥
আইস আইস বৎস জীবন আমার।
জুড়াক পরাণ ক্রোড়ে করি একবার ॥
বাহুপসারিয়া রাজা ক্রোড়ে বসাইলা।
মস্তক-আঘ্রাণ মুখ-চুম্বন করিলা ॥
জিজ্ঞাসয়ে কহ বাপু কি বিদ্যা পড়িলা।
কিবা নীতি কিবা ধর্ম্ম সার কি বুঝিলা ॥
রাজ-নীতি কি জানিলে ধনুর্ব্বিদ্যা আদি।
রাজ্যের পালন যাতে বিজয় বিবাদী ॥

* রাজার আগে বিষ্ণুর নাম—পাঠভেদ।
† স্বর্ণমণি আভরণ—পাঠভেদ।
‡ দেখিতে আইসে গ্রামের লোক সব রঙ্গে—পাঠভেদ।
§ আদর পূর্ব্বক কিছু কহে—পাঠভেদ।

করযোড়ে প্রহ্লাদ কহয়ে ঋজুভাবে ।
আজ্ঞা যদি হয় মহারাজ কহি তবে ॥
নীতি আর ধর্ম্ম যত, ধনুর্বিবদ্যা-আদি শত,
রাজ্য আর জয় পরাজয় ।
সকলি কেবল ব্যর্থ, সংসার-হেতু অনর্থ,
যাতে কৃষ্ণে মতি না জন্ময় ॥
মহারাজ বিবেক ভজহ হৃদিমাঝ ।
এই যে সংসার সুখ, পরিণামে দুঃখোন্মুখ,
হেন রাজ্যসুখে কিবা কাজ ॥
সেই সুখ রাজ্যাস্পদ, সেই সর্বৈশ্বর্য্যমদ,
সেই বিদ্যা রিপুপরাজয় ।
সম্পদের সার সেই, সেই তপ তীর্থ সেই, *
যদি কৃষ্ণভক্তি উপজয় ॥
নতুবা বিফল দেহ, সঙ্গে নাহি যাবে কেহ,
স্ত্রী-পুত্র ধন মান গর্ব্বে ।
একেলা উলঙ্গবেশে, আসিয়া সংসার-বাসে,
অমনি গমন পুন সর্ব্বে ॥
আসিয়া দিনকথোকাল, মিথ্যা মদ আস্ফাল, †
করিয়া ফিরয়ে মোর মুঞি ।
কলহ মেদিনী লয়ে, মিথ্যা জয় পরাজয়ে,
দু'আঁখি মুদিলে কিছু নাই ॥
অতএব মহারাজ, সাধু মানি জগমাঝ,
সেই যেই কৃষ্ণাশ্রয় করি ।
বিঘ্নকরী ‡ সদা হিয়া, গৃহকূপ তেয়াগিয়া,
বনেতে গমন শান্তি ধরি ॥
ছাড়িয়া অনিত্য রাজ্য, চিন্তহ আপন কার্য্য,
অন্য আশা দ্বেষ রাগ ছাড়ি ।
ভজহ শ্রীকৃষ্ণপদ, দুর্ল্লভ সে সুসম্পদ,
ঘুচিবে সংসার-দৃঢ়-বেড়ি ॥ §
শুনিতে শুনিতে রাজা, ত্রিবিজয়ী মহাতেজা,
ক্রোধে কালান্তক যম-সম ।
দুই নেত্রে জ্বলে যেন, জ্বলন্ত অঙ্গার হেন
অন্য থাকু কম্পমান যম ॥
সৈন্য-সামন্ত জন, অমাত্য পার্ষদগণ,
সভাসদ আদি দেব নর ।
সভে কম্পকম্পান্বিত, ভয়ে বুদ্ধিশুদ্ধি হত,
প্রহ্লাদের নাহি কিছু ডর ॥
কৃষ্ণের কিঙ্কর যেই, ত্রৈলোক্য-বিজয়ী সেই,
ভয় কোথা কাল নহে প্রভু । *
স্বরক্ষায় শক্ত নহে, মৃত্যুর কিঙ্কর তাহে,
সে কি পীড়া দিতে পারে কভু ॥
তবে রাজা ক্রোধাবেশে, ঘনঘন বহে শ্বাসে,
মার মার কহে বার বার ।
ভয়ানক দূতগণে, উচ্চরবে দুর্ব্বচনে,
কহে শির ছেদহ ইহার ॥
আমার শত্রুর গুণ, কহে দুষ্ট পুনঃ পুনঃ,
আর মোরে ভজিবারে কহে ।
গুরুর সমান হৈয়া, কহে জ্ঞান শিখাইয়া,
এ দৌরাত্ম্য পরাণে কি সহে ॥
দূতগণ খড়্গ ধরে, যাইয়া আঘাত করে,
প্রহ্লাদের অঙ্গে নাহি বাধে ।
উদ্যম বিফল সেই, শিশু যেন কোপে ধাই,
থুথু খেপণ করয়ে চান্দে ॥
চান্দে সে লাগিবে কোথা, পড়ে নিজমুখে যথা,
তেমতি অসুরগণ-মতি ।
প্রহ্লাদে হানয়ে দণ্ড, খায় আপনার মুণ্ড,
তেঁহো ত অক্ষয় নিশাপতি ॥
অস্ত্র নাহি পৈশে দেহে, হেরিয়া নৃপতি কহে,
কিবা মন্ত্র শিখিল কোথায় ।
অস্ত্রাঘাতে না মরিবে, পর্ব্বত উপরে তবে,
উচ্চ হৈতে ডারহ উহায় ॥
তবে দূতগণ লৈয়া, পর্ব্বত উপরে যায়্যা,
অতি উচ্চ হইতে ডারিলা ।

* তীর্থস্নায়ী—পাঠভেদ ।
† মদান্ধে আস্ফাল—পাঠভেদ । ‡ বিস্ময়—পাঠভেদ ।
§…দুরলভ কুসম্পদ,…ঘুচিবেক দৃঢ় মায়া-বেড়ি—পাঠভেদ ।
* ভয়ে কোথা কার নহে প্রভু—পাঠভেদ ।

পতনে মরণ কোথা, স্নেহেতে জননী যথা,
ক্রোড় হইতে * ভূমে শোয়াইলা ॥
শুনি রাজা বিবরণ, চিন্তায় বিরস মন,
পুনঃ কহে অগ্নিতে ডারহ।
জাজ্বল্য অগ্নির মাঝে, ডারয়ে ভকতরাজে,
পোড়াবে কি সেবে যায়্যা সেহ ॥
পুনঃ সাগরের জলে, বুকেতে বান্ধিয়া শিলে,
ফেলে লয়্যা সুদূর গম্ভীরে।
কৃষ্ণের ভকত জানি, তীর্থগণশিরোমণি,
না ডুবায় ধরি রাখে শিরে ॥
তথা হৈতে আনি পুনঃ, এবার কৌতুক শুন,
করিপদতলে দিলা ডারি।
হস্তী পশু কিবা জানে, হরির ভজন গুণে,
পৃষ্ঠে বসাইলা শুণ্ডে ধরি ॥
মারিতে অনেক চেষ্টা, করে মূঢ় অতিদ্বেষ্টা, †
কোন মতে না মৈল বালক।
তথাচ না বুঝে মন্দ, পুনঃ করে নানা ছন্দ,
উপায় কি ভাবে তিনলোক ॥
দণ্ড ত অনেক কৈল, তাহাতে নাহিক মৈল, ‡
সবে § সাম-দান-ভেদ-মতে।
বিবিধ উপায় করি, কোনমতে মোর বৈরী,
নাহি ভজে ক্ষেময়ে ¶ যাহাতে ॥
এতেক চিন্তিয়া মনে, পাঠায় মায়ের স্থানে,
বুঝাইতে কহি পাঠাইলা।
কয়াধু সুমতি বাণী, ভুবনপাবনী ধনি,
প্রহ্লাদেরে কোলে করি লৈলা ॥
ঘন মুখে চুম্ব দেয়, মস্তক-আঘ্রাণ লয়, **
চিবুক ধরিয়া হেরে মুখ।
আহা মরি বৎস মোর, নিরদয় সুকঠোর, ††
পিতা তব কত দিলা দুখ ॥

বিরলে লইয়া রাণী, কহয়ে অমৃতবাণী,
লোক-বেদ-সাধুর সম্মত।
আমার গুণের নিধি, কুরু * তোমা নিরবধি,
কুলের প্রদীপ লোকজিত ॥
শ্রীকৃষ্ণভকতি-নিধি, † রাখহ হৃদয়ে বান্ধি,
দুষ্টের কথায় নাহি ভুল।
ভয় কি অসুর হৈতে, শ্রীকৃষ্ণ সহায় যাতে,
বিঘ্নের সে বিঘ্ন অনুকূল ॥
দুষ্টমতি রাজা তোরে, প্রতিকূল বুঝাবারে,
আমারে কহিয়া পাঠাইলা।
হাহা কি দুর্দ্দৈবগতি, কি দুষ্ট অশুভ-মতি, ‡
বিধি নিধি বঞ্চিত করিলা ॥
কৃষ্ণপ্রেম-সুধাধার, নাহি যার পারাবার,
হেন সুখে বঞ্চিত হইলা।
আর তাহে নিন্দে দুষ্ট, বিষয়-গরলে পুষ্ট,
হিতাহিত বুঝিতে নারিলা ॥ §
তুমি যে হরির ভক্ত, তোমা দ্বেষে অনুরক্ত,
ইহাতে মঙ্গল কভু নহে।
অচিরাতে হবে নাশ, হইবে নরকে বাস,
এ দৌরাত্ম্য ধর্ম্মে নাহি সহে ॥
তুমি মাত্র শ্রীচরণ, রাখহ করিয়া পণ,
হৃদয় মাঝারে দৃঢ় করি।
জনম জীবন মন, তাঁরে কর সমর্পণ,
সদা রক্ষা করিবেন হরি ॥
এতেক কয়াধু সতী, বুঝাইল পুত্র প্রতি,
স্নপন ভোজন করাইয়া।
নানা মণি হার হীরা, বিচিত্র বসন চীরা,
চন্দনাদি দিলা পরাইয়া ॥
সুগন্ধি পুষ্পের মালা, কণ্ঠেতে করিল আলা,
ভালে দিল তিলক-মঞ্জরী।

* ক্রোড়ে হইতে—পাঠভেদ। † মূঢ়মতি দ্বেষ্টা—পাঠভেদ।
‡ কোন মতে নাহি মৈল—পাঠভেদ।
§ তবে—পাঠভেদ। ¶ ক্ষময়ে—পাঠভেদ।
**...দিয়ে...লয়ে—পাঠভেদ। †† নিকঠোর—পাঠভেদ।

* ঋরু—পাঠভেদ। † কৃষ্ণের ভকতি নিধি—পাঠভেদ।
‡ অসুরমতি—পাঠভেদ।
§...না বুঝে বিহ্বোলা—পাঠভেদ।

ভুবনমোহন রূপ, স্বরূপগণের ভূপ,
কিবা হৈল অপূর্ব্ব মাধুরী ॥
রাজা পুন বোলাইলা, রাণী পাঠাইয়া দিলা,
সাজাইয়া সাধে রাজসভা ।
দেখিয়া পুত্রের রূপ, আনন্দিত হৈল ভূপ,
চিত্ত-মন নয়নের লোভা ॥
অন্তরে ভাবে ভূপতি, প্রহ্লাদের সে কুমতি,
ঘুচি গেল মায়ের বাক্যেতে ।
সুবুদ্ধি কয়াধু রাণী, বুঝাইয়া নীতবাণী,
পাঠাইয়া দিলেক সভাতে ॥
ডাকে দিয়া হাতছানি, পসারিয়া তুই পাণি,
আইস মোর পরাণ প্রহ্লাদ ।
হৃদয় মাঝারে রাখি, তোমার বদন দেখি,
ঘুচুক যে মনের বিবাদ ॥
এতেক আদর করি, প্রহ্লাদের করে ধরি,
বসাইলা আপন নিকট ।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া, কহে রাজা বুঝাইয়া,
মোর সনে না করিহ হট ॥
শুন বৎস নীতবাণী, মুঞি যারে নাহি গণি,
মোর সুত হৈয়া তারে ভজ ।
অতি অনুচিত হয়, কাপুরুষতার ন্যায়, *
অতএব হেন বুদ্ধি তেজ ॥
প্রহ্লাদ কহয়ে পুনঃ, মহারাজ কহি শুন,
যতেক কহিলে নীত বাণী ।
সর্ব্বলি অনীত হয়, সৎমার্গে বিপর্য্যয়,
নিন্দিত অগ্রাহ্য দূষ্য মানি ॥
যার সনে কর হট, সেই প্রাণেন্দ্রিয় পট,
তাহা বিনে পড়িয়া রহয় ।
শৃগাল কুক্কুর ভক্ষ্য, এই যে সুখের পক্ষ,
ক্ষণমাত্র উড়িয়া পলায় ॥
মহারাজ হরিধন † অভয় শরণ ।
কাপুরুষ সেই জন, না ভজয়ে শ্রীচরণ,
করে সেই নরক-ভুঞ্জন ॥

*...হয়ে...ন্যায়ে—পাঠভেদ । † হরিপদ—পাঠভেদ ।

তাঁরে না গণয়ে যেই, জগতে নিন্দিত সেই,
নিশ্চয় বিধাতা তারে বাম ।
সংসার-যাতনা-ভোগ, সদা সেবে শোক রোগ,
কদাচিৎ পূর্ণ নহে কাম ॥
ইন্দ্রিয়-বিষয়জ্ঞানে, তুঃখে সুখ করি মানে,
নাসিকায় মায়ারজ্জু বশে ।
অবিদ্যা যাহার দাসী, পরাৎপর সুখরাশি,
না বুঝিয়া বঞ্চিত সে রসে ॥
অতএব মহারাজা, অন্তরে ত্যজহ তুজা,
ভজ হরি-অভয়-চরণ ।
বিষয়ে যে কুটিনাটি, ছাড় অন্য পরিপাটী,
সদা কর অনন্য শরণ ॥
এতেক শুনিয়া রাজা, অসুরাগ্র্য মহাতেজা,
ক্রোধে যেন প্রচণ্ড অনল । *
প্রলয়ের বায়ু যেন, শ্বাস বহে ঘনে ঘন,
রক্তবর্ণ নয়নযুগল ॥
উচ্চস্বরে কহে ছার, অরে তুষ্ট কুলাঙ্গার,
তথাচ ঐ নাম পুনঃ লবি ।
মস্তক ছেদিব তোর, না জান প্রতাপ মোর,
আজি তুঞি যমালয় যাবি ॥
এত কহি কোষ হৈতে, খড়্গ লইল হাতে,
চোট মারিবারে † মনে করে ।
নাহি মরে খড়্গাঘাতে, সে কথা উদয় চিতে, ‡
লজ্জায় না পারে মারিবারে ॥
ধীরে ধীরে কহে পুনঃ, মোর এক বাক্য শুন,
এই যে এতেক লোক আছে ।
কেহ বা না ভজে কেন, তুমি কেনে পুনঃ পুনঃ,
ভজিবারে ধাও তার পাছে ॥
জিজ্ঞাসি তোমার ঠাঞি, মিথ্যা যে কহিবে নাই,
আর কিছু নাহি চাই আমি ।

* আনল—পাঠভেদ ।
†...কোলে...হানিবারে—পাঠভেদ ।
‡ যে কথা আছয়ে চিতে—পাঠভেদ ।

বিষ্ণুর ভজন প্রতি, কে তোমারে হেনমতি,
দেয় কার ঠাঞি শিখ তুমি ॥
তবে কহে শিশুবর, করি তবে যোড়কর,
মহারাজ করি নিবেদন।
এই যে যতেক জন, নাহি ভজে নারায়ণ,
যে কহিলে শুন বিবরণ ॥
কৃষ্ণভক্তি মহাবিভু, বিনে সাধুকৃপা কভু,
নাহি হয় শাস্ত্রের প্রমাণ।
দুর্ল্লভ যে শুভোদয়, সাধারণ কোথা হয়,
যার হয় সেই ভাগ্যবান্ ॥
মহারাজ কৃষ্ণে মতি অতি যে দুর্ল্লভ।
স্বত কি পরত নহে, গৃহকূটধর্ম্ম সহে,
মিথুনীক্রিয়াতে যার লোভ ॥
কৃষ্ণে মতি কোথা তার, অনর্থে শরণ যার,
দিবসে বিষয় কর্ম্মে ফিরে।
নিশিতে করি শয়ন, পুনঃ সেই চিন্তন,
করে যেন গোধন যাগরে ॥
রাজা শুনি পুনঃ কহে, কৃষ্ণ তোর কোথা রহে,
প্রহ্লাদ কহয়ে সর্ব্বস্থরে।
স্থাবর জঙ্গম কীট, পতঙ্গ পাবক ভীট,
চরাচর সভার অন্তরে ॥
রাজা কহে যদি হয়, স্তম্ভ যে স্ফটিকময়,
ইহাতে আছয়ে তোর হরি।
পুনশ্চ প্রহ্লাদ কহে, সে কভু অন্যথা নহে,
শুনি কোপে উঠে খড়্গ ধরি ॥
ধাইয়া অসুরবরে, তাহাতে আঘাত করে,
স্তম্ভরাজ দুইখণ্ড হৈল।
শুনহ অদ্ভুত কথা, অপূর্ব্ব মঙ্গলকথা, *
তাহে এক বস্তু নিকষিল ॥
যাহা লাগি যোগিগণ, একান্তে করয়ে ধ্যান,
ছাড়ি সর্ব্ব বিষয় বাসনা।
শ্রুতিগণ নিরন্তর, যাঁর অন্বেষণপর,
বিচার-বিতণ্ডা করে নানা ॥

যাঁর যশ গুণ কর্ম্ম, ছাড়িয়া সকল ধর্ম্ম,
সাধুগণ পুলক-অন্তরে।
গায় শুনে করে ধ্যান, ছাড়ি রাজ্য অভিমান,
স্বজন বান্ধব করি দূরে ॥
সর্ব্ব-আত্মা-অন্তর্য্যামী, সভার জীবনস্বামী,
এক বিভু ত্রৈলোক্য-অন্তরে।
সৃজন-পালন কর্ত্তা, প্রলয়-আদি-সংহর্ত্তা,
ত্রিভুবন যাঁর গুণে ঝুরে ॥
ত্রৈলোক্য যে বৈভব, সকলি বস্তু সুলভ,
সুদুর্ল্লভ যাহা নাহি মিলে।
হেন বস্তু স্তম্ভ হৈতে, স্বভক্তের অভিমতে,
নিকষিলা প্রপঞ্চের মেলে ॥
অহো কি লোকের ভাগ্য, কিবা মূঢ় কিবা প্রাজ্ঞ,
কিবা সুর অসুর রাক্ষস।
নয়নগোচর হৈল, ভবাগ্নি নির্ব্বাণ ভেল,
শেষ হৈল জঠর-নিবাস ॥
যবে স্তম্ভে নিকষিল, ক্ষুদ্রটি প্রতীত ভেল,
দেখিতে দেখিতে মহাকায়।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-নভোব্যাপী, রৌদ্র প্রচণ্ডরূপী,
মহাবিকরাল মূর্ত্তি হয় ॥
কটি অধে নরাকৃতি, শ্যামল-সুন্দর ভাতি,
পীতাম্বর মণি-আভরণে।
শ্রীচরণ কটি-অধে, ভক্তে দত্ত অনুরোধে,
শক্ত নহে অন্যথা করণে ॥
ঊর্দ্ধে হরি ভয়ঙ্কর, রূপ কিন্তু মনোহর,
ভক্তগণের আনন্দজনক। *
ভক্ত-অনুরোধ করি, রূপ ধরি নরহরি,
ক্রীড়া করে যেমন বালক ॥
অতঃপর শুন তবে, হিরণ্যকশিপু যবে,
দেখি সেই বিকৃতিস্বরূপ। †
দুঃশীল অসুর রীতি, কোপেতে বিবশ মতি,
নাহি বুঝে নিজ শুভাশুভ ॥

* মঙ্গলগাথা—পাঠভেদ।

* আনন্দদায়ক—পাঠভেদ। † বৃহৎ-স্বরূপ—পাঠভেদ।

মুদ্গর মুষল ভেলা, বৃক্ষ বৃহতী শিলা,
শেল শূল নানা অস্ত্র-শস্ত্র।
বিক্রম করিয়া মারে, প্রভু তাহা লুফি ধরে,
উলটিয়া মারে সেই অস্ত্র ॥
ইতর অসুরগুলা, দূর হৈতে মারে ঢেলা,
সেগুলার গ্রীবা ধরি ধরি।
ভূমেতে আছাড় মারে, ছটফট করি মরে,
কথোগুলা পলায় তা হেরি ॥
পুনরপি দুই জন, বাহুযুদ্ধ অনুক্ষণ,
পৃথিবী কম্পিত পদভরে।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল, তলাতল-পাতাল,
সুমেরু কাঁপয়ে থরথরে ॥
যুদ্ধলীলা কথোক্ষণ, করি প্রভু সনাতন,
দৈত্যরাজে ধরিয়া শ্রীহস্তে।
উরুর উপরে ধরি, উদর ফাড়য়ে চিরি,
ক্রোধাবেশে যেন বেণাপত্রে ॥
উদরের নাড়ীগুলা, মালা করি গলে দিলা,
অতি বিকরাল রূপ হৈলা।
প্রলয়-অনল যেন, দুই চক্ষু জ্বলে তেন,
লোমাবলি উত্তান করিলা ॥
নাসাপুটে বহে শ্বাস, শিলা বৃক্ষ পাশ পাশ,
উপাড়িয়া পড়ে গিয়া দূর।
দশন অচল শৃঙ্গ, হরধনু যেন ভঙ্গ,
কটমট শব্দে ব্যাপে পুর ॥
শিরে জটা ঘূর্ণনে, ছিন্নভিন্ন মেঘগণে,
দেবগণ পলায় ধাইয়া।
মহাতেজ মহাবল, প্রতাপ প্রদীপ্তানল,
কালের অন্তক রৌদ্রকায়া ॥
দুঃসহ চীৎকার রবে, গর্ভবতী গর্ভ স্রবে,
সুরাসুর নরনারীগণ।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, সুমেরুর শৃঙ্গ নড়ে,
কটাহ ফাটিল কিবা আন ॥
মহা উগ্ররূপ প্রচণ্ড, কালান্তক কালদণ্ড,
মহাভয়ানক মহারৌদ্র।
চরণ-আস্ফালভরে, ক্ষিতি টলমল করে,
সৃষ্টি সংহারেন যেন রুদ্র ॥
দেখিয়া চিন্তিত মনে, ব্রহ্মা- আদি-দেবগণে,
হাহাকার করেন সভাই।
অকালে প্রলয় হয়, কি কর্ত্তব্য কি উপায়,
ত্রস্ত পরস্পর ধাওয়াধাই ॥
শিব-ব্রহ্মা-ইন্দ্র-আদি, স্তব করে আঁখি মুদি,
সুদূর হইতে ভয়ে অতি। *
আঁখি না মেলিতে পারে, নিকটে যাইতে নারে,
কম্পিত হেরিয়া তীক্ষ্ণ ভাতি ॥
কেহ কহে লক্ষ্মীদেবী, তাঁহার চরণ সেবি,
আন যাই বৈকুণ্ঠ হইতে।
তেঁহো যদি আসি কহে, তবে এই সৃষ্টি রহে,
প্রভুর এ রূপ সংবরিতে ॥
পরামর্শ প্রশংসিয়া, সভে বহু আরাধিয়া,
স্বধাম হইতে তাঁরে আনে।
ভয়াল বিকট রূপ, নরসিংহ-স্বরূপ,
হেরি মাত্র মুদিলা নয়ানে ॥
মুখ ফিরাইয়া যায়, † চলি যায় নিজালয়,
ভয়ে ভীত কমলা-হৃদয়।
পুনরপি এক উপায়, স্থির কৈল দেবচয়,
ভকতবৎসল প্রভু হয় ॥
প্রহ্লাদের কর স্তব, পূরণ হইবে সব,
রক্ষা হবে জগত সংসার।
ইহা চিন্তি সভে মেলি, অন্তরে সুকুতূহলী,
স্তব করে করিয়া বিচার ॥
প্রহ্লাদ ঘনায়্যা যায়, অন্তরে অকুতোভয়,
সিংহের বালক ‡ যেন সিংহে।
হেরিয়া নাহিক ডরে, ক্রোড়ে বসি ক্রীড়া করে,
মাতা পিতা বক্ষে রাখে স্নেহে ॥
তেমতি কৌতুক দেখ, ত্রিজগতে পায় সুখ,
সর্ব্বলোক যাহার শ্রবণে।

* ভয়মতি—পাঠভেদ।
† ধায়—পাঠভেদ।   ‡ তনয়—পাঠভেদ।

তাহার যে বিবরণ, শুন সভে দিয়া মন,
পরম আনন্দ পাবে মনে ॥
সম্মুখে দাণ্ডায়্যা সাধু, বিধু যেন স্রবে সীধু,
স্তব করে সুমিষ্ট বচনে ।
দেবগণ তাহা শুনি, মুখে না নিঃসরে বাণী,
নিরখয়ে * অনিমিখ নয়নে ॥
আর্দ্রীভূত অন্তরে, দুনয়নে বারি ঝরে,
পুলকিত অঙ্গ সভাকার ।
প্রভু প্রহ্লাদের পানে, স্নিগ্ধদৃষ্টে সুনয়নে,
স্নেহভাবে হেরে বার বার ॥
গ্রীবা হেলাইয়া চাহে, বদন নিরখি নহে,
ক্রোড়ে তুলি হৃদয়ে লইলা ।
শ্রীহস্ত অঙ্গেতে দিয়া, শিরে হাত বুলাইয়া,
ঘন ঘন চুম্বন † বহু কৈলা ॥
পশুরূপ ধরি হরি, পশুভাব ‡ অঙ্গীকরি,
স্নেহে প্রহ্লাদের অঙ্গ চাটে ।
কিবা ভক্তিপ্রিয় § প্রভু, কিবা দয়াময় বিভু,
যত্নে রাখি হৃদয়-সম্পুটে ॥
হেন যে দয়ার নিধি, তাঁরে ভজ নিরবধি,
অন্য ধর্ম্ম বাসনা তেজিয়া ।
কাহারে ভজিবে আর, কি ধন লাগিয়া ছার,
কাঁচ লঞা ¶ কাঞ্চন ছাড়িয়া ॥
সাক্ষাতে দেখহ ভাই, হেন দয়াল আর নাই,
নয়ান-বিবাদ তেযাগিয়া ।
হেন দয়াল কেবা আছে,শুদ্ধ প্রেমানন্দে নাচে,**
পরাৎপর নিন্দিয়া অমিয়া ॥
তোমাদের †† কিবা ভাগ্য,কিবা প্রাজ্ঞ্য কিবাযোগ্য,
কিবা দীর্ঘ সৌভাগ্য শোভন ।
ত্রিভুবননাথ বিভু, হর্ত্তা কর্ত্তা ভর্ত্তা প্রভু,
যার লাগি কৈলা ‡‡ প্রকটন ॥

কণ্ঠেতে ধরিয়া পুন, সুকোমল বৎস যেন,
স্নেহে অঙ্গ চাটয়ে গোধন ।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া, অশ্রুজলে তিতাইয়া,
পুনঃ পুনঃ হেরয়ে বদন ॥
প্রহ্লাদ গম্ভীর মতি, না ভিজে আদর প্রতি,
শুদ্ধ নির্ম্মল প্রেমগতি ।
যাহাতে সুস্নিগ্ধ মন, মাগে মাত্র শ্রীচরণ,
কেবল সেবনমাত্র মতি ॥
অপার গুণের সিন্ধু, মো-সভা পরমবন্ধু,
তাঁর চরণের রজকণা ।
তাহে অনাদর করি, নানাপথে সদা ফিরি,
যে হেতুক সংসার বাসনা ॥
বৈষ্ণবে না কৈনু রতি, খাইয়া আপন মতি, *
হায় হায় কি দুর্দ্দৈবদশা ।
পড়িল মস্তকে বাজ, ঐছন † বৈষ্ণবরাজ,
তাঁর পদে না জন্মিল আশা ॥
নানাযোনি সদা ফিরি, কদর্য্য ভক্ষণ করি,
নানাকর্ম্ম করি চাহি অর্থ ।
যে অর্থ অনর্থমাত্র, বিশেষতঃ স্ত্রী পুত্র,
স্বর্গ যে সুখদ সেহ ব্যর্থ ॥ ‡
বৈষ্ণবসেবন সার, ধর্ম্মমধ্যে পরাৎপর,
যাতে সর্ব্ব অর্থ লভ্য হয় । §
অন্য ফলের কিবা কথা, তুচ্ছমাত্র সব বৃথা,
যাতে কৃষ্ণপ্রেম উপজয় ॥ ¶
হেন বৈষ্ণবের পদে, মতি না করিনু মদে,
হারাইনু পাইয়া রতন ।
যে ভাগ্যে এ পদ মিলে, বুঝি কভু কোনকালে,
সেই ভাগ্য না কৈনু কখন ॥
এবে দন্তে তৃণ ধরি, অঞ্জলি মস্তকে করি,
শ্রীচরণে করি নিবেদন ।

* নিরীখয়ে—পাঠভেদ । † বদন চুম্বন পাঠভেদ ।
‡ পশুভাব—পাঠভেদ । § ভক্তপ্রিয় - পাঠভেদ ।
¶ কাঁচ লাগি- পাঠভেদ । ** প্রেমানন্দ যাচে - পাঠভেদ ।
†† প্রহ্লাদের— পাঠভেদ । ‡‡ হৈলা —পাঠভেদ ।

* ··মতি,···গতি—পাঠভেদ । † এ হেন— পাঠভেদ ।
‡ সর্গ অপবর্গ—পাঠভেদ । § হয়ে···পাঠভেদ ।
¶···সেত তুচ্ছময়···উপজয়ে—পাঠভেদ ।

হে হে শ্রীল শ্রীপ্রহ্লাদ, ঘুচাও মনের বাদ,
মোরে দেহ ভকতি রতন ॥
পুরুষ-রতন তুমি, কি আর বলিব আমি,
কৃপাদৃষ্টি কিঞ্চিত করহ।
চরণে শরণ লৈনু, বিনা মূলে বিকাইনু,
মো পাপী আপন করি লহ ॥
তোমার হৃদয়কোষে, অশেষ দারিদ্র্য নাশে,
আছে তথা * অমূল্য রতন।
দারিদ্র্য আমার মন, নাহি কৃষ্ণপ্রেমধন,
কিছু দেহ হেরিয়া কৃপণ ॥

* আছয়ে যে—পাঠভেদ।

অনুচর কর মোরে, চরণ ধরহ শিরে,
ভৃত্যভাবে কর অঙ্গীকার।
শ্রীকৃষ্ণ-ভকতি রস, তোমার যে গ্রাস-আশ,
দেহ পাতি আছি নিজ কর ॥ *
পরিহার শ্রীচরণে, কিঞ্চিত নয়ানকোণে,
নেহার হে দয়াল ঠাকুর। †
দীনহীন লালদাস, ‡ কৃপালেশ করে আশ,
কর নিজ উচ্ছিষ্ট কুকুর ॥

*···রসে···গ্রাসশেষে, দেহ পাতিয়াছি মতিকর—পাঠভেদ।
† দয়ার ঠাকুর—পাঠভেদ। ‡ লালদাস—পাঠভেদ।

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীপ্রহ্লাদভক্তরাজ গুণ-কথন নাম সপ্তম মালা ॥ ৭ ॥

অষ্টম মালা

অক্রূরাদি ভক্তগণ চরিত্রকথন।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥

৩০। চরিত্র অক্রূর ভক্তরাজের

কংসের আদেশে সাধু শ্বফল্ক-পুত্র।
অক্রূর ভকতরাজ যশস্বী পবিত্র ॥ *
কৃষ্ণে লইবারে ব্রজপুরে গেলা যবে।
তাঁহার মহত্ত্ব কিছু কহি শুন সভে ॥
অপূর্ব্ব স্বর্ণের রথে চড়িয়া চলিলা। †
পথে পথে নানা তর্ক করিতে লাগিলা ॥
মুঞি হীনমতি অতি ভকতি-বিহীন।
মোর চক্ষুগোচর কি হবে ভক্তাধীন ॥
নয়নে গলয়ে ধারা যেন মেঘ বর্ষে।
রাম-কৃষ্ণদরশন মোরে নাহি অর্শে ॥
হেন কি আমার এবে হইবে সুদিন।
হেরিব শ্রীহলধর নন্দের নন্দন ॥ ‡
শ্রীচন্দ্রবদন § হেরি চরণে পড়িব।
খুড়া বলি উঠাইয়া আলিঙ্গন দিব ॥
এইরূপ মনোরথ করিতে করিতে।
শ্রীচরণচিহ্ন দেখি ব্রজে প্রবেশিতে ॥
পুলক-হৃদয়-দেহ ¶ অশ্রু বহে ধারে।
গড়াগড়ি দিয়া তাহে দণ্ডবৎ করে ॥

* যশ-সুপবিত্র—পাঠভেদ। † চড়ি ব্রজে গেলা—পাঠভেদ।
‡ হবে…সুদিনে… নন্দনে—পাঠভেদ।
§ শ্রীবদন চন্দ্র—পাঠভেদ।
¶ পুলক কদম্বদেহ—পাঠভেদ।

পুনঃ পুনঃ উঠে পড়ে উন্মত্তের প্রায়।
কভু হাসে কভু কান্দে প্রেমের আশয় ॥
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি চলে মহাশয়।
দেখে গোষ্ঠে রাম-কৃষ্ণচন্দ্রের উদয় ॥
আনন্দসাগর-মাঝে ডুবিলা মহান্ত।
কি সুখে সাঁতারে তার নাহি হয় অন্ত ॥
কৃষ্ণ বলরাম দুই ভাই পূর্ণশশী।
হেরিয়া অক্রূরে আলিঙ্গন কৈলা আসি ॥
করে ধরি গৃহে আনি আতিথ্য-ব্যভারে।
নানামত সেবা কায়মনোবাক্যে করে ॥
নরলীলা লৌকিক-ব্যভারে দুই ভাই।
অক্রূরে সেবয়ে পান ভোজন করাই ॥
অক্রূরের প্রেমভক্তি শুনি জগজনে।
আপনা নিন্দিয়া লোক করয়ে বাখানে ॥
তেঁহো যদি কিঞ্চিত কটাক্ষদৃষ্টে হেরে।
ক্ষুদ্রজীব মো-সভার দুঃখ যায় দূরে ॥
সিন্ধুজল-বিন্দু যেন টুনিপাখী পাইলে। *
উদর পূরয়ে সিন্ধু নাহি টুটে জলে ॥
এতএব ক্ষুদ্র মোরা চাহি মাত্র এই।
সেই প্রেমরস-বিন্দুকণা † যদি পাই ॥

৩১। চরিত্র শ্রীবলিমহারাজের

বলি মহারাজরাজ ভুবনে বিখ্যাত।
মহামহিমার সীমা শাস্ত্র-অভিমত ॥

* খাইলে—পাঠভেদ।
† প্রেমরস-সিন্ধু-কণা—পাঠভেদ।

কি কব অবধি দেখ ত্রৈলোক্যের নাথ।
দ্বারে দ্বারিরূপে স্বয়ং রহে রমানাথ॥ *
ধন জন দারা সহ ত্রৈলোক্যের রাজ্য।
আত্ম সমর্পিলা শ্রীচরণে সাধুবর্য্য॥ †
কৃপাসিন্ধু বলিরাজ শাস্ত্রমতে শুনি।
কোথা যজ্ঞ করে কোথা মিলে গুণমণি॥
কর্ষণ করিতে মিলে স্পর্শমণিধন।
যতনবিহীনে যেন মিলয়ে রতন॥
অতএব তাঁহার চরিত্র কিছু শুন।
শ্রবণসুখদ অতি সুধাসার ‡ যেন॥
আনন্দজনক আর § সংসারতারক।
হৃদ্রোগনাশক আর প্রেমাব্ধিদায়ক॥
দেবরাজ প্রার্থনেতে আপনি শ্রীহরি।
অবতীর্ণ হইলা বামনরূপ ধরি॥
দেবতার কার্য্যদান ছলমাত্র করি।
ভুবনপাবনলীলা কৈলা অবতরি॥
মহাতেজঃপুঞ্জ বটু-ব্রাহ্মণরূপেতে।
উপনীত হৈলা যাই বলির যজ্ঞেতে॥
বলি রাজা দেখি চমৎকার হৈল চিত্তে।
অনিমিখে চাহে যেন পুত্তলিকা ভিত্তে॥
বহু সমাদর বহু নতি স্তুতি করি।
বসাইলা উচ্চ রত্ন-সিংহাসনোপরি॥
করযোড় করি কহে মৃদু মৃদু ভাষে।
কিবা অর্থে আগমন কিবা অভিলাষে॥
বটু কহে ভূপতি ¶ আইনু তোমা স্থানে।
অভিলাষ হয় কিছু যাচিঞা-কারণে॥
যদি দেহ তবে বলি নহে কেন ব্যর্থ।
রাজা কহে যাহা চাহ দিব সেই অর্থ॥
গুরু শুক্রাচার্য্য মুনি ** হইয়া তটস্থ।
ভৎ'সয়ে বলিরে অরে করিলি অনর্থ॥
বিষ্ণু ছদ্মরূপে * আইলা বুঝিতে নারিলি।
আপনার দোষেতে আপন মাথা খালি॥
প্রতিশ্রুত হৈলি দিলি ব্রাহ্মণেরে বাক্য।
বিপ্র নহে ছলে তোমার বিপক্ষের পক্ষ॥
রাজা কহে গোসাঞি যে আপনি কহিলে।
ছদ্মরূপে বিষ্ণু আইলা ব্রাহ্মণের ছলে॥ †
তবে ত ইহার পর ভাগ্য কি আছয়।
যাহা চাহে তাহা দিব সেই ধন্য হয়॥ ‡
রাজা পুনঃ বটুর চরণে নিবেদয়।
কি অর্থ মাগহ কহ করিয়া নিশ্চয়॥
বটু কহে ধনরত্ন কিছু মাগি নাহি।
মোর পদসম মাত্র ত্রিপাদভূমি চাহি॥
শুক্রাচার্য্য পুনঃপুন আঁখি মটকায়।
বাক্য অপহ্নব করিবারে যে কহয়॥
রাজা তাহা দেখি যেন নাহিক দেখয়।
বটুস্থানে কহে পুনঃ করিয়া বিনয়॥
ফল্গু অর্থ চাহ দ্বিজ সুবুদ্ধি হইয়া। §
গ্রাম-রত্ন ধন-ধান্য-আদি তেয়াগিয়া॥
তেঁহো কহে মুঞি হই ¶ তপস্বী ব্রাহ্মণ।
ধনধান্যে মোর কিছু নাহি প্রয়োজন॥
তপস্যার লাগি মাত্র স্থান কিছু চাই।
যোগের নির্ব্বাহ যাতে তাৎপর্য্য এই॥
রাজা কহে তবে তোমার স্বেচ্ছা হয় যেই।
তাহাই করিব মোর কর্ত্তব্য যে সেই॥
এত কহি মহারাজ সম্মতিপূর্ব্বক।
দান করিবারে তবে হইলা উৎসুক॥
মুনি কহে কোপে তবে হারে রে দুর্ম্মতি।
সর্ব্বনাশ হৈল যে না দেখ তাহা প্রতি॥
ছল করি বিষ্ণু তোর সর্ব্বস্ব হরিতে।
আইলা বামনরূপে ইন্দ্রের প্রেরিতে॥

* রঘুনাথ—পাঠভেদ।
† আত্মজন সমর্পিলা সাধুমহাবর্য্য—পাঠভেদ।
‡ সুধাধার—পাঠভেদ। § কৃষ্ণ—পাঠভেদ।
¶ মহারাজ—পাঠভেদ। ** শুনি—পাঠভেদ।

* ছলরূপে—পাঠভেদ।
† ছদ্মরূপে·· যাচিঞার ছলে—পাঠভেদ।
‡···আছয়ে।...হয়ে—পাঠভেদ।
§ গোসাঞি সুবিজ্ঞ হইয়া—পাঠভেদ। ¶ হউ—পাঠভেদ।

রাজা কহে বিষ্ণু যদি প্রতিগ্রহ করে।
তাহার অধিক ভাগ্য কি আছে সংসারে॥
নতুবা ও যদি হয় তেজস্বী ব্রাহ্মণ।
প্রতিশ্রুত হৈয়া পুনঃ অন্যথাকরণ॥
নরকের দ্বার সেই অযশ ভুবনে।
জীবন্তে মরণতুল্য ধিকার জীবনে॥
পুনরপি মুনি কহে যথা সর্ব্বনাশ।
অর্থের রক্ষণে মিথ্যা কহনে না দোষ॥
অতএব মোর বাক্য হেলন করিবে।
অচিরাতে রাজ্য-আদি-শ্রীভ্রষ্ট হইবে॥
যদ্যপিহ মুনিরাজ অভিশাপ * দিলা।
তথাপিহ রাজা বলি † দৃক্‌পাত না কৈলা॥
রাণী বিন্ধ্যাবলী দূরে দাণ্ডাইয়া ছিলা।
মুনির বারণ শুনি দুঃখিতা হইলা॥
পরমরূপসী সতী সুশীলচরিতা।
নানা আভরণ অঙ্গে মাণিক্যমুকুতা॥
শত শত দাস দাসী চৌদিকে বেঢ়িয়া।
তথাপিহ শীঘ্র এক জলঘট লৈয়া॥
ক্রোধ হর্ষ সহ যজ্ঞস্থলে রাজা-স্থানে।
আসিয়া কহয়ে কিছু কুপিত বচনে॥
মহারাজ শ্রীচরণ ‡ শীঘ্র ধৌত কর।
সাধুর সম্মত নিজ মঙ্গল বিচার॥
মুনিঠাকুরের শাপে যে হয় সে হউক।
রাজ্য আর স্ত্রী অর্থ যায় সে যাউক॥
প্রতিকূল মুনিবাক্য দূরে তেয়াগিয়া।
যাহা চাহে তাহা দেহ সৌভাগ্য মানিয়া॥
এ হেন ভাগ্যের সীমা সাধুর দুর্ল্লভ।
আজু সে তোমার অগ্রে সম্প্রতি সুলভ॥
অতএব অতিশীঘ্র শ্রীচরণ-আগে।
সমর্পণ কর ধন প্রাণ যাহা মাগে॥
এত বলি বিন্ধ্যাবলি জল ঢালে পদে।
মহারাজ বলি রাজা প্রক্ষালে আমোদে॥

* অভিশপ্ত—পাঠভেদ। † রাণী—পাঠভেদ।
‡ শ্রীচরণ মহারাজ—পাঠভেদ।

দুখানি সুন্দর পদ প্রক্ষালন করি।
হৃদয়ে ধরয়ে পুনঃ চক্ষে বহে বারি॥
শ্রীচরণধৌতজল মস্তকে ধরিল।
জনম সফল কৃতকৃতার্থ মানিল॥
যে চরণজল শিব অদ্যাপি যতনে।
মস্তকে ধারণ করি শিব করি মানে॥
বারি ঝারি কুশা তিল তুলসী লইলা।
ত্রিপাদ ধরণীদানে উদ্‌যুক্ত * হইলা॥
তথাপিহ শুক্র পুনঃ বারণ করয়।
ফিরিয়া না চাহে রাজা কর্ণে না শুনয়॥ †
হরির চরণে যার প্রবেশিল ‡ মন।
অন্য বিঘ্নে কি করিবে কালের দুর্গম॥
একান্ত যদ্যপি রাজা না শুনিলা বাক্য।
বিচার করিলা এক মনেতে কুতর্ক॥
সূক্ষ্মরূপে প্রবেশিলা ঝারির ভিতরি।
জল চলিবার পথ-নাল রুদ্ধ করি॥
দানের সঙ্কল্পহেতু ঝারি লয়্যা করে।
জল ঢালিবারে চাহে জল নাহি সরে॥
ব্যস্ত-ত্রস্ত হয়ে § রাজা কুশা এক লৈলা।
কিসে আটকিলা বলি নালে চালাইলা॥
প্রভুর স্বেচ্ছায় এক কৌতুক হইল।
কুশাগ্র যাইয়া মুনির চক্ষেতে বিন্ধিল॥
বেদনা পাইয়া বিপ্র বাহির হইল।
সেই হৈতে মুনির এক চক্ষু অন্ধ হৈল॥
রাজা শ্রীবামন দেব ¶ ত্রিপাদ ধরণী।
বিধিমতে দান করি করে যোড়পাণি॥
দেবতাগণের কার্য্য বলিরে করুণা।
ভুবনপাবনী লীলা এ তিন বাসনা॥
তিন কার্য্য সাধে ** আর অবান্তর বহু।
তাহার বৃত্তান্ত চমৎকার শুন পহুঁ॥

* উন্মুখ—পাঠভেদ। † করয়ে।…শুনয়ে—পাঠভেদ।
‡ আটকিল—পাঠভেদ। § ব্যস্ত হইয়া রাজা—পাঠভেদ।
¶ রাজা সে বামনদেবে—পাঠভেদ। ** সাথে—পাঠভেদ।

বামন আছিলা প্রভু অবামন হৈলা।
দেখিতে দেখিতে রূপ বৃহত করিলা॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবন নভ ব্যাপি।
অপ্রমেয় চমৎকার ত্রিবিক্রমরূপী॥
একপাদে ব্যাপি নিল ভূ অতল-আদি।
দ্বিতীয়ে ব্যাপিলা ভূর্ভুবঃস্বঃ প্রভৃতি॥
ব্রহ্মলোক ঊর্দ্ধে যায়্যা কটাহ ভেদিলা।
যে চরণে ত্রিপাবনী গঙ্গা জনমিলা॥
তৃতীয় চরণ ধরিবার স্থান নাই। *
বলিরে কহয়ে দেহ স্থান আর কই॥
মহারাজ কহে প্রভু আর কোথা † পাব।
কি ধন আছয়ে আর শ্রীচরণে দিব॥
প্রভু কহে প্রতিশ্রুত হইয়া বঞ্চিলে।
আজি তুমি মোর স্থানে দণ্ডার্হ হইলে॥
এত কহি বলিরাজে বন্ধন করিলা।
মহারাজ প্রেমাবেশে আনন্দ হইলা॥
প্রভুর যে গূঢ়াশয় কে বুঝিতে পারে।
কোন ছলে অনুগ্রহ নিগ্রহ বা করে॥
ব্রহ্মা-শিব-ইন্দ্র আদি যত দেবগণ।
নারদ প্রহ্লাদ-আদি করয়ে স্তবন॥
বলিরাজা কহে কিছু অপূর্ব্ব কথন।
তাহা কিছু কহি শুন কর্ণরসায়ন॥
বলিরাজা ‡ কহে প্রভু দয়ার সাগর।
তুমি সে শরণ্য এক জগত ভিতর॥
মুঞি হেন মূঢ় পাপী অধম § অগ্রাহ্য।
পরদ্রোহকারী নীচ সন্তের অভোজ্য॥
এ হেন পামর জনে এত কৃপা কৈলে।
ভজন সাধন কিছু হেতু না গণিলে॥
তোমার কৃপার ¶ কোনরূপে নহি পাত্র।
প্রহ্লাদের পৌত্র এক হেতু দেখি মাত্র॥

তোমার আশয় প্রভু অতি সে গম্ভীর।
বুঝিতে পারয়ে আছে হেন কোন্ ধীর॥
পুরন্দর পক্ষ হৈয়া ছলিলে আমারে।
তাহারে অনর্থ দিয়া অর্থ দিলে মোরে॥
দেবরাজ মূর্খ ইহা বুঝিতে নারিলা।
ক্ষুদ্র-অর্থ-সাধনে তোমারে পাঠাইলা॥
তুমি হেন-ধন নাহি চিনিল বর্ব্বর।
কাঞ্চন বেচিয়া নিল সুতুচ্ছ কঙ্কর॥
সাধুর অগ্রাহ্য রাজ্য অনিত্য অসার।
হেন তুচ্ছ ধন হেতু হারাইলা সার॥
তুমি যে দুর্লভ ধন সারাৎসার বস্তু।
না চিনিল মন্দমতি মূঢ় বস্তুতস্তু॥
বড় কৃপা কৈলে মোরে মায়াফাঁস হৈতে।
মুক্ত করি দিলা নিজ চরণ অমৃতে॥
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ বলির বচন।
শুনিয়া প্রশংসা করে আনন্দিত মন॥
ইন্দ্র দেবরাজ শুনি সলজ্জ হইল।
বলিরাজে ধন্য মানি আপনা নিন্দিল॥ *
অন্তরে আনন্দ প্রভু বলির বচনে।
যথার্থ কহিলা বলি প্রশংসয়ে মনে॥
বলি প্রতি দয়া অতি যদ্যপি প্রবল।
প্রতিকূলে ন্যায় বাহে কহয়ে দুর্ব্বল॥
হাঁ রে রে দুর্ম্মতি মোর তৃতীয় চরণ।
কোথায় রাখিব কহ শীঘ্র দেহ স্থান॥
বলি কহে শ্রীচরণ রাখিবার যোগ্য।
আমার মস্তক এক স্থান হয় দীর্ঘ॥
ইহাতে ধরহ পদকমল সুন্দর।
বাক্যদত্ত হৈতে মুঞি হৈনু অবসর॥
তোমার শরীর এই জগৎ তোমার।
তোমার চরণে সঁপিলাম সে নির্দ্ধার॥
তুমি প্রভু তুমি বিভু তুমি জগন্নাথ।
বিশেষতঃ হও † তুমি অনাথের নাথ॥

* স্থান আর নাই—পাঠভেদ। † কিবা—পাঠভেদ।
‡ মহারাজা—পাঠভেদ। § অসুর—পাঠভেদ।
¶ কৃপায়—পাঠভেদ।

* ...হইলা। ...নিন্দিলা॥—পাঠভেদ।
† বিশেষে আমার তুমি—পাঠভেদ।

যেই ইচ্ছা কর তুমি শরণ লইনু।
আত্মনিবেদন এবে চরণে করিনু ॥
বলির সৌভাগ্য কিবা কহনে না যায়।
জগন্মঙ্গল পদ ধরিলা মাথায় ॥
জয় জয় ধন্য ধন্য নমোনম শব্দ।
ত্রিজগতে কোলাহল হৈল কর্ণলুব্ধ ॥
বন্ধন ঘুচায়্যা প্রভু গদগদভাবে।
আলিঙ্গন করি বহু তোষে মৃদুরবে ॥
তুমি মোর প্রিয় আমি তোমাতে বিক্রীত।
হইলাম নিত্য বদ্ধ পরাণ সহিত ॥
এত কহি আজ্ঞা দিলা দেবশিল্পকারে।
পাতাল-ভুবনে এক পুরী করিবারে ॥ *
অপূর্ব্ব অমরাবতী তুল্য যে করিয়া। †
মণিময়-পুরী দিলা নির্ম্মাণ করিয়া ॥
প্রভু ভৃত্যে দোঁহে তাহে ‡ বিরাজ করিলা।
বলি সিংহাসনে বৈসে প্রভু দ্বারী হৈলা ॥
নিত্য দরশন করে বিরাজয়ে রঙ্গে।
দিবানিশি ভাসে রাজা প্রেমের তরঙ্গে ॥
অতএব ধন্য ধন্য বলি মহাশয়।
যাঁর যশ গুণ কীর্ত্তি ত্রিভুবনে গায় ॥
তাঁহার চরণরেণু ভুবনপাবন।
যদি কোন ভাগ্যে মিলে তার এক কণ ॥
তবে এই সংসারবাড়বানল হৈতে।
এড়াই দারুণ দুঃখ যম-যাতনাতে ॥
কৃষ্ণভক্তি নিত্যসুখ পরম-আনন্দ।
পরাৎপর লাভ হয় ছুটে ভববন্ধ ॥ §
¶ওহে শ্রীল-বলিরাজ ¶ মোরে কৃপা কর।
লালদাস ** মস্তকে চরণযুগ ধর ॥

* রচিবারে—পাঠভেদ। † স্বকার করিয়া—পাঠভেদ।
‡ তাঁহা— পাঠভেদ।
§ আনন্দে··· ।···ভববন্ধে—পাঠভেদ।
¶ হে হে রাজা··· । ** কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।

ভক্ত নামসঙ্কীর্ত্তন।

কতিপয় ভক্তগণ নাম সঙ্কীর্ত্তন।
করিলাম মাত্র আত্মশুদ্ধির কারণ ॥ (১)
হরি-কৃপারস আস্বাদিতে ভক্ত যাতে। *
ভক্তি-মহারত্ন লভ্য যার স্মৃতিমাত্রে ॥
শ্রীশঙ্কর শুকদেব সনকাদি মুনি।
কপিল নারদ শ্রেষ্ঠ দয়ালু বাখানি ॥
হনূমান্ বিষ্বক্‌সেন প্রহ্লাদ বলি ভীষ্ম।
অর্জ্জুন অম্বরীষ ধ্রুব ব্যক্ত সর্ব্ববিশ্ব ॥ †
বিভীষণ অক্রূর উদ্ধব অধিকারী।
ভগবন্ত-প্রসাদ যাঁহার প্রতি ভারি ॥
ইঁহা সভার পাদরেণু-মহিমা অপার।
কৃতকার্য্য হই যদি পাই মুক্তি ছার ॥ ‡
পরমাত্মা হরিগুণ সদা § ধ্যান-পরা।
তাঁ-সভার শ্রীচরণ-ধ্যানে হও ¶ ভোরা ॥
অগস্ত্য পুলহ আর পুলস্ত্য চ্যবন। **
বশিষ্ঠ সৌভরি অত্রি কর্দ্দম সুজন ॥
ঋচীক গৌতম গর্গ শ্রীব্যাস লোমশ।
ভৃগু দাল্‌ভ্য শৃঙ্গী আর অঙ্গিরা চমস ॥
মাণ্ডব্য দুর্ব্বাসা শিষ্য সহস্র আটাশী।
বিশ্বামিত্র জামদগ্নি জাবালিক ঋষি ॥
কশ্যপ পর্ব্বত পরাশর পদরজ।
সংসার ত্রাণের অগ্রসর উচ্চ ধ্বজ ॥

অথ পুরাণসংখ্যা তত্র শ্রীমদ্ভাগবত মহিমা কথন।

শ্রীল ব্যাস ইতিহাস আদি করি শাস্ত্র।
অষ্টাদশ পুরাণ বর্ণিলা সুপবিত্র ॥

(১) এই দুই পঙক্তি অনেক পুস্তকেই নাই।
* জেতে—পাঠভেদ। † সর্ব্বরিধ্য— পাঠভেদ।
‡ কৃতকৃত্য···পাউ··· ।—পাঠভেদ।
§···হরি চতুর্ভুজ···—পাঠভেদ।
¶ হউ—পাঠভেদ। **শ্রীমান্—পাঠভেদ।

তথাচ প্রসন্ন যে নহিল বুদ্ধি-মন।
শ্রীনারদ উপদেশ দিলা বিলক্ষণ ॥ *
ত্রৈলোক্যপাবন শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র।
সাধুজন-চকোরের সুধাপান-পাত্র ॥
জগত মঙ্গল নিধি বিধি নিরমিলা।
সম্প্রদায়-ক্রমে আইলা শুক প্রচারিলা ॥
ব্যাসগোস্বামী যত্নে গ্রন্থন করিয়া।
জগতে রসের মালা দিলা পরাইয়া ॥
যতেক পুরাণশাস্ত্র তাহা কহি শুন।
তামস রাজস আর সাত্ত্বিক নির্গুণ ॥
মৎস্য আর কূর্ম্ম তথা লিঙ্গ শৈব স্কন্দ।
আর অগ্নি এই ছয় তামস প্রবন্ধ ॥
ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মবৈবর্ত্ত আর যে মার্কণ্ড।
ভবিষ্য বামন ব্রহ্ম রাজস ষট্‌খণ্ড ॥
বিষ্ণু আর নারদীয় গারুড় পদম।
বরাহ ভাগবত লঘু সাত্ত্বিক উত্তম ॥

সংখ্যা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত—

"মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দং তথৈব চ।
আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি তামসানি নিবোধত ॥ †
ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ।
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত ॥ ‡
বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনম্।
সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ ॥" §

শ্রীমদ্ভাগবত হয় ¶ বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক।
মহিমাতে নাহি যার সমান অধিক ॥
শ্রবণসুখদ ভক্তিরসময় নিধি।
একবার যেই শুনে ঝুরে নিরবধি ॥
গুণের অবধি নাহি এক তাহে শুন।
শ্রবণ করিব বলি চিন্তে যেই জন ॥
তাহার হৃদয়পুরে শ্রীকৃষ্ণসুন্দর।
তৎক্ষণাতে বদ্ধ হন প্রসন্ন অন্তর ॥ *
তম-রজ-সত্ত্বগুণে পুরাণ যে কহিল।
তাহার বিশেষ কহি শাস্ত্রে যে শুনিল ॥
তামস যে মৎস্য-আদি-পুরাণ-আখ্যানে।
সত্ত্বময় প্রসঙ্গ আছয়ে স্থানে স্থানে ॥
তবে যে তামস নাম তাহার কারণ।
তমের আখ্যান হয় অধিক বর্ণন ॥
সাত্ত্বিক শাস্ত্রের মতবিরোধ যথায়।
তামস যে মত সেই জানিবে তথায় ॥
রাজস পুরাণে রজগুণের আধিক্য।
সাত্ত্বিক পুরাণে সত্ত্বময় গুণ-বাক্য ॥
তম-কল্পে যেই যেই পুরাণ বর্ণিলা।
সেই সেই তমভাবে উৎপন্ন হইলা ॥
রাজস সাত্ত্বিক যত ওই মতে হৈলা।
নির্গুণ শ্রীভাগবত স্বতঃ প্রকাশিলা ॥
যদি বল অষ্টাদশ ভাগবত সহ।
ঊনবিংশ কহিলে যে বড়ই সন্দেহ ॥
তাহার কারণ ভাগবতের টীকাতে।
বৃহৎ তোষণী আর ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থে ॥
সিদ্ধান্ত আছয়ে তাহা কহি এবে শুন।
না জানিয়া অন্য লোকে চিন্তে পুনঃ পুনঃ ॥
প্রথম ভাগবত নামে চারি হাজার শ্লোকে।
বর্ণিলা শ্রীব্যাসদেব পুরাণ সাত্ত্বিকে ॥
পরে যবে শ্রীনারদ উপদেশ দিলা।
শ্রীমদ্ভাগবত নামে গ্রন্থ প্রকাশিলা ॥
পূর্ব্বগ্রন্থ চারিহাজার আনুষঙ্গ ক্রমে।
শ্রীমদ্ভাগবত সহ সকলি বিশ্রামে ॥
স্বতন্ত্রেও চারি হাজার সে গ্রন্থ রহিল।
তন্ত্রভাগবত নাম তাহার হইল ॥

* বিচক্ষণ—পাঠভেদ।
†...পুরাণানি...নিবোধ মে—পাঠঃ।
‡ মনীষিভিঃ—ইতি নিবোধ মে—ইতি—কচিৎ।
§ শুভানি বৈ—ইতি কচিৎ। ¶ হয়ে—পাঠভেদ।

* হৃদয়পথে সুন্দরে।... অন্তরে।—পাঠভেদ।

লঘু-ভাগবত বলি লোকেতে কহয়।
উপপুরাণের মধ্যে গণনা করয় ॥ *
অষ্টাদশ উপপুরাণ পুরাণ সপ্তদশ।
মহাপুরাণ ভাগবত মহাগুণযশ ॥
দশলক্ষণাক্রান্ত † মহিমার সীমা।
গাইল তাহার গুণ করিয়া গরিমা ॥
বহুশাস্ত্রে ভাগবতের মহিমা কহয়।
কত কহা যায় মাত্র কহি শ্লোকত্রয় ॥

গারুড়ে—

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ॥
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ ॥"

পাদ্মে—

"পাদৌ যদীয়ৌ প্রথম-দ্বিতীয়ৌ,
তৃতীয়-তুর্য্যৌ কথিতৌ যদূরূ।
নাভিস্তথা পঞ্চম এব ষষ্ঠো,
ভুজান্তরং দোর্য্যুগলং তথান্যৌ ॥
কণ্ঠস্তু রাজন্নবমো যদীয়ো,
মুখারবিন্দং দশমঃ প্রফুল্লম্।
একাদশো যস্য ললাটপট্টং
শিরোঽপি যদ্দ্বাদশ এব ভাতি ॥
তমাদিদেবং করুণানিধানং
তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্।
অপার-সংসারসমুদ্র-সেতুং
ভজামহে ভাগবত-স্বরূপম্ ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত হয় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তদীয় ‡ ভাবেতে ব্যক্ত অতি সে অনুপ ॥
অতএব * পুরাণশাস্ত্র তদীয় সম্ভব।
অপার গুণের মধ্যে গাই এক লব ॥
তার মধ্যে ভাগবত সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম।
ত্রিজগতে পরাৎপর শাস্ত্র অনুপম ॥
গায়ত্রী ব্রহ্মসূত্রার্থ বেদার্থ ভারত।
সর্ব্বময় সারাৎসার শ্রীমদ্ভাগবত ॥
অন্যান্য পুরাণশাস্ত্রে অন্যান্য বাখান।
শ্রীমদ্ভাগবতে মাত্র কৃষ্ণ-গুণগান ॥
অন্যান্য শ্রবণে মন অন্যপথে যায়।
ভাগবত শ্রুতমাত্র কৃষ্ণে মন ধায় ॥ †
"অতএব জীবের যে একান্ত কর্ত্তব্য।
শ্রীমদ্ভাগবতকথা অবশ্য শ্রোতব্য ॥"
এক ভাগবত হয় ভক্তিরসপাত্র।
আর ভাগবত হয় ভাগবতশাস্ত্র ॥
সাধুমুখে এই বাক্য শুনিয়ে শ্রবণে।
শরণ লইনু মুঞি তাঁহার চরণে ॥
ভাগবত শ্রবণের পদ্ধতি শুনিল।
যতনে কবচ করি কণ্ঠেতে পরিল ॥ ‡
সজাতীয়াশয়-সাধু-সঙ্গেতে বসিব।
শ্রীমদ্ভাগবতকথা আস্বাদ করিব ॥
তবে সে শ্রবণে সুখ অধিক জন্ময়।
নতুবা শ্রবণে রস তাদৃক্ না হয় ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

"শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ।
সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে ॥"
অবৈষ্ণব স্থানেতে শ্রবণ নহে ইষ্ট।
দুগ্ধ-হেন বস্তু যেন সর্পের উচ্ছিষ্ট ॥

তথাচ পাদ্মে—

"অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পাবনং ভগবদ্‌যশঃ।
ন শ্রোতব্যং বৈষ্ণবানাং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ ॥"

---

* গণনা যে হয়—পাঠভেদ।
† দশ লক্ষণ আক্রান্ত—পাঠভেদ।
‡ ত্বদীয়—পাঠভেদ।

* অতেব·· ত্বদীয় সম্ভব—পাঠভেদ।
† কৃষ্ণে আটকায়—পাঠভেদ।
‡ ধরিল—পাঠভেদ।

ভাগবত হেন ধন পাইয়া করেতে।
চিনিতেই নারিনু * দুর্দ্দৈববিপাকেতে ॥
দন্তে তৃণ করি † ধরি অঞ্জলি মস্তকে।
হে হে শ্রীমদ্ভাগবত কৃপা কর মোকে ॥
তোমার চরণে রতি-মতি দেহ মোর।
লালদাস নিবেদয় একান্ত অন্তর ॥ ‡

অথ অষ্টাদশস্মৃতি-গুণকথনম্।

অষ্টাদশস্মৃতি প্রকাশিলা ঋষিগণ।
মস্তকে ধরহুঁ তাঁহা-সভার চরণ ॥
কৃষ্ণভক্তি গ্রন্থের তাৎপর্য্য-অর্থ হয়।
না বুঝিয়া কর্ম্মী জ্ঞানী অন্যথা কহয় ॥ §
উপক্রম অভ্যাস উপসংহার আদি ছয়।
লক্ষণে প্রাধান্যমাত্র ভক্তির আশ্রয় ॥ ¶
অতএব অষ্টাদশস্মৃতি-নাম শুন।
যাতে সর্ব্বপাপ হরে জন্ম নহে পুনঃ ॥
মনু আর অত্রি হন বৈষ্ণবী হারীত।
যামী যাজ্ঞবল্ক্য আর অঙ্গিরাবক্রুত ॥ **
শনৈশ্চর সাম্বতক কাত্যায়ন দাসী। ††
সাংখিল্য গৌতমী তথা বশিষ্ঠ সুভাষী ॥
সুরগুরু শাতাতপী ‡‡ পরাশর ক্রতু।
আশাপাশ-মুক্তিদাতা ভক্তির নির্হেতু ॥ §§

শ্রীরামচন্দ্রপার্ষদ গুণকথনম্।

নামসঙ্কীর্ত্তনম্।

শ্রীরামের পারষদ্ স্মরণ যেই করে।
অনপায়িনী ভক্তি পায় সে জন অদূরে ॥
ভুবনবিজয়ী সর্ব্বমঙ্গলের ধাম।
নিত্যসিদ্ধরূপী চিদানন্দ অভিরাম ॥
মন্ত্রিবর্গ আদি যত অসংখ্য গণন।
পবিত্র লাগিয়া কিছু করি সঙ্কীর্ত্তন ॥
যাহার কীর্ত্তনে সর্ব্বপাপ বিঘ্ন হরে।
অনায়াসে রঘুমণি বৈসয়ে অন্তরে ॥
শ্রীসুগ্রাব কেশরেয় দধিমুখ দ্বিবিদ।
পয়োদ * ঋক্ষপতি যেঁহ প্রিয়রামপদ ॥
উল্কা সুভট আর দধিমুখ † নল।
গয় নীল সুসেন কুমুদ মহাবল ॥
পনস গবাক্ষ শরভঙ্গ অতিবল।
অঙ্গদ ‡ যুবরাজ-আদি গন্ধমাদন ॥
ইত্যাদি আঠারো পদ্ম যূথমন্ত্রী হয়।
আর কত শত তার কে সংখ্যা করয় ॥ §
সভা ¶ পাদরজবৃষ্টি শুভদৃষ্টি করি।
মো-পাপীর শিরে কর কৃপণ বিচারি ॥

---

* না পারিনু—পাঠভেদ।
† …তৃণ করে…। হে……—পাঠভেদ।
‡ মোরে। কৃষ্ণদাস…কাতর অন্তরে—পাঠভেদ।
§…হয়ে।…কহয়ে—পাঠভেদ। ¶ আশয়—পাঠভেদ।
** অঙ্গিরাবভৃত—পাঠভেদ। †† দোষী—ক্বচিৎ পাঠভেদ।
‡‡ আসা তাপী—পাঠভেদ। §§ ভক্তি নির্হেতু—পাঠভেদ।

* মৈন্দ—(সঙ্গত) পাঠভেদ।
† দরীমুখ—পাঠভেদ।
‡ শ্রেষ্ঠ—পাঠভেদ।
§…আটাশী পদ্ম…হয়ে।…সংখ্যা কে করয়ে—পাঠভেদ।
¶ সভার—পাঠভেদ।

ইতি শ্রীভক্তমালে অক্রূরাদি-ভক্তগণ-চরিত্র-বর্ণন নাম অষ্টম মালা ॥ ৮ ॥

নবম মালা

শ্রীমদ্ ব্রজপরিকরগণ-নাম-গুণাদিবর্ণন ।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় শ্রীস্বরূপ শ্রীনিবাস শ্রীজগদানন্দ ।
জয় রায় রামানন্দ প্রেমানন্দ-কন্দ ॥
জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥

ব্রজের যে বড় গোপ প্রধান পর্জ্জন্য ।
ত্রিলোকে যাহার বড়-সম নাই অন্য ॥
শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ অধিক কি কব ।
জগতের আর্য্যা পূজ্য মঙ্গলের শিব ॥
ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠ ইষ্ট প্রেষ্ঠ সুচরিত ।
সর্ব্বোত্তমোত্তম শুভ পুত্র মনোনীত ॥
কামনা করিয়া ঘোরতর তীব্র তপ ।
ধেয়ান সমাধি কৈলা নানাবিধ * জপ ॥
তাহাতে জন্মিলা সাত পুত্র † শুভোদয় ।
সুধন্য মেদিনী যাতে আনন্দহৃদয় ॥
সুশীল সুশান্ত দান্ত উদারচরিত ।
সর্ব্বগুণাকর সর্ব্বলোকের পূজিত ॥
নিরীহ নির্গুণ নিত্য চিদানন্দময় ।
স্বাভাবিক অজ জন্ম লৌকিকের প্রায় ॥
তার মধ্যে শ্রীল নন্দরাজ মহাশয় ।
যাঁহার মহিমা বেদে শতমুখে ‡ গায় ॥
তাঁহার মহিমা গুণ হেন কে সংসারে ।
কোটি যে অংশের লব কহিবারে পারে ॥
কি কহিব চমৎকার মুখে না যুয়ায় ।
পূর্ণব্রহ্ম-সনাতন তাঁহার তনয় ॥
লালন-পালন করে তাড়ন ভৎ'সন ।
গৃহস্থালি পাতিয়াছে ত্রিলোকরঞ্জন ॥
যাঁহার সৌভাগ্য দেখি অজ-ভব-আদি ।
আপনা নিন্দয় গায় গুণ নিরবধি ॥
ত্রিজগতে গানচ্ছন্দে সর্ব্বলোক গায় ।
দুস্তর সংসার হৈতে যাহারে এড়ায় ॥
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি সুধাসাগরে পড়িয়া ।
ডুবি ডুবি খায় সদা উদর পূরিয়া ॥
তাঁহার মহিমা মুঞি কি কহিতে জানি ।
বামন হইয়া চান্দ ধরিবারে গণি ॥
ছার মূর্খ দুরাচার মূঢ় জ্ঞানহীন ।
ভকতিবিহীন তাতে ইন্দ্রিয়-অধীন ॥
হেন ব্যক্তি করে হেন বিচারেতে কাম ।
লোকে উপহাস্য যে কেবল ধার্ষ্ট্য তাম ॥
তথাপিহ দড়বড় করি যোড়ে যাড়ে । *
রচি যাতে যদি সে চরণ মনে পড়ে ॥
তাঁহার চরণে † মতি পবিত্র-কারণ ।
রচনা উদ্যম নহে পৌরুষভাজন ॥

পর্জ্জন্যের সপ্তপুত্র তাঁ সভার নাম ।
ক্রমে কহি শ্রবণ-মঙ্গল অভিরাম ॥
ধরানন্দ ধ্রুবানন্দ তৃতীয় উপনন্দ ।
অভিনন্দ চতুর্থ পঞ্চম তথা নন্দ ॥
ষষ্ঠ সুনন্দ আর সপ্তম শুভানন্দ ।
আশপাশ গ্রামবাসী সহ পশুবৃন্দ ॥ ‡

---

* নানাবিধি—পাঠভেদ। † পঞ্চপুত্র—পাঠভেদ।
‡ লোকে বেদে সদা গায়—পাঠভেদ।

*···গড়বড়া···যোড়ঝাড়ে—পাঠভেদ। † স্মরণে—পাঠভেদ
‡···সহবাস···পশুবৃন্দ—পাঠভেদ।

ধরানন্দ বড় পুত্র রাজ্য * অভিষেক।
করিতে উদ্যোগ কৈলা সভার অনেক ॥
তেঁহো অসম্মত হৈলা সকলে মিলিয়া।
নন্দ যে পঞ্চম ভ্রাতায় নৃপতি লাগিয়া ॥
কহিলা পর্জ্জন্য রাজে রাজা না হইব।
নন্দ মহারাজা হৈলে তাহে সুখী হব ॥
অতএব ব্রজে রাজা নন্দরাজ হৈলা।
জগন্মাতা শ্রীযশোদা মহিষী মহিলা ॥ †
তাঁহার অশেষ গুণ অতুল মহিমা।
বেদ-বিধি শুক-আদি নাহি পায় সীমা ॥
ভাগবতে শুকদেব করিলা কীর্ত্তন।
কহিবারে নাহি জানি ক্ষান্ত ‡ তে কারণ ॥
কিবা সে সৌভাগ্য কৃষ্ণজননীর পাত্রী।
লালন-পালনকর্ত্রী কৃষ্ণস্তনদাত্রী ॥ §

তথাহি শ্রীভাগবতে—

"নন্দঃ কিমকরোদ্‌ব্রহ্মন্! শ্রেয় এব মহোদয়ম্।
যশোদা চ ¶ মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ ॥"

তেঁহো মোর ঠাকুরাণী তাঁহার চরণ।
কবে মুঞি ধোয়াইব করিয়া যতন ॥
কবে তেঁহো আজ্ঞা দিবা শ্রীকৃষ্ণ লাগিয়া।
রচিবারে মিষ্ট অন্ন অঙ্গুলি হেলাইয়া ॥

[দোঁহা—মূল হিন্দী।]

"বাল বৃদ্ধ নরনারী জিতে হৈঁ অর্থী উন পাদরজ ॥
গোপ নন্দ ** উপনন্দ ধ্রুব ধরানন্দ মহরি যশোদা।
কীরতিদা বৃষভানু-কুম্বরি সহচরি বিহরতি মন মোদা ॥
মধুমঙ্গল সুবল সুবাহু ভোজ অর্জ্জুন শ্রীদামা। *
মণ্ডলি গয়াল অনেক শ্যাম সঙ্গী বহুনামা ॥
ঘোষনিবাসনকী কৃপা সুর নর বাঞ্ছিত আদি অজ
বাল-বৃদ্ধ নর নারী জিতে গোপ হৈঁ অর্থী উন পাদরজ ॥
ব্রতরাজ সুবন সঙ্গ সদন বন অনুগ তদা † ততপর রহৈ।
রক্তক পত্রক অবর পত্র সবহী মন ভাবে ॥
মধুকণ্ঠ মধুবর্ত্ত রসাল বিশাল সুবাবে ॥ ‡
প্রেমকন্দ মকরন্দ আনন্দ সদা চন্দ্রহাসা।
পয়দ বকুল রসদান শারদা বুদ্ধি প্রকাশা ॥
সেবাসমৈ বিচারিকৈ চারু চতুর চিতকী লহৈ।
ব্রতরাজ সুবন সঙ্গ সদন বন অনুগ তদা § ততপর রহৈ ॥

অস্যার্থঃ।

ব্রজের গোপ বাল বৃদ্ধ যত নর নারী।
পশু পক্ষ বৃক্ষ বনস্পতি আদি করি ॥
নিত্যসুখময় অপ্রাকৃত চিদানন্দ।
পরম উপাস্য সভার চরণারবিন্দ ॥
ব্রহ্মময় ধাম শ্রীল বৃন্দাবন-ভূমি।
যোগী যতি তপস্বীর অগম্য জ্ঞানী কর্ম্মী ॥
তাঁহার মহিমা কহিবার শক্তি কার।
অনুভব কর নিত্য ধ্যান কর যাঁর ॥
নিত্যনিবাসের স্থান কৃষ্ণ বলরাম।
শ্রীনন্দাদি যশোদা রোহিণী অনুপাম ॥
শ্রীযশোদা-জগন্মাতা মহিমা-আভাস।
কিঞ্চিত কহিল পূর্ব্বে না পূরিল আশ ॥
পুনর্ব্বার কিছু কহিবারে মনে করি।
নিজে মূর্খ নাহি জানি আঁকুপাঁকু করি ॥
শ্রীরোহিণী মাতা আর যশোদাসুন্দরী।
দুই মাতা সম দুই গুণের গাগরী ॥

---

* বড়পুত্রে রাজ্যে—পাঠভেদ। † হইলা—পাঠভেদ।
‡ ক্ষান্তি—পাঠভেদ। § কৃষ্ণে স্তনদাত্রী—পাঠভেদ।
¶ বা—ইতি বা পাঠঃ। ** নন্দ গোপ—পাঠভেদ।

* দামা—পাঠভেদ। † সদা—কচিৎ—পাঠভেদ।
‡ মধুকণ্ঠি…সুহাবে—পাঠভেদ। § সদা—পাঠভেদ।

ত্রিভুবনে পূজ্য মান্য ধন্য সদুপাস্য।
শান্ত শিষ্ট সুশীল সুস্নিগ্ধ প্রিয়ভাষ্য ॥
মর্য্যাদক সুমর্য্যাদা সকলের আর্য্য।
সভারে সমান যথাযোগ্য শৌর্য্যবীর্য্য ॥
অধিক কি কব রামকৃষ্ণের জননী।
যাঁর স্তনপান করে সুধাধিক মানি ॥
পূতনা রাক্ষসী মাতৃবেশে স্তন দিল।
জিঘাংসা করিয়াও মাতৃগতিকে পাইল ॥
অতএব মহারতি মাতা শ্রীযশোদা।
ভুবনপাবনী সর্ব্ব-অর্থ সিদ্ধিপ্রদা ॥
তাঁহার মহিমা বেদ-বিধি-অগোচর।
আত্মারাম শুকদেব প্রশংসে বিস্তর ॥
নাভাজী শ্রীব্রজপুরের কৃষ্ণপরিকর।
সংক্ষেপে বর্ণিলা বহু না কৈল বিস্তর ॥ *
তাঁহার আশয় আদি পদের যে অর্থ।
বর্ণিব বিস্তারি কিছু যেমন সমর্থ ॥
গোপগোপী আদি গুণ ক্রমেতে গাইব।
শ্রীচরণে প্রেমভক্তি মাগিয়া লইব ॥
শ্রীকৃষ্ণের জেঠা জেঠী খুড়া খুড়ী আদি।
মামা পিসা আদি আর † পুলিন্দ অবধি ॥
নাম সংকীর্ত্তন করি নিজাভীষ্ট লাগি।
দুর্ম্মতি-শোধন আর প্রেমানন্দভাগী ॥
শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামীর বর্ণন-মাধুরী।
গণোদ্দেশদীপিকা যে গ্রন্থ অনুসারি ॥
বর্ণিব কিঞ্চিন্মাত্র তাহার অন্তরে।
অগ্রপশ্চাৎ ক্রম কিছু না জানি বিচারে ॥
অক্ষরমিলন-হেতু যথা আইসে মনে।
অপরাধ ক্ষম বিপর্য্যয়ের বর্ণনে ॥

গারুড়োক্ত—

শ্রীনন্দ রাজার সখা রাজা বৃষভানু।
নন্দরাজমহিষী যশোদা শ্যামতনু ॥

* বিস্তার—পাঠভেদ। † করি—পাঠভেদ।

শক্রধনুবর্ণ বাস না স্থূল ন কৃশা।
কিঞ্চিত দীঘল অতি সুন্দরী সুকেশা ॥
অন্য নাম দেবকী, দেবকী যাঁর সখী।
ঐন্দবী নামেতে আর সখী সুষ্ঠুমুখী ॥

আদিপুরাণোক্ত—

শ্রীকৃষ্ণের বৃহন্মাতা দেবী শ্রীরোহিণী।
বলদেব হৈতে কৃষ্ণে স্নেহে * কোটিগুণি ॥
মতান্তরে নন্দ-মহারাজ পাঁচ ভাই।
তাহা ব্যতিরেকে † যে খুড়াত হয় দুই ॥
পূর্ব্বকথিত নামে কিছু হয় ভেদ।
সকলি সম্ভবে যাহা কহে সাধু বেদ ॥
কেহ কহে সপ্ত ভাই কেহ পঞ্চজন।
কল্পভেদে কিংবা কিছু থাকিবে কারণ ॥
শ্রীল উপনন্দ ‡ আর অভিনন্দ দুই।
শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠতাত স্নেহেতে একুই ॥
সন্নন্দ নন্দন দুই কাকা সমতুল।
সদাই শ্রীকৃষ্ণস্নেহানন্দেতে বিহ্বল ॥
উপনন্দ সিতারুণবর্ণ § হরিদ্বস্ত্র।
তাহার ঘরণী তুঙ্গী কৃষ্ণে মন ন্যস্ত ॥
ভ্রমরের ন্যায় বর্ণ নারঙ্গ-বসন। ¶
অভিনন্দ কৃষ্ণবস্ত্র শঙ্খের বরণ ॥
তস্য ভার্য্যা পীবরী ** নাম পাটলবরণ।
নীলবস্ত্রধারী তেঁহো †† কৃষ্ণ প্রাণধন ॥
সন্নন্দের সুনন্দ দ্বিতীয় নাম হয়।
চতুর্থ ভাই যে ঞিহো সুন্দর আশয় ॥ ‡‡
কুন্দবর্ণ শ্যামবস্ত্র অল্প পককেশ।
কৃষ্ণেতে পরম স্নেহ না জানি বিশেষ ॥ §§

* কৃষ্ণস্নেহ—পাঠভেদ। † ব্যাতিরেকেতে—পাঠভেদ।
‡ উপানন্দ—পাঠভেদ। § পীতারুণবর্ণ—পাঠভেদ।
¶ সোনার বসন—পাঠভেদ।
** পাসরী—কুত্রচিৎ পাঠভেদ।
†† নীলবস্ত্রধারী স্নেহে—পাঠভেদ।
‡‡…নাম হয়ে।…আশয়ে—পাঠভেদ।
§§ নাহি যার শেষ—পাঠভেদ।

মাহিষ দুগ্ধেতে শরীরের পুষ্টি হয়।
সে হেতুক কৃষ্ণ লাগি মহিষ রাখয় ॥ *
ভার্য্যা যে অঙ্গনা † রক্তবস্ত্র পদ্মবর্ণ।
কৃষ্ণসুখবাক্যে ‡ যেই পাতি রহে কর্ণ ॥
নন্দন পঞ্চম ভ্রাতা একত্র বসতি।
বিশেষ কৃষ্ণেতে অনুরাগ মহামতি ॥
শিখিকণ্ঠবর্ণ হয় § গুণের নিধান।
চণ্ডাত-পুষ্পের বর্ণ বস্ত্র পরিধান ॥
অতুলা তাঁহার ভার্য্যা বিদ্যুতের কান্তি।
মেঘাম্বর পরিধান কৃষ্ণময় ভ্রান্তি ॥
কণ্ডর দণ্ডর শ্রীনন্দের খুল্লপুত্র।
সুদামা কণ্ডর-স্ত্রী গুণেতে পবিত্র ॥
দণ্ডরের স্ত্রীর নাম সুরমা সুন্দরী।
রূপে গুণে সম দোঁহে প্রেমের গাগরী ॥
বটুক চটুক ¶ আর দুই জ্ঞাতি ভাই।
দধিসারা হবিঃসারা স্ত্রী দোঁহার দুই ॥
নন্দের ভগিনী দুই সানন্দা নন্দিনী।
শ্রীকৃষ্ণের পিসী স্নেহে সমান জননী ॥
কৃষ্ণবর্ণ বসন কিঞ্চিত উচ্চ দন্ত।
শ্যামল চিকণ বর্ণ মতি শিষ্ট শান্ত ॥
সানন্দার স্বামী মহানীল হয় ** নাম।
নন্দিনীর স্বামী সুনীল গুণধাম ॥
নন্দরাজের ভগ্নীপতি শ্রীকৃষ্ণের পিসা।
স্নেহময়ী প্রেমামৃতে সদাই বিলাসা ॥
শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ মহোৎসাহযুক্ত।
সুমুখ তাঁহার নাম স্নেহে অতিরিক্ত ॥
শঙ্খবর্ণ লম্বশ্মশ্রু জম্বুবর্ণ কান্তি।
মাতামহী তস্য পত্নী পাটলা সুমতি ॥
মাহিষ দধির বর্ণ হরিত বসন।
শিরে কেশ পাটলপুষ্পের যে বরণ ॥

তাঁর সহচরী হন মুখরা বড়াই।
যশোদা মাতার ধাত্রী স্নেহে অধিকাই ॥
সুমুখের ছোট ভাই চারু-মুখ নাম।
অঞ্জন-বরণ তাঁর রূপ অনুপাম ॥
তস্য ভার্য্যা বলাকা কুলটি-পুষ্পবর্ণ।
পাটলার ভ্রাতা গোল * বানর-আনন ॥
বানর-আকৃতি-মুখ হেরিয়া সুমুখ।
শ্যালাভাবে হাসিলা তাহাতে পাইলা দুখ ॥
দুর্ব্বাসা মুনির বহু আরাধনা কৈলা।
বর মাগি তেঁহো মহাকুলীন হইলা ॥
তাঁহার ভার্য্যার নাম জটিলা কর্কশা।
অভিমন্যুর মাতা তেঁহো শ্রীমতীর স্বসা ॥ †
কাকের বরণ তাঁর বৃহৎ উদর।
কলহেতে প্রিয় সদা সহজে মুখর ॥
কৃষ্ণের মাতামহী-ভ্রাতা তাঁহার নন্দন।
অভিমন্যু মাতুল সম্পর্কে তে-কারণ ॥
যদ্যপিহ বিপক্ষ জটিলা-আদি যেহ।
আনন্দমূরতি কৃষ্ণে তথাপিহ স্নেহ ॥
যশোধর ‡ যশোদেব সুদেবাদি আর।
কৃষ্ণের মাতুল সহোদর যশোদার ॥
অতসীপুষ্পের বর্ণ পাণ্ডুর § বসন।
তাঁহাদিগের ভার্য্যাগণ কৃষ্ণ-অন্ত-প্রাণ ॥
বেমা রেমা সুরেমা যে ক্রমেতে তিনের।
ঘরণীর নাম স্নেহে ¶ সমান মায়ের ॥
মামা-মামী-স্থানে কৃষ্ণ সোহাগভাবেতে।
বস্ত্র ধরি আকুট করয়ে কতমতে ॥
কর্কটী-পুষ্পের বর্ণ ধূম্রবর্ণ ** পট।
কৃষ্ণপ্রেমে উনমত নাচে হৃদি-নট ॥
মাতার ভগিনী দুই শ্রীকৃষ্ণের মাসী।
যশোদেবী যশস্বিনী রূপগুণরাশি ॥

*···হয়ে। সেহেতু···রাখয়ে—পাঠভেদ।
† কুবলা—পাঠভেদ। ‡ কৃষ্ণমুখবাক্যে—পাঠভেদ।
§ হয়ে—কচিৎ পাঠান্তর।
¶ বাটুক চাটুক—পাঠভেদ। ** হয়ে—পাঠভেদ।

* হন—পাঠভেদ। † পাশা—পাঠভেদ।
‡ যশোবীর—পাঠভেদ। § পাণ্ডর—পাঠভেদ।
¶ স্নেহ—পাঠভেদ। ** কম্বুবর্ণ—পাঠভেদ।

দধিসারা হবিঃসারা দ্বিতীয় দু-নাম।
দুই দুই নাম দোঁহা রূপ অনুপাম ॥
স্বাভাবিক মাতা হৈতে মাসী বড় স্নেহ। *
তাহে কৃষ্ণ স্নেহপাত্র মাসী যাতে স্নেহ ॥
জ্যেষ্ঠা যশোদেবী † শ্যামবরণ যাঁহার।
কনিষ্ঠা যে যশস্বিনী গৌরাঙ্গ তাঁহার ॥
হিঙ্গুল বরণ বস্ত্র হয় দোঁহাকার।
চাটু বাটু নামে দুই স্বামী দুজনার ॥
মাসুয়া কৃষ্ণের জ্ঞাতি-ভাই উপনন্দের। ‡
মিষ্টান্ন পাঠান বহু লাগি বালকের ॥
জ্যেষ্ঠা যশোদেবী মাসী তাঁর এক পুত্র।
স্বরূপ 'সুচারু' নাম সুন্দর চরিত্র ॥
গোল যে আভীর অভিমন্যুর জনক।
তাঁহার ভ্রাতার কন্যা 'সুচারু' যোটক ॥
তুলাবতী নাম তাঁর প্রেমে অধিকাই।
রূপে গুণে শীলে শ্রেষ্ঠ § কৃষ্ণের ভোজাই ॥
অথ পিতামহতুল্যগণ শ্রীকৃষ্ণের।
কৃষ্ণসুখে সুখী চেষ্টা নাহিক দেহের ॥
তাঁহা সভার নামগুণ কীর্ত্তন করিয়া।
প্রেমধন মাগি হৃদি টিকরা পাতিয়া ॥
তুণ্ডু আর কুঠের পশুবেদনা কিলাত।
কুপীট ¶ পুরটা নাট তুল্য পিতৃতাত ॥
অনেক আছয়ে আর কে কহিতে পারে।
মাতামহগণমধ্যে ** কিছু কহি আরে ॥
বীরারোহ বরারোহ কন্দোট্ট কারুণ্ড।
তরীষণ বরীষণ আদি আর গোণ্ড ॥ ††
বৃদ্ধা পিতামহীতুল্যা ভারুণী ভঙ্গিলা।
ভেরী সুখান্তরা ভঙ্গী ভার শাখালীলা ॥ ‡‡

শিখা-আদি * বৃদ্ধা আর অনেক আছয়।
মাতামহী তুল্যা মধ্যে কহি যেবা হয় ॥
ভারুণ্ডা জটিলা করালা ঘর্ঘরা।
ঘুর্ঘুরী চকলী ঘণ্টা ভুণ্ডী ঘোণী ঘোরা ॥ †
করবালি সুঘণ্টিকা ঢোণ্ডিকা ডিণ্ডিমা।
ডামনী ডামরী ডঙ্কা পুণ্ডাদি অসীমা ॥
জনকের সম হয় অনেক ব্রজেতে।
শ্রীনন্দরাজের সখা ভ্রাতাদিক-মতে ॥
মঙ্গল পিঙ্গল পিঙ্গ মাঠর পট্টীশ।
শঙ্কর সঙ্গর পীঠ ভৃঙ্গ হরিকেশ ॥
ধুনি-বাণ্টিক সারঘা দণ্ডিকে দার ‡ পটীর।
ধুরীণ ধূর্ব্ব চক্রাঙ্গা সৌরভের হর ॥
কলাঙ্কুর উৎপলাদি মস্কর কন্দলা। §
সুপক্ক সৌধ হারীতা কৃষ্ণস্নেহে ভোলা ॥
উপনন্দ-আদি পিতৃতুল্য আর হয়।
অনন্ত কহিতে নারে অন্যের কি দায় ॥
পর্জ্জন্য সুঘন দোঁহে বাগ্‌বন্ধবন্ধুত্ব।
কৌশোরে আর ত দুই স্নেহাদির পাত্র ॥ ¶
নন্দ আদি নামে মিত্র অনেক আছয়।
কতেক তাহার কিছু না হয় নির্ণয় ॥
মাতাতুল্যামধ্যে কৃষ্ণের করিব কীর্ত্তন।
প্রেম-অর্থ বিনে ** যাক্ষ সংসার যাতন ॥
তরঙ্গাক্ষী তরুণিকা সুভদ্রা †† মালিকা।
অঙ্গদা বৎসলা তালী মেদুরা সালিকা ॥
কুশলা মসৃণা কৃপা শঙ্কিনী বিম্বিনী।
মুদ্রা প্রভা নীতি ধরা সুভগা ভোগিনী ॥
হিঙ্গুলা কপিলা পুণ্ডী ধমনী পট্টিকা।
পক্ষতি রঞ্জনী সুতুণ্ডী তুষ্টি বর্ত্তিকা ॥ ‡‡

* মাসীর বহু স্নেহ—পাঠভেদ।
† জ্যেষ্ঠা যে যশোদেবী—পাঠভেদ।
‡ ভাই যে নন্দের—পাঠভেদ। § জ্যেষ্ঠ—পাঠভেদ।
¶ কৃপীট—পাঠভেদ। ** মহামহাগণ মধ্যে—পাঠভেদ।
†† ধীরারোহ ধরারোহ কর্ণেট কারণ্ড।
তীরসেন বীরসেন আদি আর গোন্দ ॥—ক্বচিৎ পাঠঃ।
‡‡ শাখী শীলা—পাঠভেদ।

* শিবা আদি—পাঠভেদ।
† ঘুর্ঘুরী স্থলে 'ঘুঘুরী' বা 'র্ঘঘুরী' এবং ঘোরা স্থলে ঘোণ্টা।
‡ দণ্ডিকে—পাঠভেদ। § কম্বলা—পাঠভেদ।
¶ 'কিশোর আর ত দুই এদিগের মিত্র' 'কিশোর আর ত দুই স্নেহাদের পাত্র'—কোন কোন পুস্তকে দৃষ্ট হয়।
** মিলে—পাঠভেদ। †† তরলিকা শুভদা—পাঠভেদ।
‡‡ ...সুতুণ্ডি তুষ্টি রঞ্জনা বর্ত্তিকা—পাঠভেদ।

সন্ধকী বন্ধকী * বেলা আদি মাতৃসমা।
স্তনদাত্রী ধাত্রীমাতা তুই অনুপমা॥
অম্বিকা কিলিম্বা নাম কৃষ্ণস্নেহবতী।
যশোদা-মাতার স্থানে সদা অনুগতি॥
কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ সরবস।
তিল আধ কৃষ্ণ বিনে রুদ্ধ হয় শ্বাস॥
তুই মধ্যে শ্রেষ্ঠা ব্রজেশ্বরীর প্রিয়সখী।
অম্বিকা হয়েন মুখ্যা সদা হাস্যমুখী॥
অথ মহীসুরা দ্বিধা গোকুলে বসতি।
পুরোহিত কেহ কেহ আশিষক রীতি॥
বষট্কার স্বধাকার প্রাঘারাদি দ্বিজা।
আশীর্ব্বাদক মান্য সভে করে পূজা॥ †
সামিধেনী মহাকব্যা বেদিকাদি সতী।
ব্রাহ্মণের স্ত্রীগণের ক্রমেতে গণতি॥
পুরোহিত বেদগর্ভ মহাযশা ‡ আর।
ভাগুরি আদিক পুরোহিত কুলাচার॥
ক্রমে তাঁদিগের পত্নী শ্রীগৌতমী শাব্বরী।
কৃষ্ণক্রীড়া-অনুকূল বিশেষতঃ গার্গী॥
পুরোহিত বহু অন্য ব্রাহ্মণী অনেক।
ব্রজেশ্বরী অনুগতা পূজ্যা পরতেক॥
কুব্জিকা বামনী স্বাহা শাণ্ডিলী সুলভা।
ভার্গবী ইত্যাদি স্বধা সুপূজ্যা তুর্লভা॥
পৌর্ণমাসী ভগবতী সান্দীপনিসুতা।
তেজিয়া অবন্তীপুরী ব্রজে অনুগতা॥
শ্রীমন্নারদের শিষ্যা মহাতপস্বিনী।
কৃষ্ণলীলা-কুতূহলী সর্ব্ববিধায়িনী॥
যোগমায়া-অংশ হন চিৎশক্তিময়ী।
মায়া আচ্ছাদিয়া কৃষ্ণলীলার বিধায়ী॥
ব্রজেশ্বর-ব্রজেশ্বরী-আদি ব্রজপুরে।
সকলের মান্য পূজ্য সর্ব্বত্রে বিহরে॥
নিবিড় বনেতে বাস পত্রের কুটীরে।
রাধাকৃষ্ণ-মিলন উপায় ধ্যান করে॥

* সন্নকী বল্লকী—পাঠভেদ।
† কবে তাঁর পূজা—পাঠভেদ। ‡ মহাবজ্রা—পাঠভেদ।

গোপীযূথ-আদি ভেদ।

অথ যূথ গোপীগণে তুই মত হয়।
বয়স্যা দাসিকা অন্তঃপাতি দূতীচয়॥
ইহাতে ত্রিকুল অই যূথের অন্তরে।
কুলমধ্যে মণ্ডল যে বর্গ তথা পরে॥
বর্গ হইতে গণ গণে হয় সমবায়।
সমবায় হৈতে তথা হয়েন সঞ্চয়॥
সঞ্চয় হইতে হয় সমাজ আখ্যান।
সমাজ হইতে সমন্বয় প্রয়োজন॥
নয়-ভেদ-ক্রমে লঘু ইহাতে বিশেষ।
প্রেমতারতমময়ে উচ্চ মধ্যে শেষ॥
ইত্যাদি অনেক ভেদ কত কহা যায়।
তাৎপর্য্য নাহিক মাত্র পুস্তক বাঢ়য়॥
যতেক কহিল ব্রজপরিকর ধন্য।
ত্রিলোক-উপাস্য দেবতার পূজ্য-মান্য॥
বিশেষ গোপীর কিছু মহিমা বিরল।
চতুর্দ্দশ ভুবনে উপমার নাহি স্থল॥
বৈকুণ্ঠেও যাঁর যশ গায় লক্ষ্মীগণ।
আশ্চর্য্য কথনে বিরময়ে শ্রুতিগণ॥
অতএব কহি কিছু গোপিকা-চরিত।
কৃষ্ণসুখানন্দ হয় * রসময় গীত॥
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী আর দ্বারকামহিষী।
অষ্টোত্তর শত ষোল হাজার রূপসী॥
তিলেক কৃষ্ণের মন হরিতে না পারে।
গোপী ভুরুভঙ্গি মাত্র † বিন্ধে কামশরে॥
সমর্থা সুস্নিগ্ধা রতি আত্মসুখ-বর্জ্জ্য।
অদ্বিতীয় ত্রিভুবনে সকলের আর্য্য॥
শুদ্ধপ্রেমানন্দভাব মাধুর্য্যের পূর।
কামগন্ধ নাহি মাত্র আস্বাদে মধুর॥
প্রেমানন্দে ডগমগ সুধার সাগরে।
ডুবিয়া ডুবিয়া পিয়ে তৃপ্তি না সঞ্চারে॥

* কৃষ্ণসুখানন্দময় – পাঠভেদ। † ভুরুভঙ্গে মাত্র—পাঠভেদ

কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ তন-মন। *
কৃষ্ণ যে সুখের নিধি পরশ-রতন ॥ †
কুল শীল ধর্ম্ম কর্ম্ম লোকলজ্জা ভয়।
দেহ গেহ সম্পদ যে নাহি কি আছয় ॥
মদিরা-মদান্ধ যেন কটির বসন।
আছে কি না আছে তাহে নাহি আলোচন ॥
তবে যে গৃহের কর্ম্ম রন্ধন-ভোজন।
দেহের অভ্যাসে করে নাহি তাহে মন ॥
শরীরের মার্জ্জন ভূষণ বেশ-ন্যাস।
যতন করিয়া করে তাহাতে উল্লাস ॥ ‡
কৃষ্ণ যাতে রত কৃষ্ণসুখের বিলাস।
অতএব দেহের সৌন্দর্য্যে অভিলাষ ॥
কৃষ্ণসুখে সুখী গোপী কামগন্ধহীন।
শুদ্ধপ্রেমভাবময় কহয়ে প্রবীণ ॥
গোপীর মহিমা কিবা আশ্চর্য্য কথন।
ন ভূত ন ভবিষ্যত নহে বর্ত্তমান ॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভাগবত-গীতা-শাস্ত্রে।
যে যৈছে ভজে ভজি ভাবযোগ্য রীতে ॥ §
সত্যসঙ্কল্প সেই গোপিকার স্থানে।
বিফল হইল কৃষ্ণ, বদ্ধ হৈলা ঋণে ॥
ইহার প্রমাণ ভাগবত-পঞ্চাধ্যায়।
জগতে প্রসিদ্ধ হয় সর্ব্বলোকে গায় ॥
বিচার করহ আত্মারাম-আদি ভক্ত।
বহু কিন্তু কোথা কৃষ্ণ হেন অনুরক্ত ॥ ¶
রূপ-গুণ-শীল-প্রেম-সৌভাগ্য-বিদগ্ধ।
সদ্ভক্তা সুমিষ্টভাবা শুদ্ধমতি ** স্নিগ্ধ ॥
শ্রীলক্ষ্মীর রূপের কণার কোটি অংশ। ††
ত্রিভুবনব্যাপী তার একাংশ রূপাংশ ॥

* তনুমন—পাঠভেদ। † পরম রতন—পাঠভেদ।
‡…মার্জ্জন যে ভূষণ।‥ যতনে…॥—পাঠভেদ।
§…ভগবদ্‌গীতা শাস্ত্রেতে।…ভজে‥ ॥—পাঠভেদ।
¶…কৃষ্ণে তেন অনুরক্ত—পাঠভেদ।
** সুমিষ্টভাবা শুভমতি—পাঠভেদ।
†† লক্ষ্মীর…যে কণার…॥—পাঠভেদ।

হেন লক্ষ্মীদেবী ব্রজ-গোপিকার আগে।
রূপেতে * অধিক থাকু সমান না লাগে ॥
গুণ-শীল-সৌভাগ্যাদি তেমতি জানিবে।
প্রেমবিদগ্ধতা-অংশে শতাংশ না হবে ॥
শুদ্ধ যে সমর্থা রতি মাধুর্য্য বিরল।
বিদগ্ধার শিরোমণি গোপিকা প্রবল ॥
লক্ষ্মীঠাকুরাণী সমঞ্জসা-ভাব-রতি।
ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে নিজে হয় দাসীমতি ॥
সমতা নহিলে নহে রসের পুষ্টতা। †
অতএব গোপীসম নহে বিদগ্ধতা ॥
কৃষ্ণসনে রাসকেলি করিবারে ব্রজে।
আসি তাহা না পাইয়া তপ করে লাজে ॥
ব্রজের রমণী বিনে বৃন্দাবন-শশী।
কাহারেও না স্পর্শে যদি হয় রূপরাশি ॥
ব্রজকুমুদিনীগণ কৃষ্ণশশী বিনা।
নারায়ণ-আদি সূর্য্য না করে গণনা ॥
গোপী কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোপী বিনে নাহি জানে।
অতএব প্রেমে রূপে ‡ নাহিক সমানে ॥
যার সম অধিক বৈকুণ্ঠে না সম্ভবে।
ইহাতেই গোপিকার মহিমা জানিবে ॥
ত্রৈলোক্যের মধ্যে শ্রীউদ্ধব § মহাশয়।
ভক্তগণ-গণনাতে এক শ্রেষ্ঠ হয় ॥
লোক বেদ সর্ব্বশাস্ত্রে দৃঢ়তর গায়।
গোপীভাব দেখি তেঁহো চমৎকার হয় ॥
অষ্টাঙ্গ করিয়া সাধু ভূমেতে লোটায়।
পাদরজ আশা করি আপনা নিন্দয় ॥
ব্রজে গুল্মলতা জন্ম প্রার্থনা করয়।
গোপী-পাদরজ অঙ্গে যদ্যপি লাগয় ॥ ¶
গোপিকার আনুগত্য বিনু ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
কদাচ না মিলে ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনে ॥ **

* রূপের—পাঠভেদ। † মমতা…পুষ্টতা।—পাঠভেদ।
‡ প্রেমরূপে—পাঠভেদ। § উদ্ধব—পাঠভেদ।
¶…করয়ে।…লাগয়ে ॥—পাঠভেদ।
** গোপীর অনুগা বিনু ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় যশোদা নন্দনে ॥—পাঠভেদ।

সাধারণ বৈষ্ণবচরণে রতি বিনে।
কৃষ্ণ নাহি পায়, ভক্তিরস নাহি জানে ॥
বিশেষে গোপিকা সাধ্য সাধন সিদ্ধিক।
অতএব ভজনীয় বস্তু একান্তিক ॥ *
কৃষ্ণ না ভজিয়ে ভজে গোপীর চরণ।
রাধাকৃষ্ণ পায় ব্রজে পায় প্রেমধন ॥
গোপী ছাড়ি কৃষ্ণ-ভজনের নহে ফল। †
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি দুর্ল্লভ প্রবল ॥
সদ্গুরুচরণাশ্রিত সৎসঙ্গতি বিনে। ‡
শ্রীরূপ সনাতনের মর্ম্ম নাহি জানে ॥
যেই বুঝে গোপীতত্ত্ব ভজনের তত্ত্ব।
রাধাকৃষ্ণ-প্রাপ্তিবর্ত্ম ব্রজের মহত্ত্ব ॥
কুতার্কিক শুষ্কজ্ঞানী কর্ম্মীর অগম্য।
উলুক না জানে যেন রবিকর মর্ম্ম ॥
　ত্রৈলোক্যের ভূষণ শ্রীবৃন্দাবন ধাম।
তাহার ভূষণ রাধাকৃষ্ণ অনুপাম ॥
তাঁর লীলারসভূষা গোপিকা সুন্দরী।
সুধীর ললিত কৃষ্ণে কহে যাতে করি ॥
তার মধ্যে শ্রীরাধিকা সর্ব্বশিরোমণি।
মহাভাবস্বরূপা হ্লাদিনী শক্তি গণি ॥
কায়ব্যূহরূপ তাঁর সর্ব্বগোপীগণ।
বহুরূপ বিনে নহে লীলার পোষণ ॥
অত্যন্তবল্লভা রাধা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী।
তিল আধ না দেখিলে ম্লান মুখশশী ॥
এক আত্মা দেহ দুই রূপমাত্র ভেদ।
দোঁহা না দেখিয়া দোঁহার প্রাণ করে খেদ ॥
প্রেমপরাকাষ্ঠা যার পরে আর নাই।
দু'জনার বালাই লইয়া মরে্য যাই ॥
কিশোর কিশোরী দু'টি সুন্দর সুন্দরী।
প্রাণ চিরি তথা রাখি তারে অনাদরি ॥
হৃদয়কমল তার মৃদু সারভাগ।
বিছাইয়া দিই চালাইতে রাঙ্গাপাদ ॥
লুকাইয়া যদি পাই হিয়ামাঝে রাখি।
বিরলে চরণ * দু'টি ক্ষণে ক্ষণে দেখি ॥
বৃন্দাবনশশী কৃষ্ণ রাই কুমুদিনী।
গোপীগণ চকোরী ভ্রমরী লুভধিনী ॥
লীলারসামৃতপুষ্টি নহে গোপী বিনে।
গোপী ধন্য পূজ্য মান্য বেদেতে বাখানে ॥
অতএব পঞ্চ পুরুষার্থ পরাৎপর।
যদি চাহ গোপীপদ ভজ বার বার ॥

গোপী কল্পতরুবর,　　গাঢ়ছায়া-স্নিগ্ধকর,
　তার তল করহ আশ্রয়।
ভবগতায়াতশ্রান্তি,　　পাশ আশা তৃষ্ণা ভ্রান্তি,
　দূরে যাবে জুড়াবে হৃদয় ॥
দুঃখ যাবে, সুখ পাবে,　　প্রেমফল আস্বাদিবে,
　অমৃতনিন্দিত-রসরাশি।
পাইয়া সে রসার্ণবে,　　পরম আনন্দ পাবে,
　গলার খসিবে মায়াফাঁসি ॥
যুগলচরণে প্রেম,　　যেন জাম্বুনদ হেম,
　যদি তাহা আশা কর মনে।
হৃদি দরিদ্রতা † যাবে,　　পরম ধনাঢ্য হবে,
　ধর তবে গোপীর চরণে ॥
প্রেম-স্পর্শমণি-রত্ন,　　প্রাপ্তোপায় ‡ কর যত্ন,
　গোপীহৃদিকোষ পরিপূর্ণ।
তাহার শরণ লহ,　　কায় বাক্য মন সহ,
　তেজি ধর্ম্ম মান কুল বর্ণ ॥
পাবে সে দুর্লভ ধনে,　　যাহা § নাহি ত্রিভুবনে,
　তপ জপ জ্ঞান যোগে মিলে।
সামান্য রতন আশ,　　স্বর্গাদি বাসনাফাঁস,
　মুক্তি-আশা গ্রাহক প্রবলে ॥
তাহে হও সাবধান,　　দূরে তেজ কর্ম্মজ্ঞান,
　যেহ অর্থ প্রাপ্তির ¶ বাধক।

*...সিদ্ধিক।...একান্তিক ॥—পাঠভেদ।
† যত ফল—পাঠভেদ।　　‡ ক্রমে—পাঠভেদ।

* বসিয়া—পাঠভেদ।　　† দারিদ্রতা—অপপাঠ।
‡ প্রাপ্ত্যুপায়—শুদ্ধপাঠ।
§ তাহা—পাঠভেদ।　　¶ অর্থ প্রাপ্ত্যের—পাঠভেদ।

তৎপরেতে * নিরমল, মতি কর অচঞ্চল,
রঙ্গে দিয়া সে প্রেম-যাবক ॥
অতএব গোপী ভজ, তাঁহার চরণে মজ,
এই ব্রতমাত্র কর সার ।
অশক্ত দুর্ব্বলমতি, লালদাস † তাহা প্রতি,
জড়প্রায় বিঘ্নের কিঙ্কর ॥

অথ রূপ-গুণ ।

অতঃপর কিছু গুণ-রূপ-আদি নাম।
কীর্ত্তন করিব চমৎকার অভিরাম ॥
পরমপ্রেষ্ঠসখী হন সকলের শ্রেষ্ঠ ।
তার মধ্যে দুই ভেদ বর আর বরিষ্ঠ ॥
বরিষ্ঠ সভার মান্য উত্তমোত্তমে গণ্য ।
তাঁহা সভার তুলনাতে নাহি কেহ অন্য ॥
রূপে গুণে প্রেমে শীলে বিদগ্ধাদি মতে ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রিয় কুশল সেবাতে ॥
অতি অন্তরঙ্গা সদা নিকটে থাকেন ।
গুহ্য যে রহস্যকথা কহেন শুনেন ॥
অপার-গুণরূপাদি মাধুরীভূষিতা ।
অনন্য-সমান ঊর্দ্ধ সর্ব্বমধ্যে খ্যাতা ॥

অথ বরিষ্ঠ ।

ললিতা বিশাখা চিত্রা চম্পকলতিকা ।
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুলেখা ‡ রঙ্গদেবী সুদেবিকা ॥

তত্র শ্রীললিতা ।

তত্র শ্রীললিতা আদ্যা অষ্টমধ্যে শ্রেষ্ঠা ।
শ্রীমদ্‌রাধা হৈতে সতের দিনের জ্যেষ্ঠা ॥ §
অনুরাধা অন্য নাম, বামা সে প্রখরা ।
গোরোচনা নিন্দি কান্তি শিখিপিচ্ছাম্বরা ॥ ¶

সর্ব্বকর্ম্মে নিপুণতা সর্ব্বার্থসাধিকা ।
সকলের মান্যা ধন্যা প্রাধান্যে অধিকা ॥
অষ্টমধ্যে প্রিয়তমা শ্রীরাধাকৃষ্ণের ।
নিগূঢ় সুগুহ্য বাক্য পাত্র কহনের ॥ *
দরশনমাত্রে দোঁহার আনন্দজনক ।
দোঁহে বশীভূত হন দৃঢ়বাধ্য-বাধক ॥
বিশোক নামেতে পিতা মাতা বিশারণী ।
গোবর্দ্ধনমল্লসখা ভৈরব যে স্বামী ॥
প্রিয়াপ্রিয়সখীমুখে তাম্বুল অর্পিয়া ।
আনন্দসাগরে ভাসে প্রেমময় হিয়া ॥

তত্র শ্রীবিশাখা ।

দ্বিতীয়া বিশাখা ললিতার সম গুণে ।
প্রিয়সখী-সম বয় জন্ম এক ক্ষণে ॥
তারাবলীবস্ত্র অঙ্গে বরণী বিদ্যুতা ।
পাবনের কন্যা মুখরার ভগ্নীসুতা ॥ †
জটিলার ভগ্নী-পুত্রী দক্ষিণা মাতরি ।
পতি-অভিমানী নাম বাহিক আভীরি ॥
প্রেমনর্ম্মসখী এঁহো সুকর্ম্মকুশলা ।
নর্ম্ম-উক্তি-সুকৌশলা সুমন্ত্রী প্রবলা ॥
দূত্যকর্ম্মে পণ্ডিত সন্ধিতে বুদ্ধিমান ।
চতুষ্টয়-জ্ঞাতা ভেদ দণ্ড সাম দান ॥
পত্রাবলি-রচনায় বাদ্য নৃত্য-গীতে ।
সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে চিত্র যে কারিদ্বে ॥
বেণী-বেশ-রচনায় সূচিকর্ম্ম আদি ।
সূর্য্যপূজাসামগ্রীর আবিষ্কারে সুধী ॥
শ্রীরাধিকার মনোবৃত্তি কথনে আনন্দ ।
গলাগলি দোঁহে কৃষ্ণকথার প্রবন্ধ ॥
রঙ্গণ মাধবী আর মালত্যাদি সখী ।
সহ অধিকারী বৃন্দাবনেতে নিরখি ॥ ‡

---

* তৎপরস্থে—পাঠভেদ । † কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ ।
‡ ইন্দুরেখা—পাঠভেদ ।
§ সতের দিনে শ্রীমদ রাধা হৈতে জ্যেষ্ঠা—পাঠভেদ ।
¶ শিখিপুচ্ছাম্বরা—পাঠভেদ ।

* ললিতার—পাঠভেদ ।
†…বিদ্যুতা ।…ভগ্নীযুতা—পাঠভেদ ।
‡ হরখি—পাঠভেদ ।

তত্র শ্রীচম্পকলতা।

তৃতীয়া চম্পকলতা চম্পকবরণ।
চাষপক্ষবর্ণ পরিধেয় যে বসন ॥
এক দিবসের ছোট প্রিয়সখী সহ।
মাতরি বাটিকা পিতা আরাম গোদোহ ॥
চণ্ডাক্ষ নামে স্বামী গুণে বিশাখার সম।
সর্ব্বকর্ম্মে বিজ্ঞ দৌত্য-কর্ম্মে * অনুপম ॥
রাধাকৃষ্ণ ঘটনায় যুক্তিবিশারদা।
প্রতিপক্ষে প্রতারণা-আকর্ষণে মুদা ॥ †
ফল-আদি-গুণ দৃষ্টিমাত্রে অনুভবে।
মিষ্টান্নপাকাদি শিল্প নানাগুণশ্রবে ॥ ‡
নানান § মৃত্তিকাপাত্র অদ্ভুত রচনে।
দাসীসহ কতেক বা প্রকার বনানে ॥
দ্রুমলতা-গুল্ম-আদি রোপণেতে পটু।
ষড়রস পরখে মিষ্টাদি তিক্ত কটু ॥
কৃষ্ণ লাগি নানাশিল্পবৈদগ্ধ্য-চাতুর্য্য।
সদা অই চিন্তা মাত্র আন চেষ্টা বর্জ্জ্য ॥

তত্র শ্রীচিত্রা।

চিত্রা চতুর্থী গৌরী কাশ্মীর-বরণী।
কাচাম্বরা কনিষ্ঠা ষড়্‌বিংশতি রজনী ॥
সূর্য্যমিত্র-বৃষভানু পিতৃব্যনন্দন।
চতুরাখ্য পিতা চর্চ্চিকাখ্যা মাতাখ্যান ॥
পিঠর নামেতে পতি গোষ্ঠপরায়ণ।
কৃষ্ণসুখে সুখী যোগমায়ার কারণ ॥ ¶
চিত্রিত চাতুর্য্য সর্ব্বস্থান-প্রবেশিনী।
যশবন্ত প্রিয়ংবদা সুমৃদুভাষিণী ॥ **
অখিলকর্ম্মেতে পটু ইঙ্গিতে বুঝেন।
নানাদেশভাষা সর্ব্ব বুঝেন কহেন ॥

দৃষ্টিমাত্র সভার আশয় অনুভবে।
মধু-ক্ষীর-আদি-কর্ম্মে প্রশংসয়ে সভে ॥
কাঁচময় পাত্রাদি নির্ম্মাণে বিচক্ষণ।
মন্ত্র-তন্ত্র-জ্যোতিষ-শাস্ত্রেতে বিলক্ষণ ॥
পশুবৈদ্য-বিদ্যা-বৃক্ষ-উপচার-শাস্ত্রে।
পয়বস্তু-রন্ধনাদি-কারণ * সমস্তে ॥
অতিদক্ষ সখ্য † কৃষ্ণচন্দ্রে সুখ দিতে।
বনস্পতি-আদি-অধিকারী সখীসাথে ॥

তত্র শ্রীতুঙ্গবিদ্যা।

তুঙ্গবিদ্যা পঞ্চমী সুপাণ্ডিত্যে নিপুণা।
অষ্টাদশ বিদ্যা রসশাস্ত্রে বিলক্ষণা ॥ ‡
নাটক নাটিকা আর গন্ধর্ব্ববিদ্যায়ে।
আচার্য্যের উপাসিতা পাণ্ডিত্যবিষয়ে ॥
বিশেষতঃ গীতমার্গে বীণার বাদনে।
দূত্যকর্ম্মে সুপণ্ডিতা সন্ধি কর্ম্মস্থানে ॥
সখীসঙ্গে গানে আর মৃদঙ্গাদি-বাদ্যে।
নানারস-রঙ্গভঙ্গী নৃত্যকলাপদ্যে ॥
কৃষ্ণসুখে সুখী সুখ দিতে সুপণ্ডিত।
বৃন্দাবনে অধিকারী সখীর সহিত ॥

তত্র শ্রীইন্দুলেখা।

ইন্দুলেখা ষষ্ঠী হরিতালের বরণা।
দাড়িম্বপুষ্পাম্বরা § তিন দিনের ন্যূনা ॥
বেলা নামে মাতা পিতা সাগর-সনামা।
সোয়ামী 'দুর্ব্বল' স্বভাব প্রখরতা বামা ॥
প্রিয়সখী-অর্থে বশীকরণ-মন্ত্রতন্ত্রে।
সামুদ্রিক-আদি বিশারদা নানা যন্ত্রে ॥
কৃষ্ণ-আকর্ষণী কায কত ছন্দ বন্ধ।
ছিটাফোঁটা-আদি জানে কতেক প্রবন্ধ ॥

---

* দূত্যতন্ত্রে—পাঠভেদ।
† রাধাকৃষ্ণের···।···প্রতারণ···।—পাঠভেদ।
‡ নানা গুণে শ্রবে—পাঠভেদ।
§ বানান—পাঠভেদ। ¶ করণ—পাঠভেদ।
** বিচিত্র···। যশমন্ত···।—পাঠভেদ।

* প্রেয় বস্তু রন্ধনাদি করণ—পাঠভেদ।
† সৌখ্য—পাঠভেদ। ‡ বিচক্ষণা—পাঠভেদ।
§ দাড়িম্বপুষ্প বসনা—পাঠভেদ।

শ্রীকন্দর্পমঞ্জরী ।

কন্দর্পমঞ্জরী কান্তি অশোকবরণ ।
কৃষ্ণের মনোজ্ঞরূপ বিচিত্র বসন ॥
পুষ্পকর নাম পিতা কুরুবিন্দা মাতা ।
কন্যাটি রূপসী দেখি মনে অভিমতা ॥
কৃষ্ণেরে বিবাহ দিব যদি বিধি করে ।
পরকীয়া নিত্যকান্তা সে বাসনা দূরে ॥

শ্রীফুল্লকলিকা ।

ফুল্লকলিকা ইন্দীবরশ্যামবর্ণ ।
নাসায় তিলক শোভা করে বর্ণ স্বর্ণ ॥
শ্রীমল্লাত * নাম পিতা কমলিনী মাতা ।
বিত্তুর নামেতে স্বামী মহিষ-রক্ষিতা ॥

শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী ।

অনঙ্গমঞ্জরী শ্রীমতীর সহোদরা ।
গুণের তুলনা নাহি রূপে মনোহরা ॥
বর্ণন না হয় রূপ-গুণের কাহিনী ।
যেমত ভগিনী প্রায় তেমত আপনি ॥
দুর্ম্মদ নামেতে পতি প্যারীর দেবর ।
নামতুল্য মদ কিন্তু কৃষ্ণে মনচর ॥
দুই ভগ্নী এক ঘরে একত্র বসতি ।
ললিতা-বিশাখার প্রিয়সখী শুদ্ধমতি ॥
বসন্তকেতকীবর্ণ ইন্দীবর-বস্ত্র ।
কৃষ্ণের প্রেয়সী জ্ঞাতা সর্ব্বরসশাস্ত্র ॥

(অথ বর-দ্বিতীয়মণ্ডল) ।

অথ বর-দ্বিতীয়মণ্ডল পুনঃ কহি ।
গাইয়া অভীষ্টবর প্রেমভক্তি চাহি ॥
পূর্ব্ব হৈতে এঁহা সভার সৌভাগ্যাদি গুণ ।
প্রেম সৌন্দর্য্য চতুরাই কিছু ন্যূন ॥

* শ্রীমল্ল—পাঠভেদ ।

তাহে দুই বর্গ হয় অসম সমস্নেহা ।
নিত্যা আর সাধনসিদ্ধা চিদানন্দ দেহা ॥
নিত্যসিদ্ধা দশকোটিগণ যে প্রধানা ।
অসংখ্য সাধনসিদ্ধা নাহিক গণনা ॥
যতেক সাধনসিদ্ধা প্রায় যে অসমা ।
প্যারী প্রিয় কৃষ্ণ কোটি প্রাণের উপমা ॥
অষ্ট যে পরম প্রেষ্ঠসখীর * অনুগা ।
সকল সুন্দরী কৃষ্ণরসের পথগা ॥
তার মধ্যে বহু যুথ আদি ভেদ হয় ।
বহুযুথেশ্বরী তার সংখ্যা কে করয় ॥
কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকাতে যে শুনিল ।
শ্রীরূপ করুণা করি ভুবি প্রকাশিল ॥
তাঁর উপদেশমতে সেই মন্ত্র পাই ।
তাহা বিনে ভাল মন্দ কিছু জানি নাই ॥

তত্র যুথেশ্বরী ।

সুমুখী ধনিষ্ঠা কলহংসী কলাপিনী ।
মাধবী মালতী চন্দ্ররেখিকা হরিণী ॥
কুঞ্জরী চপলা শুভাননা কুরঙ্গাক্ষী ।
সুচরিতা সুরভি মণ্ডলী পঙ্কজাক্ষী ॥
শৌরসেনী সুমন্দিরা রামিকা † চন্দ্রিকা ।
রসালিকা তিলকিনী চন্দ্রতিলকা ॥ ‡
সুগন্ধিকা মণিকুণ্ডলা মদনামোদিনী । §
সুমধ্যা কামনাগরী ¶ সর্ব্বগুণখনি ॥
কাবেরী নাগরেলিকা ** কন্দর্পসুন্দরী ।
সুকেশী চারুকবরী †† প্রেমমঞ্জরী ॥
মঞ্জুমেধা সুমধুরা কামলতিকা ।
বিচিত্রাঙ্গী কলকণ্ঠী মঞ্জুকেশিকা ॥ ‡‡

* পরম শ্রেষ্ঠ সখীর—পাঠভেদ ।
† রমিলা ও কামিলা—পাঠভেদ ।
‡ চন্দ্র লতিকা—পাঠভেদ । § মদনমোহিনী—পাঠভেদ
¶ কামনগরী—পাঠভেদ ।
** নাগবেলিকা—পাঠভেদ । †† চারুকবরা—পাঠভেদ ।
‡‡ মঞ্জু কেলিকা—পাঠভেদ ।

সুভদ্রা * মদনালসা কমলা হারহীরা।
মধুরেন্দিরা শশিকলা হারকণ্ঠী বরা॥
মহাহীরা মনোহরা বিচিত্রলেখিকা।
মধুরেক্ষণা তনুমধ্যা রঙ্গবাটিকা॥
মধুস্যন্দা গুণচূড়া বহুগুণযুতা।
বরাঙ্গদা † তুঙ্গভদ্রা আদি সুসঙ্গদা॥
রসতুঙ্গা ‡ আদি আর যতেক গোপিনী।
সকলের শ্রেষ্ঠা মান্যা রাধাঠাকুরাণী॥
সকলেই সেবাপরা আনন্দ-কৌতুকে।
কারে কোন্ আজ্ঞা হয় কর্ণ পাতি থাকে॥
কেহ বেশরচনাতে কেহ বীণাবাদ্য।
কেহ নৃত্য করেন যে সকল রসে সিদ্ধ॥
সকলেই সর্ব্বকর্ম্ম যদ্যপি জানেন।
তথাপিহ একে একে নিযুক্ত থাকেন॥
কেহ বা নিয়মে নহে উপস্থিত মতে।
সকলি করেন সদা থাকেন পার্শ্বেতে॥
বয়স্যা এঁহারা পাছে কহিব দাসিকা।
এঁহারাও অন্যসখীর মানেতে অধিকা॥
পরমশ্রেষ্ঠ § প্রধানা যে ললিতা সুন্দরী।
অনুগতা তাঁহার সর্ব্বে সভার আগরি॥
তেঁহো সর্ব্বগুণধাম সভার আরাধ্যা।
সকলের শ্রেষ্ঠা তেঁহো সকলেই বাধ্যা॥
মালাকার রজক নাপিত কন্যা-আদি।
সকলের অধ্যক্ষ যে উচ্চনীচাবধি॥
বৃন্দাবনের অধ্যক্ষ ¶ বনদেবীগণ যত।
শ্রীমতী ললিতাদেবী সভার সম্মত॥
সেহো দেবীগণ হয় ** তার আজ্ঞাকারী।
রাধাকৃষ্ণ সম্রিহ করেন যাঁরে হেরি॥
যাঁর ভয়ে প্যারীজীউ মান নাহি করে।
করিলেও কভু ভয়ে তেজিতে না পারে॥

ললিতা সুবুদ্ধি তাঁর পরামর্শ বিনা।
জল নাহি খান যথা তাঁহার অধীনা॥
যে সব সুন্দরী কর্ম্মে নিযুক্তা হয়েন।
তাঁহারা বিশেষগুণে বিদগ্ধা হয়েন॥
মানের পুষ্টিতা যে করেন পক্ষপাতে।
কৃষ্ণের * ভৎ'সনা আদি করেন সাক্ষাতে॥
সন্ধিত করিতে নানা কৌশলেতে পটু।
কখন প্রণয় বাক্য কভু কহে চাটু॥
পুষ্পমণ্ডন শয্যা আদি রচনায়।
ইঙ্গিতে করেন কার্য্য বুঝিয়া আশয়॥
রত্নলেখা রতিকলা দুই সহচরী।
ললিতার অতি প্রিয় গুণে বশীকরী॥
সকলের শ্রীচরণ মস্তক ধরিয়া।
বর মাগি তোমা সভার দাসীর লাগিয়া॥

অথ শিল্পনিপুণা।

বাক্যের চাতুর্য্যরসে কৃষ্ণে পরাভব।
সৃজনে শ্রীরাধিকার মানের উদ্ভব॥
ইত্যাদি করিয়া শিল্পনৈপুণ্য যতেক।
প্যারীজীর পক্ষপাতী হয়েন অনেক॥
পিণ্ডকেলি বিতণ্ডিকা-আদি পুণ্ডরিকা।
সিতাখণ্ডী-চারুচণ্ডী সখী সুদণ্ডিকা॥
অকুণ্ঠিতা কলাকণ্ঠী রামঠী মঠিকা।
কৃষ্ণসুখজনক রসরঙ্গেতে অধিকা॥

তত্র পিণ্ডকেলি।

তত্র পিণ্ডকেলি তাম্রবরণ বসন।
পিক-অণ্ডবর্ণ সদা শেলেষ বচন॥
ছলে অপরাধী করি কৃষ্ণে লজ্জা দেন।
প্যারীজীর পক্ষ হৈয়া মানাদি বাঢ়ান॥ †

বিতণ্ডিকা।

বিতণ্ডিকা হরিদ্বর্ণ ‡ হরিদ্ বস্ত্র হয়ে।
মিলিয়া যে নর্ম্ম-সখা § সুবলাদিচয়ে॥

---

* সুন্দরী—পাঠভেদ।
† বরাঙ্গিকা—পাঠভেদ। ‡ রসোত্তুঙ্গা—পাঠভেদ।
§ পরম শ্রেষ্ঠ—পাঠভেদ। ¶ অক্ষয়—পাঠভেদ।
** 'যাউ' 'যে' এবং যেঁহো—পাঠভেদ।

* কৃষ্ণেরে—পাঠভেদ। † বাঢ়ান—পাঠভেদ।
‡ হরিদ্রাভা—পাঠভেদ। § সক্ষসখা—পাঠভেদ।

বিতণ্ডা করিয়া কৃষ্ণে করি অপরাধী।
প্রিয় সখীর জয় করে হল্লোম্বয় সাধি ॥

পুণ্ডরীকা।

পুণ্ডরীকা অঙ্গ-বস্ত্র পদ্মের বরণ।
অপরাধী ছলে কৃষ্ণে করয়ে তর্জ্জন ॥

সিতাখণ্ডী।

সিতাখণ্ডী এঁহার পূর্ব্বনাম আছে গৌরা। *
সিতাখণ্ডী নাম কৃষ্ণ রাখে ভঙ্গি করি ॥
মিষ্টবাক্যে ভর্ৎসে তাতে মধুর কটুত্ব।
তাহে সিতাখণ্ডী মিছরির খড়্গ অর্থ ॥
গউর বরণ পীত-বরণ বসন।
কৃষ্ণ আনন্দিত তাঁর শুনিয়া ভর্ৎসন ॥

চারুচণ্ডী।

চারুচণ্ডী সিতাখণ্ডীর অনুজা ভগিনী।
ভৃঙ্গবস্ত্র তড়িদবর্ণ ক্রোধান্বিত বাণী ॥
যেহেতুক চারুচণ্ডী নাম কৃষ্ণ কহে।
সেই ক্রোধভঙ্গিবাক্যে কৃষ্ণমন মোহে ॥

সুদণ্ডিকা।

সুদণ্ডিকা শিরীষবর্ণ কুরণ্টক-বাস।
উজ্জ্বল বাক্যের অর্থ অনুজ্জ্বল ভাষ ॥

অকুণ্ঠিতা।

অকুণ্ঠিতা পদ্মবর্ণা বিসশুভ্রবাস।
দোষে কৃষ্ণে স্বসমাজ-ঋদ্ধি করি আশ ॥

কলাকণ্ঠী।

কলাকণ্ঠী ক্ষীরোদকবরণ বসন।
সুন্দরী বিদগ্ধা কুলী-পুষ্পের বরণ ॥
শ্রীরাধিকা-আগমনে সমাদর করি।
অনুব্রজি আনিয়া † বসান করে ধরি ॥
প্যারীজীর পক্ষপাত বাক্যের চাতুরী।
চাটুবাক্য কহেন নয়নভঙ্গী করি ॥

* শারী— পাঠভেদ। † আসিয়া—পাঠভেদ।

রামঠী।

রামঠী ললিতাজীর ধাত্রীমাতার কন্যা।
গৌরবর্ণ অশোকবসন রূপে ধন্যা ॥
কৃষ্ণ যে চতুর তাঁর পর চতুরাই।
তর্জ্জনে কম্পায়মান করেন তথাই ॥

মঠিকা।

মঠিকা যে পিণ্ডিপুষ্পরুচি বস্ত্র পাণ্ডু।
কৃষ্ণবাক্যে ছল ধরি ঝকড়িতে চণ্ডু ॥ *
শঠতা করিয়া বহু করি অপরাধী।
প্রিয়সখীচরণে ধরান নিরবধি ॥

অথ দূতী।

মান আদি কলহকরণে রত দূতী।
সখীগণ সহিত সখ্যতা নর্ম্ম রতি ॥ †
পেটরী বারুড়ী ঠারী কোটরা কেটরা।
কলিটিপ্পনী নাম রজকের দারা ॥
মারুণ্ডা মোরটা চূড়া চুণ্ডরী গোণ্ডিকা।
পিণ্ডকেলি-আদি সদা নিকটবর্ত্তিকা ॥

পেটরী।

তত্র যে পেটরী বৃদ্ধা গুজ্জরী জাত্যংশে।
মৃণালের বর্ণ জটা চতুর সর্ব্বাংশে ॥

বারুড়ী ও ঠারী।

বারুড়ী গারুড়ী বেণী ঠারী কুঠারীর।
ভগ্নী তপস্বিনী কাত্যায়নীব্রতী ধীর ॥

কোটরা ও কলটিপ্পনী।

কোটরা সুপক্বকেশ জাতি আভীরিণী।
কলিটিপ্পনী অতিবৃদ্ধা জাতি রজকিনী ॥

মারুণ্ডা।

মারুণ্ডা মুণ্ডিতশিরা পাণ্ডুর বরণ। ‡
কপালে ললিত মাংস লগুড় ধারণ ॥

* 'ঝকড়াতে টণ্ডু' এবং 'ঝকড়িকে চণ্ডু'—পাঠভেদ।
† 'সখিগণসহিত' এবং 'সখ্যতা নর্ম্মবতী'—পাঠভেদ।
‡ পাণ্ডুর বসন—পাঠভেদ।

মোরটা।

মোরটা জাবালি জাতি কাশপুষ্পেকেশ।

চুণ্ডরী।

চুণ্ডরী ব্রাহ্মণ-কন্যা তপস্বিবিশেষ ॥ *
স্তুতি করেন কৃষ্ণচন্দ্র মান্য প্রকরণে।
রসের প্রসঙ্গে কিছু সলজ্জ বদনে ॥

চূড়া।

চূড়া যে বণিকবধূ স্বামি-বিরহিতা।
ললাটদেশেতে শুভ্রকেশ ভারে উজ্জ্বলিতা ॥

গোণ্ডিকা।

গোণ্ডিকা সুবৃদ্ধা পাণ্ডুবর্ণ শিরে কেশ।
দূত্যকর্ম্মে পটু রসপ্রসঙ্গে বিশেষ ॥

অথ সন্ধিদূতী।

অথ দূতী সন্ধি-আদি করণে পারগা।
দুর্জ্জয় মানের ভঞ্জনাদিতে অগ্রগা ॥
মাধবের পরিবারে মমতা অধিক।
স্নেহক্রমে বহু দেন সুপারিতোষিক ॥
মানের সন্ধিতে সুচতুরা বুদ্ধিমান।
উভয়ে মিলায় রাখি উভয়ের মান ॥
কলহান্তরিতা দশা যবে শ্রীরাধার।
তাঁর পক্ষ যদ্যপি ইঙ্গিতে ললিতার ॥
কৃষ্ণপক্ষ হইয়া কহেন চাটু উক্তি।
হেন পুনঃ না করে হয়ে মানেতে বিরক্তি ॥
হিতকারী শ্রীললিতা হিত মন্ত্রণাতে।
শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদে দুঃখ নাহি হয় যাতে ॥
সন্ধিকরণে দূতী উভয়ের প্রিয়।
যাহা সভার চরিত্র শ্রবণ সুখোদয় ॥
বায়বী † শিবদা দুঁহু পরমসুন্দরী।
সোমবংশজাতা বহু জানেন চাতুরী ॥
পৌরবী সুপ্রসাদা যে শান্তা তপস্বিনী।
শান্তিদা কান্তিদা-দুঁহু ব্রাহ্মণনন্দিনী ॥

* তপস্বিনীবেশ— পাঠভেদ। † বাঘবী—পাঠভেদ।

শ্রীনারদপ্রসাদে এ * সভার ব্রজে বাস।
রাধাকৃষ্ণ † সেবা দূত্যকর্ম্মেতে সুযশ ॥

অথ শিল্পপুষ্পমণ্ডন।

এবে কহি শিল্পপুষ্পমণ্ডন যতেক।
যথা কৃষ্ণ স্মরণীয় তথা পরতেক ॥
নানাপুষ্পে নানা অলঙ্কার শয্যা আদি।
যাহার কীর্ত্তন যে সংসারমহৌষধি ॥
কিরীট কুণ্ডল আর নানা কর্ণভূষা।
কেশবন্ধ-ডোরি ললাটিকা তমনাশা ॥
গ্রৈবেয়ক অঙ্গদ কটক কঞ্চুলিকা।
ঝাম্পাদি হংসক রত্ন হইতে অধিকা ॥
কিশোর কিশোরী দোঁহে ‡ ভূষণে ভূষিত।
রতন হইতে দোঁহাকার মনোনীত ॥

— —

অথ সখা।

ব্রজের বালকগণ গোপের নন্দন।
তাঁ সভার গুণ কিছু করিব কীর্ত্তন ॥
শ্রীরামকৃষ্ণের সখা অতি প্রিয়তম।
দোঁহাতে পিরীতি রূপে গুণে দুহুঁ সম ॥
দুহুঁ সনে সদা হাতাহাতি কোলাকোলি।
সহাস্য কৌতুকরসে অঙ্গ-হেলাহেলি ॥
খেলা-রসে পণ করি কান্ধে চড়াচড়ি।
মল্লযুদ্ধ করি যায় ভূমে গড়াগড়ি ॥
পক্ষছায়া আগে ছুঞিবারে রড়ারড়ি।
ফুল তুলি পরস্পর লৈয়া কাড়াকাড়ি ॥
কৃষ্ণ-অঙ্গ ছুঞিবারে সভে ছুটি ধায়।
মুঞি আগে ছুঞিনু বলি সভাই কহয় ॥
এইমত অনন্ত কৌতুক লীলা করে।
সহস্রবদনে নাহি কহিবারে পারে ॥

* ইহা— পাঠভেদ।
† রাধাকৃষ্ণের সেবা— পাঠভেদ। ‡ দোঁহা— পাঠভেদ।

কৃষ্ণতুল্য কৃষ্ণের পার্ষদগণ হয়।
বিশেষ আশ্চর্য্য কিছু ব্রজশিশুচয় ॥ *
ঐশ্বর্য্য দেখিয়া নাহি ভাবান্তর হয়।
মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শুদ্ধপ্রেমময় ॥
ঐশ্বর্য্য দেখিয়া শ্রীঅর্জ্জুন মহাশয়।
তটস্থ হইয়া বহু স্তবন করয় ॥
ব্রজবাসী আবাল বনিতা যত জন।
ঐশ্বর্য্য দেখিয়া নাহি করয়ে গণন ॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণের সখার চরিত্রে।
কিঞ্চিত কহিব লাগি আপন পবিত্রে ॥
অনন্ত অর্ব্বুদ শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ।
অনন্ত নাহিক পারে করিতে গণন ॥
শ্রীরূপ গোস্বামী যাহা প্রকাশিলা ক্ষিতি।
তাহাই কীর্ত্তন করি তরিতে † দুর্গতি ॥
যাহার কীর্ত্তনে ভবসংসারের ক্ষয়।
সেহ ‡ তুচ্ছফল কৃষ্ণে প্রেম উপজয় ॥
সেহ বটে কিন্তু যে বিচারে তর্ক হয়।
কৃষ্ণপ্রেম-কারণ সখাগণেরে বুঝায় ॥
কার্য্য কারণ আর সাধন আশ্রয়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণসখা দুই প্রেমের বিষয় ॥
দোঁহার কীর্ত্তনে দোঁহে § প্রেম উপজয়।
যেই কৃষ্ণ সেই সখা প্রেমফলময় ॥
ব্রজের উপাস্য সর্প ¶ পশু পক্ষ আদি।
ভাবে তরতম মাত্র নাহিক বিবাদী ॥
তার সাক্ষী ব্রজ-আনুগত্য শ্রেষ্ঠকল্প।
অতএব ব্রজপুরে কেহো নহে অল্প ॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণবৎ পিতৃ আদি ** মিত্র।
প্রকটাপ্রকট তবে জন্মবাদ মাত্র ॥

*...হয়ে।...শিশুচয়ে—পাঠভেদ।
† খণ্ডিতে—পাঠভেদ। ‡ সেই—পাঠভেদ।
§ দুঁহার...দুঁহে—পাঠভেদ। ¶ সর্ব্ব—পাঠভেদ।
** পিত্র আদি—পাঠভেদ।

অথ সখা চারিপ্রকার।

সুহৃৎসখা সখা প্রিয়সখা নর্ম্মসখা।
অনেক মণ্ডলী তার নাহি লেখা জোখা ॥

তত্র সুহৃৎসখা।

সুহৃৎসখা গোভট ভদ্রাঙ্গ বীরভদ্র।
ভদ্রবর্দ্ধন কুলবীর মণ্ডলীভদ্র ॥
যক্ষেন্দ্রভট মহাভীম-আদি দিব্যশক্তি।
জ্যেষ্ঠকল্প এঁহারা যে বলবান অতি ॥
কংসভয়ে মাতা পিতা এঁহাদিগের হস্তে।
অর্পণ করেন কৃষ্ণে রক্ষার নিমিত্তে ॥

তত্র সখা।

বিজয় বিশাল দেবপ্রস্থ মণিবন্ধ।
বৃষভ আর বরূথপ ওজস্বী মকরন্দ ॥ *
করন্দম মন্দর কুসুমাপীড় কন্দ। †
চন্দন কলিন্দ ‡ কুলিক সখাবৃন্দ ॥
এঁহারা কনিষ্ঠ কল্প সেবাতে আগ্রহ।
কৃষ্ণসুখে সুখী সদা কর্ম্মে আজ্ঞাবহ ॥

তত্র প্রিয়সখা।

প্রিয়সখা স্তোককৃষ্ণ কিঙ্কিণী সুদাম।
অংশু ভদ্রসেন আর বসুদাম দাম ॥
বিলাসী বিটঙ্ক কলবিঙ্ক পুণ্ডরীক।
সুদামাদি শ্রীদাম যে প্রণয় অধিক ॥ §
এঁহারা কৃষ্ণেরে খেলা-যুদ্ধে সুখ দেন।
অতএব পীঠমর্দ্দ হয়ে যে আখ্যান ॥
সর্ব্বসখামধ্যে ভদ্রসেন সেনাপতি।
সর্ব্বাধ্যক্ষ খেলারসে সভে করে স্তুতি ॥
স্তোককৃষ্ণ যথানাম রূপের নিধান।
গুণগণ-স্বভাবাদি কৃষ্ণের সমান ॥
বিজয় নামেতে যেঁহো তাঁর বিবরণ।
শুনিতে শ্রবণসুখ অপূর্ব্ব কথন ॥

* মরন্দ—কুত্রাচিৎ—পাঠভেদ। † কুন্দ—পাঠভেদ।
‡ কলিঙ্গ—পাঠভেদ § প্রণয়ে অধিক—পাঠভেদ।

শ্রীকৃষ্ণের ধাত্রীমাতা অম্বিকা নামেতে।
কিবা আৰ্ত্তি কিবা স্নেহ-প্রেম শ্রীকৃষ্ণেতে ॥
রক্ষক কৃষ্ণের যে যদ্যপি লক্ষ হয়।
তথাপিহ মনের প্রতীত না জন্ময় ॥
বলবান পুত্রকামে তপস্যা করয়ে।
বনে কৃষ্ণে রক্ষা করিবার যে আশয়ে ॥
তাহাতে জন্মিলা পুত্র বিজয় নামেতে।
কৃষ্ণরক্ষাহেতু নিয়োজিল নিজসুতে ॥
দেহ গেহ পুত্রধন * যতেক উত্তম।
কৃষ্ণের † তাৎপৰ্য্য মাত্র নাহি কিছু কাম ॥

তত্র প্রিয়নৰ্ম্মসখা।

সুবল অর্জ্জুন গন্ধৰ্ব্ব সনন্দন।
বসন্ত উজ্জ্বল কোকিলাদি যত জন ॥ ‡
বিদগ্ধ চতুর সুরসজ্ঞ প্রেমবান।
তার মধ্যে বিশেষ সুহৃদ সনন্দন ॥
উজ্জ্বল চিন্ময় মূর্ত্তিমান রসোজ্জ্বল।
বিলাসিশেখর কৃষ্ণ যে রসে বিহ্বল ॥
অন্য যে অনঙ্গ সে অরূপ প্রাকৃতিক।
ব্রজে কাম উজ্জ্বল নির্গুণ রূপধৃক ॥
নৰ্ম্মসখা বিদূষক হয় হাস্যকারী।
পুষ্পাঙ্গ ভারতীবন্ধ কড়ার আদি করি ॥
গন্ধবেধ § শ্রীমধুমঙ্গল বুদ্ধিমান।
রহস্থানে থাকেন যে তাহে বিট আখ্যান ॥
কৃষ্ণ যবে থাকেন প্রেয়সীগণ সনে।
তথায় যাইতে পারে নৰ্ম্মসখাগণে ॥
বিশেষ রহস্যকারী বিদূষকদল।
তার মধ্যে বিশেষতঃ শ্রীমধুমঙ্গল ॥
প্রেয়সীসম্বন্ধে নানারসের কথনে।
কৃষ্ণে সুখ দেন বহুরঙ্গের বচনে ॥

* জন—পাঠভেদ। † কৃষ্ণেতে—পাঠভেদ।
‡ কোকিল-আদিগণ—পাঠভেদ। § গন্ধর্ব্বের—পাঠভেদ।

অথ চেট।

বিবিধ সেবক হয়ে সেবাপরায়ণ।
সখা কিন্তু দাস-অভিমানী কথোজন ॥
ভঙ্গুর ভৃঙ্গার আদি সাত্ত্বিক গ্রহিলা।
দাস্য অভিমানে সেবে সখ্যখেলালীলা ॥
শুদ্ধ দাস্যভাবে হয়ে রক্তক পত্রক।
পত্রী মধুকণ্ঠ আর তালিক পালিক ॥
মধুব্রত মানা * মান্তু আর মালাধর।
গুণের সাগর রূপে দৃষ্ট মনোহর ॥
শৃঙ্গ বেণু যষ্টি পাশ ঐছারা রাখেন।
যথা কৃষ্ণ যান তথা সহিত থাকেন ॥
কুঞ্জক্রীড়া-আদি যবে নিশিতে গমন।
অনুযোগ করে, † রহে উৎকণ্ঠিত মন ॥
আজ্ঞাক্রমে সখাগণে আনিয়া ঘটান।
গৈরিক কুসুম গুঞ্জা সদাই যোগান ॥
আর অল্পবয়েস কথোগুলি দাসগণ।
কলারস আলাপেতে আনন্দ জন্মান ॥
সদ্য পার্শ্বে স্থিতি অতি বিদগ্ধ রঙ্গিল।
পল্লব জঙ্গল ফুল্ল কমল-কল্লোল ॥ ‡
গৃহে সদা সেবারত আর দাসাবলী।
সুবিলাস বিলাস রসাল রসশালী ॥
জম্বুনাদী তাম্বুল-রচনে বিলক্ষণে।
পয়োদ বারিদ নীর-সংস্কার-কারণে ॥
প্রেমকন্দ মহাগন্ধ মরন্দ সৈরিন্ধ্র।
মধুকন্দলাদি যে ভৃঙ্গারধর সান্দ্র ॥
সুমনা কুসুম কাশ পুষ্পহাস হার।
আদি গন্ধ অঙ্গবাস পুষ্প অলঙ্কার ॥
মাল্যাদিরচন আর সৌগন্ধলেপন।
শ্রীঅঙ্গে সুবেশ কাৰ্য্যে অতি বিচক্ষণ ॥ §
ব্রজে কৃষ্ণদাসগণ মধুর চরিত।
নব নব বয় কৃষ্ণ সেবায় উচিত ॥

* মালী—পাঠভেদ। † করি—পাঠভেদ।
‡ 'কোমল' এবং 'কপিল—পাঠভেদ।
§ বিলক্ষণ—পাঠভেদ।

দেখিতে সুন্দর নানা ভূষণে ভূষিত।
সদা প্রেমানন্দে মগ্ন চাহে কৃষ্ণহিত ॥
কৃষ্ণসুখে সুখী মাত্র অনন্যভাবনা।
নিজসুখে বিরাগ শ্রীকৃষ্ণসুখ বিনা ॥
বুদ্ধিমান বিচক্ষণ কর্ম্মের কৌশলে।
মনোবৃত্তি বুঝি কার্য্য করে কুতূহলে ॥
ভৃত্যকর্ম্মে সুপণ্ডিত স্নেহে বন্ধুসম।
সর্ব্বক্ষণ প্রেমসেবা নাহিক বিরাম ॥
জগন্মাতা শ্রীযশোদা শ্রীমতী রোহিণী।
হেরিয়া আনন্দ মনে * জুড়ায় পরাণী ॥
সন্তুষ্ট সতত পুত্রবত স্নেহ করে।
তাঁহারাও ঠাকুরাণীগণে ভক্তি ধরে ॥
মাতাগণ অতি ভালবাসে তা সভারে।
প্রধান প্রধান যাঁহারাও † যুথবরে ॥
তাঁহা সভার নাম কিছু সঙ্কীর্ত্তন করি।
শ্রীচরণে ঐকান্তিক মতি যে বিচারি ॥ ‡
যে কোন সুকৃতি জন্মে জন্মে থাকে মোর।
তাঁহাদিগের শ্রীচরণে মতি হউ ভোর ॥
রক্তক পত্রক পাত্রী মধুকণ্ঠ মোদা।
মধুব্রত সুবিলাস রসাল শারদা ॥
প্রেমকন্দ মরন্দ আনন্দ চন্দ্রহাস।
পয়োদ বকুল রসদান সুপ্রকাশ ॥
ইত্যাদি করিয়া কৃষ্ণদাস বহুতর।
শত শত সেবাপর আনন্দ অন্তর ॥
অপ্রাকৃত চিদানন্দময় নিত্যরূপ।
সর্ব্বারাধ্য সাধ্য সিদ্ধ-পূজ্যগণ-ভূপ ॥
তাঁ-সভার চরণ অনুগা ভক্তিমতে।
যে সুকৃতি ভজে ব্রজরাগাত্মিকা-মতে ॥
সেই ব্রজে কৃষ্ণ পায় ব্রজবাসিমতে।
অন্যথা না পায় শতকল্প যে ভজিতে ॥
কদাচ না পায় ভজিলেহ কৃষ্ণ ব্রজে।
এই ত সিদ্ধান্ত হয়ে সাধুর সমাজে ॥

* বড়—পাঠভেদ।
† যাহা তাঁর—পাঠভেদ। ‡ আচরি—পাঠভেদ।

অতএব কৃষ্ণদাস ভজ করি ব্রত।
রাগানুগা ভক্তিমার্গে হও অনুগত ॥
কৃষ্ণসুখে যাঁর মতি হয়ে ত উল্লাস।
তাঁর শ্রীচরণরজ মাগে লালদাস ॥ *

অথ নাপিত।

কর্পূর-সুগন্ধ যক্ষ কুমুদ মরন্দ।
আদি কেশ সংস্কারে দিয়া নানাগন্ধ ॥
শ্রীঅঙ্গ-মর্দ্দন আর দর্পণ-অর্পণ।
কর্ণকণ্ডূয়ন করে নাপিতের গণ ॥

ভাণ্ডারী।

স্বচ্ছ আর শীতল প্রগুণ আদি করি।
খাদ্য আর রত্নাদিক-ভাণ্ডারে ভাণ্ডারী ॥
পীঠ-আদি-দানে ভক্ষ্যস্থানাদি-করণে।
কমল † বিমল আদি পটু সুরচনে ॥

অথ দাসীগণ।

ধনিষ্ঠাচন্দনকলা গুণমালা ‡ শোভা।
রতিপ্রভা ইন্দুপ্রভা ভরণী আর রম্ভা ॥
ইত্যাদি এঁহারা পরিচারিকা গৃহের।
ক্ষীর-আবর্ত্তনে গৃহমার্জ্জনে সৌসর ॥
কুরঙ্গী ভৃঙ্গারি-আদি সুলম্বা লম্বিকা।
চরকর্ম্মে সুচতুর ধীমান অধিকা ॥
নানা বেশে নানা ছলে সদাই বেড়ান।
সুন্দরী যুবতীগণে করেন সন্ধান ॥
দূতীচর্য্যামতে বামা স্বভাব যে আর।
ভুজঙ্গ বাবদূক মনোরমা নীতি সার ॥
কেলি-কলহেতে বিশারদা ইত্যাদিকে।
যাহাতে কৃষ্ণের প্রীত জন্ময়ে অধিকে ॥ §
কুঞ্জসংস্কারে বৃন্দা বৃন্দারিকা মৈনা।
সুবলা ইত্যাদি করি অভিজ্ঞা নিপুণা ॥

* কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ। † কোমল—পাঠভেদ।
‡ গণমালা—পাঠভেদ।
§ তাহাতে কৃষ্ণের প্রীতি জন্মায় অধিকে—পাঠভেদ।

তার মধ্যে বৃন্দাদেবী সর্ব্ববরীয়সী।
রাধাকৃষ্ণ-মনোনীত সর্ব্বসমঞ্জসী ॥
বীরা নামে * শ্রেষ্ঠা দূতী সুখ্যাতা পূজিতা।
তপস্বিনী বনে বাস ব্রাহ্মণ-দুহিতা ॥

অথ দীপিকা।

মশাল-ধারণে সদা তিমির-নিশাতে।
দাণ্ডাইয়া রহে গৃহে গতায়াত-পথে ॥
শোভন দীপন নাম আদি বহুজন।
কৃষ্ণ-আগে চলে যবে সভাতে † গমন ॥

বন্দী।

বন্দী বিচিত্ররাব আর মধুরাব।
পার্শ্বে স্তুতি করে দুঁহু ‡ প্রেমানন্দভাব ॥

নর্ত্তক।

চন্দ্রহাস ইন্দুহাস § চন্দ্রমুখ আদি।
সভাতে করয়ে নৃত্য রাত্রে নিরবধি ॥

বাদ্যকার।

মৃদঙ্গ শারঙ্গ সুধানাদ সুধাকর।
আদি বহু গুণবন্ত-আদি মিষ্টকর ॥
কলাবন্ত-আদি গুণসাগর বীণাবাদ্যে।
চিত্ত-মন হরণ করয়ে যার নাদে ॥ ¶

গায়ক।

রসজ্ঞ তালজ্ঞ সর্ব্বপ্রবন্ধে নিপুণ।
কৃষ্ণমনোহারী তার কি কহিব গুণ ॥

কলকণ্ঠ সুকণ্ঠ যে সুধাকণ্ঠ-আদি।
গায়ক সুধীর যে উগারে সুধানদী ॥
তালধারী ভারত সারদা সরদাদি।
করে তাল ধরে বাদ্য জিনি মন মদি ॥

সূচি-কর্ম্ম।

সৌচিক রৌচিক-আদি সিঞে কঞ্চুকাদি।
এঁহারা নিপুণ অতি সূচি-কর্ম্মে সুধী ॥

রজক।

রজক সুমুখ আর দুর্লভ-রঞ্জন।
ইত্যাদি পারগ ধৌত করিতে বসন ॥

হড্‌ডিক।

হড্ডি পুণ্যপুঞ্জ * ভাগ্যরাশি দুঁহু নাম।

স্বর্ণকার।

স্বর্ণকার রঙ্গণ টঙ্কন গুণধাম ॥
প্রতিদিন নূতন ভূষণ কৃষ্ণ লাগি।
বনান অপূর্ব্ব যে সহজে অনুরাগী ॥

কুমার।

কুমার মন্থনীবৃহদ্‌বর্ত্তন নির্ম্মাণ।
করেন পবন আর কর্ম্মঠ অভিধান ॥

ছুতার।

ছুতার মন্থানদণ্ড খট্টাদি নির্ম্মাণ।
করেন অপূর্ব্ব বর্দ্ধকী বর্দ্ধমান ॥

চিত্রকর।

চিত্রকর সুচিত্র বিচিত্র দুঁহুজন।
যাহার তুলনা নাহি এ তিন ভুবন ॥

শিল্পকার-বিশেষ।

শিকা মন্থনের রজ্জু পেটারিকা আদি।
বানাইতে কারব কণ্ডোল-আদি সুধী ॥

---

* মীরানামে—পাঠভেদ।
† 'যবে' এবং 'নিশাতে'—পাঠভেদ।
‡ 'দোঁহে' এবং 'হুঁ হো'— পাঠভেদ।
§ ইন্দ্রহাস—পাঠভেদ।
¶ কলাকণ্ঠ-আদি অতি গুণের সাগর।
যার বাদ্য শুনি কৃষ্ণ আনন্দ অন্তর ॥
নানাবিধ বাদ্য জানে নিপুণ বীণাবাদ্যে।
চিত্তমন হরণ করয়ে যার নাদে ॥—
কোন কোন পুস্তকে এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়।

* পুঞ্জ পুঞ্জ—পাঠভেদ (প্রামাদিক)।

গাবী।

কৃষ্ণের সুপ্রিয় গাবী পিশঙ্গী ধূমলা।
গঙ্গা হংসী মণিক * বংশী আর পিঙ্গলা॥
আদি করি বহু হয় উত্তম গোধন।
কৃষ্ণ না দেখিলে নাহি ধরয়ে জীবন॥

কুক্কুর, হংস প্রভৃতি।

কুকুর দুই যে ব্যাঘ্র ভ্রমর আখ্যান।
রাজহংস হয়ে এক কলস্বন নাম॥
শিখী তাণ্ডবী নাম শুক বিচক্ষণ।
বৃন্দাবন মহোদ্যান সুখের নিধান॥

বৃন্দাবন-ধাম।

বৃন্দাবনধামের যে অপার মহিমা।
কহিব পশ্চাত কিছু যথা বুদ্ধি-সীমা॥
ক্রীড়াগিরিরাজ শ্রীমান্ গোবর্দ্ধনস্থলী।
নীলমণ্ডপিকা ঘট্টকন্দর † মণিকন্দলী॥
তাহার মহিমা ত্রিভুবনে কে বাখানে।
কোটিশতাংশের অংশ বেদে নাহি জানে॥
যাহার স্মরণ নাম দর্শনের আশ।
কৃতমাত্র হয় প্রেম ভয় যায় নাশ॥
মানসগঙ্গার ঘাট নাম যে পারঙ্গা। ‡
সুবিলাসা তরা নাম তরণী সুরঙ্গা॥ ‡
নন্দীশ্বর নাম শৈল সুবর্ণ আলয়।
ইন্দিরাবিলাসে সদা সর্ব্বসুখময়॥
নন্দরাজগৃহ মাতা যশোদা রোহিণী।
পাতিয়াছে সংসার লইয়া গুণমণি॥
চবুতারা মণ্ডপ পাণ্ডুবর্ণ শৈলাসন।
বরণ § উজ্জ্বল নাম আমোদবর্দ্ধন॥
সরোবর পাবন ক্রীড়াকুঞ্জপুঞ্জতট।
ভাণ্ডীর ন্যগ্রোধরাজ নাম বৃহদ্বট॥

কালীদহে কদম্ব কদম্বরাট্ নাম।
মণির কুট্টিমা তীর্থ কুঞ্জ কুঞ্জধাম॥ *
অনঙ্গ রঙ্গম্ভু নাম পুলিন মহত্ত।
অতুল যমুনাগুণ নাম মহাতীর্থ॥
খেলাতীর্থ নাম যমুনার ঘাট তথা।
পরমপ্রেষ্ঠ † সখী সঙ্গে সদা ক্রীড়া যথা॥
পত্থাদি ব্যজন মধুমারুত আখ্যান।
শরদিন্দু নামে যে মুকুর বিলক্ষণ॥
লীলাপদ্ম প্রফুল্লিত হস্তপদ্মে সদা।
সচিত্রকোরক নাম গেণ্ডুক সুখদা॥
দুইদিগে স্বর্ণবদ্ধ ধনুক চিত্রিত।
বিলাস-কার্ম্মুক নাম রত্নমুষ্টিযুত॥
মন্দ্রঘোষ নাম যে বিশালমুখ বংশী।
ভুবনমোহিনী রাধা হৃন্মীন-বঁড়শী॥
তেঁহো দ্বিতীয় নাম মহানন্দা রবতি।
ছয়রন্ধ্র বেণু নাম মদনঝঙ্কৃতি॥
মুরলী সরলা নাম যাহার ধ্বনিতে।
পিক মূক হইয়া থাকয়ে স্তব্ধরীতে॥
গৌরী গুর্জ্জরী দুই রাগে অতি প্রীত।
রাধানাম জপ রাধারূপ মনোনীত॥
দণ্ড মণ্ডন নাম বীণা তরঙ্গিণী।
পাশ দুহু ‡ দোহনী যে অমৃতদোহনী॥
ভুজে রক্ষাবন্ধ মাতা যশোদা-অর্পিত।
নবরত্ন নাম নানারত্নেতে খচিত॥
অঙ্গদা রঙ্গদা নাম কঙ্কণ চঙ্কণ।
মুদ্রা রত্নমুখী পীতবসন নিগম॥
কিঙ্কিণী ঝঙ্কার নাম হার তারামণি।
মঞ্জীর হংসগঞ্জন হেরি ভুলয়ে কামিনী॥
মণিমালা তড়িৎপ্রভা নিষ্ক যে § মোদন।
রাধারূপ রুদ্ধ তাহে হৃদয়ে ধারণ॥
নাগপত্নীদত্ত যে কৌস্তুভমণি নাম।
নিত্যসিদ্ধ মহারত্ন যেঁহো জীবধাম॥

---

* 'মণিকস্তনী' এবং 'মণিকস্তরী—পাঠভেদ।
† ঘট্টকন্দরা—ক্বচিৎ পাঠভেদ।
‡…পারঙ্গ।   …সুরঙ্গ॥—ক্বচিৎ পাঠভেদ।
§ বর—পাঠভেদ।

* কামতীর্থ কৃষ্ণধাম—পাঠভেদ॥ † শ্রেষ্ঠ—পাঠভেদ।
‡ দুই—পাঠভেদ। § নিকাম—পাঠভেদ।

মকর কুণ্ডল নাম রতিরাগ রতি।
অধিদেব যাহা হেরি মাতয়ে যুবতী ॥
রত্নপারা নাম হয় * কিরীট সুন্দর।
চামরডামরি নাম চূড়া মনোহর ॥
শিখণ্ড মুকুট নবরত্ন বিড়ম্বন।
গুঞ্জাহার নাগবল্লী নাম সুমোহন ॥
তিলক মোহন নাম বনমালা নামে।
পত্রপুষ্পময়ী সদা বক্ষঃস্থলে রমে ॥
পঞ্চবর্ণ-পুষ্পমালা বৈজয়ন্তী নাম।
বক্ষঃস্থলে শোভে সদা রাধা-মনোধাম ॥
জন্মতিথি ভাদ্রকৃষ্ণা-অষ্টমী-রজনী।
নিশাকর উদিত স-প্রেয়সী রোহিণী ॥

অথ শ্রীরাধিকা-সম্বন্ধীয় বিশেষ।

বন্যমণ্ডন আর রতনমণ্ডন।
মাতা পিতা আদি যত শ্রীরাধার গণ ॥
কীর্ত্তন করিব কিছু সংক্ষেপে যে হয়।
বাহুল্য করিতে অতি পুস্তক বাড়য় ॥ †
চন্দ্রাবলীর সখী হয় ‡ অসংখ্য গণন।
তার মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ প্রাণের সমান ॥
পদ্মা শ্যামা শৈব্যা ভদ্রা পালি চন্দ্রশালী।
বিচিত্রা মঙ্গলা লীলা বিমলা গোপালী ॥
তরলাক্ষী মনোরমা কন্দর্পমঞ্জরী।
কুমুদা কৈরবী তারা শরদাক্ষী শারী ॥
শারদা মঞ্জুভাষিণী শঙ্করী কুঙ্কুমা।
কৃষ্ণা শিবা তারাবলি ইত্যাদিক রামা ॥
আর কত শত তার না হয় গণনা।
সর্ব্বগুণময়ী যুথে § যুথে বরাঙ্গনা ॥
মুখ্যা লক্ষসংখ্যা যুথ কৃষ্ণের প্রেয়সী।
রাধা চন্দ্রাবলী ভদ্রা শ্যামলা রূপসী ॥

পালি-আদি করি যত যত মুখ্যা হন।
সর্ব্বমধ্যে রাধা চন্দ্রাবলী যে প্রধান ॥
তার মধ্যে শ্রীরাধিকা শ্রেষ্ঠতমোত্তমা।
যার রূপগুণচর্য্যা নাহিক উপমা ॥
কৃষ্ণের প্রেয়সী মধ্যে হেন নাহি আর।
দুইতনু এক প্রাণ প্রেমেতে সোসর ॥
প্রাণের অধিক কৃষ্ণ যাঁহারে মানয়।
কি আশ্চর্য্য কি মহিমা বেদে না জানয় ॥
অসমান অন-ঊর্দ্ধ মাধুর্য্য বৈদগ্ধ।
সহচরী অগণন যোগ্যমতি স্নিগ্ধ ॥
ভানুসখা বৃষভানু রাজার নন্দিনী।
রত্নগর্ভা নামে খ্যাতা কীর্ত্তিদা জননী ॥
শ্রীমদ্‌বৃষভানু মহারাজ শিরোমণি।
শ্রীমতী কীর্ত্তিদা সুচরিতা মহারাণী ॥
ইঁহাদের গুণকর্ম্ম কহিতে না জানি।
যাঁর সুতা শ্রীরাধিকা রমণী-শিরোমণি ॥
রাধাকৃষ্ণ দুই দেহ একুই স্বরূপ।
রূপে গুণে সম বিদগ্ধাতেই অনুপ ॥
হেন রাধার পিতা মাতা তাহার কি কথা।
কৃষ্ণের জনক নন্দ মা যশোদা যথা ॥
তাঁহার মহিমা কহিবারে কার সাধ্য।
সকলের শ্রেষ্ঠ ত্রিভুবনের আরাধ্য ॥
শ্রীরাধার গণ * পূজ্যপূজক-সম্বন্ধে।
কৃপা কর রাখ মোরে চরণারবিন্দে ॥
সূর্য্য-উপাসনা-ছল কৃষ্ণসঙ্গ লাগি।
কৃষ্ণনাম-মন্ত্রজপ স্বাভীষ্টসংসর্গী ॥
পৌর্ণমাসী সোহাগে যে সৌভাগ্য সুবহো।
পিতামহ মহীভানু বিন্দু মাতামহো ॥
পিতামহী সুখদা মুখরা মাতৃমাতা।
রত্নভানু সুভানু যে ভানুরাজভ্রাতা ॥
শ্রীমতীর খুড়া দুই স্নেহে অনুপমা।
ভদ্রকীর্ত্তি মহাকীর্ত্তি কীর্ত্তিচন্দ্র মামা ॥

---

* হয়ে—কচিৎ পাঠভেদ।
†…হয়ে। …বাঢ়য়ে—পাঠভেদ।
‡ হয়ে—কচিৎ পাঠভেদ। § মুখে—কচিৎ পাঠভেদ।

* 'রাধিকার' এবং 'রাধার'—পাঠভেদ।

ভানুমুদ্রা নাম পিসী মাসী কীর্ত্তিমতি।
কুশ নাম পিসা কাশ নাম মাসীপতি ॥
মাতুলী * মেনকা মৌনা ধাত্রী-আদি করি।
শ্রীদাম-পূর্ব্বজ-ভগ্না অনঙ্গমঞ্জরী ॥
পরমপ্রেষ্ঠসখী † যে ললিতা আদি করি।
পূর্ব্ব যে কথিত রূপ-গুণের মাধুরী ॥
সর্ব্বগুণালঙ্কৃত যে সর্ব্বগুণাগ্রিমা।
প্রিয়সখী কুরঙ্গাক্ষী আদি জিনি রমা ॥
কামদা নাম ধাত্রেয়ী বৃদ্ধা পক্ক চুল।
প্রেমে মগ্ন কন্যার চেষ্টায় অনুকূল ॥
লবঙ্গমঞ্জরী আর শ্রীরূপমঞ্জরী।
শ্রীগুণমঞ্জরী রতিমঞ্জরী সুন্দরী ॥
শ্রীরসমঞ্জরী আর বিলাসমঞ্জরী।
এই ছয় গোসাঞিরূপ ধরে অবতরি ॥
ভানুমতী অন্য ‡ নাম শ্রীরতিমঞ্জরী।
শ্রীরাগমঞ্জরী-আদি অনেক সুন্দরী ॥
দাসীভাবসেবাপরা পরমকৌতুকী।
সমতা হইতে নাহি চাহে দাস্যে সুখী ॥
নান্দীমুখী সিন্ধুমতি অন্তরঙ্গা দূতী।
মানরক্ষা-পূর্ব্বক সন্ধিতে বুদ্ধিমতী ॥
শ্যামলা মঙ্গলা আদি হন সুহৃৎপক্ষ।
চন্দ্রাবলী মুখ্যা তেঁহো হন প্রতিপক্ষ ॥
কলকণ্ঠী পিককণ্ঠী সুকণ্ঠী প্রভৃতি।
বিশাখা-নির্ম্মিত গীতে হরে হরিমতি ॥
প্রেমবতী § নর্ম্মদা আর কুসুমপেশলা।
বীণাবাদ্য-আদি গানে বিশেষ কুশলা ॥
নাপিতের কন্যা দুই সুগন্ধা নলিনী।
আলতা পরায় ধরি চরণ দুখানি ॥
হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণকথার কৌতুকে।
নানা ছন্দেবন্ধে ¶ যে কহিয়া দেয় মুখে ॥

* মাতুলা—পাঠভেদ। † পরম শ্রেষ্ঠ সখী—পাঠভেদ।
‡ তন্ত নাম—পাঠভেদ। § প্রেমমতি—পাঠভেদ।
¶ ছন্দে বন্দে—পাঠভেদ।

মঞ্জিষ্ঠা রঙ্গবতী দুই রজক-কিশোরী।
পালিন্ধী চিত্রিণী নানাশিল্পচিত্রকারী ॥ *
মান্ত্রিকী-তান্ত্রিকী দুই দৈবজ্ঞিনী হয়। †
বয়োধিকা কাত্যায়নী-আদি দূতীচয় ॥
ভাগ্যবতী মঞ্জুপুণ্যা হড্ডীর-দুহিতা।
ভৃঙ্গীমল্লি মতল্লি দুই পুলিন্দ-বনিতা ॥
কেহ কৃষ্ণপক্ষ কেহ শ্রীমতীর গণ।
প্রিয়তম হন সখ্যভাবেতে গণন ॥
গর্গের নন্দিনী গার্গী-আদি ভৃঙ্গারিকা।
পূজ্যা হন অনুকূল চেষ্টাতে অধিকা ॥
সুবল উজ্জ্বল মধুমঙ্গল গন্ধর্ব্ব।
শ্রীমতীর প্রিয় নর্ম্মসখাগণ সর্ব্ব ॥
মাধুর্য্যে মাধুর্য্যে ‡ শ্রীল গোপেন্দ্রনন্দন।
প্রিয় কোটি পরাণের না হয় সমান ॥
কোটি মাতৃতুল্যস্নেহ কৃষ্ণময়ী মতি।
যতেক উদ্যম সর্ব্ব কৃষ্ণের আরতি ॥
পয়োদ রক্তক আদি কৃষ্ণদাসগণে।
যাতায়াত সদা কৃষ্ণপ্রেরিত কথনে ॥
পিশঙ্গী মঞ্জুলা শৃঙ্গী বহুলা-আদয়।
গাবী আর বৎসতরী তুঙ্গী-আদি চয় ॥
বৃদ্ধ ককৃথটী আর রঙ্গিণী হরিণী।
চারুচন্দ্রিকা নাম সুষ্ঠু চকোরিণী ॥
ময়ূরী সুন্দরী নাম সারিকা সুক্ষ্মধী।
ললিতা প্রাণের সখী গুণের অবধি ॥
নিজ রাধাকুণ্ড কুঞ্জচরী মরালিকা।
তুণ্ডিকেরী § নাম অতি সুন্দরী পুষ্টিকা ॥
শাশুড়ী জটিলা নাম কুটিলা ননদ।
অভিমন্যু নাম পতি দেবর দুর্ম্মদ ॥
স্মরমন্ত্রাখ্যান নাম তিলক নাসায়।
হরি-মনোহর নাম হার যে হৃদয় ॥
নাসায় নলকমুক্তা আন্দোলায়মান।
কৃষ্ণমনবিলাসের দোলিকা-নিধান ॥

* চিত্রকরী—পাঠভেদ। † দৈবজ্ঞনী—পাঠভেদ।
‡ মাধুর্য্যের ধুর্য্য—পাঠভেদ। § তুন্দিকেরী—পাঠভেদ।

প্রর্ত্তাকরী নাম তার বিম্বাধরে সখ্য।
পদক মদন নাম শোভিত সুবক্ষ ॥
কৃষ্ণ-প্রতিবিম্ব তাহে অতি গুহ্যতম।
স্যমন্তক-পরিযায় তার অন্য নাম ॥
কিঙ্কিণী নূপুর বাজু আভরণ যত।
অলৌকিক অপ্রাকৃত কহা যায় কত ॥
মেঘাম্বর নাম বস্ত্র সুধাংশু দর্পণ।
নিজমুখ দৃষ্টছলে * কৃষ্ণদরশন ॥
কাজর-শলাকা নাম নর্ম্মদা সোণার।
রতনচিরণী নাম স্বস্তিদা তাহার ॥
কন্দর্পকুহলী নাম পুষ্পের বাটিকা।
স্বর্ণমুখী তড়িৎবদ্ধ কুণ্ডস-নামিকা ॥
অসম অনূর্দ্ধ যার অপার মহিমা।
বেদ-বিধি-অগোচর না হয় বর্ণিমা ॥

যতেক কহিল সর্ব্ব ত্রিগুণ-অতীত।
শুদ্ধ চিদানন্দময় নিত্য অপ্রাকৃত ॥
হড্ডী যে কহিল ব্রজে তাহার চরণ।
আশ্রয় করিয়া সেবে সেই ধন্যজন ॥
বড় বড় কর্ম্মী জ্ঞানী তপী দানশীল।
হড্ডীর সমান থাকু নহে এক তিল ॥
ব্রজে সেব্য গুল্মলতা-আদি পশু পক্ষী।
ভাগবতে ব্রহ্মা উদ্ধব তাহে সাক্ষী ॥
প্রাকৃত করিয়া যেই মানয়ে অধম।
তাহার দর্শনে পাপ দণ্ড করে যম ॥
অতএব ভজ শ্রীব্রজের পরিকর।
বিচার করিয়া দেখ সকলের সার ॥
নাভাজীর সূত্রের অর্থ কিঞ্চিত বিস্তারি।
লালদাস * কহে ব্রজপুরের মাধুরী ॥

* দৃষ্টিচ্ছলে—পাঠভেদ।

* কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীমদ্‌ব্রজপরিকরগণ-নাম-গুণাদি-বর্ণন নাম নবম মালা ॥ ৯ ॥

দশম মালা

চতুঃসম্প্রদায়-আচার্য্য-গুণ-বর্ণন।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥

[দোঁহা—মূল হিন্দী।]

হরিভৃত্য বসত জে যে জঁহা তিনসোঁ নিতপ্রতি কাজ।
সপ্তদ্বীপমেঁ দাস জে তে মেরে শিরতাজ॥
জম্বু ঔর পলছি শালমলী বহুত রাজঋখি।
কুশ পবিত্র পুনি ক্রৌঞ্চ কৌন মহিমা জানে লিখি॥
শাক বিপুল বিসতার প্রসিদ্ধ নাম অতি পুহকর।
পরবত লোকালোক তুক টাপু কঞ্চন ধর॥
হরি ভৃত্য বসত জে জে জঁহা তিনসোঁ নিত-প্রতি কাজ।
সপ্তদ্বীপ মেঁ দাস জে তে মেরে শিরতাজ॥

অস্যার্থঃ।

সপ্তদ্বীপ নবখণ্ডে যত ভক্তগণ।
সভার চরণ করি মস্তকে ধারণ॥
বহুভাগ্যে যদি পাই চরণের রজ।
মস্তকে ভূষণ * করি করি শিরতাজ॥
জম্বুপ্লক্ষ শাল্মলি কুশ ক্রৌঞ্চ শাক।
পুষ্কর সপ্তম দ্বীপ সীমা লোকালোক॥
মধ্য জম্বুদ্বীপ ভাগ হয় † নয় বর্ষ।
তাহাতে ভারতবর্ষ পুণ্যের আদর্শ॥

* ধারণ—পাঠভেদ। † হয়ে—পাঠভেদ।

এ সকল স্থলীমধ্যে যে যে হরিভক্ত।
অধিষ্ঠাতা ভগবানের যে যে অনুরক্ত॥
তাঁ-সভার চরণ আর সেই সেই স্থান।
সুখাবহ সদাকাল পবিত্র বিধান॥

অথ বৈকুণ্ঠ-আবরণ অষ্ট উরগ।

অষ্ট উরগকুল বৈকুণ্ঠাবরণ।
হরি-পারিষদ হরিবত সুগণন॥
দ্বারপাল যথা জয়-বিজয়াদিগণ।
চিদানন্দঘনমূর্ত্তি প্রভুগতপ্রাণ॥
ইলাপত্র মুখ * অনন্ত অনন্তকীরতি।
পদ্ম শঙ্কু অস্-কমল † হরিধ্যানব্রতী॥
বাসুকি অজিত ‡ করকোটক তক্ষক।
সভে প্রভুসেবাপর বাসুকি পর্য্যঙ্ক॥
আগমাদিমতে অষ্ট হরি-অংশ উপাস্য।
অগর জানেন—তত্ত্ব বিশ্ব যাঁর বশ্য॥

অথ সম্প্রদা-প্রণালী।

প্রথমাবতার চতুর্ব্বিংশতির মধ্যে।
হরির আবেশ রামানুজ আদি পদ্মে॥
বিষ্ণুস্বামী মধ্বাচার্য্য তথা নিম্বাদিত্য।
চারি সম্প্রদায় চারি আচার্য্য বিদিত॥
কলিভব সুদুস্তরে জীব নিস্তারিতে।
ভগবান্ অংশে আবির্ভাব পৃথিবীতে॥
গুণের সাগর মহামহান্ত দয়াল।
পাণ্ডিত্যে অপার সুসিদ্ধান্ত-মহীপাল॥
শ্রুতি-মহাসিন্ধু মথি ভক্ত্যমৃতসার।
উদ্ধার করিলা দণ্ডে সুবুদ্ধি-মন্দার॥

* ইলাপুত্র মুখ—পাঠভেদ। † অব্জ কমল—পাঠভেদ।
‡ অজিন—কচিৎ পাঠভেদ।

পরমত-বিরুদ্ধাংশ ছেদন করিয়া।
স্বমত যথার্থ স্থাপে বিচার করিয়া॥
চারি সম্প্রদায় চারি মহান্ত স্বতন্ত্র।
শিষ্য-অনুশিষ্য-ক্রমে দাতা বিষ্ণুমন্ত্র॥
শ্রীরুদ্র মাধ্বী আর সনক চতুর্থ।
এই চারি সম্প্রদায় বৈষ্ণব মহত্ত্ব॥
বিনে সম্প্রদায়ী গুরু উপাসনা * ব্যর্থ।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু না যায় অনর্থ॥

পাদ্মে তথা গৌতমীয়তন্ত্রে—

"কলৌ খলুভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ"ইত্যাদি

তত্রচ—

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ"ইত্যাদি

কোন্ সম্প্রদায় কোন্ মহান্ত প্রকাশ।
তাহার বিশেষ শুন করিয়া বিশ্বাস॥

মাধ্বী-সম্প্রদায়-প্রণালী।

[দোঁহা—মূল হিন্দী।]

রমা-পদ্ধতি রামানুজ বিষ্ণুস্বামী ত্রিপুরারি।
নিম্বাদিত্য সনকাদি † মধু কর গুরু মুখ-চারি॥

অস্যার্থঃ।

শ্রী-সম্প্রদার গুরু শ্রীল-রামানুজ স্বামী।
চতুর্ম্মুখ সম্প্রদার মধ্বাচার্য্য-নামী॥
বিষ্ণুস্বামী মহান্ত শ্রীরুদ্র সম্প্রদায়।
নিম্বাদিত্য চতুঃসন-সনক সম্প্রদায়॥

প্রমাণং প্রমেয়রত্নাবল্যাম্—

"রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥"

শ্রীগুরুপরম্পরা।

তত্র স্বগুরুপরম্পরা, যথা—

"শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্॥
অক্ষোভ * জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ম্॥
পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ॥
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈত-নিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্॥
দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে।
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ॥"

অস্যার্থঃ।

মাধ্বী সম্প্রদায় † গুরুপরম্পরামতে।
প্রণালী পবিত্র ‡ গাথা প্রমাণসম্মতে॥
গাই নিজ-মতিকল্ক-প্রক্ষালন লাগি।
শুদ্ধভক্তিভাব § মিলে অন্য যোগে ত্যাগি॥
শ্রীকৃষ্ণস্য শিষ্য ব্রহ্মা [illegible]ষি তস্য।
তাঁর শিষ্য বেদব্যাস কবির উপাস্য॥
তাঁর শিষ্য মধ্ব তস্য পদ্মনাভ তস্য।
নরহরি মহান্ শ্রীমাধব যাঁর শিষ্য॥
তস্য শিষ্য শ্রীঅক্ষোভ জয়তীর্থ তস্য।
জ্ঞানসিন্ধু সাধু দয়াসিন্ধু তস্য শিষ্য॥
বিদ্যানিধি তস্য তস্য রাজেন্দ্র মহান্।
তস্য জয়ধর্ম্ম যেঁহ পুরুষোত্তম জান॥
তস্য শিষ্য ব্রহ্মণ্য তস্য ব্যাসতীর্থ নাম।
ততো লক্ষ্মীপতি সাধূত্তম অভিরাম॥
তত শ্রীমন্মাধবেন্দ্র গুণের সাগর।
যাঁর শিষ্যে অঙ্গীকৃত অদ্বৈত ঈশ্বর॥
শ্রীমন্নিত্যানন্দ জগদ্গুরু ভক্তস্বরূপ। ¶
জীবনিস্তারের হেতু প্রকটস্বরূপ॥
মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী।
যেঁহ কৃষ্ণ বলি সদা কান্দয়ে ফুকারি॥
তচ্ছিষ্য শ্রীদেবদেব চৈতন্য গোসাঞি।
মো-সভার উপায় যাঁহাবিনে আর নাই॥

---

* উপদেশ—পাঠভেদ। † সনকাদিক—পাঠভেদ।

* অক্ষোভ্য—পাঠভেদ। † সম্প্রদার—পাঠভেদ।
‡ প্রমাণ প্রণালী—পাঠভেদ। § ভাবে—পাঠভেদ।
¶ নিত্যরূপ—পাঠভেদ।

প্রেমতরী দিয়া যেই তারিল জগত।
বিচার না কৈলা ভালমন্দ সদসত ॥
দুর্লভ রতন বিলাইলা যারে তারে।
হেন দয়াময় আর কে আছে সংসারে ॥
এ-হেন দয়ার নিধি তাঁরে না ভজিয়া।
কাহারে ভজিবে ভাই কি ধন লাগিয়া ॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া ভাই করহ ফুৎকার।
তেঁহো বিনে ত্রিজগতে গতি নাহি আর ॥
জগাই মাধাই ত্রাণ জগতে শুনিয়া।
লালদাস * রহে সেই পথ নিরখিয়া ॥

অথ শ্রী-সম্প্রদার প্রণালী।

[দোঁহা—মূল হিন্দী।]

সম্প্রদায় শিরোমণি সিন্ধুজা রচ্যো ভক্তিবিতান্ ॥
বিশ্বকৃসেনমুনিবর্য্য সপুন ষটকোপ পুনীতা।
বোপদেব ভাগবত লুপ্ত উধর্য্যো নব নীতা ॥
মঙ্গল মুনি শ্রীনাথ পুণ্ডরীকাক্ষ পরমযশ।
রামমিশ্র রসরাশি প্রগট পরতাপ পরাঙ্কুশ ॥
যামুন মুনি রামানুজ তিমিরহরণ উদৈ ভান।
সম্প্রদায়-শিরোমণি সিন্ধুজা রচ্যো ভক্তিবিতান্ ॥

অস্যার্থঃ।

সিন্ধুকন্যা রমাঠাকুরাণী মূলাচার্য্য।
তাঁর কৃপাপাত্র বিশ্বকৃসেন মুনিবর্য্য ॥
তত শ্রীমান্ ষটকোপ তত বোপদেব।
লুপ্ত ভাগবত উদ্ধারি ঘুচাইল ক্ষোভ ॥
তত শ্রীল শ্রীনাথ পুণ্ডরীকাক্ষ তত।
রামমিশ্র তত শ্রীযামুন মুনিব্রত ॥
তাঁর শিষ্য রামানুজ ভানু প্রকাশিয়া।
তিমির নাশিলা কৃপাদৃষ্টি-কর দিয়া ॥
প্রসঙ্গে শ্রীভাগবত-উদ্ধার-কারণ।
বোপদেব-গোসাঞির কহি বিবরণ ॥

শ্রীল শঙ্করাচার্য্য শঙ্করাবতার।
ভগবত * আজ্ঞায় ব্রাহ্মণরূপধর ॥
কলিকালে বেদের সদর্থ আচ্ছাদন।
করি ব্যাখ্যা করে মায়াবাদার্থ স্থাপন ॥
কৃষ্ণভক্তি গোপন করিয়া দেবী দেবা।
উপাসনা প্রকাশিলা ত্রিবর্গের সেবা ॥
[illegible]নামে কাশীরাজ স্বভাবে অসুর।
তারে লওয়াইল তম ধর্ম্ম বামাচার ॥
জীবহিংসা করে বহু তমের স্বভাবে।
শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র নিন্দে মূঢ় তবে ॥
দেশদেশান্তরে গ্রন্থ যথা যথা ছিল।
বলে আনি আনি সব গঙ্গায় ডারিল ॥
ভাগবতহীনদেশ দেখি সাধুগণ।
কাতরে শ্রীভগবানে করয়ে স্তবন ॥
প্রিয়পাত্র শ্রীল বোপদেব গোসাঞিরে।
হইল আকাশবাণী উপায় সুন্দরে ॥
যত ভাগবত গ্রন্থ গঙ্গায় ডারিল।
যতন করিয়া তাহা জাহ্নবী রাখিল ॥
কিছু হানি নাহি হয় উঠাও ডুবিয়া।
যথা শুদ্ধ পূর্ব্বমত † উঠিবে আসিয়া ॥
এত শুনি গোসাঞি যে প্রহৃষ্ট অন্তরে।
উঠাইলা গ্রন্থ ডুবি জাহ্নবীর নীরে ॥
বহু সম্মানিয়া স্থানে স্থানে পাঠাইলা।
মুক্তাফল নামে গ্রন্থের টীকা বিস্তারিলা ॥
অতএব-ভাগবত-উদ্ধার-কারণ।
বোপদেব স্বামীর কহিল বিবরণ ॥
শ্রীশঙ্কর ইহা শুনি অপরাধ মানি।
টীকা কৈলা ব্রহ্মসূত্রবত অর্থ জানি ॥
আচার্য্য শ্রীরামানুজ স্বামীর অভীষ্ট।
যামুন আচার্য্য যেঁহ মুনিব্রত শিষ্ট ॥
তাঁহার মহিমা গুণ জগতে প্রসিদ্ধ।
তাঁর মত সর্ব্বাচার্য্যমতে হয় সিদ্ধ ॥

* কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।

* ভাগবত আজ্ঞায়—পাঠভেদ। † পূর্ব্ববত—পাঠভেদ

যামুনাচার্য্যস্তোত্রে যাহার বর্ণন।
শ্রুতিসার অর্থ যাহা পরম প্রমাণ ॥
সংক্ষেপে 'শ্রী'-সম্প্রদায় * প্রণালী কহিল।
পরে রামানুজ হৈতে বহু স্রোত হৈল ॥
শ্রীল-রামানুজ-স্বামী ভুবন-পাবন।
এবে কিছু গুণ তাঁর করিব বর্ণন ॥

—

[দোঁহা—মূল হিন্দী।]

সহস্র-আস্য উপদেশ তরি জগত উদ্ধরণ
যতন কিয়ো।
গোপুর হ্বৈ আরূঢ় উঁচস্বর মন্ত্র উচ্চার্য্যো।
সূতে নর পরে জাগি বহত্তরি শ্রবণনি ধার্য্যো ॥
তিন নেঈ গুরুদেব পদ্ধতি ভঈ ন্যারীন্যারী।
কুরু তারক শিষ্য প্রথম ভক্তিবপু মঙ্গলকারী ॥
কৃপণপাল করুণাসমুদ্র রামানুজসম নাহিঁ বিয়ো
সহস্র আস্য উপদেশ করি জগত উদ্ধরণ যতন
কিয়ো ॥

অস্যার্থঃ।

শ্রীমান্ রামানুজস্বামী শেষ অবতার।
কৃপা করি প্রকটিলা তারিতে সংসার ॥
গুরুস্থানে মন্ত্রদীক্ষা-শিক্ষা-মাত্রে সিদ্ধ।
শ্যামলসুন্দর রূপ দেখে বস্তু সাধ্য ॥
দয়ার সাগর স্বামী কৃপাবিষ্ট হৈয়া।
চিন্তয়ে অন্তরে হেন বস্তু না চিনিয়া ॥
ভ্রময়ে সংসারে লোক পাপপুণ্যবশে।
বাসনা-অবিদ্যা-দুঃখসাগরেতে ভাসে ॥
আজি সর্ব্বলোক নিস্তারিব যে ভাবিয়া।
সম্মুখ দুয়ারে গিয়া দু'হস্তে † তুলিয়া ॥
নিজ সিদ্ধ ইষ্টমন্ত্র উচ্চস্বর করি।
ফুকারিয়া কহে তিনবার সর্ব্বোপরি ॥

গ্রামে বহুলোক মধ্যে বাহাত্তর জন।
শিখিলা সে মন্ত্র যেই যেই ভাগ্যবান্ ॥
কণ্ঠস্থ করিয়া অতিগোপনে রাখিলা।
মন্ত্রের প্রভাবে সেই সেই সিদ্ধ হৈলা ॥
তাহার তাহার শিষ্য-পরম্পরা হৈতে।
ভক্তিনিধি দুর্লভ ব্যাপিলা পৃথিবীতে ॥
নিস্তার হইল লোক তাহার প্রভাবে।
অদ্যাপিহ মহাশয়ের যশ গায় সভে ॥
নীলাচল গেলা জগন্নাথ দরশনে।
সহস্রেক শিষ্য সঙ্গে কুতূহল মনে ॥
দরশন করি মন আনন্দ * পাইল।
সেবক রসুয়্যাগণের আচার না দেখিল ॥
অনাচার করি জগন্নাথেরে সেবয়।
ক্ষোভিত হইয়া সব সেবক ছাড়ায় ॥
নিজশিষ্য সহ সাধু শুদ্ধাচার করি।
সেবন করয়ে তবে প্রেমানন্দে ভরি ॥
স্বতন্ত্রের ইচ্ছা প্রভুর তাহে নাহি সুখ।
পূর্ব্বের সেবক-সেবায় পরম উৎসুক ॥
স্বামী প্রতি কহে প্রভু বিরমহ তুমি।
পূর্ব্ববত সেবকসেবায় সুখী আমি ॥
তথাচ না বিরমহে সেবানন্দে মগ্ন।
প্রভু সনে হঠ করি করয়ে সেবন ॥
জগন্নাথ প্রিয়ভক্তে কোপ নাহি করে।
গরুড়েরে আজ্ঞা দিলা রাখ লয়্যা দূরে ॥
রাত্রিযোগে গরুড় সহস্র শিষ্য-সহে।
রাখে লৈয়া দূরদেশে পূর্ব্বে যথা রহে ॥
নিশি-অবসানে নিদ্রাভঙ্গে উঠি চাহে।
কোথা আইনু এ যে দেখি পুরুষোত্তম নহে ॥
চকিত হইয়া সভে ভাবে মনে মন।
বুঝিলাম ইহা জগন্নাথের গঠন ॥
ভাল ভাল তাঁহার যাহাতে হয় সুখ।
সেই মোর সুখ তাহে নাহি কিছু দুখ ॥

---

* শ্রীসম্প্রদায়—পাঠভেদ। † দু'হস্ত—পাঠভেদ।

* বহু আনন্দ—পাঠভেদ।

শ্রীসম্প্রদায় আচার্য্য শ্রীরামানুজ স্বামী।
শ্রুতির সম্ভাষ্য যেঁহ প্রকাশে আপনি॥
তাঁর শ্রীচরণ-পদ্মে শরণ লইল।
মো-সবা জীবের যেঁহ উপায় সৃজিল॥
শ্রুতির কুব্যাখ্যা-মেঘে আচ্ছাদন ছিল।
রামানুজস্বামী-বাতে মেঘ উড়াইল॥
তবে শুদ্ধভক্তি-রবি উদয় করিয়া।
জগতের অন্ধকার দিলা খেদাড়িয়া॥
সকল প্রসঙ্গ-মূল লেখা নাহি যায়।
যেহেতুক অতিশয় পুস্তক বাঢ়য়॥
যথাশক্তি বুদ্ধিসাধ্য ক্রমেতে বর্ণিব।
মূর্খ বলি লালদাসে * ঘৃণা না করিব॥

অথ শ্রীরামানুজস্বামীর শিষ্য-প্রশিষ্যের প্রণালী।

শ্রীল রামানুজ-স্বামী বড় কৃপা কৈলা।
শিষ্যপ্রশিষ্যক্রমে জগত তারিলা॥
তাহার পদ্ধতি শুন পরমমহত্ত্ব।
শ্রবণমঙ্গল হয় † পরম পবিত্র॥
প্রধান সেবক শ্রীল দেবাচার্য্য নাম।
তাঁর শিষ্য শ্রীরাঘবানন্দ গুণধাম॥
তাঁর শিষ্য হন শ্রীমান্ গুরু রামানন্দ।
ভুবনপাবন যেঁহ ভক্তপরানন্দ॥
অসংখ্য তাঁহার শিষ্য নাহিক অবধি।
তার মধ্যে কিছু কহি পবিত্রিতে বিধি॥ ‡
শ্রীঅনন্তানন্দ আর কবীর মহাশয়।
সুখা সুর পদ্মাবতী মহিমা বিজয়॥
শ্রীনরহরি শ্রীমান্ পীপা ভাবানন্দ। §
রুইদাস আর ধনা-আদি শিষ্যবৃন্দ॥

বহু শিষ্য প্রশিষ্য বিশ্বমঙ্গল-স্বরূপ। *
জীবত্রাণ-কারণ দ্বিতীয় রামরূপ॥
অনন্তানন্দের পদ পরশিয়া লোক।
নির্ব্বৃতি পাইলা পাসরিলা দুঃখশোক॥
আর যোগানন্দ গয়েশ করমচন্দ্র।
অল্হ পৈহারী শুভ ভক্তের মহেন্দ্র॥
সারি রামদাস শ্রীরঙ্গ গুণাকর।
তাঁহার চরিত্র কিছু হয় চমৎকার॥
নরহরি শুভরবি উদিত হইয়া।
মুদিত ভকতি-পদ্ম দিলা প্রকাশিয়া॥
ভকতি অপার সিন্ধু দুস্তর দুর্গম।
তাহাতে রচিলা ভেলা করিয়া সুগম॥
অনায়াসে পারতক গমন করিলা।
খেলাইয়া বাইচ-সুখ আস্বাদন কৈলা॥
প্রত্যেকে যে ইহা সভার গুণেতে † বিস্তার।
কহিতে নারিল মাত্র কৈনু নমস্কার॥
শ্রীল রামানুজ স্বামী শিষ্যের সহিতে।
লালদাস ‡ শরণ লইতে চাহে চিতে॥

৩২। চরিত্র শ্রীনিম্বাদিত্য স্বামীজীর

নিম্বাদিত্য এক দণ্ডী গৃহে নিমন্ত্রিলা।
দ্রব্য-আয়োজন-পাকে সন্ধ্যা আসি হৈলা॥
যতি শাস্ত্র-বচন পঢ়িয়া কহে তবে।
রাত্রে ভিক্ষা দণ্ডীর নিষেধ বিধি রবে॥
ইহা শুনি চিন্তি নিম্বাদিত্য মহাশয়।
নিজ ভক্তিবলে সাধু সৃজিলা উপায়॥
আঙ্গিনায় আছয়ে বৃহত নিম্ববৃক্ষ।
উদয় করিলা আসি বৃক্ষোপরি অর্ক॥
কৃষ্ণভক্ত অনুরোধে সূর্য্যদেব আসি।
প্রহরেক দিবা আছে এমত প্রকাশি॥

---

* কৃষ্ণদাসে—পাঠভেদ। † হয়ে—পাঠভেদ।
‡ পবিত্রিতে ধী—পাঠভেদ।
§ শ্রীল নরহরি…ভবানন্দ—পাঠভেদ।

* বিশ্বমঙ্গল স্বরূপ—কচিৎ পাঠভেদ।
† প্রত্যেকে…গুণের বিস্তার—পাঠভেদ।
‡ কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।

ভোজন করিয়া তথা বৈসে যবে যতি।
সূর্য্য নিজস্থানে গেলা লইয়া সম্মতি ॥
তখন প্রহর নিশি প্রতীত হইলা।
যতির আশ্চর্য্য বোধ তখন জন্মিলা ॥
কৃষ্ণভক্ত নিম্বাদিত্য প্রভাব দেখিয়া।
চরণে পড়িলা যতি শরণ লইয়া ॥
সাধুসঙ্গ মহিমা দেখয়ে অদভুত।
কৃষ্ণভক্ত হৈলা যতি ছাড়ি জ্ঞানমত ॥
তাঁহার চরণরজ মস্তকে ধারণা।
করিয়া কৃতার্থ হই পাই এক কণা ॥

———

চতুরাচার্য্য মহিমা বর্ণন।

চারি সম্প্রদায় * চারি আচার্য্য মহান্ত।
বেদের স্বরূপ বেদনিধি বিজ্ঞ-অন্ত ॥ †
বিচারে পাণ্ডিত্যে যে ‡ অদ্বিতীয় অপার।
কু-সিদ্ধান্তবাদি-পরাভবে খড়্গধার ॥
চারিভক্ত চারি হয়ে দিগ্‌গজস্বরূপ।
ভক্তিভূমি দাবি রহে বিক্রমে অনুপ ॥
মতান্তরশক্তি § কাটি খান খান কৈল।
শুদ্ধভক্তিমত ব্রহ্ম-অস্ত্র তেয়াগিল ॥
কাটিয়া দুষ্ট সিদ্ধান্ত কন্দুক ¶ খেলিল।
সচ্চিৎ আনন্দরূপ রাজ্য হাত কৈল ॥
রাজ্যে সুখভোগ করি প্রজা বসাইল।
প্রজা সুখী হৈলা ** নৃপ-জয় মানাইল ॥
প্রেমামৃত-শস্য প্রজা খায় মহানন্দে।
নির্ভয়ে বেড়ায় সদা নির্ব্বিঘ্নে নিঃসন্ধে ॥

———

* সম্প্রদার—পাঠভেদ।
† দেবের বেদবিধিবিজ্ঞ-অন্ত—পাঠভেদ।
‡ পাণ্ডিত্যেতে—পাঠভেদ। । § মহান্তের শক্তি—পাঠভেদ।
¶ কন্দুক—পাঠভেদ (অপপাঠ)।
** হৈয়া—পাঠভেদ।

৩৩। চরিত্র শ্রীলালাচার্য্যের।

রামানুজস্বামীর জামাতা লালাচার্য্য।
তাঁহার চরিত্রে কিছু শুনিতে আশ্চর্য্য ॥
পরম ভকতিমান্ * বৈষ্ণবে পিরীতি।
গুরুতে একান্ত রতি বাক্যেতে প্রতীতি ॥
গুরু শিক্ষা দিলা বাপু বৈষ্ণব সেবিবে।
বন্ধুবান্ধব গুরু-বৈষ্ণবে জানিবে ॥
তুলসীর মালা গলে তিলক দেখিবে।
দোষ-গুণ-বিচার তাহার না করিবে ॥
সহোদর ভ্রাতা যেন তাহারে দেখিবে।
তার হিতে রত হবে প্রণয় করিবে ॥
গুরুবাক্যে লালাচার্য্যের সুদৃঢ় বিশ্বাস।
বৈষ্ণবচরণে অসাধার মনোল্লাস ॥
দৈবযোগে একদিন নদীর পাথারে।
এক শব ভাসি যায় বৈষ্ণব আকারে ॥
গলায় তুলসীমালা তিলক নাসাতে।
দেখিয়া শ্রীলালাচার্য্য লাগিলা চিন্তিতে ॥
এই মোর ভাই হা হা কিরূপে মরিল।
ভাসিয়া যাইছে কেহ গতি না করিল ॥
ইহা কহি উঠাইয়া ধরি বক্ষঃস্থলে।
কান্দিতে লাগিলা সাধু হইয়া বিকলে ॥
লোকে বলে লালাচার্য্য কান্দ কি লাগিয়া।
হৃদয়ে ধরিছ কোথাকার শব লৈয়া ॥
লালাচার্য্য কহে মোর ভাই মরিয়াছে।
নদীতে ভাসিয়া যাইতে পাইলাম কাছে ॥
লোক সব উপহাস করিয়া চলিলা।
লালাচার্য্য শব লৈয়া গৃহেতে আইলা ॥
বিমান সাজায়্যা বহু বৈষ্ণব আনিলা।
নামসঙ্কীর্ত্তন করি দাহ-আদি কৈলা ॥
মিষ্টান্ন পকান্ন বহু আয়োজন করি।
মহোৎসব করি নিমন্ত্রিলা স্বনগরী ॥

———

* ভকতিবান্—পাঠভেদ।

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব নিজ কুটুম্ব আত্মীয়।
কেহো না আইল কহে জাত্যন্তর ভেয় ॥ *
কোথাকার মড়া কোন্ জাত তারে আনি। †
ভাই বলি দাহ আদি করিল আপনি ॥
তার কার্য্যে নিমন্ত্রণ কর যে সজ্জনে। ‡
নিন্দয়ে গ্রামের ভদ্রলোক জনে জনে ॥
বৈষ্ণবের গণ কেহ § না আইসে তরাসে।
কি করিবে দশ-ভদ্র-সমাজেতে বৈসে ॥
বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা অন্যে কি জানিবে।
প্রাকৃতের ন্যায় করি লোক মানে সভে ॥
অপরাধ কৈল বৈষ্ণবেরে উপেক্ষিল।
নিজঘরে তুলিয়া অনল ¶ ভেজাইল ॥
কেহো যদি না আইল লালাচার্য্য-গৃহে।
তাহার রহস্য শুন অপরূপ যাহে ॥
বিবরণ গুরুস্থানে যাইয়া কহিল।
তেঁহো কহে দরিদ্র যে রত্ন হারাইল ॥
বুঝিতে নারিল লোক ইহার মহিমা।
চিন্তা নাহি কৃষ্ণচন্দ্র করিবেন সীমা ॥
লালাচার্য্য ঘরে আসি দেখয়ে অদ্ভুত।
বৈষ্ণব আসিছে তেজঃপুঞ্জ যূথে যূথ ॥
আকাশে বিমান শত শত আইসে যায়।
বৈকুণ্ঠের পারিষদগণ আসি খায় ॥

* ভয়—পাঠভেদ। † জাতি তাহা আনি—পাঠভেদ।
‡ করয়ে স্বজনে—পাঠভেদ। § সেহ—পাঠভেদ।
¶ আনল—পাঠভেদ।

কেবা দেয় কেবা আনে কেবা পরিবেশে।
কত আইসে যায় খায় নাহি হয় দিশে ॥
মহামহোৎসব করি সভে যবে গেলা।
ভদ্র-অভিমানী লোক অদ্ভুত দেখিলা ॥
আকাশে দেখয়ে স্বর্ণ-রথ আইসে যায়।
চমকিয়া সব লোক আচার্য্যের পায় ॥ *
যাইয়া চরণে পড়ি স্তবন করয়।
অপরাধ মো-সভার ক্ষম মহাশয় ॥
তেঁহো কহে ভাই কিছু অপরাধ নাই।
বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্ট খাও যাইবে বালাই ॥
বৈষ্ণব চরণরজ করহ বন্দন।
যাইবে যতেক † দুঃখ পাইবে মোচন ॥
এত শুনি বৈষ্ণবের শেষ যে আছিল।
দুই হস্তে খায় আর মাখিতে লাগিল ॥
তৎক্ষণাৎ অভিমান দম্ভ দূরে গেলা।
আচার্য্য করিলা কৃপা বৈষ্ণব হইলা ॥
ভক্তির কিরণে দেশ ঝলমল হৈল।
জগতে অমৃত-ফল আস্বাদন কৈল ॥
সাধুসঙ্গ ফল ভুবি ভরিয়া ফলিল। (ক)
লালদাস ‡ অভাগার ভাগ্যে না মিলিল ॥

* আশ্চর্য্যেরে পায়' এবং 'আশ্চর্য্যের প্রায়'—পাঠভেদ।
† সকল দুঃখ—পাঠভেদ। ‡ কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।
(ক) কোন কোন পুস্তকে 'সাধুসঙ্গ' ইত্যাদি পঙক্তির পরে 'জগতে অমৃত ফল' ইত্যাদি পঙক্তি দৃষ্ট হয়।

ইতি শ্রীভক্তমালে চতুঃসম্প্রদায়-আচার্য্য-গুণ-বর্ণন নাম দশম মালা ॥ ১০ ॥

একাদশ মালা

শ্রীগুরুভক্ত বৈষ্ণব গুণবর্ণন।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস রঘুনাথ॥

৩৪। আখ্যান গুরুভক্ত বৈষ্ণব।

গঙ্গাতীরে বাস বহু বৈষ্ণব কুটীরে।
তার মধ্যে এক গুরুভক্ত দৃঢ়তরে॥
কোন কার্য্যান্তরে গুরু গ্রামান্তরে যাইতে।
সেই শিষ্য সঙ্গ লৈল সেবা অনুগতে॥
গুরুদেব কহে তুমি সঙ্গে না যাইহ।
শিষ্য কহে বিচ্ছেদে ধরিতে নারি দেহ॥
শ্রীচরণ-সেবা মোর একান্ত নিয়ম।
কেমতে রহিব তাতে করিয়া বিরাম॥
তেঁহো কহে মুঞি অল্পদিনেতে আসিব।
গুরুর স্বরূপ এই জাহ্নবীরে সেব॥
ইহাতে হইবে * তব গুরুর সেবন।
তাহাতে অন্যথা নাহি, কহিনু প্রমাণ॥
ইহা শুনি শিষ্য মনে আনন্দ পাইল।
গুরুর স্বরূপ গঙ্গা বিশ্বাস হইল॥
গঙ্গার সেবায় তবে নিযুক্ত হইল।
নানামত সেবা ভক্তি করিতে লাগিল॥
জলে পাদস্পর্শ কভু ভ্রমে নাহি করে।
বিনে পান অন্য ক্রিয়া করে কূপনীরে॥
তা দেখিয়া অন্য যে বৈষ্ণব তথাকার।
ঈর্ষা করি কহে এ কি আচার † তোমার॥

* হইব—পাঠভেদ। † অধিক—পাঠভেদ।

স্নান নাহি করো গঙ্গাজলে নাহি নাবো।
যত লোক করে তারা নরকে কি যাবো॥
ইহা কহি কেহ ভৎর্সে কেহ উপহাসে।
তেঁহো তাহা নাহি শুনে গুরু-আজ্ঞাবশে॥
কথোক দিবসে গুরু আইলা আশ্রমে।
অন্য অন্য গুরুস্থানে কহে কথাক্রমে॥
ঞিহো গঙ্গাস্নান আদি পাদস্পর্শডরে।
এবং অন্য-ক্রিয়া-আদি কিছুই না করে॥
নিন্দাচ্ছলে কহিলেন কিন্তু গুরু স্থানে।
সন্তুষ্ট হইয়া বাহে কিছুই না ভণে॥
সর্ব্বজ্ঞ যে গুরু মনে বিচার করিলা।
এই শ্রেষ্ঠ ইহা প্রতি গঙ্গা কৃপা কৈলা॥
আর যে ঞিহারা ইহ মর্ম্ম না জানিয়া।
ঈর্ষা করি নিন্দে, কিন্তু দিব জানাইয়া॥
এত ভাবি গুরু সর্ব্বশিষ্য সমিভ্যারে।
গঙ্গাস্নানে গেলা কিছু গূঢ়ার্থ অন্তরে॥
শত শত শিষ্য দাণ্ডাইয়া রহে তীরে।
গুরু স্নান করে নাম্বি কণ্ঠ-দঘ্ন * নীরে॥
গঙ্গাসেবী † সেই শিষ্যে আজ্ঞা কৈলা সাধু।
গামছা আনহ বাপু কহে মৃদু মৃদু॥
তাহা শুনি চিন্তাকুলি ইথি উথি চায়।
পাদস্পর্শ কিরূপেতে করিব গঙ্গায়॥
বিশেষতঃ ‡ গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘিব কেমনে।
সঙ্কটে § পড়িলা সাধু উৎকণ্ঠিত মনে॥

* কণ্ঠময়—পাঠভেদ। (কণ্ঠদঘ্ন অর্থে কণ্ঠপরিমিত পরিমাণার্থে 'দঘ্নচ্' প্রত্যয়)।
† গঙ্গাদেবী—পাঠভেদ। (অপপাঠ)
‡ মধ্যে হৈতে—পাঠভেদ।
§ পাথারে—পাঠভেদ।

গুরু-আজ্ঞা বলবান ভাবিয়া চলিল।
জলে পাদ অর্পিতেই কৌতুক হইল॥
গুরু-গঙ্গা-কৃপাবলে দেখে * চমৎকার।
কমল প্রকাশে যথা দেয় পাদভার॥
যেখানে যেখানে পদ অর্পণ করয়।
সেইখানে পাদতলে কমল ফুটয়॥ †
প্রতি পাদ পদ্মোপরি ধরিয়া চলিলা।
গুরুহস্তে বস্ত্র দিয়া নেউটি আইলা॥
জলে নাহি পাদস্পর্শ হইল সাধুর।
বৈষ্ণবমণ্ডলী দেখে থাকিয়া অদূর॥
দেখি চমৎকার মুখে নাহি সরে বাণী।
এ কি অদভুত এই সাধু কে না জানি॥
ঞিহার চরণে কত কৈনু অপরাধ।
নিন্দিনু, বিদ্রূপ কৈনু, করিনু বিবাদ॥
ঞেহাতে প্রভুর কৃপা যথোচিত হয়।
তাহার প্রমাণ এবে দেখিনু নিশ্চয়॥
এত কহি তাঁহার চরণ সভে ধরে।
অপরাধ ক্ষেমাইতে স্তুতি নতি করে॥
সাধুর স্বভাব তেঁহো কুণ্ঠিত হইয়া।
করযোড় করে অতি বিনয় করিয়া॥
গুরু অনুযোগ কৈলা সব শিষ্যগণে।
বিচার নাহিক কর নিজ অভিমানে॥
উত্তম মধ্যম নাহি চিনহ অদ্যাপি।
আপনারে শ্রেষ্ঠ মান গুণ দোষ সঁপি॥
সেই সাধুগণ-শ্রীচরণধূলিকণ।
মস্তকে ধারণ করি করিয়া যতন॥

৩৫। চরিত্র শ্রীরঙ্গ বণিক্।

চৌসা নামে গ্রামে স্থিতি সরাপি ব্যবসা।
জাত্যংশে বণিক্ শ্রীরঙ্গ মহাযশা॥
তার এক ভৃত্য নিজ কর্ম্মের গতিকে।
মরিয়া হইলা দূত কৃতান্ত অন্তিকে॥
প্রেতাকার রূপ জীবে কর্ম্ম অনুযাই।
দেহপাত করাইয়া আকর্ষে সদাই॥
শ্রীরঙ্গের পুত্র প্রতি কু-দৃষ্টি করিলা।
পুত্র দিনে দিনে ক্ষীণ হইতে লাগিলা॥
বালকেরে কহে মোর মুক্তির উপায়।
করহ, নতুবা মুঞি মারিব তোমায়॥
বালক কিছু না কহে বুঝিতে না পারে।
এক দিন চাক্ষুষ দেখিলা স্থানান্তরে॥
বলদ-বাহকগণ দ্রব্য লৈয়া যায়।
সেই দূত এক বৃষে করিল আশ্রয়॥
অনেক বাহক মধ্যে একে কর্ম্মফলে।
শৃঙ্গ উৎপাটন * করি মারে বক্ষঃস্থলে॥
মরিল বাহক যমালয়ে লৈয়্যা গেলা।
বালক চাক্ষুষ দেখি কম্পিত হইলা॥
হরির ভজন নাহি করে যেই জনে।
অই গতি হয় তার জনমে জনমে॥
একদিন দূত আসি পুনঃ কহে তারে।
তোমার পিতারে কহি মুক্ত কর মোরে॥
নতুবা তোমারে আজি মারিব পরাণে।
ভয়েতে কম্পিত শিশু কহে নিজ জনে॥
আদ্যোপান্ত বিবরণ সকল কহিল।
ভাই বন্ধু মাতা শুনি চিন্তিত হইল॥
মাতা কহে সত্য হবে † এ কথা প্রমাণ।
পুত্রের আকার ক্ষীণ দেখি আনচান॥
ইহা কহি মাতা তার কান্দিতে লাগিল।
তার মধ্যে কোন শিষ্য উপায় সৃজিলা॥
মাতাকে কহয়ে তুমি চিন্তা নাহি কর।
কোন বিঘ্ন নাহি হবে মোর কথা ধর॥
শ্রীরঙ্গ পরম সাধু বৈষ্ণব মহান্ত।
তাঁহার চরণামৃতে বিঘ্ন হবে শান্ত॥
বৈষ্ণবের পাদোদক ভুবনপাবন।
অতএব বিঘ্ন নাশে মঙ্গল কারণ॥

---

* গুরু আজ্ঞা কৃপা বলে দেখ—পাঠভেদ।
†…করয়ে।… ফুটয়ে॥—পাঠভেদ।

* উৎপটাৎ—পাঠভেদ।
† এবে—পাঠভেদ।

প্রেত-মুক্তিহেতু নিজ করে বিড়ম্বন।
তার মুক্তি হবে আর বাঁচিবে নন্দন॥
শ্রীরঙ্গের পাদোদক লইয়া শয্যায়।
শুইয়া * থাকুক শিশু সতর্ক-হৃদয়॥
যখন আসিবে প্রেত বিঘ্ন করিবারে।
পাদোদক যেন তার ডারে অঙ্গোপরে॥
পাদোদক-স্পর্শে প্রেত মুকুতি হইবে।
দুই কার্য্য সিদ্ধ হবে সদর্থ মিলিবে॥
তাহা শুনি সব জন আনন্দ পাইল।
সাধু সাধু বলি তারে প্রশংসা করিল॥
সেইমত আচরণে † পাদোদক লৈয়্যা।
মুক্ত হইল প্রেত শিশু রহিল বাঁচিয়া॥
অতএব বৈষ্ণবচরণামৃত মহা।
মহিমা যে চমৎকার নাহি যায় কহা॥
মুক্তির কা কথা কৃষ্ণ-প্রেম উপজয়।
যার বিন্দু-পানমাত্রে বেদে ফুকারয়॥
বিশেষ ‡ শ্রীরঙ্গ দেব মহাভাগবতোত্তম।
তাহাতে আশ্চর্য্য কত § অতি সে সুগম॥
বৈষ্ণবের পাদোদকে প্রেত মুক্ত হৈল।
লালদাস ইহা শুনি ভরসা বান্ধিল॥

৩৬। চরিত্র শ্রীকৃষ্ণদাস সাধু

কলিযুগে কৃষ্ণদাস নির্ব্বেদ-অবধি।
পয়ঃপান কৈলা অন্ন তেজি নিরবধি॥
যার শিরে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করে।
কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে সেই, বিঘ্ন যায় দূরে॥
জীবন-মুকুত হয়, হয় সর্ব্বসিদ্ধ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যোগ তপ ঋদ্ধ॥
কৃষ্ণদাস মহামুনি জগতে বিখ্যাত।
তেজঃপুঞ্জ ঊর্দ্ধরেতা ভজনে উন্মত্ত॥

যতেক ভকত-হৃদি পরম * নির্ম্মল।
তাহা প্রকাশক দিবাকর সুশীতল॥
বড় বর † দেশপতি কুলক রাজন।
পর্ব্বত-কন্দরে তারে দিলা দরশন॥
বড় কৃপা কৈলা তারে ভক্তি-শক্তি দিলা।
মহাভক্ত হৈলা হরিসেবায় মাতিলা॥
একদিন কৃষ্ণ-লাগি জিলেপি আনিতে। ‡
নিজ শিশু একখানি নিল তাহা হৈতে॥
কৃষ্ণহেতু রাজার মনোজ্ঞ খাদ্য বস্তু।
অগ্রভাগ নিল বলি হইলা অসুস্থ॥
পুত্রের মস্তকচ্ছেদে উদ্যোগ হইলা।
সাধু দয়া করি তারে আপনি রাখিলা॥
রাজার তনয় বড় ভক্তিমান্ হয়।
তাহার সদ্‌গুণ বড় সর্ব্বলোকে গায়॥
বৈষ্ণবের সেবা তার অপূর্ব্ব কথন।
ভেকমাত্র দেখিলেই করয়ে স্তবন॥
বৈষ্ণবের স্ত্রীগণের গরভ দেখিয়া।
গর্ভের বালকে স্তুতি করে আর্দ্র হৈয়্যা॥
এই গর্ভে সন্তান যে মহাপূজ্যতম।
কৃষ্ণের ভকত হবে ভুবনপাবন॥
স্ত্রীগণে পূজন-সম্মান বহু করে।
বৈষ্ণবী বৈষ্ণব-স্ত্রী বৈষ্ণব উদরে॥
অতএব তাঁহার মহিমা সুবিমল।
ভুবনপাবন তাঁর শ্রীচরণজল॥
লালসা করহ তাঁর পদরজকণ।
বৈষ্ণবের ভক্ত যেই সেই সে সুজন॥ §

৩৭। চরিত্র শ্রীকীল্‌হজী

শ্রীমান্ কীল্‌হ আর অগর দুই ভাই।
মহা অনুভব পৃথিবীর রত্ন দুই॥

---

* শুতিয়া—ক্বচিৎ পাঠভেদ। † আচরিল—পাঠভেদ।
‡ বিশেষে—পাঠভেদ। § কি তা—পাঠভেদ।

* পদম—পাঠভেদ। † বড় বড়—পাঠভেদ।
‡ খাদিতে—পাঠভেদ।
§ ...পদরজ-কণা...সুজনা—পাঠভেদ।

শ্রীমন্মথুরা-মণ্ডলে সদা বাস।
মানসিংহ রাজা আইলা করিতে সম্ভাষ॥
কীল্‌হজীর নিকটে রাজা প্রণতকন্ধর।
পুছয়ে সুমিষ্ট বাক্যে নিজ ইষ্টকর॥
হেনকালে কীল্‌হজী উঠিয়া হস্ত তুলি।
ঊর্দ্ধমুখ হইয়া কহয়ে ভালি ভালি॥
রাজা তাহা দেখি কিছু চমৎকার হৈলা।
সাধু স্থানে পুনঃপুনঃ পুছিতে লাগিলা॥
রাজার আগ্রহে সাধু কহে বিবরিয়া।
মোর পিতা শ্রীসুমেরু নাম শুদ্ধধিয়া॥
গুজরাটদেশে থাকি কৃষ্ণেরে তুষিলা।
অন্য দেহ ত্যাগি সাধু বৈকুণ্ঠে চলিলা॥
রতন বিমানে অলৌকিক রূপ ধরি।
গেলা মোরে কহিলা সুকরসান করি॥
মুঞি উঠি সমাদরে সম্মান করিল।
রাজা শুনি সেই দিন লিখিয়া রাখিল॥
মাস দিন বার তিথি লিপি করি তথা।
পাঠাইল গুজরাট সাধু ছিল যথা॥
তত্ত্ব জানিলা সুমেরুর প্রাপ্তিকথা।
সেই দিন বার * মিলে নহিল অন্যথা॥
আর শুন সাধু শ্রীকীল্‌হজীচরিত্র।
কালের অধীন নহে মহিমা পবিত্র॥
হরিপূজাহেতুক পেটারি হৈতে ফুল।
লইতে তাহাতে ছিলা কাল তীক্ষ্ণ ব্যাল॥
অঙ্গুলিতে দংশন করিল করি রোষ।
মহাশয় মৃদু হাসি পাইলা † সন্তোষ॥
সাধুর স্বভাব কিছু আশ্চর্য্য কথন।
কোপে সুখ জন্মে করিবারে আক্রমণ॥
এ কারণ পুনঃপুনঃ সর্পে সুখ দিতে।
অঙ্গুলি কাটায় মহাশয় হর্ষচিতে॥
বিষ নাহি চড়ে হস্তে ক্ষত নাহি হয়।
সংসার-গরল যাঁরে দেখিয়া পলায়॥

তাঁর পদধূলি-মহৌষধি যদি পাই।
তবে এই ভববিষ-জ্বালাতে এড়াই॥

৩৮। চরিত্র শ্রীঅগ্রদাসজী

শ্রীল-অগ্রদাস সদা হরিসেবামত্ত।
তৈল-ধারা ন্যায় এক ক্ষণ * নহে ব্যর্থ॥
সদাচার সাধু মার্গে যথা অনুকূল।
পরিপূর্ণ তাহে যাহে হরিভক্তি মূল॥
সিদ্ধ প্রেমরাগ সদা এক রস বহে।
নির্ম্মল রসনা সদা রাম রাম কহে॥
নয়নে বহয়ে ধারা বরষার নীর।
নির্দ্দোষ সুধারা শুদ্ধভক্তিমতে ধীর॥
মহারাজ মানসিংহ দর্শনে আইলা।
ভৃত্যগণ সঙ্গে বহু সমৃদ্ধি † ছাইলা॥
মহাশয় আশ্রমের কুটা-পত্র আদি।
ঝাড়ু দিয়া টুকরি ভরিয়া স্থান শুধি॥
দূরগর্ত্তে ফেলায় লইয়া নিজমনে।
নিরপেক্ষ সাধু নাহি চাহে রাজা পানে॥
রাজার যে আগমনে সুখ নাহি পাইলা।
দূরে বৃক্ষতলে যাই বসিয়া রহিলা॥
রাজার সাহস নহে নিকট যাইতে।
হেনকালে শ্রীনাভাজী আইলা তথাতে॥
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি স-অশ্রু নয়নে। ‡
যোড়করে দাণ্ডাইয়া রহে গুরুস্থানে॥
রাজা কিছু দূরে একা যাই § ভূমে পড়ি।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম স্তব করে কর-যুড়ি॥
আঁখিভঙ্গি করি দুই এক বাক্যদ্বারে।
সম্মান করিয়া নৃপে গেলা নিজঘরে॥
নিরপেক্ষ-স্বভাব সাধুর গুণ দেখ।
রাজ-অনুরোধে আশামাত্রেতে নাহিক॥

---

* সেইবার তিথি—পাঠভেদ। † পাইয়া—পাঠভেদ।

* এক কাল—পাঠভেদ। † সমৃদ্ধ—পাঠভেদ।
‡ নয়ানে—কচিৎ পাঠভেদ। § একাজাই—পাঠভেদ।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য। [১৫৫ পৃষ্ঠা
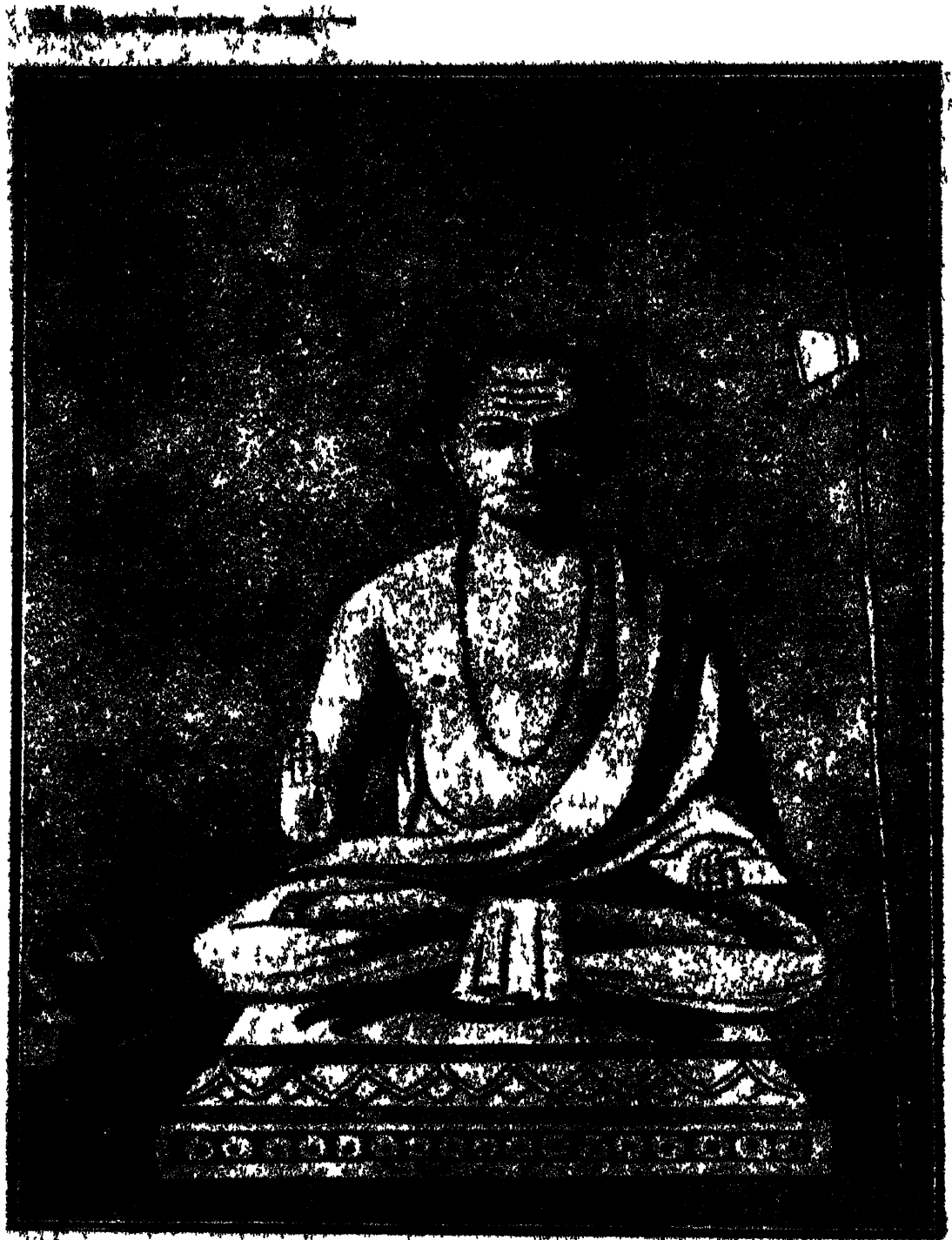
তাঁহার চরণে কোটি কোটি পরণাম ।
হরির ভজন বিনু নাহি অন্য কাম ॥

৩৯। চরিত্র শঙ্করাচার্য্য

কলিযুগে ধর্ম্মপাল শঙ্কর-আচার্য্য ।
অজ্ঞ অনীশ্বরবাদী বুদ্ধি যে কদর্য্য ॥
উৎশৃঙ্খলা কুতার্কিক যে জন পাষণ্ড ।
শ্রীকৃষ্ণ বিমুখ জনার গর্ব্ব কৈলা খণ্ড ॥
বিমুখ সুমুখ কৈলা সৎমার্গে আনিয়া ।
সদাচার প্রকাশিলা শক্তি সঞ্চারিয়া ॥
ঈশ্বরাংশ শ্রীশঙ্কর ভুবি অবতরি ।
হিত আর অহিত সৃজিল স্বেচ্ছা করি ॥
তাঁহার বিশেষ কিছু কহি শুন সভে ।
শ্রীল-রামানুজ-মধ্বাচার্য্য-মতভাবে ॥
সর্ব্বাচার্য্য-শিরোমণি শ্রীল সনাতন ।
শ্রীরূপ শ্রীজীব-আদি যে কৈলা বাখান ॥
সকল-আচার্য্যমত ঐক্য বাক্যমতে ।
সিদ্ধান্ত কহিলা সভে শাস্ত্র-অভিমতে ॥
শ্রীশঙ্কর শ্রীমদ্‌ভগবত-আজ্ঞাতে । *
বিরুদ্ধ আগম সৃষ্টি কৈলা নানামতে ॥
শঙ্কর আচার্য্য নাম বিপ্ররূপ ধরি ।
বেদের মুখ্যার্থ আচ্ছাদিলা ভঙ্গী করি ॥
শ্রুতির তাৎপর্য্য অর্থ ভগবান শ্যাম ।
প্রাপ্ত্যুপায় ভক্তি জ্ঞান পদার্থ উত্তম ॥
জীব নিত্যদাস হয়ে তটস্থশকতি ।
আপন স্বরূপজ্ঞানে † পাওয়ায় মুকতি ॥
ইহা মুখ্য অর্থ তেজি গৌণার্থ স্থাপিলা ।
লক্ষণা করিয়া নিরাকারবাদ কৈলা ॥
শ্রীবিগ্রহ অনশ্বর, নশ্বর কহিয়া ।
কথোগুলি জীব ডারে পঙ্কেতে পুতিয়া ॥

কোটি সূর্য্যোদয় ভক্তি * তাহা আচ্ছাদিয়া ।
শুদ্ধজ্ঞান তমকূপে দিলা ফেলাইয়া ॥
আর আর নানামতে লোক বিড়ম্বিলা ।
তাহার প্রমাণ পদ্মপুরাণে কহিলা ॥
আচার্য্য উত্তমগণে বিচার করিলা ।
প্রমাণ প্রয়োগ দিয়া স্বমত স্থাপিলা ॥
ভক্তিমার্গে সব লোক মুক্ত হৈয়া যায় ।
ভগবানের সৃষ্টি-লীলা খেলা নাহি হয় ॥
এ কারণ হেনমতে লোকে বিড়ম্বয় ।
ঈশ্বর করিলে জীবের সাধ্য কি আছয় ॥
কিন্তু হরিভক্তে কেহো ভুলাইতে নারে ।
মায়াবাদে কি করিবে স্বয়ং পরিহরে ॥
বিগ্রহ অনিত্যজ্ঞান পথে যেই যায় ।
সেই মূঢ় অধম নরকভাগী হয় ॥
সভামধ্যে বৈসে যদি গলে হস্ত দিয়া ।
বাহির করিয়া দিব তৃস্কার ‖ করিয়া ॥
স্নান আদি করি বিষ্ণুস্মরণ করিব ।
পুনঃ তার নাম মুখে নাহি উচ্চারিব ॥
ইহার প্রমাণ ষট্‌ সন্দর্ভে আছয় ।
না করিলে ইহ ‡ সেই প্রত্যবায়ী হয় ॥
নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান জ্ঞান যেহ ।
হরিভক্তিমিশ্র বিনে সিদ্ধ নহে সেহ ॥
বৃথা পরিশ্রম হয় অর্থ না মিলয় ।
শস্যের আশায় যেন আগড়া কুটয় ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে দশমে—

"শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো,
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে ।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্‌ ॥"

তাহার তাৎপর্য্য ফল নির্ব্বাণমুকতি ।
অপরাধী জনে হয়ে বিনা শুদ্ধভক্তি ॥

---

* শ্রীল শঙ্কর শ্রীমদ্‌ভাগবত আজ্ঞাতে—পাঠভেদ ।
† আপনা স্বরূপ জ্ঞানে—পাঠভেদ ।

* ভক্ত—পাঠভেদ ।
‖ তিরস্কার—পাঠভেদ ।　　‡ হয়—পাঠভেদ ।

ভক্তিরস-সুখ-সুধা-আস্বাদ না জানি।
কাকে যেন নিম্বফল খায় সুখ মানি ॥
ভকতে ভকতি বিনু চতুর্ব্বর্গ ফল।
দৃক্‌পাত না করে যেন প্রণালীর জল ॥
প্রত্যক্ষে দেখহ আর শ্রুতিগণ কহে।
হরিভক্ত মুক্তিচতুষ্টয় নাহি চাহে ॥
অতএব হেন রসে বঞ্চিত হইয়া।
মুক্তি চাহে ভবে মাত্র বাঁচে পলাইয়া ॥
ভক্তজন বিঘ্নের মস্তকে দিয়া পাদ।
প্রেম যে পরমস্বাদু করয়ে আস্বাদ ॥
সহস্র কহিলে ইহা মূঢ় নাহি বুঝে।
উট যেন সাঞিকাঁটা খাইবারে সুজে ॥
অতএব শ্রীশঙ্কর লোক বিড়ম্বিলা।
স্বয়ং হরিভক্তিরসে মগন হইলা ॥
পরম বৈষ্ণব কৃষ্ণপ্রেমেতে মগনে।
শুদ্ধভক্তি প্রকাশিলা বৈষ্ণবের স্থানে ॥
কোন স্থানে এক রাজা তার মৃত্যু হৈল।
শুনি নিজদেহ এক গৃহেতে স্থাপিল ॥
শিষ্যগণে কহে মোর রক্ষা কর দেহ।
রাজমৃতদেহে মুঞি প্রবেশ করহুঁ ॥
মোহমুদ্গর নামে বৈরাগ্য-প্রধান। *
শোলোক রচনা করি দিলা শিষ্যস্থান ॥
যদি মুঞি রাজ্যসুখে হই মুগ্ধাশয়।
এই সব শ্লোক তবে শুনাবে আমায় ॥
মোর এই দেহ কেহ নষ্ট করিবারে।
যদি চাহে তবে শীঘ্র জানাবে আমারে ॥
এতো কহি রাজমৃতদেহে যাই পৈশে।
মরিয়া বাঁচিল রাজা সব কহে হর্ষে ॥
রাজরূপে কথোদিন রাণীগণ সনে।
নানারস বিলসয় বিশেষ কারণে ॥
বড় রাণী সুচতুরা বুঝিলা অন্তরে।
এ তো কভু রাজা নহে স্বভাব-বিচারে ॥

মরিয়া বাঁচয়ে এ তো না হয় সম্ভবে।
বুঝি কোন সিদ্ধ প্রবেশিলা এই শবে ॥
ইহা অনুমান করি গোপনীয় মতে।
নিজলোক কহে রাণী প্রফুল্লিতচিতে ॥
এই সহরেতে যথা থাকে মৃতদেহ।
শীঘ্র যাই সেই শব * জ্বালাইয়া দেহ ॥
এত শুনি ভৃত্যগণ খুঁজিতে খুঁজিতে।
দেখে এক গৃহে এক শব বস্ত্রাবৃতে ॥
বিপ্রগণে রক্ষা করে দেখি ভৃত্যগণ।
দাহ করিবারে সবে করে আকর্ষণ ॥
ভাবিত হইয়া আস্তে ব্যস্তে শিষ্যগণ।
ঊর্দ্ধশ্বাসে যায় † যথা রাজার সদন ॥
বৃত্তান্ত বিস্তার করি প্রকাশ করিয়া।
উচ্চস্বরে কহে বিপ্র অন্তঃপুরে গিয়া ॥
রাজরূপ আচার্য্য শুনিয়া বিবরণ।
ব্যস্তসমস্ত হৈয়া ছাড়ে সেই তন ॥
চক্ষুর নিমিষে সাধু পূর্ব্ব নিজদেহে।
প্রবেশিয়া চলি গেলা শিষ্যগণ সহে ॥
আর কিছু শুন শঙ্করাচার্য্যের চরিত।
মানসিংহ রাজার করিল যথাহিত ॥
অদ্বৈত মায়াবাদী সেই সেবরা আখ্যান।
ভক্তিমার্গি-রাজে মোহ জন্মাবার কারণ ॥
রাজার নিকটে আসি নিজ মত কহে।
আপন মহিমা সিদ্ধি আদি প্রকাশয়ে ॥
অদ্বৈতবাদ ভক্তি প্রতি অকুশল পথ।
রাজারে লওয়ায় চালাইতে নিজ মত ॥
হেনকালে আইলা শ্রীশঙ্কর আচার্য্য।
মহাশূর পণ্ডিত গম্ভীর সর্ব্ব-আর্য্য ॥
রাজা বহুমান করি উচ্চে বসাইলা।
সেবরা দেখিয়া চিত্তে কুণ্ঠিত ‡ হইলা ॥
অট্টালিকাছাদোপরি § বসি রাজা সহ।
বিচারে সেবরা সহ হইল কলহ ॥

* বৈরাগী প্রধান—কচিৎ পাঠভেদ।

* সব—পাঠভেদ। † ধায়—পাঠভেদ।
‡ উৎকণ্ঠিত হৈলা—পাঠভেদ। § ছাত'পরি—পাঠভেদ।

সেবরা কোপেতে এক মায়া সৃষ্টি করি।
রাজারে মারিতে চাহে অভিচার করি ॥
দেখিতে দেখিতে মহাসমুদ্র উথলি।
অতি বেগবান্ জলতরঙ্গ উছলি ॥
ডুবাইয়া লোকালয় গ্রামাদি চত্বর।
অট্টালিকা উপর আইলা ভয়ঙ্কর ॥
সেই জলে এক তরি ভাসিয়া আইলা।
সেবরা রাজারে তাহে চড়িতে কহিলা ॥
ভয়েতে কম্পিত রাজা চড়িবারে ধায়।
আচার্য্য সুবিজ্ঞ হাথ ধরিয়া রাখয় ॥
কৃত্রিম নৌকা হয় এই মায়াময় জল।
নাহি চড়ো মহারাজ না হও চঞ্চল ॥
তরিমধ্যে সেবরার গণেরে চড়াও।
এখনি বুঝিবে তত্ত্ব নাহিক ডরাও ॥
এতো শুনি সেবরাগণেরে ধরি ধরি।
নৌকায় চড়ায় তা-সবারে দ্রুত করি ॥
নৌকা তো যথার্থ নহে মায়ামাত্র হয়।
চড়াইতে উচ্চ হৈতে তলাতে পড়য় ॥ *
উচ্চ অট্টালিকা হৈতে পড়ি পড়ি মরে।
রাজা স্তব করি আচার্য্যের পদ ধরে ॥
আচার্য্যের উপদেশে রাজা তত্ত্ব জানি।
বৈষ্ণব করিলা সর্ব্ব রাজ্যের পরাণী ॥ †
আচার্য্য ভ্রমিয়া সর্ব্বলোক নিস্তারিল।
বিমুখ যতেক ছিল সুমুখ হইল ॥
তাঁহার চরণে মোর এই নিবেদন।
ভক্ত্যমৃত-পরিশেষে মোরে না এড়ান ॥

৪০। চরিত্র শ্রীবামদেবজীর

বামদেব নাম সাধু ছিপি কর্ম্ম করি।
কাল গুজুরান করে কৃষ্ণে মন ধরি ॥
বাল্যেতে বিধবা এক কন্যামুখ চাই।
অন্তরে দুঃখিত * কিছু মনে উপজাই ॥
শ্রীবিগ্রহ-সেবা-পরিচর্য্যা করিবারে।
নিয়োজিল ভক্তিতত্ত্ব শিখাইয়া তারে ॥
সেবা-পরিচর্য্যা-আদি করিতে করিতে।
কৃপালেশ হৈল হরি চাহে বর দিতে ॥
অল্পবুদ্ধি মুগ্ধা কন্যা দেখিয়া অন্যেরে।
মনে সাধ হৈল একটি পুত্র হইবারে ॥ †
প্রসন্ন হইয়া ভগবান্-বর দিলা।
বিনা পুরুষের সঙ্গ গর্ভিণী হইলা ॥
বিধবার গর্ভ দেখি লোকে কাণাকাণি।
বামদেব লজ্জায় না মুখে সরে বাণী ॥
বহু খেদান্বিতা হৈয়া ঠাকুরের স্থানে।
করযোড়ে কহে কর লজ্জা-নিবারণে ॥
নিদ্রাকালে ঠাকুর কহিলা তারে তবে।
তব কন্যা দুষ্টা নহে, লজ্জা নাহি পাবে ॥
মোর বরে তোমার কন্যার হৈল গর্ভ।
মোর আজ্ঞা তব যশ না হইবে খর্ব্ব ॥
কালেতে কন্যার গর্ভে পুত্র জনমিল।
নামদেব নাম শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভক্ত হৈল ॥
বাল্যাবস্থাকালে তার কৃষ্ণাবেশ হৈল।
প্রেমানন্দ-রঙ্গমালা গলায় পরিল ॥
অন্যান্য বালক অন্য বাল্যচেষ্টা করে।
নামদেব কৃষ্ণসেবা-ক্রীড়ায় ‡ বিহরে ॥
মাতামহ-স্থানে পুনঃ পুনঃ কান্দি কহে।
মুঞি কৃষ্ণ সেবিব নিযুক্ত কর মোহে ॥
বামদেব কহে তুমি শিশুমতি হও।
বড় হইলে করিহ এখন যোগ্য নও ॥
একদিন বামদেব কোন কার্য্যান্তরে।
গ্রামান্তরে § গেল কহি শিশু দৌহিত্রেরে ॥

---

* ……হয়ে।……পড়য়ে—পাঠভেদ।
† রাজ্যে রাজা রাণী—পাঠভেদ।

* 'চিন্তিত'—পাঠভেদ।
† ……অন্যের।……হইবার—পাঠভেদ।
‡ ক্রিয়ায়—পাঠভেদ।
§ গ্রামান্তর—পাঠভেদ।

দুই তিন দিন মুঞি পশ্চাতে আসিবে।
ঠাকুরের সেবা পূজা দুগ্ধ খাওয়াইবে ॥ *
শিশু আনন্দিত মনে সদাচার হইয়া।
পূজা করে দুই সের দুগ্ধ আনাইয়া ॥ †
নিজহস্তে আউটাইতে আনন্দে অমনা।
নিজদেহ পাসরিলা হৈয়ে অন্তর্মনা ॥
মাতা কহে বাপু দুগ্ধ হইল উতরে।
শিশু কহে এত শীঘ্র আউটে কি করে ॥ ‡
মিছরির গুঁড়া দিয়া পবিত্র পাত্রেতে।
জুড়াইয়া আনিলা ঠাকুরে খাওয়াইতে ॥
সম্মুখে রাখিয়া কহে দুগ্ধ খাও হরি।
শ্রীহস্তে তুলিয়া পান কর কৃপা করি ॥
নতুবা তুলিয়া মুঞি ধরি § শ্রীবদনে।
মৃদু হাস্য করো দুগ্ধ নাহি খাও কেনে ॥
বুঝি মুঞি হেথায় থাকিলে না খাইবে।
এতো কহি উঠিয়া বাহিরে গিয়া ভাবে ॥
আমার সম্মুখে নাহি খাইলা মাধব।
মোর সনে পরিচয় নাহি এই ভাব ॥
এতক্ষণে বুঝি খাইলা উঁকি মারে দ্বারে।
দেখে নাহি খান মনে হইল ফাঁফরে ॥
বুঝি কিছু বিঘ্ন আছে দুগ্ধের মধ্যেতে।
এতো চিন্তি অন্য দুগ্ধ আনে খাওয়াইতে ॥
হঠ করি একান্ত খাইতে পুনঃ পুন।
কহয়ে না খাও কেন করি প্রাণপণ ¶ ॥
দাদার নিকটে খাও মুঞি হৈনু দুখী।
মরিব তোমার আগে গলে দিয়া ফাঁসি ॥
নতুবা খাইব বিষ গলে ছুরি দিব।
প্রাণিহত্যাপাপ আজি তোমারে লাগিব ॥

এতো কহি ছুরি এক লইয়া হৃদয়ে।
মারিতেই হরি বাম হস্তেতে ধরয়ে ॥ *
দক্ষিণ হস্তেতে দুগ্ধপাত্র † উঠাইয়া।
বদনে দিলেন মন্দ মধুর হাসিয়া ॥
নামদেব মহানন্দ-সাগরে ভাসিল।
অবশিষ্ট কিছু দাদার লাগিয়া রাখিল ॥
এইমত দুই তিন দিন নামদেবে।
করয়ে হরির সেবা মনের উৎসবে ॥
দুই তিন দিন বাদে বামদেব আসি।
পুছিল সেবার বার্ত্তা দৌহিত্রে সম্ভাষি ॥ ‡
নামদেব কহে ঠাকুরেরে খাওয়াইয়া।
প্রসাদ রাখ্যাছি § ধর্য়া তোমার লাগিয়া ॥
পাত্রেতে কিঞ্চিত দুগ্ধ দেখি বামদেব।
তুমি দুগ্ধ খাইলে কহে করিয়া আক্ষেপ ॥
বালক কহয়ে দাদা তোমার শপথ।
ঠাকুর খাইলা মোরে দেহ অপবাদ ॥
চমকিত হইয়া যে কহয়ে বালকে।
কেমতে ঠাকুর খাইলা দেখাহ আমাকে ॥
বিগ্রহ কি হস্তে তুলি লোকে দেখাইয়ে।
ভোজন করয়ে কোথা কভু না দেখিয়ে ॥
শিশু কহে হেন কেন কহ অনুচিত।
আমার সাক্ষাতে তুলি খায় নিত নিত ॥ ¶
প্রথমে কি মনে ভাবি না খাইলা হরি।
মরিব কহিনু মুঞি লইয়া কাটারি ॥
তবে মোর হাতে ধরি হাসিতে হাসিতে।
দুগ্ধ পান কৈল মোর আনন্দিত-চিতে ॥

* ...আসিব... ।...খাওয়াইব—পাঠভেদ।
† .. সাচার হইয়া।...করি...দুগ্ধ যে আনিয়া—পাঠভেদ।
‡ ...উতারো।...মন সহ আউটে কি করোঁ।—পাঠভেদ।
§ ধরোঁ।—পাঠভেদ।
¶ ...হরি ক'রে প্রাণপণ—পাঠভেদ।

* ...হৃদয়।...ধরয়—পাঠভেদ।
† থায় উঠাইয়া—পাঠভেদ।
‡ "এইমত...দৌহিত্রে সম্ভাষি"—এই চারি পঙক্তিস্থলে কোন কোন গ্রন্থে..."এইমত দুই তিন দিন নামদেব। ঘরে আসি সেবাবার্ত্তা পুছে বামদেব ॥" এই পাঠ দৃষ্ট হয়।
§ রেখ্যেছি—পাঠভেদ।
¶...অনোচিত...নিতি নিত ॥—পাঠভেদ।

বামদেব কহে মোরে দেখাইতে পার।
শিশু বলে দেখাইব কি সন্দেহ কর ॥
পরদিন শিশু দুগ্ধ ঠাকুরের আগে।
রাখিয়া খাইতে কহে বামদেব লগে ॥
দাদা কহে তুঞি খাইলি ঠাকুর না খায়।
দেখুক সাক্ষাতে তবে * সন্দেহ ঘুচয় ॥
না খাইলা যদি পুন মরিবারে চাহে।
কান্দয়ে বালক দুনয়নে ধারা বহে ॥
আস্তেব্যস্তে ঠাকুর দুগ্ধের পাত্র লৈয়া।
খাইতে লাগিলা পুন হাসিয়া হাসিয়া ॥
দরশনে বামদেব যে অপেক্ষা ছিল।
নামদেব-সুসঙ্গে তাহাও পূর্ণ হৈল ॥
দেখি চমৎকার বালকের পদ ধরি।
নতি স্তুতি কৈলা বহু আপনা ধিক্কারি ॥
আর কিছু শুন নামদেবের কথন।
সুপবিত্র গাথা হয় ভুবনপাবন ॥
ক্রমেতে বর্দ্ধিষ্ঠ হয় † যেন চন্দ্রকলা।
অলৌকিক প্রকটন করে নানালীলা ॥
পরম্পরা ‡ ম্লেচ্ছরাজা পাৎশাহা শুনিঞা।
তলব করিয়া নামদেবে গেলা লঞা ॥
রাজা কহে তোমার জহুরা লোকে কহে।
কেরামত কিছু আজি দেখাইবে মোহে ॥
নামদেব কহে যদি থাকে কেরামত।
তবে কেন ছিপিবৃত্তে করি দিনপাত ॥
যত্ন কৈলা রাজা বহু বর্গ না মানিলা। §
বন্দিখানায় তবে কয়েদ রাখিলা ॥
দুই চারি দিনে পুনর্ব্বার রাজা কহে।
তথাচ রাজার মতে সাধু বর্গ নহে ॥
কৃষ্ণভক্ত আপনার মহিমা-প্রকাশ।
কদাচ না করে মাত্র দৈন্যময় ভাষ ॥

* সবে—পাঠভেদ। † হয়ে—পাঠভেদ।
‡ পরম্পর—পাঠভেদ। § হইলা⋯—পাঠভেদ।

দৈবাৎ * সেখানে এক মৃতক বাছুরে।
দেখিয়া কহয়ে রাজা পুনঃ সাধুবরে ॥
গরু তোমার পূজ্য হয় শাস্ত্র অনুসারে।
এই গাভী বৎস লাগি কান্দিয়া ফুকারে ॥
তাপিত ইহার দুঃখ মোচন করহ।
এ গাভীর মৃত বৎস † বাঁচাইয়া দেহ ॥
ইহা শুনি নামদেব তুড়ি দিয়া কহে।
উঠ বৎস মাতা তব কান্দয় বিরহে ॥
কথামাত্র ‡ বাছুর উঠিয়া দুগ্ধ খায়।
রাজা চমকিতচিত্তে অনিমিষে চায় ॥
স্তুতি নতি করি গ্রাম ধন দিতে চাহে।
কিছু কার্য্য নাহি মোর নামদেব কহে ॥
রাজা কহে অপরাধ মার্জ্জনা § করিবে।
প্রভুস্থান হৈতে মোরে সম্ভাষিয়া ¶ লবে ॥
হেনকালে বহুমূল্য পালঙ্ক বিছানা।
রাজস্থানে লইয়া আইল কোন জনা ॥
বহুমূল্য চমৎকৃত দেখিয়া রাজন।
নামদেবে ভেট করিবারে হইল মন ॥
অনেক যতনে তাঁর সম্মতি করিয়া।
দিলা লোক সব বহিয়া যাইতে লইয়া ॥
তেঁহো কহে কিবা কাজ বাহক মনুষ্যে।
মুঞি মাথে করিয়া লইয়া যাব বাসে ॥
ইহা কহি মাথায় উঠায়্যা লয়্যা যায়।
কিবা করে কোথা যায় রাজার সংশয় ॥
ইসারা করিয়া লোকে পাঠায় পশ্চাতে।
দেখে কথোদূরে এক বিস্তার নদীতে ॥
টান মারি ফেলাইয়া চলে সাধুবরে।
লোক আসি শীঘ্রগতি কহয়ে রাজারে ॥
পুনঃ নামদেবে রাজা ডাকিয়া আনিলা।
কৌতুকে মিনতি ** করি কহিতে লাগিলা ॥

* দৈবাত্ত—পাঠভেদ। † মৃত বৎস গাবীর যে—পাঠভেদ।
‡ কথামাত্র—পাঠভেদ। § মর্য্যাদা—কচিৎ পাঠভেদ।
¶ প্রভুস্থানে⋯সাঁভালিয়া—পাঠভেদ।
** বিনতি—পাঠভেদ।

হেন বহুমূল্য দ্রব্য নদীতে ডারিলে।
তেঁহো কহে কিবা দ্রব্য কিবা তাহে ফলে॥
প্রয়োজন থাকে চল দেই উঠাইয়া।
রাজা সঙ্গে লোক দিলা কৌতুক করিয়া॥
সেই খাট শুষ্ক শয্যা সেই আবরণ।
জলে হৈতে তুলি দিয়া করিলা গমন॥
সভে চমকিত হৈল না সরয়ে বাণী।
আর কিছু শুন তার অপূর্ব্ব কাহিনী॥
গ্রামে এক বণিক তুলাদান কর্ম্ম করি।
রজত কাঞ্চন দিলা সুপাত্রে বিচারি॥
সুজন সুপাত্র সাধু জানি নামদেবে।
দান দিবার হেতু বোলাইলা তাঁরে তবে॥
বারবার আবাহন করে নাহি যায়।
বহুযত্নে গেলা সাধু তারিতে তাঁহায়॥
বণিক কহয়ে মোরে অনুগ্রহ করি।
কিছু স্বর্ণ আদি লও কৃপাদৃষ্টে হেরি॥
সাধু পরদুঃখে দুঃখ ভাবয়ে অন্তরে।
এই মূর্খ কর্ম্ম করি শ্লাঘা মনে করে॥
হরিভক্তিহীন এই মর্ম্ম নাহি জানে।
ইহারে বুঝাতে হৈল করিয়া যতনে॥
তুলসীর এক পাত্রে কৃষ্ণনাম লিখি।
বিনয়ে কহয়ে সাধু বণিকে নিরখি॥
এই তুলসীর সম যদি হেম কর দান।
দেহ তবে লব কহ মোর বিদ্যমান॥
ইহা বিনু নাহি লব কহিনু যে সত্য।
বণিক কহয়ে তবে এ কথা আপত্য॥
তুলসীর সম স্বর্ণ রতি দুই হবে।
তাহা যে লইয়া তব কি কার্য্য হইবে॥
পুনঃ সাধু কহে ইথে যে কার্য্য হউক।
ইহা বিনে যে কহিবে তাহে মোর দুখ॥
এত শুনি মৃদু হাসি * বণিক কহয়।
ভাল তাহি দিব তব মনস্থ যে হয়॥

এত কহি তরাজুর একদিকে পত্র।
আর দিকে স্বর্ণ দিলা রতি দুই মাত্র॥
তাহে না হইল আর দিলা দুইরতি।
দিলা ক্রমে ক্রমে সের পাঁচ মূঢ়মতি॥
তবু না বুঝয়ে যত ছিল চড়াইলা।
ভাবয়ে বণিক মুঞি প্রতিশ্রুত হৈলা॥
না পূরিয়া দিলে মোর অধোগতি হবে।
স্ত্রীগণের অঙ্গভূষা খুলে আনে তবে॥
তাহাতেও নহে তবে পরসীর স্থানে।
অলঙ্কার মাগি আনে করজ বিধানে *॥
তাহে যদি না পূরিল তবে ক্ষান্ত হৈয়া।
কহয়ে সাধুর স্থানে মিনতি † করিয়া॥
পূরাইতে না পারিনু তুলসীর সম।
ইহার কারণ কিছু ‡ না বুঝি মরম॥
নামদেব কহে শুন ইহার কারণ।
ত্রিজগতে নাহি কৃষ্ণনামের সমান॥ §
বড় বড় কর্ম্ম করে বড় অভিমানে।
কৃষ্ণনাম-সিন্ধু-বিন্দু না হয় সমানে॥
প্রজ্বলিত মহা-অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ-অংশ।
পৃথিবীর এক রেণু তাহার শতাংশ॥
তার কোটি কোটি অংশ তার তুল্য নহে।
কৃষ্ণনাম-আগে ধর্ম্ম বেদে যত কহে॥
কৃষ্ণভক্তি বিনে আর যত দেখ ধর্ম্ম।
সকলি অনর্থমাত্র শ্রুতিগণের মর্ম্ম॥
ভক্তিফল দিতে নারে সংসার না যায়।
পুনঃ পুনঃ তাপত্রয়ে যাতনা ভুঞ্জয়॥
হরিভক্তি না জন্মায় ¶ সেই ধর্ম্ম ব্যর্থ।
ভক্তিমিশ্র বিনে সেই ধর্ম্মে নাহি অর্থ॥

---

*...হাসি মনে—পাঠভেদ।

* মাগি আনি করে যে বিধানে—পাঠভেদ।
† বিনতি—পাঠভেদ। ‡ কি—পাঠভেদ।
§ ...মরম।...ভাই কৃষ্ণনামসম—পাঠভেদ।
¶ জন্ময়ে—পাঠভেদ।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥"

যে ধর্ম্মে সংসার পুনঃ পুনঃ উপজায়।
সেই ধর্ম্ম অধর্ম্ম মানিয়া শ্রুতি গায় ॥
বিষম অনিত্যরস তাহাতে লভিয়া। *
কভু স্বর্গে কভু মর্ত্ত্যে বেড়ায় ভ্রমিয়া ॥
কৃষ্ণ প্রভু জীব নিত্যদাস তাহা ভুলি।
নানাকর্ম্ম তপ করে অন্যে স্বামী বলি ॥
গুণের অধীন জীব যার যে প্রকৃতি।
তেমতি স্বভাবে ফিরে রজ-তম-মতি ॥
বহুভাগ্যে যদি হয় সাধুর সঙ্গতি।
বুঝয়ে যথার্থ তবে ঘুচয়ে দুর্ম্মতি ॥
কৃষ্ণে রতি মতি হয় ডর যায় ক্ষয়।
ধন্য ধন্য করে লোকে দেব-পিতৃচয় ॥ †
সর্ব্বগুণালয় হয় ‡ দেবপূজনীয়।
সর্ব্বলোক-পাবন সর্ব্বমন-রমণীয় ॥
অতএব সর্ব্বধর্ম্ম দূরে তেয়াগিয়া।
ভজ ভাই কৃষ্ণপদ একান্ত করিয়া ॥
হরিনাম হার করি গলায় পরহ।
আনবোল গণ্ডগোল সুদূরে তেজহ ॥
কৃষ্ণনাম-মহিমার যৎকিঞ্চ দেখিলা।
পাঁচ মণ সোনা দিলা সমান নহিলা ॥
পাঁচ মণ কিবা কথা ব্রহ্মাণ্ড চঢ়াইলে।
সমান না হয় নাম কোট্যংশের তুলে ॥
এত শুনি বণিকের মন ফিরি গেলা।
সাধুর চরণে পড়ি কাকুবাদ কৈলা ॥
বৈষ্ণব হইল তেঁই ছাড়ি অন্য ধর্ম্ম।
ক্ষণমাত্র সাধুর সঙ্গের দেখ মর্ম্ম ॥

আর শুন অপূর্ব্ব সুরমণীয় কথা।
রঙ্গনাথ ঠাকুরের মন্দির ফিরে যথা ॥
প্রদোষ-আরতি দরশনে সাধু যায়।
প্রতিদিন একপদ কীর্ত্তন শুনায় ॥
একদিন লোক-ভিড় অধিক দেখিয়া।
জুতাজোড়ি কোমরে বান্ধিল বস্ত্র দিয়া ॥
সৌতি * ব্রাহ্মণগণ পূজারি সেবকে।
কোমরেতে জুতাবান্ধা দেখিয়া প্রত্যক্ষে ॥
ক্রোধ করি নামদেবে গলাধাক্কা দিয়া।
নাম্বাইয়ে দিলা বহু দুর্ব্বাক্য কহিয়া ॥
ক্রোধ না করিল সাধু কিছু না কহিলা।
নাম্বিয়া ঠাকুর আগে কহিতে লাগিলা ॥
মারিলেও আমারে যে করিলে সে ভালো।
গান কিছু শুনি মোর চিত্তে কর আলো ॥
ইহা কহি মন্দিরের পশ্চাতে যাইয়া।
হাঁটুগাড়ি পদ ধরি † গায়েন বাসয়া ॥
ঠাকুর মন্দির সহ ফিরিলা সেই দিগে।
সাধু বসি গুণগান করয়ে যে ভাগে ॥
আইলা যতেক লোক পূজারি-সহিতে।
আশ্চর্য্য হেরিয়া সভে রহে ‡ চমকিতে ॥
ভক্ত অনুরোধে ফিরে জানিয়া পূজারি।
পড়িল কাতরে নামদেব-পদ ধরি ॥
অপরাধ কৈনু বহু ধাক্কাধুক্কি § দিনু।
তোমার প্রভাব হেন আগে না জানিনু ॥
বহু স্তুতি নতি করি সেবন করিল।
ঠাকুরের স্থানে পরিহার জানাইল ॥
অতএব ভকতবৎসল হয়ে হরি।
অদ্যাপিহ সেই শ্রীমন্দির আছে ফিরি ॥
আর এক চমৎকার কিঞ্চিত আভাস।
কহি যে শুনহ সভে করিয়া বিশ্বাস ॥

* ভুলিয়া—পাঠভেদ।
† ...হয়ে ভব...ক্ষয়।...লোক-দেব-পিতৃচয় -পাঠভেদ।
‡ হয়ে—ক্বচিৎ পাঠভেদ।

* 'সৌত' এবং সোতি—পাঠভেদ। (দুর্ব্বোধ)
† হাঁটুপাবি পাদ ধবি—পাঠভেদ। ‡ যে কহে—পাঠভেদ।
§ ধাকা ধুকি—পাঠভেদ।

একাদশী-ব্রতনিষ্ঠা সাধু নিরন্তর।
না খায় না খাওয়ায় * না কহে খাইবার ॥
এক একাদশী দিনে ছলিয়া শ্রীহরি।
সাধুগৃহে আইলা বৃদ্ধ বিপ্ররূপ ধরি ॥
বড় ক্ষুধা বলি বিপ্র খাইবারে চাহে।
অদ্য একাদশী হয় নামদেব কহে ॥
বিপ্র বলে তোর কি তা মুঞি অন্ন খাব।
নামদেব কহে মুঞি দিতে তো নারিব ॥
আজি মোর গৃহে রহ কালি খাওয়াইব।
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় যতেক মাগিব ॥
তথাচ † ব্রাহ্মণ চাহে দুজনা ঝকড়ে।
মরিল ব্রাহ্মণ পদ পসারিয়া পড়ে ॥
আশপাশ লোক নামদেবে আসি বলে।
কি কাজ করিলে অহে ব্রাহ্মণ বধিলে ॥
উপবাসী মৈল বিপ্র খাইতে না দিলে।
ব্রহ্মহত্যা মহাপাপে নাহি ডরাইলে ॥
তেঁহো কহে মহাপাপ হয় কি করিব।
শ্রীহরিবাসর মুঞি কেমনে লঙ্ঘিব ॥
মরিল ব্রাহ্মণ বরং আমিহ মরিব।
একাদশী লঙ্ঘনাপরাধে না ‡ বাঁচিব ॥
এতো কহি কাষ্ঠ আনি চিতা সাজাইয়া।
শব সহ উঠিলা যে মরিতে পুড়িয়া ॥
অগ্নিতে যাইতে শব হাসিয়া উঠয়।
মরা বাঁচে দেখি লোকে চমৎকার হয় ॥
গোপনে § কহয়ে নামদেব-ভক্তস্থানে।
ছলিতে আইনু মুঞি না হই ব্রাহ্মণে ॥
একাদশী ব্রত-নিষ্ঠ তোমা ¶ পরখিতে।
তব প্রভু হঙ মুঞি আইনু পুরীতে ॥
সাধু ইহা শুনি চমকিয়া পদে * ধরে।
উপবাসী কালি আছ চল মোর ঘরে ॥
ঘরে আনি নানামতে ভোজন করাইয়া।
নাচয়ে আনন্দে সাধু পুলক হইয়া ॥
অতঃপর আর শুন অপূর্ব্ব বারতা।
হরি নিজহস্তে ঘর ছাইলেন যথা ॥
গৃহদাহ হৈল তাঁর দৈবের ঘটনে।
গৃহদ্রব্য মানুষে † বাহির করি আনে ॥
সাধু পুনঃ লই তাহা অগ্নিমধ্যে ডারে।
অগ্নি নিভাইতে সব লোকে মানা করে ॥
প্রভুর ইচ্ছায় অগ্নি ঘর পোড়াইছে।
কৌতুক দেখিয়া তার আনন্দ হৈতেছে ॥
না নিভাও অগ্নি প্রভুর সুখ ভঙ্গ ‡ হবে।
পুনরপি তেঁহো ঘর বানাইয়া দিবে ॥
এতেক চরিত্র হরিভক্তের দেখিয়া।
নিভাইল ছলে অগ্নি আপনি আসিয়া ॥
সাধু কহে পোড়াইয়া § স্বয়ং নিভাইলা।
এ কৌতুকে কিবা গুণ কি সুখ পাইলা ॥
যে করিলে ভাল হৈল এখানে আমার।
উপায় করিয়া দেহ মাথা রাখিবার ॥
প্রভু কহে পুনঃ বানাইয়া দেই ঘর।
তেঁহো কহে না করিলে কে বানাবে আর ॥
এত কহি নিজহস্তে ঘর বান্ধে হরি।
যোগাইয়া দেয় সাধু কাষ্ঠ খড় দড়ি ॥ ¶
ছাপ্পর ছাইলা হরি অতি মনোরম।
খড় তুলি দিয়ে সাধু হেরয়ে বদন ॥
ঐশ্বর্য্য ভকত সাধু ইষ্টনিষ্ঠময়।
হরি সর্ব্বকর্ত্তা কারণনিষ্ঠ ** হয় ॥

---

* খাওয়ায়ে—পাঠভেদ।
† তথাপি—পাঠভেদ।
‡ লঙ্ঘনাপরাধেতে বাঁচিব—পাঠভেদ।
§ গোপতে—পাঠভেদ।
¶ …ব্রতনিষ্ঠা তোমার—পাঠভেদ।

* ইহা…সাধুপদে—পাঠভেদ।
† মনুষ্যে—পাঠভেদ।
‡ প্রভু-সুখ ভঙ্গ—পাঠভেদ।
§ সাধু পোড়াইলা ঘর—পাঠভেদ।
¶ কড়ি—পাঠভেদ।
** কারণ নিষ্ঠা—পাঠভেদ।

লোকে কহে নামদেবের কে ঘর ছাইল।
কি সুন্দর ছান হেন কভু না দেখিল॥
হেন কারিগর কেবা মোরা তারে আনি।
ছাওয়াইব চাল তার ঘর কোথা শুনি॥
সাধু কহে তাঁর ঘর যগ্যপি জানিবে।
দেখিবে তাঁহারে যদি চাল ছাওয়াইবে॥
সাধুসঙ্গ কর, কর স্মরণ মনন।
তাঁর জনে ভক্তি কর শ্রবণ কীর্ত্তন॥

বিশেষ বুঝিয়া লোক হরিভক্ত * হয়।
হেন সাধুসঙ্গে কিবা অলভ্য আছয়॥
অতএব নামদেব সাধুর প্রসঙ্গ।
ভক্তসঙ্গে হরির যেমত রসরঙ্গ॥
কিঞ্চিত আভাসমাত্র কহিল † মহিমা।
ব্রহ্মা আদি দেব ‡ যাঁর নাহি পায় সীমা॥
সেই প্রভু সেই প্রিয়ভক্তের সহিতে।
সেবাযোগ্য হতে চাহে লালদাস § চিতে॥

* হরিভক্তি—ক্বচিৎ পাঠভেদ। † কহিব—পাঠভেদ।
‡ দেবে—পাঠভেদ। § কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীগুরুভক্ত-আদি-ভক্ত-গুণ-বর্ণন-নাম একাদশ মালা॥ ১১॥

দ্বাদশ মালা

শ্রীজয়দেব-আদি ভক্তগুণ-বর্ণন।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥

৪৭। চরিত্র শ্রীজয়দেব গোস্বামী

এবে কহি শ্রীল-জয়দেবের চরিত্র।
শ্রবণ-সুখদ আর পরম পবিত্র॥
কেন্দুবিল্ব নামে গ্রাম-সাগর হইতে।
শ্রীমান্ জয়দেব দ্বিজ হইল * বিদিতে॥
শ্রীল-পুরুষোত্তম-মহাকাশ গিয়া।
বন্ধুত্ব করিলা অন্য পূর্ণচন্দ্র পায়্যা॥
উভয় প্রণয়রসে ভেট দোঁহে করে।
পুরুষোত্তম-চন্দ্র দিলা স্ত্রীরত্ন সাদরে॥
জয়দেব চন্দ্র নিজ বন্ধুর চরিত।
বর্ণিয়া করিলা ভেট, করিলা মোহিত॥
দুই চন্দ্র উদয় করিয়া ত্রিভুবনে।
দুরিত-তিমির নাশি কৈল আলোকনে॥ †
তাহার জ্যোৎস্নার কিছু মহিমা শুনহ।
যথাশক্তি কিছু কহি পবিত্রিতে দেহ॥
জয়দেব মহাশয় মহান্ মানুষ। ‡
শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে বৃক্ষতলে বাস॥
অগাধ পাণ্ডিত্য হয় * অতুল অভিমান। †
শ্রীমান্ জগন্নাথ প্রভুর কৃপার ভাজন॥
কান্থা করোয়া মাত্র অন্যসঙ্গহীন।
বিরক্ত উদার জিতেন্দ্রিয় দম্ভ-ক্ষীণ॥ ‡
পূর্ব্ব এক ব্রাহ্মণ যে অপত্য-বিহীন।
সেবিলা শ্রীজগন্নাথে হইয়া সুদীন॥
প্রার্থনা করিল দ্বিজ সন্তানকারণ।
প্রতিজ্ঞা করিলা হেতু প্রভুর তোষণ॥
কন্যা কিংবা পুত্র যাহা প্রথমে জন্মিবে।
দাসী কিংবা দাস মতে চরণে সেবিবে॥ §
কথোক দিবসে এক কন্যা জনমিল।
কর্ম্মযোগ্যকাল যবে বয়স হইল॥
জগন্নাথ আগে দাসী করিয়া অর্পিলা। ¶
প্রভু অঙ্গীকার করি বিপ্রে আজ্ঞা দিলা॥
লইনু তোমার কন্যা হৈল মোর দাসী।
কিন্তু এক দাস মোর বিরক্ত উদাসী॥
জয়দেব নাম হয় অমুক স্থানেতে।
তাঁহারে লইয়া কন্যা দানহ ** ত্বরিতে॥
তেঁহো মোর দাস, তব কন্যা হবে দাসী।
অতএব তাহে মুঞি পাব সুখরাশি॥
এতেক আদেশ বিপ্র পাইয়া তৎক্ষণে। ††
যথা জয়দেব সাধু গেলা সেই স্থানে॥
যাইয়া কহয়ে বিপ্র জগন্নাথ-আজ্ঞা।
কন্যা প্রতিগ্রহ কর না কর অবজ্ঞা॥ ‡‡

---

* শ্রীমান্ জয়দেব হইলা—পাঠভেদ।
†…ত্রিভুবন।…আলোকন—কচিৎ পাঠভেদ।
‡ 'মহান্থ মানুস' এবং 'মহান্থ মানস'—পাঠভেদ। (দুর্ব্বোধ)।

* 'অতুল পাণ্ডিত্য হয়ে' এবং অগাধ পাণ্ডিত্যে—পাঠভেদ
† ভক্তিবান্—কচিৎ পাঠভেদ। ‡ হয় তিন—পাঠভেদ।
§…জন্মিব।…সোঁপিব।—পাঠভেদ।
¶ সোঁপিলা—পাঠভেদ। ** সোঁপহ—পাঠভেদ।
†† পাই তৎক্ষণে—পাঠভেদ। ‡‡ প্রতিজ্ঞা—পাঠভেদ।

সাধু শুনি চমকিত হইয়া কহয়ে।
হেন আজ্ঞা করে প্রভু কি বিচার হয়ে ॥
তাঁহাতে * অনেক সাজে মোরে অসম্ভব।
হেন আজ্ঞা পালিবারে নাহি পারি লব ॥
কৃপা নহে এ তো মোরে অকৃপার হেতু।
বিড়ম্বনমাত্র এই নিগ্রহের সেতু ॥
কন্যা লয়্যা যাও তুমি মোর কাজ নাই।
বরঞ্চ তাঁহার দেশ ছাড়িয়া পলাই ॥
বিপ্র কহে আজ্ঞা তাঁর অবশ্য পালিবে। †
সাধু কহে না পারিব পুনঃ না কহিবে ॥
পরস্পর দুজনাতে বাক্যহঠ হৈল।
ব্রাহ্মণ বিরক্ত হৈয়া উঠিয়া চলিল ॥
কন্যারে কহিলা তুমি বসিয়া থাকহ।
ঞিহ যে তোমার স্বামী নিশ্চয় জানিহ ॥
পদ্মাবতী নামে কন্যা পদ্মিনী সমান। ‡
বসিয়া রহিল সেই সাধু সন্নিধান ॥
সাধু কহে যাহ তুমি হেথা § কাজ নাই।
কান্দিয়া কহয়ে কন্যা করুণা জানাই ॥
পিতা সমর্পিলা আর জগন্নাথ-আজ্ঞা।
তুমি যে আমার স্বামী এ মোর প্রতিজ্ঞা ॥ ¶
তুমি যদি কর ত্যাগ আমি না ছাড়িব।
কায়মনোবাক্যে তব চরণ সেবিব ॥
এতো শুনি জয়দেব বিচার করয়ে।
জগন্নাথ ইচ্ছা কভু অন্যথা না হয়ে ॥
যে হয় হউক ** অঙ্গীকরিতে হইল।
বুঝিলাম মায়ারজ্জু †† গলায় লাগিল ॥
জগন্নাথ জগতের কর্ত্তা বিভু হয়।
তেঁহো যে করিবে তাহে কি আছে উপায় ॥
ইহা ভাবি তাঁরে অঙ্গীকার করি কহে।
তবে এক ঝোপড়া বান্ধিয়া রহ তাহে ॥

* তাঁহারে—পাঠভেদ। † করিবে—পাঠভেদ।
‡ কন্যার নাম পদ্মাবতী পদ্মের সমান—পাঠভেদ।
§ ইঁহা—পাঠভেদ।
¶ তুমি মোর স্বামী মোর এই ত প্রতিজ্ঞা—পাঠভেদ।
** যে হউ সে হউ—পাঠভেদ। †† মায়া ফাঁস—পাঠভেদ।

ঝোপড়া বান্ধিয়া এক সেবা প্রকাশিলা।
শ্রীরাধামাধব নাম ঠাকুরের হৈলা ॥
তাঁর পরিচর্য্যায় পদ্মারে নিয়োজিলা।
রাধামাধবের দাসী করিয়া অর্পিলা ॥ *
পদ্মার মহিমা কেবা কহিবে অবধি।
যথা দেবা তথা দেবী নিরমিলা বিধি ॥
জগন্নাথ বিচার করিয়া সমর্পিলা।
স্বামীর সমান প্রেম সমান সুশীলা ॥
শ্রীরাধামাধব-রূপ দেখিয়া নয়ানে।
অন্তরে স্ফুরিলা কিছু করিতে বর্ণনে ॥
শ্রীগীতগোবিন্দ সর্গ দ্বাদশ বর্ণিল।
অপূর্ব্ব সুচমৎকার † ভুবন ভরিল ॥
অদ্যাবধি জগন্নাথ ত্রিসন্ধ্যা যে গীত।
না শুনিলে নাহি হয় নিদ্রাহার নিত ॥
কি কব মহিমা তাঁর শ্রীহস্তে আপনে।
লিখিলা পুস্তকে হরি মান-প্রকরণে ॥
তাহার বৃত্তান্ত শুন অপূর্ব্ব কথন।
পুস্তকে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র লিখিলা যেমন ॥
খণ্ডিতা-মধুররস বর্ণন করিতে।
কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধার পড়ে চরণেতে ॥
প্রসিদ্ধ আছয়ে ইহা ত্রিজগতে গায়।
কবিরাজ-মনে কিছু হইল সংশয় ॥
সুকুমার কৃষ্ণচন্দ্রে এতেক লাঞ্ছনা।
কেমতে ‡ বর্ণিব বলি হৈল দুঃখমনা ॥
পুস্তক রাখিয়া সাধু স্নান করিবারে।
গমন করিল তবে সাগরের নীরে ॥
হেথা কৃষ্ণচন্দ্র জয়দেব-রূপ ধরি।
লিখিতে আইলা পদ্মা পুছে ত্বরা করি ॥ §
এইমাত্র স্নানে গেলা ফিরি কেনে আইলা।
তেঁহো কহে বার্ত্তা এক মনে পড়ি গেলা ॥
শীঘ্র লিখিয়া রাখি পুনঃ স্নানে যাই।
এত কহি গ্রন্থে লিখে রসের মাধাই ॥

* সৌঁপিলা—পাঠভেদ। † সুচমৎকার রূপ—পাঠভেদ।
‡ কেমনে—পাঠভেদ। § বেরি বেরি—পাঠভেদ।

"দেহি পদপল্লবমুদারম্" ইতি।
লিখিয়া চলিল হরি অতি দ্রুতগতি ॥
পদ্মার সন্দেহ মনে করিবারে নারে।
হেনকালে জয়দেব আইলেন ঘরে ॥
চমকিত হইয়া কহয়ে পদ্মাবতী।
এই তুমি গ্রন্থ লিখি গেলে শীঘ্রগতি ॥
পুনঃ দেখি স্নান করি আইলা এক্ষণে। *
ইহার কারণ কি সন্দেহ মোর মনে ॥
ক্ষণমাত্র দেখি পুনঃ সমুদ্রগমন।
স্নান করি পুনঃ অর্দ্ধক্রোশ আগমন ॥
লিখিলা যে সেই কেবা, কেবা হও তুমি।
ভ্রমিছে আমার মতি, কেবা মোর স্বামী ॥
বুদ্ধিমান জয়দেব বুঝিল অন্তরে।
ইথে কিছু গূঢ়কথা আছয়ে ভিতরে ॥
অতিশীঘ্র গ্রন্থ খুলি দেখে মহামতি।
অপ্রাকৃত সদক্ষর ঝলকিছে জ্যোতিঃ ॥
হৃদয়ে রাখিয়া গ্রন্থ পুনঃ পুনঃ বলে।
'দেহি পদ দেহি পদ' কণ্ঠে না উগলে ॥
নয়নে গলয়ে ধারা পুস্তক কম্পন।
প্রেমাবেশে ধরে গিয়া পদ্মার চরণ ॥
তুমি ধন্য ধন্য তব সফল জীবন।
মোর ভাগ্যে না হইল হেন দরশন ॥
সেই সত্য স্বামী তব নয়নগোচর।
হইল ফলিল তব জন্ম-তরুবর ॥
সেই গীতগোবিন্দ ব্যাপিল ত্রিভুবনে।
ক্ষেত্রবাসী রাজার উপজে কিছু মনে ॥
শ্রীগীতগোবিন্দ-নামে বণিয়া আপনে।
কহিলা অমাত্যগণে প্রচার কারণে ॥
সভাসদ্ পণ্ডিতাদি চমকি কহয়।
জয়দেব-কৃত গ্রন্থ প্রভুপ্রিয় হয় ॥ †
সুমিষ্ট বর্ণন তেন না হয় কুত্রাপি।
অতএব এই লোকে না চলিব ব্যাপি ॥ ‡

* এইখনে—পাঠভেদ। †...কহয়ে।...হয়ে—পাঠভেদ।
‡...তেঁহো...।...তেন লোকে...।—পাঠভেদ।

ইহা শুনি রাজা শ্রীমন্দিরে প্রভুস্থানে।
দুই গ্রন্থ ধরি দিলা পরীক্ষা-কারণে ॥
কবিরাজ-কৃত গ্রন্থ হৃদয়ে লইল।
নৃপকৃত গ্রন্থ প্রভু চরণে ক্ষেপিল ॥
তাহাতে রাজার চিত্তে অভিমান হৈয়া।
বুড়িয়া মরিতে গেলা সমুদ্রে যাইয়া ॥
রাজা নিজভক্ত পুনঃ দয়া উপজিল।
না মর তোমার গ্রন্থ অঙ্গীকার কৈল ॥
জয়দেবকৃত গ্রন্থ দ্বাদশ যে সর্গে।
তব কৃত বার শ্লোক থাকিবেক অগ্রে ॥
জগন্নাথ-কৃপামৃত পাইয়া রাজন।
আনন্দ-উল্লাসে সাধু হইল মগন ॥
শ্রীমান্ কবিরাজ সাধুর মহিমা।
আর কিছু শুন সভে সৌভাগ্যের সীমা ॥
সাধু নিজকুটীরের ছাপর ছাইতে।
রৌদ্রে শান্তি দেখি হরি দুঃখ পায় চিতে ॥
ত্বরায় হইব বলি পদ্মাবতী-ভাগে।
গিরো ফুঁড়ি দেন গৃহে থাকিয়া আপনে ॥
কার্য্যান্তর হৈতে * পদ্মাবতী আইল দূরে।
দেখিয়ে সাধুর কিছু সংশয় অন্তরে ॥
ছাপর হৈতে তবে জিজ্ঞাসেন তাঁরে।
এই গিরো ফুঁড়ি দিলা পুনঃ দেখি দূরে ॥
পদ্মা কহে আমি নাহি গিরো ফুঁড়ি দেই।
সাধু নাম্বি দেখে গৃহে কোথা কেহো নাই ॥
রাধামাধবের হস্তে দেখে ঝুলমলা।
বুঝিয়ে সাধুর মনে অতি দুঃখ হৈলা ॥ †
হেন সুকুমার অঙ্গ ননীর পুতলি।
এতো শ্রম কেনে কৈলে আহা যাঙ বলি ॥
আর একদিন জয়দেব-রূপ ধরি।
পদ্মাহস্ত-পাক অন্ন খাইল ছল করি ॥
অতএব কত রঙ্গ কতেক কহিব।
কবিরাজ-সৌভাগ্যের তুলনা কি দিব ॥

* হেতু—পাঠভেদ।
† ভেলা—পাঠভেদ।

কবিরাজ-রাজের এক লীলা কহি আর।
অপূর্ব্ব কথন হয় * লোকে চমৎকার॥
ঠাকুরসেবার হেতু আনিবারে অর্থে।
দেশান্তর হইতে আনিতে দৈবে † পথে॥
দস্যুতে ঘেরিয়া অর্থ সব কাড়ি নিল।
মারিবার উদ্‌যোগে সাধু দস্যুরে কহিল॥
অর্থ তো লইলে ভাই কি কাজ মারিয়া।
দস্যু কহে ধরাইয়া দিবে গ্রামে গিয়া॥ ‡
কেহ বলে নাহি মার হস্তপদ কাটি।
কূপেতে ফেলিয়ে দেহ কিবা হটাহটি॥
এতো কহি হস্তপদ কাটি কূপে ডারি।
চলি গেল দস্যুগণ নিজ ঘরাঘরি॥
সাধুর বেদনা ক্ষোভ কিছুমাত্র নাহি।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে মুখে কূপে অবগাহি॥
দুই তিন দিনে এক রাজা মৃগয়াতে।
যাইতে দেখয়ে এক নর রহে তাথে॥
সূর্য্যের কিরণ সম অঙ্গের কিরণে।
যতনে তুলিয়ে নমস্করে কায়মনে॥ §
হস্তপদ বিবরণ পুছয়ে রাজন।
তেঁহো কহে কৃষ্ণ ইচ্ছা ইহার কারণ॥
নৃপ ভক্তিভাবেতে শিবিকা চঢ়াইয়ে।
নিজগৃহে গেলা শীঘ্র সাধুরে লইয়ে॥ ¶
সুন্দর স্থানেতে রাখি জিজ্ঞাসে তাঁহারে।
কিছু অভিলাষ হয় আজ্ঞা কর মোরে॥
তেঁহো কহে অভিলাষ বৈষ্ণবসেবনে।
উদ্‌যোগ করহ এইমাত্র মোর মনে॥
আরম্ভিল বৈষ্ণব-সেবন সুপিরীতে।
চর্ব্ব্য-চোষ্য-আদি যে সামগ্রী বিধিমতে॥
শত শত বৈষ্ণব ভুঞ্জয়ে দিনে দিনে।
আনন্দ বাঢ়িল বৈষ্ণবের দরশনে॥

* হয়ে—পাঠভেদ। † দৈবীপথে—পাঠভেদ।
‡···মারিয়ে। ধরাইয়ে···গিয়ে—পাঠভেদ।
§···যেন···।···তুলিয়া নমস্করে···।—পাঠভেদ।
¶ রাজা···চঢ়াইয়া।···লইয়া॥—পাঠভেদ।

দুষ্টভাবে সেই দস্যুগণ ভেক ধরি।
আইল রাজার গৃহে কপট আচরি॥
কবিরাজ দেখে সেই দস্যু ছদ্মরূপে।
আইল দুষ্টতা করি প্রতারিতে ভূপে॥
আগমনমাত্রে বহু সমাদর কৈল।
শুশ্রূষাকারণে বহু রাজারে কহিল॥
এই যে বৈষ্ণবগণে সেবন করিবে।
অন্য হৈতে অধিক পরিচর্য্যা প্রীতিভাবে॥
রাজা স্বত পরত সেবয়ে নানামতে।
তাহারা কম্পিত ভয়ে স্থির নহে চিতে॥
যার হস্তপদ কাটি কূপে দিনু ডারি।
সেই দেখি রাজগৃহে হয় * অধিকারী॥
বুঝি ছল করিয়ে রাখিল মো-সভারে।
শালে দেয় কবে কিংবা গরদানে মারে॥
খাইয়া দাইয়া কিছু সুখ নাহি মনে।
প্রতিদিন কহে মোরা যাই অন্যস্থানে॥
রাজা কহে বাবাজীর অনুমতি বিনে।
যাইবারে তোমা সবে কহিব কেমনে॥
পলাইয়া যাইবারে যুকতি করয়।
দ্বারে দারোয়ান হয়ে ছাড়িয়ে না দেয়॥
ভাবিয়া আকুল নৃপে মিনতি † করয়।
ভয়ে বাবাজীর স্থানে কেহ নাহি যায়॥
যাইবার আগ্রহ বুঝিয়া রাজা মনে।
অনুমতি লাগি কহে বাবাজীর স্থানে॥
বাবাজী কহিল ঐ বৈষ্ণবগণেরে।
বহু অর্থ দেহ লোক দেহ বহিবারে॥
আজ্ঞাক্রমে রাজা বহু অর্থ সঙ্গে লোক।
বিদায় করিলা দিয়ে প্রণয়পূর্ব্বক॥
ধনলোভে দুর্ম্মতি কথোদূর গিয়া।
লোকগণে কহে যাহ তোমরা ফিরিয়া॥
তাহারা কহয়ে নৃপতির আজ্ঞা নাই।
সে যাহা হউক ‡ পুছি তোমা সবা ঠাঞি॥

* সেই দেখি এবে রাজগৃহে—পাঠভেদ।
† বিনতি—পাঠভেদ। ‡···যা হউ···সবাকার···—পাঠভেদ

অনেক বৈষ্ণব আইসে বাবাজীর স্থান।
তোমাদিগে এতেক করিল কেনে মান ॥
কহে তবে দুষ্টেরা স্বভাব অনুসারে।
বৈষ্ণব-অপরাধ ফলে সেই তেপান্তরে ॥
বহুমান কৈল তার কারণ শুনহ।
যে হেতুক বাবাজীর অঙ্গহীন দেহ ॥
এক রাজগৃহে মোরা চাকর আছিল।
আমিহ প্রধান তথা * জমাদার ছিল ॥
কোন অপরাধে রাজা মারিতে কহিল।
গোপনেতে † হস্তপদ কাটি ছাড়ি দিল ॥
হেথা আসি ছল করি মহান্ত হইল।
পাছে মোরা ভুর ‡ ভাঙ্গি ভয়েতে কাঁপিল ॥
আর হেতু পূর্ব্ব প্রাণরক্ষা কৈনু মোরা।
সে কারণ § ধন দিলা খোসামদপারা ॥
শুনি রাজভৃত্যগণ প্রসন্ন নহিলা।
ইতরের ন্যায় বাক্যে ক্ষোভিত হইলা ॥
হেনকালে পৃথিবী ফাটিয়া ¶ দস্যুগণে।
মৃত্তিকাভিতরে নিঞা দাবে ক্রোধমনে ॥
রাজভৃত্যগণ দেখি অবাক্ হইল।
সাধুদ্বেষী এই দুষ্ট মনে বিচারিল ॥
নহে আচম্বিতে হেন দণ্ড হবে কেনে।
প্রকৃতি ইহার বুঝিলাম সম্ভাষণে ॥
অর্থসহ বিশেষ রাজার স্থানে গিয়া।
কহিলা সে লোকগণ আশ্চর্য্য মানিয়া ॥
রাজা বাবাজীর স্থানে পুছয়ে যতনে।
তেঁহো আদ্যোপান্ত সব কহে বিবরণে ॥
দস্যু হয়ে মোর হস্ত পদ অই কাটে।
সাধুবেশ ধরিয়া আইলা সটেপটে ॥
রাজা পুনঃ পুছে সমাদর কৈলে কেনে।
অর্থ বা অনেক দিলে কিসের কারণে ॥

* ওমোরপয় নাম মুক্রি—পাঠভেদ।
† অন্তস্পটে—পাঠভেদ। ‡ ভুরু— পাঠভেদ।
§ যে কারণ—পাঠভেদ।
¶ কাটিয়া—পাঠভেদ।

সাধু কহে সভার অন্তরে সুখদান।
অর্থে বা সম্মানে এই কর্ত্তব্যবিধান ॥
বিশেষে দুষ্টের প্রতি অদৈন্য কর্ত্তব্য।
সঞ্চিতার্থ হৈলে পরহিংসা না করিব ॥
কহিতে কহিতে হস্তপদ পূর্ব্বমত।
হৈল সাধু অসাধুর এই দুই পথ ॥
সাধুর ঘরণী নাম পদ্মাবতী সতী।
রাজা শুনি আনাইল আপন বসতি ॥
নৃপতির রাণী তার ভাই মরিয়াছে।
ঘরণী তাহার সহগমন গিয়াছে ॥ *
শুনিয়া কান্দয়ে রাণী পদ্মা কহে তবে।
সহমৃতা হই অতিদূর প্রেমভাবে ॥
প্রিয়াধীন † প্রাণ প্রিয়হীন ক্ষণমাত্র।
বাহিরায় নহে যদি কোন্ প্রেমপাত্র ॥
সে কথা রাণীর মনে জাগিয়া রহিল।
পরখিতে কিছু তার উপায় সৃজিল ॥
জয়দেব ঠাকুর আর রাজা দুইজনে।
বাগিচাতে থাকে কৃষ্ণকথা আলাপনে ॥
রাজা গৃহে আইলে রাণী চরণে পড়িয়া।
পদ্মার প্রেমোক্তিকথা বিশেষ জানায়া ॥
কহে গোসাঞির মিথ্যা মৃত্যুসমাচার।
পাঠাইয়া দেহ গিয়া তাঁহার গোচর ॥
রাজা কহে অনোচিত অপরাধ হবে।
স্ত্রীর স্বভাব পুনঃ পুনঃ কহে তবে ॥
রাজা কহে যাহা জান কর যেবা হয়।
আমি নাহি জানি তব মনে যেবা লয় ॥ ‡
মিথ্যা করি গোসাঞির মৃত্যু-সমাচার।
রাণী কহে পদ্মা আগে করি লোকদ্বার ॥
শুনি-মাত্র-পরাণ বিয়োগ হইল তাঁর।
রাণী অপরুদ্ধ হৈয়া করে হাহাকার ॥
ভয়ে কম্পমান নৃপে দিলা সমাচার।
রাজা বহু রাণীরে করিলা তিরস্কার ॥

* করিছে—পাঠভেদ। † প্রিয় বিনু—পাঠভেদ।
‡ ভায়—পাঠভেদ।

গোসাঞিঞর চরণে পড়িয়া রাজা কহে।
গোসাঞিঞ কহেন রাজা চিন্তা কিবা তাহে ॥
মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্র কৃষ্ণনামাক্ষর।
কর্ণে শুনাইলে হবে পরাণ-সঞ্চার ॥
এতো কহি সাধু যাই তাঁহার নিকটে।
কৃষ্ণ কহ বলিতেই চমকিয়া উঠে ॥
প্রাকৃতিক স্ত্রী যেমন সামান্য পুরুষে।
স্বামিবুদ্ধি করি হয় * আসক্ত কুরসে ॥
পাছে বুঝ পদ্মাবতীর তেমতি আশয়।
স্বামি-সম্বন্ধ যাতে কৃষ্ণপ্রেমময় ॥
কৃষ্ণের সম্বন্ধে স্বামী বন্ধু কৃষ্ণভক্ত।
অতএব স্বামি-প্রেম-ব্যক্তি অপ্রাকৃত ॥
কিছুদিন ব্যাজে সাধু রাজারে কহিয়া।
পুনঃ শ্রীপুরুষোত্তম গেলা হৃষ্ট হিয়া ॥ †
তাঁর মুখপদ্মমধু শ্রীগীতগোবিন্দে।
ত্রিজগত মত্ত হৈল যেই রসানন্দে ॥
মধুর সঙ্গীত শুনি দেবনারীগণ।
পুলকে ফুৎকার করে পালটি নয়ন ॥
সাধু কি পাষণ্ডী কিবা বিষয়ী পামর।
শুনিঞা না দ্রবে হেন নাহি চরাচর ॥
মালীর দুহিতা এক ‡ বার্ত্তাকুর ক্ষেতে।
বার্ত্তাকু উঠায় আর গায় আনন্দেতে ॥
জগন্নাথ নিজলীলা-বিশেষ আখ্যান।
শুনিঞা গমন চেষ্টা প্রেয়সীর গুণ ॥
মালিনীর পশ্চাতে শুনিতে ধাবমান।
কোমল শ্রীপাদপদ্মে ফুটে শিলাকণ ॥
কণ্টকে ছিণ্ডিল শ্রীঅঙ্গের মিহিবস্ত্র।
উড়নিতে বিন্ধি রহে কণ্টকিত পত্র ॥
মন্দিরে আইলা যবে ছিন্নভিন্ন বেশ।
দ্বার খুলি পাণ্ডাগণ ভাবয়ে অশেষ ॥
বস্ত্র-মাল্য-অলঙ্কার অঙ্গে ছিণ্ডিয়াছে।
বার্ত্তাকুর কাঁটা বস্ত্রে বিন্ধি রহিয়াছে ॥

রাজা আসি চমৎকৃতে করয়ে স্তবনে।
কোথা গিয়াছিলে প্রভু অলভ্য কি ধনে ॥
ত্রৈলোক্যে তোমার ক্রীড়াভাণ্ডে কিবা নাই।
কি কারণে কোথা যাও আহা বলি যাই ॥
আহা মরি শ্রীচরণে কত না বেদনা।
পাইলে কোথায় কেবা কৈল * কদর্থনা ॥
এ তোমার ভৃত্য প্রভু সম্মুখে থাকিতে।
আজ্ঞা না করিলা † কেনে কি কাজ যাইতে ॥
আজ্ঞা কর আকাশের চন্দ্র সূর্য্য আনি।
ব্রহ্মা আদি দেবতা বাসুকি বেদবাণী ॥
ধরিয়া আনিয়া ক্ষণে দেই শ্রীচরণে।
ব্রহ্মাণ্ড চুর্ণিত করি সুমেরুর সনে ॥
শ্রীচরণকমলের বালাইর সনে।
ফুক দিয়া ক্ষণমাত্রে উড়াই গগনে ॥
কারণ-অর্ণব স্বর্ণঝারিতে ভরিয়া।
সুকোমল শ্রীচরণ দেই ধোয়াইয়া ॥
আহা এ কি কেনে কোথা কিসের লাগিয়া।
গিয়াছিলে কি অভাবে চরণে হাটিয়া ॥
কাতর অন্তরে রাজা নয়নের জলে।
ভাসিয়া কহিল যবে হইয়া বিকলে ॥
প্রত্যাদেশ করিয়া দয়াল জগন্নাথ।
বিশেষ কহিলা তবে নৃপতির সাথ ॥ ‡
মালীর দুহিতা নিজ বার্ত্তাকুর ক্ষেতে।
পড়ে গীতগোবিন্দ মুঞি গেলাম শুনিতে ॥
ধাইতে পশ্চাতে বার্ত্তাকুর কাঁটা লাগে।
তুষ্ট হইনু বড় তাঁরে আন মোর আগে ॥
শ্রীগীতগোবিন্দ পাঠ যেখানে যে করে।
অবশ্য সেখানে মুঞি যাই শুনিবারে ॥
চমৎকার ভাবে রাজা মালিনীর আগে।
শিবিকা পাঠায়্যা আনে বহু অনুরাগে ॥

* হয়ে—পাঠভেদ।   † হৈয়া—পাঠভেদ।
‡ নিজ—পাঠভেদ।

* কিবা পাইলে—পাঠভেদ।
† 'করিয়া' এবং 'করি তো'—পাঠভেদ।
‡ নাথ—পাঠভেদ।

জগন্নাথ সম্মুখে সে পরম আনন্দে।
গাইল গোবিন্দগীত পরম প্রবন্ধে ॥ *
অদ্যাপিহ তাহার সন্তান প্রভু আগে।
শ্রীগীতগোবিন্দ গান করে সন্ধ্যাভাগে ॥
শ্রীগীতগোবিন্দ শুনিবারে প্রভু ধায়।
শুনি রাজা নগরেতে ঢেঁড়রা ফিরায় ॥
কুৎসিত স্থানেতে কিংবা গমন সময়।
পাঠ করিবারে সেই দণ্ড-অর্হ হয় ॥ †
যবন মোগল এক তাহা তো শুনিঞা।
জগন্নাথ আইসে তাহে উৎসুক হইয়া ॥
ঘোড়া চড়ি যায় গীত-গোবিন্দ পড়য়।
জগন্নাথ শুনিবারে পাছে পাছে ধায় ॥ ‡
চারিপাশে § চাহে সেই মোগল সুমনা।
জগন্নাথ কোথা আইসে করয়ে তর্কণা ॥
দেখিবারে না পাইয়া ভাবয়ে অন্তরে।
যবন বলিয়া বুঝি উপেক্ষিলা মোরে ॥
হেনকালে দেখি আগে শ্যামলসুন্দর।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে হইয়া অধর ॥
যবন চণ্ডাল বিপ্র হরি না বিচারে।
যেই ভজে সেই পায় গুণের সাগরে ॥
শ্রীজয়দেব ঠাকুরের বৃন্দাবন যাইতে।
অন্তরে আবেশ হইল ঠাকুর সহিতে ॥
ঠাকুর কিশোর রূপ স্থূল অঙ্গ ভারি।
কেমনে লইয়া যাব উপায় কি করি ॥
এতেক ভাবিতে রাধামাধব কহিল।
চিন্তা কি আমারে লয়্যা বৃন্দাবনে চল ॥
ঝুলির ভিতর করি লইয়া যাইবে।
ছোটরূপ হব কিছু ভার না লাগিবে ॥
ঠাকুরের আদেশ পাইয়া কবিরাজ।
বৃন্দাবন গেলেন ঠাকুর ঝুলিমাঝ ॥

* অন্য ও প্রবন্ধে—পাঠভেদ।
† পাঠ যে করিবে সেই দণ্ড অর্হ হয়—পাঠভেদ।
‡…পড়য়ে।…পিছে পিছে যায়ে—পাঠভেদ।
§ চারিপানে—পাঠভেদ।

বৃন্দাবনধাম দেখি পুলক হইল।
কেশীঘাট-সন্নিধানে আনন্দে রহিল ॥
কোন মহাজন রাধামাধবে হেরিয়া।
আর্দ্র হইয়া দিলা মন্দির বনাইয়া ॥
কবিরাজ * অপ্রকটে বহুকাল পরে।
ঠাকুর লইয়া রাজা গেলা জয়পুরে ॥
অদ্যাবধি তথা ঘাটিনাম রম্যস্থানে।
বিরাজ করয়ে চাঁদ ঝলকে বদনে ॥
পরম সুন্দর রূপ ভুবনমোহন।
বিজুরি চমকে যেন অঙ্গের কিরণ ॥
অতএব শ্রীল-জয়দেব কবিরাজ।
যাঁর গুণ কীর্ত্তি যে প্রসিদ্ধ জগমাঝ ॥
অসাধার-গুণ সাধু অপার মহিমে।
যাঁর স্নান অনুরোধে গঙ্গা আইলা গ্রামে ॥
কেন্দুবিল্ব হৈতে গঙ্গা হয় আঠার ক্রোশ।
প্রতিদিন গঙ্গা স্নান করে বারোমাস ॥
একদিন সাধু কোন কারণ-অধীনে।
যাইতে না পারি ক্ষোভে ভাবয়ে মউনে ॥
হেনকালে গঙ্গাদেবী কল্লোল করিয়া।
সাধুর আশ্রম যথা কেন্দুলি আসিয়া ॥
জয়দেবে কহে গঙ্গা কর আসি † স্নান।
তোমার পরশ লাগি আইনু তব স্থান ॥
সর্ব্বতীর্থমধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ ত্রিজগতে।
মহিমা কে কবে শিব শিরে ধর্য্যা যাথে ॥
হেন গঙ্গা কৃষ্ণভক্ত-অঙ্গ পরশনে।
সৌভাগ্য গণয়ে আর ধন্য করি মানে ॥
ইহার প্রমাণ বহুশাস্ত্রেতে বাখানে।
প্রচরদ্রূপ সর্ব্বলোকে অজ্ঞ নাহি জানে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা ॥"

* কবিরাট্—পাঠভেদ।
† করসিয়া স্নান—পাঠভেদ।

আমি তাঁর শ্রীচরণ অন্তরে ধরিয়া । *
আশা করি আছি হৃদিপাত্র পসারিয়া ॥
তাঁর পানশেষ প্রেম-অমৃতের কণা ।
লালদাস † প্রাপ্তিহেতু করয়ে কামনা ॥ ‡

৪২ ; চরিত্র শ্রীঅর্জ্জুন-মিশ্র

শ্রীমান্ অর্জ্জুন মিশ্র ভাগবত সাধু ।
শ্রীপুরুষোত্তমে বাস সমিভ্যারে বধূ ॥
পণ্ডিত গম্ভীর মহা উদার চরিত ।
নির্ম্মৎসর শান্ত শিষ্ট তদগত-চিত ॥
ভিক্ষা উপজীব্য মাত্র সর্ব্বত্র উদাস ।
শ্রীমদ্‌গীতা-ভাগবতে সদাই বিলাস ॥
গীতা-উপনিষদের টীকা বিস্তারিতে ।
'যোগক্ষেমং বহাম্যহং' শ্লোক বিচারিতে ॥
মনে কিছু সন্দেহ জন্মিল সাধুবরে ।
যোগ-ক্ষেম বহিয়া যে অনন্য-ভক্তেরে ॥
আপনি যোগান হেন সম্ভব না হয় ।
পরোক্ষেতে দেন বলি সে পাঠ কাটয় ॥
লেখনীতে আঁচড়িয়া পাঠান্তর স্থাপে ।
গীতা ভাগবত দেহ সাক্ষাত-স্বরূপে ॥
গীতাপাঠ কাটাতে অক্ষরে আঁচড়িতে ।
রামকৃষ্ণ-অঙ্গ-ক্ষত হয় সেই ঘাতে ॥
জানাইতে তাঁহারে করিলা কিছু ভঙ্গি ।
আচম্বিতে বাত-বৃষ্টি হয়ে উত্তরঙ্গী ॥
ভিক্ষা না মিলয়ে মিশ্র থাকে উপবাসে ।
পরদিনে গেলা পুনঃ ভিক্ষা অভিলাষে ॥
হেথা দুই ভাই জগন্নাথ বলরাম ।
ব্রাহ্মণবালকরূপে আইসে মিশ্রধাম ॥
দু'জনার স্কন্ধে দুই প্রসাদের ভার ।
রোদন করয়ে অঙ্গে পড়ে রক্তধার ॥
যাইয়া § কহেন মিশ্র প্রসাদ পাঠাইলা ।
ঠাকুরাণী চমকিয়া কহিতে লাগিলা ॥

এতেক প্রসাদ তেঁহো পাইলেন কোথা ।
তোমাদিগের স্কন্ধে দিতে মনে নৈল ব্যথা ॥
সে যা হউক তোমাদের অঙ্গে রক্তধারা ।
কান্দিতেছ মারিল কে হেন বুঝি পারা ॥
তাঁহারা কহেন মিশ্রঠাকুর মারিল ।
তেঁহো কহে অসম্ভব মনে না লইল ॥
শ্রীমিশ্রঠাকুর কারু নাহি দেন পীড়া ।
ব্রাহ্মণবালক থাকু নাহি হিংসে কীড়া ॥
তাহাতে তোমরা হেন সুন্দর কিশোর ।
হেন অঙ্গে আঘাত না করে দস্যু-চোর ॥
সুকোমল অঙ্গ সুকুমার আহা মরি ।
কেমন নির্দ্দয় সেই দয়া নৈল হেরি ॥
পুনঃ শিশু কহে—মাতা সত্য যে কহিনু ।
মিশ্র মারিয়াছে ক্ষত হইয়াছে তনু ॥
পুনঃ পুনঃ শুনি ঠাকুরাণী মনে নৈল । *
তবে বল বাপু আহা কি দিয়া মারিল ॥
কেনে বা মারিল হেন কুমতি হইল ।
এ-হেন সোণার অঙ্গে † আঘাত করিল ॥
তাঁহারা কহেন মোরা কিছু নাহি কহি ।
সন্নিকটে কিছু মাত্র দোষ-গুণ এহি ॥
লোহার কণ্টক তীক্ষ্ণ তাহার আঘাতে ।
আঁচড়িলা অঙ্গে এই দেখহ সাক্ষাতে ॥
এতশুনি ঠাকুরাণী দুঃখিত হইয়া ।
পড়িয়া রহিলা ভূমে আক্রোশ করিয়া ॥
শিশু দুই চলি গেলা মিশ্র আইলা ঘরে ।
ভিক্ষা নাহি মিলে বাত-বরিষণ-তরে ॥
আসিতে আসিতে ঠাকুরাণী কহে তবে ।
শুন দেখি এমন হইলে তুমি কবে ॥
এ-হেন কুমতি তব কি লাগি হইলা ।
আহা মরি দুটি শিশু মারিয়া ডারিলা ॥
এতেক নিগ্রহ কৈলে বহে রক্তধারা ।
পণ্ডিত হইয়া তার ফল এই পারা ॥

---

* করিয়া—পাঠভেদ । † কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ ।
‡ করুণা—পাঠভেদ । § লইয়া—পাঠভেদ ।

* নৈল—পাঠভেদ ।
† গায়ে—পাঠভেদ ।

এতো শুনি বিপ্র সাধু আশ্চর্য্য মানিয়া। *
আকাশ-পাতাল ভাবে চমকিত হৈয়া ॥
কহ আরে কে আইল কাহারে মারিনু।
আমি তো কাহারো কভু হিংসা না করিনু ॥
কোথা হৈতে আইলা শিশু বিবরণ কহ।
বৃথা কেনে রোষ করি করহ কলহ ॥
ঠাকুরাণী কহে মহাপ্রসাদের ভার।
জানো নাহি স্কন্ধে দিয়া পাঠাইলে যার ॥
মিশ্র † কহে আমি তো না প্রসাদ পাঠাই।
পাঠাইল প্রসাদ কেবা ‡ সে বালক বা কই ॥
তবে ঠাকুরাণী পুনঃ চমকিয়া কহে। §
কেবা পাঠাইল তবে তুমি যদি নহে ॥
অপূর্ব্ব-স্বরূপ দুটি গৌর-কৃষ্ণ-বর্ণ।
অতি সুকুমার অঙ্গ কর্ণেতে সুবর্ণ ॥
স্কন্ধে প্রসাদের ভার অঙ্গে রক্তধারা।
কান্দিতে কান্দিতে আইল যেন পুতুলপারা ॥
কহে প্রসাদের ভার মিশ্র পাঠাইলা।
লোহার শলাকা দিয়া অঙ্গ আঁচড়িলা ॥
পণ্ডিত সুবোধ মিশ্র মরম বুঝিলা।
গীতাপাঠ-কাটা হেতু অনুভব কৈলা ॥
বুঝিয়া হঠাৎ মূর্চ্ছা হইয়া পড়িলা।
কহে তবে সত্য আমি অঙ্গ আঁচড়িলা ॥
ঠাকুরাণী চমকিয়া পুছে ধীরে ধীরে।
কারণ কি ইহার বিবরিয়া কহ মোরে ॥
ঠাকুর কহেন আরে গীতা-ভাগবত।
জগন্নাথের নিজদেহ হয়তো ¶ সাক্ষাৎ ॥
সেই গীতা পাঠ ছাঁটি তাহে আঁচড়িল।
অতএব জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে বাজিল ॥
'বহাম্যহং' পাঠে মুঞি ** অবজ্ঞা করিল।
তাহার উদাহরণ স্কন্ধে বহি দেখাইল ॥

* গণিয়া—পাঠভেদ।
† তেঁহো—পাঠভেদ। ‡ কেবা পাঠাইল প্রসাদ—পাঠভেদ।
§ রহে—পাঠভেদ। ¶ হয় যে—পাঠভেদ।
** আমি—পাঠভেদ।

জগন্নাথ বলরাম আইল গৃহেতে।
তুমি ধন্য দেখিলা নহে আমার ভাগ্যেতে ॥
ব্রাহ্মণীরে প্রশংসিয়া পুস্তক লইয়া।
প্রেমাবেশে হর্ষ-ভরে তটস্থ হইয়া ॥
'বহাম্যহং বহাম্যহং' লেখে পুনঃ পুনঃ।
অপরাধ ক্ষেমাইতে করয়ে স্তবন ॥
অদ্যাপিহ শ্রীঅর্জ্জুনমিশ্রের গীতাটীকা।
পণ্ডিতের মান্য হয় গৌরবে অধিকা ॥
'বহাম্যহং' 'বহাম্যহং' তিনবার হয়।
অর্জ্জুনমিশ্রের দ্বারে স্বয়ং যে দেখায় ॥ *
অতএব সিদ্ধান্ত অনন্য যেই ভজে। †
যোগক্ষেম দেন বহি আপনার ভুজে ॥
অর্জ্জুনমিশ্রের ভাগ্য কিবা অনুপাম।
ছলে কৃপা কৈলা জগন্নাথ-বলরাম ॥
সেই মিশ্রঠাকুর-ঠাকুরাণীর শ্রীচরণ।
কৃপা লাগি লালদাস ‡ করয়ে প্রার্থন ॥

৮৩। চরিত্র শ্রীশ্রীধরস্বামী

শ্রীল শ্রীধরস্বামী জগতে বিদিত।
শ্রীমদ্ভাগবতটীকা কৈলা বিস্তারিত ॥
শ্রীনৃসিংহ-দরশন সাক্ষাতে করিলা।
টীকা মধ্যে মধ্যে গুণ-অমৃত বর্ণিলা ॥
কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ভক্তি পৃথক্ পৃথক্।
মূঢ়জনে নাহি বুঝে মানে করি এক ॥
স্বামী তারে § পৃথক্ করিয়া ব্যক্ত কৈলা।
অধিকারী ভিন্ন ভিন্ন করি বাখানিলা ॥
কর্ম্ম-জ্ঞান-আদি হরিভক্তিগন্ধ বিনে।
বিফল উদ্যমমাত্র প্রসিদ্ধ ভুবনে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

"শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো।" ইত্যাদি

*…হয়ে।…দেখায়ে—পাঠভেদ।
† 'ভাজে'—পাঠভেদ।
‡ কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ। § তাহা—পাঠভেদ।

ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ বিভু বিজয় ভুবন।
ভক্তিমুখ নিরীখয়ে কর্ম্ম যোগ জ্ঞান ॥
কর্ম্ম-জ্ঞান-আদি-মিশ্র ভক্তি যদি হয়।
ব্যভিচারী কহে শাস্ত্রে নাহি প্রশংসয় ॥ *

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব,
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙমনোভি-
র্যেপ্রায়শোঽজিত। জিতোঽপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥"

শুদ্ধভক্তি একমাত্র অনন্যশরণ।
অতএব নিরপেক্ষ স্বতঃসিদ্ধ হ'ন ॥
অনন্য অনন্য করি † সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
দুরাচার হইলেও সে সাধুমধ্যে হয় ॥

শ্রীগীতায়াম্—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥"

ইহাতে বুঝহ অনন্য বিনে ‡ ভক্তি।
শুদ্ধ অধিকারী নহে কহে বেদ-পংক্তি ॥
হরিভক্তি-আশ্রিত অন্য-দেব-আদি পূজে।
ভক্তিতত্ত্ব-রস সেই জন নাহি বুঝে ॥
প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্মী জ্ঞানী ভক্ত আদি যে তে।
যে যে অধিকারী করিবেন সেই মতে ॥
হরিভক্তি জীবের যে কর্ত্তব্য তাৎপর্য্য।
কর্ম্ম জ্ঞান নহে দেহধারণের বর্য্য ॥
শাঙ্কর বিরুদ্ধ গৌণ লক্ষণাব্যাখান।
দূষিয়া স্থাপিলা শুদ্ধমত বিলক্ষণ ॥
শ্রীমদ্ভাগবত-অর্থ প্রচার করিলা।
যত যত বিরুদ্ধার্থ বিচারে খণ্ডিলা ॥

*...হয়ে।... প্রশংসয়ে—পাঠভেদ।
† অনন্য করিয়া ইহা—পাঠভেদ।
‡ ইহাতেই...তিনে ভক্তি—পাঠভেদ।

শুদ্ধমত সাধুর সম্মত সত্য-মার্গ। *
নির্ণিলা নিরাসি মত, মতবাদিবর্গ ॥
কাশীপুরে দণ্ডী যত মতবাদিগণ।
হঠ করি বিচার করিল বহুজন ॥
পরাভব করি স্বামী দিলা ওলাহন।
তথাচ না মানে পূর্ব্বসংস্কার-কারণ ॥
উভয়সম্মতিমতে প্রতিজ্ঞা করয়।
মাধব যে অঙ্গীকরে সেই সিদ্ধ হয় ॥
টীকা নিঞা শ্রীবেণীমাধব শ্রীচরণে। †
ধরিতেই প্রভু কৈলা হৃদয়ে ধারণে ॥
স্বামী দেখে প্রভু হস্তে ধরিয়া তুলিলা।
অন্যে দেখে যেন হৃদে উড়িয়া লাগিলা ॥
অতএব জয় জয় শ্রীমদ্ভাগবত।
ভাবার্থদীপিকা টীকা সাধু সাধুমত ॥
জয় শ্রীশ্রীধরস্বামী ভুবনপাবন।
ভাগবত-উপদেশে তারে জগজন ॥
তাঁহার বৈরাগ্য-কথা আদ্য বিবরণ।
শুনহ কহিব কিছু কর্ণরসায়ন ॥
শ্রীমান্ পরমানন্দপুরীর কৃপায়।
নৃসিংহ অকলঙ্কশশী হৃদয়ে উদয় ॥
মহাভাগবতোত্তম পণ্ডিত গম্ভীর।
বৈরাগ্য জন্মিল গৃহে মতি নহে স্থির ॥
গৃহে এক স্ত্রী মাত্র পূর্ণগর্ভবতী।
তেজিয়া যাইতে বন হৈল দৃঢ়মতি ॥
হেনকালে নারী পুত্র প্রসব হইয়া।
কালপ্রাপ্ত হৈল তার বালক রাখিয়া ॥
সাধু উৎকণ্ঠাতে গৃহে রহিতে না পারে।
চিন্তয়ে বালক এই কেবা রক্ষা করে ॥
ভাবিতে ভাবিতে দৈবে ‡ এক জেঠি ডিম্ব।
চালে হৈতে পড়ি গেলা বিনা অবলম্ব ॥
ভাঙ্গিয়া ভিতর হৈতে বাচ্ছা নিকশিয়া।
খাইল সম্মুখে এক মক্ষিকা ধরিয়া ॥

* সতাং মার্গ—পাঠভেদ।
† শ্রীল বেণীমাধব চরণে—পাঠভেদ। ‡ দৈবি—পাঠভেদ।

সাধু তাহা দেখি মনে বিচার করিল।
সেই শিশু রক্ষিবে যে ইহারে রক্ষিল ॥
এতেক ভাবিয়া তেজি গমন করিল।
অনাথ বালক গ্রাম্যলোকেতে পালিল ॥
সেই শিশু কালে মহাপণ্ডিত হইলা।
ভট্টি নামে রামলীলা-সাহিত্য বর্ণিলা ॥
শ্রীধরস্বামীর শ্রীচরণ-গুণ গাই।
শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীচরণে মতি চাই ॥

৪৪। চরিত্র শ্রীবিল্বমঙ্গল মহাশয়

শ্রীমান্ বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বলিহারি।
সাধু-চূড়ামণি পরাকাষ্ঠা-প্রেম-ভারি ॥
অপূর্ব্ব অদ্ভুত চমৎকার সুমঙ্গল।
অলৌকিক রীত সুচরিত সুনির্ম্মল ॥
কৃষ্ণহস্ত ধরি যেঁহো জোরাবরি কৈলা।
পুনঃ নেত্রে ভরি রূপসাগর দেখিলা ॥
তাঁর সুচরিত্র-সাগরের এক কণা।
গাইব পবিত্র লাগি দুর্ম্মতি আপনা ॥
দক্ষিণদেশেতে কৃষ্ণবেণ্বা * নামে নদী।
তাহার নিকট গ্রামে প্রায় কর্ম্মবাদী ॥
তথায় বসতি বিল্বমঙ্গল নাম বিপ্র।
লম্পটস্বভাব ধর্ম্ম-অংশে অতিক্ষিপ্র ॥
নদীপারে এক বেশ্যা নামে চিন্তামণি।
তাহাতে আসক্ত সদা দিবস-রজনী ॥
একদিন বিপ্রের পিতৃশ্রাদ্ধ-মৃততিথি।
বেশ্যা কহে নদীপার না আসিহ ইথি ॥
সারাদিন রহে ঘরে উদ্বিগ্ন-মানস।
দ্বিতীয়প্রহর রাত্রে হইল অবশ ॥
বৃষ্টিবরিষণ ঘোর বহে ঝঞ্ঝাবাত।
উঠিয়া চলিলা নাহি মানে বজ্রাঘাত ॥
নদীপার যাইতে নাহি নৌকা ভেলা।
কাম-তরণিতে চড়ি জলে ঝাঁপ দিলা ॥

কামবেগে লইয়া ডুবায় জলবেগে।
ডুবিতে ভাসিতে এক শব পাইল আগে ॥
জ্ঞানহত কাষ্ঠবুদ্ধ্যে মুদ্দর * ধরিয়া।
সড়া মৃতের ক্লেদ লাগে সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া ॥
সে অনুধাবন নাহি, কষ্টে পার হৈয়া।
বেশ্যার বাটীর চৌদিকে ফিরয়ে ধাইয়া ॥
প্রাচীরের গর্ত্তে এক সর্প মুখ দিয়া।
রহয়ে বাহিরে পুচ্ছ লম্বিত হইয়া ॥
দ্বার না পাইয়া দীর্ঘ-রজ্জুবুদ্ধি করি।
সেই সর্প ধরি উঠে প্রাচীর উপরি ॥
ভিতরে উপর হৈতে লম্ফ দিয়া পড়ে।
শব্দ শুনি বেশ্যাগণ ডরে হড়বড়ে ॥
বাহির হইয়া আসি প্রদীপ লইয়া।
দেখে বিল্বমঙ্গল হয় আঙ্গিনায় পড়িয়া ॥
পড়িয়া চূর্ণিত দেহ উঠিতে না পারে।
ধরাধরি করিয়া আনিল সভে ঘরে ॥
অঙ্গেতে দুর্গন্ধ † ক্লেদ দেখিয়া পুছয়ে।
যেরূপে আইলা গিয়া প্রত্যক্ষে দেখায়ে ॥
স্নান আদি করাইয়া বসাইয়া গৃহে।
বিশেষ ভর্ৎসনা করি বেশ্যা বহু কহে ॥
ছি ছি ধিক্ ধিক্ তব হেন দুষ্টবুদ্ধি।
হেন কর্ম্মে যার মতি তার এই সিদ্ধি ॥
হেন ‡ তম মদ যাতে শব কালসর্প।
না চিনিলে অধীন হইয়া কামদর্প ॥
আমি বেশ্যা নীচ অতি অস্পৃশ্য § নিন্দিত।
তাহে তুমি বিপ্র মোতে ক্রিয়া অনুচিত ॥
এহেন অগ্রাহ্য কর্ম্মে হেন অনুরাগ।
ইহার যে শতাংশের অংশ ¶ একভাগ ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে যদি হইত তোমার।
তবে কি না হইত চতুর্ব্বর্গসেবা সার ॥ **

---

* কৃষ্ণবেহা—ক্বচিৎ পাঠভেদ। (মুদ্রাকর প্রমাদ)

* মুদ্গরে—পাঠভেদ। † দুর্গতি—পাঠভেদ।
‡ যেন—পাঠভেদ। § অস্পর্শ—পাঠভেদ।
¶ শত অংশ অংশের—পাঠভেদ।
**…তোমার…সেবে যার—পাঠভেদ।

চিন্তামণিবেশ্যার যে চিন্তামণি বাক্য।
শুনি বিল্বমঙ্গলের হৃদে হৈল সৌখ্য ॥ *
আগমন ক্লেশ আর ভর্ৎসন † বিশেষে।
ভাবিয়া বিবেক হৈল সুদৃঢ় মানসে ॥
রাত্রি ‡ কৃষ্ণলীলাগানে প্রভাত হইল।
বৈরাগ্য করিয়া প্রাতে অমনি চলিল ॥
স্থানান্তরে এক সাধু সোমগিরি নাম।
তাঁর স্থানে কৃষ্ণমন্ত্র লৈলা অভিরাম ॥
একভাবে বৎসরেক গুরুর সেবনে।
করিয়া পাইলা রত্ন শুদ্ধপ্রেমধনে ॥ §
অলৌকিক প্রেমভক্তি পাইয়া হৃদয়।
মদপানে যেন মত্ত দিবানিশি যায় ॥
কৃষ্ণ-দরশনে মন-উৎকণ্ঠা হইল।
হা হা কোথা কৃষ্ণ বলি ধাইয়া চলিল ॥
বৃন্দাবনে যাইবার হইল আশয়।
দিগ্বিদিগ্ জ্ঞান নাহি ¶ অনুরাগে ধায় ॥
কথোক দিবসে এক গ্রামে উত্তরিয়া।
সরোবরতীরে বৃক্ষতলেতে বসিয়া ॥
প্রেমাবেশে অন্তর্মনা দুই চারি দিন।
বসিয়া রহিলা তথা আত্মস্ফূর্ত্তিহীন ॥
গ্রামস্থ প্রবীণ লোক দেখিয়া সুপাত্র।
ভক্তিভাবে প্রশংসয় ছল ছল নেত্র ॥
সরোবরে স্নান করে বহু নরনারী।
সুন্দরী যুবতী ** এক বণিকের স্ত্রী ॥
দৈবাৎ †† তাহার পানে দৃষ্টিপাত হৈল।
হেন যে সাধুর মন ঈষত টলিল ॥
আপন অন্তর-রীত বুঝিয়া আপনে।
উপায় সৃজিলা কিছু শান্তির কারণে ॥
স্নান করি সেই নারী যে দিগে চলিলা।
সাধু তার পাছে পাছে গমন করিলা ॥

* সখ্য—পাঠভেদ। † ভর্ৎসনা—পাঠভেদ।
‡ রাত্রে—পাঠভেদ।
§ …সেবন।… প্রেমধন—পাঠভেদ।
¶ দিগবিদিগ নাহি—পাঠভেদ।
** সুন্দরী মুরতি—পাঠভেদ। †† দৈবাত—পাঠভেদ।

বধূ নিজ অন্তঃপুরে প্রবেশ * করিলা।
সাধু তার গৃহদ্বারে বসিয়া রহিলা ॥
হেনকালে সেই স্ত্রীর স্বামী সুচরিত।
দ্বারে সাধু বসি দেখি হইলা চকিত ॥
বহু স্তব করি কহে করযোড় করি।
কিবা আজ্ঞা হয় কহ করি শিরে ধরি ॥
সাধু কহে যদি মোর বচন রাখহ।
তোমার রমণী আনি আমারে দেখাহ ॥
বণিক্-চরিত্র কিছু অলৌকিক হয়।
বৈষ্ণব-পিরীতি-কাজে স্বীকার করয় ॥ †
অন্তঃপুরে গিয়া অলঙ্কার পরাইয়া।
আনিলা রমণী নিজ সুবেশ করিয়া ॥
নির্জ্জনে সাধুর আগে হর্ষে আনি দিলা।
আপাদমস্তক সাধু সব নিরখিলা ॥
চক্ষু সম্বোধন করি তত্ত্ব বিচারিয়া।
কহিতে লাগিলা নিজমন বুঝাইয়া ॥
আরে ‡ মূঢ় চক্ষু কি দেখিয়ে ভুলিয়াছ।
অগ্রাহ্য অবিদ্যাপথে কি ধন পাইয়াছ ॥
রক্ত-মাংস-ক্লেদ বিষ্ঠা-মূত্রময় দেহ।
ত্বক § আচ্ছাদন মাত্র দরশ-সুবহ ॥
নির্ঘৃণ্য তোমার মতি এহেন কদর্য্য।
লালসা করহ যাথে নিন্দিত অভুজ্য ॥ ¶
ধিক্ ধিক্ আরে দুষ্ট অসত ইন্দ্রিয়।
ক্ষম বিড়ম্বন মোরে না কর অসূয় ॥ **
এই তো ইহার তত্ত্ব জানিলে এখন।
পরিণামে কেবল যে দুঃখের কারণ ॥
এতেক বিচারি †† যুবতীর স্থানে কহে।
তীক্ষ্ণ দুটি সূচ শীঘ্র আনি দেহ মোহে ॥
আজ্ঞা মানি সূচ দুটি যাইয়া আনিলা।
সাধু নিজচক্ষে তাঁরে বিন্ধিতে কহিলা ॥

* গমন—পাঠভেদ। †…হয়ে।…করয়ে—পাঠভেদ।
‡ অরে—পাঠভেদ। § ত্বক—পাঠভেদ।
¶ নির্ঘৃণ…কদর্য্যে।…অভুজ্যে—পাঠভেদ।
**…অরে…।…যেন…অশীম।—পাঠভেদ।
†† এতো কহি সেই—পাঠভেদ।

পুনঃ পুনঃ আজ্ঞা না লঙ্ঘিতে পারি বিন্ধে।
বণিক্ দেখিয়া খেদ করে নিরানন্দে ॥
আজ্ঞাক্রমে পুনঃ সেই সরোবরতীরে।
হস্ত ধরি লইয়া রাখিলা ধীরে ধীরে ॥
কৃষ্ণভজনের বাধা করিতে প্রবর্ত্ত।
যেহেতু ইন্দ্রিয় নষ্ট কৈলা দৃঢ়-ব্রত ॥ *
কৃষ্ণ-দরশন-রাগে চলে বৃন্দাবনে।
অনুরাগচক্ষু যার কি করে নয়ানে ॥
রাধাকৃষ্ণ-লীলা-রূপ-গুণ মধু মাতি।
ক্ষণে হাসে কান্দে গায় ক্ষণে পড়ে ক্ষিতি ॥
মাতোয়ার প্রায় থরথর করি চলে।
বর্ণয়ে মধুর গীত ভাসে অশ্রুজলে ॥
যে গীত-অমৃতে ত্রিভুবন পুলকিত।
"কৃষ্ণকর্ণামৃত" নাম অদ্যাপিহ স্থিত ॥
বৃন্দাবনে † গিয়া ব্রহ্মকুণ্ডের নিকটে।
বসি কৃষ্ণপ্রাপ্তি আশা গুঞ্জরার ঘাটে ॥
ভকতবৎসল কৃষ্ণ দয়ার্দ্র হইয়া।
বিল্বমঙ্গলেরে কহে সম্মুখে আসিয়া ॥
রৌদ্রে কেন বসি ভাব, ভুকে ‡ কেনে রহ।
ছায়াতে আসিয়া বৈস, আহার করহ ॥
তেঁহো কহে অন্ধ মুঞি দেখিতে না পাই।
কে তুমি স্বরূপে কহ তবে আমি যাই ॥
কৃষ্ণ কহে গ্রামী গোপশিশু হই মুঞি।
মাতা অন্ন দিয়া পাঠাইলা তব ঠাঞি ॥
শ্রীঅঙ্গ-সদগন্ধে আর সুমিষ্ট বচনে।
সাধু অনুভাবে তত্ত্ব জানি গেলা মনে ॥
আনন্দ উৎকণ্ঠা আর হিয়া গুরুগুরি।
সাপটিয়া ধরিব যে মনে আশা করি ॥
কহে তবে হাথ ধরি বৃক্ষছায়ে লহ। §
অন্ন আনিয়াছ কোথা খাই তবে দেহ ॥
কৃষ্ণ দূরে থাকি বাম হস্ত বাড়াইয়া।
তর্জ্জনী ধরিতে কহে মুচকি হাসিয়া ॥

* শুভব্রত—পাঠভেদ। † বৃন্দাবন—পাঠভেদ।
‡ ভোখে—পাঠভেদ। §...তবে হাত...বৃক্ষছায়—পাঠভেদ।

আহা মরি সেই ভঙ্গী সেই মন্দহাসি।
ধিক্ ধিক্ কোটিচন্দ্রে কোটি সুধারাশি ॥
ছল করি কহে সাধু কই কোথা তুমি।
হের আইস কোথা হস্ত নাহি পাই আমি ॥
পুন কিছু হাত বাড়াইলা ভঙ্গী করি।
সাপটিয়া ধরে সাধু অতিদ্রুত করি ॥
সুদরিদ্রে যেন স্পর্শমণি * পথে পায়।
মরিলে পুনশ্চ যেন দেহে প্রাণ পায় ॥
বহুকাল ক্ষুধার্ত্ত পাইয়া সুধারাশি।
যেমত আনন্দ পায় তেমত † পরশি ॥
কৃষ্ণ কহে ছাড় মোরে মুঞি ঘরে যাই।
কি কারণে ধর তুমি কহ মোরে ‡ তাই ॥
তেঁহো কহে হেন হস্ত ছাড়িতে কি পারি।
বান্ধিয়া রাখিব আজু § হৃদয়-মাঝারি ॥
বহুদুঃখে অনেক সাধনে হেন ধন।
পাইয়াছি যদি বা ছাড়িব কি কারণ ॥
পর কি পরের দুঃখ বুঝয়ে কখনো।
তুমি সে কেমন ¶ কভু না দেখি এমনো ॥
নিজহানি নাহি পরদুঃখ-বিমোচন।
দরশন দিয়া মাত্র তাহো না করণ ॥
তথাপিহ কৃষ্ণ করে হাথ টানাটানি।
চোরা যেন নাহি মানে ধর্ম্মের কাহিনী ॥
সাধু যদি শক্ত করি শ্রীহস্ত ধরিলা।
আহা মরি বাজে বলি শঠতা করিলা ॥
বেদনা লাগয় ** বলি সাধু চমকিলা।
যে-হেতুক হস্ত শ্লথ পাই পলাইলা ॥
ফাঁফর হইয়া সাধু কহিতে লাগিল।
এ বড় আশ্চর্য্য নহে হাথ ছুড়ি †† গেল ॥
হৃদয় হইতে যদি পারহ যাইতে।
তবেত গণিয়ে মুঞি পৌরুষ তোমাতে ॥

* সুদারিদ্র...পর্শমণি—পাঠভেদ।
† তেমতি—পাঠভেদ। ‡ করি—পাঠভেদ।
§ লাগিল—পাঠভেদ। ¶ 'যেমন' ও 'এমন'—পাঠভেদ।
** লাগিব—পাঠভেদ। †† ছাড়ি—পাঠভেদ।

তদুক্তশ্লোকঃ—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য * যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ
কিমদ্ভুতম্ ।
হৃদয়াদ্‌যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে ॥"

তবে স্নেহে কৃষ্ণ পুনঃ কহে নিজভক্তে ।
ছায়াতে আইস এই মোর সাথে সাথে ॥

কৃষ্ণ দূরে দূরে যায়, সাধু পাছে পাছে ধায়,
চক্ষু অন্ধ না পায় দেখিতে ।
চুম্বকমণির সাথে, লৌহ স্বাভাবিক রীতে,
যেন ধায় যায় তেন-মতে ॥
বসাইয়া বৃক্ষতলা, দুগ্ধ অন্ন আনি দিলা,
তেঁহো কহে কভু না খাইব ।
যদি মোরে একবার, দেখাও রূপের ভার,
তবে যাহা কহ সে করিব ॥
কৃষ্ণ কহে কি দেখিবে, দেখিলে বা কি হইবে,
গোপ-শিশু কভু দেখ নাই ।
সাধু কহে কিবা কহ, না বুঝিয়া প্রলপহ,
গোপসনে কার্য্য যে সদাই ॥
হাসিয়া নিকটে যায়, পুনঃ কৃষ্ণ পিছে ধায়,
আনন্দে কৌতুক ভক্তসনে ।
নানান কৌতুক রসে, খেলয়ে পরমোল্লাসে,
সাধু হৃদি হয়ে বিদারণে ॥
সম্মুখে বাঞ্ছিত নিধি, দেখিতে না পায় সুধী,
চক্ষু অন্ধ মনে ধকধকি ।
আন্ধার ঘরেতে যেন, কালসর্প হয় তেন,
উৎকণ্ঠিত আশা লকলকি ॥
কহে ওহে কৃষ্ণ ধৃষ্ট, নির্দ্দয় নিষ্ঠুর-শ্রেষ্ঠ,
দয়া নাহি তিল আধ-তোমা ।
দরশনমাত্রে যদি, রক্ষা পায় হত নিধি, †
গতপ্রাণ দেহ ‡ হয় সমা ॥

তাহে তব কিবা খেতি, কিবা লাগে কিবা বেঁথি,
কিবা হাস চাঞ্চল্য প্রকাশ । *
পুনঃ কহে ওহে নাথ, করি বহু প্রণিপাত,
উপায় কি তাহা মোহে ভাষো ॥
মোর নিন্দাবাক্য শুনি, রুষ্ট হৈলে হেন মানি,
তবে এই † স্তুতি করি শুন ।
এতো কহি স্তব পুনঃ, করয়ে উন্মত্ত যেন,
প্রলাপয়ে ধায় উঠি ঘন ॥
কৃষ্ণচন্দ্র মৃদুহাসি, শশীর আনন্দরাশি,
কৌতুকী হইয়া পুনঃ কহে ।
কালোরূপ কি দেখিবে, তাহে বা কি সুখ পাবে,
বর মাগ সুখৈশ্বর্য্য যাহে ॥
শ্রীবিল্বমঙ্গল কহে, কি দিয়া ভুলাবে মোহে,
কি ধন তোমার আর আছে ।
ভুক্তি মুক্তি ‡ যেবা হয়, ভক্তির যে চেড়ীদ্বয়,
পদ সেবি ফিরে পাছে পাছে ॥
হেন ভক্তি ঠাকুরাণী, প্রেম-ধন রত্ন-মণি, §
অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া ।
মো হৃদয়-সিংহাসনে, বৈসে চেড়ীগণসনে,
অতএব ভুলাবে কি দিয়া ॥
যদি মোরে কৃপা কর, দান কর এই বর,
মোরে দুটি চক্ষুদান দিয়া ।
ত্রিভঙ্গভঙ্গিম হৈয়া, বদনে মুরলী দিয়া, ¶
সম্মুখে দাণ্ডাও দেখাইয়া ॥
তবে কৃষ্ণচন্দ্র নিজ, সুধাময় করাম্বুজ,
দয়া করি চক্ষে বুলাইলা ।
অপ্রাকৃত দেহ সেই, দিব্যচক্ষু হৈল তেঁই, **
কৃষ্ণরূপ-পানের পিয়ালা ॥
সম্মুখে রূপের রাশি, নিন্দিয়া অসংখ্য শশী,
হেরি অচেতনে পড়ে ভূমে ।

---

* হস্তমাক্ষিপ্য — পাঠভেদ ।
† বিধি—পাঠভেদ । ‡ দেহে—পাঠভেদ ।

* হাসো চাঞ্চল্য প্রকাশো—পাঠভেদ ।
† এবে—পাঠভেদ । ‡ যুক্তি—পাঠভেদ ।
§ প্রেম-রতনমণি—পাঠভেদ ।
¶ মুরলী বদনে দিয়া—পাঠভেদ ।
** দুই—পাঠভেদ ।

পুলকাশ্রু আদি করি, অষ্ট অনুভাব ভরি,
উঠে পড়ে নাচে গায় ক্রমে ॥
এইরূপ দরশনে, নানাগুণ-বরণনে,
পরম আনন্দে দিন যায় ।
কৃষ্ণ নিজ-ভুক্ত-শেষে, দুগ্ধ অন্ন স্নেহাবেশে,
দোনা ভরি নিতানি যোগায় ॥ *
দৈবযোগে সেই রামা, চিন্তামণি বেশ্যানামা,
কৃষ্ণকৃপা তাহার উপরি ।
সকল করিয়া দূরে, কৃষ্ণপ্রেমাবেশভরে,
আসি মিলে বৃন্দাবনপুরী ॥
সুবৈরাগ্য অনুরাগে, শ্রীবিল্বমঙ্গল-আগে,
আসিয়া মিলিলা চমকিতে ।
শ্রীবিল্বমঙ্গল তবে, রত্নদর্শী † গুরুভাবে,
প্রণমিলা বহু ভক্তিরীতে ॥
কৃষ্ণদত্ত অন্নদোনা, মিষ্টান্ন পকান্ন নানা,
খাইতে দিলেন যত্ন করি ।
চিন্তামণি কহে মুঞি, খাইতে তোমার ঠাঁঞি,
নাহি আইনু অন্ন হেথা হেরি ॥ ‡

কৃষ্ণকৃপা তোমাপরি, তুমি শ্রেষ্ঠ অধিকারী,
জগত শুধিতে পার হেলে ।
শরণ লইনু মুঞি, আর কিছু নাহি চাঞি,
কৃষ্ণ মোরে দেখাও বিরলে ॥
এতো কহি চিন্তামণি, কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী,
প্রেমাবেশে পড়য়ে ঢলিয়া ।
শ্রীবিল্বমঙ্গল সাধু, হেরি তার প্রেমসিন্ধু,
আনন্দে মগন হৈল হিয়া ॥
আশ্বাসয় বহু বেরি, কৃষ্ণকৃপা তোমা'পরি,
অবশ্য দিবেন দরশন ।
এত কহি কৃষ্ণস্থানে, সটেপটে শ্রীচরণে,
ধরিয়া করিলা দৃঢ় পণ ॥
চিন্তামণি অধিকারী, ভক্ত-অনুরোধ ভারি,
দুই তত্ত্বে দিল দরশন ॥
অহো কি আশ্চর্য্য কথা, প্রফুল্ল সৌভাগ্য লতা,
দু'জনার একই সমান ॥
সেই দোঁহাকার পদ, ছাড়িয়া বিষয়মদ,
সেবন করিব প্রেমাবেশে ।
হেন দশা কবে হবে, কবে বিধি পুরাইবে,
মনের মানস লালদাসে ॥ *

*...ভুক্তিশেষে...নিত্তানি – পাঠভেদ ।
† বস্থোঁন্দেশি—পাঠভেদ ।
‡ নাহি আইনু অন্ন হরি হরি—পাঠভেদ ।

* কৃষ্ণদাসে—পাঠভেদ ।

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীজয়দেব-আদি-ভক্ত-গুণ-বর্ণন-নাম দ্বাদশ মালা ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ মালা

শ্রীভাবুকব্রাহ্মণাদি-ভক্তচরিত্র বর্ণন

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥

৪৫। চরিত্র শ্রীভাবুক ব্রাহ্মণ

গোকুলেতে স্থিতি বিপ্র ভাবুক আখ্যান।
বাল্য-উপাসক হয়ে * শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥
শুদ্ধমাধুর্য্য বাৎসল্যভাবে † সেবে।
অনন্য-ভকতি মতি ভজে একভাবে ॥
অপুত্রক বিপ্র পুত্রভাবে ‡ ভজে হরি।
সদাই মানসপথে স্নেহাবেশ করি ॥
ভজিতেই ভাবসিদ্ধি § বিপ্রের হইল।
বাল্যরূপ পুত্রভাবে সাক্ষাত পাইল ॥
আকাশের চান্দ যেন করেতে পাইলা।
আনন্দসাগরে বিপ্র মগন হইলা ॥
প্রেমেতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান শিথিল হইয়া।
শুদ্ধমাধুর্য্য ব্রজানুগা-ভাব পাইয়া ॥
লালন পালন করে পুত্র করি জ্ঞান।
ক্রোড়ে বসাইয়া অন্ন করায় ভোজন ॥
নানা অলঙ্কার বস্ত্র মাল্য পরাইয়া।
সুবেশ করয়ে নাসায় তিলক রচিয়া ॥

* বাল্যভাবে উপাসক—পাঠভেদ।
† শুদ্ধ বাৎসল্য সেই মাধুর্য্যভাবে—পাঠভেদ।
‡ পুত্রবত ভাবে— পাঠভেদ। § ভাবসিদ্ধ—পাঠভেদ।

চুম্ব আলিঙ্গন করে নাচায় কাচায়।
স্নেহানন্দসিন্ধু বিপ্র দেহে না আমায় ॥ *
যেখানে যে দ্রব্য ভাল দেখয়ে সম্মুখে।
গোপাল-কারণ আনি যত্ন করি রাখে ॥
নাটিম ঝুম-ঝুমি গেণ্ডু ভাঁটা রাঙ্গাকড়ি।
কন্যা-বর মৃত্তিকার ভাঁড় হাঁড়িকুঁড়ি ॥
খেলনা খেলিতে দেয় আনন্দিত মনে।
কোলে করি নাচায় অশ্রু বহয়ে নয়ানে ॥
দিবানিশি নাহি জানে গোপাল পাইয়ে।
কোটি ব্রহ্মানন্দ যার সমান না হয়ে ॥
রাত্রে ক্রোড়ে করি বিপ্র করয়ে শয়ন।
হাথ চাপড়িয়া অঙ্গে নিদ্রা করায়েন ॥
একদিন রাত্রে ঘরে বিড়াল ডাকয়ে।
গোপাল নিদ্রা না যায় চমকি উঠয়ে ॥
ক্ষণে ক্ষণে বিপ্রের গলা চাপিয়া ধরয়। †
কেনে কেনে বলি সাধু বক্ষঃস্থলে লয় ॥ ‡
গোপাল কান্দিয়া কহে মোরে ভয় করে।
অই যে কি ডাকে দেখ ঘরের ভিতরে ॥
কোলের ভিতরে দাবি ব্রাহ্মণ কহয়।
না না না না ভয় নাই বিড়াল ডাকয় ॥
পুনর্ব্বার আর দিন ঐমত ডরিল। §
ভরসা-বচনে তেঁহো লালন করিল ॥
এক দিন দ্বিজে কিবা দুর্দ্দৈব ঘটিল।
ঐশ্বর্য্যের ভাব ¶ আসি উদয় হইল ॥
মনে মনে ভাবে বিপ্র এ কি অদ্ভুত।
ত্রৈলোক্যের নাথ কৃষ্ণ ঈশ্বর অচ্যুত ॥

* [দুর্ব্বোধ] আশায়—পাঠভেদ।
† জড়িয়া ধরয়ে—পাঠভেদ। ‡ লয়ে—পাঠভেদ।
§ ঐ মতি ডুরিল—পাঠভেদ। ¶ ঐশ্বর্য্যভাব—পাঠ

পুত্রেরে কহয়ে বাপু কি কহিলে কহ।
কহিলে তো বাক্য তবে কেনে মৌনে রহ॥
বহু যত্ন কৈল রাজা তবু না কহিল।
সভাসদগণে প্রশ্ন করিয়া পুছিল॥
বোলাতোমুয়া এই শব্দ যে কহিল।
ইহার কি অর্থ সবে বিচারিয়া বল॥
বিচারিয়া কহে সবে নৃপতির আগে।
বোলাতোমুয়া ইথে বহু অর্থ লাগে॥
সামান্যত জন্মে রজগুণ আদি জন্মে।
পরনিন্দা আদি ছলে উপজয়ে তমে॥
রাজস্থলে বাক্যদ্বারে দণ্ড-অর্হ * হয়।
মিথ্যাবাক্য আদি ক্রমে নরকেতে যায়॥
গুরু বৈষ্ণবের স্থানে অপরাধ হয়।
সর্ব্বনাশ হয় আর ধর্ম্ম যায় ক্ষয়॥
অতএব সর্ব্বোত্তম মৌন যেই হয়।
কহিলেই মরে এই ইহার আশয়॥
রাজা কহে কৃষ্ণকথা ছাড়িয়া মউন।
তাহার প্রশংসা কিবা কিবা তার গুণ॥
সভাসদ কহে তাহা না বুঝয়ে মূঢ়।
অভিমানী তপস্যা বুঝয়ে অতি গূঢ়॥
মৌন যে কর্ত্তব্য বটে অন্য অন্য কথা।
কৃষ্ণকথা বক্তব্য অবশ্য যথা তথা॥
শৌনকাদি মুনিগণ দেখ মৌনব্রত।
কিন্তু কৃষ্ণকথার সময় উনমত॥
রাজা কহে মোর পুত্র সাধুর লক্ষণ।
তবে কৃষ্ণকথা বিনে থাকে কেনে মৌন॥
সভাসদ কহে ইহার কারণ আছয়।
অনুভব করি ঐছে জাতিস্মর হয়॥
জন্মান্তরে ভজন-বিষয়ে দাগা পাইল।
সেই ভয়ে নৈষ্ঠিক মউন পণ কৈল॥
আর কিছু কহি যে ইহার অনুমান।
শুদ্ধ বিষয়ীর সনে † সদা অবস্থান॥

সদংশে কহিতে * বাক্য নিষ্ঠা নাহি থাকে।
অসদংশে কহিবারে মতি নাহি রোখে॥
এ কারণে অন্তর-বৈরাগ্য মৌনে রহে।
ভক্তিরত্ন হারাই হারাই জ্ঞান যাহে॥
তেঁহো মো-পাপীর ভাগ্যে বাক্য কহে যবে।
চরণে ধরিয়া রত্ন কিছু মাগি তবে॥

৬৮। শ্রীহরিদাস বৈরাগী

বর্দ্ধমান পশ্চিমে মানকর নামে গ্রাম।
তথায়ে অনেক বৈসে তার্কিক ব্রাহ্মণ॥
বিষ্ণুভক্তিহীন † ত্যক্ত-নিজধর্ম্ম শাক্ত।
বৈষ্ণবের দ্বেষ্টা ‡ সদা বিষয়ানুরক্ত॥
হরিদাস নামে এক বৈষ্ণব মহান্।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এক গৃহস্থের স্থান॥
বৈষ্ণবের সেবক জানিয়া উত্তরিলা।
ভকতিপূর্ব্বক গৃহী § আতিথ্য করিলা॥
তার্কিক ব্রাহ্মণগণ দুই চারি তথা।
আসিয়া বসিলা কহে নানা গর্ব্বকথা॥ ¶
নির্ব্বেদ ব্রহ্মানুসন্ধান আর ভক্তি।
বিচারপ্রসঙ্গে বিপ্র কহে কটু উক্তি॥
বিপ্রগণ পরাভব হইয়া না হয়।
বিতণ্ডা করিয়ামাত্র কলহ করয়॥
বৈষ্ণবেরে কটু কথা যতেক কহিল।
সাধু তাহে কিছুমাত্র ক্ষোভ না করিল॥
অবোধ ব্রাহ্মণগণ দুষ্কৃতচরিত।
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নিন্দে অনুচিত॥
তখন বৈষ্ণবচিত্তে ক্রোধ উপজিল।
ক্রোধাবেশে উঠি এক হুঙ্কার করিল॥
তাহাতে আশ্চর্য্য শুন যে ফল ফলিল।
ব্রাহ্মণগণের দশা যেমত হইল॥

* দণ্ড-অর্শ—পাঠভেদ। † শুদ্ধ বিষয়ি-সনে—পাঠভেদ।

* কহিতেও—পাঠভেদ।
† বিষ্ণুধর্ম্মহীন—পাঠভেদ। ‡ বৈষ্ণবের চেষ্টা—পাঠভেদ।
§ 'গৃহে' ও 'গৃহস্থ'—পাঠভেদ। ¶ গল্পকথা—পাঠভেদ।

নিন্দা করিবার কালে যে ভঙ্গিতে ছিলা।
হাত মুখ নাড়ি যথা শির কাঁপাইলা॥
হুঙ্কারমাত্রেতে সেই ভঙ্গিতে রহিলা।
সাধু স্বেচ্ছাময় অন্তর্দ্ধান উঠি গেলা॥
বাক্য নাহি কহে বিপ্র ঘরে নাহি যায়।
অন্যে কেহ জিজ্ঞাসিলে উত্তর না দেয়॥
পিতা মাতা আসি হেরি কান্দিতে লাগিলা।
শিষ্টলোক তথা যেই যেই বসি ছিলা॥
তাঁহারা যে বিবরণ সকলি কহিলা।
বৈষ্ণবের অপমান অনেক করিলা॥
সেই অপরাধে এই প্রকার হইল।
তাঁহা বিনে ইহা-সভার না হইবে ভাল॥
তবে সেই বৈষ্ণবের তলাস লইতে।
গ্রামে গ্রামে গেলা সব ব্রাহ্মণগণেতে॥
কোন স্থানে গিয়া লাগ পাইয়া বৈষ্ণবে।
চরণে ধরিয়া তুষ্ট কৈলা বহু স্তবে॥
ব্রহ্মহত্যা হয় তার উপায় কি কহ।
বৈষ্ণব কহয়ে আছে উপায় করহ॥
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যচন্দ্র শ্রীচরণে।
শরণ লহগা গিয়া নিষ্কপট-মনে॥
সম্প্রতি গ্রামে যে তব তালপুখরিয়ে।
তাহার তীরেতে * এক বৈষ্ণব আছয়ে॥
তাঁহার চরণামৃত লইয়া খাওয়াও।
এখনি যে ভাল হবে উদ্বিগ্ন না হও॥
ব্রাহ্মণ কহয়ে সে যে ডোমজাতি হয়।
কর্ণে হস্ত দিয়া পুনঃ বৈষ্ণব কহয়॥
তোমরা তো বিজ্ঞ হও শাস্ত্র দেখিয়াছ।
তবে কেনে হেন বেদ-বিরুদ্ধ কহিছ॥
চণ্ডাল হইয়া যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হৈতে শ্রেষ্ঠ বেদে কয়॥
ইহার প্রমাণ সাধু অনেক কহিল।
বিপ্রগণ শুনি তাহা কিঞ্চিত বুঝিল॥ †
সাধুদরশন-ফল ফলে দেখ ক্রমে। *
সেই বাক্য তোলাপাড়া করি চিত্ত-ভ্রমে॥
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণকমলে।
তৎক্ষণাত্ত রতি হৈল সাধু কৃপাবলে॥
তথা হৈতে আসি তালপুষ্করণীর পাড়ে।
দাণ্ডাইয়া যুক্তি করে তালবৃক্ষ আড়ে॥
কেহ বলে গুপ্তে উহার পদ ধোয়াইয়া।
আনহ ত্বরিতে মোরা থাকি দাণ্ডাইয়া॥
কেহ বলে একি কথা ভয় কারে কর।
আমি তো ঐ পথে যাব কারে নাহি ডর॥
এতো কহি সেই বৈষ্ণবের চরণামৃত।
অপরাধিগণে আনি দিলা সবে দ্রুত॥
তৎক্ষণাত উপদ্রব-শান্তি যে হইল।
বৈষ্ণব-মহিমা দেখি চমৎকার হৈল॥
সেই হৈতে গ্রামশুদ্ধ বৈষ্ণব হইল।
শ্রীচৈতন্য-পদদ্বন্দ্বে শরণ লইল॥
ঘরে ঘরে মহাপ্রভুর সেবা প্রকাশিল।
বৈষ্ণবচরণামৃত একান্ত করিল॥
মহামহোৎসব ঘটা হইতে লাগিল।
প্রভুর কৃপার এক তরঙ্গ উঠিল॥
তথা শ্রীমান্ সনাতন গোস্বামীর শাখা।
জীবন নামেতে তাঁর † গুণে নাই লেখা॥
তাঁর গুণ কর্ম্ম যশ পশ্চাতে বর্ণিব।
তাঁর পরিবার অই গ্রামে হৈলা সব॥
অতএব সাধুসঙ্গ-ফলের মহিমা।
প্রত্যক্ষ ‡ দেখহ শাস্ত্রে করে যে গরিমা॥
নিগ্রহ করিতে সাধু অনুগ্রহ করে।
এমন § দয়ার নিধি বৈষ্ণবঠাকুরে॥
না জানি কেমন অপরাধ মোর হয়।
ঘৃণা করি মোর প্রতি কেহ না হেরয়॥
হরিদাস ঠাকুর সেই ব্রাহ্মণসজ্জন।
কৃপা কর মোরে মুঞি লইনু শরণ॥

* তলেতে—পাঠভেদ।
† রিঝিল—ক্বচিৎ পাঠভেদ (অর্থ কি ?)

* ফলে ক্রমে ক্রমে—পাঠভেদ। † যাঁর—পাঠভেদ।
‡ প্রত্যক্ষে—পাঠভেদ। § এমতি—পাঠভেদ।

৪৯। চরিত্র শ্রীশ্রীবিষ্ণুপুরী গোস্বামী

শ্রীবিষ্ণুপুরী গোস্বামী পৃথিবীর রত্ন।
কলির জীবের হিতে কৈলা বহু যত্ন ॥
শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র অমৃতসাগর।
তাহা মথি উদ্ধারিলা সুধা পরাৎপর ॥
বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী পরম পদার্থ।
ত্রৈলোক্যের মধ্যে যাহা বিনে নাহি অর্থ ॥
নিষ্কাম নির্ম্মোহ প্রেমানন্দাকারাকার।
শ্রীমান্ পুরী গোসাঞি মহাগুণের সাগর ॥
কাশীপুরে বাসমাত্র ভক্তিপরায়ণ।
ভুক্তি-মুক্তি-আদি কিছু না করে গণন ॥
পুরুষোত্তমে জগন্নাথ হয়ে মহারঙ্গী।
শ্লেষ করি পুরী প্রতি কৈলা এক ভঙ্গী ॥
সেবকগণেরে প্রভু আদেশ করিলা।
ব্যঙ্গে কিছু পুরী প্রতি কহিতে লাগিলা ॥
কাশীতে আছয়ে পুরী তাঁরে গিয়া কহ।
ভুক্তি-মুক্তি-* আশে বুঝি তথায় আছহ ॥
মুঞি বনচারী মোর কি অর্থ আছয়।
দেখিতে বাসনা করি যদি মত লয় ॥ †
এইমত কৃপাবাক্য যাইয়া কহিলা।
শুনিঞা আনন্দে পুরী কহিতে লাগিলা ॥
ভুক্তি দূরে রহু যেই মুক্তি-চতুষ্টয়।
কোটি বৈকুণ্ঠের সুখ যতেক বিষয় ॥
যে হৈতে শুনিলু নাম জগন্নাথ কৃষ্ণ।
সেই হৈতে জগতে না মানি কিছু ইষ্ট ॥ ‡
তেঁহো কে তাঁহার তত্ত্ব কিছু না জানিনু।
কিন্তু অই নাম-রত্ন হৃদয়ে পরিনু ॥
কে জানে সে কাশী গয়া কে জানে মথুরা। §
অই নাম-রত্নমালা গলে কৈনু হারা ॥

ত্রিজগতে যেই রত্ন সভে করে লোভ।
পাছে হারা হই সদা মনে হয় ক্ষোভ ॥
যেখানে সেখানে বুলি গলায় গাঁথিয়া।
তেঁহো যদি বোলাইলা দেখিব যাইয়া ॥
তেঁহো বনচারী সত্য কি ধন আছয়।
যে ধন চাহিব তাহা ধরেয়েছি হৃদয় ॥
আপনা মহত পদ যে ছিল তাঁহার।
বন্ধক রাখিলা তাহা কাছে গোপিকার ॥
তবে রূপরাশি এক অক্ষয় অব্যয়।
যে আছে তাঁহার এই দেখিব আশয় ॥
কৃপা করি তোঁহো যদি বোলাইলা মোরে।
শ্রীঅঙ্গের মালা এক পাঠান আমারে ॥
তবে জানি তাঁর পূর্ণ কৃপা মোরে হয়।
শ্রীচরণ পাব ইহা ভরসা জন্ময় ॥
এ সব কাহিনী লোক যাইয়া কহিল।
শ্রীঅঙ্গের রত্নমালা দিয়া পাঠাইল ॥
প্রভু এক রত্নমালা পুরীর স্থানেতে।
চাহি পাঠাইলা পুনঃ নিজ অভিমতে ॥
মর্ম্ম বুঝি পুরী ভক্তিরত্নাবলী হার।
লইয়া চলিলা হৃদে আনন্দ অপার ॥
পুরুষোত্তম গিয়া পুরী দেখি শ্রীচরণ।
প্রেমানন্দে পরানন্দ পাইলা অনুপাম ॥
রত্নাবলী গ্রন্থ ভেট দিয়া প্রভু-আগে।
পাঠ করি শুনাইলা বহু অনুরাগে ॥
পুরী প্রতি প্রভুর যে কৃপামৃতসিন্ধু।
জগ ভরি হয় * যদি তার এক বিন্দু ॥
সব ধন্য হয় তবে তাপত্রয় যায়।
শুদ্ধ পরমানন্দ-প্রেমেতে ভাসায় ॥
বুঝি কভু তাঁর বিষ্ঠা-কৃমি না জন্মিনু।
যে-হেতুক হেন রত্নে বঞ্চিত হইনু ॥
দন্তে তৃণ করি পুরী-গোসাঞির আগে।
লালদাস † দীনহীন কৃপাদৃষ্টি মাগে ॥

---

* ভক্তি মুক্তি—পাঠভেদ।
†···আছয়ে।···লয়ে—পাঠভেদ।
‡···মনে কিছু নাহি হয় শ্রেষ্ঠ—পাঠভেদ।
§ কে জানয়ে···কে জানয়ে মথুরা—পাঠভেদ।

* হয়ে—পাঠভেদ। † কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।

৫০। চরিত্র শ্রীজ্ঞানদেবজী

বণিক্ জাত্যংশে জন্ম শ্রীল জ্ঞানদেব।
ভক্তিবলে বশ কৈলা সেহ * কৃষ্ণদেব ॥
শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বেদ পঢ়য়ে পঢ়ায়।
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত গ্রামে ভৎর্সন করয় ॥
শূদ্র হইয়াও বেদ করহ পঠন।
তোর গৃহে কেহ নাহি করিব ভোজন ॥
এত কহি গ্রামে লোক কুটুম্ব বারণ।
করি দেওয়াইল কেহ না করে গ্রহণ ॥
সাধুর তাহাতে মাত্র কিছু খেদ নাঞি।
খেদ যে নির্ব্বোধ লোকে তত্ত্ব বুঝে নাঞি ॥
হরিদাসগণে অন-অধিকার কিসে।
বুঝাইতে হৈল, নহে মরিবেক রিষে ॥
এতেক ভাবিয়া এক ভঞিষের গলে।
তুলসীর মালা আর তিলক দিলা ভালে ॥
গ্রামেতে লইয়া তারে ফিরায় পথে পথে।
শ্রুতিপাঠ করে ভৈঁস স্বয়ং পঢ়ে সাথে ॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ গ্রামের যতেক।
চমৎকার হৈল সভার জন্মিল বিবেক ॥
জ্ঞানদেব-চরণে আসিয়া সভে পড়ে।
অপরাধ লাগিয়া কম্পায়মান ডরে ॥
জ্ঞানদেব নম্রভাবে কহে মৃদুস্বরে।
নিবেদন করি কৃপা কর মোর তরে ॥
হরির ভকত-চিহ্ন ভেকমাত্র হয়।
তাহা প্রতি কোপ নাহি করহ মহাশয় ॥
সর্ব্ব-অধিকারী সেই নাহিক সন্দেহ।
হরিভক্তিহীন বিপ্র সর্ব্বানর্হ সেহ ॥
অতএব হরিভক্তি সর্ব্বচূড়ামণি।
চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা গুণ যাহার বাখানি ॥
কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমুখে যে আপনি কহিলা।
ভুবনপাবনী গীতা ভুবি প্রকাশিলা ॥

* যেঁহো—পাঠভেদ।

"অপি চেৎ সুদুরাচারো" ইত্যাদি।
"বিবুধাঃ কিং পুনঃ সর্ব্বে" ইত্যাদি ॥
অতএব হরিভক্ত পূজ্যেতে প্রবীণ।
যদ্যপিহ হয় সর্ব্ব-'সদাচার'-হীন ॥
বেদে অধিকার সর্ব্বযজ্ঞে অধিকার।
"যন্নামধেয়" শ্লোকে বিশেষ প্রচার ॥
সারাৎসার হরিভক্তি বিপ্র কি চণ্ডাল।
এই নিষ্ঠা মোর হৃদে রহু জন্মকাল ॥

৫১। চরিত্র শ্রীত্রিলোচনজী

বণিক্কুলেতে জন্ম ত্রিলোচন নাম।
অনন্যভকতি কৃষ্ণচরণে নিষ্কাম ॥
দয়ার্দ্র-হৃদয় সদা বিষয়-বিরত।
বৈষ্ণব-সেবন যাঁর ঐকান্তিক ব্রত ॥
একস্ত্রী মাত্র ঘরে টহলিয়া নাঞি।
সেবাকার্য্য নাহি চলে উদ্বিগ্ন সদাই ॥
ভকতবৎসল হরি উদ্বেগ দেখিয়া।
ছদ্মরূপে স্বয়ং আইসে হৈয়া টহলিয়া ॥
অতি কৃশ মলিন, মলিন ছিণ্ডা বস্ত্র।
নাহিক দ্বিতীয় বস্ত্র নাহি জলপাত্র ॥
দ্বারে আসি বসি রহে কাঙ্গালের ন্যায়।
ত্রিলোচন সাধু তাঁরে দেখিয়া পুছয় ॥
কে তুমি বসিয়া হেথা কি তব আশয়।
ভিক্ষা যদি লহ আইস আমার আলয় ॥
তেঁহো কহে কাঙ্গাল মুঞি নাহি পিতা মাতা।
টহল বলয়ে যদি করি তবে তথা ॥
অন্তর্য্যামী নাম মোর মোরে সভে জানে।
যার যে কর্ম্মের সমে মোরে ডাকি ভণে ॥
চারিবর্ণ আশ্রমীর যার যে আশয়।
বুঝিয়া করিতে পারি যে কর্ম্মে লাগয় ॥
ত্রিলোচন কহে তবে বেতন কি লবে।
তেঁহো কহে যত খাইতে পারি তাহা দিবে ॥

কিন্তু কেহ মন্দ কহিলে না রব।
তৎক্ষণাৎ উঠি যথা মনে লয় যাব ॥
সাধু বলে ভাল ভাল মোর ঘরে রহ।
কেহো না কহিবে কিছু তোমারে দুঃসহ ॥
বৈষ্ণব-সেবায় তাঁরে নিযুক্ত করিল।
স্ত্রীর নিকটেতে হাথ যুড়িয়া কহিল ॥
লোকটি রাখিনু ইহায় প্রণয়ে রাখিবে।
সাবধান কোন মন্দ কথা না কহিবে ॥
সে যে টহলিয়া সে তো প্রাকৃতিক নহে।
দেখিতে পুলকে দেহ পরম উৎসাহে ॥
সাধু কিছু চিত্ত মর্ম্ম ভাবিয়া না পায়।
ইহারে দেখিতে কেনে অন্তর দ্রবয় ॥
বস্তুশক্তি এমতি যাহার যেই গুণ।
স্বাভাবিক প্রকাশয় অধিক বা ন্যূন ॥
এইরূপে তের মাস অতীত হইল।
একদিন স্ত্রী তাঁর পড়সীতে গেল ॥
পড়সীর স্থানে গিয়া কহে নিন্দা করি।
টহলিয়া রাখিল যে গো তারে আমি হারি ॥
কত যে খাইতে পারে তার সীমা নাই।
তাহারে সকলি দিয়া আপনি না খাই ॥
এইরূপ যবে তেঁহো অনেক কহিল।
দৈবাৎ টহলিয়া তাহা সকলি শুনিল ॥
শুনিঞা তৎক্ষণে * বিভু অন্তর্দ্ধান হৈল।
সাধু শোকাকুল † হঞা মূর্চ্ছিয়া পড়িল ॥
তিনদিন উপবাস কিছু না খাইল।
আকাশবাণীতে প্রভু বৃত্তান্ত কহিল ॥
টহলিহা হই মুঞি ভক্ত-টহলিয়া।
ভক্তগণের টহল করি যে মুঞি গিয়া ॥ ‡
তুমি যে করহ সেবা কিবা আস্বাদনে।
তাহা না হইল মোর জানিতে কারণে ॥
বড়ই আস্বাদ বটে করিয়া জানিনু।
তোমার চরিত্রে বড় পিরীতি পাইনু ॥
আমারে যে ভজে মাত্র তারে নাহি ভজি।
যে মোর ভকতে ভজে তারে নাহি তেজি ॥
এত শুনি সাধু চিত্তে চমৎকার হৈল।
দুঃখিত হইয়া কিছু কহিতে লাগিল ॥
মোরে কৃপা করিবে যদ্যপি মনে ছিলা।
তবে কেনে এমন করিয়া দেখা দিলা ॥ *
ত্রৈলোক্য তোমার দাস, দাসরূপে আইলে।
এ তো কৃপা নহে তব, বঞ্চনা করিলে ॥
সে যা হউ † একবার দয়া করি মোরে।
দরশন দেহ যদি এ তব কিঙ্করে ॥
তবে জানি তোমার করুণা ভৃত্য প্রতি।
তেঁহো কহে তোমার হৃদয়ে বসি নিতি ॥
যখন ভাবিবে মোরে হৃদয়ে দেখিবে।
দেহান্তে আমারে তুমি নিশ্চয় পাইবে ॥
অতএব বৈষ্ণব-সেবার যে মহিমা।
প্রকাশ হইল ত্রিলোচনে যার সীমা ॥
ত্রিলোচন শ্রীচরণে শরণ লইয়া।
লালদাস ‡ মাগে বৈষ্ণবেতে ভক্তিধিয়া ॥

৫২। চরিত্র শ্রীবল্লভাচার্য্য

বল্লভ আচার্য্য নাম মহান্ পণ্ডিত।
গোকুলে বসতি মন কৃষ্ণে নিয়োজিত ॥
শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা স্বয়ং প্রকাশিয়া।
স্থানে স্থানে স্বামীর টীকায় § দোষ দিয়া ॥
শ্রীমদ্গৌরাঙ্গস্থানে গেল শুনাইতে।
আপন পৌরুষ মানি লাগিল কহিতে ॥
শ্রীধরস্বামীর মতে দোষ পড়ে বহু।
তাহা দূষি সদর্থ স্থাপিনু মুঞি পঁহু ॥
ইহা শুনি প্রভু দুই কর্ণে হস্ত দিয়া।
নারায়ণ নারায়ণ স্মরণ করিয়া ॥

---

* তৎক্ষণাৎ—পাঠভেদ। † শোকাকুলি—পাঠভেদ।
‡ ...ভকত টহলা...করিতে মুঞি গেলা—পাঠভেদ।

* কদর্থিলা—পাঠভেদ। † হউক—পাঠভেদ।
‡ কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ। § টীকার—পাঠভেদ।

শ্রীবল্লভাচার্য্য ।

[১৮৬ পৃষ্ঠা

কহেন স্বামীর প্রতি যেই দোষ দেয়।
ভ্রষ্টা করিয়া তারে বেদেতে কহয় ॥
এত শুনি আচার্য্য যে লজ্জিত হইয়া।
গৃহে গিয়া অধোমুখে রহিলা বসিয়া ॥
প্রভু মোরে উপেক্ষা করিলা বলি মনে।
অভিমান করিয়া রহিলা সেই দিনে ॥
সাধুর স্বভাব দ্বিজ বিচারিলা মনে।
ভাগবতটীকা কৈনু দম্ভের কারণে ॥
বিশেষতঃ অন্যের উপরে দোষ দিনু।
কেবল আপন মাত্র গর্ব্ব প্রকাশিনু ॥
প্রভু অন্তর্য্যামী মোর অন্তর জানিঞা।
খর্ব্ব করিবারে কহে ভঙ্গি উঠাইয়া ॥
এতো ভাবি দৈন্যভাবে প্রভুস্থানে গেলা।
শ্রীচরণে ধরি বহু মিনতি * করিলা ॥
প্রসন্ন হইয়া প্রভু আশ্বাস করিলা।
স্বতন্তর † প্রভু এক লীলা প্রকাশিলা ॥
আচার্য্যের লক্ষ্য করি সভার শাসন।
জানাইলা স্বামীর যে টীকা অনিন্দন ॥
আচার্য্যের টীকা যেই অংশগ্রহ-মত।
এক কর্ম্মে বহু কর্ম্ম সাধয়ে অদ্ভুত ॥
আচার্য্য করিল বহু জনের নিস্তার।
তাঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার ॥
তাঁহার সন্তান গোকুলিয়া যে গোসাঞি।
উপাসনা বাৎসল্যেতে হেন আর নাঞি ॥

৫৩। চরিত্র শ্রীভক্তদাস রাজার

ভক্তদাস নাম মহারাজ শুদ্ধমতি।
শ্রীরামচন্দ্রেতে অসাধারণ পিরীতি ॥
এক বিপ্রস্থানে সদা রামায়ণ শুনে।
রাজার বিশেষ প্রেম বিপ্র ভাল জানে ॥
সর্ব্ব-লীলা-কথা কহে যথা স্রোত বহে।
সীতার হরণ কথা বিপ্র নাহি কহে ॥

দৈবাৎ * ব্রাহ্মণ কিছু পীড়িত হইলা।
অন্য ব্রাহ্মণের স্থানে † শুনিতে লাগিলা ॥
রাজার প্রেমের তেঁহো স্বভাব না জানে।
উপস্থিত হৈল সীতাহরণ-আখ্যানে ॥
রাবণ হরণ করি সীতা লৈয়া গেল।
শুনিতেই নৃপচিত্তে ক্রোধ উপজিল ॥
লেঙ্গা তলোয়ার করি ঘোড়াতে চড়িয়া।
মার মার করিয়া ধাইল লম্ফ দিয়া ॥
ক্রোধাবেশে ঘোড়া সহ সমুদ্রে পড়িল।
মৃত্যু না হইল প্রেমামৃতে রক্ষা কৈল ॥
হরির চরণে যার প্রণয় সঞ্চরে।
কাল যে পলায় ভয়ে মৃত্যু ভাগে ডরে ॥
সমুদ্র তথায় পূজা-সম্মান করিল।
রাজা ক্রোধে বলে রাবণিয়া কোথা বল ॥
হেনকালে দয়াল শ্রীরামচন্দ্র আসি।
কোটি চন্দ্র জিনি সহ জানকী প্রেয়সী ॥
মহাভাগ্যবান্ মহারাজের সম্মুখে।
দাণ্ডাইলা মুচকি হাসিয়া চন্দ্রমুখে ॥
তথাচ সংবিত নাহি করে মার মার।
হাসিয়া শ্রীরামচন্দ্র ধরিলেন কর ॥
রাবণিয়া বেটারে যে বধিয়া জানকী।
আনিনু এখনি এই দেখ চন্দ্রমুখী ॥
তখন চেতন পাইয়া সম্মুখে দেখয়।
চমৎকার ত্রৈলোক্যমোহন রূপ হয় ॥
অনিমিষে চাহি মনে বিতর্ক করয়।
এ কি অপরূপ রূপ চমৎকার হয় ॥
নব-কাদম্বিনী সহ স্থির সৌদামিনী।
কিংবা মত্ত-অলি সহ বিকচ নলিনী ॥
কিংবা নীলকঞ্জ সহ সোণার ভ্রমরী।
অথবা অঞ্জনপুঞ্জে হেমের গাগরি ॥
নবঘনে উদিত বা শরদচন্দ্রিকা।
নবীন তমালে কিংবা স্বর্ণের লতিকা ॥

---

* বিনতি—পাঠভেদ।　† স্বতন্ত্র—পাঠভেদ।

* দৈবাত্ত—পাঠভেদ।　† ব্রাহ্মণদ্বারে—পাঠভেদ।

এতেক চিন্তিয়া গলদশ্রুধারা বহে।
শতবার মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়য়ে ॥
রামচন্দ্র কহেন যে বাঞ্ছা থাকে কহ।
ত্রৈলোক্যে সকলি দিব যাহা তুমি চাহ ॥
তেঁহো কহে কি চাহিব তোমায় অধিক।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তাহে ধিক্ ধিক্ ॥
এই রূপ-রত্নযুগ আমার হৃদয়।
সদা ঝকমক * করে করিয়া উদয় ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয় মগ্ন যেন অনন্য বিষয়।
থাকে নিরন্তর এই প্রার্থনা যে হয় ॥
প্রভু কহে তথাস্তু যে তাহাই হইবে।
এখন রাজত্ব কর পিছে মোরে পাবে ॥
তবে কৃপা করি হরি নিজধাম গেলা।
পূর্ণমনোরথ রাজা গৃহেতে আইলা ॥
তাঁহার চরণে কোটি কোটি যে প্রণতি।
যে সৌভাগ্য লাগি ব্রহ্মা শিব আছে ব্রতী ॥ †

৫৪। লীলা-অনুকরণ চরিত্র

শ্রীপুরুষোত্তম করে লীলানুকরণ।
নৃসিংহ হইল কেহ কেহ দৈত্য-ভাণ ॥
যে অনুকরণ যেই করে সেই সেই।
আবেশ অন্তরে হয় তার সাক্ষী এই ॥
নৃসিংহ হইল যেহ হিরণ্যকশিপে।
উরু'পরি নখে বিদারিল সত্যরূপে ॥
হাহাকার করি সভে চমকিত হৈল।
যে মরিল তার পিতা আসিয়া ঘেরিল ॥
তেঁহো কহে ছলে মোর পুত্রেরে মারিল।
কেহো কহে তা না হবে আবেশে বধিল ॥
পিতা রাজস্থানে গিয়া নিবেদন কৈল।
রাজা চমকিত হৈয়া সভা বোলাইল ॥
বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা মনে বিচারয়।
নরের নখেতে নর ফাড়া নাহি যায় ॥
এ কথায় ইহার যে প্রতীত না হবে।
সাক্ষাতে দেখিলে তবে লোকেতে বুঝিবে ॥
তাহাতে কহিলা তুমি হও দশরথ।
যে মারিল তারে কহে হও রামবৎ ॥
রাম বনে পাঠাইয়া দশরথ যথা।
প্রাণ তেয়াগিল কর অনুকরণ তথা ॥
সেই অনুকরণ করিতে মাত্র সেই।
প্রাণ তেয়াগিল সত্য দশরথ যেই ॥
অতএব কৃষ্ণ-রাম আদি বেশ করি।
লীলানুকরণ করে যে যে বেশ ধরি ॥
তাহাতে অবজ্ঞা কেহ কদাচ না কর।
ভগবত-জ্ঞানে তাতে শ্রদ্ধা অনুসর ॥
তার সাক্ষী দেখ পূর্ব্বাপর বৃন্দাবনে।
রাসলীলা করে ব্রজবাসি-আদিগণে ॥
রাধাকৃষ্ণ সাজাইয়া সেই যে বালকে।
পরম ভকতি করি পূজে সব লোকে ॥
তাহার অধরামৃত চরণামৃত লৈয়া।
কাড়াকাড়ি করি খায় পদার্থ ভাবিয়া ॥
অতএব ঈশ্বর আবেশ তাহে জানি।
ভকতি উচিত হয় * ইষ্টসম মানি ॥
লীলা-অনুকরণ অনাদি সিদ্ধ হয়।
অনিরুদ্ধ কৈলা ঊষা-হরণ-সময় ॥
গন্ধর্ব্ব-নর্ত্তনে দ্বারকায় কৃষ্ণচন্দ্র।
যাহা দেখি রসাবেশে হৈলা গৌরচন্দ্র ॥ †
কিন্তু ভক্তজনের ‡ করণে রসাভাস।
কেহ কহে যদি তারে § করিবে উল্লাস ॥

---

* 'ডগমগ' ও 'জগমগ'—ক্বচিৎ পাঠভেদ।
† বৃত্তি—পাঠভেদ।

* হয়ে—ক্বচিৎ পাঠভেদ। † গৌর-ইন্দ্র—পাঠভেদ।
‡ ভকতের—পাঠভেদ।
§ কেহ যদি করে তাহে—পাঠভেদ।

৫৫। চরিত্র শ্রীরতিবন্ত বাঈ

রতিবন্ত নামে এক বাঈ পুরুষোত্তমে।
বাল্যভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণে মতি রমে॥
গ্রামেতে কোথাও শ্রীভাগবত পাঠ হয়।
তার পুত্র শ্রবণ করিতে নিত্য যায়॥
যেই যেই আখ্যান শুনয়ে তথা বসি।
সেই সেই কথা মাতাস্থানে কহে আসি॥
আনন্দিত হইয়া শুনয়ে পুত্রস্থানে।
আন দিন * উদূখল-বন্ধন-আখ্যানে॥
শুনিঞা আসিয়া মাতা-নিকটে কহিতে।
মাতা তাহা শুনি নারে পরাণ ধরিতে॥
হা হা হেন সুকুমার কমলনয়ানে।
কেমনে বান্ধিল রাণী দয়া নৈল মনে॥
ইহা কহি অচেতন হইয়া পড়িলা।
পড়িতেই অমনি † প্রাণ ছুটি গেলা॥
হা হা কিবা ভাব কিবা প্রেম কিবা স্নেহ।
বন্ধন করিলা শুনি তেজিলেন দেহ॥
হায় হায় হেন কবে সুদিন হইবে।
তাঁর পদরজে মতি কবে মোর হবে॥
তাঁহার চরণরজ স্পর্শে অধিকার।
হেন কি সাধনে কবে হইবে আমার॥
কে হেন দয়াল আছে এই ‡ ত্রিভুবনে।
জানিলে শরণ লই তাঁহার চরণে॥
প্রাণ নিকাশিয়া দেই যদি তেঁহো চান।
যদি পাই সে প্রেমসিন্ধুর এক কণ॥
হৃদয় মাণিক হারে যাহারে ধরিনু।
ইহার উপায় যে না দেখি তাহা বিনু॥
সাধ্যে উপায়-সম যে আশ্রয় কৈনু।
ইহার উপায় যে না দেখি তাহা বিনু॥
সর্ব্ববেদসার যেই শাস্ত্রে যা শুনিনু।
ইহার উপায় যে না দেখি তাহা বিনু॥

* আরদিন—পাঠভেদ।　　† অইমনি—পাঠভেদ।
‡ ইহ—পাঠভেদ।

নারায়ণ-কৃপাবলে যে পদ পাইনু।
ইহার উপায় যে না দেখি তাহা বিনু॥
জাহ্নবীর পশ্চিমদিশাতে মণিহার।
তাহার মধ্যে যে * শোভে গৌরাঙ্গ সুন্দর॥
নিবেদন তাঁর পদে দন্তে তৃণ ধরি। †
যদি কৃপা করে সেই শ্রীচৈতন্য হরি॥
তবে এই সুদৃঢ় দুর্ম্মতি-সিন্ধু পার।
হই নহে ত্রিভুবনে গতি নাহি আর॥
তেঁহো যদি কৃপা করি কটাক্ষ করয়।
তবে লালদাস ‡ দীন কৃতকৃত্য হয়॥

৫৬। চরিত্র শ্রীপুরুষোত্তমবাসী মহারাজ

শ্রীপুরুষোত্তমে রাজা পুরুষোত্তম ভক্ত।
একান্ত-নৈষ্ঠিক শ্রীচরণে অনুরক্ত॥
তাঁহার সৌভাগ্য কিছু কহা নাহি যায়।
যাঁর ছিন্নহস্ত-দোনা শ্রীঅঙ্গে পরয়॥
রাজার একান্ত ভক্তিনিষ্ঠা-বিবরণ।
বিস্তারিয়া কহি § শুন অপূর্ব্ব কথন॥
এক দিন রাজা পাশাক্রীড়াতে আছয়।
পাণ্ডা মহাপ্রসাদ-হস্তে আইলা তথায়॥
মহাপ্রসাদ দিয়া নৃপে আশীর্ব্বাদ কৈল।
অন্যমনস্ক রাজা বাম হস্তে নিল॥
পশ্চাত জানিয়া কৈল জিহ্বায় দংশন।
হা হা মুঞি কি কাজ করিল অলক্ষণ॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ বস্তু যে মহাপ্রসাদ।
বাম হস্তে লৈনু কৈনু বড়ই প্রমাদ॥
এই অপরাধ জন্য এই দুই হস্ত।
ছেদন করিতে হয় অবশ্য প্রশস্ত॥
এতো ভাবি নিজ ভৃত্য জল্লাদগণেরে।
নিজহস্ত কাটিবারে কহে বারে বারে॥

* মধ্যেতে—পাঠভেদ।
† করি—পাঠভেদ।　　‡ কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।
§ বিস্তারি কহি যে—পাঠভেদ।

যোড়হস্ত করিয়া তাহারা * যায় দূরে।
ভৃত্য † কি প্রভুর হস্ত কাটিবারে পারে ॥
কেহো যদি না কাটিল কৈল কিছু যুক্তি।
কহে মোর ঘরে এক প্রেত আইসে নিতি ॥
গবাক্ষের দ্বারে হস্ত বাড়ায় বাহিরে।
কি জানি কি কর্ম্ম কিছু নাহি বুঝিবারে ॥
এইমত সিপাইগণেরে বুঝাইয়া।
খড়্গহস্তে সেইখানে রাখে নিয়োজিয়া ॥
যখন বাড়াবে হস্ত কাটিয়া ডারিবে।
তবে মোর প্রেত হৈতে বিঘ্ন দূরে যাবে ॥
এতেক কহিয়া রাজা শয়ন করিল।
মধ্যরাত্রে উঠি তথা হাত বাড়াইল ॥
রাজার কহত মতে প্রেতজ্ঞান করি।
রাজার যে বাম হস্ত কাটে চোট মারি ॥
দয়াল শ্রীজগন্নাথ রাজার চরিত্রে।
দৃঢ়নিষ্ঠা ভক্তি রতি আশয় পবিত্র ॥
জানিঞা দয়ার্দ্র হিয়া কহে ভৃত্যগণে।
রাজার যে ছিন্নহস্ত আনহ ‡ যতনে ॥
আমার বাগিচামধ্যে গাড়িয়া রাখহ।
প্রতিদিন তাহে জল সেচন করহ ॥
প্রভুর যে আজ্ঞা সেইমত আচরিল।
সেই হস্ত দোনা নামে বৃক্ষ উপজিল ॥
অপূর্ব্ব-সৌরভ তার § সুন্দর-দর্শন।
পবিত্র সুসেব্য যে শ্রীঅঙ্গ-আভরণ ॥
অতি প্রিয়তম করে আপনি তোটন।
অদ্যাপি বার্ষিক-যাত্রা মদনভঞ্জন ॥ ¶
রাজার যেমন হস্ত হইল তেমতি।
বিভু কৃপা কৈলে তার কিসে অনির্ব্বৃতি ॥
সেই মহারাজের দাসের অনুদাস।
লালদাস ** জন্মে জন্মে করে অভিলাষ ॥

---

* তাহারা করিয়া যোড়হস্ত—পাঠভেদ।
† চাকর—পাঠভেদ। ‡ আনগা—পাঠভেদ।
§ যে—পাঠভেদ।
¶ দমন ভঞ্জন—কুত্রচিৎ পাঠভেদ। ** কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।

৫৭। চরিত্র শ্রীকরমা বাঈ

মাড়োয়াড় দেশীয় শ্রীজগন্নাথভক্ত।
করমা-বাঈ নামেতে জগতে আছে ব্যক্ত ॥
যাহার খিচুড়ি হরি খাইয়া পিরীতে।
করমা-বাঈর খিচুড়ি যে অদ্যাপি বিদিতে ॥
তাহার বৃত্তান্ত শুন অপূর্ব্ব কথন।
হরিভক্ত সাধুগণ-শ্রবণ-রঞ্জন ॥
বাঈজী প্রভাতে উঠি না ধুইয়া মুখ।
খেচরান্ন পাক করে মনে বড় সুখ ॥
আদরক মরিচ হিং বহু ঘৃত দিয়া।
রন্ধন করয়ে অন্ন অমৃত জিনিঞা ॥
চুলা চৌকা নাহি দিয়া সেইখানে ঢালি।
ভোগ লাগাইয়া বাঈ আনন্দ-আকুলি ॥
জগন্নাথ আসি তাহা করেন ভোজন।
তেন তৃপ্ত আর কোন দ্রব্যে নাহি হন ॥
একদিন এক সাধু বৈরাগী আসিয়া।
অতিথি হইলা শুভ চরিত্র জানিঞা ॥
রতিপ্রেম সর্ব্বগুণালঙ্কৃত দেখিলা।
কিন্তু এক রীত দেখি কিছু ক্ষোভ হৈলা ॥
স্নানাদি না করি পাক করি ভোগ দেয়।
ইহাতে তো কৃষ্ণচন্দ্রের প্রীতি * না জন্ময় ॥
এতো ভাবি বাঈজীকে কহে কিছু নীত।
আচারপূর্ব্বক কৃষ্ণসেবা যে উচিত ॥
প্রাতে চুলা চৌকা মুখপ্রক্ষালন স্নান।
করিয়া পাকাদি করি কৃষ্ণে নিবেদন ॥ †
করহ নতুবা অপরাধ যে জন্ময়।
ভোজনে ‡ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রীতি নাহি হয় ॥
এতো শুনি করমা-বাঈ-জীউ ঠাকুরাণী।
কহয়ে যেরূপ আজ্ঞা করিলা আপনি ॥
সেইমত আচার করিয়া ভোগ দিব।
স্ত্রীজাতি মুঞি নাহি জানি কি করিব ॥

---

* প্রীত—পাঠভেদ। † কর দান—পাঠভেদ।
‡ ভজনে—পাঠভেদ।

পরদিন সেইমত আচার করিল।
ভোগ লাগাইতে দুই প্রহর চড়িল॥
অধিক বেলাতে জগন্নাথে খাওয়াইতে।
মনক্ষোভ হৈল সুখ না জন্মিল চিতে॥
খিচুড়ি খাইতে জগন্নাথ আসি বৈসে।
হেথা শ্রীমন্দিরে ভোগ লক্ষ্মী পরিবেষে॥
আচমন না করিয়া তড়িঘড়ি গিয়া।
মন্দিরে বসিলা প্রভু ভোজন মাগিয়া॥
হস্তে মুখে খিচুড়ি যে লাগিয়াছে দেখি।
সেবকগণেতে তবে কহয়ে চমকি॥
কহ প্রভু কোথায় খিচুড়ি খাইলে গিয়া।
কোন্ ভাগ্যবান্ গৃহে চরণ অর্পিয়া॥
সফল করিলে কার মানবজনমে।
বুঝিলাম সেই ধন্য এ তিন ভুবনে॥
তবে প্রভু আদেশ করিলা পাণ্ডাগণে।
নিত্য মুঞি যাই করমা-বাঈর সদনে॥
অপূর্ব্ব খিচুড়ি করি প্রণয়পূর্ব্বক।
খাওয়ায় আমারে তাহে বড় পাই সুখ॥
নিত্য খাওয়াইত মোরে সকাল করিয়া।
অমুক বৈরাগী গিয়া কু-যুকতি দিয়া॥
নীত শিখাইল তারে আচার করিতে।
সে হেতু বাঢ়য়ে বেলা দুঃখ পাই তাথে॥ *
বেলা হৈলে ক্ষুধা লাগে দ্বিতীয় এখানে।
প্রস্তুত সময় যাইতে হয় † সেইখানে॥
সেখানে সুস্বাদু আর বাঈয়ের পিরীতে।
ছাড়িতে না পারি হয় একান্ত যাইতে॥ ‡
সেথা হেথা ছুটাছুটি না পারি করিতে।
অতএব তাঁর কাজ নাহি আচারেতে॥
পূর্ব্বেতে যেমন করি ভোগ লাগাইত।
তেমতি করিয়া করে তাহে মুঞি প্রীত॥

* যেহেতু…তাতে—পাঠভেদ। † হয়ে—পাঠভেদ।
‡…যে একান্তে হয়ে যাইতে—পাঠভেদ।

আহা কি আশ্চর্য্য দেখ কৃষ্ণে যার প্রীত।
তাহার মহিমা বেদ-বিধি অবিদিত॥
কোটিগঙ্গাতুল্য সেই সুপবিত্র হয়।
তার সাক্ষী দেখ যে জগন্নাথ কহয়॥
অপেক্ষা না কৈল শুচি পিরীতি পাইল।
যেহেতুক পিরীতিপূর্ব্বক খাওয়াইল॥
অতএব পিরীতি যাহার দেহে হয়।
বেদবিধি-বিচার-কিঙ্কর সেই নয়॥
প্রভুর আদেশ শুনি তটস্থ হইল।
বাঈজীর স্থানে গিয়া বৃত্তান্ত কহিল॥
বাঈজী শুনিয়া মহা আনন্দে ভাসিল।
বিকার সাত্ত্বিক অষ্ট শরীরে হইল॥
পূর্ব্ববৎ প্রাতে উঠি খেচরান্ন করি।
জগন্নাথে ভোগ দেয় প্রেমানন্দে ভরি॥
আচার করিতে যে বৈরাগী যুক্তি দিলা।
বিশেষ বৃত্তান্ত শুনি ভয়েতে কাঁপিলা॥
তুষিতে * বাঈজীর স্থানে গমন করিয়া।
দণ্ডবত করি কহে দুহস্ত যুড়িয়া॥
তোমার মহিমা আর প্রভুর আশয়।
আমি কি জানিব ছার কিসে কিবা হয়॥
তোমারে কহিনু মুঞি আচার করিতে।
তাহাতে পাইলা † দুঃখ ক্রোধ হৈল চিতে॥
অতএব আছয়ে তোমার যে নিয়ম।
সেইমত কর তাহে না কর হেলন॥
সেই যে করমা বাঈ নামে অদ্যাপিহ।
খিচুড়ি লাগিয়ে ভোগ স্বর্ণথালী যেহ॥
হে হে শ্রীকরমা বাঈ কৃপাদৃষ্টি কর।
কলিভব-মগ্ন জীবের উপায় বিস্তার॥
শ্রীচরণ শিরে ধর আপন গুণেতে।
অযোগ্য হইব তবে বিচার করিতে॥

* তুরিতে—পাঠভেদ। † পাইয়া—পাঠভেদ।

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীভাবুক-ব্রাহ্মণাদি-ভক্ত-চরিত্র বর্ণন-নাম ত্রয়োদশ মালা॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশ মালা

শ্রীশিলপিল্লা-সেবি-রজকন্যাদি-চরিত্র বর্ণন (১)।

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥

৫০। চরিত্র শ্রীশিলপিল্লা সেবি-কন্যাদ্বয়।

বিষ্ণু-স্বামিসম্প্রদায় সুন্দর আশয়।
এক রাজা আর এক জমিদার হয় ॥
দোঁহাকার এক গুরু নিকট আলয়।
দুই কন্যা দোঁহাকার চমৎকার হয় ॥
তাঁহা-দোঁহার গুণ কিছু কীর্ত্তন করিব।
দুর্ম্মতি-কালসর্প-বিষ আপনা ঝাড়িব ॥
দুই কন্যা সখ্যভাব অলপ বয়েস।
গুরুগৃহে থাকিতেই সদাই আবেশ ॥
একদিন খেলাতে খেলাতে গেলা তথা।
বসিলেক গিয়া গুরু পূজা করে যথা ॥
আচার্য্যব্রাহ্মণ ঘরে অনেক ঠাকুর।
শালগ্রামনামা চক্র শ্রীমূর্ত্তি প্রচুর ॥
দুয়ারে বসিয়া দুটি কন্যা জিজ্ঞাসয়।
ইনি বা কে উনি বা কে পূজিলে কি হয় ॥
গোসাঞি শুনিয়া তাহা হাসিতে হাসিতে।
ঠাকুরতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব লাগিলা কহিতে ॥
সাধুকৃপা কিংবা পুরুষের সংস্কারে।
যতেক কহিলা গোসাঞি পশিল * অন্তরে ॥
কহে মোদিগেরে দুটি ঠাকুরকে † দেহ।
মোরা সেবা করিব কোন্ দুটি দিবে কহ ॥
গোসাঞি কহেন হেন বাক্য নাহি কহ।
এখন বালক বড় হইলে করিহ ॥
মন্ত্র গ্রহণ করাইয়া দিব বিধিমতে।
ঠাকুর সেবার যোগ্য হইবে যাহাতে ॥
মন্ত্র-গ্রহণের কথা যবে সে শুনিল।
মন্ত্র মন্ত্র করি পুনঃ তাহাই ধরিল ॥
ঠাকুর-মন্ত্রের লাগি কাঁদিতে লাগিলা।
গোসাঞি সে এক মহা আপদে পড়িলা ॥
আজি ঘরে যাও কালি দিব যে কহিয়া।
স্তোভ দিয়া পাঠাইলা সান্ত্বনা করিয়া ॥
গোসাঞি অন্তরে কিছু করিলা যুকতি।
শিলাপুত্র দুটি আনি রাখিলেন তথি ॥
কুঙ্কুম-চন্দন-পুষ্প-তুলসী-ভূষিত।
করিয়া রাখিলা তথা ঠাকুর-সহিত ॥
পরদিন দুই কন্যা আইলা তথায়।
ঠাকুর দেহ মন্ত্র দেহ বলিয়া কান্দয় ॥
গোসাঞি কহেন দিব ঠাকুর আর মন্ত্র।
আইসহ লহ ‡ কান্দ কেন, হও শান্ত ॥
এতো কহি সেই দুই শিলাপুত্র দিলা।
কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র কর্ণেতে কহিলা ॥
নামামৃত শ্রবণমাত্রেতে মগ্ন হৈল।
আর কিছু রঙ্গ সেই বালিকার ভেল ॥

---

(১) কোন কোন গ্রন্থে সর্ব্বত্র 'শিলাপিল্লা' এইরূপ আছে।

* পশিল—পাঠভেদ। † ঠাকুর যে দেহ—পাঠভেদ
‡ আইস লহসিয়া—পাঠভেদ।

শিলাপুত্র নাহি জানে ঠাকুর জানিঞা।
গদগদ ভাব হৈল হৃদয়ে * ধরিয়া॥
জিজ্ঞাসয় ঞিহার কি নাম গোসাঞি।
শিলপিল্লা নাম কৃষ্ণচন্দ্র যে সে এই॥
শিলপিল্লা শিলাপুত্র একুই যে অর্থ।
বালকে ভুলায় ঠাকুর বলি অযথার্থ॥
বালক স্বভাব হয় † তর্ক নাহি মনে।
সুদৃঢ় বিশ্বাস হৈল গুরুর বচনে॥
দুই জন দুই শিলা লইয়া সেবয়।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র হৃদয়ে জপয়॥
সেবয়ে সদাই জ্ঞান করি নিজ ইষ্ট।
ক্রমে ক্রমে হৈল তাহে পিরীতি ‡ বর্দ্ধিষ্ঠ॥
অন্য কর্ম্ম তাহার নিদ্রাদি দেহ-চেষ্টা।
সব দূরে গেল হৈল ভক্তমধ্যে শ্রেষ্ঠা॥
শিলপিল্লা প্রাণধন শিলপিল্লা রত্ন।
অন্য কথা নাহি অন্য ধনে নাহি যত্ন॥
রাজার কন্যার স্বামী গৃহে লইবারে।
সদা লোক পাঠায় নাহি চাহে যাইবারে॥
পুনর্ব্বার স্বামী তার আপনি আসিয়া।
অনেক যতন করি চলিল লইয়া॥
পেটারিতে ভরি প্রিয় শিলপিল্লা লৈল।
বক্ষঃস্থলে করি ডুলি আরোহণ কৈল॥
স্বামী তার কহে কিছু দূরেতে যাইয়া।
বৃথাই কেনে বা মর পাথর পূজিয়া॥
ভুলাইয়া গোসাঞি পাথর আনি দিল।
আমার বচন শুন টান মারি ফেল॥
সুদৃঢ় বিশ্বাস তাহে § সে কথা না শুনে।
বজ্রাঘাত তুল্য সেই বাক্য করি মানে॥
জোরাবরি স্বামী তার পেটারি সহিতে।
টান মারি ফেলি দিল পুষ্করণী জলেতে॥

হাহাকার করি তেঁহো কান্দে উচ্চস্বরে।
শিলপিল্লা শিলপিল্লা * করিয়া ফুকারে॥
স্বামী তার মূঢমতি † মর্ম্ম নাহি জানে।
লইয়া চলিয়া গেলা আপন ভবনে॥
তথায় যাইয়া কন্যা অন্ন নাহি খায়।
শিলপিল্লা বলিয়া মাত্র রোদন করয়॥
শাশুড়ী ননদ আর পড়সী যতেক।
আসিয়া ঘেরিল আর ইতর শতেক॥
সকলেই কহে বহু এতো শোকাকুলি।
হইয়া কান্দয়ে কেনে পড়িয়া আথালি॥
শিলপিল্লা বলিয়া ডাকে ইহার কি অর্থ।
দাসীগণ কহে আদ্যোপান্ত যে যথার্থ॥
শিলপিল্লা ঠাকুর যে ঞিহার প্রাণসম।
পতি জলে ডারি দিলা বুঝিয়া বিষম॥
এতো শুনি তার শাশ পুত্ত্রেরে ডাকিয়া।
বহু অনুযোগ কৈলা আক্রোশ করিয়া॥
লোক পাঠাইলা সেই পুষ্করণী যথায়।
খুঁজিয়া পেটারি সহ তুলিয়া আনয়॥
বধূর নিকটে দিলা পেটারি লইয়া।
আঁকু পাঁকু করি হৃদে ধরয়ে উঠিয়া॥
দরিদ্রের হারাধন যেমন মিলয়।
মৃতদেহ মধ্যে যেন পুনঃ প্রাণ পায়॥
তেমতি আনন্দ হৈয়া ‡ সেবাদি করিল।
তাহার প্রসাদে সব বৈষ্ণব হইল॥
সেই শিলা হইতে কৃষ্ণ দরশন দিল।
নিষ্ঠা যে সভার মূল কাঁচে সোণা হৈল॥
কৃষ্ণনাম আকর্ষণী হৃদয়ে পশিল।
পিরীতি যে বশীকার তাহে বশ হৈল॥
পুনঃ জমিদারের কন্যার কথা শুন।
অইমনি শিলপিল্লা প্রতি পিরীতি যে ঘন॥

---

* হৃদয় ধরিয়া—পাঠভেদ। † হয়ে—পাঠভেদ।
‡ বিপরীত—পাঠভেদ (দুর্ব্বোধ) § তাতে…—পাঠভেদ।

* শিলপিল্লাবে শিলপিল্লারে —পাঠভেদ।
† মূঢ় সে তো—পাঠভেদ।
‡ তেমনি আনন্দ হিয়া—পাঠভেদ।

দুই ভ্রাতা তাঁর দুই গ্রামেতে বৈসয়।
অপ্রণয় সদাই লড়াই যুদ্ধ হয় ॥
যুদ্ধে বড় ভ্রাতা ছোট ভ্রাতার ঘর দ্বার।
লুটিয়া লইয়া গেলা যে ছিল তাহার ॥
তাহার সহিত শিলপিল্লা ঠাকুর লঞা গেলা।
ঠাকুর বলিয়া শ্রীমন্দিরেতে রাখিলা ॥
হেথা কন্যা শোকাকুলি শিলপিল্লা লাগিয়া।
উচ্চস্বর করি কান্দে ভূমে লোটাইয়া ॥
অন্যলোকে কহে * বৃথা কান্দ কেনে মাতা।
তোমার তো ভাই সে, না যাহ কেনে তথা ॥
তথায় যাইয়া † শিলপিল্লা থাকে যথা।
য়াইয়া আনিবে ‡ ইথে কি আছে অন্যথা ॥
এতেক শুনিয়া বড়ভ্রাতা-গৃহে গিয়া।
কান্দিয়া পড়িল তথা আছাড় খাইয়া ॥
তটস্থ হইলা সভে জিজ্ঞাসা করয়।
কেনে কান্দ বলি আসি ধরিয়া উঠায় ॥
তেঁহো কহে মোর দেহ হৈতে প্রাণ নিলা।
শিলপিল্লা রত্নধন কাড়িয়া আনিলা ॥
বিশেষ জানিয়া সভে কহয়ে তাহারে।
বাছিয়া লহগা চল ঠাকুর মন্দিরে ॥
মন্দিরে যাইবামাত্র শিলপিল্লা আপনি।
হৃদয়ে আসিয়া লাগে তাহার গুণ গণি ॥
তাহার নিষ্ঠাতে কৃষ্ণ সেইরূপ হৈলা।
পিরীতে তাহারে বুঝি আপনা § সঁপিলা ॥
তাঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার।
লালদাস ¶ মাগে এক বিন্দু যে তাহার ॥

৫৯। চরিত্র শ্রীভক্তনিষ্ঠ রাজা

ভক্তে ভক্তিনিষ্ঠ এক রাজা বিজ্ঞতম।
বৈষ্ণবে একান্ত রতি নাহি যার সম ॥
বৈষ্ণবের ভেক ধরি দুই চারি চোর।
চুরির সন্ধানে গেলা রাজার গোচর ॥
ভক্তিভাবে রাজা পাদ-প্রক্ষালন করি।
সেবা করি বসাইলা পর্য্যঙ্ক উপরি ॥
অন্দরে লইয়া রাণীগণে আজ্ঞা দিল।
চরণ সেবন করি শুশ্রূষা করিল ॥
রাত্রে যবে গৃহবাসী সভে নিদ্রা গেলা।
উঠিয়া রাণীর তবে গলে ছুরি দিলা ॥
মারিয়া রাণীর অঙ্গের গহনা লইয়া।
চলিলা যে দস্যুগণ আনন্দিত হৈয়া ॥
যাইতে যে পথ না পায় ধর্ম্মের এই কর্ম্ম ॥
সারারাত্রি ফিরি বুলে নাহি বুঝে মর্ম্ম ॥
প্রভাতে উঠিয়া দেখি দাস-দাসীগণ।
রাণীর মরণ আর দস্যুর করণ ॥
হাহাকার করি দস্যুগণেরে ধরিয়া।
রাজার নিকটে লৈল বন্ধন করিয়া ॥
রাজা দেখি হাহাকার করিয়া কহয়।
বৈষ্ণবেরে বান্ধে এ কি সর্ব্বনাশ হয় ॥
ভৃত্যগণ কহে মহারাজ নিবেদন।
বৈষ্ণব না হয়, এই হয় * দস্যুগণ ॥
রাণীরে মারিয়া বস্ত্র অলঙ্কার লৈল।
চোরগণ বৈষ্ণবের ভেক ধরি আইল ॥
তথাপিহ রাজা কহে আরে ছাড় ছাড়।
মূর্খগুলা কহে বৈষ্ণবেরে চোরভাঁড় ॥
রাণীর কর্ম্মেতে ছিল নিজ দোষে মৈলা।
না বুঝিয়া তোমরা বৈষ্ণবে দুঃখ দিলা ॥
ঞিহা সভার পাদোদক লইয়া খাওয়াও।
এখনি বাঁচিবে রাণী মোর বাক্য লও ॥
এতো কহি পাদোদক লৈয়া মুখে দিতে।
বাঁচিয়া উঠিল রাণী চাহে চারিভিতে ॥
বৈষ্ণবগণেরে রাজা বহুধন দিয়া।
বিদায় করিল স্তব করিয়া তুষিয়া ॥

---

* 'অন্তলোকে কথা' ও 'অন্তলোকে বলে'—পাঠভেদ।
† যাইয়া তুমি—পাঠভেদ। ‡ লইয়া আসিবে—পাঠভেদ।
§ আপনি—পাঠভেদ। ¶ কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।

* হয়ে—পাঠভেদ।

দস্যুগণ তাহা দেখি বিবেক হইল।
বৈষ্ণবের ভেকমাত্র আমরা করিল॥
তাহার মহিমা এই দেখিনু সাক্ষাতে।
মৃতক জীবন পাইল চরণ-ধউতে॥
এতেক ভাবিয়া * তারা বৈষ্ণব হইল।
সাধু-সঙ্গ লাভ মাত্র † সেই রঙ্গ পাইল॥
রাজার আশ্চর্য্য দেখ বৈষ্ণবে বিশ্বাস।
কে বুঝিবে মর্ম্ম যাথে হরির বিলাস॥
সেই রাজা সেই দস্যুগণের চরণ।
ধূলিকণ লালদাস ‡ করয়ে প্রার্থন॥

৬০। চরিত্র অন্য ভক্তনিষ্ঠ রাজা

হরিভক্ত এক মহারাজ ভক্তসেবী।
উদার চরিত্র যে শাস্ত্রজ্ঞ মহাকবি॥
দৃঢ়ব্রত ভক্তিমার্গে বৈষ্ণবে পিরীতি।
এক ভক্তরাজ আসি হইল অতিথি॥
পাদ ধৌত আদি করি আসন ভূষণ।
ভোজন করায়্যা কৈল অনেক স্তবন॥
বৈষ্ণবের ভক্তিভাব দেখিয়া রাজন।
রাণীর সহিতে হৈল প্রণয়ে মগন॥
বৈষ্ণব বিদায় হৈয়া চাহে যাইবারে।
কিছুকাল রহ রাজা § কহে বারে বারে॥
এইমত বৎসরেক বৈষ্ণব রহিল।
পুনঃ আর নাহি রহে কোমর বান্ধিল॥
রাজা প্রাণ ত্যজিবারে উদ্‌যুক্ত হইল।
রাণী উৎকণ্ঠায় এক যুক্তি ঠাহরিল॥
অনেক মিনতি করি কহিল বৈষ্ণবে।
আজ দিন রহ কালি সকালে যাইবে॥
বহু উপরোধে সাধু সেদিন রহিলা।
রাত্রে নিজপুত্রে রাণী বিষ খাওয়াইলা॥
মরিল নন্দন প্রাতে কান্দিয়া উঠিলা।
অন্তঃপুরে রোদনের ধ্বনি উথলিলা॥
প্রাতে সাধু চলিবার উদ্যোগ করিতে।
দাসী গিয়া কহে কিছু রাণীর প্রেরিতে॥
মহাশয় রাজার যে পুত্রটি মরিল।
কান্দিয়া আকুল রাণী এই দশা হৈল॥
দুই চারি দিবস থাকিলে ভাল হয়।
স্বতন্তর ইচ্ছা তব যেবা মনে লয়॥
বৈষ্ণব ভাবেন মনে এতেক প্রণয়।
বিপদ সময় যাওয়া উচিত না হয়॥
বিবেচনা করি পুনঃ কোমর খুলিলা।
রাজা রাণী মনে মহা আনন্দিত হৈলা॥
অন্তঃপুরে গেল সাধু * সান্ত্বনা করিতে।
দেখে গিয়া রাণী বসিয়াছে আনন্দিতে॥
সাধু কহে এ তো তব আহ্লাদের কাল।
নহে যে তথাপি দেখি আনন্দ উথাল॥ †
হর্ষে তবে কহে রাণী সব বিবরণ।
বিষ খাওয়াইনু পুত্রে তোমারি কারণ॥
পাদোদক দেহ পুত্র বাঁচিবে এখনি।
কৃপা করি দিনকথো থাকহ আপনি॥
পাদোদক লইয়া বালকে যবে দিলা।
নিদ্রাভঙ্গ হৈতে যেন চমকি উঠিলা॥
বিশেষ শুনিঞা আর বিশ্বাস দেখিয়া।
সাধুর আশ্চর্য্য হৈল চমকিত হিয়া॥
বিচার করিল মনে এ হেন সৎসঙ্গ।
সদাই যাহার সনে কৃষ্ণকথারঙ্গ॥
ইহা ছাড়ি অধিক কি লাভে ‡ কোথা যাব।
এই মোর সিদ্ধস্থান হেথাই রহিব॥
রাণীরে কহেন তব এ হেন সদ্‌গুণ।
পুত্রে বিষ খাওয়াইলা বৈষ্ণব-কারণ॥
বৈষ্ণব-চরণামৃতে এতেক বিশ্বাস।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ তব অন্তরে বিলাস॥

---

* ভাবিয়ে—পাঠভেদ। † সাধুসঙ্গ লব মাত্রে—পাঠভেদ।
‡ কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ। § রাজা কিছুকাল রহ—পাঠভেদ।

* রাজা—পাঠভেদ। † প্রবল—পাঠভেদ।
‡ লোভে—পাঠভেদ।

তোমা হেন সৎসঙ্গ ছাড়িয়া কোথা যাব।
এই মোর সিদ্ধস্থান হেথাই রহিব ॥
শুনিতে শুনিতে রাণী আনন্দ-সাগরে।
মগ্ন যে বৈষ্ণব থাকিবেন শুনি ঘরে ॥
রাজন বৃত্তান্ত সব * বিশেষ শুনিঞা।
রাণীরে প্রশংসে বহু গদগদ হিয়া ॥
বৈষ্ণব থাকিল বলি উৎসাহ হইল।
খয়্‌রাত করি † নহবত বসাইল ॥
অতএব কি আশ্চর্য্য বৈষ্ণবে পিরীতি।
কিবা সুচরিত্র নিষ্ঠা কিবা ভক্তিরীতি ॥
আমরা অভাগ্যবন্ত জন্ম অকারণ।
শিশ্নোদরপর মাত্র বৃথাই জীবন ॥
হে হে মহারাজ-রাজ হে হে মহারাণী।
এ দুর্গত জনে অবলম্ব দেহ পাণি ॥
তবে সে নিস্তার পাই নহে কলিভব।
সাগরে ডুবিয়া মরে কিঙ্কর যে তব ॥

৬১। চরিত্র শ্রীমামা-ভাগিনাদ্বয়

মাতুল ভাগিনা দুই অদ্ভুত-চরিত্র।
দোঁহে কৃষ্ণভক্ত সম দোঁহে দোঁহা-প্রীত ॥
দক্ষিণদেশেতে রঙ্গনাথ নামে হরি।
জানয়ে সভাই যে প্রসিদ্ধ জগ ভরি ॥
তাঁহার মন্দির না দেখিয়া দুঃখ মনে।
হইল একান্ত রাগ মন্দির-কারণে ॥
ভ্রমণ করিয়া কোথাও সুযোগ না বনে।
সন্ধান করিলা এক ভাবিয়া দু'জনে ॥
সেবরাগণের সেবা পরশমণির।
সূর্য্যের আকৃতি যেন কিরণ শশীর ॥
যদ্যপি সেবরা-সঙ্গ ‡ নহে যে কর্ত্তব্য।
তথাচ রাগের ধর্ম্ম মানে করি লভ্য ॥

কপটে সেবক গিয়া হৈল সেবরার।
স্পর্শমণি মূর্ত্তি করি চুরির বিচার ॥
পরামর্শ করি দোঁহে সেবরা নিকটে।
সেবক হইলা গিয়া করিয়া কপটে ॥
সেবরা অদ্বৈতবাদী যদ্যপি অগ্রাহ্য।
সেবক হইয়া * তাহে যদ্যপি অপূজ্য ॥
চুরিবৃত্তি যদ্যপিহ অধর্ম্মের কর্ম্ম।
এ সকল যদ্যপিহ বিপর্য্যয়-ধর্ম্ম ॥
তথাপিহ শ্রীকৃষ্ণেতে দৃঢ় অনুরাগে।
কৃষ্ণসুখ হেতু লঞা যায় অন্যমার্গে ॥
কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য।
না থাকে বিচার মাত্র কৃষ্ণসুখ লভ্য ॥
কৃষ্ণের যাহাতে সুখ এই মাত্র জানে।
রাগের স্বভাব লোকধর্ম্ম নাহি মানে ॥
ইহার সিদ্ধান্ত যে কহয়ে ভাগবতে।
তদর্থে যে পাপ সেহ ধর্ম্মের নিমিত্তে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"মন্নিমিত্তে † কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে" ‡
ইত্যাদি ॥

কথোক দিবস থাকি সেবরার স্থানে।
মণিমূর্ত্তি চুরির সদা করয়ে সন্ধানে ॥
কোনোমতে অবকাশকাল নাহি পায়।
মন্দির উপরে এক যুগত § আছয় ॥
উপরে চড়িয়া গিয়া কলস খসায়।
তাহাতে হইল পথ লইতে উপায় ॥
মন্দির ভিতরে মামা পরশ লইল।
ভাগিনা উপরে চড়ি রজ্জু ডারি দিল ॥
রজ্জু ধরি উঠি সেই কলস-ফুকরে।
বগলে লাগিয়া গেল দুই দিগে না সরে ॥

---

* সব বৃত্তান্ত যে—পাঠভেদ। † করিল—পাঠভেদ।
‡ রঙ্গ—কচিৎ পাঠভেদ।

* হইলা—পাঠভেদ। † মন্নিমিত্তং—ইতি বা পাঠঃ।
‡ পাপং ধর্ম্মায়ৈব প্রকল্পতে—ইতি বা পাঠঃ।
§ যুকত—পাঠভেদ।

ভাগিনার হাথে সেই স্পর্শমণি দিয়া।
কহয়ে আমার লও মস্তক কাটিয়া ॥
নতুবা প্রভাতে মোরে দেখিয়া চিনিবে।
অভিলাষ মনের যে কর্ম্ম না হইবে ॥
তুমি শীঘ্র যাই কর রঙ্গনাথালয়।
সুন্দর করিয়া বানাইবে সুখময় ॥
ভাগিনা কহয়ে তব মস্তকচ্ছেদন।
কেমতে করিব মোর নাহি সরে মন ॥
তেঁহো কহে মোর মাথা মুঞি কাটিবারে।
কহিতেছি তাহে তব কি দুঃখ অন্তরে ॥
তবে শির কাটি তার ভাগিনা লইলা।
বানাইতে মন্দির রঙ্গনাথেরে চলিলা ॥
যাইয়া তথায় দেখে মামা রহিয়াছে। *
মন্দির-বানানে কারখানা লাগিয়াছে ॥
এতো অনুরাগ যার শ্রীকৃষ্ণ-চরণে।
তার কি মরণ আছে এ তিন ভুবনে ॥
মামা আর ভাগিনাতে কোলাকুলি করি।
মুচকি হাসয়ে দোঁহে সঙরি সঙরি ॥
শ্রীমন্দির বনিলা যে অতিশয় স্থূল।
অদ্যাপিহ হয় যার নাহি সমতুল ॥
তাঁহার চরণে করি প্রণতি বিস্তর।
মহামোহরোগের যাহাতে প্রতিকার ॥

৬২। চরিত্র মহারাজ হংস-প্রসঙ্গ

দেহে কুষ্ঠব্যাধি এক রাজার হইল।
এক চিকিৎসক আসি রাজারে কহিল ॥
ঔষধ করিব রাজহংসপিত্ত † দিয়া।
মান-সরোবর হৈতে আনহ ধরিয়া ॥
ব্যাধগণে রাজা আজ্ঞা দিল হংস লাগি।
ব্যাধে দেখি অন্যত্র উড়িয়া যায় ভাগি ॥

* বসিয়াছে—পাঠভেদ। † হংসরাজপিত্ত—পাঠভেদ।

না পাইয়া ব্যাধগণ খেদিত হইল।
কেহ এক উপায় যুকতি * কহি দিল ॥
বৈষ্ণবের বেশ ধরি পুনঃ যাও সভে।
ধরিতে পারিবে হংস উড়িয়া না যাবে ॥
এত শুনি বৈষ্ণবের ভেক সভে কৈল।
বৈষ্ণব দেখিয়া হংস নাহি পলাইল ॥
মান-সরোবর-হংস অপ্রাকৃতময়। †
বৈষ্ণবে বিশ্বাস তার স্বাভাবিক হয় ॥
অবিশ্বাসি কর্ম্ম কৈল দুষ্ট ব্যাধগণ।
ধরিয়া লইয়া গেল রাজার সদন ॥
বৈষ্ণবের বেশ ব্যাধগণের দেখিয়া।
আদ্যোপান্ত সব রাজা বৃত্তান্ত শুনিঞা ॥
আপনা ধিক্কার ‡ করি ক্ষোভিত হইল।
বৈদ্য হংস নাহি ছাড়ে বধে প্রবর্ত্তিল ॥
রাজার বিবেক হৈল ভগবানের দয়া।
হংস ছাড়াইতে § প্রভু কৈল কিছু মায়া ॥
উপযুক্ত এক বৈদ্য তাহার হৃদয়।
প্রেরণ করিলা গেলা রাজার সভায় ॥
ঔষধাদি দিয়া ব্যাধি শীঘ্র ভাল কৈলা।
পিঞ্জরা হইতে হংস ছাড়াইয়া ¶ দিলা ॥
ব্যাধগণ বৈষ্ণবের ভেকমাত্র কৈল।
ভেকের মহিমা দেখ রত্ন প্রসবিল ॥
ব্যাধগণের মন তখন নির্ম্মল হইল।
আপনা-আপনি কিছু বিচার করিল ॥
ভেকমাত্রে কৈনু মোরা বৈষ্ণব-আভাস।
তাহাতে হইল পশুপক্ষীর ** বিশ্বাস ॥
বৈষ্ণবের না জানি যে †† কেমন মহিমা।
চল ভাই নীচ কর্ম্মে ‡‡ সব দেহ ক্ষেমা ॥
কার ঘর কার দ্বার কেবা কার হয়।
ছাড়ি সব চল করি কৃষ্ণের আশ্রয় ॥

* যুগতি—পাঠভেদ। † অপ্রাকৃতিময়—পাঠভেদ।
‡ ধিৎকার—পাঠভেদ। § ছোড়াইতে—পাঠভেদ।
¶ ছোড়াইয়া—পাঠভেদ। ** পশুপক্ষের—পাঠভেদ।
†† নাহি জানি—পাঠভেদ। ‡‡ নীচকর্ম্ম—পাঠভেদ।

এতেক বিচার করি বৈষ্ণব হইল।
সর্ব্বত্যাগ করি বৃন্দাবনবাস কৈল॥
অতএব এই দেখ ভেকের মহিমা।
স্পর্শমাত্র * কৃষ্ণে রতি হইল নিষ্কামা॥
সেই যে নিষ্কাম ভক্ত তাঁহার মহিমা।
ব্রহ্মা শিব আদি যার নাহি পায় সীমা॥
সেই ব্যাধ হউ মোর ত্রাণের কারণ।
মস্তকে আমার ধরু অভয়চরণ॥

৬৩। চরিত্র শ্রীমীননাথ গোরক্ষনাথ (১)।

মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ নাম।
দোঁহেই সাধনসিদ্ধ দোঁহেই নিষ্কাম॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এক রাজার সদনে।
অতিথি হইলা রাজা করিলা সম্মানে॥
দাম্ভিক বিষয়ী মত্ত হিংসা ব্যবহার।
স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ হয় তো রাজার॥
মীননাথ সাধু স্বাভাবিক সদাচার।
দেখিয়ে উপজে দয়া দুর্গতি রাজার॥
গোরক্ষনাথেরে কহে কিছুকাল থাকি।
অবৈষ্ণব রাজা ইহ মূঢ়প্রায় দেখি॥
হিতচেষ্টা করি কিছু যদি কৃষ্ণভক্তি।
লওয়াইতে পারি কোমোরূপে দিয়ে শক্তি॥
গোর্খনাথ কহে এই অবৈষ্ণব-স্থান।
এতক্ষণ † নাহি রহা এই তো বিধান॥
পুনঃ পুনঃ গোর্খনাথ বারণ করিল।
কদাচ না শুনে মীননাথ রহি গেল॥
রাজার সহিত মিলি বড় হৈল মেলা।
বহু অর্থ দিলা রাজা করে পাশাখেলা॥

বিধি-বিড়ম্বন দেখ এক হৈতে আর।
হইল মায়ার ফান্দ * উল্টা ব্যবহার॥
বিষয় কুসঙ্গ যে এমতি বলবন্ত।
হেন যে পরমসাধু ভুলিল যথার্থ॥
রাজার সহিত রাজবিষয়ী হইলা।
রাজা নিজ কন্যা তাঁরে বরণ করিলা॥
গোর্খনাথ বহু চেষ্টা করিয়া দেখিল।
ছাড়াইতে † না পারিয়া পলাইয়া গেল॥
ইথি উথি বেড়ায় যে ভ্রমণ করিয়া।
অন্তরে অধিক ‡ দুঃখ গুরুর লাগিয়া॥
কথোক দিবসে রাজা কালপ্রাপ্ত § হৈল।
মীননাথ রাজসিংহাসনেতে বসিল॥
রাজ্যে মত্ত হৈল এক পুত্র জনমিল।
গোর্খনাথ ভ্রমণ করিয়া তথা আইল॥
দ্বারিগণ ভিতরে যাইতে নাহি দেয়।
যাইতে না পায়্যা কিছু সৃজিল উপায়॥
দরোজা-সম্মুখে এক ঢোল বাজাইয়া।
চেৎমছন্দ গোর্খা আয়া ইহাই বলিয়া॥
নাচিতে লাগিল হোথা মীননাথ শুনি।
পরে ¶ সমুঝিলা যে গোরক্ষনাথবাণী॥
ডাকিয়া লইল গোর্খনাথ প্রণমিলা।
সেবাতে আপন নিজ-অন্দরে রাখিলা॥
গোর্খনাথ ব্যাকুল গুরুর চেষ্টা দেখি।
সদাই চিন্তয়ে একক্ষণ নহে সুখী॥
গুরুরে তো নাহি পারে জ্ঞান শিখাইতে।
জিজ্ঞাসার ছলে কিছু লাগিল কহিতে॥
পূর্ব্বে যে সকল তত্ত্ব শিখাইলে মোরে।
হয় কি না হয় কহি তোমার গোচরে॥
যদ্যপিহ না হয় শিখাও ভালমতে।
এতো বলি সব তত্ত্ব লাগিল কহিতে॥

---

(১) গোরক্ষনাথ স্থলে বহু পুস্তকেই 'গোরথনাথ' দৃষ্ট হয়।
* পর্শমাত্র—পাঠভেদ। † একক্ষণ—পাঠভেদ।

* ফন্দে—পাঠভেদ। † ছোড়াইতে—পাঠভেদ।
‡ অত্যন্ত দুঃখ—পাঠভেদ। § কালপ্রাপ্তি—পাঠভেদ।
¶ পরে—পাঠভেদ।

সাধ্যতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব আদি।
সদা-সর্ব্বক্ষণ যে কহয়ে নিরবধি ॥
সর্ব্ব সংস্কার ক্রমে শুনিতে শুনিতে।
নির্ম্মল হইল চিত্ত লাগিলা কহিতে ॥
আরে * গোর্খা কি করিনু কি বিষ খাইনু।
আপনার মুণ্ডেতে আনল জ্বালি দিনু ॥
ধিক্ ধিক্ মোরে এবে কি করিব কহ।
গোর্খনাথ কহে ছাড়ি এখনি চলহ ॥
তেঁহো কহে কিঞ্চিত সম্বল সঙ্গে লই।
গোর্খনাথ কহে প্রভু কিছু কাজ নাঞি ॥
তথাপি † লইল কিছু পুঁটুলি বাঁধিয়ে।
গোর্খনাথ মনে মনে দেখিয়া হাসয়ে ॥
নিকশিলা দোঁহে গৃহে কেহো না জানিল।
বহুদূর গিয়া গোর্খনাথ নিবেদিল ॥
অর্থের পুঁটুলি প্রভু দেহ মোর মাথে।
বেদনা হইবে ভারি দ্রব্য তব হাথে ॥
এতো কহি মাথে করি লইল পুঁটুলি।
দেখে তাহে হীরা মণি মুক্তা নরি নরি ॥
মনে ভাবে এই শত্রু ইথে কিবা কাম।
যোগভ্রষ্টকারী ইহ স্বভাব ‡ বিষম ॥
পশ্চাতে পশ্চাতে § যায় গুরু-অগোচরে।
এক এক লয়ে আর ঝোড়েঝাড়ে ডারে ॥
মীননাথ দেখে পুনঃ ফিরিয়া ¶ চাহিতে।
দ্রব্য টান মারিয়া ফেলায় চারিভিতে ॥
হারে গোর্খা কি করিলে এ-হেন পদার্থ।
টানিয়া ফেলিলি সব বহুমূল্য অর্থ ॥
গোর্খনাথ কহে প্রভু এ কোন্ পদার্থ।
আমি বুঝি এতো মাত্র কেবল অনর্থ ॥
অতিতুচ্ছ দ্রব্য এত প্রস্রাব ** করিতে।
ইহা হৈতে উত্তম নিকশে কতমতে ॥

মীননাথ কহে গোর্খা প্রলাপ কি কহ।
মণি মুক্তা ঝরে তব প্রস্রাবের সহ ॥
গোর্খনাথ কহে দেখ ঝরে কি না ঝরে।
এত কহি প্রস্রাব করয়ে ধীরে ধীরে ॥
মণিমুক্তা আদি কত ঝরিতে লাগিল।
মীননাথ দেখি আপনারে ধিক্ দিল ॥
পরম রতন কৃষ্ণভক্তি তাহা ছাড়ি।
অতিতুচ্ছ রাজ্যপদ * অন্ধকূপে পড়ি ॥
মৃত্তিকাবিকার যে প্রাকৃত মণিরত্ন।
মায়ার অধীন হৈয়া কৈনু তাহে যত্ন ॥
আরে গোর্খা তুঞি মোরে উদ্ধার করিলি।
শিষ্য হৈয়া গুরুবত কার্য্য যে † কৈলি ॥
তখন জঞ্জাল গেল নির্ম্মল হইল।
পূর্ব্বমত দোঁহে পরানন্দ যে পাইল ॥
অতএব গুরু তো সভারে হয় ত্রাতা।
শিষ্যেও কখনো হয় ‡ গুরুর যোগ্যতা ॥ §
ইহাতে বুঝিয়া ভাই সাবধান হও।
কুসঙ্গ যে কালসর্প ¶ সদাই ডরাও ॥
অন্য সর্প দংশিলে যে মন্ত্রে নিবারয়।
কুসঙ্গ-সর্পের দংশে অবশ্য মরয় ॥
দন্তে তৃণ করি নিবেদয়ে লালদাস।
অবৈষ্ণব সঙ্গে যেন নাহি হয় বাস ॥ **

৬৪। চরিত্র মহাজন সদাব্রতী (১)

মহাজন সদাব্রতী ভক্ত-অগ্রগণ্য।
বৈষ্ণব-পিরীতে রীতি এক-ধন্য-ধন্য ॥

---

* [illegible]—পাঠভেদ। † তথাচ—পাঠভেদ।
‡ সভারে—পাঠভেদ। § পশ্চাৎ পশ্চাৎ—পাঠভেদ।
¶ ফিরিতে—পাঠভেদ। ** প্রস্তাব—পাঠভেদ (দুর্ব্বোধ্য)।

* রাজ্যাস্পদ—পাঠভেদ।
† শিষ্য হৈয়া যে গুরুবত কার্য্য—পাঠভেদ।
‡ শিষ্য কখনো হয়ে—পাঠভেদ।
§ যোগিতা—পাঠভেদ। ¶ কুসঙ্গ সে কালসর্পে—পাঠভেদ।
**...কৃষ্ণদাস।...নব স্নেহ বাস ॥—পাঠভেদ।
(১) সদাবৃত্তি—কচিৎ পাঠভেদ।

কৃষ্ণ তাঁর নিষ্ঠা বুঝিবার হেতু মায়া ।
করিয়া আইলা রূপ বৈষ্ণব হইয়া ॥
বৈষ্ণব পাইয়া মহাজন সদাব্রতী ।
আনন্দকৌতুকে সেবা করি করে স্তুতি ॥
কথোক দিবস তাঁর গৃহেতে রহিলা ।
ভক্তি বুঝিবারে প্রভু কৈলা এক লীলা ॥
পুত্র তাঁর অতিশিশু ভূষিত ভূষণে ।
নির্জ্জনে লইয়া গেল বধের কারণে ॥ *
ঘাড় মুচুড়িয়া তারে মারিয়া ডারিলা ।
ধূলা কাঁটা কুটা দিয়া ঢাকিয়া রাখিলা ॥
দুই-প্রহরতক শিশু না আইল ঘরে ।
খুঁজিয়া না পায় মাতা কান্দে উচ্চস্বরে ॥
দাসী গিয়া কহে সেই বৈষ্ণব নিকটে ।
তুমি যে লইয়া গেলা দেখিয়াছি বাটে ॥
বরঞ্চ গহনা লও শিশু আনি দেহ ।
বৈষ্ণব কহয়ে মোর নাম নাহি কহ ॥
মনোবৃত্তি প্রকাশকরণে † বাঞ্ছা হয় ।
তথাপিহ ভঙ্গি করি দাসীরে কহয় ॥
যদি দেখিয়াছ তুমি না কহিও কথা । ‡
মারিয়াছি আমি বটে কি করিব মাতা ॥
গহনাগুলিন যে বরঞ্চ তুমি লহ ।
মোর নাম প্রকাশ করিয়া নাহি কহ ॥
দাসী কহে রাখিলে যে কোথায় মারিয়া ।
তেঁহো কহে চল যাই দেই দেখাইয়া ॥
এতো কহি তথা গিয়া ধূলামাটি ডারি ।
উঠাইয়া দিল শব § ভয়ভঙ্গি করি ॥
দাসী মৃত বালক আনিল ¶ কোলে করি ।
তুফান উঠাল সেই বৈষ্ণব-উপরি ॥
মহাজন আসি দাসমুখেতে শুনিল ।
বৈষ্ণবের কর্ম্ম ইহা প্রতীত না হৈল ॥
বৈষ্ণবের ক্ষুদ্র পাপে প্রবৃত্তি না হয় ।
এ তো না সম্ভবে যাথে দয়ালু-হৃদয় ॥
দাসী কহে নিজমুখে কবুল হইল ।
তেঁহো কহে সেহ কোন কারণে কহিল ॥
দয়াল বৈষ্ণব-চিত্ত পরের কি জানি ।
দুঃখ হয়ে বলি দোষ মানয়ে আপনি ॥
এতো কহি বৈষ্ণবের পাদোদক আনি ।
বালকের মুখে দিতে বাঁচিল অমনি ॥ *
মহাজন সদাব্রতী পত্নীর † সহিতে ।
চরণে পড়িয়া কান্দে ভয় মানি চিতে ॥
দাসী মোরে কটুবাক্য তোমারে কহিল ।
অপরাধ ক্ষেম মোর শরণ লইল ॥
চরণ অমৃত দিয়া পুনঃ বাঁচাইলে ।
ভৃত্য বলি আপনার বড় কৃপা কৈলে ॥
কন্যা এক আছে মোর বিবাহের যোগ্যা ।
চরণে অর্পিতে ‡ চাহি যদি হয় আজ্ঞা ॥
সদাব্রতী মহাজনে বড় তুষ্ট হৈল ।
কন্যা যে বিবাহ করি এক লীলা কৈল ॥
অতএব কত প্রীতি § দেখহ বৈষ্ণবে ।
অলৌকিক ভাব যাহা লোকে না সম্ভবে ॥
তাহার চরণে করি কোটি নমস্কার ।
আমা-সভার এ জন্মের ফল এই সার ॥

৬৫। চরিত্র শ্রীভুবন চৌহান

ভুবন চৌহান নাম রাজার জমাদার ।
কৃষ্ণে নিয়োজিত মন গুণের সাগর ॥
কর্ম্মেতে কুশল রাজা অতি প্রীতি ¶ করে ।
মৃগয়া করিতে গেল রাজার সমিভ্যারে ॥
বনে এক হরিণী যে পূর্ণ গর্ভবতী ।
হঠাৎকার তলোয়ার হানে তাহা প্রতি ॥

---

*...ভূষণে ভূষিত ।...বধের উচিত ॥—পাঠভেদ ।
† 'মনবৃত্তি করণে প্রকাশ' এবং 'কারণে প্রকাশ' পাঠভেদ ।
‡ না কহিও কোথা—পাঠভেদ । § সব—পাঠভেদ ।
¶ আনিঞা—পাঠভেদ ।

* 'ঐমনি' এবং 'অইমনি'—পাঠভেদ ।
† স্ত্রীর—পাঠভেদ । ‡ সঁপিতে—পাঠভেদ ।
§ প্রীত—পাঠভেদ । ¶ প্রীত—পাঠভেদ ॥

বাচ্ছাসহ কাটিয়া পাড়য়ে ভূমিতলে।
দেখি উপজিল দয়া কর হানে ভালে॥
ছি ছি ধিক্ ধিক্ মুঞি কি কর্ম্ম করিনু।
আপনার স্কন্ধে চোট কেনে নাহি দিনু॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে মুঞি আশ্রয় করিল।
তার প্রতিকূল আচরণ এই হৈল॥ *
হেন ধর্ম্ম আমার যে ধর্ম্ম কভু নহে।
আজি হৈতে তলোয়ার না ধরিব দেহে॥
চাকুরী ছাড়িলে যে গুজুরান না চলিবে।
জীবিকা নহিলে কিসে স্ত্রী পুত্র বাঁচিবে॥
অতএব স্বর্ণমুট খাপ বানাইয়া।
কাষ্ঠের তলোয়ার করি গোপন করিয়া॥
তার মধ্যে রাখি যেন না জানয়ে কেহ।
হিংসা না করিতে হয় যাবত এ দেহ॥
এত ভাবি কাষ্ঠের তলোয়ার তাহে † রাখে।
বিপক্ষ তাহার মধ্যে কেহ তাহা দেখে॥
রাজার নিকটে গিয়া ঠগপনা করি।
কহয়ে সে ‡ চৌহানের খাপের ভিতরি॥
কাষ্ঠের তলোয়ার হয় বাহে মাত্র ভাণ।
রাজা না প্রত্যয় যায় নাহি দেয় কাণ॥
পুনঃ পুনঃ প্রতিদিন যদি সে কহয়।
পরখের § হেতু কিছু কৌশল করয়॥
একদিন ফিরিতে চলিলা বাগিচাতে।
পাত্রমিত্র আর চৌহানেরে নিল সাথে॥
বাগিচার পুষ্করণীর তীরেতে বসিয়া।
রাজা কহে সভাকারে হাসিয়া হাসিয়া॥
কেমন তলোয়ার কার দেখাও খুলিয়া।
ক্রমেতে দেখাও সভে বাহির করিয়া॥
ভুবন চৌহান ভাবে হায় কি করিব।
কাষ্ঠের তলোয়ার যে কেমনে নিকশিব॥
রুটি যাবে আর যে লজ্জার সীমা নাঞি।
এ বিপদ হইতে যদি রাখেন গোসাঞি॥

* কৈল—পাঠভেদ। † তাথে—পাঠভেদ।
‡ কহয়েই—পাঠভেদ। § পরীক্ষার—পাঠভেদ।

মনে ভাবে হে কৃষ্ণ হে লজ্জানিবারণ।
এবার রাখহ প্রভু তোমার শরণ॥
এতো ভাবি * খাপে হৈতে নিকাশে তলোয়ার।
কাষ্ঠ ঘুচি হৈল যেন হীরার বিকার॥
সভা হৈতে শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব অংশেতে জিনিঞা।
বিজুরী চমকে যেন চৌদিগ ব্যাপিয়া॥
সভে প্রশংসয় নৃপের সংশয় মিটিল।
চুকুলি † যে কৈল তারে বধিতে কহিল॥
সাধুর স্বভাব চৌহানের দয়া হৈল।
দাণ্ডাইয়া রাজা-আগে নিবেদন কৈল॥
উহার না দোষ যে না মোর কিছু গুণ।
সকলের মূলমাত্র বিভুর করুণ॥
আদ্যোপান্ত সব বিবরণ নিবেদিল।
রাজা শুনি চৌহানের প্রতি তুষ্ট হৈল॥
রোজিনা ‡ যে ছিল তাহা দ্বিগুণ করিয়া।
বন্ধান করিয়া দিল অনেক তুষিয়া॥
ঘরে বসি থাক কৃষ্ণ ভজন করহ।
আমার যে কর্ম্ম যুদ্ধ বিগ্রহে § না যাহ॥
কৃষ্ণকৃপা যারে তার কিসে অনির্ব্বৃতি।
তাহার চরণে কোটি দণ্ডবত নতি॥

৬৬। চরিত্র শ্রীরূপ চতুর্ভুজ ঠাকুর পূজারি

রূপ-চতুর্ভুজ-ঠাকুর দক্ষিণ মুলুকে।
জগতে প্রসিদ্ধ হয় জানে সর্ব্বলোকে॥
পূজারি ঠাকুর সাধু মহা-অনুভব।
ঠাকুর তাঁহার বশীভূত যে সম্ভব॥ ¶
রাজা রাজপুত রাণা-খ্যাতি পুরুষাক্রান্তে।
ঠাকুর দর্শনে তথা ** আইল সন্ধ্যা-অন্তে॥
ভোগ লাগি শয়নে আছয় সে সময়।
দরশন না হইল রাজা চলি যায়॥ ††

* ভাবে—পাঠভেদ। † 'চুকলি' ও 'চুগাল'—ক্বচিৎ পাঠভেদ।
‡ মাহিনা—ক্বচিৎ পাঠভেদ। § যুদ্ধ বিক্রমে—পাঠভেদ।
¶ যৎসম্ভব—পাঠভেদ। ** রাজা—পাঠভেদ।
††…আছয়ে…।…নহিল রাজন…—পাঠভেদ।

এইকালে পূজারি যে * শ্রীঅঙ্গ হইতে।
পুষ্পহার আনি দিল রাজার গলাতে ॥
দৈবাত মালাতে এক পাকা চুল ছিল।
রাজা তাহা দৃষ্টিমাত্রে অগ্নিসম হৈল ॥ †
রাজা ক্রোধে কহে আরে ব্যাধ অনাচার। ‡
নখ-কেশ বলি তব নাহিক বিচার ॥
পাকা চুল পুষ্পহারে আইল কি মতে। §
হঠাত পূজারি কহে শ্রীমস্তক হৈতে ॥
কহিয়া ভাবয়ে অসম্ভব কি কহিনু।
পুনঃ ভাবে সেই সত্য কহিনু কহিনু ॥
রাজা পুনঃ গালি পাড়ি তিরস্কার ¶ করয়।
হারে ধৃষ্ট ** শ্রীঅঙ্গে কি পাকা চুল হয় ॥
পুনশ্চ পূজারি কহে হুঁ হুঁ †† মহারাজ।
পক্ক চুল শ্রীমস্তকে করয়ে বিরাজ ॥
ক্রোধে রাজা কহে পুনঃ পারিবে দেখাতে।
তেঁহো কহে যে আজ্ঞা দেখাব দিবসেতে ॥
রাজা কহে যদি কল্য না পার ‡‡ দেখাতে।
নতুবা করিব দূর করিয়া উচিতে ॥
এতো কহি রাজা চলি গেলা নিজ গৃহে।
পূজারি উদ্বিগ্ন-মনা §§ চিত্ত স্থির নহে ॥
মোর দণ্ড করুক তাহাতে ¶¶ নাহি দায়।
পাছে মোরে প্রভুসেবা হইতে ছুটায় *** ॥
এতো ভাবি ঠাকুরের চরণ স্মরিয়া। ††† *
কাকুবাদ করে বহু স্তবন করিয়া ॥

তোমার চরণ প্রভু শরণ আমার।
অপরাধ ক্ষমা করি রাখহ এবার ॥ *
আমার ভকতি নাহি তুমি তো দয়াল।
ভৃত্যের রক্ষার হেতু ধর শ্বেতবাল ॥
এতো কাকু উক্তি যদি করিল ভকত। †
তৎক্ষণে মস্তকে চুল নিকশিল শ্বেত ॥
বিপ্র সাধু সারানিশি গুণ-গান করি।
প্রেমানন্দ-নীরে ভাসে আপনা পাসরি ॥
প্রাতে রাজা কোপে পদাতিক পাঠাইলা।
বিপ্রেরে আনহ মোরে পরিহাস কৈলা ॥
ঠাকুরের শিরে কহে ‡ সাদা চুল হয়।
এইমত মিথ্যা কহি মোরে বিড়ম্বয় ॥
পদাতিক আসি কহে ত্বরিত § চলহ।
পূজারি কহেন মহারাজে গিয়া কহ ॥
শ্বেত কেশ প্রভু-শিরে হয় কিনা হয়।
আসিয়া দেখুন তবে ¶ কি ফল যাওয়ায় ॥
পদাতিক গিয়া নৃপে নিবেদন কৈলা।
রাজা নিয়মিত মতে দরশনে আইলা ॥ **
যাইয়া দেখয়ে চন্দ্রবদন উজ্জ্বল।
আর এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য পক্কবাল ॥ ††
অপ্রাকৃত রূপ সেই অপ্রাকৃত বাল।
কাঁচা পাকা চুলে তাঁর ‡‡ সকলি নেহাল ॥
সুন্দর যে হয় তার সকলি সুন্দর।
মৃত্তিকাও মাখিলে সে হয় মনোহর ॥ §§
দেখিয়া রাজার চমৎকার হৈল চিত্তে।
অনিমিখে চাহে যেন পুত্তলিকা ভিত্তে ॥
দেখিতে দেখিতে যে কুতর্ক উঠে মনে।
বুঝি এ কৃত্রিম চুল করিল ব্রাহ্মণে ॥

---

* পূজারিজী—পাঠভেদ।
† দৈবাত্ত··· ।···দৃষ্টমাত্রে—পাঠভেদ।
‡ হারে ব্যাধ দুরাচার—পাঠভেদ।
§ কেমতে—পাঠভেদ। ¶ পাড়ে ত্রেস্কার—ক্বচিৎ পাঠভেদ।
** 'ভ্রষ্ট' এবং 'শ্রীঅঙ্গেতে'—পাঠভেদ।
†† পুনশ্চ পূজারি সে কয় মহারাজ—পাঠভেদ।
‡‡ পার দেখাইতে—পাঠভেদ।
§§ উদ্বিগ্ন মন—পাঠভেদ। ¶¶ তাহার—পাঠভেদ।
*** পাছে মোর প্রভুর যে সেবাতে ছুটায়—পাঠভেদ।
††† চরণে ধরিয়া—পাঠভেদ।

*···চরণে··· ।···ক্ষমা···রাখ একবার।—পাঠভেদ।
† করি কহিলে ভকত—পাঠভেদ। ‡ কই—পাঠভেদ।
§ তুরিতে—পাঠভেদ। ¶ শির—পাঠভেদ।
** গেলা—পাঠভেদ। †† পক্কচুল—পাঠভেদ।
‡‡ কি তাঁর—পাঠভেদ। §§ মৃত্তিকা মাখিলে সেহ—পাঠভেদ

এতো ভাবি নিকটে যাইয়া এক গাছি।
ধরিয়া টানিল রাজা মুচকি মুচকি ॥
টানিতেই রক্তধারা বহিয়া পড়িল।
ভয়ে চমকিত রাজা পাছুতে হটিল ॥ *
তখন বিপ্রের পায়ে পড়িয়া মিনতি।
করিল কতেক বহু দণ্ডবত নতি ॥ †
কিন্তু সেই হৈতে রাজা রাজার সন্তানে।
আজ্ঞা নাহি ঠাকুরের গিয়া দরশনে ॥
যেই দরশনে যায় তৎক্ষণেতে ‡ মরে।
অদ্যাবধি দরশনে নাহি যায় ডরে ॥
অতএব ভক্ত-অনুরোধ করি হরি। §
অলৌকিক প্রকট করয়ে রূপ ধরি ॥
সেই যে পূজারি তাঁর চরণে শরণ।
লইবারে ধায় লালদাস ¶ দীনজন ॥

৬৭। চরিত্র শ্রীকমধ্বজ
(কামধ্বজ)

চারি ভাই হয় রাণা-রাজার চাকর।
তার মধ্যে হয় এক কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥
কমধ্বজ নাম তাঁর কৃষ্ণ ** অনুরাগে।
রাজকর্ম্মে নাহি যায় বিষয়-বিরাগে ॥
গ্রামের নিকটে বন তাহে †† কৈল বাস।
ঘরে আসি অন্ন খাইয়া যায় এক গ্রাস ॥
অন্য ভাইগণ বহু তিরস্কার করে। ‡‡
কে এতো রোজগার করি খাওয়াইবে তোরে ॥
চাকুরি ছাড়িয়া কর বনে বসি ধ্যান।
মরিলে না গতি মোরা করিব কখন ॥

* চমকিয়া·· হাঁটিল—পাঠভেদ।
† ·· পায়ে করিল···।···রাজন···স্তুতি ॥—পাঠভেদ।
‡ তৎক্ষণাত—পাঠভেদ।
§ ভক্তি অনুরোধে—পাঠভেদ।
¶ কৃষ্ণদাস হীনজন—পাঠভেদ।
** নাম শ্রীকৃষ্ণেতে অনুরাগে—পাঠভেদ।
†† তাঁহা—পাঠভেদ।
‡‡ 'করে তিরস্কারে' এবং 'করয়ে ত্রেস্কারে'—পাঠভেদ।

এতো যদি ভ্রাতাগণ কহিল নিষ্ঠুর।
তেঁহো তবে কহে কিছু করিয়া মধুর ॥
তোমরা চাকুরি কর মুঞি না বেকার।
যেঁহো সকলের ভর্ত্তা চাকর তাঁহার ॥
তোমার ভরসা নাহি করি খাইবারে।
অভাব কিসের আছে তাঁহার সরকারে ॥ *
মরিলে কি গতি ভাই তোমরা করিবে।
ত্রিভুবনে গতি যেই সেই করি লবে ॥
এতেক কহিয়া সেই সঙ্গ ছাড়ি দিলা।
বনে বসি রামনাম জপিতে লাগিলা ॥
ভর্ত্তা যেঁহো তেঁহো কোন ছলেতে তাহার।
প্রতিদিন সেই বনে যোগান আহার ॥
কথোক দিবসে যবে কালপ্রাপ্ত হৈল।
শ্রীল হনুমান আসি তার গতি কৈল ॥ †
ভকতের প্রতিজ্ঞা যে তাহাই হইল।
প্রকারে সে কপিরাজ ‡ লোকে ব্যক্ত কৈল ॥
শ্রীরাম-চরণে যেই এতেক নৈষ্ঠিক।
দয়াল প্রভুর প্রতি যার এতাদৃক ॥ §
তাঁহার চরণে দাস জন্মে জন্মে হই।
লালদাস ¶ অভাগার আর গতি নাঞি ॥

৬৮। চরিত্র শ্রীমহারাজ
শ্রীজয়মল

জয়মল নামে এক রাজা শুদ্ধমতি।
অনির্ব্বচনীয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণে পিরীতি ॥
ভক্তি-অঙ্গ যাজনেতে ** সুদৃঢ় নিয়ম।
পাষাণের রেখ যেন নাহি বেশী কম ॥
শ্যামলসুন্দর-নাম-শ্রীবিগ্রহ-সেবা।
তাহাতে প্রপন্ন †† নাহি জানে দেবী দেবা ॥

* তাহা সবাকারে—পাঠভেদ।
† কতেক···কালপ্রাপ্ত যবে···।···শেষগতি···।—পাঠভেদ।
‡ শ্রী কপিরাজ—পাঠভেদ।
§ ···মোর···।···প্রতি যার···।—পাঠভেদ।
¶ কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ। ** যাজনে যে—পাঠভেদ।
†† প্রসন্ন—পাঠভেদ।

দশদণ্ড বেলাতক * তাঁহার সেবায়।
নিযুক্ত থাকয়ে সদা দৃঢ়নিয়ম হয় ॥
রাজ্য ধন যায় কিবা বজ্রাঘাত হয়।
তথাপিহ সেবাকালে ফিরিয়া না চায় ॥ †
প্রতিযোগী রাজা ইহা সন্ধান জানিঞা।
সেই অবকাশ কালে আইল হানা দিয়া ॥
রাজার হুকুম বিনে সৈন্য আদিগণ।
যুদ্ধ না করিতে পারে করে নিরীক্ষণ ॥
ক্রমে ক্রমে আসি গড় ঘেরে রিপুগণ।
তথাপিহ তাহাতে কিঞ্চিত নাহি মন ॥
মাতা তাঁর আসি কহে করি উচ্চ ধ্বনি।
উদ্বিগ্ন হইয়া যে মাথায় কর হানি ॥
সর্ব্বস্ব লইল আর সর্ব্বনাশ হৈল।
তথাপি তোমার কিছু ভ্রূক্ষেপ নহিল ॥ ‡
জয়মল বলে মাতা কেনে দুঃখ ভাব।
যেই দিল সেই লবে তাহে কি করিব ॥
সেই যদি রাখে তবে কে লইতে পারে।
অতএব আমা সবার উদ্যমে কি করে ॥
শ্যামল-সুন্দর হেথা ঘোড়ায় চড়িয়া।
যুদ্ধ করিবারে গেলা অস্তর-ধরিয়া ॥ §
একাই ভক্তের রিপু সৈন্যকে যে মারি।
আসিয়া বান্ধিল ঘোড়া আপন দুয়ারি ॥ ¶
সেবা-সমাপনে রাজা নিকশিয়া দেখে।
ঘোড়ার সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম শ্বাস বহে নাকে ॥
জিজ্ঞাসয়ে মোর অশ্বে সওয়ার কে হৈল।
ঠাকুরের মন্দিরে কে আনিয়া বান্ধিল ॥ **
সভে কহে কি জানি কে আনিয়ে বান্ধিল ।††
আমরা নাহিক জানি কখন আনিল ॥

সংশয় হইয়ে রাজা ভাবিতে ভাবিতে।
সৈন্য সামন্তসহ চলিল যুদ্ধেতে ॥
যুদ্ধস্থলে গিয়া দেখে শত্রুর যত সৈন্য।
রণশয্যায় শুইয়াছে মাত্র এক ভিন্ন ॥
প্রধান যে রাজা সেই শেষ মাত্র আছে।
বিস্ময় হইয়া ঞিহ কারণ কি পুছে ॥
হেনকালে ঐ প্রতিযোগী যেই রাজা। †
গলে বস্ত্র বান্ধিয়া আইল লঞা পূজা ॥
আসিয়া জয়মল মহারাজার অগ্রেতে।
নিবেদন করে কিছু করি যোড় হাথে ॥
কি করিব যুদ্ধ তব এক যে সিপাই।
পরম আশ্চর্য্য সেই ত্রিলোক-বিজই ॥
অর্থ নাহি মাগোঁ মুঞি রাজ্য নাহি চাহোঁ।
বরঞ্চ আমার রাজ্য গিয়ে তুমি লহ ॥ ‡
শ্যামল সিপাই যেই লড়িতে আইল।
তোমা সনে প্রীতি কি তার বিবরিয়া বল ॥
সৈন্য যে মরিল মোর তারে মুঞি পারি।
দরশন মাত্রে মোর চিত্ত নিল হরি ॥
জয়মল বুঝে § এই শ্যামলজীর কর্ম্ম।
প্রতিযোগী যে বুঝিল তার ইহ মর্ম্ম ॥ ¶
জয়মলের চরণে ধরিয়া স্তব করে।
তাঁহার প্রসাদে কৃষ্ণকৃপা হৈল তারে ॥
তাঁহা সভার শ্রীচরণে শরণ আমার।
শ্যামল সিপাই যেন করে অঙ্গীকার ॥ **

৬৯। চরিত্র শ্রীগোয়াল ভক্ত

এক যে গোয়াল হরিভক্ত অতি ধীর।
গো ভঞিষ রাখে কিন্তু স্বভাব গম্ভীর ॥

---

* বেলাবধি—পাঠভেদ।
† সেবা সমে ফিরি না তাকায়—পাঠভেদ।
‡ ভুরুক্ষেপ নৈল—পাঠভেদ।
§ গেলা তেঁহো অস্ত্র লৈয়া—পাঠভেদ।
¶ রিপু-সৈন্যগণ মারি।…আপন তেওয়ারি ॥—পাঠভেদ।
** বা কে আনি বান্ধিল—পাঠভেদ।
††…কে চড়িল কে আনি বাঁধিল—পাঠভেদ।

* শত্তুরের সৈন্য—পাঠভেদ।
†…অই প্রতিযোগিতা যে রাজা।
গলবস্ত্র হইয়া লইয়া বহু পূজা ॥—পাঠভেদ।
‡…চাই…চাই…রাজ্য চল দিব লহ ॥—পাঠভেদ।
§ বুঝিল—পাঠভেদ।
¶…রাজা যে বুঝিল ইহ মর্ম্ম ॥—পাঠভেদ।
** মোরে কর—পাঠভেদ।

বনে পশু ছাড়ি দিয়া নির্জ্জনে বসিয়া।
কৃষ্ণনাম করে সদা আনন্দিত হৈয়া ॥ *
দৈবাৎ † ভঞ্জিষ এক চোরেতে লইল।
ভঞ্জিষ না মিলে ঘরে মাতা জিজ্ঞাসিল ॥
মাতার ভয়েতে কহে দিল ব্রাহ্মণেরে।
ঘৃতাদি ভোজন করি পুনঃ দিবে ফিরে ॥
ভঞ্জিষ লইল চোরে ‡ দীপান্বিতা দিনে।
সেই সে ভঞ্জিষ সাজাইয়া সুভূষণে ॥
কুলাচার মতে সেই উৎসব করিল।
চরিতে চরিতে সেই দূরবনে গেল ॥
ভক্তের ভঞ্জিষ কৃষ্ণচন্দ্র যে জানিঞা।
রাখালের বেশ ধরি আনে চালাইয়া ॥
গোয়াল-ভক্তের গৃহে আপনি আনিল।
বহু অলঙ্কার সহ গোয়াল পাইল ॥
ভক্তের করিতে হিত সদাই ফিরয়।
অতএব ভক্তপদ সভার আশ্রয় ॥

৭০। চরিত্র শ্রীনিষ্কিঞ্চন ব্রাহ্মণ

হরিপাল-বিপ্রপুত্র নিষ্কিঞ্চন নাম।
বৈষ্ণব-সেবন-ব্রত ভক্ত § অনুপাম ॥
বৃত্তি জীবিকা অর্থ যতেক আছিল।
বৈষ্ণব-সেবায় সর্ব্ব অর্থ ফুরাইল ॥
ঐকান্তিক অনুরাগ বৈষ্ণব সেবায়।
না করিতে পাইয়া ¶ অন্তরে দুঃখ পায় ॥
উৎকণ্ঠাতে দস্যুবৃত্তি করিয়া আনয়।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য দিগ্‌বিদিগ না ** চায় ॥
দিন দুই তিন কোথা কিছুই না পায়।
বড়ই খেদিত হৈয়া ইথি উথি ধায় ॥

* আনন্দিত হিয়া—পাঠভেদ। † দৈবাত্ত—পাঠভেদ।
‡ ভঞ্জিষ যে নৈল চোর—পাঠভেদ।
§ বৈষ্ণব সেবন মাত্র ভক্ত—পাঠভেদ।
¶ না পাইয়া করিতে—পাঠভেদ। ** নাহি—পাঠভেদ।

হেথা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভু উৎকণ্ঠ * হইয়া।
শীঘ্রগতি ভক্তস্থানে চলেন † ধাইয়া ॥
রুক্মিণী সুন্দরী বস্ত্র অঞ্চল ধরিল।
এতো ত্বরা কোথায় যাইবা ‡ মোরে বল ॥
কৃষ্ণচন্দ্র বলে এক ভক্ত বোলাইল।
ঠাকুরাণী বলে তবে মোরে লঞা চল ॥
সুন্দর সুন্দরী দোঁহে ছদ্মরূপ ধরি।
ভূষণে ভূষিত যথা প্রাকৃত নাগরী ॥ §
যেথা ¶ নিষ্কিঞ্চন ভক্ত বনে বসিয়াছে।
তথা দিয়া চলি যায় দোঁহে আগে পাছে ॥
দূর হৈতে দেখি সাধু নিকটে আসিয়া।
রুক্মিণী দেবীর হস্ত কহয়ে ধরিয়া ॥
অঙ্গ-আভরণ মোরে কিছু দিয়া যাও।
নতুবা কাড়িয়া লব নাহি যদি দেও ॥
কৌতুক দেখিতে কৃষ্ণচন্দ্র পলাইলা।
কিঞ্চিত দূরেতে গিয়া চাহিয়া রহিলা ॥
দেবী মনে ভাবে এতো ** বড়ই উৎপাত।
গহনা মাগয়ে নাহি ছাড়ি দেয় হাথ ॥
নেত্র ছল ছল করে ডাকিয়া কহয়।
কোথা গেলে কৃষ্ণ †† মোরে ছাড়িয়া না দেয় ॥
কৃষ্ণ আরো দূরে যান কৌতুক করিয়া।
দেবী উচ্চস্বর করি ডাকে ফুকরিয়া ॥
কৃষ্ণ তাহা শুনি নাহি শুনিতে না পান। ‡‡
দেবী গালি পাড়িতে লাগিলা করি মান ॥
আইনু এমন দুষ্ট ধৃষ্ট সমিভ্যারে।
পলাইল দুষ্ট হস্তে ডারিয়া আমারে ॥ §§

* হেথায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উৎকণ্ঠা—পাঠভেদ।
† চলিল—পাঠভেদ। ‡ যাইতে—পাঠভেদ।
§ বিপ্ররূপ ধরিল…।…প্রাকৃত হইল ॥—পাঠভেদ।
¶ হেথা—পাঠভেদ। ** এই —ক্বচিৎ পাঠভেদ।
†† আঁখি…। কৃষ্ণ কোথা গেলে… ॥—পাঠভেদ।
‡‡ কৃষ্ণ নাহি শুনে নাহি ফিরিয়া তাকান—পাঠভেদ।
§§…ধৃষ্ট দুষ্ট… ।… দস্যুহস্তে…।—পাঠভেদ।

কঙ্কণ দুগাছি সাধু খুলিয়া লইল।
আঙ্গুলির অঙ্গুরী যে * খুলিতে লাগিল ॥
ফাঁফর হইয়া দেবী কিছু না কহয়।
কৃষ্ণচন্দ্র যেদিগে সেদিক নিরীক্ষয় ॥ †
মুচড়িয়া অঙ্গুলি অঙ্গুরী খুলি নিলা।
তবে কৃষ্ণচন্দ্র হাসি তথায় আইলা ॥ ‡
ক্রোধ করি দেবী কহে আর তোমা-সনে।
কোথাও না যাব আমি যাইবে যেখানে ॥
অলঙ্কার কাড়ি নিল § তুমি পলাইলে।
কাপুরুষ প্রায় রক্ষা করিতে নারিলে ॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন দেবী বৃত্তান্ত ইহার।
দস্যু নহে ঞিহ প্রিয়ভক্ত যে আমার ॥
আমার ভক্তের ভক্ত বড় অধিকারী।
অনুরাগ বিশিষ্ট সেবার্থে করে চুরি ॥
দেবী কহে চুরি যে সে অধর্ম্মের ¶ কর্ম্ম।
কৃষ্ণ কহে ইহার আছয়ে কিছু মর্ম্ম ॥
মো-বিষয়ে অনুরাগ যাহার জন্ময়।
মোর সেবা ধর্ম্মাধর্ম্ম হেতু না দেখয় ॥ **
অনুষঙ্গ তাহার †† যে পাপ কর্ম্ম হয়।
পরম ধর্ম্মের জন্য হিত উপজয় ॥

প্রমাণং—

"মন্নিমিত্তে কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে"ইতি।

অতএব বৈষ্ণব-সেবার্থ ইহ ব্যস্ত।
আমার সুখদ ‡‡ সেই যতেক সমস্ত ॥

* ...রত্নাঙ্গুরী—পাঠভেদ।
† ...নাহি কয়।...সেই দিগ নিরক্ষয় ॥—পাঠভেদ।
‡ আঙ্গুল মুচড়ি যে...। তবে কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে তথা আইল—পাঠভেদ।
§ লয়ে—পাঠভেদ। ¶ অধমের—পাঠভেদ।
** মোর সেবা অর্থে ধর্ম্মাধর্ম্ম না দেখয় ॥—পাঠভেদ।
†† অনুষঙ্গ তাহাতে—পাঠভেদ। ‡‡ সুখাস্ত—পাঠভেদ।

বৈষ্ণব না সেবি মাত্র আমারে সেবয়।
মোর ভক্ত মধ্যে সেহ কভু নাহি হয় ॥
বৈষ্ণবের সেবা-অনুরাগে কৈল চুরি।
পাপ যে নহিল প্রীতি * জন্মিল আমারি ॥

আদিপুরাণে—

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।" ইত্যাদি।

এতো শুনি দেবী মনে আনন্দ পাইয়া।
নিষ্কিঞ্চন পানে চাহে স্নেহাবিষ্ট হৈয়া ॥
ছদ্মরূপ ছাড়ি তথা স্বরূপ প্রকাশি।
চতুর্ভুজ রূপ † সহ রুক্মিণী প্রেয়সী ॥
সম্মুখে প্রকাশ হৈলা দোঁহে নিষ্কিঞ্চনে।
কোটি ইন্দু জিনি কান্তি নখর চরণে ॥ ‡
অলৌকিক চিন্ময় পরমানন্দ রূপ।
হঠাৎকার দৃষ্টিপথে হইল অনুপ ॥
হেরি প্রেমানন্দে মূর্চ্ছা হইয়া পড়য়।
অষ্ট সে § সাত্ত্বিক ভাব হইল উদয় ॥
একবার পড়ে আরবার উঠি হেরে।
দণ্ডবত স্তুতি-নতি বারে বারে ¶ করে ॥
কৃষ্ণ নিজ প্রিয়ভক্তে আত্মসাত কৈল।
বৈষ্ণব-সেবনে-কল্পলতিকা ফলিল ॥
অতএব ওরে মন বিবেক ভজহ।
বৈষ্ণব চরণে মতি ** একান্ত করহ ॥
নিষ্কিঞ্চন সাধু পদে প্রার্থনা যে করোঁ।
কিছু উপকার লালদাসের †† বিচারো ॥

* পাপ সেহ নহে প্রীত—পাঠভেদ।
† ছদ্মরূপ...তবে...।...রূপে—পাঠভেদ।
‡...নিষ্কিঞ্চনের।...নিন্দি...নখ চরণের—পাঠভেদ।
§ যে—পাঠভেদ। ¶ স্তুতি নতি বার বার—পাঠভেদ।
** রতি—পাঠভেদ। †† কৃষ্ণদাসের—পাঠভেদ।

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীশিলপিল্লা-সেবি-রাজকন্যা-আদি-চরিত্র-বর্ণন নাম চতুর্দ্দশ মালা ॥ ১৪ ॥

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥

৭১। চরিত্র শ্রীছোট বিপ্র ও বড় বিপ্র

বিদ্যানগরে দুই ব্রাহ্মণ বিশিষ্ট।
কৃষ্ণভক্ত সদাচার মতি শান্ত শিষ্ট ॥
পরামর্শ করি দোঁহে তীর্থভ্রমে গেলা।
অনেক দিবস তীর্থ ভ্রমণ করিলা ॥
ছোট বিপ্র বড় বিপ্রের সেবা যে করিল।
তাহাতেই বড় বিপ্র সন্তোষ হইল ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যবে বৃন্দাবনে গেলা।
গোপাল দর্শন করি আনন্দ পাইলা ॥
বড়বিপ্র ছোটবিপ্রে প্রসন্ন হইয়া।
কহে কিছু তাঁহা প্রতি * গদগদ হিয়া ॥
তুমি মোর উপকার অনেক করিলে।
সেবায় আমারে ঋণী করিয়া রাখিলে ॥
ইহার যে প্রত্যুপকার যদি না করিব।
ঋণগ্রস্ত থাকি কৃতঘ্নতা যে পাইব ॥ †
অতএব গৃহে মোর কন্যা যে আছয়।
তোমারে বিবাহ দিব কহিনু ‡ নিশ্চয় ॥
ছোট বিপ্র বলে তুমি কুলবন্ত হও।
মোরে কন্যা দিবে অসম্ভব কেনে কও ॥
তেহোঁ কহে নাহি মোর § কুলের তাৎপর্য্য।
ধর্ম্ম রক্ষা হয় যাথে সেই মোর কার্য্য ॥

* যাহা হিত—পাঠভেদ। † আমি কৃতঘ্নতা পাব—পাঠভেদ।
‡ কহিল—পাঠভেদ। § মোর নাহি—পাঠভেদ।

তবে ছোট বিপ্র বলে গোপাল প্রমাণে।
যদি কহ তবেত প্রতীত হয় মনে ॥ *
গোপালেরে সাক্ষী তবে উভয়ে করিলা।
কথোক † দিবসে নিজগৃহে চলি গেলা ॥
ছোট বিপ্র কহে তবে কন্যা বিভা দেহ।
বড় বিপ্র কহে যে ‡ অবশ্য দিব রহ ॥
নিজ পরিবারে বিপ্র § বিশেষ কহিল।
ধর্ম্ম প্রতিশ্রুত আছি কন্যা দিতে হৈল ॥
পুত্র বলে এ কেমন হৈলে প্রতিশ্রুত।
অপাত্রেতে কন্যা দিবে অতি অনুচিত ॥ ¶
আমরা কুলীন তেঁহো নীচ জাত্যংশে। **
লোকে নিন্দা করিবেক কুল যাবে বংশে ॥
তেঁহো কহে কি করিব সত্য যে করিনু।
পুত্র কহে দোষ নাহি কহ না কহিনু ॥
তবে যদি কন্যা দিবে কহিনু নিশ্চয়।
বিষ খাব কিংবা ছুরি মারিব গলায় ॥ ††
বিপদে পড়িলা বিপ্র দুই বিপরীত।
ভাবিয়া না পায় কিছু হইলা ‡‡ দুঃখিত ॥
ছোট বিপ্র আসি যবে প্রসঙ্গ করয়।
পুত্র মারিবারে ধায় কটু কথা কয় ॥ §§
মোর পিতা একা তাঁরে ভাঙ্গ খাওয়াইয়া।
অর্থ লুটি নিলা আর চাতুরী করিয়া ॥

*…কহে…। তবে সে… ॥—পাঠভেদ।
† কতেক—পাঠভেদ। ‡ কহয়ে—পাঠভেদ।
§ নিজ পুত্র পরিবারে—পাঠভেদ।
¶…কহে…হৈল।…অনোচিত ॥—পাঠভেদ।
** …ওতো…জাত্য-অংশে।—পাঠভেদ।
†† … দেহ করিনু…।…হৃদয়।—পাঠভেদ।
‡‡ হইয়া—পাঠভেদ।
§§ …করয়ে।…কটু কথা কয়ে ॥—পাঠভেদ।

কহে কন্যা দিবে মোরে মিথ্যা উঠাইল।
সাক্ষী কেহ হয় ইহা সভে * যে কহিল॥
ছোট বিপ্র বলে হয় সাক্ষী এর আছে। †
প্রতিজ্ঞা করহ পঞ্চ ভদ্রলোক কাছে॥
তবে সাক্ষী আনি বোলাইয়া যে কহাই।
পুনঃ যদি অন্যায় না কহ তবে যাই॥
তেঁহো কহে সাক্ষী তব কোথায় আছয়।
ছোট বিপ্র বলে ইহা গোপাল জানয়॥
বৃন্দাবননাথ যোগপীঠে বিরাজয়।
সবে কহে হয় হয় তেঁহো যদি কয়॥ ‡
মনে ভাবে প্রতিমা কি চলিয়া আসিবে।
অসম্ভব এই কথা গোপাল কহিবে॥
তবে পঞ্চ ভদ্রলোক প্রমাণ করিয়া।
ছোট বিপ্র গেলা ব্রজে § গোপাল লাগিয়া॥
তোঁহো কি প্রতিমা বলি জানয়ে গোপালে।
সাক্ষী হৈলে অবশ্য আসিবে মোর বোলে॥
দোঁহাতে জানয়ে দোঁহাকার মনোবৃত্তি।
প্রাকৃতিক বুদ্ধি যার করয়ে আপত্তি॥ ¶
এত যে আগ্রহ নহে বিবাহের লাগি।
বড় বিপ্র পাছে হয় অধর্ম্মের ভাগী॥
সাধুর স্বভাব পর-পীড়ায় পীড়িত।
অতএব ছোট বিপ্র-চিত উৎকণ্ঠিত॥ **
হেথা বড় বিপ্র অতি কাতর হইয়ে।
গোপালের স্তুতি করে মিনতি করিয়ে॥ ††
তোমার কিঙ্কর মুঞি তুই রক্ষা কর।
পরিবার বাঁচে আর সত্যেতে নিস্তার॥ ‡‡

* জানে—পাঠভেদ।
† · কয় হয় হয় সাক্ষী আছে—পাঠভেদ।
‡ তেঁহো যে কহয়—পাঠভেদ।
§ ব্রজ—পাঠভেদ।
¶ দুঁহাতে…দুঁহাকার…।…যার…—পাঠভেদ।
**…হয় পরেতে…।…উৎকণ্ঠিত চিত।—পাঠভেদ।
††…হইয়া।…মিনতি করিয়া।—পাঠভেদ।
‡‡…হই মুঞি রক্ষা কর…।…অসত্যে…॥—পাঠভেদ।

সাক্ষী আসিয়া প্রভু দেহ কৃপা করি।
তোমার এ যশ প্রভু * রবে জগভরি॥
হোথা শ্রীমান্ ছোট বিপ্র † বৃন্দাবনে গিয়া।
গোপালে যতন করে সাক্ষীর লাগিয়া॥
গোপাল কহেন মুঞি প্রতিমা হইয়া।
কেমনে যাইব পথে চরণে চলিয়া॥
বিপ্র বলে নাহি পার চলিতে চরণে।
প্রতিমা হইয়া তবে কথা কহ কেনে॥
হাসিয়া গোপাল তবে কহেন ব্রাহ্মণে।
তবে চল যাই সাক্ষী দিতে তব সনে॥
এক সের অন্ন মোরে ভোগ লাগাইবে।
পিছে পিছে যাব তব ফিরি ‡ না চাহিবে॥
যেইখানে ফিরিয়া চাহিবে আমা পানে।
আর আমি নাহি যাব থাকিব সেখানে॥ §
বিপ্র বলে যাও কিনা জানিব ¶ কেমনে।
নূপুরের ধ্বনি মোর শুনিবে শ্রবণে॥
ভাল ভাল বলি বিপ্র অগ্রসর হৈল।
গোপাল তাহার পাছে পাছেতে ** চলিল॥
গ্রামের নিকটে আসি নূপুর ছিদ্রেরে।
বালি সান্ধাইলা †† আর রব নাহি করে॥
ব্রাহ্মণের মনে কিছু সন্দেহ হইল।
গোপাল না আইসে বলি ফিরিয়া চাহিল॥
হাসিয়া গোপাল সেইখানে রহি গেলা।
গ্রামে গিয়া ছোট বিপ্র সভারে কহিলা॥
আশ্চর্য্য মানিয়া সভে দেখিতে আইলা।
তার মধ্যে উপযুক্ত যে যে লোক ছিলা॥
সাক্ষীর স্বরূপ তাহাদিগেরে কহিলা।
আকাশ বাণীর ন্যায় শুনিতে পাইলা॥

* তোমার যে এক যশ—পাঠভেদ।
† ছোট বিপ্র শ্রীমান্—পাঠভেদ। ‡ ফিরে—পাঠভেদ।
§ আগে আর না যাব থাকিব সেইখানে—পাঠভেদ।
¶ প্রভু বলে যাই কিনা জানিবে কেমনে—পাঠভেদ।
** পাছু পাছুতে—পাঠভেদ।
†† সান্ধাইয়া—পাঠভেদ।

বড় বিপ্র নিজকন্যা ছোট বিপ্রে দিবে।
এ কথা যথার্থ হয় * সবাই জানিবে ॥
তবে বড় বিপ্র অতি আনন্দিত হৈলা।
ছোট বিপ্রে নিজ কন্যা বরণ করিলা ॥
মহামহোৎসব কৈল † গোপাল লইয়া।
রাজা দিল সুন্দর মন্দির বানাইয়া ॥
কথোক ‡ দিবস হরি তথাই আছিলা।
পরে শ্রীপুরুষোত্তম পুরীতে রহিলা ॥
একদিন জগন্নাথ সেবকে কহয়।
মোর ভোগ যে সামগ্রী যতেক আইসয় ॥ §
গোপালের সম্মুখ হইয়া ¶ আসিতে।
সকলি গোপাল খায় না পাই খাইতে ॥
শ্রীমান্ জগন্নাথ যদি এতেক কহিলা।
স্বতন্তর ** গোপালের পুরী বানাইলা ॥
সত্যবাদী গোপাল সত্যবাদী নাম গ্রামে।
গোপালের আপনার গ্রাম †† নিজ নামে ॥
গ্রাম ভূমি-আদি বাগবাগিচা পাটন।
বেশ ভূষা আদি ‡‡ জগন্নাথের যেমন ॥
সাক্ষীগোপাল বলি জগতে বিখ্যাত।
পরম সুন্দর রূপ ত্রৈলোক্যের নাথ ॥
অতএব ছোট বিপ্র বড় বিপ্র আর।
আপনি §§ কৃতার্থ হৈল তারিল সংসার ॥
ব্রজ হৈতে যতনে আনিল ব্রজনাথ। ¶¶
নিস্তার *** করিলা লোক যথা ভগীরথ ॥
তাঁ-দোঁহার ††† শ্রীচরণে কোটি নমস্কার।
যাহার প্রসাদে লোক পাইল নিস্তার ॥

---

* হয়ে—পাঠভেদ। † হৈল—পাঠভেদ।
‡ কতেক—পাঠভেদ।
§…কহয়ে।…যতেক আইসয়ে ॥—পাঠভেদ।
¶ হয়্যা দ্রব্যাদি—পাঠভেদ। ** স্বতন্তরে—পাঠভেদ।
†† আবাস হয়—পাঠভেদ।
‡‡ বেশভূষা ভোগ—পাঠভেদ। §§ আপন—পাঠভেদ।
¶¶ জগন্নাথ—পাঠভেদ। *** বিস্তার—পাঠভেদ।
††† তাঁহা দোঁহে—পাঠভেদ।

৭২। চরিত্র শ্রীক্ষেত্ররাজ-রাণী

ক্ষেত্রবাসী রাজার প্রেয়সী পাটরাণী।
গোপাল দর্শনে তেঁহ * আইলা আপনি ॥
গোপালের সৌন্দর্য্যাদি-সৌষ্ঠব দেখিয়া।
পুলক হইল মহা আনন্দিত হৈয়া ॥ †
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর ভূষা সকল দেখিল।
নাসাতে নোলক না দেখিয়া দুঃখ পাইল ॥ ‡
আহা মরি এমন নাসায় নাই মোতি।
কিবা শোভা হৈত তবে সহ ওষ্ঠ-জ্যোতি ॥
আপনার নাসিকাতে বৃহতী § মুকুতা।
মনে মনে সাধ করে হইয়া ব্যগ্রতা ॥
গোপালের নাকে ছিদ্র যদিও ¶ থাকিত।
তবে এই মুক্তা নাসাতলে পরাইত ॥
দরশন করি রাণী গৃহে চলি গেলা।
নিশিতে রাণীরে গিয়া আদেশ করিলা ॥
মাতা মোর শিশুকালে নাক বিন্ধাইয়া।
মুক্তা পরাইয়াছিল যতন করিয়া ॥
সেই ছিদ্র অদ্যাবধি আছে মোর নাসে।
মুকুতা পরিতে মোর মনের উল্লাসে ॥
তোমার নাসাতে অই বৃহতী মুকুতা।
পরিতে যে হয় সাধ, পাছে পাও ব্যথা ॥ **
প্রাতঃকালে উঠি রাণী ভাবে মনে মনে।
কি স্বপ্ন দেখিনু বলি করয়ে চিন্তনে ॥ ††
আমার মনের কথা গোপাল জানিল।
মুকুতা পরিতে ‡‡ সাধ করিয়া কহিল ॥
তৎক্ষণাত সেই মুক্তা নাসা হৈতে খুলি।
সম্ভৃত-সম্ভার করি তথা গেলা চলি ॥ §§

---

* গোপালের দরশনে—পাঠভেদ।
†…সৌন্দর্য্য অঙ্গ সৌষ্ঠব…।…হিয়া …—পাঠভেদ।
‡…সকল…সুন্দর…। নাসায়…হৈল—পাঠভেদ।
§ বৃহত—পাঠভেদ। ¶ যদিহ—পাঠভেদ।
**…নাসায় অই বৃহৎ…।…হয় যে…॥—পাঠভেদ।
†† কাঁদয়ে সঘনে—পাঠভেদ। ‡‡ মুক্তা পরাইতে—পাঠভেদ।
§§ গেল তথা—পাঠভেদ।

গোপাল নিকটে গিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া। *
কহে তব মাতা ছিদ্র নাসাতে করিয়া ॥ †
মুক্তা পরাইয়াছিল যতন করিয়ে।
সেই ছিদ্র অদ্যাপি কি আছয়ে ‡ নাসায়ে ॥
আহা মরি এরে কেন § নাকে মুক্তা নাঞি।
মুক্তা পরিবারে ¶ সাধ হৈল মোর ঠাঞি ॥
কেমনে ** তোমার মাতা ভূষা পরাইল।
হেন নাসিকাতে একটি মুক্তা না যুড়িল ॥
আর যে কহিলে তোমার নাসার মুকুতা।
পরিতে বাসনা হয়, পাছে পাও ব্যথা ॥
কোন বা সামগ্রী হয় তোমা-হেন চাঁদ।
তোমারে পরাতে কেবা নাহি করে সাধ ॥ ††
প্রাণসহ তোমারে সর্ব্বস্ব ‡‡ দেই যদি।
তথাচ নাহিক পাই সুখের অবধি ॥
মোর মন বুঝি §§ তুমি চাহিলে মুকুতা।
আর কহ মুক্তা দিয়ে পাছে পাও ব্যথা ॥
তবে তিঁহ সুন্দর মুক্তা নাসায় পরাইয়া।
মহামহোৎসব কৈল ভুবন ভরিয়া ॥
অদ্যাপি রাণীর মুক্তা বলিয়া খেয়াতি।
গোপাল পরেন নাসে ¶¶ কোন কোন তিথি ॥
গোপালের বহু লীলা কহা নাহি যায়।
মুক্তা পরিবারে এক হইল উদয় ॥
মনোবৃত্তি জানিঞা রাণীর মনস্কাম।
পূর্ণ কৈল, কৈল *** এক লীলা অভিরাম ॥
রাণীর বাৎসল্য-প্রেমে আনন্দ পাইয়া।
পরিল নাসায় মুক্তা আপনি চাহিয়া ॥

* কহয়ে কান্দিয়া—পাঠভেদ।
† মাতা তোমার নাসাতলে ছিদ্র কি করিয়া ॥—পাঠভেদ।
‡ অদ্যাবধি আছয়ে—পাঠভেদ।
§ হেন—পাঠভেদ। ¶ মুকুতা পরিতে—পাঠভেদ।
** কেমন—পাঠভেদ।
†† তুমি হেন…।…কে নাহি করে…॥—পাঠভেদ।
‡‡…সর্ব্বস্ব তোমার—পাঠভেদ।
§§ 'জানি' ও 'জান'—পাঠভেদ। ¶¶ নাকে—পাঠভেদ।
*** কৈলে কৈলে—পাঠভেদ।

প্রেমের অধীনমাত্র মুক্তায় কি করে।
কোটি কোটি লক্ষ্মী যাঁর পদ-সেবা করে ॥
রাণী জগন্মাতা তাঁর চরণের ধূলি। *
ভুবনপাবন মুঞি যাও বলিহারি ॥
জগতের মধ্যে সর্ব্ব ফলের যে ফল।
লালদাস † আশা করে হইতে নেহাল ॥

৭৩। চরিত্র শ্রীরামদাস সাধু

দ্বারকা নিকটে স্থিতি রামদাস নাম।
মহা অনুভব সাধু সর্ব্ব-গুণধাম ॥
একাদশী-ব্রতপরা পরম নৈষ্ঠিক।
শ্রীমান্ রণছোড়জীর প্রিয়তম অধিক ॥
আজন্ম ভরিয়া একাদশীর নিশিতে।
মন্দিরে রণছোড়জীর গুণ-কীর্ত্তনেতে ॥
জাগরণ করে কিবা বর্ষা কিবা শীত।
বৃদ্ধাবস্থা হৈল বয়স ‡ হইল অশীত ॥
ব্যামোহ দেখিয়া ঠাকুরের হৈল দয়া।
রামদাসে কহে থাক গৃহেতে বসিয়া ॥
আমি সেইখানে যাব আমারে লইয়া।
আপন গৃহেতে রাখ শুশ্রূষা করিয়া ॥
রামদাস কহে তুমি রাজরাজেশ্বর।
বড় নাম বড় খ্যাত বড় অধিকার ॥
আমার গৃহেতে তুমি কেমনে যাইবে।
তোমার সেবকগণ যাইতে কেনে দিবে ॥
ঠাকুর কহেন মুঞি লুকাইয়া যাব।
আমি যদি যাই কেহ রাখিতে নারিব ॥ §
মন্দির পশ্চাতে এই খিড়কির দ্বারে। ¶
গাড়ী এক আনি রাখ চড়ি যাইবারে ॥
সময় বুঝিয়া মোরে তাহে চড়াইয়া।
নিশিযোগে যাবে তবে আমারে লইয়া ॥

* শ্রীচরণ ধূলি—পাঠভেদ। † কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।
‡ কাল বয়—পাঠভেদ। § কেবা রাখিতে পারিব—পাঠভেদ
¶ খিড়কি দুয়ারে—পাঠভেদ।

রামদাস-চিত্তে মহা আনন্দ * জন্মিল।
নিশিযোগে গাড়ী আনি তথায় রাখিল॥
নির্জ্জন হইতে তাঁর গৌণ না সহিল।
অমনি ঠাকুর নিঞা গাড়ী চড়াইল॥ †
হাঁকাইয়া জোরে কথোক দূর গেলা। ‡
পূজারি মন্দিরে আসি প্রবেশ করিলা॥
ঠাকুর না দেখিয়া চৌদিক পানে চাহে। §
ঠাকুর কোথায় গেল সোর করি কহে॥
আসি কেহ কহে এক বৈরাগী লইয়া।
যাইতেছে দেখিলাম গাড়ী হাঁকাইয়া॥ ¶
ধাইল পূজারিগণ মার মার করি।
ভয়ে রামদাস ভাবে উপায় কি করি॥
ঠাকুর কহেন মোরে পুষ্করিণীর নীরে।
শীঘ্র করি রাখ ** লৈয়া জলের ভিতরে॥
জলে লৈয়া রাখে সাধু ঠাকুরের বোলে।
দূরে হৈতে দেখে তাহা পূজারি সকলে॥
ধাইয়া ধাইয়া †† রামদাসের শরীরে।
শূলের আঘাত কৈল রক্ত পড়ে ধারে॥
বাউনি পুষ্করিণী হৈতে ঠাকুর তুলিল।
দেখে অঙ্গে রক্তধারা পড়িতে লাগিল॥
তটস্থ হইয়া সভে বিচার করিল।
ভক্তের শরীরে শূল আঘাত করিল॥
অভেদ ভক্তের সহ কৃষ্ণের যে দেহ।
তাহার প্রমাণ এই সাক্ষাতে দেখহ॥
ইহাতে যে অপরাধ হইল প্রচুর।
হা হা কি করিনু কর্ম্ম হইয়া অসুর॥
অতএব যুক্তি কৈল সভাই মিলিয়া।
ঠাকুর লইয়া যাকু যথা স্বেচ্ছা হৈয়া॥ ‡‡

* চিত্তে মনে আনন্দ—পাঠভেদ।
†…তাঁরে…। ঐমনি…লৈয়া…চাপাইল॥—পাঠভেদ।
‡ গাড়ী হাঁকাইয়া যে…দূরে… ।—পাঠভেদ।
§ ঠাকুর না দেখি পূজারি চৌদিগেতে চাহে।—পাঠভেদ।
¶ কেহ আসি হাসি কহে…।…চড়াইয়া—পাঠভেদ।
** শীঘ্র রাখহ—পাঠভেদ। †† যাইয়া—পাঠভেদ।
‡‡…মিলিয়ে।…যাক…হয়ে॥—পাঠভেদ।

এ সাহস বৈষ্ণবের না হল কখনে।
ইহাতে যে অঙ্গীকার ঠাকুরের বিনে॥ *
পরিহার করি রামদাসে কিছু বল।
যথায় ঠাকুর যাবে সেইখানে চল॥ †
কাকুবাদ করি রাঙ্গা চরণে পড়িব।
তাহাতে যে আজ্ঞা হয় তাহাই করিব॥
এতেক যুকতি করি সাধুকে কহয়।
অপরাধ মো-সভার ক্ষম মহাশয়॥
ঠাকুর লইয়া চল যথা তব স্বেচ্ছা।
বুঝিলাম এ সকল ঠাকুরের ইচ্ছা॥
তোমা সহ পরামর্শ হইল পূর্ব্বেতে।
নতুবা যে এ সাহস নহে তোমা হৈতে॥
ভাল ভাল বুঝিলাম তুমি অন্তরঙ্গ।
এবে মোরা বুঝিলাম হনু বহিরঙ্গ॥ ‡
কেনে না হইবে পূর্ব্ব-স্বভাব আছয়।
অক্রূরে পাইয়া ব্রজবাসীরে ছাড়য়॥ §
কি করিব মো-সভার ভাগ্যেতে করয়।
স্বতন্তর হৈলে ¶ তার সকলি সাজয়॥
যতেক পূজারিগণ খেদোক্তি করিল।
রামদাস মনে তাহা কিছু না ভাইল॥ **
ঠাকুর আসিবে এই উৎসাহ যে হৈল।
অক্রূর যেমন ব্রজে ফিরি না চাহিল॥ ††
ঠাকুর লইয়া সাধু গৃহে যবে গেলা।
পূজারি সকলে বহু কাকুবাদ কৈলা॥
ঠাকুর কহেন মুঞি তবে যাইতে পারি।
রামদাসে স্বর্ণ দেহ মো-সমান করি॥
এতো শুনি ধাইয়া চলিলা সভে ঘরে।
যার ঘরে যত ছিল স্বর্ণ আনি ভারে॥

* …কখন…বিন॥—পাঠভেদ।
† …পরিহাস।…যান…—পাঠভেদ।
‡ হই বহিরঙ্গ—পাঠভেদ।
§ না হইবে কেনে…। অক্রূর… ।—পাঠভেদ।
¶ হৈল—পাঠভেদ। **…কহিল।…ভাবিল॥—পাঠভেদ।
††…করিল।…না চলিল॥—পাঠভেদ।

কাঁটায় চড়ায় ঠাকুর আর দিকে সোণা।
ঠাকুর যে কত ভারি নহিল তুলনা ॥ *
ঠাকুরের চারিগুণ সোণা চড়াইল।
তথাপি ঠাকুর পলা নাহিক উঠিল ॥
বুঝিলা পূজারিগণ না য়াবার মত।
নিরাশ হইয়া চলে শিরে দিয়া ঘাত ॥ †
পুনঃ স্পষ্ট কহিলা তোমরা ঘরে যাহ।
বিজয়-মূরতি গিয়া প্রকাশ করহ ॥
তথা আবির্ভাব মোর সদাই আছয়।
অভেদ বিজয় রূপে ‡ জানিহ নিশ্চয় ॥
আজ্ঞামতে মন্দিরে বিজয়মূর্ত্তি স্থাপি।
আনন্দে করয়ে সেবা ভজে বিশ্ব ব্যাপি ॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এক লীলা। §
ভকতবৎসল হরি লোকে জানাইলা ॥
ওহে রামদাস ঠাকুর দয়াময়। ¶
দয়ার পরম যোগ্য আমি দুরাশয় ॥
"সাধবো দীনবৎসলাঃ" বলি বেদে ফুকারয়।
তাহা শুনি লালদাস লইল আশ্রয় ॥

৭৪। চরিত্র শ্রীজম্বু স্বামী

জম্বু নাম স্বামী বাস হয় অন্তর্ব্বেদ। **
বৈষ্ণব সেবয়ে কৃষ্ণে করিয়া অভেদ ॥
চাষ করে সাধু শান্ত সেবার লাগিয়ে। ††
একখানি হাল দু'টি বলদ আছয়ে ॥
একদিন লোকে গরু ক্ষেতে নিঞা গেল।
ক্ষেত হতে ‡‡ দুটি গরু চোরেতে লইল ॥

* ...যে ঠাকুর আর সোণা।...না হইল তুলনা॥—পাঠভেদ।
† বুঝিয়া।...নিরাশা...হানি ঘাত॥—পাঠভেদ।
‡ অজেয় বিজয়রূপ—পাঠভেদ।
§ অতেব...এই এক লীলা—পাঠভেদ। ¶ মহাশয়—পাঠভেদ
** নামে...হয়ে—পাঠভেদ। †† বাস...সন্ত সাধু—পাঠভেদ
‡‡ গরু খেতে লোক...। ‡‡ খেতে হৈতে—পাঠভেদ।

দয়াল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভক্তের লাগিয়া।
সেই মত দু'টি গরু রাখে ক্ষেতে নিঞা ॥ *
চোর তাহা দেখি মনে মনে ভাবে একি।
সেই গরু মোর ঘর হৈতে আনিল কি ॥
বার দুই যাতায়াত করিয়া দেখয়।
সে নহে তেমনি গরু ক্ষেতে হাল বয় ॥ †
চোর তবে জম্বু স্বামীর প্রভাব ‡ জানিল।
স্বামীর নিকটে গিয়া প্রপন্ন § হইল ॥
স্বামী তারে শিষ্য করি ভক্তি শিক্ষা দিল।
চৌরবৃত্তি ছাড়ি তেঁহো ভাগবত হৈল ॥
চোর যদি সেহ তারে সাধু কৃপা কৈল। ¶
মো-সভার কি দুর্দ্দৈব ছায়া না স্পর্শিল ॥

৭৫। চরিত্র শ্রীনন্দদাস সাধু

নন্দদাস নাম সাধু বরেলিতে বাস।
বৈষ্ণব-সেবাতে তাঁর অতি অভিলাষ ॥
নিন্দুক পাষণ্ডগণ ** সদা দ্বেষ করে।
তার মধ্যে এক বিপ্র অহিত আচারে ॥
দৈবাৎ †† তাহার এক বাছুর মরিল।
নন্দদাস গৃহে লুকাইয়া ডারি দিল ॥
লোকে জনরব করি কহিতে লাগিল।
নন্দদাস গোহত্যা করিল, মো দেখিল ॥
ভদ্রলোকগণ নন্দদাসের গৃহেতে।
জড় হৈল বহুলোক শুনিঞা দেখিতে ॥
দেখে মড়া বৎস পড়ি আছে আঙ্গিনাতে।
সন্দেহ করিয়া তারে পুছয়ে জানিতে ॥
নন্দদাস মহাশয় ভাবেতে বুঝিল।
নিন্দুক লোকেতে এই তুফান করিল ॥

* দয়ায়...। খেতে রাখে নিঞা—পাঠভেদ।
† ...আনাগনা...তেমতি...—পাঠভেদ।
‡ স্বভাব—পাঠভেদ § প্রসন্ন—কচিৎ পাঠভেদ।
¶ চোর সেহ তাকে যদি...হৈল।—পাঠভেদ।
** পাষণ্ডিগণ—পাঠভেদ। †† দৈবাত্ত—পাঠভেদ।

ভদ্রলোকে পুছে বৎস কি মতে মরিল। *
সাধু কহে বাছুর মরিল কে কহিল ॥
শয়ন করিয়া আছে নিদ্রার আবেশে।
কহ উঠাইয়া দিই যাউ † নিজ বাসে॥
এতেক কহিয়া দুই তিন তুড়ি দিলা।
কহ বৎস উঠি যাহ দুগ্ধ পিয় ‡ গিয়া ॥
বাছুর উঠিয়া লম্ফ মারিয়া চলিল। §
যত লোক দেখি সভে চমৎকার হৈল ॥
সভে সেই ব্রাহ্মণেরে ধিক্কার করিল।
মৃত বৎস ডারি দিয়া সাধুকে নিন্দিল ॥ ¶
ইদানীন্ত দেখি বহু এমত পাষণ্ড।
অকারণ ঈর্ষ্যয়ে বৈষ্ণবে করে দণ্ড ॥ **
ইহাতেই বুঝি হেন পূর্ব্বেতে আছিল।
সর্ব্বকাল-প্রেম-বৃষ্টি ভগবান কৈল ॥ ††
নন্দদাস চরণে এ হীন নিবেদয়।
হেন জনা সঙ্গ যেন কভু নাহি হয় ॥ ‡‡

৭৬। চরিত্র শ্রীঅহ্লজী (১)

অহ্ল নামে সাধু দৈবাৎ পথেতে যাইতে।
আম্র পাকিয়াছে দেখে রাজার বাগিচাতে ॥ §§
বাসনা হইল যদি আম্র কিছু ¶¶ পাই।
কৃষ্ণচন্দ্র তৃপ্তিহেতু *** বৈষ্ণবে খাওয়াই ॥
মালীর নিকটে গিয়া যাচিঙ্গা ††† করিলা।
তিরস্কার করি মালী আম্র নাহি দিলা ॥

(১) কোন কোন গ্রন্থে অহ্লজী দৃষ্ট হয়।
* ভদ্রলোক…কেমনে—পাঠভেদ।
† কহত…দেই যাউক—পাঠভেদ।
‡…যাও…পিও……—পাঠভেদ।
§ ছুটিল—পাঠভেদ। ¶…ধিৎকার…সাধুরে—পাঠভেদ।
** ইদানীন্ত…।…ঈর্ষায় বৈষ্ণবের করে দণ্ড—পাঠভেদ।
†† ইহাতেও…পূর্ব্বেও… ।…প্রেতসৃষ্টি—পাঠভেদ।
‡‡…এ দীন…। হেনজন… ॥—পাঠভেদ।
§§…পথে দৈবাত্ত… ।…রাজা… ॥—পাঠভেদ।
¶¶ কিছু আম্র—পাঠভেদ। *** তৃপ্ত হেতু—পাঠভেদ।
††† যাচ্ঞা—পাঠভেদ।

সাধুর একান্ত ইচ্ছা বৈষ্ণবে খাওয়াইতে।
যতেক বৃক্ষের আম্র পড়িল ভূমেতে ॥
বৈষ্ণব ডাকিয়া সাধু খাওয়ায় যতনে।
মালী ছুটাছুটি গিয়া কহে রাজ স্থানে ॥ *
অহ্লজীর মহিমা পূর্ব্বেতে রাজা জানে।
মালীরে কহয়ে আম্র নাহি দিলে কেনে ॥
আপনি আসিয়া রাজা চরণে পড়িল।
আম্র-ভোগেতে মহামহোৎসব হৈল ॥
সেই মহোৎসবের অধরামৃত কণা।
অমর হইবা-হেতু করিয়ে † বাসনা ॥

৭৭। চরিত্র শ্রীবারমুখী

বেশ্যা এক হয় অতি ধনাঢ্যা সুন্দরী। ‡
পুষ্করণী বাগিচা বেড় ভৃত্য সহচরী ॥
অনেক বৈষ্ণবগণ ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
উত্তরিল একদিন তাঁর বাগিচাতে ॥
জলে স্থলে স্থান অতি পরিষ্কার দেখিয়া।
তৃপ্ত হৈল সাধুগণ সুচ্ছায়া পাইয়া ॥
বারমুখী নিজ গৃহ বালাখানা হৈতে।
ঝরকাতে উ কি মারি লাগিলা দেখিতে ॥
আহা কি আশ্চর্য্য যার নাহিক উপমা।
বৈষ্ণব-দরশনে যে কতেক মহিমা ॥ §
দেখিতে দেখিতে তার মন ফিরি গেল।
আপনার যত দোষ ¶ চিন্তিতে লাগিল ॥
দুষ্কর্ম্ম করিয়া আমি অর্থ জমাইনু।
ধর্ম্মার্থে কখন কিছু ব্যয় না করিনু ॥
তথাপিহ আরো অর্থ-পথ নিরখিয়া।
নিজ দেহ পণ করি রত্নে সাজাইয়া ॥

* রাজা স্থানে—পাঠভেদ।
† হইব হেতু করহ—পাঠভেদ।
‡…হয়ে…ধনাঢ্য……—পাঠভেদ।
§ অহো…। বৈষ্ণব দর্শনের যে কিতক মহিমা ॥—পাঠভেদ।
¶ দোষ যত—পাঠভেদ।

ছি ছি মোরে ধিক ধিক যে অর্থ লাগিয়া।
পাপপথে সদা ফিরি একান্ত করিয়া ॥
সেই অর্থে ঞিহ সব থুৎকার * করিয়া।
স্বজন-বান্ধব বাম-চরণে ঠেলিয়া ॥ †
পরম পদার্থ সর্ব্বলোকের সম্মত।
শ্রীকৃষ্ণচরণ-পদ্মে হইব ‡ আশ্রিত ॥
অতএব ছি ছি মুঞি ত্যজি হেন অর্থে।
দেহ পণ করিব নিতান্ত পরমার্থে ॥ §
এতেক চিন্তিয়া বেশ্যা অমনি উঠিল।
থলি ¶ ভরি এক থাল মোহর লইল ॥
চলিলেন ধীরে ধীরে মোহান্তের স্থানে।
গৃহ হইতে নিকশিয়া যথা সাধুগণে ॥ **
পরম-সুন্দরী রত্ন-ভূষণে ভূষিতা।
ঝমকিয়া চলিলা কামীর মনোনীতা ॥ ††
দূরে হৈতে সাধুগণ দেখিয়া চমকে।
দেবী কি অপ্সরা ঞিহ রূপে যে ঝলকে ॥ ‡‡
নিকটে যাইয়া বেশ্যা গদ গদ স্বরে।
কহে মো-পাপীরে গোসাঞি কর অঙ্গীকারে ॥
বহু অর্থ আছে মোর ভাণ্ডার ভরিয়া।
শ্যামল-সুন্দরে দেহ ভোগ লাগাইয়া ॥
মোহান্ত §§ কহেন মাতা কে তুমি কি নাম।
কাহার ঘরণী তুমি কোথা ঘর গ্রাম ॥
তেঁহো নিজ পরিচয় দিবার কারণে।
লজ্জা ভয়ে রহে হেঁট করিয়া বয়ানে ॥
মোহান্ত ¶¶ কহেন মাতা নির্ভয়েতে কহ।
তোমার মঙ্গল যে করিব যুক্তি সহ ॥

তবে নিজ পরিচয় যথার্থ কহিল।
মোহান্ত কহয়ে * তবে হউক ভাল ভাল ॥
কৃষ্ণে যদি মতি তব ঐকান্তিক † হয়।
তবেত কৃতার্থ তুমি চিন্তা কি আছয় ॥ ‡
এক পরামর্শ আমি কহি যে তোমারে।
তোমার মানস পূর্ণ হইবে অদূরে ॥
মোহরের থলি § রঙ্গনাথের চরণে।
রাখিয়া শরণ লও গিয়া কায়মনে ॥
অবশ্য করিবে দয়া ঠাকুর তোমারে।
বারমুখী বুঝিল উপেক্ষা কৈল মোরে ॥
কান্দিতে কান্দিতে মোহরের থলি নিঞা।
চলিলেন আপনাকে ধিক্কার করিয়া ॥ ¶
রঙ্গনাথ ঠাকুর সম্মুখে থলি রাখি। **
কান্দয়ে বিলাপ করি বদন নিরখি ॥
বেশ্যা বলি পূজারী সে দ্রব্য †† না লইল।
চূড়া বানাইয়া দেহ পশ্চাত কহিল ॥
ঘরেতে যাইয়া বহু অর্থ ব্যয় করি।
নানা রত্ন চুণি আর মণি মুক্তা ঝুরি ॥ ‡‡
যেখানে যে গহনা সাজয়ে রঙ্গনাথে।
বানাইয়া লৈয়া গেলা আপনার মাথে ॥ §§
পূজারী কহেন পুনঃ বেশ্যার সামিগ্র।
কভু নাহি হয় ইহা ঠাকুরের যোগ্য ॥ ¶¶
ইহা শুনি তার মুখ মলিন হইল।
অশ্রুধারা দুনয়নে পড়িতে লাগিল ॥ ***
ঘরে গিয়া উপবাসী পড়িয়া রহিল।
পরাণ ছাড়িব বলি প্রতিজ্ঞা করিল ॥

* ফুৎকার—পাঠভেদ।
† স্বজন বান্ধবগণ চরণে ঠেকিয়া—পাঠভেদ।
‡…পদ্ম হইল—পাঠভেদ।
§ …অর্থ।…পরমার্থ—পাঠভেদ।
¶ থালি ভরি—কচিৎ পাঠভেদ।
** গৃহে হৈতে…যথা সাধুগণ।…মহান্তের স্থান ॥—পাঠভেদ
††…ভূষিত। ঝকমকিয়া…কামিনী মনোনীত ॥—পাঠভেদ।
‡‡…অপ্সরা…রূপ সে ঝলকে—পাঠভেদ।
§§ মহান্ত—পাঠভেদ। ¶¶ মহান্ত—পাঠভেদ।

* মহান্ত কহেন—পাঠভেদ। † এতাদৃশী—পাঠভেদ।
‡ তাহায়—পাঠভেদ। § থালি—পাঠভেদ।
¶ থালি লৈয়া।…ধিৎকার… ॥—পাঠভেদ।
** সিন্দুকে থালি রাখি—পাঠভেদ।
†† সে দ্রব্য পূজারি—পাঠভেদ।
‡‡ নানা রত্ন হার মণি মুক্তা আদি ঝুরি ॥—পাঠভেদ।
§§…লইয়া গেলেন করি মাথে—পাঠভেদ।
¶¶…সামগ্রী…ঠাকুরের যোগী ॥—পাঠভেদ।
***…ম্লান যে হইল। দুনয়নে… ॥—পাঠভেদ।

দয়াল হরি না বাছেন * উত্তম অধম।
যেই প্রীত করে সেই হয় প্রিয়তম॥
পূজারীরে আদেশ করেন ক্রোধে হরি। †
শীঘ্র বারমুখীরে আনহ স্তুতি করি॥
বারমুখী নিজ হস্তে পরাবে গহনা।
তুমি তারে শিষ্য কর না করিহ ঘৃণা॥
পূজারী কাঁপয়ে ডরে তখনি চলিলা।
মিনতি করিয়া গিয়া ডাকিয়া আনিলা॥ ‡
তার নিজ হস্তে অলঙ্কার পরাইয়া।
সেবক করিলা মন্ত্র উপদেশ দিয়া॥
বারমুখী ঠাকুরাণী আনন্দ সাগরে।
প্রেমানন্দ মধুপান § করিয়া সাঁতারে॥
সর্ব্বস্ব লুটায়ে ¶ কৈল মহামহোৎসব।
বিষ ত্যজি পান কৈল কমল-আসব॥
অতএব কি ব্রাহ্মণ ** চণ্ডাল দুরাচার।
শ্রীকৃষ্ণের স্থানে †† নাহি জাতির বিচার॥
যেই ভজে সেই হয় দেবতার শ্রেষ্ঠ।
ইহার প্রমাণ পূর্ব্বে কহিল যথেষ্ট॥
অতএব বারমুখী ধনি জগন্মাতা।
তার পদরজঃ-কণ ত্রিভুবন ত্রাতা॥
এক কণা পাই যদি মো-হেন অধমে।
তবেতো এড়াই এই সংসার বিষমে॥

৭৮। চরিত্র শ্রীরাজা ভক্তপ্রিয়

এক মহারাজ হয় জগতে প্রসিদ্ধ।
বৈষ্ণবেতে প্রীত যার সম নাহি ঊর্দ্ধ॥ ‡‡

ডোম ভাঁড়গণ করি বৈষ্ণবের বেশ।
সুন্দর সাজিয়া যায় নাহি রাগ দ্বেষ॥ *
রাজার সভায় আসি ফুৎকার ছাড়য়।
সঙ্কীর্ত্তন করে কেহ কেহ নাচে গায়॥ †
রাজার হইল তাহে দেখি প্রেমাবেশ।
যদ্যপি জানয়ে রাজা তার সবিশেষ॥
কভু দণ্ডবত কভু ‡ আলিঙ্গন করে।
কভু তাহা সভার § চরণে গিয়া ধরে॥
থলি ¶ ভরি মোহর আনিয়ে তথা দিল।
ভাঁড়গণ নিজ স্বার্থে কৃতার্থ হইল॥
কৃত্রিম জানিঞা ** রাজা প্রেমাবিষ্ট হৈল।
ভাঁড়গণ ভাবে মোরা ভাল কাচ †† কৈল॥
অতএব কৃত্রিম বৈষ্ণবে নমস্কার।
রাজার তো পাদরজ জগতের সার॥ ‡‡

৭৯। চরিত্র শ্রীহরিভক্ত রাণীর

এক রাজা হয় যে অন্তরে হরিভক্ত।
গোপনে রাখয়ে কোনরূপে নহে ব্যক্ত॥
রাণী তাঁর বৈষ্ণবী পরম মহাভক্ত।
ভক্তি না দেখিয়া রাজার অন্তরে উত্যক্ত॥ §§
সদাই করয়ে খেদ হাহা কি দুর্দ্দৈব।
স্বামী মোর হরিভক্তি-বিহীন অশিব॥
স্বামীরে বুঝায় তেঁহো কিছু না কহয়। ¶¶
উদাসীন ন্যায় কিন্তু মনে প্রশংসয়॥
একদিন দৈবাৎ রাজন *** নিদ্রাকালে।
অলস ত্যজিয়ে ††† মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে॥

---

* নাহি বাছে—পাঠভেদ। † ক্রোধ করি—পাঠভেদ।
‡ কাঁপিয়া ভয়ে·· । বিনতি···॥—পাঠভেদ।
§ 'প্রেমামৃত মধু' ও 'প্রেমামৃত মদ'—পাঠভেদ।
¶ লোটাঞা—পাঠভেদ।
** অতেব ব্রাহ্মণ কিবা—পাঠভেদ।
†† কৃষ্ণের সরকারে—পাঠভেদ।
‡‡···হয়ে···।···প্রীতি·····পাঠভেদ।

*···সাজিয়া যথা নাহি রাগোদ্দেশ—পাঠভেদ।
† নাচে কেহ গায়—পাঠভেদ। ‡ করে—পাঠভেদ।
§ সভাকার—পাঠভেদ। ¶ থালি—কুত্রচিৎ পাঠভেদ
** জানিয়াও—পাঠভেদ। ††···বলে···কাজ—পাঠভেদ।
‡‡ অতেব···বৈষ্ণবেহ···। রাজারও·····পাঠভেদ।
§§···পরম বৈষ্ণবী···। অন্তরে খেদোক্ত।—পাঠভেদ।
¶¶ করয়—পাঠভেদ। *** রাজন দৈবাত্ত—পাঠভেদ।
††† ত্যজিতে—পাঠভেদ।

রাণী তাহা শুনিঞা পরমানন্দ হৈল।
দানাদি করিল নহবত বসাইল॥
রাণীর উৎসাহ দেখি রাজা জিজ্ঞাসিল।
আজি তব মঙ্গলের বিষয় কি বল॥ *
প্রফুল্ল-বদনে রাণী রাজারে কহিল।
আজি তব মুখে কৃষ্ণ নাম নিকশিল॥
তটস্থ হইয়া রাজা পুনঃ জিজ্ঞাসয়।
তবে তবে কেমনে কি নাম নিকশয়॥ †
পুনঃ রাণী কহে যবে অলস ত্যজিলা।
ঘুমের ঘোরেতে কৃষ্ণ নাম উচ্চারিলা॥
হাহাকার করি রাজা ভূমেতে পড়িলা।
হিয়া হৈতে রতন কি মোর বাহিরিলা॥ ‡
হাহা করি § তৎক্ষণাতে পরাণ ত্যজিলা।
একি একি বলি রাণী কান্দিয়া উঠিলা॥
হায় মুঞি এতদিন ইহা না জানিল।
স্বামী মোর হেন মহা-অনুভব ছিল॥ ¶
হৃদয়-পুটিকা-মধ্যে ছিল কৃষ্ণনাম।
এতদিন ইহা মুঞি নাহি জানিলাম॥
বাহিরিল ** বলি প্রাণ ছাড়ি দিল ভূপ।
এই এক মোহান্তের ভাব অনুরূপ॥
তাহা না বুঝিনু মুঞি আপনা খাইয়া।
ছাড়ি গেল মোর মুখে অনল জ্বালিয়া॥ ††
শিরে করাঘাত হানি রাণী বিলাপয়।
কেবল যে স্বামী বলি রাণী না কান্দয়॥
হেন কৃষ্ণভক্ত স্বামী বঞ্চিত হইনু।
হেন যে গুণের নিধি আগে না বুঝিনু॥
এই ভাবে বিলাপ করিয়া রাণী কান্দে।
দোঁহাকার গুণে কৃষ্ণ পড়িলেন * ফান্দে॥
দরশন দিয়া সুধাময় দৃষ্টি দিয়া।
বাঁচিয়া উঠিল রাজা আনন্দ পাইয়া॥ †
সম্মুখে দেখয়ে দেহে নবঘনশ্যাম।
বাঞ্ছিত রতন-নিধি মিলে অভিরাম॥
প্রেমানন্দে যত্ন করি রত্ন-সিংহাসনে।
বসাইয়া সেবা কৈল নিছিয়া পরাণে॥
কালেতে শ্রীধামে গিয়া হৈলা অনুচর।
তাঁহা-দোঁহা চরণেতে কোটি নমস্কার॥ ‡

৮০। চরিত্র শ্রীগুরুনিষ্ঠ সাধু

গুরুনিষ্ঠ এক সাধু মহা-অনুভব।
গুরু প্রাণধন মান সর্ব্বস্ব বৈভব॥ §
গুরুর সেবায় কৃষ্ণ-কৃপা যে পর্য্যন্ত।
সর্ব্বদেব প্রীত-সদ্‌গুণের নাহি অন্ত॥ ¶
গুরুর আজ্ঞাতে কোন কর্ম্মান্তরে গেলা।
পীড়িত হইয়া তথা কালপ্রাপ্তি হৈলা॥ **
মরিবার পূর্ব্বক্ষণে আত্মীয় লোকেরে।
সভারে শপথ †† দিয়া কহে বারে বারে॥
আমি মৈলে আমার না পোড়াইহ দেহ।
গুরুর নিকটে শব লইয়া যাইহ॥
কালপ্রাপ্তি হৈলে তাঁর বাক্য-অনুসারে।
লইয়া আইল শব গুরু যথাকারে॥ ‡‡
লোকস্থানে গুরু সব বৃত্তান্ত শুনিলা।
ইহার কারণ কিবা বিচার করিলা॥

---

* হৈল—পাঠভেদ।
† কবে তবে কি মতে…নিকাশয়—পাঠভেদ।
‡ ভূমিতে…।…কিবা মোর…। এবং 'কি মোর বাহির হৈল'—পাঠভেদ।
§ ইহা কহি—পাঠভেদ।
¶ হাহা…না বুঝিল…।…এ হেন মহামুভব… ॥—পাঠভেদ।
** বাহির হৈল—পাঠভেদ।
†† তাহা শুনি বুঝিনু…।…আনল…।—পাঠভেদ।

* পড়ি গেলা—পাঠভেদ।
†…দিলা।…পাইলা ॥—পাঠভেদ।
‡…শ্রীধাম…। তাঁহা দোঁহার শ্রীচরণে… ॥—পাঠভেদ।
§…একব্যক্তি…।…প্রাণধন সম… ॥—পাঠভেদ।
¶…কৃষ্ণ কৃপাতে…। সর্ব্বদেব প্রিয়…—পাঠভেদ।
**…কর্ম্মেতে…গ্রামান্তরে…।…কালপ্রাপ্ত—পাঠভেদ।
†† সম্পদ দিয়া—পাঠভেদ।
‡‡ প্রাপ্তি হৈল তাঁহার যে…।…সবে… ॥—পাঠভেদ।

এক হেতু গুরু শব যত্তপি দেখয় ।
সর্ব্বপাপ নাশ হয় সদ্গতিকে পায় ॥ *
তাহা নৈলে † আর কিছু থাকিবে আশয় ।
মোর বাক্যে ছিল অতি বিশ্বস্তহৃদয় ॥
অতএব মোর বাক্যে জীবন-আশয় ।
শব মোর নিকটেতে আনিতে কহয় ॥
এতেক বিচার করি আচার্য্য কহিলা ।
উঠ বাপু কেনে মৃত্যু-শয়ন করিলা ॥ ‡
কহিবা মাত্রেতে উঠি নমস্কার কৈল ।
যেন নিদ্রা হৈতে কেহ জাগিয়া উঠিল ॥ §
অতএব গুরু ইষ্টগুরু বন্ধু হ'ন ।
গুরু হৈতে মিলে কৃষ্ণ, মিলে প্রেমধন ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মুক্তি ¶ যেই যাহা চায় ।
গুরুর চরণ ধ্যানে সকলি মিলয় ॥
গুরুভক্তি বিনে যদি শতযুগ ধ্যায় ।
প্রেম কাম নাহি মিলে সর্ব্ব ব্যর্থ হয় ॥
গুরুনিষ্ঠ তাঁহার চরণে ** করি ধ্যান ।
শ্রীগুরু-চরণে যেন থাকে মোর মন ॥

৮৬। চরিত্র শ্রীকবির-জী

কবির-জীর জন্ম পূর্ব্ব যবনের ঘরে ।
শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা যাঁহার উপরে ॥
কি জানি যে কিবা পূর্ব্ব সুকৃতি আছিল ।
হঠাত শ্রীরামচন্দ্রে মতি উপজিল ॥ ††
রাম ধ্যান রাম জ্ঞান রাম মাত্র সার ।
অনন্য-চিন্তায় দিবানিশি করে পার ॥
শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা হইল তাহাতে ।
কৃপাবাক্য কহে প্রভু আকাশবাণীতে ॥
রামানন্দ-স্থানে মন্ত্র দীক্ষা কর গিয়ে ।
অচিরাতে পাবে মোরে তাঁহার আশ্রয়ে ॥
শুনিঞা আকাশবাণী চিন্তয়ে * কবির ।
মোরে কৃপা করিবেন কেনে তেঁহো ধীর ॥
যবন অস্পৃশ্য † মুঞি আমার বদন ।
হেরিতে নিষেধ তাঁর বেদের বচন ॥
এতেক চিন্তিয়া কিছু বিচার করিল ।
কোনো ছলে মন্ত্রদীক্ষা উপায় সৃজিল ॥
গুরু রামানন্দ স্বামী প্রত্যুষে উঠিয়া ।
মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করে গিয়া ॥
অতি ভোরে কিছু অন্ধকার আছে যবে ।
ঘাটের নীচেতে গিয়া শুয়ে ‡ রহে তবে ॥
গুরু রামানন্দ স্নানে আইলা যে কালে । §
অজ্ঞাতে চরণ তার অঙ্গেতে অর্পিলে ॥
তটস্থ হইয়া স্বামী 'রাম' কহ বলে ।
প্রবেশ করিল কবিরের কর্ণমূলে ॥
সেই রামনাম মহামন্ত্র যে জানিয়া ।
হৃদয়-সম্পুটে ¶ রাখে গোপন করিয়া ॥
সদা সেই মন্ত্র জপ দিবানিশি করে ।
মাতা পিতা বন্ধুগণ করে তিরস্কারে ॥ **
আপন ইচ্ছায় ছাড়ি নিলি হিন্দুধর্ম্ম ।
কে তোরে শিখালে করিবারে হেন কর্ম্ম ॥ ††
তোঁহো কহে গুরু মোর রামানন্দ স্বামী ।
দীক্ষা দিলা তেঁহো মোরে, তাঁর দাস আমি ॥
এতো শুনি মাতা তাঁর কুপিতা হইয়া ।
গেলা স্বামী বৈসে যথা তথায় ধাইয়া ॥ ‡‡
স্বামীকে কহয়ে তুমি মোর এ ছাওয়ালে । §§
শিষ্য যে করিয়া কাঁটা দিলে জাতিকুলে ॥

---

*···দেখয়ে ,···পায়ে—ক্বচিৎ পাঠভেদ ।
† তা না হবে··· ।—পাঠভেদ । ‡ মৃত শয়ন করিলা—পাঠভেদ
§ কহিবা মাত্রেতে···নিদ্রায় হইতে যেন··· ।—পাঠভেদ ।
¶ মোক্ষ—পাঠভেদ । ** চরণ—ক্বচিৎ পাঠভেদ ।
††···কি পূর্ব্বে তাঁর··· । হঠাৎ··· ॥—পাঠভেদ ।

* চিন্তিত—পাঠভেদ । † অস্পর্শ—পাঠভেদ ।
‡ শুতি—পাঠভেদ । § সেই কালে—পাঠভেদ ।
¶ সম্পাটে—ক্বচিৎ পাঠভেদ । ** তিরস্কার করে—পাঠভেদ
††···ইচ্ছায়···নৈলি··· । ···শিখাইল··· ॥—পাঠভেদ ।
‡‡···কোপিত··· ।···যথায়···॥—পাঠভেদ ।
§§ আমার ছাওয়ালে—পাঠভেদ ।

তাহারে কহেন স্বামী করি মৃদুহাস্য।
কেবা সে নাহিক জানি কারে করি শিষ্য ॥ *
সে তো চলি গেল কবির দণ্ডবতে † আইল।
তাঁহারে কহয়ে আমি কবে শিষ্য কৈল ॥ ‡
কবির কহেন প্রভু অনেক দিবসে।
কৃপা যে করিলে মোরে চমক আবেশে ॥
কলিভয় নিস্তারের এক মহামন্ত্র।
দূর্ব্বাদলশ্যাম-রূপ শুদ্ধ প্রেমমন্ত্র ॥
স্বামীজীর স্মরণ হইল সে বৃত্তান্ত।
কবিরের প্রতি প্রীত § জন্মিল একান্ত ॥
অনুষঙ্গ রামনাম মোর মুখে শুনি।
দীক্ষা-নিষ্ঠা হৈল মহামন্ত্র করি জানি ॥
এতেক ভাবিয়া স্বামী প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
আলিঙ্গন কৈল তাঁরে হৃদয়ে ধরিয়া ॥
তুমিতো যবন নহ বিপ্র হৈতে শ্রেষ্ঠ।
যথা ¶ রামনামে তুমি এতাদৃশ নিষ্ঠ ॥
পুনঃ স্বামী তারে কণ্ঠী তিলক যে দিল।
শুদ্ধ জানি বৈষ্ণবের সঙ্গেতে লইল ॥
যদি বল যবন কিরূপে ** হৈল গ্রাহ্য।
ত্রৈলোক্যপাবন রামনাম মহাবীর্য্য ॥
হাড়ি ডোম যবন বা ম্লেচ্ছ কেহ হয়।
যেই লয় সেই আর্য্য যোগের †† বিষয় ॥
দান গ্রহণের পাত্র অবশ্য সে জন।
বিধিমত লক্ষণে ‡‡ শ্রীগারুড়ে কহেন ॥
শ্রীমদ্ভাগবতে কহে অভ্যাস লক্ষণে। §§
সর্ব্ব লক্ষণেতে কহে বিচার-প্রমাণে ॥
অতএব সত্য সত্য বেদের বচন।
হরিভক্ত যবন যে ত্রৈলোক্য-পাবন ॥

* কেটা···নাহি করি শিষ্য।—পাঠভেদ।
† এত শুনি—ক্বচিৎ পাঠভেদ।
‡ তাঁরে কহে আমি তোমা শিষ্য কবে কৈল—পাঠভেদ।
§ প্রীতি—পাঠভেদ। ¶ যাথে—পাঠভেদ।
** কেমতে—পাঠভেদ।
†† ···যবন কি···।···লয়ে হয়ে অই যজ্ঞের বিষয় ॥—পাঠভেদ
‡‡ বিধিলিঙ্গ লক্ষণে—পাঠভেদ। §§ আভাব লক্ষণে—পাঠভেদ

সহস্র সহস্র ইথে বেদের প্রমাণ।
এই এক কহি মাত্র মূঢ়-প্রবোধন ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

মন্নামধেয়-শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ ইত্যাদি।
বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাৎ ইত্যাদি ॥

গারুড়ে—

ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ ॥
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ।
স্মৃতঃ সম্ভাষিতো বাপি পূজিতো বা দ্বিজোত্তমাঃ ॥
পুনাতি ভগবদ্ভক্তশ্চাণ্ডালোঽপি যদৃচ্ছয়া।
সত্রযাজি-সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎ কোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্যঃ একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে ॥
ঐকান্তিনস্তু পুরুষাঃ * গচ্ছন্তি পরমং পদম্ ॥

যদি কহ উত্তম অধিকারী প্রতি কহে।
প্রমাণ দেখহ তবে † তাহাও যে নহে ॥
পরের যে শ্লোক দেখ প্রমাণ ইহার।
বুঝিবে সুবোধ সেই ‡ করিয়া বিচার ॥
বিষ্ণুভক্ত সহস্রেক তুল্য একজন।
একান্ত ভকতিমান্ যে বৈষ্ণব হ'ন ॥
অতএব সামান্যত ভক্তির যাজনে।
কোটি বিজ্ঞ বিপ্র হৈতে উত্তম যবনে ॥ §
সেই মহাপূজ্য হয় সিদ্ধান্ত প্রমাণ। ¶
সেই বুঝে যেই জানে ভকতি-সন্ধান ॥
বেদ-পারগত সর্ব্বশাস্ত্র-অর্থ-বেত্ত।
হরিভক্তি কিন্তু নহে অগ্রাহ্য অসেব্য ॥ **

* "একান্তিনঃ সুপুরুষাঃ" ইতি "ঐকান্তিনঃ স্ববপুষা" ইত্যপি ক্বচিৎ।
† তার—পাঠভেদ। ‡ যেই—পাঠভেদ।
§ ···ভক্তিরত জনে।···উত্তম সে জনে—পাঠভেদ।
¶ সেহ···এই সিদ্ধান্ত—পাঠভেদ।
** বেদপারঙ্গত···। কিন্তু হরিভক্ত···অমেধ্য ॥—পাঠভেদ।

উদ্যম * বিফল সেই পুরুষ অধম।
জগতে নিন্দিত আর নাহি তার সম॥

তত্রৈব—

অস্তং † গতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেদ্যপি।
যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্॥

বেদশাস্ত্র অপঠিত সর্ব্ব-কর্ম্মহীন।
কিন্তু হরিভক্ত সে কিছুতে নহে লীন॥ ‡
সন্ধ্যাদি বন্দনা সর্ব্বযজ্ঞ সর্ব্বধর্ম্ম।
সকলি করিল সেই, ধন্য তার জন্ম॥

তত্রৈব—

নাধীতবেদশাস্ত্রোঽপি ন কৃতাধ্বর ইত্যপি। §
যো ভক্তিং বহতে বিষ্ণৌ তেন সর্ব্বং কৃতং ভবেৎ॥

এতেক প্রমাণ দিয়া কহিব কারণ।
অজ্ঞে বুঝাইতে নহে কিছু প্রয়োজন॥
অতেব কবিরজীউ ভুবনপাবন।
প্রসিদ্ধ আছয়ে যে জানয়ে জগজন॥ ¶
তাঁহার মহিমা চমৎকার আরো শুন।
যাঁহার আবাসে ** রামচন্দ্র আইলা পুনঃ॥
মাতার ভৎর্সনে সাধু জীবিকা-কারণ।
তাঁত বুনি হয় †† মাত্র দিন-নির্ব্বাহণ॥
নলি যে চালায় দুই হাথে তালে তালে।
জয় শ্রীরাঘব রাম ‡‡ সীতারাম বলে॥
একদিন একখানি কাপড় বুনিঞা।
হাটের কিনারে গিয়া রহে দাণ্ডাইয়া॥
বৈষ্ণব আসিয়া একখানি বস্ত্র মাগে। §§
তেঁহো কহে ফাড়িয়া যে লহ অর্দ্ধভাগে॥

বৈষ্ণব কহয়ে মোর সবখানি বিনে।
কার্য্য না চলিবে দেহ যদি লয় মনে॥ *
প্রসন্ন হইয়া সাধু সবখানি দিল।
ঘরে অন্ন নাহি তেঁহো লুকাঞ্যা রহিল॥
ঘরে গেলে মাতা আজি করিবে ভৎর্সন।
শূন্য এক ঘরে বসি গান রামগুণ॥
হোথা রামচন্দ্র দয়াময় † তাহা জানি।
কবিরের রূপ ধরি আইলা আপনি॥
বলদে বলদে নানা সামগ্রী আনিয়া।
ঘর ভরি উঠায় আর দেয় বিলাইয়া॥
মাতা কহে এতেক সামগ্রী কোথা হৈতে।
আনিলি ডাকাতি করি লয় বুঝি চিতে॥ ‡
ক্ষণেক বিলম্বে ঘরে চলিল কবির।
অন্তর্দ্ধান হৈল তবে ছদ্ম রঘুবীর॥ §
ঘরে গিয়া দেখে মহামহোৎসব হয়।
কত আইসে কত যায় কত খায় লয়॥
দেখিয়া বুঝিল মনে এ কর্ম্ম প্রভুর।
নহে এতো দ্রব্য কেবা আনিবে ¶ প্রচুর॥
বৈষ্ণব সজ্জনে সাধু বিলাতে লাগিল।
ব্রাহ্মণগণের মনে অসূয়া জন্মিল॥
কহে হাঁরে বেটা জোলা তিলকধারিগণে।
অর্থ বিলাইলি কিছু না দিলি ব্রাহ্মণে॥
না দিবিত আজি মোরা মারিব তোমারে।
কবির বিনয় করি কহে সবাকারে॥
ঘরেতো ** নাহিক কিছু চেষ্টা করি গিয়া।
যদি কিছু পাই দিব বাঁটোরা করিয়া॥
এতো কহি হাটে শূন্য ঘরে †† গিয়া রহে।
ভয়ে নাহি গৃহে আইসে রাম রাম কহে॥

---

* উত্তম—পাঠভেদ। † পারং—ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।
‡ সর্ব্বধর্ম্মহীন।···হীন—পাঠভেদ।
§ ন কৃতোঽধ্বরসম্ভবঃ।—ইতি বা পাঠঃ।
¶ অতএব···।···তাহা জানয়ে···॥—পাঠভেদ।
** আওয়াসে—পাঠভেদ। †† তাঁত বুনে হয়ে—পাঠভেদ।
‡‡···তালে তালে। জয়রাম শ্রীরাঘোরাম—পাঠভেদ।
§§ এক বস্ত্রখানি মাগে—পাঠভেদ।

* যদি মন মানে—পাঠভেদ।
† দয়াময় রামচন্দ্র—পাঠভেদ।
‡···কার কৈলি বুঝি পথে—পাঠভেদ।
§···বেরাজে···।···কৈলা···॥—পাঠভেদ।
¶ আনিল—পাঠভেদ। ** ঘরেতে—পাঠভেদ।
†† শূন্যগৃহে—পাঠভেদ।

পুনঃ বহু ধন হরি আনে রূপান্তরে।
কবির পাঠায় বলি আনি দিল ঘরে॥
কবির আসিয়া মর্ম্ম বুঝিয়া * অন্তরে।
অদৈন্য করিয়া দিল ব্রাহ্মণগণেরে॥
তথাচ ব্রাহ্মণগণ ঈর্ষা না ছাড়য়।
বৈষ্ণব সহিতে যথা দেবে দৈত্যে হয়॥
ইদানীং বিপ্রের রীতি অনুভব হৈল।
পূর্ব্বেও বৈষ্ণব-দ্বেষী এমতি আছিল॥ †
কবিরের প্রতি ঈর্ষা করি বিপ্রগণ।
জনা চারি করে নিজ মস্তক মুণ্ডন॥
বৈষ্ণবের বেশ ধরি গ্রামে গ্রামে গিয়া।
আইল ব্রাহ্মণগণ নেওটা ‡ করিয়া॥
সহস্রেক বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে গিয়া।
কবিরের গৃহে মহোৎসব যে কহিয়া॥
কবিরের গৃহে আসি সভে জমা হৈল।
বৃত্তান্ত শুনিয়া সাধু চিন্তিত হইল॥
উপায় না দেখি এক স্থানে গিয়া বৈসে।
পূর্ব্বমত সামগ্রী লইয়া প্রভু আইসে॥
সব সমাধান কৈল কবিরের বেশে।
তেঁহো আসি মিলি সুখ-সাগরেতে ভাসে॥
সিদ্ধ বলি কালে বড় জনরব হৈল।
আকার গোপন হেতু এক ছল কৈল॥
এক স্ত্রী বেশ্যা যে তাহার হাথ ধরি।
নগরে লোকেরে দেখাইয়া বুলে ফিরি॥
সাধুলোক তা দেখি অন্তরে পায় ব্যথা।
অসাধুর হর্ষ চিত্ত § লাভ-অংশে যথা॥
তাঁহার অন্তরে কিছু বিকার তো নাহি।
অবজ্ঞা করয়ে লোকে ভ্রষ্ট হৈল কহি॥ ¶
এক দিন কবির সেই বেশ্যার সহিতে।
রাজার সভাতে গেল করোয়া বাঁ হাথে॥

রাজা দেখি পূর্ব্ববত ভক্তি নাহি কৈল।
দণ্ডবত না করিল আসন না দিল॥
হরিভক্তি * ছাপাইলে ছাপা নাহি যায়।
মৃগমদ-গন্ধ যথা বস্ত্রে না লুকায়॥
সভা হৈতে ফিরি সাধু যাইবার কালে।
তটস্থ হইয়া করোয়ার জল ঢালে॥
রাজার অন্তরে কিছু ভয় উপজিল।
অবজ্ঞা করিনু হেতু কি জানি কি কৈল॥ †
একান্ত করিয়া রাজা পুছে বারবার।
বুঝি কিছু অনিষ্ট যে করিলে ‡ আমার॥
সাধু কহে না না তব অনিষ্ট না করি।
রাজা কহে তবে কেনে ছরকাইলে § বারি॥
সাধু কহে শ্রীমন্দিরে শ্রীপুরুষোত্তমে। ¶
আগুন পড়িয়াছিল কোন কার্য্যক্রমে॥
ভিড়েতে সেবকগণ পদ ** দিতে ছিল।
চরণ পুড়িবে বলি জল ঢালি দিল॥
রাজা তাহা শুনি সেইদিন বার তিথি।
লিখিয়া পাঠায় ক্ষেত্রে লাগিয়া প্রতীতি॥
লোকের দ্বারায় †† তার জানিলেন তথ্য।
অগ্নি পড়েছিল বটে নিভাইল সত্য॥
তখন রাজার মনে ভয় জনমিল।
ভ্রষ্ট বলি বৈষ্ণবেরে অবজ্ঞা করিল॥
হা হা ছি ছি ধিক্ ধিক্ কি কর্ম্ম করিনু।
না বুঝিয়া কেনে হেন বিষপান কৈনু॥
রাজা-রাণী দুঁহে অতি আর্ত্তনাদ করি।
উপায় চিন্তয়ে অপরাধে কিসে তরি॥ ‡‡
দুস্ত্যজ্য বৃহৎ মান §§ রাজ-অহঙ্কার।
অনায়াসে ত্যজিল বৈষ্ণবে করি ডর॥

* বুঝিল—পাঠভেদ।
† এদানী···রীতে···।···বৈষ্ণবদ্বেষী...॥—পাঠভেদ।
‡ নেওতা—কোথাও এইরূপ বর্ণবিন্যাস দৃষ্ট হয়।
§ চিত্তে—পাঠভেদ। ¶ বলি কহি—পাঠভেদ।

* হরিভক্ত—পাঠভেদ। † হৈল—পাঠভেদ।
‡ করিল—পাঠভেদ। § ছিরিকাইলে—পাঠভেদ।
¶ শ্রীল পুরুষোত্তমে—পাঠভেদ।
** ভিড়িতে···পাদ···।—পাঠভেদ।
†† লোকদ্বারে রাজা—পাঠভেদ।
‡‡···দোঁহে···।···চিন্তিয়ে···॥—পাঠভেদ।
§§ দুস্ত্যজ্য বৃহতিমান—পাঠভেদ।

রাণীর সহিত রাজা দন্তে তৃণ ধরি ।
গলায় কুড়ালি শিরে তৃণবোঝা করি ॥ *
চলিল রাজন যথা সাধু আছে বসি ।
অভিমান লজ্জা ত্যজি সহিত রূপসী ॥
আহা † কি সৌভাগ্য রাজার বলিহারি যাই ।
ধন্য ধন্য মরি তার লইয়া বালাই ॥
বৈষ্ণবেতে এতো অনুরাগ যার হয় ।
ত্রিভুবনে তাঁহার তুলনা না মিলয় ॥
যাইয়া দম্পতী শ্রীমন্ ‡ কবির-চরণে ।
পড়িয়া কান্দয়ে ধারা বহে দু'নয়নে ॥ §
অপরাধ ক্ষম মোরে ¶ কর অঙ্গীকার ।
না বুঝিয়া অবজ্ঞা করিনু মুঞি ছার ॥
কবির কহেন তুমি রাজরাজেশ্বর ।
হেন কদর্থনা কেনে করিলা স্বীকার ॥
আমি নীচ ক্ষুদ্র যে লক্ষ্যের মধ্যে নহি ।
মোরে এতো স্তুতি নতি কর কিবা কহি ॥
আমার নিকটে তব অপরাধ কিবা ।
মোরে তুমি অপমান কবে করিলে বা ॥
গৃহে যাহ মহারাজ ভাল হবে তব ।
রামচন্দ্রে মতি কর ** সাধু গিয়া সেব ॥
প্রসন্ন দেখিয়া আর উপদেশ পাইয়া ।
গৃহে গেলা সাধুর করুণারত্ন লইয়া ॥ ††
সেই হৈতে রাজা প্রেমানন্দপদ ‡‡ পাইল ।
রঘুনাথের কৃপা হৈতে সংসার ঘুচিল ॥
পুনশ্চ ব্রাহ্মণগণ ঈর্ষা যে করিয়া । §§
পাৎসার নিকটে গিয়া কহে বাদ দিয়া ॥
কবির নামেতে এক হয় মুসলমান ।
গুণজ্ঞান জানে কার্য্য করয়ে বেমান ॥
বহু বেটি লোকের বাহির করি আনে ।
হাথে * ধরি ফিরে গ্রামে লজ্জা নাহি মানে ॥
ইমান ছাড়িয়া ভজে হিন্দুর ধরম ।
কোথা হৈতে অর্থ আনে না বুঝি মরম ॥ †
পাতসা শুনিয়া তবে তলব করিল ।
সম্মুখে তাহারে খাড়া করিয়া রাখিল ॥
কাজি কহে সেলাম করহ পাতসারে । ‡
তেঁহো কহে সেলাম-যোগ্য নাহিক সংসারে ॥
এক রামচন্দ্র আর তাঁহার ভকত ।
আর যত দেখ হয় সকলি অসত ॥ §
তাহা শুনি পাতসা কোপে ¶ অগ্নি-হেন জ্বলে ।
এইক্ষণে বধ কর ভৃত্যগণে বলে ॥
চরণে শিকলি দিয়া নদীতে ডারিল ।
সভে কহে নদী-জলে ডুবিয়া ** মরিল ॥
ক্ষণমধ্যে দেখে তীরে দাণ্ডাইয়া সাধু ।
বিতর্ক করয়ে কিছু জানে বুঝি †† যাদু ॥
অগ্নিতে ডারিল পুনঃ তোপেতে ধরিল ।
ভক্তির প্রভাবে যত সব ‡‡ ব্যর্থ হৈল ॥
বিস্ময় হইয়া রাজা বিচার করিল ।
ঈশ্বরের কৃপাপাত্র নিশ্চয় জানিল ॥
বহু স্তুতি-নতি করি সম্মান করিল ।
পদানত হইয়া অপরাধ ক্ষমাইল ॥
পুনর্ব্বার মায়াবাদী মোহিনী রূপেতে ।
বিড়ম্বন করিয়া আইল ভুলাইতে ॥
সাধু তাহা দেখিয়াও দৃক্‌পাত না কৈলা ।
হরির ভক্তের স্থানে হারি §§ মানি গেলা ॥

---

*…দন্তে তৃণ করি । গলায়ে…ধরি ।—পাঠভেদ ।
† অহো—পাঠভেদ । ‡ দম্পতি শ্রীমান্—পাঠভেদ ।
§ দু'নয়ানে—পাঠভেদ । ¶ মোর—পাঠভেদ ।
** করি—পাঠভেদ ।
††…পায়্যা ।…করুণাবার্ত্তা লয়্যা ॥—পাঠভেদ ।
‡‡ প্রেমানন্দ—পাঠভেদ ।
§§…ঈরষা করিল ।…কহে বাদ মিল ।—পাঠভেদ ।

* হাথ ধরি—পাঠভেদ । † না জানি সরম—পাঠভেদ ।
‡ পাতসারে সেলাম করে—পাঠভেদ ।
§ একা… । আর যত দেখ হয়ে… ॥—পাঠভেদ ।
¶ কোপে অগ্নি হেন—পাঠভেদ ।
** নদীর তলে বুড়িয়া—পাঠভেদ ।
†† বুঝি জানে কিছু—পাঠভেদ ।
‡‡ প্রভাবেতে সকলি—কচিৎ পাঠভেদ ।
§§ ভকতস্থানে হার—পাঠভেদ ।

তবে চতুর্ভুজ রূপে * প্রভু দেখা দিলা।
যতেক উদ্যম তবে সফল হইলা॥
পরম আনন্দে কথো দিবস ব্যতীত।
প্রভুর নিকটে যাইবার হৈল চিত॥ †
পাটনা অঞ্চলে এক হয় রম্যস্থান।
তথাই রহিয়া সাধু করিলা পয়ান॥
বস্ত্র আচ্ছাদন অঙ্গে করিয়া শুইল।
অমনি বৈকুণ্ঠধামে গমন করিল॥ ‡
হিন্দু আর মুসলমান দুই পক্ষ মিলি।
কলহ হইল বোলাবলি ঠেলাঠেলি॥
কবর দিবার হেতু মুসলমান কহে।
হিন্দু তাহা না মানয়ে § জ্বালাইতে চাহে॥
কেহ আসি কহে ভাই কলহ কি কর।
শব কোথা আগে তার মূল যে বিচার॥

* চতুর্ভুজরূপ···দেখাইল—পাঠভেদ।
†···ব্যতীতে।···যাইবারে···চিতে॥—পাঠভেদ।
‡···আবরণ···। ঐমনি···॥—পাঠভেদ।
§ নাহি মানে—পাঠভেদ।

ঝোপড়ার মধ্যে গিয়া শব নাহি দেখি।
আবরণ বস্ত্রখানি আছে মাত্র সাক্ষী॥ *
তখন সকলে মনে বিস্ময় হইলা।
জানিল দেহের সহ বৈকুণ্ঠেতে গেলা॥ †
আবরণ বস্ত্রখানি দেখে উঠাইয়ে।
কথোগুলি পুষ্প আর তুলসী আছয়ে॥
জোরাবরি মুসলমান পুষ্পগুলি লৈয়া।
কবর দিলেক তাহে উৎসাহ করিয়া॥
হিন্দু যে বৈষ্ণবগণ তুলসী পাইয়া।
সমাধি করিল নিজ ঘরে ‡ আরোপিয়া॥
মহামহোৎসব করি সঙ্কীর্ত্তন কৈল।
সে ধূলিতে § দশদিক্ পবিত্র হইল॥
শ্রীল কবির মহাশয়ের সুযশ।
ভুবন-পাবন যাহা অদ্যাপি প্রকাশ॥
তাঁহার চরণে কোটি দণ্ডবত করি।
লালদাস ¶ মাগে কৃষ্ণ-ভকতি-মাধুরী॥

*···শব যে না দেখি।···সাখী॥—পাঠভেদ।
†···সভাই···।···বৈকুণ্ঠেরে···॥—পাঠভেদ।
‡ মত—পাঠভেদ। § যে ধ্বনিতে—পাঠভেদ।
¶ কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।

ইতি শ্রীভক্তমালে ছোটবিপ্র-বড়বিপ্র আদি-ভক্তচরিত্র-বর্ণন নাম পঞ্চদশ মালা॥ ১৫॥

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥

৮২। চরিত্র শ্রীরুইদাস

গুরু রামানন্দ শিষ্য এক ব্রহ্মচারী।
গুরুর প্রেরিতে আনে মুষ্টিভিক্ষা করি ॥
পাক আদি করে তেঁহো ভোগ দেন গুরু।
টহলেতে আজ্ঞাবহ সদা রহে ভীরু ॥
মুষ্টিভিক্ষা করিতে যখন বিপ্র যান।
প্রতিদিন কহে তাঁরে এক মহাজন ॥
চুটকি * না কর সিধা লহ মোর স্থানে।
লইতে না পারে বিপ্র গুরু-আজ্ঞা বিনে ॥
একদিন ঝড় বৃষ্টি দুর্দ্দিন দেখিয়া।
চুটকি না-করি † তথা সিধা লৈল গিয়া ॥
পাক-আদি করি বিপ্র প্রস্তুত করিলা।
গুরু রামানন্দ ভোগ লাগাইতে গেলা ॥
ভোগ লাগাইতে ইষ্ট-ধ্যান যে আইসে।
ভোগের সামগ্রী মনে ভাল নাহি বাসে ॥ ‡
শিষ্য প্রতি জিজ্ঞাসেন ভিক্ষা কোথা পেলে। §
তেঁহো কহে এক বণিকের স্থানে মিলে ॥
রামানন্দ স্বামী কহে বিষয়ীর স্থানে।
নাহি কর স্থূল-ভিক্ষা মুষ্টি-ভিক্ষা বিনে ॥
পূর্ব্বে যে তোমারে কহিলাম ¶ বারবার।
আপনার স্বধর্ম্ম মুষ্টি-ভিক্ষা বিনু আর ॥

যতেক যাচিঙ্গা সব অনাচার হয়।
বিষয়ীর অন্নে মন মলিন করয় ॥ *
অতএব মোর বাক্য যেমন লঙ্ঘিলে।
জন্ম লও গিয়া † অচিরাতে নীচকুলে ॥
স্বামীর শাপেতে বিপ্র মুচির কুলেতে।
জনমিল গিয়া তবে সে-দেহ-পতিতে ॥
সদ্‌গুরু আশ্রয় আর সৎসঙ্গ হইতে।
গুরুর সেবার বলে না হৈল বিস্মৃতে ॥
জন্মমাত্র হরিভক্তি উদয় হইল।
জাতিস্মর হইয়া সৎক্ষণে ‡ জনমিল ॥
জনমিয়া গুরু-প্রতি বিচ্ছেদ স্মরিয়া। §
দুগ্ধ নাহি খায় শিশু আকুল কান্দিয়া ॥
মাতা পিতা নানা মত চেষ্টা-সন্ধি করে। ¶
কোনোমতে দুগ্ধ পান করাইতে নারে ॥
উপায় চিন্তিয়া গেলা স্বামীর সদন। **
কাকুবাদ করি কহে পুত্রের কারণ ॥
সর্ব্বজ্ঞ শ্রীরামানন্দ-স্বামী শুনিতেই।
স্ফূর্ত্তি হৈল নিজ শিষ্য জনমিল সেই ॥
ভাবিয়া স্বামীর মনে দুঃখ উপজিল।
হা হা কেনে হেন পাত্রে অভিশাপ দিল ॥
সম্প্রতি দুগ্ধ না খায় আমার বিচ্ছেদে।
মুঞি কৈনু †† অকর্ম্ম মাতিয়া নিজ মদে ॥

* চাটুকি—পাঠভেদ। †…বড়…।…না লৈল—পাঠভেদ।
‡…নাহি আইসে। ভোগ-সামগ্রী… ॥—পাঠভেদ।
§ কৈলে—পাঠভেদ।
¶…মো কহিনু বারেবার। আপনার স্বধর্ম্ম… ॥—পাঠভেদ।

*…হয়ে।…করয়ে ॥—পাঠভেদ।
† জন্ম গিয়া লহ—পাঠভেদ। ‡ তৎক্ষণে—পাঠভেদ
§…গুরুতে…সঙরিয়া—পাঠভেদ।
¶…নানামতে চেষ্টা সিদ্ধি… ।—পাঠভেদ।
** চরণ—পাঠভেদ। †† কৈল—পাঠভেদ।

অতএব বিহিত করিতে হৈল মোরে।
এতেক ভাবিয়া সাধু কহেন চামারে ॥ *
কোথায় তোমার ঘর বালকে কি হৈলা। †
চিন্তা নাঞি আমি গিয়া কর্য়ে দিব ভাল ॥
চামার কুণ্ঠিত হৈয়া যোড় হাতে কহে।
আপনে আমার ঘরে যাবা-যোগ্য নহে ॥ ‡
স্বামী কহে ইথে মোর কিবা লাঘবতা।
পর উপকার হয় হরির তুষ্টতা ॥ §
এতেক কহিয়া চলি গেলা তার ঘরে।
স্বামীকে দেখিয়া শিশু চমকে নেহারে ॥ ¶
তৃষিত চাতকে যেন জল-ধারা মিলে।
দরিদ্রে রতন যেন মিলে ** হারাইলে ॥
দুনয়নে বহে ধারা না পারে কহিতে।
গুমরিয়া রহে নারে দুঃখ নিবেদিতে ॥
স্বামী তার ভাব বুঝি অন্তরে কান্দয়।
শিরে হস্ত দিয়া বহু আশ্বাস করয় ॥
চিন্তা না করিহ হরি করিবেন দয়া।
অবশ্য তোমারে হরি দিবেন পদছায়া॥ ††
এতো কহি কর্ণে মহামন্ত্র যে অর্পিলা।
কৃতার্থ করিয়া স্বামী নিজবাসে গেলা ॥
ক্রমে ক্রমে সাধু যত হয়তো বর্দ্ধিষ্ঠ।
চন্দ্রবত ভক্তিকলা কালে হয় পুষ্ট ॥ ‡‡
দুইজোড়া জুতা প্রতিদিন বানাইয়া।
এক যোড়া দেন নিতি বৈষ্ণবে দেখিয়া ॥
এক জোড়া বেচি করে দেহ নির্ব্বাহণ।
বৈষ্ণবের ফাটা জুতা বনাইয়া দেন ॥

* অতেব···মোরে হইল করিতে ॥···কহে চামারের সাথে। —পাঠভেদ।
† কোথাকারে তোর ঘর বালক কি হৈল—পাঠভেদ।
‡···যোড়হস্তে···।···যাবার যোগ্য নহে ॥—পাঠভেদ।
§···লাঘবতা কিবা।···যেই সেই হরি-সেবা—পাঠভেদ।
¶ স্বামীরে···চকিতে নেহারে।—পাঠভেদ।
** দারিদ্র্য···পায় হারাইলে।—পাঠভেদ।
††···যে দিবেন অভয় পদছায়া।—পাঠভেদ।
‡‡···ভক্তি তথা প্রকাশে প্রকৃষ্ট।—পাঠভেদ।

এইমতে কথোক * দিবস গত কৈল।
কুটুম্ব হইতে ভিন্ন স্থান এক হৈল ॥
ঝোপড়া বান্ধিয়া এক শালগ্রাম আনি।
তাহাতে রাখিয়া সেবা করয়ে আপনি ॥
রুইদাস বলি নাম লোকেতে কহয়।
হরির কৃপার পাত্র কেহো না জানয় ॥
কষ্টেস্‌ষ্টে জীবিকা চলয়ে কোনো মতে।
কোন দিন উপবাস না হয় মিলাতে ॥
দয়াল শ্রীরামচন্দ্র কেলেশ দেখিয়া।
ছদ্মরূপে আইলা এক স্পর্শমণি নিঞা ॥ †
রুইদাসে বলে কেনে কড়কা করহ।
স্পর্শমণি আনিয়াছি এই ধন লহ ॥
তেঁহো কহে কে তুমি কোথায় তব ঘর।
প্রভু কহে আমি তব ইষ্ট রঘুবর ॥
পুনঃ কহে তুমি যদি রঘুবর হও।
তবে কেনে নিজরূপ নাহিক দেখাও ॥
প্রভু কহে দেখাইব এবে ‡ মণি লও।
তেঁহো কহে পাথর আনিয়া কি ভুলাও ॥
প্রভু কহে এ পাথর লৌহে ছোঁওাইলে।
তৎক্ষণাৎ § স্বর্ণ হয় বহু অর্থ মিলে ॥
এতো কহি চামকাটা রাম্পি ছোঁওাইল।
দেখিতে দেখিতে রাম্পি সোণার হইল ॥
তাহা তেঁহো দেখি ক্রোধে মুখ ফিরাইয়া।
কহেন করিলে কিবা দিলে বিগরিয়া ॥ ¶
দিন গুজরান মোর ইহাতেই হয়।
তুমি তা করিয়া স্বর্ণ কৈলে অপচয় ॥ **
কে তুমি করিতে আইলে মোরে বিড়ম্বন।
কাজ নাঞি মোর তুমি নিঞা যাহ ধন ॥
প্রভু কহে স্বর্ণ হৈল অপচয় কহ।
তেঁহো কহে কাজ নাঞি তুমি নিঞা যাহ ॥

* কতেক—পাঠভেদ।
†···ক্লেশ যে দেখিয়া। ছন্নরূপে···পর্শমণি—পাঠভেদ।
‡ তবে—পাঠভেদ। § তৎক্ষণেতে—পাঠভেদ।
¶ তেঁহো তাহা···।···এ করিলে কি···॥—পাঠভেদ।
**···ইহা হৈতে হয়। তুমি তা করিয়া সোনা···॥—পাঠভেদ।

অর্থে মোর অপচয় সর্ব্বদাই হবে। *
রজোগুণ বৃদ্ধি হৈলে সর্ব্বনাশ হবে ॥
তথাচ † যতন করি প্রভু পছাইলা।
রুইদাস নিঞা চালে গুঁজিয়া রাখিলা ॥
প্রেমানন্দ-রঙ্গে যেই মগন আছয়।
প্রাকৃত মণিতে কি তাহার মন ধায় ॥ ‡
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ অষ্টাদশ সিদ্ধি।
দৃক্‌পাত না করে তাথে § অতি-তুচ্ছ-বুদ্ধি ॥
সে কি বস্তু জ্ঞান করে পরশ রতন।
নিত্যানন্দে পূর্ণ যাঁর সদানন্দ মন ॥
কথোক ¶ দিবস পরে পুনঃ প্রভু আইলা।
পুছেন ভক্তেরে স্পর্শমণি কি করিলা ॥
তেঁহো কহে তব সে পাথর আর রাম্পি।
চালে গুঁজি রাখিয়াছি ঘষিগুলা ঝাঁপি ॥ **
বাহির করিয়া কহে এই নিঞা যাহ। ††
ওগুলা না আন হেথা অন্য কারে দেহ ॥
প্রভু পুনঃ কহে এই দুঃখে কেনে মর।
যৎকিঞ্চিত কিছু দেই তাহি অঙ্গীকার ॥ ‡‡
তোমার যেঁ ঠাকুর তাঁর আসনের তলে।
পাঁচটি মোহর পাবে নিত্য প্রাতঃকালে ॥ §§
তেঁহো কহে না না মোর তাহে কাজ নাই।
মোহর পাথর নিঞা দেহ অন্য ঠাঁঞি ॥
তবে তেঁহো ¶¶ গেলা ঠাকুরের শয্যাতলে।
পাঁচটি মোহর আছে দেখয়ে সকালে ॥
দেখিয়া বড়ই মনে বেজার মানিল।
কহয়ে বড়ই মোর জঞ্জাল হইল ॥
টান মারি দূরে ডারি দিল ক্রোধ করি।
পুনঃ প্রভু আইল তাহার কর্ম্ম হেরি ॥

* সদাই হইবে—পাঠভেদ। † তত্রাচ—পাঠভেদ।
‡ প্রকৃত···তায়—— পাঠভেদ। § যথা—পাঠভেদ।
¶ কতেক—পাঠভেদ। **···খুসি···খাসগুলা···।—পাঠভেদ।
†† কহে এই বাহির করিয়া নিঞা যাহ।—পাঠভেদ।
‡‡ পুনঃ পুনঃ···।···কিছু দিব অঙ্গীকার কর ॥—পাঠভেদ।
§§···আছে নিতানি সকালে।—পাঠভেদ।
¶¶ প্রভু—কচিৎ পাঠভেদ।

ভকতবৎসল হরি ভক্ত-দুঃখ হেরি।
পুনঃ পুনঃ আইসেন রহিতে না পারি ॥
পুনঃ আসি কহে তাঁর দুটি হাথ ধরি।
একটি মোহর * মোর রাখ অঙ্গীকরি ॥
স্পর্শমণি না লইলে না লইলে ভাল।
পাঁচটি মোহর নিত্য † লবে মোরে বল ॥
সাধু বলে কে তুমি স্বরূপ কহ মোরে।
এতেক যতন কেনে কর মোর তরে ॥
তেঁহো কহে আমি তোর রামচন্দ্র হই।
তব দুঃখ নেহারি অন্তরে দুঃখ পাই ॥ ‡
পুনঃ সাধু কহে যদি মোর প্রভু হও।
স্বরূপ দেখায়ে মোর প্রতীতি করাও ॥
তবে হরি একবার নিজ মূর্ত্তি ধরি।
দেখা দিয়া § ভক্তে গেলা অন্তর্দ্ধান করি ॥
বিদ্যুতের ন্যায় সাধু একবার হেরি।
স্থাবরের ন্যায় রহে অনিমিখ করি ॥
চমৎকার চিত্ত জ্ঞানহত হয়ে রহে।
ক্ষণেক সম্বিত পায়ে ইতি উথি চাহে ॥ ¶
পুনঃ দেখিবারে না পাইয়া চিত্ত ভ্রমে।
ঘুরিয়া বুলয়ে তাপ উঠয়ে মরমে ॥ **
উচ্চস্বরে কান্দে কি দেখিনু আহা মরি। ††
হেনরূপ আর কি আছয়ে জগভরি ॥
পীতাম্বর নবঘন-শ্যামল সুন্দর।
কি দেখিনু অপরূপ সুন্দর অধর ॥
একবার কি দেখিনু আর দেখি নাঞি।
কি দোষ করিনু মুঞি বিধাতার ঠাঁঞি ॥

* নহোরা—পাঠভেদ।
† নিথি—পাঠভেদ।
‡···আমি তব·· দেখিয়া।—পাঠভেদ।
§ দেখাইয়—পাঠভেদ।
¶···চিত্তে জ্ঞানহতপ্রায়···। ক্ষণেকে···পাই···॥—পাঠভেদ।
** নয়ানে—পাঠভেদ।
††···আহা কি দেখিনু মরি—পাঠভেদ।

দিয়া ধন হৃদে হৈতে কাড়িয়া লইল।
এ-হেন রতন পায়্যা বঞ্চিত হইল ॥ *
পুনঃ পুনঃ কহে মোরে মুঞি তোর প্রভু।
প্রত্যয় না কৈনু মুঞি না বুঝিল তভু ॥ †
তখন এমত যদি বুঝিতাম মনে।
ছাড়িয়া নাহিক দিতাম ধরিয়া চরণে ॥ ‡
স্পর্শমণি আদি দিতে চাহিলেন মোরে।
বাক্যের হেলন তাঁর কৈনু § বারে বারে ॥
বুঝি সেই অপরাধে বঞ্চনা করিলে।
নহে কেনে দেখা দিয়া পুনঃ লুকাইলে ॥ ¶
আজ্ঞা হৈল অর্থ লৈতে বিচার করিল।
তবে সেই পঞ্চ স্বর্ণ অঙ্গীকার কৈল ॥
এতেক বিলাপ করি সম্বরণ কৈল।
স্বর্ণ নিঞা ** কি করিব মনে বিচারিল ॥
ঠাকুরের মন্দির আর ভোগের শৃঙ্খলা। ††
করিলা হইল বহু বৈষ্ণবের মেলা ॥
সদা গান বাদ্য নৃত্য ‡‡ যাত্রা মহোৎসব।
কৃষ্ণ কথা বিনে আর নাহি অন্য রব ॥
স্বয়ং শ্রীল রামচন্দ্র ভোজন করয়।
যাথে §§ স্থান দেখি মাত্র চমৎকার হয় ॥
ঝালী নামে এক রাণী দীক্ষা নাহি হয়।
গুরুর পরীক্ষা-চেষ্টা ¶¶ সদাই করয় ॥
কাশীর নিকটে রুইদাস ভাগবত।
গুরু রামানন্দ-শিষ্য পরম মহত ॥ ***

দরশনে গেলা রাণী শুদ্ধভক্তিভাবে। *
দরশন মাত্রেই রাণীর চিত্ত দ্রবে ॥
সেবক হইতে চিত্তে † শ্রদ্ধা জনমিল।
তার্কিক ব্রাহ্মণগণ বারণ করিল ॥
মুচির সন্তান স্থানে দীক্ষা যে করিবে।
লোক-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ এ কেমনে হইবে ॥ ‡
পণ্ডিতা সুবুদ্ধি রাণী কহে বিপ্রগণে।
কি কহিলে বিপরীত মুচির সন্তানে ॥
আজন্ম তোমরা কর ব্রহ্ম-অনুষ্ঠান।
কহ দেখি নিজ ত্রাণের কি কৈলে বিধান ॥ §
স্বধর্ম্ম যাজন কর অধর্ম্মের ভয়ে।
না হয় অধিক হবে স্বর্গের বিষয়ে ॥ ¶
অনিত্য সে তাহাও যে সুবুদ্ধি ** দুর্ল্লভ।
বড় ফল করি মানো কৈবল্য অভব ॥ ††
সেহো মুক্তি ভুক্তি ‡‡ ধর্ম্ম হরির ভকত।
সাক্ষাতে আইলে নাহি করয়ে দৃক্‌পাত ॥
নীচ যে কহিলে অতি অনুচিত এহ।
শাস্ত্র দূরে থাকু যুক্তি করিয়া বুঝহ ॥ §§
পরাৎপর জগন্নাথ ¶¶ পরম ঈশ্বর।
যে চরণে গঙ্গা হৈল ত্রৈলোক্যের সার ॥
তাঁর শ্রীচরণ যেই হৃদয়ে ধরয়।
তারে নীচ কহিলেই অপরাধ হয় ॥
ব্রাহ্মণ পবিত্র জাতি হইয়া কি পায়।
নীচজাতি হরিভক্তে কি না লভ্য হয় ॥
স্বাভাবিক ব্রাহ্মণের জন্ম মৃত্যু হয়।
পুনর্ব্বার নীচ আদি *** কুলেতে জন্ময় ॥

---

* ···হৃদি···।···পেতে···॥—পাঠভেদ।
† কভু—পাঠভেদ।
‡ না দিত ছাড়িয়া ধরি রাখিতাম চরণে :—পাঠভেদ।
§ করিলাম—পাঠভেদ।
¶ ···করিলা।···লুকাইলা ॥—পাঠভেদ।
** দিয়া—পাঠভেদ।
†† ঠাকুর···সেবার শৃঙ্খলা।—পাঠভেদ।
‡‡ নৃত্যবাদ্য—পাঠভেদ। §§ যাহে—পাঠভেদ।
¶¶ কালি নামে···। গুরু পরীক্ষার চেষ্টা—পাঠভেদ।
*** পরম মহত্ব—পাঠভেদ।

* শুদ্ধ সত্ত্বভাবে—পাঠভেদ। † মনে—পাঠভেদ।
‡ লোকে ধর্ম্মে···এ কেমতে···।—পাঠভেদ।
§···করি···।···তন্ত্র ত্রাণের বিধান ॥—পাঠভেদ।
¶ অধর্ম্ম···।···কবে...॥—পাঠভেদ।
** সুসিদ্ধ—পাঠভেদ। †† বৈভব—পাঠভেদ।
‡‡ যুক্তি ভুক্তি—পাঠভেদ।
§§···অনোচিত সেহ।···রহ···॥—পাঠভেদ।
¶¶···জগতের—পাঠভেদ।
*** নীচ জাতি—পাঠভেদ।

নীচ জাতি হরিভক্ত পুনঃ না জন্ময় ।
ব্রহ্মার প্রার্থনা যাহা * হেন পদ পায় ॥
অপূর্ণ ভজনে যদি জনমিতে হয় ।
উত্তম জনম পাঞা সাধুমার্গ পায় ॥
তথাহি গীতায়াং—
শুচীনাং শ্রীমতাং গৃহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ।
অতএব হরিভক্ত চণ্ডালে যে হয় ।
ভুবন-পাবন সেহ সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥ †
বেদে শাস্ত্রে এ প্রমাণ অনুভব সবে ।
সাধারণ নাহি হয় রজের প্রভাবে ॥ ‡
রজঃ আর তমের যে এমতি প্রভাব ।
দেখিয়াও প্রত্যক্ষে না হয় অনুভব ॥
এতো কহি রাণী গিয়া রুইদাস স্থানে ।
শরণ লইয়া মন্ত্র করিলা গ্রহণে ॥
শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা অচিরাত হৈল ।
অনেক জন্মের ভাগ্যফল যে ফলিল ॥
রাণীকে ব্রাহ্মণ কিছু কহিবারে নারে ।
পরস্পর সব বিপ্র কাণাকাণি করে ॥
একদিন ঝালি রাণী গুরু রুইদাসে ।
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল নিজ বাসে ॥
কথোগুলি ব্রাহ্মণ করিয়া নিমন্ত্রণ ।
একপংক্তি বসাইলা করিতে ভোজন ॥ §
বিপ্রগণ তাহা দেখি উঁকিঝুকি করে ।
মুচিসহ কেমনে বসিব একত্তরে ॥ ¶
রুইদাস পাশ হৈতে দূরে গিয়া বৈসে ।
সেখানেও রুইদাস বসিয়াছে পাশে ॥ **
পুনর্ব্বার তথা হৈতে দূরে গিয়া বৈসে ।
পুনঃ দেখে রুইদাস বসিয়াছে পাশে ॥ ††

এইমত পরস্পর সভাই দেখয় ।
বিব্রত হইয়া পরস্পর যে কহয় ॥
একি হৈল পাপ আজি মুচির সহিতে ।
একপংক্তি বসি বুঝি হইল খাইতে ॥
এমতি তমের ধর্ম্ম বুঝিয়া না বুঝে ।
অলৌকিক দেখিয়া তথাপি নাহি সুঝে ॥ *
বিভু † নিজ ভক্তের মহিমা প্রকাশিতে ।
নানাখেলা করে অজ্ঞে না পারে বুঝিতে ॥
রাণী সেই রঙ্গ দেখি মুচকিয়া হাসে ।
অভিমানী ‡ বিপ্রগণ না জানে বিশেষে ॥
ভোজন করিয়া সভে উঠিলেন পরে ।
স্বর্ণ সিংহাসনে বসাইয়া সাধুবরে ॥
চামর ব্যজন রাণী করে নিজ করে ।
বিপ্রগণ আরো কিছু চমৎকার হেরে ॥
রুইদাস-অঙ্গে তেজ ঝলমল করে ।
স্বর্ণ যজ্ঞোপবীত শোভয়ে স্কন্ধোপরে ॥ §
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ চমৎকার হৈল ।
উঠিয়া চলিল কিন্তু আদর না কৈল ॥
কাশীবাসী বিপ্রগণ জ্ঞানমার্গী ¶ হয় ।
বৈষ্ণব যে সেব্য তার মর্ম্ম না জানয় ॥
শ্রীমান রুইদাস শ্রীমতী রাণীজীর ।
চরণ ভরসা লালদাস নারকীর ॥ **

——

৮৩। চরিত্র পিপাজীর

গাঙ্গরোলের রাজা নাম পিপা হয় শাক্ত ।
দেবীর প্রতিমা পূজে অতি অনুরক্ত ॥
দৈবাত্ত বৈষ্ণব এক অতিথি হইলা ।
হেলা করি যাহা কিছু খাদ্য দ্রব্য দিলা ॥ ††

* ব্রহ্মার প্রার্থনীয় হেন—পাঠভেদ ।
†…চণ্ডাল…;…গায় ॥—পাঠভেদ ।
‡ বেদশাস্ত্রে…সর্ব্বে ।…হয়ে…স্বভাবে ॥—পাঠভেদ ।
§ কতগুলি ব্রাহ্মণে করিলা —পাঠভেদ ।
¶…তাহে…উসিমুসি…;…কেমতে…একোত্তরে ॥—পাঠভেদ
**…দেখে…বসি পাশে ।—পাঠভেদ ।
†† পুন দেখে বিপ্র…আছে পাশে—পাঠভেদ ।

*…তত্রাচ নাহি রিঝে ।—পাঠভেদ । † প্রভু—পাঠভেদ ।
‡ অভিমানে—পাঠভেদ ।
§ রুইদাস অঙ্গ তেজে…।…শোভে বাম স্কন্ধোপরে ॥ —পাঠভেদ ।
¶ জ্ঞানমার্গ—পাঠভেদ । **…কৃষ্ণদাস লবে কীর ॥-পাঠভেদ
†† দৈবাৎ…আইলা …তাহে…॥—পাঠভেদ ।

রন্ধন করিয়া সাধু খাইয়া বসিলা । *
রাজা শাক্ত কৃষ্ণভক্তি-বিহীন জানিলা ॥
ক্ষোভিত হইয়া কিছু মনোরথ করে ।
রাজা যদি হরিভক্ত হয় দেবী-বরে ॥ †
তবে এই রাজ্যধন মানব-জনম ।
সফল যে হয় নহে কেবল ভরম ॥
দেবীর কৃপার পাত্র সহজে রাজন ।
বিশেষ ‡ সাধুর কৃপা পরম কারণ ॥
শঙ্খিনী যোগিনী সহ নিশিতে ভবানী ।
ভয়ঙ্কর রূপ ধরি যাইয়া আপনি ॥
নিদ্রাকালে রাজার বসিলা বক্ষঃস্থলে ।
হুঙ্কার করিয়া কিছু ক্রোধাবেশে বলে ॥ §
আরে মূঢ় সাধু করি মান আপনারে ।
অবজ্ঞা করিলি কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবেরে ॥ ¶
প্রাতঃকালে উঠি তার সম্মান করিবে ।
স্তবন করিয়া অপরাধ মানাইবে ॥
যুক্তি যে করিবে তেঁহো তাহাই করিবে ।
সর্ব্ব সিদ্ধ সেই যাহে ** কল্যাণ হইবে ॥
স্বপন দেখিয়া রাজা ভয়েতে কাতর ।
কি দেখিনু †† বলিয়া চিন্তয়ে গাঢ়তর ॥
প্রাতে উঠি গিয়া সেই বৈষ্ণব-চরণে ।
অষ্টাঙ্গ হইয়া সব কহে বিবরণে ॥
চরণে ধরিয়া বলে কি আজ্ঞা করহ ।
অপরাধ ক্ষম আর কি করি বলহ ॥ ‡‡
যে আজ্ঞা করহ তাহা করি শিরে ধরি ।
বুঝিলাম বৈষ্ণবের মহিমা যে ভারি ॥
বৈষ্ণব কহেন §§ রাজা তুমি ভাগ্যবান ।
এতাদৃশ দেবী সে তোমারে কৃপাবান ॥

* রহিলা—পাঠভেদ । † সেবা করে—পাঠভেদ ।
‡ বিশেষে—পাঠভেদ ।
§…বসিয়া…।…ক্রোধবশে—পাঠভেদ ।
¶ হাঁরে…।…করিলে…॥—পাঠভেদ ।
** যাথে—পাঠভেদ । †† দেখিল—পাঠভেদ ।
‡‡…কহে…।…করি যে বলহ ॥—পাঠভেদ ।
§§ কহয়ে—পাঠভেদ ।

আমি যে মানস কৈনু তাহাতে সম্মতি ।
হইয়া করিলা আজ্ঞা দিয়া অনুমতি ॥
বড় কৃপা কৈলা দেবী কৃষ্ণভক্তি দিলা ।
জগতের সার অর্থ বিতরণ কৈলা ॥
অতএব মহারাজ মোর মনকথা ।
কৃষ্ণভক্ত হও যাবে তাপত্রয়-ব্যথা ॥
কৃষ্ণপ্রেম-সুখোল্লাস তাহা আস্বাদহ । *
সুধাপান কর আর বন্ধন ছুটাহ ॥
ইহার অধিক নহে রাজধর্ম্ম অর্থ । †
আর যত দেখ হয় সকলি অনর্থ ॥
এতেক শুনিঞা রাজা ভাবিতে লাগিলা ।
দেবীর আশয় এই সিদ্ধান্ত বুঝিলা ॥
বৈষ্ণবেরে কহে রাজা কর্ত্তব্য হইলা ।
তথাচ দেবীরে কিছু নিবেদিতে গেলা ॥
তবে রাজা দেবীরে কহয়ে স্তুতি করি ।
এবে বুঝিলাম যে নিতান্ত সেব্য হরি ॥
তাহাতে বুঝিনু মোরে বড় কৃপা কৈলে ।
সারাৎসার যেই অর্থ সেই ধন দিলে ॥
রাজ্য ধন পাইয়া যে মানিলাম ‡ অর্থ ।
এবে বুঝিলাম সেই সকলি অনর্থ ॥
অতএব সার ধন দিতে ইচ্ছা কৈলে ।
আশ্রয় করি যে কোথা তাহা না কহিলে ॥
গুরুপদ আশ্রয় করিব কোথা গিয়া ।
তাহা আজ্ঞা কর মোরে করুণা করিয়া ॥
এতেক শুনিঞা দেবী আদেশ করয় ।
গুরু রামানন্দ-পদ করহ আশ্রয় ॥
কাশীতে শ্রীরামানন্দ নিকটে চলিলা ।
শিষ্যগণ নিকটে যাইতে নাহি দিলা ॥
অবৈষ্ণব পিপারাজা পূর্ব্বেতে জানয় ।
অতএব স্বামী শুনি উপেক্ষা করয় ॥

*…আস্বাদ করহ ।—পাঠভেদ ।
†…রাজ্য ধন অর্থ । যার যেন…॥—পাঠভেদ ।
‡ রাজ্যধন আদি পাইয়া মানিলাম—পাঠভেদ ।

বাহিরে রহিয়া রাজা যোড়হাথ করি।
বিনয় করয়ে বহু দন্তে তৃণ ধরি ॥
দেবীর আজ্ঞায় সব বৃত্তান্ত কহিল।
শরণ লইনু বলি কান্দিতে লাগিল ॥
তবে স্বামী নিশ্চয় জানিঞা মনোবৃত্তি।
আনন্দ জন্মিল দয়া উপজিল অতি ॥
তারকব্রহ্ম রামনাম উপদেশ দিলা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে বড় কৃপা কৈলা ॥ *
অভিমান তেজি রাজা কথোক † দিবস।
সেবা কৈল গুরুর করিয়া অভিলাষ ॥
গুরুর আজ্ঞাতে গৃহে আসিয়া রাজন।
বৎসরেক কৈল হরিভক্তির সাধন ॥
বিষয় তেজিয়া বনে করিতে গমন।
হরি-অনুরাগে দৃঢ়তর কৈল পণ ॥ ‡
বিবেচনা করি কিছু অন্তরে চিন্তিলা।
স্ত্রীগণের হিত করিবারে বিচারিলা ॥
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে ইহা সভার § মতি হয়।
অবশ্য আমার ইহা করিতে যুয়ায় ॥
এতেক চিন্তিয়া স্বামী-রামানন্দ স্থানে।
পত্রী পাঠাইলা এক ¶ অস্ফুট বচনে ॥
একবার হেথা যদি পদার্পণ হয়।
নিবেদন করিব বিশেষ কিছু হয় ॥ **
রাজার পাইয়া পত্রী স্বামী চলি আইলা।
রুইদাস-আদি শিষ্যসঙ্গে করি গেলা ॥ ††
সম্যক্-প্রকারে রাজা পূজিয়া ‡‡ স্বামীরে।
দীক্ষা করাইল রাণীগণ সভাকারে ॥

রাজ্য তেয়াগিয়া রাজা বৈরাগ্য করিয়া।
যাইবারে চাহে গুরু স্থানে নিবেদিয়া ॥
স্বামী তাহে পরম-সন্তোষ-চিত্ত * হৈলা।
এইক্ষণে শুভ বলি অনুমতি দিলা ॥
রাজ্য তেজি বৈরাগ্য করিয়া রাজা চলে।
যাইবার কালে সাত রাণী আসি মিলে ॥
মোরা সমিভ্যারে যাব সভে আসি বলে।
বিঘ্ন উপস্থিত রাজা পড়িল জঞ্জালে ॥ †
নাহি ছাড়ে কেহো রাজা আপদে পড়িলা।
স্বামী তার স্ত্রীগণে অনেক বুঝাইলা ॥ ‡
না মানিল যদি তবে রাজা কিছু কহে।
যে জন আসিতে যোগ্য হবে মোর সহে ॥
অলঙ্কার বস্ত্র আদি দূরে তেয়াগিয়া।
নগ্নবেশে সভামধ্যে আইসহ § ফিরিয়া ॥
কহিবামাত্রেতে সীতা নাম ছোট রাণী।
টান মারি ফেলি দিলা হীরাহার ¶ মণি ॥
হাথ যোড় করি কহে উলঙ্গ হইতে।
অপরাধ হবে এই গুরুর সাক্ষাতে ॥
এতো কহি ছেঁড়া এক কম্বল ফাড়িয়া।
পরিয়া লইলা জরিবস্ত্র তেয়াগিয়া ॥ **
রাজা চমকিয়া স্বামি-মুখপানে চাহে।
এহারে সঙ্গেতে †† লহ গুরুদেব কহে ॥
হরি-অনুরাগী যেই সেই গ্রাহ্য হয়।
যদি বল রমণীর সঙ্গ না যুয়ায় ॥
উভয়ের রীত রাগ ‡‡ যদ্যপি জন্ময়।
দৈহিক সম্বন্ধে অভিমান না রহয় ॥ §§
তবে যে পুরুষ-স্ত্রী-ভেদ কি রহিল।
সভাই সমান তাহে হরিভক্তি হৈল ॥

* ...দিয়া। বড় কৃপা কৈলা তারে শক্তি সঞ্চারিয়া ॥ —পাঠভেদ।
† ...কতক...পাঠভেদ। ‡ হৈল মন—পাঠভেদ।
§ ইহা সভে—পাঠভেদ। ¶ ইহা—পাঠভেদ।
** ...পদার্পণ যদি হয়...। ...স্ববিষয়—পাঠভেদ।
†† রাজার পাইয়া পত্রী...।...মেলা—পাঠভেদ।
‡‡ পূজিলা—পাঠভেদ।

* চিতে—পাঠভেদ।
† ...সভে মেলি বলে। বিঘ্ন এক...পড়িল...॥—পাঠভেদ।
‡ স্বামীজী স্ত্রীগণেরে...।—পাঠভেদ
§ আসিব—পাঠভেদ।...¶ হার হীরামণি—পাঠভেদ।
** ঝাড়িয়া। পরিয়া লইয়া...॥—পাঠভেদ।
†† সঙ্গতি—পাঠভেদ। ‡‡ বীতরাগ—পাঠভেদ।
§§ নাহি রয়—পাঠভেদ।

ভক্তিপক্ষে বন্ধু সম * অবশ্য যে গ্রাহ্য।
রাগ পক্ষে রিপু তুল্য যাথে যায় ধৈর্য্য ॥
পিপাজীর রাণীর অধিকার অনুরাগ।
উভয় সমান-রীতি বিষয়ে বিরাগ ॥ †
উপযুক্ত বুঝি স্বামী অনুমতি দিলা।
অযোগ্য কোথায় যাথে স্বামী আজ্ঞা হৈলা ॥ ‡
তাহে বিশেষতঃ হরিভক্তের আশ্রয়।
শ্রীমদ্ভাগবতে কহে করিয়া নিশ্চয় ॥ §

টীকা শ্রীশ্রীধর স্বামিপাদ—
'স্বভক্তস্য আশ্রম নিয়মাভাবস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ'
ইত্যাদি।

শ্রীমান্ গুরু রামানন্দ ¶ দ্বিতীয় শ্রীরাম।
তাঁর কৃপা-কটাক্ষেতে পূরে সর্ব্ব কাম ॥
তাহে তাঁর পূর্ণ কৃপা তাথে কি সংশয়।
দুর্ঘটনা যার কটাক্ষেতে লয় হয় ॥ **
জগতে না মিলে যাহা সর্ব্ব ধর্ম্ম করি।
সর্ব্বদেব সেবি মহা তপস্যা আচরি ॥ ††
হেন যে দুর্ল্লভ হরিভক্তি যেই দাতা।
তাঁহার কৃপায় রাগ নিবৃত্তি কি কথা ॥ ‡‡
রাগ-নিবর্ত্তন হরিভক্তি-অঙ্গ নহে।
তথাচ নিবর্ত্ত চাহি §§ বাধা জন্মে যাহে ॥
আরো আছে তাতপর্য্য ঐকান্তিক মতে।
রাগদোষ ¶¶ নাহি থাকে একান্তী ভকতে ॥

যেমন জ্ঞানীর মতে বৈরাগ্য প্রধান।
ভক্তিমার্গে তেমন অবশ্য নাহি হন ॥
তথাচ ভক্তির গুণ এমতি স্বভাব।
আপনি জন্ময়ে আসি সুনির্ব্বেদ * ভাব ॥
অতঃপর পিপাজীর নানা লীলাকর্ম্ম।
সকল না কহা যায় কিছু কহি মর্ম্ম ॥
সীতা-সঙ্গে চলে রাজ্যভোগ তেয়াগিয়া।
মৃত্তিকার করোয়া ছিণ্ডা কম্বল উড়িয়া ॥ †
বদনে শ্রীরামনাম ভিক্ষাটন করি।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা দ্বারকানগরী ॥
নিত্য শ্রীদ্বারকাধাম নিত্য-লীলা হয়। ‡
মনেতে প্রতীত আছে দেখিতে না পায় ॥
না দেখিয়া মনে বড় § দুঃখ উপজিল।
আশপাশ লোকে সাধু পুছিতে লাগিল ॥
এইখানে কৃষ্ণের দ্বারকাপুরী হয়। ¶
দেখিতে না পাই কেনে গেলেন কোথায় ॥
হাসিয়া কহয়ে লোক এবে কি দেখিবে।
কলিকাল এখন দেখিতে কোথা পাবে ॥
লীলা-অন্তে সপ্তরাত্র পরে ** দ্বারাবতী।
সাগরে ডুবিলা কৃষ্ণ বিরাজয়ে তথি ॥
এতো শুনি উৎকণ্ঠাতে †† সীতার সহিতে।
দরশন হেতু ঝাঁপ দিল সাগরেতে ॥
টাবু টুবু করিয়ে ডুবিয়ে রহে দুহেঁ। ‡‡
তা দেখি রুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণেরে কহে ॥ §§
কেমন নির্দ্দয় তুমি দয়ার লেশ নাঞি।
এ কলঙ্ক তোমার জগতে রবে ছাই' ॥

---

* বুদ্ধি সম—কচিৎ পাঠভেদ।
† বিষয় বিরাগ—পাঠভেদ।
‡ স্বামী কৃপা কৈলা—পাঠভেদ।
§ ··আশ্রম।···নাহিক নিয়ম ॥—পাঠভেদ।
¶ শ্রীমান্ রামানন্দ হন—পাঠভেদ।
**··· তাহে। দুর্ঘট ঘটন যাঁর কটাক্ষেতে হয় ॥—পাঠভেদ।
†† ··যে না মিলয়···। সর্ব্ব দেবদেবী···আচারী ॥—পাঠভেদ।
‡‡ রাগ নিবৃত্তি কা কথা—পাঠভেদ।
§§ রাগ নিবর্ত্তন আদি ভক্তিঅঙ্গ নহে।·· চাহ—পাঠভেদ।
¶¶ রাগোদ্দেশ—পাঠভেদ।

* জন্মায়·· সুনির্বিঘ্নভাব—পাঠভেদ।
† উড়াইয়'—পাঠভেদ। ‡ শ্রীদ্বারিকাধামে—পাঠভেদ।
§ কিছু—পাঠভেদ।
¶·· দ্বারকাপুরী কৃষ্ণ বিরাজয়—পাঠভেদ।
** সপ্তরাত্রি পরে—পাঠভেদ।
†† উৎকণ্ঠিতে—পাঠভেদ।
‡‡ বুড়িয়া রহে দোঁহে—পাঠভেদ।
§§ হোথা শ্রীরুক্মিণীদেবী কৃষ্ণসনে কহে ॥—পাঠভেদ।

ভক্তদুটি ডুবিয়া মরয়ে সিন্ধু-জলে।
কৃপা করি দুহাঁরে আনহ নিজ স্থলে ॥
তবে কৃষ্ণ গরুড়ে কহিয়ে আনাইলা।
যুগলমোহন-রূপ-দরশন দিলা ॥
হেরিয়ে পরমানন্দ পাইল দুজনে।
চাতক যেমন হর্ষ মেঘ-দরশনে ॥ *
করিয়া অমৃত পান কথোক দিবস।
রহিলা যে তথায় পাইয়া সেবারস ॥
কৃষ্ণ কহে তাঁহা-দোঁহে আমার আজ্ঞাতে।
দ্বারকা প্রকাশ † গিয়া কর উপরেতে ॥
নিত্যধাম-দ্বারকা-বিনাশ কভু নহে।
তবে যে সমুদ্রমগ্ন ‡ যাহা লোকে কহে ॥
তাহার বৃত্তান্ত কহি শুনহ বিস্তার।
লোকে জানাইতে কৈনু লীলার প্রকার ॥ §
সমুদ্রের স্থানে কিছু স্থান মাগি লৈনু।
অসুর-মারণ ¶ হেতু এ লীলা করিনু ॥
অসুর বুঝিবে কৃষ্ণ পলাইয়ে গেল।
সাগরের স্থানে গিয়া শরণ লইল ॥
নতুবা যে নিত্যধাম উপরে অদ্যাপি।
আছয়ে নাহিক ক্ষয় সদাই চিদ্রূপী ॥
তথায় সদাই মুঞি পরিবার সনে।
লীলা-অপ্রকটে থাকি সভে নাহি জানে ॥
ভক্তজন জানে মোর সদা নিত্যলীলা।
অসুর স্বভাবে কহে সবে মরি গেলা ॥ **
অসুর মোহের হেতু যদুবংশ ক্ষয়।
লীলা কৈনু যাথে বুঝে প্রাকৃতের ন্যায় ॥ ††
সেই ইন্দ্রজালবত যথার্থ না হয়।
ছলে দেবগণে পাঠাইলা স্বস্বালয় ॥

সমুদ্রের ভিতরে যে এখন দেখহ।
সমুদ্রেরে কৃপা করি থাকি যে জানিহ ॥
সেই হেতু * সর্ব্বতীর্থময় যে সাগর।
যাথে স্নান-আদি হয় সর্ব্ব-সিদ্ধকর ॥
অতএব তোমরা যাইয়া দ্বারকার।
মহিমা প্রকাশ কর স্থানের প্রচার ॥
যথা যেই লীলা তার স্থান নির্দ্দেশিয়া। †
আমার চিন্ময়-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া ॥
সেবার শৃঙ্খলা কর মুঞি ভোগ করি।
বিরাজ করিব যে প্রতিমারূপ ধরি ॥
লোকের নিস্তার হেতু ইহা কর গিয়া।
দেহ-অন্তে মোরে পুনঃ পাইবে আসিয়া ॥
এতেক শুনিয়া সাধু চমৎকার ‡ হৈল।
হা হা মূঢ় লোকে বলে যদুবংশ মৈল ॥
চিদানন্দময় নিত্য সভার কারণ।
তা-সবার ক্ষয় কোথা কোথায় মরণ ॥
বুঝিলাম শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত না জানিঞা।
বিরুদ্ধার্থ করে লোক পণ্ডিত মানিঞা ॥
আপনিহ নাশ যায় লোকেরে ডুবায়।
ইহকাল পরকাল দুই যায় ক্ষয় ॥
এতেক ভাবিয়া স্তম্ভপ্রায় দোঁহে রহে।
ইঙ্গিত করিয়া কৃষ্ণ গরুড়েরে কহে ॥
গরুড় তৎক্ষণে দোঁহে শ্রীপুর হইতে।
উপরে উঠিয়া দিলা সমুদ্র-তীরেতে ॥ §
বিচ্ছেদে বিমর্ষ দোঁহে চারিপানে চাহে।
সেরূপ না দেখি পুন বিকল বিরহে ॥
দ্বারকা প্রকাশ কৈলা আজ্ঞা-অনুসারে।
যেখানে যে লীলাস্থান সব ব্যক্ত করে ॥
রণছোড়জী টীকমজী দুই শ্রীবিগ্রহ।
স্বয়ম্ভুব আসি তাহে কৈল ¶ অনুগ্রহ ॥

---

* হেরিয়া…পাইয়া…।…হর্ষে মেঘ বরিষণে ॥—পাঠভেদ।
† দ্বারকা প্রবেশ—পাঠভেদ।
‡ তবে সে সমুদ্রে—পাঠভেদ।
§ প্রচার—পাঠভেদ। ¶ অসুর মোহন হেতু—পাঠভেদ।
** ভক্তগণে…। অসুর স্বভাব…সব…॥—পাঠভেদ।
†† প্রকৃতের—পাঠভেদ।

* যেহেতুক—পাঠভেদ।
† নির্দ্দিষ্টিয়া—পাঠভেদ। ‡ চমকিত—পাঠভেদ।
§…তৎক্ষণাৎ…। বেলাতে ॥—পাঠভেদ।
¶ টিকামজী…হৈল অনুগ্রহ—পাঠভেদ।

নির্ম্মাণ করিয়া পুরী * ঠাকুর প্রকাশি।
সেবায় মজিল মন দোঁহা দিবানিশি ॥
মুদ্রা বিনে নাহি হয় ভক্ত্যে অধিকারী।
তপ্তমুদ্রা † ব্যবস্থিত স্থান-নিয়ম করি ॥
কথোক দিবস পরে সেবক স্থাপিয়া।
বেড়ান অনেক তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ॥ ‡
একদিন এক গভীর বনেতে যাইতে।
বিকরাল ব্যাঘ্র এক আইলা খাইতে ॥ §
তাহার জটেতে ধরি তিলক নাসায়।
আর তুলসীর মালা কণ্ঠেতে পরায় ॥
কৃষ্ণনাম কর্ণে তার ¶ উপদেশ দিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ব্যাঘ্র বনেতে চলিল ॥
পর-হিতকারী সাধু সবারে ** সমান।
সভারে নিস্তারে নর-পশু নাহি জ্ঞান ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দোঁহে গেল বৃন্দাবন।
যথা শেষশায়ি-গৃহে শ্রীধর ব্রাহ্মণ ॥ ††
সর্ব্বস্ব ক্ষেপণ করে বৈষ্ণব-সেবায়।
বৈষ্ণবের ‡‡ প্রীতি তার অসাধার হয় ॥
পিপাজী সীতার সহ অতিথি হইল।
শ্রীধর পাইয়ে বহু সমাদর কৈল ॥
পাদ ধোয়াইয়া স্তব করি বসাইল।
ঘরে কিছু নাহি বিপ্র ভাবিতে লাগিল ॥
স্ত্রী কহে মোর পরিধেয় লঙ্গী বস্ত্র।
বেচিয়া আনহ দ্রব্য খাদ্য পাকপাত্র ॥ §§
এত কহি উলঙ্গ হইয়া বস্ত্র দিয়া।
গোধূমের কুঠি মধ্যে রহিল বসিয়া ॥

এতাদৃশ অনুরাগ বৈষ্ণব-সেবায়।
উলঙ্গ হইয়া বস্ত্র বেচিবারে দেয় ॥ *
শ্রীধর লইয়া বস্ত্র † বাজারে বেচিয়া।
সামগ্রী আনিল কিনি বৈষ্ণব লাগিয়া ॥
রন্ধন করিয়া কৃষ্ণে ভোগ লাগাইল।
পিপা আর সীতা দোঁহে ডাকিয়া আনিল ॥ ‡
পিপা কহে সভে মেলি একত্র বসিব।
প্রসাদের আস্বাদন একত্রে করিব ॥
তাঁহাদের আগ্রহেতে শ্রীধর বসিলা।
তাঁহার ঘরণী লাগি অপেক্ষা করিলা ॥ §
সীতা গৃহমধ্যে তাঁরে ডাকিতে যাইয়া।
দেখয়ে ডোলের মধ্যে উলঙ্গ বসিয়া ॥
হাথে ধরি উঠাইয়া জিজ্ঞাসেন তাঁরে।
উলঙ্গ বসিয়া কেনে হেতু কহ মোরে ॥
ঘরে কিছু নাহি তাহে বসন বেচিয়া।
সামগ্রী আনিল তথ্য কহে বিবরিয়া ॥
সীতা চমৎকার হৈয়া আলিঙ্গন কৈল।
বৈষ্ণবেতে এত ¶ প্রীত কোথা না দেখিল ॥
ধন্য ধন্য করি সীতা প্রশংসা করিল।
মো-হেন জনার এত ** রতি না জন্মিল ॥
এতেক কহিয়া নিজ অঙ্গ বস্ত্র কাড়ি।
পরাইয়া দিল যেঙ-তেঙ কটি বেড়ি ॥
ভোজন করিয়া সীতা পরামর্শ কৈলা।
হেন ব্যক্তি ঘরে প্রভু কিছুই না দিলা ॥
মুঞি কিছু ইহার বিহিত চেষ্টা করি।
এতো ভাবি বাহিরিলা অনুরাগে ভরি ॥
বাজারে যাইয়া এক বণিকের স্থানে।
হাব-ভাব †† কটাক্ষ করয়ে কত ভাণে ॥

* পুরে—পাঠভেদ।
† গুপ্তমুদ্রা—পাঠভেদ।
‡ কতেক…।…নানান তীর্থ…॥—পাঠভেদ।
§…অতি গভীর বনেতে।…আইসে খাইতে॥—পাঠভেদ।
¶ কৃষ্ণনাম মন্ত্র কর্ণে—পাঠভেদ। ** সভাতে—পাঠভেদ।
†† ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা শ্রীবৃন্দাবন।…ঘরে…॥—পাঠভেদ।
‡‡ বৈষ্ণবেতে—পাঠভেদ।
§§ ..লেঙ্গা বস্ত্র।…আনহ খাদ্যদ্রব্য…॥—পাঠভেদ।

*…সেবাতে।…দিলা বসন বেচিতে॥—পাঠভেদ।
† শ্রীধর সে বস্ত্র নিঞা—পাঠভেদ।
‡…লাগাইয়া।…দোঁহায় আনিল ডাকিয়া॥—পাঠভেদ।
§…আগ্রহে শ্রীধর তো বসিলা।…হেতু…॥—পাঠভেদ।
¶ বৈষ্ণবে এতেক প্রীত—পাঠভেদ।
** হেন—পাঠভেদ। †† হাস্যিভাব—পাঠভেদ (দুর্ব্বোধ)।

বণিক ডাকিয়া নিজ স্থানে বসাইলা।
চৌদিকে অনেক লোক আসিয়া ঘেরিলা ॥
হাস্য কৌতুক করি সবে মুগ্ধ কৈলা। *
তণ্ডুল গোধূম বহু সবে মিলি দিলা ॥
স্ত্রীর স্বাভিযোগের যে এমতি বিক্রম।
ব্রজলোক ভ্রষ্ট নহে তভু হৈল ভ্রম ॥
ঠাকুরাণীর অনুরাগ বৈষ্ণবে এমতি।
ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম নহে দেখয়ে সুমতি ॥
কৃষ্ণের জনেরে পাপ নাহিক ঘটয়।
পাপ পুণ্য দুই কাছে আসিতে নারয় ॥
শ্রীধরের গৃহে সেই গোধূমাদি যত।
রাশি করিলেন আনি হৈল আনন্দিত ॥
ইহার বিস্তার আর অনেক আছয়।
সংক্ষেপে কহিল মাত্র স্থূল যে আশয় ॥ †
এক দিন সীতা যমুনায় স্নানে গেলা।
তীরে বৃক্ষতলে স্বর্ণভাণ্ড নিরখিলা ॥
রাত্রে পিপাজীর স্থানে কহিতে লাগিলা।
প্রাতে যমুনার স্নানে মুঞি যবে গেলা ॥
স্বর্ণভাণ্ড মুদ্রাসহ যমুনার তীরে। ‡
দেখিনু আনিতে বল শ্রীধর বিপ্রেরে ॥
দৈবাৎ § যে চোর চুরি করিতে আসিয়া।
সে বৃত্তান্ত শুনে চোর ¶ আড়ালে থাকিয়া ॥
শুনিঞা অমনি ** চোর ছুটিয়া চলিলা।
সেই খানে গিয়া সেই ভাণ্ড উঠাইলা ॥ ††
দেখে তার মধ্যে এক কালসর্প হয়।
তেমনি ঢাকিনী দিয়া লইয়ে চলয় ॥ ‡‡
ক্রোধ করি সেই ভাণ্ড তথায় আনিঞা।
সীতাজীর অঙ্গোপরি দিল ফেলাইয়া ॥

ঝনৎকার করি স্বর্ণ মোহর পড়িল। *
সর্পেতে দংশিল বলি চোর চলি গেল ॥
ভক্ত যে করিল বাঞ্ছা প্রভু পূরাইল।
ছল করি মোহরের ভাণ্ড আনি দিল ॥
ঠাকুরাণী তাহা নিঞা † শ্রীধরেরে দিল।
বৈষ্ণব সেবার হেতু আনন্দিত হৈল ॥ ‡
শ্রীধরের বৈষ্ণব সেবার যে উল্লাস।
দেখি পিপাজীর মনে হৈল অভিলাষ ॥
এক নদীতীরে টোটা বান্ধি কৈল স্থান।
রাজা এক করি দিলা সেবার সন্ধান ॥
সীতা মাতা উল্লাসেতে করেন রন্ধন।
ভোজন করান আইসে যায় সাধুগণ ॥
একদিন সামগ্রী যে ছিল ফুরাইল।
হেনকালে কথোগুলি বৈষ্ণব আইল ॥
চিন্তায় মগন সাধু কি করি উপায়।
ভিক্ষা করিবারে ঠাকুরাণী বাহিরায় ॥
নদীতে যে অল্প জল § পারেতে যাইয়া।
বাজারে ভিক্ষার লাগি বেড়ান ফিরিয়া ॥
এক যে বণিক তাঁরে সুন্দরী দেখিয়া।
স্বাভিযোগ করে দুষ্ট আঁখি মট্‌কিয়া ॥
সীতা কহে গৃহে মোর আইলা অতিথি।
সেবার সামগ্রী ঘরে কিছু নাহি স্থিতি ॥ ¶
সেবা-উপযুক্ত যে সামগ্রী দেহ মোরে।
যাহা আজ্ঞা কর তাহা করিব অদূরে ॥
তাহা শুনি অনেক সামগ্রী তারে দিয়া।
সন্ধ্যা অন্তে আসিহ কহিল তুষ্ট হৈয়া ॥ **
ঠাকুরাণী হৃষ্টমনে সাধু সেবা কৈলা।
পিপাজী কহেন দ্রব্য কোথায় পাইলা ॥

---

* করি মুগধ হইলা—পাঠভেদ। † আছয়—পাঠভেদ।
‡ স্বর্ণমুদ্রা একভাণ্ড—পাঠভেদ। § দৈবাত্ত—পাঠভেদ।
¶ সব—পাঠভেদ। ** ঐমনি—পাঠভেদ।
††…সেই ভাণ্ড গিয়া উঠাইলা—পাঠভেদ।
‡‡ তেমতি ঢাকনা—পাঠভেদ।

* ছপিল—পাঠভেদ। † লৈয়া শ্রীধরকে—পাঠভেদ।
‡ আনন্দ জন্মিল—পাঠভেদ। § অলপ জল—পাঠভেদ।
¶ মাতা…অতিথ।…স্থিত ॥—পাঠভেদ।
**…আইসহ…হৃষ্টধিয়া।—পাঠভেদ।

তেঁহো পূর্ব্বাপর যত * বৃত্তান্ত কহিল।
ভাল ভাল বলি সাধু প্রশংসা করিল ॥
সন্ধ্যাকালে পিপাজী কহেন সীতাজীরে।
সত্যে বদ্ধ হৈলে † তথা হয় যাইবারে ॥
অপূর্ব্ব সামগ্রী হয় সৌন্দর্য্য যৌবন।
নিজসুখহেতু বৃথা করয়ে ক্ষেপণ ॥
ধন্য ধন্য তুমি তব যৌবন সফল।
বৈষ্ণবার্থে বেচিলা সে না হৈল বিফল ॥ ‡
অতএব শীঘ্র করি যাহ তুমি তথা।
প্রতিশ্রুত হইলে বণিক-স্থানে যথা ॥
যে আজ্ঞা বলিয়া মাতা চলয়ে তথায়।
সাধু দেখে নদীজলে বসন ভিজয় ॥ §
উঠাইয়া আপনি যে পার করি দিলা।
বণিকের গৃহে গিয়া উপনীত হৈলা ॥
সত্যবাদী নির্ম্মৎসর দেখহ দুরূহ। ¶
বৈষ্ণবেতে অনুরাগ ভক্তির প্রবাহ ॥
আশ্চর্য্য কথন এই অলৌকিক হয়।
অনুরাগে ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু না জানয় ॥
তবে ঠাকুরাণী বণিকের ঘরে গিয়া।
একভিতে বসি রহে কৃষ্ণে মন দিয়া ॥
বণিক চাহয়ে অঙ্গস্পর্শ করিবারে।
আগুনের উল্কা হেন লাগয়ে শরীরে ॥
নিকটে যাইতে নারে পোড়য়ে শরীর।
দূরে পলাইলা মূঢ় হইয়া অস্থির ॥
তখন বুঝিল এতো প্রাকৃতিক নহে।
ঘৃণা হৈল আপনা ধিক্কার ** করি কহে ॥

* সব—পাঠভেদ। † হৈয়া—পাঠভেদ।
‡ ধন্য তুমি তোমার যে……না হইল বিফল ॥—পাঠভেদ।
§ তিতয়—পাঠভেদ। ¶ তা দেখ এই দৌহ।—পাঠভেদ।
** ধিৎকার—পাঠভেদ।

ছি ছি মোরে ধিক্ ধিক্ কি কর্ম্ম করিনু।
হেন জনে হেন কর্ম্মে আসক্ত হইনু ॥ *
আর্ত্তনাদ করি † তাঁর চরণে পড়িয়া।
অনেক মিনতি কৈল কাতর হইয়া ॥
জগন্মাতা তুমি মোর লক্ষ্মীঠাকুরাণী।
অপরাধ ক্ষম মোরে মূঢ় অজ্ঞ জানি ॥
চল মাতা গৃহে তব রাখি গিয়া আসি।
কৃপা করি খোল মোর নরকের ফাঁসি ॥
সীতা ‡ মাতা চলি গেলা আপন আশ্রমে।
বণিক যাইয়া তথা পড়য়ে সম্ভ্রমে ॥
সাধুর চরণে পড়ি § কাকুবাদ কৈল।
সদাই প্রসন্ন তারে ¶ আশ্বাস করিল ॥
বৈষ্ণব সেবার যত সামগ্রী লাগয়।
নিতি নিতি বণিক লইয়া তথা যায় ॥
পিপাজীর লীলা কথা অনেক রহিল।
সংক্ষেপে বর্ণিল যে সকল না লিখিল ॥
ইহার শ্রবণে হরিভক্তিতে আগ্রহ।
অবশ্য অবশ্য জন্মে নাহিক সন্দেহ ॥
মূঢ় লোক ** শুনে যদি প্রবৃত্তি জনমে।
হরিভক্তি মহাদেবী তার হৃদি †† রমে ॥
অতএব যার বাঞ্ছা হরিভক্তি ধনে।
ভক্তমাল কথা পুনঃ ‡‡ শুনহ শ্রবণে ॥
হে হে শ্রীমান্ পিপাজীউ সীতা ঠাকুরাণী।
লালদাসে §§ কর কৃপা দাসমধ্যে গণি ॥

* আশয় করিনু—পাঠভেদ।
† করে—পাঠভেদ। ‡ তবে—পাঠভেদ।
§ চরণ ধরি—পাঠভেদ। ¶ তেঁহো—পাঠভেদ।
** মূঢ়জন—পাঠভেদ। †† হৃদে—পাঠভেদ।
‡‡ পুনঃ পুনঃ—পাঠভেদ। §§ কৃষ্ণদাসে—পাঠভেদ।

ইতি শ্রীভক্তমালে রুইদাস-আদি ভক্ত-চরিত্র বর্ণন নাম ষোড়শ মালা ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ মালা

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥
অন্যদেব-উপাসনা ছাড়ি বহুজন।
আশ্রয় করিয়া ভজে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
এমত অসংখ্য জন সকল কহিতে।
না পারিয়া কিছু কহি প্রসঙ্গ ক্রমেতে॥

৮৪। চরিত্র শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ ঠাকুর

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ নিবাস * বুধুরি।
উপাসনা মহামায়া শক্তি শ্রীশঙ্করী॥
সাক্ষাত প্রত্যক্ষ দেবী হন কবিরাজে।
প্রতিমা-রূপেতে এক মূর্ত্তিতে বিরাজে॥
একদিন এক বিপ্র বৈষ্ণব আসিয়া।
অতিথি হইলা তাঁর মত না জানিঞা॥
সমাদর করি বিপ্রে স্নান করাইলা।
দেবী-গৃহে সন্ধ্যাপূজা করিতে কহিলা॥
দেবীর মণ্ডপে বিপ্র যাইয়া দেখয়।
মুক্তকেশী এক কালী-মূর্ত্তি বিরাজয়॥
তাঁহার সেবায় যে নৈবেদ্য পুষ্প আদি।
কতেক প্রকার তার নাহিক অবধি॥
সেই গৃহ মধ্যে এক শালগ্রাম দেখি।
পূজা আদি করিলা হইয়া † বড় সুখী॥
সামগ্রী পুষ্পাদি দেখি আনন্দ জন্মিল।
সব দ্রব্য শালগ্রামে নিবেদন * কৈল॥
পূজা আদি করি বিপ্র রন্ধনেতে গেলা।
দেবীর পূজারি পূজা করিতে আইলা॥
নিত্য নিয়মিত পূজা করিল ব্রাহ্মণ।
সেই প্রসাদাদি দ্রব্য † কৈল নিবেদন॥
ব্রাহ্মণ নাহিক জানে প্রসাদ বলিয়া।
কিন্তু দেবী তুষ্ট হৈলা প্রসাদ পাইয়া॥
রাত্রে দেবী গোবিন্দেরে কহে কুতূহলে।
আজি তুমি কিছু মোরে নাহি খাওয়াইলে॥
তোমার যে নিয়মিত কিছু না খাইনু।
আজি মুঞি বিষ্ণুর মহাপ্রসাদ ‡ পাইনু॥
গোবিন্দ কহেন মাতা কোথায় পাইলে।
দেবী কহে মোর গৃহে § যতেক আনিলে॥
যে কিছু সামগ্রী ওই অতিথি ব্রাহ্মণ।
সকলি শ্রীশালগ্রামে কৈল নিবেদন॥
পূজারি আসিয়া সেই প্রসাদ যতেক।
মোরে নিবেদন কৈল সকল প্রত্যেক॥ ¶
গোবিন্দ কহেন মাতা তুমিতো ঈশ্বরী।
তোমার ঈশ্বর কেবা ** বুঝিতে না পারি॥
তুমি কার প্রসাদ পাইয়া তুষ্ট হৈলে।
সংশয় ছেদন মোর কর কি কহিলে॥
দেবী কন গোবিন্দ! মূলতত্ত্ব নাহি জানো।
আপনারে পণ্ডিত করিয়া মাত্র মানো॥

---

* নিবাসী—পাঠভেদ।
†...কৈল ধীর হৈয়া—পাঠভেদ।

* সমর্পণ—পাঠভেদ। † সেই যে প্রসাদি সব—পাঠভেদ।
‡ মুঞি মহাপ্রসাদ বিষ্ণুর—পাঠভেদ। § ঘরে—পাঠভেদ।
¶...যে প্রসাদ...।...প্রত্যেক॥—পাঠভেদ।
** কে তো—পাঠভেদ।

পরম ঈশ্বর সেই * পরাৎপর হরি।
নির্গুণ পরমব্রহ্ম সর্ব্ব-অধিকারী ॥
নিরাকার ব্রহ্মের যে পরম আশ্রয়।
সুন্দর-বিগ্রহ সৎ-চিদানন্দময় ॥
তাঁহার প্রধান শক্তি তিন শক্তি হয়।
চিচ্ছক্তি জীবশক্তি মহামায়া † ত্রয় ॥
চিন্ময়-স্বরূপ-শক্তি জীব যে তটস্থা।
মায়া বহিরঙ্গা শক্তি বিকারি-অবস্থা ॥
সেই যে স্বরূপ-শক্তি চিৎ-শক্তির বৃত্তি।
হ্লাদিনী ‡ সন্ধিনী আর সম্বিত-শকতি ॥
হ্লাদিনী-স্বরূপা তাঁর প্রেয়সীর § গণ।
সন্ধিনীর বৃত্তি মাতা পিতা বন্ধুজন ॥ ¶
বসন ভূষণ গৃহ-আদি বৃক্ষ ধাম।
খাদ্য-সামগ্রী আদি যত ** লীলা-কাম ॥
সম্বিত-শক্তির বৃত্তি হয় কৃষ্ণজ্ঞান। ††
ব্রহ্মজ্ঞান-আদি যত যার ‡‡ পরিজন ॥
জীব যে তটস্থা শক্তি কৃষ্ণের নিত্যদাস।
শক্তির বিশেষ হয় §§ তাঁহার আভাষ ॥
তেঁহো স্বতঃসিদ্ধ ¶¶ জীব তাঁহার অধীন।
অতএব দাস ইহা সিদ্ধান্ত প্রবীণ ॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা ত্রিগুণ-আত্মিকা।
স্বাভাবিক জড় হন বিকার-আত্মিকা ॥ ***
প্রভু ভগবানের ঈক্ষণে শক্তি হয়।
নানা বস্তু জন্মে তাহে ব্রহ্মাণ্ড রচয় ॥ †††
প্রভুর ইচ্ছায় তাঁর এমতি শকতি।
ভুলাইলা আব্রহ্ম যে সভাকার মতি ॥

অনিত্যেতে নিত্যবুদ্ধি সংসার-রচন।
সদাই করয়ে নাহি বুঝে কোন জন ॥
মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার পঞ্চ মহাভূত।
পঞ্চতন্মাত্র-আদি চরাচর যত ॥ *
যতো দেখ সকলি প্রাকৃত মায়াময়ী।
এমতি শকতি তাঁর † ত্রিভুবন জয়ী ॥
হেন মায়া-মহিমা যে মন-অগোচর।
যোগমায়া যেঁহো তাঁর কোট্যংশের কর ॥
যোগমায়া স্বরূপ-শকতি ঠাকুরাণী।
তাঁর দাসী অভিমান করয়ে ‡ আপনি ॥
সেই মায়া-শক্তি হয় আমার অংশিনী।
মুঞি যাঁর অংশ তাহা করিনু বাখানি ॥ §
অতএব সেই যে স্বরূপ-শক্তি যেঁহো।
শক্তিমান্ সহিত অভেদ হন তেঁহো ॥ ¶
তত্ত্ববিবরণ তোমায় কহিলাম সার।
অতএব বুঝ কৃষ্ণ প্রভু যে আমার ॥
তাঁহার অধরামৃত পূজ্যতম মোর।
ইহাতে সংশয় নাহি কহিলাম সার ॥
শ্রীপুরুষোত্তমে আমি সদা করি বাসে।
বিমলারূপেতে মাত্র ** প্রসাদের আশে ॥
গোবিন্দ এতেক শুনি মৌনেতে রহয়।
ভাবিয়া ইহার কিছু পার নাহি পায় ॥

পাদ্মে তথা স্কান্দে—

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ††

---

* যেই—পাঠভেদ। † মায়া এই হয়—পাঠভেদ।
‡ "হ্লাদিনী"স্থলে কোন কোন পুস্তকে আহ্লাদিনী"দৃষ্ট হয়।
§ প্রেয়সী রতন—পাঠভেদ।
¶ 'বন্ধুগণ' ও 'বন্ধু হন'—পাঠভেদ। ** যশ—পাঠভেদ।
†† কৃষ্ণভক্তি জ্ঞান—পাঠভেদ। ‡‡ তাঁর—পাঠভেদ।
§§ হেতু—পাঠভেদ। ¶¶ সত্যসিদ্ধ—পাঠভেদ (অপপাঠ)
*** স্বাভাবিকি…বিকারি-অস্তিকা—পাঠভেদ।
††† ব্রহ্মাণ্ডের চয় ব্রহ্মাণ্ডর চয়—ক্বচিৎ পাঠভেদ।

* চরাচর সুত—পাঠভেদ। † তবে—পাঠভেদ।
‡ করি যে—পাঠভেদ। § তোমায় কহিনু—পাঠভেদ।
¶ শক্তিবান্…অভেদ নহে…।—পাঠভেদ।
** কেবল—পাঠভেদ।
†† বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যজন্তে দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চাপি দীয়ন্তে তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥
—ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

ভগবতী যে কহিল সব সত্য হয়।
বিষ্ণুর প্রসাদ অন্ন * দেবতা বাঞ্ছয় ॥
শাস্ত্রের সহিত দেখ একবাক্য হৈল।
সভার প্রতীতি হেতু প্রমাণ যে দিল ॥
বিষ্ণুর প্রসাদ যেই অন্য দেবে দেয়।
অসংখ্য অনন্ত ফল তাহাতে জন্ময় ॥
গোবিন্দের মনে কিছু উদ্বেগ † জন্মিয়া।
কথোক দিবস যায় ভাবিয়া গণিঞা ॥
দৈবাৎ ‡ শরীরে হৈল গৃহিণী অস্বাস্থ্য।
মরণ সময় আসি হৈল উপনীত ॥
কণ্ঠাগত প্রাণ, শ্বাসমাত্র § ঊর্দ্ধ বহে।
কাতর হইয়া ইষ্টদেবী প্রতি কহে ॥
এইতো আমার হৈল অবশেষ কাল।
কৃপাবলোকনে ছিণ্ড সংসারের জাল ॥
আকাশবাণীতে দেবী কহে বারবার।
গোবিন্দ-স্মরণ কর ¶ হইবে নিস্তার ॥
জিজ্ঞাসে তাহাতে গুরু বসি সেই স্থানে। **
তেঁহো কহে গতি নাঞি নারায়ণ বিনে ॥
এতেক শুনিল যদি দোঁহার †† বচন।
কি হবে বলিয়া তবে করয়ে রোদন ॥
কে আছে আমার, লব কাহার শরণ।
আমি হেন দুরাচারে কে করে তারণ ॥ ‡‡
দেবী যে বলিল পূর্ব্বে তাহা না শুনিনু। §§
না ভজিয়া কৃষ্ণপদ আপনা খাইনু ॥
ভাই মোর রামচন্দ্র সুবিচার কৈল।
শ্রীকৃষ্ণচরণ-পদ্ম আশ্রয় করিল ॥

* অন্ন—পাঠভেদ। † উদ্বিগ্ন—পাঠভেদ।
‡ দৈবাত্ত—পাঠভেদ।
§ কণ্ঠগত প্রাণ মাত্র শ্বাস—পাঠভেদ।
¶ গোবিন্দশরণ লও—পাঠভেদ।
** গুরু যেইস্থানে বসি জিজ্ঞাসে তাহানে—পাঠভেদ।
†† দুর্গার—কুত্রাপি পাঠভেদ।
‡‡ যে করয়ে ত্রাণ—পাঠভেদ।
§§ বুঝিনু—পাঠভেদ।

সেই মোরে পুনঃ পুনঃ পূর্ব্বে যুক্তি দিল।
না শুনিঞা পুন তারে ভৎর্সনা * করিল ॥
আচার্য্য প্রভুর পদ সে কৈল আশ্রয়।
এবে বুঝি ভাল কৈল সাধু সেই হয় ॥
এতেক চিন্তিয়া নিজে উপায় সৃজিল।
রামচন্দ্রে মোর দুঃখ লিখিতে হইল ॥ †
শ্রীল শ্রীনিবাস প্রভু আচার্য্য ঠাকুর।
তাঁহা বিনে আমার উদ্ধার ‡ দেখি দূর ॥
এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া নিজ মনে।
শীঘ্র পত্রী পাঠাইলা রামচন্দ্র-স্থানে ॥
পত্রীতে লিখিল যত নিজ § বিবরণ।
ভাইয়ের সাহায্য ভাই করহ এখন ॥
না বুঝিয়া তব বাক্য করিনু হেলন।
এবে বুঝিলাম সেই বাক্য-প্রয়োজন ॥ ¶
আমার আসন্ন কালে যদি দয়া কর।
এ সময়ে আসি একবার যদি ** হের ॥
আমার উদ্ধার যদি বিচার করহ।
প্রভুরে যতনে যদি আনিতে পারহ ॥
তবে তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া।
পবিত্র হইয়া যাই সংসার তরিয়া ॥
যত অপরাধ মোর এবে ক্ষমা কর।
এ সময়ে মোর কিছু উপকার কর ॥
অনেক কাকুতি করি পত্রী যে †† লিখিল।
রাতি-বিরাতি চারি লোক পাঠাইল ॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে লোক সব ছুটাছুটি যায়ে।
রামচন্দ্র কবিরাজে পত্রী দিল লয়ে ॥ ‡‡
পত্রী পাঠ করি সাধু উল্লাস পাইলা। §§
আচার্য্য প্রভুর পদ ধরিয়া পড়িলা ॥

* তাহা না শুনিঞা পুনঃ ভৎর্সন—পাঠভেদ।
† নিবেদিতে হৈলা—পাঠভেদ। ‡ উপায়—পাঠভেদ।
§ সেই যত—পাঠভেদ। ¶ বাক্যে প্রয়োজন—পাঠভেদ।
** আসি যদি—পাঠভেদ। †† পত্রীতে—পাঠভেদ।
‡‡ ...ছুটিয়া যাইয়া।...পত্রী দিল নিঞা ॥—পাঠভেদ।
§§ উল্লাসিত হৈলা—পাঠভেদ।

প্রভু তুমি মোদিগের কুলের দেবতা।
তোমা বিনে কেহ নাহি মো-সবার ত্রাতা ॥
মোর জ্যেষ্ঠ ভাই তব শরণ লইল।
কাতর হইয়া মোরে পত্রী পাঠাইল ॥
কৃপা করি একবার যদি যান তথা।
তবে আমা-সবার ঘুচয়ে মনোব্যথা ॥
আসন্ন সময় তার গৌণ নাহি আর।
কৃতার্থ করিতে মনে যে হয় বিচার ॥
প্রভু কহে চল তবে * এইক্ষণে যাব।
অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ তার মঙ্গল করিব ॥
এত কহি প্রভু তবে করিলা গমন।
রামচন্দ্র সঙ্গে চলে † আনন্দিত মন ॥
কবিরাজ-গৃহে গিয়া উত্তরিলা প্রভু।
এমন দয়াল আর না হইবে কভু ॥
গোবিন্দ শুইয়া যথা তথায় যাইয়া।
নিরীখয়ে ‡ কৃপাদৃষ্টে দয়ার্দ্র হইয়া ॥
গোবিন্দের শক্তি নাঞি প্রণাম করয়।
কষ্টে § দুটি হাত মাত্র শিরেতে উঠায় ॥
গদগদ স্বরে ¶ কিছু স্তবন করয়।
দু'নয়নে ধারা বহে, বুক বাহি যায় ॥
এবার আমারে প্রভু যদি রক্ষা কর।
তবে জানি পতিত-পাবন নাম ধর ॥
ত্রিজগতে কেহ মোর নাহি রক্ষাকর্ত্তা।
একা তোমা বিনে আর নাহি কেহো ভর্ত্তা ॥
এ আসন্নকালে মোরে নিস্তার করহ।
পতিতপাবন খ্যাতি জগতে বাঢ়াহ ॥ **
এতেক করুণা শুনি প্রভু দয়াময়।
আশ্বাস করিয়া কিছু কহেন তাহায় ॥

* সবে—পাঠভেদ।
† চলে সাথে—পাঠভেদ।
‡ নিরখয়ে—পাঠভেদ।
§ কৃচ্ছ্রে—পাঠভেদ। ¶ মৃদু মৃদু স্বরে—পাঠভেদ।
**...মোর নিস্তারক হও।...নাম ধরহ—পাঠভেদ।

অচিরাত প্রভু কৃপা তোমারে করিবে।
সর্ব্ববিঘ্ন দূরে যাবে, মঙ্গল হইবে ॥ *
এতো কহি হরিনাম-মহামন্ত্র দিলা।
স্নেহ করি শ্রীচরণ মস্তকে অর্পিলা ॥
তৎক্ষণাত তাঁর সর্ব্ব-রোগ-শান্তি হৈল।
স্বচ্ছন্দ পাইয়া তবে উঠিয়া বসিল ॥
প্রভুর সেবার নানা আয়োজন করি।
মহামহোৎসব কৈল মঙ্গল আচরি ॥
পরদিন গোবিন্দেরে প্রভুর আজ্ঞায়।
স্নান করাইয়া নব্য বসন পরায় ॥ †
প্রভু রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র কর্ণেতে অর্পিলা।
হরিধ্বনি শঙ্খধ্বনি গগনে উঠিলা ॥
নানাবাদ্য সংকীর্ত্তন মহোৎসব হৈল।
গ্রামের সকল ‡ লোক দেখিতে আইল ॥
কৃষ্ণতত্ত্ব § ভক্তিতত্ত্ব ভজন প্রক্রিয়া।
সকলি কহিলা প্রভু প্রসন্ন হইয়া ॥
জনম সফল কৃতকৃতার্থ মানিঞা।
শ্রীচরণে গোবিন্দ পড়য়ে লোটাইয়া ॥
উঠিয়া গোবিন্দ এক পদ যে বর্ণিল।
শুনিঞা প্রভুর মনে আনন্দ বাড়িল ॥ ¶

তথাহি পদং—

ভজহুঁ রে মন, শ্রীনন্দনন্দন,
অভয় চরণারবিন্দ রে।
মনুষ্য দুর্ল্লভ দেহ, সৎসঙ্গে সেবহ,
হরিপদ নিতি রে ॥ **
শীত আতপ, বাত বরিখণ,
এ দিন যামিনী জাগি রে।

*...কৃষ্ণ...করিব।...মঙ্গল হইব।—পাঠভেদ।
† পরদিনে...।...নৌতন বস্ত্র...॥—পাঠভেদ।
‡ যতেক—পাঠভেদ। § কৃষ্ণভক্ত - ক্বচিৎ পাঠভেদ।
¶ হইল—পাঠভেদ।
** 'নিত্য রে' ও 'নিত রে'—পাঠভেদ।
পুস্তকান্তরে 'দুর্ল্লভ সৎসঙ্গে তরহ, এ ভবসিন্ধু রে মানুষ জনম,' এইরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়।

বৃথায় সেবিনু, কৃপণ দুরুজন,
চপল সুখলব লাগি রে ॥ *
শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণ বন্দন, †
পাদসেবন দাস্য রে।
পূজন সখীগণ, ‡ আত্ম-নিবেদন,
গোবিন্দদাস অভিলাষ রে ॥

পদ শুনি প্রভুর নয়ানে বহে বারি।
আলিঙ্গন কৈল গোবিন্দেরে হৃদে ধরি ॥
প্রভু ভৃত্য দোঁহে কান্দে প্রেমানন্দ-রসে।
রামচন্দ্র দেখি নাচে আনন্দ-উল্লাসে ॥
প্রভু চলি গেলা তবে আপন স্বধাম।
শ্রীগোবিন্দদাস ঠাকুর হৈল নাম ॥
তাঁহার মহিমা-গুণ কে বর্ণিতে § পারে।
সর্ব্বলোকে গায় যশঃ প্রসিদ্ধ সংসারে ॥
কৃষ্ণ-কৃপা-পাত্র যাহা ব্রহ্মার দুর্ল্লভ।
মহান্তস্বভাব স্নিগ্ধ মহা-অনুভব ॥ ¶
নানারস পদ পদাবলী প্রকাশিলা।
প্রভুর চরণস্পর্শ সর্ব্বাংশে ফেলিলা ॥ **
রামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর গোবিন্দ।
দোঁহে দোঁহা তুলনা কেবল প্রেমানন্দ ॥ ††
কিঞ্চিত কহিব আগে নাহি যার সীমা।
রামচন্দ্র গুণগান করিয়া গরিমা ॥
আচার্য্য প্রভুর পদ স্মরণ করিয়া।
তাঁর ভক্তগুণ গান কৃপা আকাঙ্ক্ষিয়া ॥ ‡‡

---

* বিফলে…দুরজন…সুখসব—পাঠভেদ।
†…শরণ—পাঠভেদ (অপপাঠ)। ‡ ধেয়ান—পাঠভেদ।
§ কহিতে—পাঠভেদ।
¶ কৃষ্ণকৃপা পাত্র…। মহান্ত স্বভাব…॥—পাঠভেদ।
** সর্ব্বাঙ্গে লেপিলা—পাঠভেদ।
††…শ্রীগোবিন্দ। দোঁহাকার তুলনা…॥—পাঠভেদ।
‡‡ শ্রীআচার্য্য প্রভুপাদ…।…ভক্তগণ গান…॥—পাঠভেদ।

৮৫। চরিত্র শ্রীচাঁদরায়

রাজমহলেতে স্থিতি চাঁদরায় নাম।
জমিদার অতি আঢ্য দস্যুবৃত্তি কাম ॥
তিন লক্ষ * মুদ্রা খায়, কর নাহি দেয়।
নবাব-আসোয়ার আইলে মারিয়া ভাগায় ॥
লস্কর বন্দুক তোপ অনেক আছয়।
নবাব তাহার সঙ্গে যুদ্ধে না পারয় ॥ †
দেশে দেশে দস্যুপনা করিয়া লুঠয়।
ঘাটে মাঠে পথে লোক ভয়ে না চলয় ॥
পরের বালিকা আনি বলাৎকার করে।
কে কোথা সুন্দরী খুঁজি ফিরে ঘরে ঘরে ॥ ‡
শক্তিমন্ত্র-উপাসক দুর্গোৎসব করি।
প্রজাদণ্ড করি লয় পূজা ছল করি ॥
ছাগল মহিষ বধ লক্ষ লক্ষ করে।
গো-ব্রাহ্মণ-আদি বধ করিতে না ডরে ॥
কত পাপ করে তার § সীমা নাহি হয়।
চিত্রগুপ্ত লিখিবারে নাহিক পারয় ॥
পাপের শরীরে হয় প্রেতের যে ভোগ। ¶
ব্রহ্মদৈত্য আশ্রয় করিয়া হৈল রোগ ॥
মহাবায়ু প্রচণ্ড হইয়া জ্ঞানহত।
হইল উন্মাদপ্রায় প্রলপয়ে কত ॥ **
ভাই যে সন্তোষ রায় উদ্বিগ্ন হইয়া।
নানা তৈল ঔষধ করয়ে বৈদ্য দিয়া ॥
ওঝা কত শত আসি মন্ত্রেতে ঝাড়য়।
কিছুতেই তাহার সান্ত্বনা নাহি হয় ॥ ††
একদিন এক সাধু বৈষ্ণব আসিয়া।
অতিথি হইয়া ‡‡ আসি গেলেন ফিরিয়া ॥

---

* বিশলক্ষ—পাঠভেদ।
† সনে যুদ্ধে না আঁটয়—পাঠভেদ।
‡…রমণী…।…প্রতি ঘরে ঘরে ॥—পাঠভেদ।
§ কত যে করয়ে পাপ—পাঠভেদ।
¶ পেরেতের ভোগ—পাঠভেদ।
** মহাবাই…।…প্রলাপ যে কত ॥—পাঠভেদ।
†† বোঝা…।…সোয়াস্তি নাহি হয় ॥—পাঠভেদ।
‡‡ হইলা—পাঠভেদ।

বাটীর বাহিরে কোন লোকেরে কহিল । *
বৈষ্ণব আশ্রয় বিনে না হইবে ভাল ॥
সে কথা রায়েরে গিয়া লোকেতে † কহিলা ।
দৈবাত তথায় এক গণক আইলা ॥
সেহ খড়ি পাতি গণি ঐমত কহিলা । ‡
কৃষ্ণ-কৃপাবলে বাক্য হৃদয়ে গছিলা ॥
দুই বাক্য ঐক্য হৈতে রায়ের হৃদয়ে ।
গছিল সে কথা বুঝি তার ভাগ্যোদয়ে ॥ §
পরামর্শ স্থির করি শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ।
জন্মান্তরে সুকৃতির আছিল কল্যাণ ॥ ¶
গড়ের-হাট নাম স্থানে তাঁর ** বাস হয় ।
শ্রীল নরোত্তম যে ঠাকুর মহাশয় ॥
তাঁহার মহিমা যে সন্তোষ-রায় জানে ।
শীঘ্রগতি চলি গেলা তাঁহার সদনে ॥ ††
নানা দ্রব্য ভেট শ্রীচরণ আগে রাখি ।
চরণে পড়িল রায় ঝরে দুটি আঁখি ॥
কৃপা কর মহাশয় লইনু শরণ ।
মো-সভায় আশ্রয় দিতে হবে শ্রীচরণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ‡‡ মোরা নিশ্চয় করিনু ।
কায়মনে তোমার চরণে বিকাইনু ॥
একবার মোর গৃহে চরণ অর্পিয়া ।
আমা সবা সবংশে আইস উদ্ধারিয়া ॥ §§

এত শুনি শ্রীমান্ ঠাকুর মহাশয় ।
হরিষ বিষাদ দুই জন্মিল হৃদয় ॥
এ-হেন পাপীর মতি হেন কি হইব ।
মদ্যপ ইহার বাটী কেমতে যাইব ॥ ¶¶
আশ্বাস করিয়া বাসাস্থান দিয়া তারে ।
গেলেন ঠাকুর মহাপ্রভুর মন্দিরে ॥
এ সব বৃত্তান্ত নিবেদন কৈল তথা ।
রাত্রে পড়ি রহিলেন দ্বারে দিয়া মাথা ॥
নিদ্রাকালে প্রভু কহে শুন নরোত্তম ।
পর-উপকার যেই সেই সে উত্তম ॥
অতএব শীঘ্র যাহ ইথে কি বিচার ।
লোকের নিস্তার এই শ্রেষ্ঠ সদাচার ॥ *

প্রভুর পাইয়া আজ্ঞা আনন্দ জন্মিল ।
রায়ের সহিত তার গৃহেতে চলিল ॥
রায়ের বাটীতে মঙ্গলাচরণ হৈল ।
দ্বারে ঘট পাতি নহবত বসাইল ॥ †
ঠাকুরের আগমন হইবা মাত্রেতে ।
শঙ্খধ্বনি করি হুলু দেয় স্ত্রীগণেতে ॥ ‡
ঠাকুরের পদার্পণ গৃহে হবামাত্র ।
চাঁদরায় নির্ব্ব্যাধি হইলা সুপবিত্র ॥
পরিবার আসি সব চরণে পড়িল । §
ক্ষিতি লোটাইয়া কৃত-কৃতার্থ মানিল ॥

চাঁদরায় কহে প্রভু অস্বাস্থ্যে বিকল ।
তব ¶ আগমনমাত্রে হইল নির্ম্মল ॥
হেন পদ ছাড়ি হায় কি কাজ ** করিনু ।
কেবল পাপের কূপে পড়িয়া মজিনু ॥
আমাসম পাতকী এ ত্রিভুবনে নাঞি ।
লক্ষ অংশে নাহি হবে জগাই মাধাই ॥
অতএব কৃপা করি আমারে উদ্ধার' ।
চাঁদরায়-ত্রাতা করি এক নাম ধর ॥

কাকুবাদ শুনি ঠাকুরের দয়া হৈল ।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া আশ্বাস করিল ॥

---

* লোকেতে—পাঠভেদ ।
†…লোকেতে আসি রায়েরে…।—পাঠভেদ ।
‡ দৈবাত্ত…।…সেই…ঐমতি …॥—পাঠভেদ ।
§…হৃদয় ।… ভাগ্যোদয় ॥—পাঠভেদ ।
¶…স্থির কৈল… …কি সুকৃতি…॥—পাঠভেদ ।
** তাঁহা—পাঠভেদ ।   †† চরণে—পাঠভেদ ।
‡‡ ভজনে—পাঠভেদ ।
§§ আমা-সভা সবংশে আইস উদ্ধার করিয়া ॥—পাঠভেদ ।
¶¶ অদ্যাপি…কেমনে… ।—পাঠভেদ ।

* …হবে কি বিচার !…যাতে সতত আচার ॥—পাঠভেদ ।
†…কৈল । দ্বারে দ্বারে…॥—পাঠভেদ ।
‡…করে হুলু হুলু (ক্বচিৎ হুলাহুলি) দেয়…।—পাঠভেদ ।
§ পরিবার সহ আসি—পাঠভেদ ।
¶ তোমার—পাঠভেদ ।
** হায় হায় কি করিনু—পাঠভেদ ।

হরিনাম কর্ণে দিয়া রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র।
দীক্ষা * দিয়া শিখাইলা ভক্তিমার্গ-তন্ত্র॥
শুদ্ধমাধুর্য্যভক্তি প্রসন্ন হইয়া।
দীক্ষা দিলা ঠাকুর যে সংশুদ্ধ † জানিঞা॥
কহেন ঠাকুর বহু হিত উপদেশ।
সদাচারময় বাক্য সাধনবিশেষ॥
শুন বাপু চাঁদরায় এই মোর বাক্য।
এ কথা যে রাখিবে হৃদয়ে করি ঐক্য॥ ‡
পরের অনিষ্ট কভু কায়মনোবাক্যে।
কোনো জীবে নাহি করো কিবা পশুপক্ষে॥
বিবেচনা করি দেখ আপনার দেহে।
ক্ষুদ্র যে কণ্টক বিন্ধে তাহাও না সহে॥
তেমতি জানিবে অন্য জীবের শরীরে। §
অলপ দুঃখেতে হয় কাতর অন্তরে॥
ধন জন সুহৃদাদি বিয়োগে ¶ তেমতি।
আপনার সমান জানিবে অন্য প্রতি॥
প্রাণিবধ পশু-হিংসা নির্দ্দয়ের কাজ।
অতি নিন্দনীয় সেই সাধুর সমাজ॥
আসুরিক ধর্ম্ম সেই তামসের মধ্যে।
কখন সে শ্রেয়ো নহে পর-শিরশ্ছেদে॥ **
বিচারিয়া দেখ সেই †† বড় বিপর্য্যয়।
এমন কোথাও বা যে হইতে পারয়॥
পরের মস্তক কাটি আপন মঙ্গল।
কভু নাহি হয়, হয় নরকেতে স্থল॥
আত্যন্তিক ‡‡ শ্রেয়ঃ মাত্র হরিভক্তি বিনে।
হয় নাহি, হবার নহে কভু কোনো জনে॥
অতএব পরদুঃখ নিজ দুঃখ মানি।
সভারে করিবে দয়া পুত্রবত জানি॥

* শিক্ষা দিয়া—পাঠভেদ। † স্বচ্ছন্দ—পাঠভেদ।
‡ শুন শুন বাপু...মোর বাক্য।...সৌখ্য (কচিৎ সখ্য)।—পাঠভেদ।
§ তেমতিহ...যে অন্যের শরীরে।—পাঠভেদ।
¶ ত্রিবর্গে—পাঠভেদ। ** পর-পরিচ্ছেদে—পাঠভেদ।
†† ইহ—পাঠভেদ। ‡‡ আগন্তুক—পাঠভেদ।

অধর্ম্মে না করয় মতি কায়বাক্যমনে।
সদাচারে বিরোধ অধর্ম্ম আচরণে॥ *
অন্তর মলিন হয় রজঃ তমঃ মর্ম্মে। †
বুদ্ধিনাশ যায় তার, ভক্তি কোথা রমে॥
পুণ্য যে বাখানে লোক, তাহা না কর্ত্তব্য।
ভক্তি-ব্যভিচার হয়, অনন্যতা-খর্ব্ব॥
পতিব্রতা স্বামী প্রতি একনিষ্ঠা ‡ যথা।
কৃষ্ণ-কৃপা বিনা নহে অনন্যতা তথা॥
ঐকান্তিক নহে শাস্ত্রে কহয়ে বিচিত্রা।
অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম দুই হেয় মতা॥ §

মনঃশিক্ষায়াং—

"ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণ-নিরুক্তং ¶ কিল কুরু।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুরপরিচর্য্যামিহ তনু॥"

একাদশে—

"আজ্ঞায়ৈবং ** গুণান্ দোষান্ ইত্যাদি।"

চাঁদরায় কহে প্রভু তোমার চরণ।
আশ্রয় করিনু যবে শুদ্ধ হৈল মন॥
অধর্ম্ম সে †† দূরে রহু অন্য যে ধরম।
এবে জ্ঞান হইতেছে অধর্ম্মের সম॥
এক কৃষ্ণ-ভক্তি বিনে সকলি অনর্থ।
এবে জানিলাম ‡‡ প্রভু যত সব ব্যর্থ॥
হেন মহাপাপী মুঞি মূঢ় দুরাচার।
হেন মোহ গেল মোর এ কর্ম্ম তোমার॥
তবে গোষ্ঠিবর্গেতে সন্তোষ রায়-আদি।
প্রভুর আশ্রয় কৈল বালক অবধি॥

* বিরোধী অধর্ম্ম আছে রণে—পাঠভেদ (অপপাঠ)।
† জন্মে—পাঠভেদ।
‡ একনিষ্ঠ...। কৃষ্ণকৃপা নহে বিনে—পাঠভেদ।
§...কহে...বিচিত্র।...মত॥—পাঠভেদ।
¶ শ্রুতিকুল নিরুক্তম্—ইতি বা পাঠঃ।
** আজ্ঞায়ৈব—ইতি বা পাঠঃ। †† যে—পাঠভেদ।
‡‡ বুঝিলাম—পাঠভেদ।

বিদায় হইয়া তবে চলেন গৃহেতে।
বিরলে কহিলা কিছু চাঁদরায় প্রীতে ॥ *
এক কথা কহি তব হিতের কারণ।
দেবস্ব ব্রহ্মস্ব আর রাজস্ব হরণ ॥
কদাচ না করিবে এ তিন পাপ সম।
রাজস্ব-হরণে বাপু সদাই বিরম' ॥
তবে নৌকা আনিঞা ঠাকুরে † চঢ়াইয়া।
বহু অর্থ বস্ত্র অলঙ্কার সমর্পিয়া ॥
ঠাকুরের সহিত সন্তোষ রায় গিয়া।
গৃহে পহুঁছিয়া আইলা বিমর্ষ হইয়া ॥
প্রভুর আজ্ঞায় রাজকর বুঝি দিল।
সেই হৈতে শিষ্ট শান্ত স্বভাব হইল ॥ ‡
শ্রীমান্ ঠাকুর মহাশয়ের চরণ।
স্পর্শমণি সহ নাহি করিল তুলন ॥ §
তুলনা করিতে যার স্থান কোথা নাঞি।
অতএব হায় হায় বলিহারি যাই ॥
যার স্পর্শমাত্রে হেন পাপী চাঁদরায়।
ভুবন-পাবন হৈল মহান্ আশয় ॥ ¶
ঠাকুর মহাশয়ের চরণে করি আশ।
তাঁহার ভক্তের গুণ গায় লালদাস ॥ **

[অন্য উপাসনা তেজি কৃষ্ণাশ্রিত
ইদানীন্তু পুনঃ] (১)।

—————

৮৬। চরিত্র শ্রীভাইয়া দেবকী-নন্দন রায়

দেবকীনন্দন নাম ভাইয়া করি মানি।
নিবাস জালালপুর আঢ্য মহাধনী ॥
কাটোয়ার ফৌজদার নবাব সরকারে।
শক্তি-উপাসক হয় ভজে বামাচারে ॥
প্রথম সংসারে এক পুত্র জনমিল।
পুত্রটি রহিল, স্ত্রীর বিয়োগ হইল ॥
যমুনার তীরে ঘর নিত্তানি যমুনা।
স্নান-আদি করে সদা সন্ধ্যাদি-বন্দনা ॥
হস্তী যে বৃহত এক বৃহত দশন।
দশন উপরে করি চৌকির আসন ॥
জলে দাঁড় করাইয়া তাহাতে বসিয়া।
দেবীপূজা করে এক বড়াই করিয়া ॥
রক্তচন্দনের ফোঁটা সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া।
সদা ভৈরবের প্রায় আকার হইয়া ॥ *
রকতচন্দন জবাপুষ্প তাম্রশঙ্খে।
পূজয়ে বসিয়া করিদন্ত-পরিযঙ্কে ॥
দ্বিতীয় বিবাহ কৈল তার শুন কথা।
বিধির ঘটনা এক আশ্চর্য্য বারতা ॥
ভাইয়ার সুকৃতি বহু পূর্ব্বের আছিল।
কিংবা হঠাৎকার কোন সাধু-কৃপা কৈল ॥
বিবাহ করিল এক বৈষ্ণবের কন্যা।
বাপঘরে থাকি দীক্ষা করি হৈল ধন্যা ॥
শ্রীআচার্য্য-প্রভুর ঘরের হয় শিষ্য।
ভক্তিমতী জ্ঞানবান দৃঢ় সুরহস্য ॥
লিখন পঠন জানে গ্রন্থের বিচার।
সুন্দর ভকতি-মতে বোধ অধিকার ॥
সদাচার-রত সাধুসঙ্গে অভিলাষ।
সদাই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে মনের বিলাস ॥
বিবাহের পরে যবে নববধ্বাগমনে।
ব্যবহারমত আইসে † স্বামীর ভবনে ॥
আসিয়া দেখয়ে সব বিপর্য্যয়-ভাব।
তমোগুণময় মাত্র প্রচণ্ড স্বভাব ॥
রকতচন্দন অঙ্গে জবাপুষ্প-মাল।
ভুম্‌ভুম্ করি চলে দেখিতে করাল ॥

---

*···চলিলেন গৃহে।···কহিলা···সহে ॥—পাঠভেদ।
†···আনি ঠাকুরেরে—পাঠভেদ।
‡···হৈতে···সুস্বভাব হৈল—পাঠভেদ।
§ পরশমণির সহ না করি তুলন—পাঠভেদ।
¶ আশ্রয়—পাঠভেদ। **···শ্রীচরণ···।···কৃষ্ণদাস ॥—পাঠ
(১) এই অংশটুকু প্রায়শঃ সকল পুস্তকেই দৃষ্ট হয়; কিন্তু পূর্ব্বাপর সঙ্গতি বুঝিতে আমরা অসমর্থ।

* রক্তচন্দনের পঙ্ক···। মহাভৈরবের ন্যায়···॥—পাঠভেদ।
†···মতে আইলা—পাঠভেদ।

কাটা ছেঁড়া মদ্যমাংস সদা ব্যবহার।
যোগিনীচক্রেতে বসি করয়ে আহার॥
এতেক দেখিয়া কন্যা চমকিয়া চায়।
এই বুঝি হয় মোর শ্বশুর-আলয়॥
হা হা বিধি হেন বিড়ম্বন কেনে কৈলে।
কি দোষে আমারে হেন পঙ্কেতে ডারিলে॥
পিতা মাতা না জানি কতেক ধন পাইয়া।
অবলা আমারে দিল কূপেতে ডারিয়া॥
কোন্ অপরাধে কৃষ্ণ হইলা নির্দ্দয়।
কিংবা কোন সাধুর করিনু অপচয়॥
বিলাপ করিয়া কান্দে ভূমে গড়ি যায়।
এখন আমার তবে কি হবে উপায়॥ *
এ সঙ্গে এ ভজনেতে কভু না রহিব। †
কৃষ্ণভক্তি হেন ধন হঠাতে হারাব॥
মনুষ্য হেন যে জন্ম দুর্ল্লভ ‡ পাইয়ে।
সদ্গুরু চরণ পাইনু পিতার আশ্রয়ে॥
কৃষ্ণভক্তি-নিধি পাব সাধ কৈনু চিতে। §
আমার করমে শিরে হৈল বজ্রাঘাতে॥
সমুদ্রে ডুবিনু রত্ন আকাঙ্ক্ষা করিয়া।
রত্ন হাথে না আইল মরিনু বুড়িয়া॥ ¶
হায় হায় এখন কি করিব উপায়। **
দাসীরে কহয়ে তুঞি বিষ লঞা আয়॥
বিষ পান করি আজি †† পরাণ তেজিব।
কিংবা জলে প্রবেশিয়া ডুবিয়া মরিব॥
দাসী কান্দি কহে বিষ খাইয়া মরিবে।
আত্মঘাতী হয়ে কেন ‡‡ নরকে যাইবে॥

*···কান্দি···।···দশা কি হবে···॥···—পাঠভেদ।
† ··· ভোজনেতে কিছু··· ।—পাঠভেদ।
‡ মনুষ্য দুর্ল্লভ হেন জনম—পাঠভেদ।
§···পাইল সাধ কৈল···।—পাঠভেদ।
¶···নাহি···ডুবিয়া।—পাঠভেদ।
** হায় হায় কি করিব কি হবে উপায়—পাঠভেদ।
†† বিষ খাইয়া আমি এই—পাঠভেদ।
‡‡ হইয়া কি—পাঠভেদ।

তেঁহো কহে সত্য বটে এ কথা নিশ্চয়।
আত্মঘাতীরে কৃষ্ণ না হন সদয়॥
তবে কি আমার গতি হইবে এখন।
পালাইতে পথ নাহি অবলা জনম॥
উপায় আছয়ে এই মাত্র দেখি এবে।
অনাহার করিয়া শরীর তেজি তবে॥
এতেক ভাবিয়া ভূমে কান্দি গড়ি যায়।
হেন সাধু জনে কভু বিঘ্ন কি জন্মায়॥
কৃষ্ণ যার এক নাথ, তার কোথা বিঘ্ন।
বিঘ্নের মস্তকে পাদ দিয়া রহে মগ্ন॥
ভোজন করিতে ডাকে শাশুড়ী ননদে।
কিছু নাহি কহে মাত্র ফুকারিয়া কান্দে॥
পড়সীর নারীগণ আসিয়া মিলয়।
সভে কহে মায়েরে না দেখিয়া কান্দয়॥
তুষিয়া কহয়ে শাশ খাও আসি মাতা।
কেহো নাহি জানে তার মরমের ব্যথা॥ *
এই মত দুই তিন † উপবাস গেল।
অনেক সাধিল কিছু আহার না কৈল॥
তবে তাঁর শাশুড়ী ননদ পুনঃ কহে।
কি তোমার ইচ্ছা কহ তাই করি নহে॥
তবে ধীরে ধীরে কহে যদি খাইতে কহ।
মুষ্টিক চাউল একটি পাত্র আর দেহ॥ ‡
জল মোর এই দাসী যাইয়া আনিব। §
আপন হস্তেতে পাক করিয়া খাইব॥
নহিলে না খাব প্রাণ তেজিব নিশ্চয়।
প্রাণপণ যাথে কৈনু তাথে কারে ভয়॥
এত শুনি নারীগণ হাসিয়া কহয়।
কেন গো ইহারা কিছু হাড়ি-ডোম নয়॥
অন্ন নাহি খাবে, ঘর করিবে কেমনে।
এ তো বড় তষ্টি দেখি, অসঙ্গত মেনে॥

* কেহ তো না জানে···মনের যে ব্যথা।—পাঠভেদ।
† দুইদিন—পাঠভেদ।
‡ একমুষ্টি চাউল···পাকপাত্র দেহ।—পাঠভেদ।
§ জল এই দাসী মোর যাহা আনি দিব—ক্বচিৎ পাঠভেদ

কেহ কহে অগো উনি বৈষ্ণবের ঝি।
না খাবে শাক্তের অন্ন হেনই বা বুঝি ॥ *
ইহা কহি হাসি নিন্দা করে নারীগুলা।
শাশুড়ী ননদ বহু তিরস্কার কৈলা ॥ †
তণ্ঠি কৈল প্রাণত্যাগ সেহত না ভাল।
হাঁড়ী চালু আদি আনি যথাযোগ্য দিল ॥
স্বপাক করিয়া অন্ন ‡ কৃষ্ণে নিবেদিয়া।
খাইল কিঞ্চিত প্রাণ ধারণ লাগিয়া ॥
প্রতিদিন এই মত কথো দিন যায়।
বৈষ্ণব হইতে সদা স্বামীরে কহয় ॥
স্বামী তাহা শুনি বহু ভৎ র্সনা করয়।
তুঞি মোর গুরু হইলি কহিয়া কহয় ॥ §
তথাচ নাহিক চুপে পুনঃ পুনঃ কহে।
নাহি শুনে ভাইয়া মুখ হেঁট করি রহে ॥ ¶
কিন্তু কৃষ্ণভক্তের সঙ্গের ** কিবা গুণ।
ক্রমে ক্রমে তাঁর কিছু তম হৈল ন্যুন ॥
স্ত্রীর ভজন-রীত চরিত্র দেখিয়া।
মনেতে প্রশংসা করে দ্রবীভূত হৈয়া ॥ ††
কথোক দিবস পরে পুত্রটি মরিল।
শোকেতে আকুল ভাইয়া কাতর হইল ॥
স্ত্রী কহে কান্দ কেন কি করিবে আর।
শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ যেই এই গতি তার ॥
রোগ শোক জন্ম মৃত্যু সদাই তাহার।
কৃষ্ণের কিঙ্কর যে সে ভবনদী পার ॥
দুঃখের সময় বিনে যথার্থ না বুঝে।
কৃষ্ণে নাহি গছে ‡‡ মন শুনিলে না রিঝে ॥

* এই হবে বুঝি—পাঠভেদ।
† হাসিয়া নিন্দয়ে নারীগুলা।...ননদবর্গ...॥—পাঠভেদ।
‡ কন্যা—পাঠভেদ।
§ সোয়ামী শুনিয়া তাহা...করয়ে।...কহয়ে॥—পাঠভেদ।
¶ তথাচ...চুকে...।...টেড়া করি...॥—পাঠভেদ।
** দেখহ—পাঠভেদ।
†† মনে প্রশংসয়ে কিছু...হিয়া—পাঠভেদ।
‡‡ লয়—পাঠভেদ।

তখন ভাইয়ার কিছু চিত্ত নরমিল। *
স্ত্রীর বচন কিছু মনে বিচারিল ॥
তারে কহে তুমি অনুযোগ যে করহ।
তোমার মনস্থ কিবা কি করিতে কহ ॥
তেঁহো কহে কৃষ্ণপদ আশ্রয় করহ।
নতুবা সকল ব্যর্থ অর্থ আর দেহ ॥
ভাইয়া কহে একাশ্রয় † করিয়াছি আমি।
স্ত্রী কহে মর্ম্ম তার নাহি জান তুমি ॥
গণেশ পার্ব্বতী শিব ব্রহ্মার ভজন।
বহু জন্ম কৈলে কৃষ্ণে অধিকারী হ'ন ॥
কৃষ্ণ বিনে সংসারতারণে কার শক্তি।
কদাচ না হয় ইহা সর্ব্বশাস্ত্র-উক্তি ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

"অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং
স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ
শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্ ॥" ইতি

অতএব হরি ভজ, সর্ব্ব সিদ্ধি হবে।
দেবীর তাহাতে অতি সন্তোষ হইবে ॥ ‡
ভাইয়া কহে ভাল তবে বিচার করিয়া।
কর্ত্তব্য যে হয় তাহা করিব বুঝিয়া ॥
স্ত্রী কহে তবে যদি করহ বিচার।
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত স্থানে না পাইবে সার ॥
গোসাঞি মহান্ত আর শাস্ত্রজ্ঞ বৈষ্ণব।
লইয়া বিচারো পাবে সিদ্ধান্ত-আসব ॥ §
তবেত ভাইয়া ¶ গোসাঞি মহান্ত লইয়া।
বিচার করিল বহু আগ্রহ করিয়া ॥

*...আছিল...নিরমল।—পাঠভেদ।
†...যে আশ্রয়—পাঠভেদ।
‡...সর্ব্বসিদ্ধি হবে। দেবীও...অতিসন্তোষ...॥—পাঠভেদ।
§ সিদ্ধান্ত আসিব—পাঠভেদ।
¶ তবে ভাইয়া সব—কচিৎ পাঠভেদ।

তাহাতে সিদ্ধান্ত স্থির প্রতীত হইল।
কৃষ্ণ ভজিবারে মনে সার নিরূপিল ॥
পরিবার হৈল শ্রীমান্ আচার্য্য-প্রভুর।
আশ্রয় করিল মালিহাটির ঠাকুর ॥
আপনার পরিজন যে কেহ আছিল।
সকল সহিত হরি আশ্রয় * করিল ॥
শুদ্ধসত্ত্ব সমাচার পরম পবিত্র।
আশ্রয়মাত্রেতে হৈল মহাযোগ্যপাত্র ॥
যাত্রা মহোৎসব সদা বৈষ্ণবসেবন।
মহাভাগবত হৈল অনন্যশরণ ॥
গরিফার বাটী সেবা প্রকাশ করিল।
শ্রীনন্দদুলাল † নাম তাঁহার হইল ॥
সেবার শৃঙ্খলা আর বৈষ্ণবসেবনে।
প্রেমানন্দে করে সেই আশ্চর্য্যকথন ॥ ‡
অদ্যাপি বিরাজমান ঠাকুর তথায়।
সুঠাম দেখিয়া চিত্তে আনন্দ জন্মায় ॥
তবে শুন ভাইয়া মহাশয়ের চরিত্র।
আশ্চর্য্য-কথন যেই পরম পবিত্র ॥
চমৎকার দেখ হরিভক্তের মহিমা।
ভাইয়ার জন্মিল তবে বৈরাগ্যের সীমা ॥ §
ঠাকুর-সেবার আর স্ত্রীর কারণ।
গ্রাম ভূম রাখি আর কৈল বিতরণ ॥
দৌলত লুটায়্যা দিয়া ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে।
বৃন্দাবন গেলা কৃষ্ণ-অনুরাগ-ভাবে ॥

যমুনার তীরে বসি কৃষ্ণনাম করে।
অযাচকবৃত্তিমাত্র রহে অনাহারে ॥
কথোক দিবসে কৃষ্ণ-চরণ পাইলা।
কহা নাহি যায় কৃষ্ণভক্তির কি লীলা ॥
যেই স্ত্রীর সঙ্গে মহামোহ উপজয়।
সেই স্ত্রী হইতে হৈল ভক্তির উদয় ॥
অন্য আশ্রয় * জীব-হিংসা তেয়াগিয়া।
ভাগবত হৈল কৃষ্ণময় হৈল হিয়া ॥
সেই ঠাকুরাণীর গুণ কতেক কহিব।
কহিতে তাঁহার গুণ সীমা না হইব ॥
বহুকাল প্রকট থাকিয়া বৃদ্ধ হৈল।
দিবানিশি শ্রীগৌরাঙ্গ জিহ্বায় বর্ত্তিল ॥ †
আঁখে ‡ প্রেমধারা বহে গঙ্গাস্রোত ন্যায়।
দুটি আঁখি বাহি দিবা-রজনী বহয় ॥
অপ্রকট-সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া।
নামের সহিত গেলা শ্রীধামে § চলিয়া ॥
তাঁহার চরণে যদি শরণ লইতে।
কোনো জন্মে কভু পাই কেনো ভাগ্য হৈতে ॥
তবে এই সংসারের যাতনা এড়াই।
পরম রতন কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি পাই ॥
তাঁহা দুঁহার চরণ-সেবন-অনুরাগে।
অনুক্ষণ লালদাস ¶ অভাগিয়া মাগে ॥

* হরি-আশ্রম—পাঠভেদ। † নন্দদুলাল—পাঠভেদ।
‡ সেবায় শৃঙ্খলা...।...আচার্য্যকথন ॥—পাঠভেদ।
§ ভাইয়ারই...তাহে...।—পাঠভেদ।

* আশয়—পাঠভেদ।
† জিহ্বায় বণিল—পাঠভেদ (প্রামাদিক ?)।
‡ আঁখি—পাঠভেদ। § স্বধামে—পাঠভেদ।
¶ কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীগোবিন্দ-কবিরাজ-আদি-ভক্ত-চরিত্র-বর্ণন নাম সপ্তদশ মালা ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ মালা

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥

৮৭। চরিত্র শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ (১)

পদ্মা-পারের রাজা পুঁটিয়া রাজধানী।
রবীন্দ্রনারায়ণ নাম বুদ্ধিমান্ ধনী ॥
ভাটপাড়া-ভট্টাচার্য্য-ঘরের সেবক। *
শাক্ত শিবশক্তি-মহামায়া-উপাসক ॥
দুর্গামূর্ত্তি প্রতিমা গৃহেতে সেবা হয়।
বামাচার-মত পঞ্চমকার করয় ॥
পরে তার যে অবস্থা শুন তার কথা।
কর্ণপেয় চমৎকার আশ্চর্য্য বারতা ॥
শ্রীপাট মাল্যাটি শ্রীমান্ আচার্য্য-সন্তান।
পদ্মাপার পাঠাইলা বৈষ্ণব দুজন ॥
বিলাত সাধিতে আর কোন প্রয়োজন।
তার মধ্যে পণ্ডিত হয়েন এক জন ॥
কয়েক দিবসে নিজ † কার্য্য উদ্ধারিয়া।
ফিরিয়া আইসে দোঁহে একত্রে মিলিয়া ॥ ‡
পুঁটিয়া মোকামে আসি সন্ধ্যাকাল হৈলা।
রজনী-যাপন হেতু রাজগৃহে গেলা ॥
অতিথি জানিয়া তবে রাজভৃত্যগণ।
থাকিবারে স্থান দিল বসিতে আসন ॥

(১) বহু পুস্তকে রিবিন্দনারায়ণ এই অদ্ভুত নাম দৃষ্ট হয়।
* ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য্যদিগের…।—পাঠভেদ।
† কয়েক দিবস মধ্যে—পাঠভেদ। ‡ চলিয়া—পাঠভেদ।

দুই দণ্ড রাত্রি পরে দুই থালে ভরি।
নানান মিষ্টান্ন সামগ্রী আর পুরি ॥ *
কালীর প্রসাদ এক বিপ্র আনি দিলা।
কোথাকার দ্রব্য বলি বৈষ্ণব পুছিলা ॥
বিপ্র কহে বৈকালীয় কালীর প্রসাদ।
বৈষ্ণব কহেন হয়ে ব্যবস্থা-বিবাদ ॥
বিষ্ণুর প্রসাদ বিনে আমরা না খাই।
বৈষ্ণবের ধর্ম্ম ইহা জানয়ে সভাই ॥
অজ্ঞান ব্রাহ্মণ ইহা শুনিঞা কুপিল। †
বৈষ্ণবেরে বিপ্র বহু ভৎর্সনা করিল ॥
কালীর প্রসাদ যেমন না খাইলি তুই।
ইহার সাজাই কালি দিব তোরে মুই ॥
বৈষ্ণব কহেন ভাল ভাল সাজা দিহ।
আজি যাহ মহাশয় যে হয় করিহ ॥
তবে বিপ্র রাজারে এ বারতা কহিল।
রাজা তাহা শুনি কোপে অগ্নিসম হৈল ॥ ‡
দুয়ারী লোকেরে তবে বলিল কহিতে।
প্রাতে দুই বৈরাগীকে না দেহ যাইতে ॥
প্রভাতে বৈষ্ণব দুই যাইবার কালে।
রাজার হুকুম নাঞি দ্বারিগণ বলে ॥
বৈষ্ণব বুঝিলা সেই প্রসাদ-কারণ।
রাজা শুনি ক্রোধে কৈল § এই প্রকরণ ॥
ভাল ভাল ক্ষতি নাঞি দেখি কি করয়।
আমিহ করিব ইহার উচিত নিশ্চয় ॥ ¶

*…থালী…।…আর সামগ্রী লুচি পুরি ॥—পাঠভেদ।
† অজ্ঞ…কোপিল—পাঠভেদ।
‡…দ্রুত গিয়া রাজারে কহিল।…অগ্নিবত…॥—পাঠভেদ
§ ক্রোধ হইল—পাঠভেদ (প্রামাদিক)।
¶ বিহিত যে হয়—পাঠভেদ।

পণ্ডিত বৈষ্ণব যে সাধনে তেজীয়ান্।
তাহাতে গোস্বামীদের হেমাত প্রধান॥
রায়-রাইঞা মহারাজ * শ্রীনন্দকুমার।
কালদণ্ডসম রুদ্র প্রতাপ তাঁহার॥
যতেক আছয়ে রাজা তাঁহার অধীন।
চাহে রাখে চাহে মারে কিংবা লয় ছিন॥ †
শ্রীপাট মালিহাটির যে দাস তেঁহো হয়।
যে হেতুক রাজারে বৈষ্ণব না ডরায়॥
দুয়ারী যদ্যপি ‡ নাহি দিলেক যাইতে।
বসিয়া রহিলা কোন ক্ষোভ নাহি চিতে॥
কতক্ষণে রাজা তবে বাহিরে আইলা।
বৈষ্ণব দোঁহারে লোক দিয়া ডাকাইলা॥
ডাকিয়া কহয়ে হাঁরে বৈরাগী বেটারা।
কালীর প্রসাদ নাকি না খাইস্ তোরা॥
বৈষ্ণব কহেন মহারাজ বটে সত্য।
কর্ত্তব্য যে বৈষ্ণবের এই ধর্ম্ম নিত্য॥
অন্যদেব-পূজা-আদি প্রসাদভোজন।
অকর্ত্তব্য ইহা হয় শাস্ত্র-নিরূপণ॥
সাহজিক দুই দোষ প্রসাদভোজন।
বৈষ্ণবতা যায় আর দেবস্বহরণ॥
বিশেষে ব্রাহ্মণপর অধিক নিষেধে।
চান্দ্রায়ণ করিবারে হয় কহে বেদে॥
ইহা শুনি রাজা কটু করিয়া কহয়।
হাঁরে মূঢ় এ বিধান § কোন্ শাস্ত্রে কয়॥
রাজা যদি কটুকথা কহিতে লাগিলা।
তবে কিছু বৈষ্ণব রাজারে শুনাইলা॥ ¶
থাক থাক মহারাজ পাচাল না পাড়।
ভাল না হইবে ইথে কহিলাম দৃঢ়॥ **

ভয় যে দেখাও তুমি হেন জমিদার।
শত শত রাজা নন্দকুমারের সেবাপর॥ *
তাঁহার ঠাকুর-বাটীর ভৃত্য ইহ আমি।
আমারেহ মানে বহু রাজা যথা তুমি॥
এতেক শুনিয়া রাজা চমকিত হৈল।
অন্তঃকরণেতে কিছু ভয় উপজিল॥
তখন শিথিল হৈয়া বিনয়পূর্ব্বক।
জিজ্ঞাসে শাস্ত্রীয় কথা হইয়া সম্মুখ॥
আপনি কহিলে যেই কথোপকথন।
তাহার ব্যবস্থা কহ কোথায় প্রমাণ॥
বৈষ্ণব কহেন মহারাজ যদি শুন।
বিশেষ ইহার ক্রমে কহি তবে পুন॥
ইহার প্রমাণ ভাগবতশাস্ত্রে হয়।
অন্যান্য শাস্ত্রেও বহু নিষেধ আছয়॥
হরিভক্তিবিলাসেতে সিদ্ধান্ত কহিলা।
অনেক শাস্ত্রের মতে প্রমাণ যে দিলা॥ †
স্মার্ত্তবাগীশের মত তোমা-সবাকার।
তাহার সিদ্ধান্ত এই করহ বিচার॥
বৈষ্ণব হইয়া অন্য দেবের প্রসাদ।
না খাইব যাথে নিজ ধর্ম্ম যায় বাদ॥

তথাহি স্কান্দে—

"পাবনং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সর্ব্বপাপং হরং পরম্। ‡
অন্যদেবস্য নৈবেদ্যং § ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥"

রাজার সে ক্রোধ অংশ যবে দূরে গেলা।
বৈষ্ণবের বাক্য কিছু লইতে লাগিলা॥
সাধুর সঙ্গের দেখ কি রঙ্গ প্রভাব।
আছিল কি রাজা পরে উঠে কোন ভাব॥ ¶

* রায় মহারাজ শ্রীল—পাঠভেদ (অপপাঠ)।
† রাজা রাজোড়া যত···।···চাহে লহে ছিন॥—পাঠভেদ।
‡ দারোয়ান যদি নাহি—পাঠভেদ।
§ বৈরাগী এ—পাঠভেদ।
¶···কটুকথা···।···তাহারে শুনাইলা॥—পাঠভেদ।
** দঢ়—পাঠভেদ।

*···জমাদারের।···আজ্ঞাকারী নন্দকুমারের॥—পাঠভেদ।
†···করিলা।···প্রমাণ তাঁহা দিলা॥—পাঠভেদ।
‡ সুর-সিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতম্—ইতি বা পাঠঃ।
§ নির্ম্মাল্যম্—ইতি বা পাঠঃ।
¶ সাধুসঙ্গের দেখহ কিবা রঙ্গের···।···পুন···॥—পাঠভেদ।

পাদ্মোত্তরখণ্ডে শততম অধ্যায়ে—

কৃষ্ণভুক্তেন ভোক্তব্যং নান্যনির্ম্মাল্যমেব চ।
অন্যদেবস্য নির্ম্মাল্যং ভক্ষ্যপেয়াদিকং দ্বিজঃ॥
সাত্বতৈস্তু ন তদ্‌গ্রাহ্যং সুরাতুল্যং ন সংশয়ঃ।
নৈবেদ্যগ্রহণস্পর্শদর্শনং ভক্ষণং তথা॥
দেবতানাঞ্চ যৎ পেয়ং ন কুর্য্যাৎ বৈষ্ণবঃ সুধীঃ।
নাত্মীয়াদন্যদেবস্য নির্ম্মাল্যং বৈষ্ণবঃ সদা॥
নান্যস্যোপাসনা কার্য্যা প্রাণাঃ কণ্ঠাগতা যদি।
দেবান্তরস্য নৈবেদ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্॥
ন কাঞ্চ্যানাং ভক্ষণীয়মগ্রাহ্যং মুনিপুঙ্গব।
যদ্ভক্ষ্যং দেবনির্ম্মাল্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্॥
তদ্ভুঙ্‌ক্তে যদি মূঢ়াত্মা তৎসর্ব্বং সুরয়া সমম্।
প্রাণত্যাগং বরং কুর্য্যাৎ কালকূটাদিভোজনৈঃ।
তথাপি দেবতোচ্ছিষ্টং নহি ভুঞ্জীত বৈষ্ণবঃ॥

রাজা কহে অন্য-দেব-প্রসাদ খাইলে।
দেবস্ব-হরণ হয় ইহা যে কহিলে॥
বিষ্ণুর প্রসাদে কেন সে দোষ না হয়। *
সাধু কহে নাহি হয় বেদের আজ্ঞায়॥
দেবতার মধ্যে তাঁরে † না হয় গণনা।
সর্ব্বময় যেহ বস্তু ‡ নাহি যাঁহা বিনা॥
সর্ব্বেশ্বর যাঁর § নাহি নিজ পরকীয়।
তাঁহার উচ্ছিষ্ট যে অবশ্য গ্রহণীয়॥
বিষ্ণুর প্রসাদ অন্ন-বস্ত্র-আদি যত।
আসন ভূষণ গৃহ দেহ অভিমত॥
ব্যবহার অবশ্য-কর্ত্তব্য শাস্ত্রে কহে।
বিষ্ণুর নিবেদিত বিনে কিছু গ্রাহ্য নহে॥ ¶
গ্রহণ করিলে তাহে অপরাধ হয়।
ভক্তি নাহি স্ফুরে আর নরকে বৈসয়॥ **

* সেই দোষ নাহি হয়—পাঠভেদ।
† তাঁর—পাঠভেদ। ‡ দেহ বস্তু—পাঠভেদ।
§ যেঁহো—পাঠভেদ।
¶…কর্ত্তব্য অবশ্য…।…নিবেদন…॥—পাঠভেদ।
**…গ্রহণ করিলে তাহা।…না স্ফুরয়ে…॥—পাঠভেদ।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ। *
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসা স্তব মায়াং জয়েম হি॥"

স্কান্দে—

"শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা॥"

অপরাধা যথা—

"শক্তৌ গৌণোপচারশ্চ অনিবেদিত-ভক্ষণম্।
তত্তৎকালোদ্ভবানাঞ্চ ফলাদীনামনর্পণম্॥"

আর কহি মহারাজ নিগূঢ় যে কথা।
হরি বিনে উপায় নাহিক যাহ যথা॥
প্রেমভক্তি সুখদ যে কহিব পশ্চাতে।
আত্যন্তিক শ্রেয় নাহি কহি শুন যাতে॥
মুক্তিদাতৃত্ব-শক্তি আর কারু নাঞি।
ত্রিবর্গ যে দাতা আর জানিহ সভাই॥
হরির অধীন সব আব্রহ্ম-স্থাবর।
হরি সভাকার প্রভু সকলি কিঙ্কর॥
নানার্থগতিক শাস্ত্র লোক বিড়ম্বিতে।
কহয়ে লোকেতে তাহা না পারে বুঝিতে॥
কাল্পনিক শাস্ত্র কথোগুলি প্রকাশিলা।
তমোগুণী লোক তাহে প্রামাণ্য করিলা॥
মহামায়া তুমি যাঁরে কহিছ ঈশ্বরী।
ত্রিগুণ-আত্মিকা তেঁহো হরির কিঙ্করী॥
রজস্তমো-বিষয় যে দেন সভাকার।
যে বিষয়-মোহমদে ভুলিছে সংসার॥ †
অতএব মহারাজ হরি বিনে গতি।
ত্রিজগতে নাহি, আর কোনো যে যুকতি॥ ‡

* 'ত্বয়োপযুক্ত'—ইতি বা পাঠঃ।
† রজ তম বিষয়…। যে বিষয়-মহামদে…॥—পাঠভেদ।
‡ যুগতি—পাঠভেদ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণাস্তৈ-
যুর্ক্তা পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ,
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ ॥"

শ্রীগীতায়াং—

"যেহপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠেঽপি—

"অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং
স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ
শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্ ॥"

প্রথমে সূতস্য—

"মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণ-কলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥"

বহু শাস্ত্রে অনেক যে আছয়ে প্রমাণ।
গীতা ভাগবত দুই হয়ত প্রধান ॥ *
তাহার প্রমাণ এই কহিল নিশ্চয়।
তবে যে † যতেক শুন আগমাদিচয় ॥
তাহার বৃত্তান্ত শুন বিবরিয়া কহি।
এ সব কারণ কেহ অজ্ঞে বুঝে নাহি ॥
শ্রীমান্ ভগবান্ আজ্ঞা দিল মহাদেবে।
কল্পিত আগম করি মোহ কর জীবে ॥
আমাতে বিমুখ যাহা দেখি লোক হয়।
তাহে মোর তোষ যাথে সৃষ্টিবৃদ্ধি হয় ॥
তবে মহাদেব সৃষ্টি করিলা আগম।
দেখাইলা ফল আপাতত মনোরম ॥

*…অনেক তো…।…হয় যে…॥—পাঠভেদ।
† তবে সে—পাঠভেদ।

সহজে লোকের রজস্তমের স্বভাব।
তাহাতে দেখিল শাস্ত্র সেই-অনুভব ॥
সেই পথে গমন করিয়া লোকে রিঝে।
হরি যে পরম গতি তাহা নাহি বুঝে ॥

পাদ্মে—

"স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ * জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ॥"

প্রকৃতি-খণ্ডেতে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে।
ভগবান্ কহিলা ঐমত পঞ্চাননে ॥
তোমার শক্তির আরাধনা আদি মন্ত্র।
আমারে গোপন করি কর নানা তন্ত্র ॥
সংসার মোচন কাহো হৈতে নাহি হয়।
তার এক ইতিহাস শুন মহাশয় ॥
পদ্মপুরাণেতে ইহা প্রচরদ্রূপ হয়।
কাশীতে যে হেতু রাম নামের উদয় ॥ †
শ্রীমান্ কাশীনাথের যে ভক্ত কথোগুলি।
তুষ্ট কৈল মহাদেবে ভজি সভে মিলি ॥
বর মাগিল ফল সংসার-মুকতি।
দেব কহে মোর নাহি মুক্তি দিতে শক্তি ॥
পুনঃ পুনঃ তারা নাহি চাহে মুক্তি বিনে।
মহাদেব বিচার করিলা কিছু মনে ॥
হরির ধেয়ান করি প্রসন্ন করিলা।
নিজ ভক্তগণ হেতু প্রার্থনা করিলা ॥ ‡
ভগবান্ নিজ ব্রহ্ম রামনাম দিলা।
কাশীর রতন § এই হইল কহিলা ॥
কাশীপুরে যার দেহ পতন হইবে।
তৎকালীন তার কর্ণে এই নাম দিবে ॥

* ত্বংহীতি—বা পাঠঃ।
†…প্রচুর রূপ…।…যে হৈল…॥—পাঠভেদ।
‡ মুকতি প্রার্থিলা—পাঠভেদ।
§ পতন—পাঠভেদ (প্রামাদিক)।

নিশ্চয় হইবে মুক্তি নাহিক সন্দেহ।
বৈকুণ্ঠ পাইবে সেই নিজগণ সহ ॥
গদগদ ভাবে মহাদেব রাম-নাম।
পাইয়ে ধারণ কৈল কণ্ঠে অবিরাম ॥
কাশীতে মরয়ে যেই পশু কীট নর।
রামনাম দিয়া তারে করেন উদ্ধার ॥
প্রসিদ্ধ এ প্রকরণ জগতে জানয়।
অতএব হরি বিনে নাহিক উপায় ॥
অন্যশাস্ত্রে যদি * কোথাও অন্যদেব হৈতে।
মুক্তিফল কহে তাহা না যাও প্রতীতে ॥
রজঃ তমঃ শাস্ত্র বিনে সাত্ত্বিকে না কহে।
লোক-বিড়ম্বন হেতু যথার্থ সে নহে ॥
যদি কহ অযথার্থ শাস্ত্রেরে কহিলে।
তাহার কারণ শুন শাস্ত্রেতেই বলে ॥ †
পরোক্ষবাদ যে শব্দ শাস্ত্রেতে কহয়।
হরি তুষ্ট তাহে ষটসন্দর্ভে বলয় ॥
সন্দর্ভ-শব্দের অর্থে গূঢ়ার্থপ্রকাশ।
অতএব সন্দর্ভে যে সিদ্ধান্ত-নির্য্যাস্ ॥
তাহাতে যে সিদ্ধান্ত কহিল তাহা শুন।
যাহার অধিক যে বিচার নাহি পুনঃ ॥ ‡
শাস্ত্রের স্বভাব তাতে বিচার করিল।
সর্ব্বশাস্ত্রে ঐক্য করি সমাধান কৈল ॥
এক শব্দে আর অর্থ নানার্থে কহয়।
রোচকার্থে শব্দান্তর লোকে না বুঝয় ॥
কোথাও লক্ষণা-গৌণ-আদি শব্দে কহে।
লোকে আর বুঝে শাস্ত্রে ঐক্য না করয়ে ॥
না বুঝিয়া কহে শাস্ত্রে নানা মত কহে।
সব এক-ঐক্য নানা মত কভু নহে ॥
নানা মত শাস্ত্রে কভু ব্যভিচার নহে।
তাহা হৈলে কিছু সত্য কিছু মিথ্যা হয়ে ॥

তবে যে বিরোধ মত কল্পিত আগম।
তামসিক সেই শুন তাহার মরম ॥
যথা যথা সাত্ত্বিক শাস্ত্রের যে বিরোধী।
তামসিক করিয়া জানিবে যেই সুধী ॥ *
সন্দর্ভে যে ইহার বিচার কৈল শুন।
যাথে মনে সন্দেহ না হইবেক পুন ॥
দশধা প্রমাণ মধ্যে চারি যে প্রধান।
প্রত্যক্ষ ঐতিহ্য শব্দ আর অনুমান ॥
তার মধ্যে অনুমান প্রত্যক্ষ যে দুই।
ব্যভিচার দেখি তাতে সুপ্রতীত নাঞি ॥
জল-বরিষণ-অন্তে ধূম-দরশন।
মায়ামুণ্ড-দরশনে করয়ে ক্রন্দন ॥
শব্দমাত্র † শাস্ত্রে যে নাহিক ব্যভিচার।
ঐতিহ্য যে সাধু-পরম্পরা সেহ সার ॥
তবে বাদী কহে শাস্ত্রে ব্যভিচার হয়।
তুমি কহ এক বাক্য এ বড় সংশয় ॥
নানামত নানাবিধি নানা শাস্ত্রে দেখি।
আচার্য্য কহেন যার নাহি সূক্ষ্ম আঁখি ॥
সেই দেখে নানামত বিচারিতে নারে।
ব্যভিচার বলি নানা বিধান আচরে ॥
কিন্তু যে ইহার শুন সিদ্ধান্তনিদান।
মূলশ্রুতি বিচার যে ‡ ইহার প্রমাণ ॥
সাত্ত্বিক শাস্ত্রের মতে ব্যভিচার যথা। §
তামস করিয়া সেই জানিহ যে তথা ॥
সদাচার-বিপর্য্যয় মকারাদি যত।
হাড়মালা জটাভস্ম বিষ্ণুতে বিরত ॥
বিষ্ণু তেজি উপাসনা দেবতা অন্তর।
একাদশী জন্মাষ্টমী আদি মতান্তর ॥
অন্যদেব-উপাসক-স্থানে বিষ্ণুমন্ত্র।
দীক্ষা-শিক্ষা-করণ পূজন তন্ত্র-মন্ত্র ॥ ¶

* হের— ক্বচিৎ পাঠভেদ (অপপাঠ)।
† কারণ তাহার শুন শাস্ত্রে যেই বলে—পাঠভেদ।
‡ তাহা তেজি···যাহা শুন। যাহা হৈতে অধিক···॥ —পাঠভেদ।

* তামস···যে সুধী।—পাঠভেদ।
† শব্দভয়—ক্বচিৎ পাঠভেদ (প্রামাদিক)।
‡ হয়—পাঠভেদ। § মত ব্যভিচারি যথা—পাঠভেদ।
¶···করেন···তন্ত্র যন্ত্র।—পাঠভেদ।

কেশ অবতার আর ঈশ্বর নিঃশক্তি। *
মায়াবাদ-মত যাহা নিন্দনীয় অতি ॥
বিষ্ণুর বিগ্রহ ধাম কর্ম্ম পারিষদ।
সগুণ কহয়ে যাথে বড়ই প্রমাদ ॥
সেই শাস্ত্র না শুনিবে, কর্ণে দিবে হাথ।
যে তাহা আদরে নাহি বৈস তার সাথ ॥
ভগবত-আজ্ঞায় শিব বিপ্ররূপ ধরি।
বেদার্থ কল্পিত কৈল মায়াবাদ করি ॥
শাঙ্করিক ভাষ্য যাহা † অজ্ঞে প্রশংসয়।
এ বৃত্তান্ত স্বয়ং শিব গৌরীকে কহয় ॥

পাদ্মে—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা ॥"

সাত্ত্বিক শাস্ত্রের মতে বিরোধি যতেক।
অসুর মোহের হেতু কহে পরতেক ॥
মনুষ্যেই দেবাসুর দুইমত ‡ জন্মে।
কৃষ্ণভক্ত দেব-অংশে অন্য অন্যে রমে ॥

(অন্যত্র) পাদ্মে—

"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈবো হ্যাসুর এবচ।
বিষ্ণুভক্তো ভবেদ্দৈবো § হ্যাসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥"

তামস পুরাণ ছয় ইহা যদি কহ।
তামস যে কহে তার কারণ শুনহ ॥
তামস কল্পেতে তার উদ্ভব হইল।
যে হেতু তামস মত কিছু সঞ্চারিল ॥
সেই সেই মত তাহা গ্রাহ্য নাহি হয়।
অসুর-মোহন-হেতু ¶ জানিহ নিশ্চয় ॥

* কেশাবতার—পাঠভেদ।
† শাঙ্করি ভাষ্য যে তাহা—পাঠভেদ।
‡ এই মত—কচিৎ পাঠভেদ।
§ বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈবো—ইতি বা পাঠঃ।
¶ অসুর মোহের হেতু—পাঠভেদ।

নতুবা পুরাণ শুদ্ধ তামস না হয়।
যে হয় তামস-মত * তাহি গ্রাহ্য নয় ॥
অতএব পুরাণ-আগম-শ্রুতি-মতে।
নির্গুণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জানিহ † জগতে ॥
বেদের সিদ্ধান্ত এই কৃষ্ণে ভক্তি কর।
আর যত ধর্ম্মাধর্ম্ম সব পরিহর ॥
সংসারমোচন যাহা হৈতে নাহি হয়।
সেই গুরু ইষ্ট দেব বন্ধু কেহো নয় ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাৎ জননী ন স স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ॥"

ইহাতে দৃষ্টান্ত দেখ প্রত্যক্ষ আছয়।
পূর্ব্বে সাধুগণ হেন সকলি তেজয় ॥
হরিভক্তি-প্রতিকূল গুরু বলিরাজ। ‡
উপেক্ষা করিয়া সাধু সাধে নিজ কাজ ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—

"বামনায় মহীদানে বলিঃ পরমবৈষ্ণবঃ।
লঙ্ঘয়িত্বা গুরোরুক্তিং ত্যাগ এব বিধীয়তে ॥"

স্বজন তেজিলা মহারাজ বিভীষণ।
উপেক্ষিলা বন্ধুবর্গ ভাই যে রাবণ ॥
পিতা ত্যাগ কৈলা ভাগবত শ্রীপ্রহ্লাদ।
যে হেতুক ভক্তিপথে করিলা বিবাদ ॥
শ্রীমান্ ভরত নিজ কৈকেয়ী মাতাকে।
ত্যাগ করি চাহিলেন কাটিতে মস্তকে ॥ §
দেবতা তেজিল শ্রীমান্ বশিষ্ঠ দেবর্ষি।
কোনো কালে ছিলা তেঁহো শক্তির ¶ উপাসী ॥

* মম তাহা—পাঠভেদ। † শরণ্য—পাঠভেদ।
‡ হরিভক্ত প্রতিকূল বলি গুরু সাজ—পাঠভেদ।
§...মাতারে।...মস্তক চাহিলা কাটিবারে ॥—পাঠভেদ।
¶ ভক্তির—পাঠভেদ।

মহামায়া-স্থানে তেঁহো চাহিলেন মুক্তি।
তেঁহো কহে আমার নাহিক নিজ শক্তি ॥ *
সংসার মোচন হেতু এক হরিভক্তি।
তাহা বিনু কাহার নাহিক সেই শক্তি ॥
এত শুনি তাঁহারে তেজিয়া দ্বিজমণি।
বিচারিয়া হরিপদে লইল শরণি ॥
পতি-পুত্র-আদি ত্যাগ কৈল বহুজন।
কৃষ্ণভক্তি-অনুকূল সেই বন্ধুজন ॥

আগমে চ—

"বিষ্ণুভক্তিং বিনা রাজন্ লোকযাত্রাং করোতি যঃ।
স মূঢ় আত্মনা সার্দ্ধং পিতৄংশ্চ নরকং নয়েৎ ॥" (১)

রাজা কহে তবে কেনে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত।
সকলি সমান কহে বিষ্ণুর সহিত ॥
সাধু বলে—তারা তত্ত্ব না বুঝিয়া কহে।
বিষ্ণু সর্ব্বেশ্বর † তাঁর সম কেহ নহে ॥
তাঁহার বিভূতি ব্রহ্মা রুদ্র আদি করি।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ঈশ্বর শ্রীহরি ॥
ব্রহ্মা মায়াধীন, রুদ্র ঈষত আবৃত।
নির্গুণ শ্রীহরি সর্ব্বশাস্ত্রের সম্মত ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥"

বিষ্ণু সহ অন্য দেবে যে করে সমান।
পাষণ্ডীর মধ্যে সেই শাস্ত্রের প্রমাণ ॥

পাদ্মে—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনাপি বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেৎ ধ্রুবম্ ॥" ‡

বিষ্ণু বিনে শিব যে পৃথক না মন্তব্য।
বিষ্ণুর অংশাংশ করি মানিতে কর্ত্তব্য ॥
অথবা হরির ভক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম।
বৈষ্ণবের মধ্যে যে নাহিক যাঁহা-সম ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা ॥"

অতএব সর্ব্বধর্ম্ম তেজি হরি ভজ।
সংসার-নিগড় দৃঢ় চরণের তেজ ॥

শ্রীগীতায়াম্—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্
মাং ভজেত স চ সত্তমঃ ॥" *

ব্রহ্মসংহিতায়াম্—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য কৃষ্ণং সংশরণং ব্রজ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥" †

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপকোঽথ পতেৎ ততো যদি।
যত্র ক্ব বাঽভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কোবার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ ॥"

---

*···মোর নাহি দিতে আত্মশক্তি—পাঠভেদ।
(১) অগত্যা পরিবর্ত্তিত। † সর্ব্বেশ্বরেশ্বর—পাঠভেদ।
‡ যেতু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব পশ্যন্তি তে পাষণ্ডা মতা ধ্রুবম্ ॥—ইতি ক্বচিৎ।

* স উত্তমঃ—ইতি বা পাঠঃ।
ধর্ম্মানন্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং ভজ বিশ্বসন্।
† যাদৃশী যাদৃশী শ্রদ্ধা সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥
ইতি সভ্যাঃ পাঠঃ।
(ক্বচিচ্চ 'বিশ্বসন্' ইত্যত্র 'নিশ্চয়ম্' ইতি দৃশ্যতে ॥)

সর্ব্বধর্ম্মপদে কৃষ্ণভক্তির ইতর।
কর্ম্ম যোগ জ্ঞান অন্য উপাসনা আর ॥
পরিত্যজ্য-পদে যত কৃত যে সাকল্যে।
তেজিয়া ভজহ হরি পাবে সর্ব্বফলে ॥
কতি যে প্রত্যয় করি ত্যাগের অন্তর।
কৃত না হইলে নহে ত্যাগের বিচার ॥
সর্ব্ব-ধর্ম্ম-দোষ-গুণ বিচার করহ।
সকল তেজিয়া হরি-চরণ ভজহ ॥
শাস্ত্রমতি যার সেই কারে না ভজয়ে।
হরির কলাকে ভজে অন্যেরে তেজিয়ে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥

যেতক * জীবের মোহ বুদ্ধির ব্যত্যয়।
আছয়ে সে-তক নাহি বুঝয়ে নিশ্চয় ॥
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে যবে নির্ব্বেদ জন্ময়।
শ্রোতব্য যতেক † শ্রুত সকলি তেজয় ॥
শ্রোতব্য যে যত ধর্ম্মশাস্ত্র-অভিমত।
শ্রুত যাহা কৃত গুরু-উপদেশ যত ॥
কৃত করণীয় যত সকলি তেজিয়া।
তখন শ্রীকৃষ্ণ ভজে নির্ব্বেদ পাইয়া ॥
কৃষ্ণ-উপদেষ্টা গুরু আশ্রয় করিয়া।
কৃষ্ণভক্তি পরাৎপর মহত্ত্ব জানিঞা ॥
চক্ষুষ্মান্ হয় তবে দেখিবারে পায়।
পরম-নির্বৃতি তবে তখন জন্ময় ॥ ‡

শ্রীগীতায়াম্—

"যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে—

"মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ।
ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ ॥
তস্মাৎ ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেবচ ॥
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ ॥"

অষ্টম স্কন্ধের শেষে রাজা সত্যব্রত।
মৎস্যদেব প্রতি সাধু কহে ঐ মত ॥
অন্য উপদেষ্টা উপদেশ আদি ত্যাজ্য।
টীকাতে বাখানে চক্রবর্ত্তী যে আচার্য্য ॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

"শৈবঃ শাক্তো গাণপত্যঃ সৌরশ্চ দেবপূজকঃ।
গোবিন্দশরণঃ পশ্চাদ্ভবেদ্‌যদি স বৈষ্ণবঃ ॥
শাক্তস্তু বৈষ্ণবো ভূত্বা দুর্গতিং ত্রায়তে স্বয়ম্।" ইতি

অতএব অন্য ছাড়ি হরির আশ্রয়। *
অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা নাহিক সংশয় ॥
কর্ম্ম জ্ঞান দুই যে তাহাতে নাহি শ্রেয়।
সেহমাত্র কেবল জীবের ভ্রমময় ॥

শ্রীভাগবতে—

"ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্‌বিড়ম্বনম্ ॥"

অতএব কর্ম্ম কভু নাহি হয় শ্রেয়।
সংসার-ভ্রমণ মাত্র তাহাতে নিশ্চয় ॥
হরিভক্তি মিশ্র বিনে সেহ সিদ্ধ নহে।
প্রসিদ্ধ ব্যবস্থা ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ॥
কেবল যে জ্ঞান হরি-ভাবেতে বর্জ্জিত।
তাহাতেও শ্রেয় নাহি, বিশেষ অহিত ॥ †

* 'যাবৎ' ও 'যতেক'—পাঠভেদ।
† যে আর—পাঠভেদ। ‡ জন্মায়—পাঠভেদ।

* অতেব অন্যেরে ছাড়ি—পাঠভেদ।
† অনহিত—পাঠভেদ।

শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে—

"শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥"

তত্রৈব দ্বিতীয়াধ্যায়ে—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্‌ঘ্রয়ঃ ॥"

শুদ্ধ ভক্তি বিনে কৃষ্ণ কভু নাহি পায়।
জ্ঞানকর্ম্ম আদি তেজি ভজন যে শ্রেয় ॥

তত্রৈব—

"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥"

তীব্রভক্তি-পদে জ্ঞানকর্ম্ম-অনাবৃত।
টীকাকার-চক্রবর্ত্তি-আচার্য্য-সম্মত ॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥"

জ্ঞানমিশ্রা ভকতি যে আশ্রয় করয়।
নির্ব্বাণের হেতু কিন্তু কৃষ্ণ নাহি পায় ॥
ভক্তিহীন জ্ঞান-কর্ম্ম বিফল কেবল।
অধঃপতন মাত্র হয় তার ফল ॥
নিষ্কাম যে কর্ম্ম করে বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে।
তাহার যে ফল তাহা শুনহ যথার্থে ॥ *
অন্তর-শুদ্ধির প্রতি কারণ সে হয়।
মনঃশুদ্ধি হৈলে তাহে বৈরাগ্য জন্ময় ॥
সেই যে বৈরাগ্য শুদ্ধ জ্ঞানের কারণ।
ভক্তি প্রতি কভু কর্ম্ম কারণ না হন ॥

*···প্রীতার্থ।···যথার্থ॥—পাঠভেদ।

কর্ম্মার্পণ ভক্তি যে কেচিৎ মতে কন।
পরম্পরারূপে কষ্টে মুক্তি প্রতি হন ॥
শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি কাহা হৈতে না মিলয়।
বিনে সাধু সঙ্গ আর নাহিক উপায় ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব।
নোপায়ো বিদ্যতে সম্যক্ প্রায়ণং হি সতামহম্ ॥"

জ্ঞানকর্ম্ম তেজি ভজে অনন্যভাবেতে। *
প্রশংসা তাহার সেই পায় ব্রজনাথে ॥
সদাচার-হীন দুরাচার যদি হয়।
কৃষ্ণপ্রিয় সেই সাধু করি মানি তায় ॥

শ্রীগীতায়াম্—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥"

কৃষ্ণভক্ত চতুর্ব্বর্গ ফল নাহি চায়। †
মুমুক্ষু যে কৃষ্ণভক্তি-যোগ্য নাহি হয় ॥
নিষ্কাম অনন্যশুদ্ধ মাধুর্য্য ভকতি।
এইমাত্র সার যার ফল প্রেমরতি ॥ ‡
অন্য অন্য যোগধর্ম্মে সিদ্ধি অষ্টাদশ।
শ্রীকৃষ্ণভজনে সিদ্ধি হয় প্রেমরস ॥
অন্য যোগ-ধর্ম্মে সিদ্ধি ধর্ম্ম অর্থ কাম।
শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে মিলে ব্রজ প্রেমধাম ॥
প্রাকৃত যে সিদ্ধি ভক্ত দৃক্‌পাত না করে।
মুক্তি চতুষ্টয় নাম নাহি লয় ডরে ॥
প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ মাত্র চাহে।
দিলেও না লয় সে অনর্থ মানে তাহে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—সালোক্য সার্ষ্টি-সামীপ্য ইত্যাদি।

কৃষ্ণ যে আনন্দময় তাঁহার ভকত।
প্রেমানন্দে মগ্ন তাঁর তুচ্ছ ত্রিজগত ॥

* অন্যান্য ভাগেতে—পাঠভেদ।
† নাহিক মাগয়—পাঠভেদ। ‡ প্রেমভক্তি—পাঠভেদ।

অতএব মহারাজ সদা ভজ হরি।
পরাৎপর পূর্ণব্রহ্ম * সভার উপরি॥
সচ্চিৎ আনন্দময় শ্যামল-বিগ্রহ।
স্বরূপ শকতি ধাম পরিকর সহ॥
বেদের তাৎপর্য্য শ্যামসুন্দর-ভজন।
আর যত † কহে সেই ত্রিবর্গ-সাধন॥
পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণ প্রেম প্রয়োজন।
বারবার ভজ গোপীনাথের চরণ॥

শ্রীমধুসূদনাচার্য্যস্য ভাষ্যে—

"চিদানন্দাকারং জলদরুচিসারং শ্রুতিগিরাং
ব্রজস্ত্রীণাং হারং ভবজলধিপারং কৃতধিয়াম্।
বিহন্তুং ভূভারং বিদধদবতারং মুহুরহো
হরিং বারং বারং ভজত কুশলারম্ভকৃতিনঃ॥"
"বংশীবিভূষিতকরাৎ নবনীরদাভাৎ
পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥"

ব্রহ্মসংহিতায়াং—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

কৃষ্ণের চিন্ময় রূপ মায়িক করিয়া।
যে অধম কহে সেই জন মন্দধিয়া॥
তার মুখ-দরশনে মহাপাপ জন্মে।
সে জনার অধিকার নাহি কোন কর্ম্মে॥
তার স্পর্শে প্রায়শ্চিত্ত করিতে যুয়ায়।
শ্রীমান্ মধ্বাচার্য্য রামানুজ স্বামী কয়॥
বস্ত্রের সহিত জলে পড়ি স্নান করি।
স্মরণ করিব উঠি নাম বিষ্ণু হরি॥
মায়াবাদ ভাষ্য কল্পনার্থ মধ্বাচার্য্য।
দূষিলা শতেক মতে মত শঙ্করাচার্য্য॥

* পরমব্রহ্ম—পাঠভেদ।
† আর মত কহে—পাঠভেদ।

শত দোষ দিয়া 'শতদূষণী' নামেতে।
গ্রন্থশূর প্রকাশিলা প্রসিদ্ধ জগতে॥
কুসঙ্গ সদাই ত্যাগ সৎসঙ্গ-করণ। *
নিতান্ত শ্রেয়াংশ এই বেদের বচন॥
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবে যাহার নাহি রতি।
নিন্দুক পাষণ্ডী সেই বিরোধী ভক্তি প্রতি॥ †
বিষয়-আত্মক অবৈষ্ণব স্ত্রিয়াবিট।
সে সকল জানিবে যে সংসারের কীট॥
তার সঙ্গ না করিব সদা সাবধান।
আপনা রাখিতে এই পরম বিধান॥
কর্ম্মী জ্ঞানী নানা দেবসেবী যেই নর।
তার সঙ্গ বিশেষতঃ সদা নিন্দাকর॥ ‡

কাত্যায়নসংহিতায়াম্—

"বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখ-জন-সংবাসবৈশসম্॥" (১)

বিষ্ণুরহস্যে—

"আলিঙ্গনং বরং মন্যে ব্যালব্যাঘ্রজলৌকসাম্।
ন সঙ্গঃ শল্যযুক্তানাং নানাদেবৈকসেবিনাম॥"

তাঁহা সভার অন্ন-জল-গ্রহণ নিন্দিত।
বৈষ্ণবের অন্ন খাইতে অবশ্য উচিত॥
অভাবে কিঞ্চিত জল মাগিয়া খাইব।
শাক্তাদির অন্ন জল অবশ্য বর্জ্জিব॥ §

পাদ্মে—

"প্রার্থয়েদ্ বৈষ্ণবাদন্নং তদভাবে জলং পিবেৎ।
সঙ্গং বিবর্জ্জয়েচ্চৈব শাক্তাদীনান্তু বৈষ্ণবঃ॥"

* সৎসঙ্গ কারণ—পাঠভেদ।
†...নাহিক যার...।...পাষণ্ড...সে...—পাঠভেদ।
‡ নিন্দস্কর—কচিৎ পাঠভেদ।
§ অন্নত্যাগ অবশ্য করিব—পাঠভেদ।
(১) কোন কোন গ্রন্থে নিম্নলিখিতরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়:—
পাদ্মে—"বরং হুতবহজ্বালাপঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন সঙ্গঃশৈলযুক্তানাং নানাদেবৈকসেবিনাম্॥"
(ইহা প্রামাদিক বলিয়াই অনুমিত হয়)

"ন কার্য্যা প্রার্থনা তেভ্যস্তেষাং দ্রব্যমমেধ্যবৎ।
নান্নং লভেত শাক্তানাং শৈবাদীনাঞ্চ বেশ্মনি ॥"

বিশেষতঃ বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট পাদোদক।
পরম পদার্থ সেই কহিব কি-তক ॥
তাহার মহিমা কিছু কহা নাহি যায়।
যাতে চতুর্ব্বর্গ মিলে কৃষ্ণে রতি * হয় ॥

নারদ-পঞ্চরাত্রে—

"বৈষ্ণবে কন্যাদানঞ্চ পরং নির্ব্বাণহেতুনা।
পরং নির্ব্বাণহেতুশ্চ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টভোজনম্ ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে চ—

"উচ্ছিষ্টলেপানমুমোদিতো দ্বিজৈঃ" ইত্যাদি।

অগস্ত্যসংহিতায়ামপি—

"শ্রীবিষ্ণোর্বৈষ্ণবানাঞ্চ পাবনং চরণোদকম্।
সর্ব্বতীর্থময়ং পীত্বা কুর্য্যাদাচমনং নহি ॥"

নীচোত্তম জাতি বলি নাহি বিচারিব।
জাতি-বুদ্ধি করিলে নরকে যায় ধ্রুব ॥

ইতিহাস-সমুচ্চয়ে—

"শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥"

বৈষ্ণবের পূজা বিষ্ণুসহিত সমান।
অবশ্যকর্ত্তব্য এই বেদের বিধান ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদম্।
পরিচর্য্যাঞ্চোভয়ত্র মহৎসু নৃষু সাধুষু ॥"

যে জনার গৃহে নাহি বৈষ্ণব-সেবন।
সেই গৃহ হয় তার শ্মশান সমান ॥
পণ্ডিত যে জন সেই গাধার সমান।
কুকুরের তুল্য কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জন ॥

* কৃষ্ণভক্তি—পাঠভেদ।

পাদ্মে—

"যদাগারেঽকৃষ্ণসেবা কাষ্ণ´সেবা তথৈব চ।
শ্মশানতুল্যং তদ্বিপ্রঃ স এব শ্বপচাধমঃ ॥
তন্মন্দিরং চিতাতুল্যং তদ্বর্ণনং-খরোপমম্।
শুনস্তুল্যং তদাস্যং যঃ কাষ্ণ´-কৃষ্ণবহির্ম্মুখঃ ॥"

বৈষ্ণব-সেবন বিনে কৃষ্ণভক্ত নহে।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে শ্রীঅর্জ্জুনেরে কহে ॥

আদিপুরাণে—

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ
তে জনাঃ" ইতি।

প্রাতঃকালে করে বৈষ্ণবের নাম গান।
ভাগবতোত্তম * সেই কৃষ্ণের সমান ॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে—

"নিত্যং যে প্রাতরুত্থায় বৈষ্ণবানাস্তু কীর্ত্তনম্।
কুর্ব্বন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যাঃ কলৌ যুগে ॥"†

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টের মহিমা অপার।
শুন মহারাজ এক ইতিহাস তার ॥
কিছু দুরে আচার্য্য প্রভুর গৃহ হৈতে।
একঘর কামার আছয়ে সে গ্রামেতে ॥
প্রভুর বাটীতে এক বিড়াল আছয়।
'রোঙা' বলি সভে তারে কৌতুকে ডাকয় ॥
প্রভুগৃহে বৈষ্ণবের ভোজনের শেষে।
উচ্ছিষ্ট খাইল গিয়া সভার বিশেষে ॥
বিড়াল-স্বভাব সকলের ‡ ঘরে যায়।
কামারের গৃহে গেল খাইয়া হেথায় ॥
দৈবাত্ত তাহার মুখে এক কণা ছিল।
কামারের বধূর অন্নেতে মুখ দিল ॥
সেই কণা মুখে হৈতে অন্নে রহি গেলা।
না জানি অন্নের সহিত বধূ তাহা খাইলা ॥

* ভাগবত তুল্য—পাঠভেদ। † বলে—ইতি পাঠভেদ।
‡ যে সভার গৃহে—পাঠভেদ।

খাইতেই মাত্র কৃষ্ণ-উন্মাদ হইল।
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া উঠি * নাচিতে লাগিল ॥
হাসে কান্দে নাচে গায় হরি হরি বলে।
ভূত ঘাড়ে চাপিল কামারগণ বলে ॥
ওঝা আনি ঝাড়ে আর কত তুক করে। †
কান্দয়ে সগোষ্ঠী বুক চাপড়িয়া মরে ॥
শ্রীআচার্য্য প্রভু সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া।
ইতর লোকের মুখে কামার শুনিঞা ॥
কান্দিয়া পড়িল গিয়া ধরি প্রভু পায়।
রক্ষা কর প্রভু মোর বধূটি মরয় ॥
প্রভু বলে—কহ তার কি ব্যাধি হইল।
কামার বলয়ে—ভূত ঘাড়েতে চাপিল ॥
হাসে কান্দে নাচে গায় হরি হরি বলে।
দুই চক্ষে জল পড়ে ঘর ভেষ্যে চলে ॥
সর্ব্বজ্ঞ আচার্য্য প্রভু বুঝিলেন মনে।
এদশা লইল বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টের গুণে ॥
কামারে কহেন প্রভু আরে মূর্খ শুন।
ভূত নহে, কৃষ্ণ-প্রেম হৈল বড় গুণ ॥
কামার কান্দিয়া কহে—তাহে কাজ নাঞি।
ভাল যাথে হয় তাহে করহ গোসাঞি ॥ ‡
হাসিয়া কহেন তবে প্রভু কামারেরে।
ইহার ঔষধ তবে কহি যে তোমারে ॥
যাজক ব্রাহ্মণ এক তার ঘরে গিয়া।
একমুষ্টি অন্ন আনি দেহ খাওয়াইয়া ॥ §
শুনিয়া কামারগণ গলে বস্ত্র দিয়া। ¶
দণ্ডবত করি হর্ষে চলিল ধাইয়া ॥
বহু যজমান যার হেন বিপ্র জানি।
একমুষ্টি অন্ন মাগি খাওয়াইলা আনি ॥

খাওয়াইবামাত্র বধূ পূর্ব্ববত হৈল।
হরিভক্তি বহু দূরে আপনা নিন্দিল ॥ *
অতএব বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-মহিমা। †
এমতি জানিবে যার নাহিক উপমা ॥
যদি কহ এমত যে দেখিতে না পাই।
তাহা শুন যে হেতু তৎক্ষণে ফলে নাঞি ॥
বৈষ্ণবেতে অপরাধ যাহার প্রচুর।
তার ফল প্রাপ্ত হৈতে হয় বহু দূর ॥ ‡
বৈষ্ণব-অধরামৃত খাইতে খাইতে।
অপরাধ ক্ষয় পায় প্রকাশে পশ্চাতে ॥
বৈষ্ণব-নিকটে অপরাধ তীক্ষ্ণবিষে।
সর্ব্বনাশ হয় নরকেতে বাস শেষে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"আয়ুঃ শ্রিয়ং যশোধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥"

অপরাধে যেই সাধু সাবধান হয়। §
অতিশীঘ্র কৃষ্ণে তার প্রেম উপজয় ॥
রাজা কহে যজমানী ব্রাহ্মণের অন্নে।
হরিভক্তি নাশ হয় কহ কি কারণে ॥
সাধু কহে বিপ্র যজমানেরে যজিয়া।
নানাদেবপ্রসাদ শ্রাদ্ধ-আদি অন্ন লৈয়া ॥
পাক আদি করি খায় যাথে ভক্তি যায়।
এ হেতু বৈষ্ণবে তাহা কভু নাহি খায় ॥
সেবা অপরাধ নামাপরাধ কহি শুন।
যেহেতুক সাধন করিলে পুনঃ পুন ॥
প্রেম নাহি জন্মে, কৃষ্ণে স্ফূর্ত্তি ¶ নাহি হয়।
নহে এক কৃষ্ণনামে প্রেম উপজয় ॥

* কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি—পাঠভেদ।
† আসি ঝাড়ায় কতেক—পাঠভেদ।
‡…হয় প্রভু করহ তাহাই—পাঠভেদ।
§ যজমানিঞা এক বিপ্র ব্রাহ্মণের ঘরে।…খাওয়াও তাহারে ॥—পাঠভেদ।
¶ ইহা শুনি কামার গলে বস্ত্র জড়াইয়া—পাঠভেদ।

* খাওয়াইবামাত্রেতে……উড়ি গেল…॥—পাঠভেদ।
† বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টে যে মহিমা—পাঠভেদ।
‡ বৈষ্ণবের…যাহাতে…।… প্রাপ্তি…॥—পাঠভেদ।
§…সাবধান যেই সুধী…—পাঠভেদ।
¶ কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তি—পাঠভেদ।

সেবা-অপরাধ নাম-গ্রহণেতে যায়।
নাম-অপরাধে নরে নরক ভুঞ্জয় ॥ *
তবে যদি বল তার উপায় কি নাঞি।
উপায় আছয়ে কিন্তু অতিকৃচ্ছ্র তাই ॥
একান্ত জিহ্বায় যার সদা নাম বৈসে।
কৃপা করি অপরাধ ক্ষমেন তবে সে ॥
কোটি কোটি মহাপাপ নামাভাসে যায়।
অপরাধমাত্রে ভক্তিবাধাকে † জন্মায় ॥
সেবা-অপরাধ কহি শুনহ প্রথমে।
সদা সাবধান ইথে না জন্ময়ে প্রেমে ॥ ‡

সেবা-অপরাধ যথা,—

ভাগবত-শাস্ত্রেতে করিয়া অনাদর।
অন্য শাস্ত্র শুনিবারে করয়ে আদর ॥ §
ভগবত-বিগ্রহ অগ্রে তাম্বূলচর্ব্বণ।
এরণ্ড পত্রেতে পুষ্প রাখিয়া অর্চ্চন ॥
আসুর-কালেতে পূজা পীঠে তথা ভূমে।
বসিয়া পূজন নাহি করিবেক ভ্রমে ॥
স্নানকালে বাম হস্তে স্পর্শ না করিবে।
পর্য্যুষিত যাচিত্ বা পুষ্পে না পূজিবে ॥
পূজাকালে ষ্ঠীবন নিজ গর্ব্ব-প্রকাশন।
না করিবে অর্দ্ধচন্দ্র-তিলক-ধারণ ॥
পাদ ধৌত বিনে নাহি ¶ মন্দিরে গমন।
না করিবে অবৈষ্ণব-পক্ক নিবেদন ॥
কাপালিক কিংবা অবৈষ্ণব দরশন।
না করিবে পূজাকালে হবে সাবধান ॥
নখাম্বু-জলেতে স্নান নাহিক করাবে।
ঘর্ম্মাক্ত-দেহেতে তথা পূজা না করিবে ॥ **

* নাম অপরাধেতে…যে ভুঞ্জয়—পাঠভেদ।
† ভক্তিবাধকে—পাঠভেদ।
‡ না জন্মায় ভ্রমে—পাঠভেদ।
§ অন্য অন্য শাস্ত্র শ্রবণাদিতে ও অন্যশাস্ত্র শ্রবণেতে —পাঠভেদ।
¶ আপাদ না ধৌত করে…।—পাঠভেদ।
** নবাম্বু…।…করাবে—পাঠভেদ।

রাজান্ন-ভক্ষণ, অন্ধকারে হরি-স্পর্শ।
বিধি বিনে ভোজন পানীয় দান অর্শ ॥ *
বাদ্য বিনে শ্রীমন্দিরদ্বার-উদ্ঘাটন।
কুক্কুরদৃষ্ট ভক্ষণীয়-সামগ্রী অর্পণ ॥
পূজাকালে মৌনভঙ্গ অন্যবাক্য-ব্যয়।
বিড়্মূত্র-ত্যাগ তৎকালীন না যুয়ায় ॥
গন্ধ-মাল্যাদিক-দান-পূর্ব্বে ধূপদান।
অনর্হ পুষ্পেতে পূজা অদন্তধাবন ॥
স্ত্রীসঙ্গ করিয়া দেহ-সংস্কারাদি বিনে।
রজস্বলা স্ত্রীর স্পর্শ সামগ্রী অর্চ্চনে ॥
মৃতকস্পর্শ যে তথা সামগ্রী অদেয়।
রক্ত নীল মলিন অধৌত পরকীয় ॥
বস্ত্র পরিধানে পূজাদিক না করিবে।
পূজাকালে মৃতক-শরীর না হেরিবে ॥
অধিক-উদ্বেগ কালে অর্চ্চনকরণ।
পূজাকালে নহে অপান-মারুত মোচন ॥ †
ক্রোধ কর্য্যা ‡ আর শ্মশান হৈতে আগমন।
কুসুম্ভ পিণ্যাক যুক § করিয়া ভোজন ॥
তৈলাভ্যঙ্গ শরীরেতে অর্চ্চনকরণ।
হরিস্পর্শ হরি-কর্ম্ম পাতক মহান ॥ ¶
যানে চড়ি কিংবা পদে পাদুকাসহিত।
গমন ভগবত-গৃহে না হয় উচিত ॥
উৎসব-অদরশন অপ্রণাম তদগ্রত।
উচ্ছিষ্টে বা অশৌচে বা বন্দনাদি কৃত ॥
একহস্তে প্রণাম বামে রাখি প্রদক্ষিণ।
পাদ-প্রসারণ অগ্রে পর্য্যঙ্ক-বন্ধন ॥
শয়ন ভোজন মিথ্যাভাষা উচ্চভাষা।
রোদনাদি অগ্রে যুদ্ধ অন্যজল্প মৃষা ॥ **
নিগ্রহানুগ্রহ নরে ক্রূরভাষণ।
কম্বলাবরণ পর-নিন্দাদি-স্তবন ॥

* যাজন ভক্ষণ…স্পর্শ।—পাঠভেদ।
† অধিক উদ্বিগ্ন…।…পান মারুত গ্রহণ ॥—পাঠভেদ।
‡ কৃত্বা—পাঠভেদ। § জালপাদ—পাঠভেদ।
¶ হরির স্পর্শ হরির কর্ম্ম পাতক বহন—ক্বচিৎ পাঠভেদ।
** অন্য অস্পৃশা—পাঠভেদ (অবোধগম্য)।

অশ্লীলভাষণ অধোবায়ু-বিমোক্ষণ।
মুখ্যকাল তেজি শক্তে পূজাদিক গৌণ ॥
ভোজন-পানাদি পর্ণ ঔষধসেবন।
যৎকিঞ্চ অনিবেদিতমাত্রেতে ভক্ষণ ॥
যে কালে যে ফল-মূল-আদি-অনর্পণ।
আয়ুক্তাবশিষ্ট * ব্যঞ্জনাদিক প্রদান ॥
পশ্চাত করিয়া বৈসে, অন্যের বন্দন।
তদগ্রেতে ইহা না করিবে কদাচন ॥
গুরুর অগ্রেতে শিষ্য মৌনে না থাকিবে।
কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিবে ॥
নিজ যশঃ-কথন অন্যদেবতানিন্দন।
বত্রিশ অপরাধ এই শাস্ত্রের বচন ॥ †

অথ নামাপরাধ—

সেবা-অপরাধ হয় নামেতে ভঞ্জন।
নাম-অপরাধে ধ্রুব নরকে গমন ॥
তবে যদি একান্ত শরণ লয় নামে।
তবে ক্ষমা হইতে পারে কভু কালক্রমে ॥

অথ অপরাধ—

বিষ্ণু আর শিবে করে পৃথক ঈশজ্ঞান।
গুরুদেবে মানে যথা মনুষ্যসমান ॥
বেদ-পুরাণাদি-শাস্ত্র-আগম-নিন্দন।
নামে অর্থবাদ আর কুব্যাখ্যা-করণ ॥
নামবলে পাপকর্ম্মকরণে প্রবৃত্তি। ‡
নাম ন্যূন জ্ঞানে অন্য শুভ কর্ম্মে মতি ॥
অশ্রদ্ধালু জনে § করে নাম-উপদেশ।
নামের মাহাত্ম্য শুনি না করে বিশ্বাস ॥
বৈষ্ণবের নিন্দা আদি কিঞ্চিত-করণ।
নামে দশ অপরাধ এই বিবরণ ॥

নামে ভগবানে হয় একই সমান।
তথাপিহ শীঘ্র নাম করে ফলদান ॥
এই দশ নাম-অপরাধের কারণ।
নাম কৃপা করি নাহি দেন প্রেমধন ॥
অতএব অপরাধে হও সাবধান।
হরির নামেতে লও একান্ত * শরণ ॥
নাম মন্ত্রে অভেদ করিয়া জান ভাই। †
কলিকালে বিশেষতঃ আর গতি নাঞি ॥
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব ইত্যাদি করিয়া।
অনেক প্রমাণ হয় জগত ভরিয়া ॥
লালদাসের ‡ মাত্র এই এক গতি হয়।
নাম বিনে আর কিছু নাহিক উপায় ॥

অথ চৌষট্টি-অঙ্গ ভক্তি।

গুরুপাদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন।
সদ্ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা § শিক্ষা সৎমার্গ-গমন ॥
কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থে বাস।
দেহরক্ষামাত্র ত্যাগ অন্য অভিলাষ ॥
একাদশী ব্রত, ধাত্রী-অশ্বত্থ-সেবন।
বিপ্র-গো-বৈষ্ণব-সেবা অপরাধ-বর্জ্জন ॥
অবৈষ্ণবসঙ্গ আর বহুশিষ্যত্যাগ।
বহু শাস্ত্র-ব্যাখ্যা, হানি-লাভেতে বিরাগ ॥ ¶
অন্যদেব অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিবে।
শোক মোহ ক্রোধাদির বশ না হইবে ॥
বিষ্ণু-বৈষ্ণব-গুরুনিন্দা কভু না শুনিবে।
গ্রাম্যকথা প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ না দিবে ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন পূজা স্মরণ বন্দন।
পরিচর্য্যা সখ্য দাস্য আত্মনিবেদন ॥

* বিনিযুক্তাবশিষ্ট—পাঠভেদ।
† লিখন—পাঠভেদ।
‡ অশ্রদ্ধাবলে পাপকর্ম্ম করণে প্রবৃত্তি।—পাঠভেদ।
§ অশ্রদ্ধা সুজনে—পাঠভেদ।

* শীঘ্র লহগা—পাঠভেদ।
† জানিঞা জপ ভাই—পাঠভেদ।
‡ কৃষ্ণদাসের—পাঠভেদ।
§ স্বধর্ম্মজিজ্ঞাসা—পাঠভেদ।
¶ …বহু সঙ্গত্যাগ। অন্য শাস্ত্র ব্যাখ্যা…॥—পাঠভেদ।

নৃত্য গীত দণ্ডবত নতি অভ্যুত্থান।
অনুব্রজে * ভগবানের গৃহেতে গমন ॥
পরিক্রমা স্তবপাঠ জপ-সংকীর্ত্তন।
ধূপ মাল্য গন্ধ-আদি প্রসাদসেবন ॥
আরাত্রিক-মহোৎসব শ্রীমূর্ত্তিদর্শন।
প্রিয়বস্তুদান-ধ্যান, তদীয়-সেবন ॥
তদীয় যে চারি হয় শ্রেষ্ঠ-ভক্তি অঙ্গ।
তুলসীসেবন-আদি বৈষ্ণব-সেবা-সঙ্গ ॥
মথুরামণ্ডলে বাস শ্রীল ভাগবত।
শ্রবণ কর্ত্তব্য সহ সজাতীয় সত ॥ †

রসামৃতসিন্ধৌ—

"শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ।
সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে ॥"

কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন।
জন্মযাত্রামহোৎসব একান্তশরণ ॥
কার্ত্তিকেয়ব্রত দৃঢ়নিয়ম কর্ত্তব্য।
যতেক কহিল সারাৎসার হয় সর্ব্ব ॥
তার মধ্যে বিশেষ মহিমা পাঁচ অঙ্গে।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে যার অতি-অল্পসঙ্গে ॥
সাধুসঙ্গ, শ্রীল ভাগবত-আস্বাদন।
মথুরামণ্ডলে বাস, নাম-সংকীর্ত্তন ॥
শ্রীমূর্ত্তি-সেবন শ্রদ্ধা-পিরীতি-পূর্ব্বক।
পঞ্চসহ চতুঃষষ্টি ত্রৈলোক্য-তারক ॥
চৌষট্টি অঙ্গের মধ্যে নব অঙ্গ শ্রেষ্ঠ।
নব-অঙ্গ আস্বাদন অধিক সুমিষ্ট ॥

যথা সপ্তমে—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥" ইতি

শ্রবণ কীর্ত্তন পূজন স্মরণ বন্দন।
পরিচর্য্য সখ্য দাস্য আত্মনিবেদন ॥
আশ্রয় করিয়া এই নববিধা ভক্তি।
শ্রীকৃষ্ণে শরণ লও পরম যুকতি ॥ *
কৃষ্ণ বিনে গতি নাঞি এ তিন জগতে।
বেদ বিধি সর্ব্বশাস্ত্র সাধুর সম্মতে ॥

তথাহি শ্রীধরস্বামিপাদানাম্—

"তপন্তু তাপৈঃ প্রপতন্তু পর্ব্বতা-
দটন্তু তীর্থানি পঠন্তু চাগমান্।
যজন্তু যাগৈর্বিবদন্তু বাদিভি-
র্হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি ॥"

নানা সিদ্ধি ঋদ্ধ্যাদি † তাবত চমৎকার।
কৃষ্ণপ্রেমগন্ধ না হৃদয়ে বৈসে ‡ যার ॥

"ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি-
র্ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ।
যাবৎ প্রেম্নাং মধুরিপুবশীকার-সিদ্ধৌষধীনাং
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণীপান্থতাং ন প্রয়াতি ॥"

গুণের সাগর হরি রূপের অবধি।
লীলা-রসময় প্রেমানন্দ-রসনিধি ॥
তাহারে না ভজি আর কাহারে ভজিবে।
কাহারে ভজিয়া আর কি ধন পাইবে ॥
প্রেমরত্ন-ধন রাখ হৃদয়ে ভরিয়া।
কাহারে ভজিবে আর কি ধন লাগিয়া ॥
এ হেন রতনধন তাহা তেয়াগিয়া।
কাহারে ভজিবে আর কি ধন লাগিয়া ॥
ভজ ভজ কিশোর-কিশোরী রসময়।
ইহার অধিক বল কি আর আছয় ॥ §
প্রেমের সম্পুটে ভরি রাখহ দোঁহায়।
ইহার অধিক আর কি ধন আছয় ॥

* অনুব্রজ্যা—পাঠভেদ।
†…শ্রীমদ্ভাগবত।…সখ…মত ॥—পাঠভেদ।

* যুগতি—পাঠভেদ।
† বিত্তাদি—পাঠভেদ। ‡ পৈশে—পাঠভেদ।
§…সুখময়।…আর কি ধন আছয় ॥—পাঠভেদ।

দেহ গেহ জীবনের আশা তেয়াগিয়া।
প্রাণ কর পণ সেই ধনের লাগিয়া॥
'দয়াল শ্রীকৃষ্ণ' একবার যেই কহে।
'প্রপন্নোঽস্মি পদে' তব মনোবাক্য সহে॥ *
তারে কৃষ্ণ নাহি তেজে প্রতিজ্ঞা করিল।
বড়ই ভরসা নিজ ভক্তগণে দিল॥

শ্রীরামায়ণে—

"সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥" (১)

শ্রীগীতায়াং—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

দুর্ল্লঙ্ঘ্য দুরূহ মায়া দুষ্কর-তরণ। †
হরির আশ্রয় মাত্রে করয়ে লঙ্ঘন॥
এমন দয়াল ত্রিজগতে নাহি আন।
পূতনারে দিল যেই মাতৃগতি-দান॥

শ্রীমদ্ভাগবতে —

"অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াঽপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম"॥ ইতি

তাহাতে যে দেখহ বড়ই চমৎকার।
নীচ-উচ্চ-জাতি-ভেদ না করে বিচার॥
যেই ভজে সেই পায় চণ্ডাল যবনে।
সর্ব্বে অধিকারী হয় শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে॥ ‡

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দ-পুক্কসা
আভীরকঙ্কা যবনাঃ খশাদয়ঃ। *
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়া
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥"

নীরব হইয়া রাজা শুনিতে শুনিতে।
নয়নে গলয়ে ধারা চমকিত চিতে॥
গদগদ চিতে বৈষ্ণবের পায় ধরি।
লোটাইয়া কহে রাজা ফুকরি ফুকরি॥ †
বৈষ্ণব-হৃদয়ে ধরি আলিঙ্গন করি।
দুহেঁ গলাগলি কান্দে স্মঙরি স্মঙরি॥
তবে রাজা সম্বরণ করিয়া বৈষ্ণবে।
করযোড়ে ‡ করে স্তুতি গদগদ ভাবে॥
বুঝিলাম আমার উদ্ধার হেতু হরি।
তোমা পাঠাইলা ভব-সাগরের তরি॥
আমি মূঢ় না বুঝিয়া করিনু উপেক্ষা।
তুমি দয়াময় না ছাড়িয়া কৈলে রক্ষা॥
সাধুর স্বভাব হয় দয়াল হৃদয়। §
দীনহীন জন প্রতি সদাই সদয়॥
অপরাধ যত সব ক্ষম মহাশয়।
এবে মোর গতি তার করহ উপায়॥
শ্রীকৃষ্ণচরণ মুঞি আশ্রয় করিব।
একান্ত করিনু পণ এবে না ভুলিব॥
বৈষ্ণব কহেন তব পরম উপায়।
কহি তবে শুন যাথে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
শ্রীপাট মালিহাটী ¶ আচার্য্য সন্তান।
তাঁ-সভার পদাশ্রয় পরম কল্যাণ॥
সৎ-সম্প্রদা নিত্যসিদ্ধ তেঁহো সব হন।
আবির্ভাব মাত্র লোক-নিস্তার-কারণ॥

* প্রপন্নোঽস্মি তব কায়মনোবাক্যে সহে।—পাঠভেদ।
† দুর্ল্লঙ্ঘ্য দুস্তর দুরূহ মায়ার তরণ।—পাঠভেদ।
‡ কৃষ্ণের ভজনে—পাঠভেদ।
(১)…'প্রপন্নোঽসি য স্তবাস্মীতি' 'প্রপন্নায় তবাস্মীতি' চ কচিৎ। 'অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্য' ইতি চ কুত্রাপি পাঠভেদঃ।

* শকাদয়ঃ—ইতি পাঠভেদঃ।
†…ভাবে…পদধরি।…কান্দে রাজা…॥ পাঠভেদ।
‡ করযুড়ি—পাঠভেদ। § দয়ালুহৃদয়— পাঠভেদ।
¶ মালিহাটি শ্রীমান্—পাঠভেদ।

শ্রীচৈতন্যের নিত্যপারিষদ ঞিঁহো সব।
আশ্রয় করিলে সব হবে অনুভব॥
গুরুপদ আশ্রয় কর্ত্তব্য সম্প্রদায়।
সম্প্রদা-বিহীন দীক্ষা নিষ্ফলতা হয়॥
শ্রী রুদ্র মাধ্বী সনক চারি হন ব্যূহ।
বৈষ্ণব-সম্প্রদা কৃষ্ণনিষ্ঠ-ভক্তিবহ॥ *

পাদ্মে—
"কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।"
"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ॥"
ইত্যাদি।

ভক্তি-অধিকারী নহে সম্প্রদায়ী বিনে।
সম্প্রদায়ী বিনে † যত দেখহ ভুবনে॥
কৃষ্ণনিষ্ঠ নাহি হয় ব্যভিচারী হয়।
কর্ম্মজ্ঞান বিনে ভক্তি মর্ম্ম না বুঝয়॥
অন্য-উপাসক-স্থানে কৃষ্ণদীক্ষা করে।
বিপর্য্যয় হয় সেই সংসার না তরে॥ ‡

পাদ্মে তথা নারদপঞ্চরাত্রে হরিভক্তিবিলাসোক্তিঃ
"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ"
ইত্যাদি।

সম্প্রদা সর্ব্বত্র পূর্ব্বাপর যে প্রসিদ্ধ।
যোগে জ্ঞানে ভক্তিমার্গে সাধুশাস্ত্রে সিদ্ধ॥
শ্রুতি-প্রবর্ত্তক ভাগবত-প্রবর্ত্তক।
যতিপ্রবর্ত্তক হরিভক্তির সাধক॥
ইত্যাদি করিয়া সর্ব্বমতের সম্প্রদা।
সর্ব্বত্র প্রকট হয় স্বস্বসিদ্ধিপ্রদা।
শ্রীধরগোস্বামী § ভাগবতের টীকায়।
সম্প্রদায়-অনুরোধ করিয়া লিখয়॥ (১)

সম্প্রদায়-রক্ষা হেতু আচার্য্যের প্রতি।
স্থানে স্থানে হয় শিষ্য-করণের বিধি॥
শ্রীমান্ মধ্বাচার্য্য-স্বামী ভাষ্যে স্থানে স্থানে।
সাম্প্রদায়-অনুরোধ করিয়া বাখানে॥
অন্যপরে কা কথা যে * ব্রাহ্মণ-ভোজন।
সম্প্রদায়ী বিপ্রে করাইবে যে বিধান॥
অতএব যার যেই নিজ সম্প্রদায়।
দীক্ষা আদি করিবে শ্রুতির বিধি হয়॥
ব্যত্যয় হইলে সেই কাজে না কুলায়।
পরিশ্রমমাত্র হিতে বিপরীত হয়॥ †
মহারাজ জয়সিংহ শ্রীবৃন্দাবনে।
ঠাকুর ছিনাইয়া লৈল ‡ অসম্প্রদায়ি-স্থানে॥
এ সকল বিবরণ বিশেষ বিস্তার।
মনেতে আগ্রহ যদি হয় জানিবার॥
জয়সিংহ রাজার সংগ্রহ-গ্রন্থশূর।
জয়সিংহ নাম গ্রন্থ অতি সুমধুর॥
প্রাচীন আর গ্রন্থভক্তি সিদ্ধান্ত দীপিকা।
দেখিলে সন্দেহ যাবে অন্তর-করকা॥ §
বৈষ্ণবের উপদেশ পাইয়া রাজন।
আশ্রয় করিলা শ্রীমান্ আচার্য্য-সন্তান॥
রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্ররত্ন পাইয়া রাজার।
মন ডুবে গেল হৈল ভক্তি চমৎকার॥
যে চরণস্পর্শ হৈল তাহে কি আশ্চর্য্য।
কত শত মূঢ় যাথে হৈল মুনিবর্য্য॥
অচিরাতে হৈল রাজা মহাভাগবত।
গোবিন্দ-বিগ্রহ-সেবা কৈল নিজমাথ॥
এতেক যে রাজকর্ম্ম তথাচ যে মতি।
এক তিল শ্রীচরণে নাহিক বিরতি॥

---

* শ্রীমাধ্বী রুদ্র সনক।...কৃষ্ণনিষ্ঠা ভক্তিসহ...পাঠভেদ।
† সম্প্রদায় বিনে—ক্বচিৎ পাঠভেদ।
‡ সংসারেতে ঘুরে—পাঠভেদ।
§ শ্রীধরস্বামী—পাঠভেদ।
(১) সম্প্রদায়ানুরোধেন পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারতঃ।
শ্রীভাগবত ভাবার্থ দীপিকেয়ং প্রতন্যতে॥"
প্রথম স্কন্ধস্য প্রথম শ্লোকটীকায়াম।

* অন্যপর কিবা কথা—ক্বচিৎ পাঠভেদ।
†...কামনা লুকায়।...ইথে বিপর্য্যয়...॥—পাঠভেদ।
‡ চিনিয়া লৈলা—পাঠভেদ।
§ অন্তর-কারিকা—পাঠভেদ।

যথা—

"ধীরো ন মুহ্যতি মুকুন্দনিবিষ্টচেতাঃ *
পুঙ্খানুপুঙ্খ-বিষয়েক্ষণ-তৎপরোঽপি।
সঙ্গীত-বাদ্যলয়-তালবশংগতাপি
মৌলিস্থকুম্ভপরিরক্ষণধীর্নটীব॥"

যে দেশে পণ্ডিত বিপ্র অবৈষ্ণব হন।
রাজা অবৈষ্ণব আর অনর্থ করণ॥
সে দেশে পাষণ্ডী হয় দানব-সমান।
কৃষ্ণভক্তি নাহি হয় যাহাতে কল্যাণ॥
যে দেশে বৈষ্ণব রাজা প্রজার সৌভাগ্য।
নতুবা পাষণ্ডী হয় পাইয়া কুমার্গ॥

তথাচ পাদ্মে—

"যদ্রাজ্যে ন নৃপঃ কার্ষ্ণো বিদ্বান্ বিপ্রস্তথৈব চ।
তত্র পাষণ্ডিনো লোকা ভবন্তি নাত্র সংশয়ঃ॥"

* 'ধীরো ন মুহ্যতি মুকুন্দ-পদারবিন্দম্'—ইতি পাঠভেদঃ।

"যদ্দেশে বৈষ্ণবো রাজা শাস্ত্রভূতস্থরস্তথা।
স দেশঃ পরমশ্লাঘ্যঃ প্রজাশ্চ সুখিনঃ সদা॥"

কথোক দিবস পরে বৃন্দাবনে গেলা।
সর্ব্ববৈষ্ণবের সেবা সম্মান করিলা॥
জয়পুরে গোবিন্দের পোষাক যে দিলা।
রাজা তাহা দেখিয়া অনেক প্রশংসিলা॥
অদ্যাপি শ্রীবৃন্দাবনে যশঃ অতিশয়।
ঘোষয়ে সকল লোক বালবৃদ্ধচয়॥
পরে ব্রজভূম দয়া করিলেন তাঁরে।
সফল হইল শুদ্ধ * আশা-তরুবরে॥
তাঁহার চরণযুগে করি এই আশ।
লালদাস কহে যেন না হয় নৈরাশ॥ †

* শুভ—পাঠভেদ।

† কৃষ্ণদাস ইথে যেন না হয় নৈরাশ—ক্বচিৎ পাঠভেদ।

ইতি শ্রীভক্তমালে রাজা রবীন্দ্রনারায়ণের চরিত্র-বর্ণন নাম অষ্টাদশ মালা॥ ১৮॥

উনবিংশ মালা

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥

৮৮। চরিত্র শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর

বুধরি নিবাসী রামচন্দ্র কবিরাজ।
শাস্ত্রজ্ঞ প্রশংসনীয় পণ্ডিত-সমাজ ॥ *
শ্রীআচার্য্য প্রভু নিজ গৃহের সম্মুখে।
দুই চারি ভক্ত সহ কৃষ্ণকথা-সুখে ॥
বৃক্ষতলেতে বসি আছেন ঠাকুর।
বিভা করি রামচন্দ্র যান নিজ পুর ॥
প্রভুর সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতে।
শিবিকা রাখিল সেই বৃক্ষের তলেতে ॥
বহু লোক জন নানা বাদ্যকর যত।
বিশ্রাম করিতে বৈসে সকল-সহিত ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ গউরবরণ।
সদৃশ্য সৌন্দর্য্য যথা জিনিঞা মদন ॥
প্রভুর যে নিকটস্থ শিবিকাতে বসি। †
প্রভু হেরি নিজগণে কহে হাসি হাসি ॥
এই যে পুরুষ হেন সৌন্দর্য্য যে হয়।
কৃষ্ণদাস হয় যদি তবে সে শোভয় ॥ ‡
পুনঃ কিছু খেদ-উক্তি কহেন ঠাকুর।
হাহা কি আশ্চর্য্য এই ভব মায়াপুর ॥ §

* বুধরি নিবাস…। শাস্ত্রজ্ঞে… ॥ —পাঠভেদ।
† প্রভুর নিকট হয়ে শিবিকায় বসি—পাঠভেদ।
‡…সৌন্দর্য্যে শোভয়।…তবে সুশোভয় ॥—পাঠভেদ।
§…খেদ করি…। হায় হায়…এ ভব… ॥—পাঠভেদ।

যে স্ত্রীর সঙ্গ হয় নরক-দুয়ার। *
সেই স্ত্রীর লাগি লোক করে হাহাকার ॥
মহোৎসব করি সদা মঙ্গল আচরে।
শুদ্ধ যেই অমঙ্গলে মঙ্গলবিচারে ॥ †
স্ত্রী-সঙ্গেতে মহামত্ত আসক্ত হইয়া।
সংসারে ভ্রমিয়া বুলে কৃষ্ণ না ভজিয়া ॥ ‡
একেলা আছিল পুনঃ দুই জন হৈল।
সন্তান জন্মিয়া ক্রমে বাড়িতে লাগিল ॥
ভরণ পোষণ হেতু নানা ব্যবসায়।
নানা দুঃখে ফিরিয়া তাহাতে কাল যায় ॥
কভু অপমান কভু রাজদণ্ড হয়।
ধনলোভে নানা পাপ সঞ্চয় করয় ॥
সংসার ভ্রমণ করে § নরক ভুঞ্জিয়া।
কভু নাহি কৃষ্ণ ভজে মায়ার লাগিয়া ॥
এই দেখ বিভাহের এতেক উৎসাহ।
অর্থব্যয় করি কিনে মায়ার কলহ ॥
লাগিল মায়ার ফাঁস তাহা না ভাবিয়া।
মঙ্গল আচরে দেখ কৌতুক করিয়া ॥ ¶
অমঙ্গলে শুভ জ্ঞান সদাই করিয়া।
উৎসব করয়ে লোক কৃতার্থ মানিঞা ॥ **
কন্যা-সম্প্রদানকালে বরণ-অঙ্গুরী।
অঙ্গুলীতে পরাইয়া দেয় কর ধরি ॥

* যে সঙ্গেতে হয় ঘোর নরক দুস্তার।—পাঠভেদ।
† মহা মহোৎসব করি…। শুদ্ধ অমঙ্গলে মঙ্গলাচরণ করে ॥—পাঠভেদ।
‡ কৃষ্ণ না ভজিয়া বুলে সংসার ভ্রমিয়া—পাঠভেদ।
§ সংসারে ভ্রময়ে আর—পাঠভেদ।
¶ গলে ফাঁসি দিল মায়া…বুঝিয়া।—পাঠভেদ।
**…শুভ সদাই মনেতে করিয়া। উৎসহে…জীব…॥ —পাঠভেদ।

অঙ্গুরী সে নহে মায়া-অধিকার করি।
তার পাছে দিল তার হাথে হাথকড়ি ॥ *
বর-কন্যা করে দোঁহে মালা যে বদল।
মাল্য সেই নহে দৃঢ় জেল গলে দিল ॥
শুভদৃষ্টি করে করি বস্ত্র আচ্ছাদন।
শুভ নহে সেই হয় পিশাচী ঈক্ষণ ॥
হস্তে হস্ত সঁপে যেই মায়া অধিকারি।
রাক্ষসী মহসীল দিল নিজ অনুচরী ॥
মায়া নিজ অধিকার করিয়া জীবেরে।
নানা বাদ্যোদ্যম করি মঙ্গল আচরে ॥
শিবিকায় বসি রামচন্দ্র সব শুনি।
ঘৃণায় ধিৎকার করে আপনা আপনি ॥
পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র বিবেক জন্মিল।
ঘরে গেলা মনে কিন্তু উৎসাহ না হৈল ॥
দুই তিন দিন পরে কারে না কহিয়া।
প্রভুর নিকটে গেলা মনে বিচারিয়া ॥
কান্দিয়া শ্রীল আচার্য্য প্রভুর চরণে।
পড়িয়া কহেন কিছু কাতর-বচনে ॥
প্রভু মোরে কৃপা কর লইনু শরণ।
বিষয় কুসঙ্গে মোর জড়িত জীবন ॥
অধম দুঃশীল আমি অতি পাপাচার। †
আমারে করহ দয়া ঘুচুক সংসার ॥
এতেক কাকুতি তবে শুনি দয়াময়।
দয়া উপজিল তুলি লইল হৃদয় ॥
প্রভু কহে চিন্তা নাঞি কৃষ্ণ কৃপাময়।
অবশ্য করিবে দয়া নাহিক সংশয় ॥
তবে প্রভু তার সহ আলাপ করিতে।
পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র বুঝিলেন চিতে ॥
শাস্ত্রীয় বিচার প্রভু অনেক করিলা।
রামচন্দ্র তাহাতে সুপ্রতিপন্ন হৈলা ॥

*…ছাড়ি। যার পাছে…॥—পাঠভেদ।
† অধম দুর্গতি মো দুঃশীল…।—পাঠভেদ।

তুষ্ট হয়ে প্রভু মনে করিলা বিচার।
যোগ্যপাত্র বটে ভক্তিশাস্ত্র পড়াবার ॥ *
এতেক ভাবিয়া প্রভু প্রসন্ন হইয়া।
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিলা শক্তি † সঞ্চারিয়া ॥
তৎক্ষণাত প্রেমানন্দে ভাসি মহাশয়।
ভাগবতশ্রেষ্ঠ হৈল মহান্ আশয় ॥
প্রভু অতি প্রীত কৈলা নিজ আত্মা তুল্য।
রামচন্দ্র জানে যেন রতন অমূল্য ॥
গুরুভক্ত এমন জগতে নাহি কোথা।
পরম আশ্চর্য্য তার শুন এক কথা ॥
একদিন প্রভু রাত্রে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে।
আঙ্গিনায় ফিরিছেন রামচন্দ্র সঙ্গে ॥
এক যে খড়ের দড় ‡ আছে আঙ্গিনায়।
প্রভু কহে রামচন্দ্র সর্প বুঝি হয় ॥
দড় খড় § বলি রামচন্দ্র তা জানেন।
প্রভুর আজ্ঞায় তাহা সাপই দেখেন ॥
বটে বটে প্রভু ঐ দড় সর্প হয়।
পুন প্রভু কহে নহে খড় দড় হয় ॥ ¶
সর্প ঘুচি পুনঃ রামচন্দ্র দেখে বড়।
অর্জ্জুন যেমন পক্ষি-চক্ষে ছাড়ে শর ॥
আর এক কহি শুন অপূর্ব্ব কথনে।
শ্রীরাধার কুণ্ডল খুঁজি দিলেন যেমনে ॥
একদিন প্রভু বৈসেন স্মরণ মননে।
দেখে জলকেলী কৃষ্ণ করে গোপীসনে ॥
আপনিহ নিত্য নিজ গোপীদেহে মেলি।
আনন্দে দেখয়ে রাধাকৃষ্ণ-জলকেলি ॥
হেনকালে শ্রীমতীর কর্ণের কুণ্ডল।
খসিয়া পড়িল জলে হেরিয়া বিকল ॥
আর আর সখীগণ খুঁজিয়া না পাইল।
প্রভু তবে যমুনায় খুঁজিতে লাগিল ॥ **

* পড়িবার—পাঠভেদ।　† ভক্তি—পাঠভেদ।
‡ খড় বড়— পাঠভেদ।　§ খড় বড়—পাঠভেদ।
¶ কহে বটে বটে প্রভু বড় সর্প হয়।…খড়-বড় ॥—পাঠভেদ।
**…খুঁজিবারে যমুনা নাম্বিল—পাঠভেদ।

খুঁজিতে খুঁজিতে হেথা সপ্তরাত্র গেলা।
বাহ্য নাহি একাসনে বসিয়া রহিলা॥
শ্রীমতী-গৌরাঙ্গ-প্রিয়া ঠাকুরাণী আদি।
কান্দিয়া আকুল চক্ষে * বহে জল নদী॥
ভক্তবৃন্দ শতেক বীরহাম্বীর রাজন।
ব্যস্ত সমস্ত সভে করয়ে ক্রন্দন॥
সাত দিন-রাত্র ধ্যান ভঙ্গ নাহি হৈল।
সভে কহে প্রভু বুঝি লীলা সম্বরিল॥
কান্দিয়া কহেন ঠাকুরাণী সভা-স্থানে।
প্রভুর অন্তর রামচন্দ্র ভাল জানে॥
অতি প্রিয়তম রামচন্দ্র কবিরাজ।
শীঘ্র তাহাকে ডাক নাহি কর ব্যাজ॥
সেই কালে রামচন্দ্র আসি উপনীত।
তাহারে দেখিয়া সভে হৈল হরষিত॥
তেঁহো কহে ব্যস্ত সভে হেতু কি ইহার।
সভে কহে প্রভুর আদ্যন্ত ব্যবহার॥
রামচন্দ্র অষ্টাঙ্গ করিয়া প্রভু-পদে।
বুঝিয়া অন্তরবৃত্তি † ভাসয়ে আনন্দে॥
প্রভুর নিকটে বস্ত্র-আবৃত হইয়া।
ধ্যানস্থ হইলা বসি সমাধি করিয়া॥
দেখেন যে প্রভু তবে যমুনার জলে।
শ্রীমতীর কর্ণের কুণ্ডল খুঁজি বুলে॥
আপনিহ নিজ সিদ্ধ দেহ আরোপিয়া।
প্রভু-সখীরূপা-সঙ্গে বেড়ান খুঁজিয়া॥
খুঁজিতে খুঁজিতে এক পদ্মপত্র তলে।
পাইলেন সেই কৃষ্ণপ্রিয়ার কুণ্ডলে॥ ‡
দুই সখী কোলাকুলি পাইয়া আনন্দে।
পরাইল গিয়া শ্রীমতীর গণ্ডচন্দ্রে॥
প্রসন্ন হইয়া প্যারী তাম্বূল-চর্ব্বিত।
দোঁহা-হস্তে দিলেন হইয়া আনন্দিত॥
চর্ব্বিত তাম্বূল সেই দোঁহে হস্তে ধরি।
দেহেতে হইল অতি স্ফুর্ত্তি চমৎকারী॥ *
বাহ্য হৈল দোঁহাকার তাম্বূল-সহিত।
চারিদিকে ভক্তবৃন্দ দেখি চমকিত॥
তাম্বূলের সৌরভেতে আমোদ করিল।
সকলেই প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইল॥
তাম্বূল বাটিয়া প্রভু সভাকারে দিল।
প্রসাদ পাইয়া সভে কৃতার্থ হইল॥
ত্রিজগতে পরম দুর্ল্লভ যে অমৃত।
যে অমৃত লাগি ব্রহ্মা আদি ধরে ব্রত॥ †
শ্রীআচার্য্য প্রভু শুভ চরণ আশ্রয়।
অনায়াসে হৈল সবাকার শুভোদয়॥
অতএব শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ।
আচার্য্য-প্রভুর প্রিয় ভক্তরাজ-রাজ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুরের উক্তি।
অপূর্ব্ব শুনহ এক সুসিদ্ধান্ত যুক্তি॥
রামচন্দ্র কবিরাজ গঙ্গাস্নানে যান।
স্নান পূজা করিয়া চলিয়া আইসেন॥
এত যে ‡ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সেই গঙ্গাঘাটে।
স্নান করি শিবপূজা করে বসি তটে॥
কবিরাজে কহেন তাঁহারা ক্রোধ মনে।
পূজা কর শিবপূজা নাহি কর কেনে॥
কবিরাজ কহেন শ্রীকৃষ্ণ বিনে আর।
কাহারে না পূজি এই হয় সদাচার॥
অনন্যভাবেতে § কৃষ্ণ ভজিতে উচিত।
গীতা ভাগবতে ইহা আছয়ে বিদিত॥
তথাচ ব্রাহ্মণগণ মর্ম্ম না বুঝিয়া।
রুষ্টভাবে কহে পুনঃ হাথ চালাইয়া॥

* বক্ষে—পাঠভেদ।
†...যে অন্তর্বৃত্তি—পাঠভেদ।
‡ কৃষ্ণপ্রিয় যে কুণ্ডলে—পাঠভেদ।

*...দুই হস্তে ধরি। এ দেহেতে স্ফুর্ত্তি হৈল চমৎকারকারী॥ —পাঠভেদ।
†...লাভে...করে মন্ত্র॥—পাঠভেদ (কষ্ট কল্পনা)।
‡ একত্র—পাঠভেদ।
§ অনন্য ভাগেতে—পাঠভেদ।

তোমার যে কৃষ্ণ শিব-আরাধনা করে।
শিব-আরাধনা নাহি করি সেব কারে ॥ *
মহাতমঃস্বভাব ব্রাহ্মণগণে হেরি।
কবিরাজ কহে কিছু যোড়হাথ করি ॥ †
মহাশয় শুন কিছু নিবেদন করি।
আমি মূর্খ শাস্ত্র কিছু বিচারিতে নারি ॥
স্বাভাবিক এক ক্রম দেখি বিচারিনু।
উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ জানি শরণ লইনু ॥
এতেক কহিয়া চারি শ্লোক পাঠ কৈল।
ব্রাহ্মণগণেরা শুনি মৌনেতে রহিল ॥

শ্লোকঃ।

শিবো ভবতু বৈষ্ণবঃ কিমজিতোঽপি শৈবঃ স্বয়ম্।
তথা সমতয়াথবা ‡ বিধিহরাদিমূর্ত্তিত্রয়ম্।
বিলোক্য ভব-বেধসোঃ কিমপি ভক্তবর্গক্রমম্।
প্রণম্য শিরসা হি তৌ বয়মুপেন্দ্রদাস্যংশ্রিতাঃ ॥ §
প্রহ্লাদ-ধ্রুবরাবণানুজ-বলিব্যাসাম্বরীষাদয়ঃ।
তে বৈ বিষ্ণুপরায়ণা বিধি-ভব-প্রেষ্ঠা জগন্মঙ্গলাঃ।
যেঽন্যে রাবণবাণ-পৌণ্ড্রক-বৃকাঃ
ক্রৌঞ্চান্ধকাদ্যা অহো।
যদ্ভক্তা ন চ তৎপ্রিয়া ন চ হরেস্তস্মাজ্জগদ্বৈরিণঃ ॥

শিব বিষ্ণু ভজু কিংবা বিষ্ণু শৈব হন।
কিংবা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব হন বা সমান ॥
আমি নাহি জানি কিন্তু ঞিহা সভাকার।
ভক্তের যে ক্রম দেখি করিনু বিচার ॥
বিষ্ণু ভজনীয় জানি ¶ লইনু শরণ।
ভক্তের যে ক্রম তার শুন বিবরণ ॥
হরির ভকত ধ্রুব ব্যাস বিভীষণ।
প্রহ্লাদাম্বরীষ বলি-আদি যত জন ॥

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব সভাকার প্রিয়তম।
সর্ব্বদেবতার মান্য প্রিয় প্রাণসম ॥ *
সর্ব্বগুণালয় সর্ব্বজন-হিতকারী।
মঙ্গলস্বরূপ ভবসাগরের তরী ॥
ব্রহ্মা শিব ভক্ত বাণ রাবণ পৌণ্ড্রক।
বৃকাসুর আদি আর নরক ক্রৌঞ্চক ॥ †
কেহ যুদ্ধ চাহে নিজ ইষ্টদেব সনে।
কেহ নিজ বল হৈতে তুচ্ছ করি মানে ॥
কেহ শিরে হস্ত দিয়া ভস্ম করিবারে।
ত্রিলোক ভ্রমায় নিজ ইষ্টদেবতারে ॥
কেহ তো কৈলাস সহ লইতে চাহিল। ‡
কেহ অনুচিত § বাক্য গৌরীকে কহিল ॥
কি আশ্চর্য্য যার ভক্ত তার নহে প্রিয়।
দমন করিলা বিষ্ণু করিয়া অসীয় ॥
জগতের বৈরী সর্ব্বজন-বিঘ্নকারী।
ইহা দেখি আশ্রয় করিনু মুঞি হরি ॥
অতএব হরি বিনে না দেখি উপায়।
মুকতি যে দূরে থাকু তমো নাহি যায় ॥
হরির ভকত মুক্তিপর্য্যন্ত না চাহে।
কেবল প্রভুর প্রেমানন্দে ভাসি রহে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥"

রামচন্দ্র কবিরাজ গুণের সাগর।
রসিক ভকত যাঁর সম নাহি আর ॥
তাঁর শ্রীচরণপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া।
বড় আশা লালদাস ¶ আছয়ে করিয়া ॥

---

* নাহি করে সেবকের—ক্বচিৎ পাঠভেদ (অপপাঠ)।
† নিবেদন করি—পাঠভেদ।
‡ সমতয়াস্তু বা—ইতি বা পাঠঃ।
§…শিরসাপি তান্ বয়মুপেন্দ্রদাসান্ শ্রিতাঃ।—ইতি ক্বচিৎ।
¶ বলি—পাঠভেদ।

* প্রীয়মাণ সম—ইতি ক্বচিৎ পাঠভেদ।
†…পৌণ্ড্রক।…আদি করি…ক্রৌঞ্চিক ॥—ক্বচিৎ পাঠভেদ।
‡ কৈলাস প্রভু হইতে—পাঠভেদ।
§ অনোচিত—পাঠভেদ।
¶ কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।

৮৯। চরিত্র শ্রীজগন্নাথী মাধবদাস

জগন্নাথী মাধবদাস কৃষ্ণ-অনুরাগে।
অর্থ দারা পুত্র গৃহ * সকলি তেয়াগে॥
নীলগিরি ধামে সিন্ধুতীরে বাস কৈল।
ঐকান্তিক হৈয়া † সুখ বাঞ্ছা তেয়াগিল॥
ভিক্ষা নাহি করে অযাচক-বৃত্তি কৈল।
তিন দিন উপবাসে অমনি রহিল॥
দয়াল ‡ শ্রীজগন্নাথ উৎকণ্ঠা হইয়া।
লক্ষ্মীরে পাঠান প্রভু যতন করিয়া॥
রাত্রে শয়নের কালে সোণার থালীতে।
নিত্তানি লাগয়ে ভোগ আছে নিয়মিতে॥
সেই অন্ন-থালী হাথে ত্রৈলোক্যসুন্দরী।
গেলেন লইয়া মাধবদাসের কোটরি॥
ঝলমল অঙ্গে নানা মণি-আভরণ।
ঝম্ ঝম্ শব্দ অতি § কর্ণ-রসায়ন॥
বিদ্যুতের ন্যায় সাধু দেখি চমকিত।
থালী রাখি ঠাকুরাণী হৈল অন্তর্হিত॥
ক্ষণেক ভাবিয়া সাধু স্থির কৈল মন।
মনেতে বুঝিলা ¶ জগন্নাথের করণ॥
স্বর্ণথালী প্রসাদ শ্রীলক্ষ্মী-ঠাকুরাণী।
আনিলেন কৃপা করি উপবাসী জানি॥
ভাবাবেশে সাধু মহাপ্রসাদ পাইয়া।
থালী খানি বাহিরেতে রাখিল ধুইয়া॥
হোথা প্রাতঃকালে স্বর্ণথালী না পাইয়া।
পাণ্ডাগণ চতুর্দ্দিকে বেড়ায় খুঁজিয়া॥
পরস্পর চোর বলি কলহ করিয়া।
মাধবদাসের স্থানে পাইল যাইয়া॥
এই চোর কেমতে আনিল চুরি করি।
ইহা কহি বান্ধি আনে বেত্রাঘাত করি॥

* সহ—পাঠভেদ।
† একান্তী হইয়া—পাঠভেদ।
‡ দয়ালু—পাঠভেদ।
§ তাহে—পাঠভেদ।
¶ বুঝিলাম ইহ—পাঠভেদ।

সাধু চুপ করি রহে কিছু নাহি কয়।
যতেক নিগ্রহ করে * পিঠ পাতি লয়॥
আদেশ করিলা প্রভু সেবকগণেরে।
উহারে যে মারিলে সে লাগিল আমারে॥
মোর পিঠ ফুলিয়া রহিল বেত্রাঘাতে।
থালী পাঠাইনু মুই অন্নের সহিতে॥
পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত কহিলা জগন্নাথ।
শুনি হাহাকার করি শিরে হানে হাথ॥
হেন প্রিয়পাত্রে এত নিগ্রহ করিনু।
জগন্নাথে বাজিল যে ইহা না জানিনু॥
পরিহার করিল অনেক সাধু স্থানে।
নিন্দা আর স্তুতি যাঁর † একুই সমানে॥
সেই হৈতে মাধবদাসের যে প্রভাব।
প্রকাশ হইল কৈল লোকে অনুভব॥
মাধবদাসের পীড়া হৈল আমাশয়।
বালুর উপর গিয়া পড়িয়া রহয়॥
জল আনিবারে শক্তি নাহিক শরীরে।
জগন্নাথ দেখি দুঃখ হইল অন্তরে॥
ছদ্মরূপে জলপাত্র লইয়া আপনি।
জল উঠাইয়া দেন দয়াল গুণমণি॥
মাধব কহেন তুমি কে বট আপনি।
কাঙ্গালেরে এত দয়া কিবা স্বার্থ জানি॥ ‡
তেঁহো কহে অন্য নহে মুঞি জগন্নাথ।
দুঃখ দেখি আইনু তব ধোয়াইতে হাথ॥
মাধব কহেন তব এ তো অনুচিত।
হেন কর্ম্ম কেন কর যাহাতে অনীত॥
রত্নসিংহাসনে বৈস দেব-নরে সেবে।
কত রাজা দ্বারে খাড়া রহে ভৃত্যভাবে॥
আমি নীচ কাঙ্গাল § যে আমারে সেবিতে।
কেমতে আইলে নিজ ঈশ খোয়াইতে॥
লোকে শুনি পরিহাস ইহাতে করিবে।
লক্ষ্মী ঠাকুরাণী যে এখনি লজ্জা দিবে॥

* প্রভু—পাঠভেদ।
† তাঁর—পাঠভেদ।
‡ মানি—পাঠভেদ।
§ অজ্ঞান—পাঠভেদ।

জগন্নাথ কহে নিন্দা লজ্জা হয় হব।
তথাপি তোমার দুঃখ দেখিতে নারিব ॥
সাধু কহে নিন্দা * কেন স্বীকার করহ।
পীড়াই আমার নহে ভাল করি দেহ ॥
পীড়াশান্তি সাধুর যে তাতপর্য্য নহে।
পাছে জগন্নাথে কেহ নিন্দাবাক্য কহে ॥
এই ভাব † সাধুর প্রেমের রীত হয়।
শুদ্ধ মাধুর্য্য তার নিষ্কাম ভাবাশয় ॥
পুরীর ভিতর এক দিন মাধোদাস। ‡
রাত্রিযোগে রহে শীতকাল মাঘ মাস ॥
শীত লাগে দেখিয়া § স্নেহেতে জগন্নাথ।
অঙ্গ হৈতে উড়াইয়া দিল সকলাত ॥
প্রাতঃকালে দেখে সভে মাধবের গায়।
সকলাত শ্রীঅঙ্গের বহু মূল্য হয় ॥
বুঝিল সভাই জগন্নাথ পরাইল।
ভয়ে পাণ্ডাগণ কেহো কিছু না কহিল ॥
উঠিয়া দেখয়ে গায় অপূর্ব্ব বসন।
টানমারি ফেলিলা না কৈল বস্তুজ্ঞান ॥
যদি বল কেহ অপ্রাকৃত সে বসন।
টানমারি ফেলি দিলা হইল কেমন ॥
শুদ্ধ মাধুর্য্য ভাব ¶ প্রেমাকারাকার।
হেন দশা যার সে বিচার কোথা তার ॥
মাধোদাস ** জগন্নাথে শুদ্ধ সখ্যভাব।
সমতা কৌতুক সদা যাথে অনুভাব ॥
একদিন বড়ই কৌতুক হৈল শুন।
জগন্নাথ মাধোদাসে †† কহে পুনঃ পুনঃ ॥
সত্যবাদী গোপালের বাগে চল যাই।
চুরি করি দুজনে কাঁঠাল গিয়া খাই ॥
মাধব কহেন ভাই আমি ত না যাব।
যাইতে হয় তুমি যাহ মানা না করিব ॥

স্বাভাবিক স্বভাব মাধব সাধূত্তম।
উহাঁরে আইসে বহু রকম সকম ॥
মাধব একান্ত নাহি যাইতে চাহিলা।
চল চল বলি তাঁর হাত ধরি নিলা ॥ *
সলাপ মারিয়া দোঁহে বাগিচাতে গেলা।
বড় এক সুপক্ক কাঁঠাল নামাইলা ॥
খাইবার উদ্যোগ করিতে দুই জনে।
চোর আইল বাগানে জানিল মালিগণে ॥
ধর ধর বলি † সভে ছুটিয়া চলিল।
তাহা শুনি জগন্নাথ আগে পলাইল ॥
মাধব উদার রীত বসিয়া রহিল।
তাঁরে গিয়া মালিগণ ধরিয়া বান্ধিল ॥
মালিগণ তাঁহার মহিমা নাহি জানে।
কাঁঠাল সহিত তাঁরে বান্ধিয়া যে আনে ॥ ‡
তেঁহো কহে মুঞি চোর কভু নহি ভাই।
চোর যেই চল ভাই তাহারে দেখাই ॥ §
জগন্নাথ জোর করি ¶ আনিল আমারে।
দেখাইয়া দিব চল বান্ধি আন তাঁরে ॥
সঙ্গেতে আনিয়া মোরে শঠতা করিয়া।
আপনি ভাগিয়া ** গেল মোরে বান্ধাইয়া ॥
ধৃষ্ট শঠের কর্ম্ম দেখ দেখি ভাই।
আপনি হইল সাধু আমারে বাঁধাই ॥
দেখাইয়া দিব চল আনহ বান্ধিয়া।
কাঁঠালের দাম লহ তাঁহারে ধরিয়া ॥
প্রতীত না হয় যদি তবে দেখ গিয়া। ††
পলাইতে তাঁর বস্ত্র রহিল পড়িয়া ॥
কাঁটাঝোড়ে পীতাম্বর বসন পাইবে।
জগন্নাথ চোর কিনা প্রতীত হইবে ॥
মালিগণ কহে এ কি প্রলাপ কহয়।
চুরি করি চোর জগন্নাথে যে ‡‡ দেখায় ॥

---

* লজ্জা—পাঠভেদ।
† এই ভয়ে—পাঠভেদ। ‡ মাধবদাস—পাঠভেদ।
§ বুঝিয়া—পাঠভেদ। ¶ যার—পাঠভেদ।
** মাধবদাস—পাঠভেদ। †† মাধবদাসে—পাঠভেদ।

*…তাঁরে ধরি নিঞা গেলা—পাঠভেদ।
† করি—পাঠভেদ। ‡ পাকড়িয়া আনে।—পাঠভেদ।
§ চোর যে তাঁহারে চল দেখাইয়া দেই—পাঠভেদ।
¶ জোরাবরি—পাঠভেদ। ** পলায়া গেল—পাঠভেদ।
†† দেখসিয়া—পাঠভেদ। ‡‡ জগন্নাথেরে—পাঠভেদ।

শুনিতে শুনিতে তবে শ্রীমাধব দাসে।
ফ্যাল ফ্যাল করি চাহে অদভুত রসে ॥ *
একবার চাহে শ্রীবিহারি-জীর পানে।
আরবার নিরখয়ে স্বামীজী-বদনে ॥
চানা ভোগ দিল প্রাতে স্মরণ হইল।
সেই অনুসারে সাধু চিন্তিতে লাগিল ॥
বুঝিলা যে সেই চানা খাইয়া বিহারী।
প্রকাশ করিয়া কহে হৈল পেট ভারি ॥
শুনিঞা কাহিনী সাধু মূর্চ্ছাগত হৈল।
আপনারে ধিৎকার যে করিতে লাগিল ॥
ধিক্ ধিক্ মোরে হেন কমল-বদনে।
চানা খাওয়াইনু কিছু দয়া নৈল মনে ॥
ক্ষীর সর ননী যেই মুখে না রোচয়।
সে বদনে চানা খাওয়াইতে কি জুয়ায় ॥
দর দর ধারা বহি পড়ে দুনয়নে।
হরিদাস ঠাকুর প্রশংসেন মনে মনে ॥
এই যে মহান্ত ঞিহো বড় অধিকারী।
ঞিহার সমান নাহি দেখি জগভরি ॥
পুলক হইয়া সাধু † আলিঙ্গন করি।
দোঁহে প্রেমানন্দে কান্দে দোঁহা কণ্ঠ ধরি ॥
তবে স্বামী তাঁরে রাখি দিন দুই তিন।
কৃষ্ণকথা ইষ্টগোষ্ঠী করে রাত্রি দিন ॥
শ্রীমান্ মাধব দাস তথা হৈতে গিয়া।
শ্রীমন্-ভাণ্ডীর বট ‡ দর্শন করিয়া ॥
ভাণ্ডীর বনেতে এক উচ্চ টিলা হয়।
তাহার উপরে ঘর দ্বারাদি আছয় ॥
তথায় আছয়ে এক ব্রহ্মচারী বেশ।
নিকৃষ্ট স্বভাব নাহি জানে ভক্তিলেশ ॥ §
তণ্ডুল গোধুম ঘৃত গুড় চিনি আদি।
ঘরভরা আছয়ে যেমন রাখে মুদি ॥

* ভাল ভাল⋯অদভুত সে রসে।—পাঠভেদ।
† স্বামী—পাঠভেদ। ‡ বন—পাঠভেদ।
§⋯বেশে।⋯লেশে ॥—পাঠভেদ।

অতিথি বৈষ্ণবে এক রতিও না দেয়।
চাহিলে মারিতে ধায় আপনি না খায় ॥
দড়ির শিকল দিয়া * বাহিয়া উঠিয়া।
উপর হইতে পুনঃ উঠায় টানিঞা ॥
সেই টিলা তলে সাধু রহিলা পড়িয়া।
কৃষ্ণনাম প্রেমরসে পুলকিত হিয়া ॥
উপর হইতে সেই ব্যক্তি ফুকারয়।
কেরে বেটা উঠিয়া যা না রহ হেথায় ॥
পুনঃ পুনঃ যদি গালি পাড়িতে লাগিল।
সর্ব্বজ্ঞ মাধব তার স্বভাব বুঝিল ॥
সাধুর স্বভাব হয় দয়ার সাগর।
প্রতিজ্ঞা একান্ত যার পর উপকার ॥
মনেতে চিন্তিলা এই মূঢ় অভাজন।
ইহার মঙ্গল কিছু করিব সৃজন ॥
এতো ভাবি হঠাৎকার চড়িলা উপরে। †
দেখে নানা সামগ্রী আছয়ে থরে থরে ॥
তারে হিতবাক্য ‡ সাধু বুঝাইতে চাহে।
নাহি শুনে তাহা গালি পাড়ি যাইতে কহে ॥
দেখিলেন সাধু পাত্র নহে বুঝাবার।
বিচারিলা আর কিছু উপায় তাহার ॥
টিলা হৈতে নামিয়া চলিলা মহাশয়।
যতেক সামগ্রী তার ঘরেতে আছয় ॥
কীড়াময় হইল সব ব্যাপে ঘরদ্বার।
হেরিয়া কান্দয়ে সেই করিয়া ফুকার ॥ §
ধাইয়া যাইয়া পড়ে সাধুর চরণে।
মহাশয় মোর সর্ব্বনাশ কৈলে কেনে ॥
খাইতে আমার ঘরে কিছু না পাইলে।
বুঝি সেই কোপে সব কীড়া পাড়াইলে ॥

* শিকলি সিঁড়ি—পাঠভেদ।
† হঠাৎ তার পড়িলা উপরে—পাঠভেদ।
‡⋯প্রীতবাক্যে—পাঠভেদ।
§⋯সেই ধর পায়।⋯ফুৎকার ॥—পাঠভেদ।

আইস আইস * পুনঃ ভাল করসিয়ে।
অর্দ্ধেক তোমায় দিব কহিনু নিশ্চয়ে॥
মহাশয় শুনি তাহা মুচকি হাসিয়া।
কহে তার প্রতি অতি বিনয় করিয়া॥ †
ভাল হবে তবে যদি শুন মোর কথা।
তেঁহো কহে অবশ্য যে নাহিক অন্যথা॥
সাধু কহে তুমি নিজে হও এক মাত্র।
নাহি তব পিতা মাতা নাহি কন্যা পুত্র॥
সঞ্চয় করহ তুমি কাহার লাগিয়া।
অতিথি বৈষ্ণবে কেন না দাও বাঁটিয়া॥
বৃথা কেনে কালক্ষেপ বসিয়া করহ।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ কেনে নাহিক ভজহ॥
সাঙ্খ্য আধ্যাত্মিক যোগ-আদি শুনাইলা।
শ্রীকৃষ্ণ-ভজনতত্ত্ব পশ্চাতে কহিলা॥
প্রথম বৈরাগ্য জন্মাইয়া ভক্তিতত্ত্ব।
পশ্চাত কহিলা যাতে পরম মহত্ত্ব॥
যদ্যপি বৈরাগ্য ভক্তি-অঙ্গ নাহি হয়।
তথাপিহ শত-উপযোগিতা ‡ সহায়॥
যে হেতুক প্রথম-বৈরাগ্য জন্মাইলা।
পশ্চাত শ্রীকৃষ্ণভক্তি হৃদয়ে প্রেরিলা॥ §
শুনিতে শুনিতে তার মন ফিরি গেল।
সাধুসঙ্গ কল্পবৃক্ষ তৎক্ষণে ফলিল॥
সেইক্ষণে জন্মিল শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ।
তদ্গত মানস ¶ হৈল সব করি ত্যাগ॥
মহাজন যে কহিল ইহার প্রমাণ।
তাহা কহি শুন ইথে কর অবধান॥
সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র ** সাধুসঙ্গ সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

তবে শ্রীমাধবদাস ভ্রমি বৃন্দাবন। *
পুনঃ চলে নীলাচলচন্দ্রের কারণ॥
কথোক দূরেতে তার আছে এক শিষ্য।
কৃষ্ণ-পরায়ণ সেই পরমরহস্য॥
সেই গ্রামে গিয়া পরম্পরা লোক দ্বারে।
শুনিয়া তাহার যশঃ আনন্দ অন্তরে॥
শ্রীকৃষ্ণ-বৈষ্ণব-সেবানন্দে কাল যায়।
রাত্রে সর্ব্বজন † গিয়া তথাই মিলয়॥
হরি-সংকীর্ত্তন নৃত্যগীত গ্রন্থপাঠে।
প্রতিদিন এইমত করি নিশি কাটে॥
এতেক শুনিঞা সাধু তাহা দেখিবারে।
উৎসাহ হইল কিন্তু মনেতে বিচারে॥
প্রকাশ্য রূপেতে ‡ গেলে আমারে লইয়া।
উৎসব করিবে নানা সে সব ছাড়িয়া॥
অতএব মুঞি কোন ছদ্মভাব ধরি।
যাইয়া তাহার গৃহে সে আনন্দ হেরি॥
এতেক ভাবিয়া সাধু গেলা সন্ধ্যা-অন্তে।
সে সময় সংকীর্ত্তন করে সব সন্তে॥ §
কিছুদুর আঙ্গিনাতে বসি মহাশয়।
কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-রঙ্গ আনন্দে শুনয়॥
সে সব সুরঙ্গ দেখি লোভ জনমিল।
প্রতিদিন শুনিবার উপায় সৃজিল॥
সংকীর্ত্তন বিরামেতে বিশ্রামের কালে।
নিজ সেই শিষ্যস্থানে গিয়া কিছু বলে॥
কাঙ্গাল যে হয় মুঞি মোর কেহ নাঞি। ¶
পেটের নিমিত্তে মাত্র ফিরিয়া বেড়াই॥
আপনে যদ্যপি রাখ তবে থাকি হেথা।
কিছুই না চাহি মাত্র চাহি পেটভাতা॥
গরুর সেবায় মোরে নিযুক্ত করহ।
অনুগ্রহ করি মোরে যদ্যপি রাখহ॥

---

* আইস ফিরিয়া—পাঠভেদ।
† ...হাসয়। বিনয় করিয়া পুনঃ তাহাকে কহয়—পাঠভেদ।
‡ ঈষত্ত উপযোগিতা—পাঠভেদ।
§ যে হেতু প্রেম বৈরাগ্য· ·।...পশিলা॥—পাঠভেদ॥
¶ গদ্গদ মন—পাঠভেদ। ** লবামাত্র—পাঠভেদ।

* তবে সে মাধবদাস শ্রীবৃন্দাবন—পাঠভেদ।
† সব বৈষ্ণব—পাঠভেদ।
‡ প্রকাশরূপেতে—পাঠভেদ।
§...চিন্তিয়া...।...'সব সান্তে' এবং 'সব শান্তে'—পাঠভেদ।
¶...হও যে মুঞি কেহ মোরে নাঞি—পাঠভেদ।

তেঁহো কহে ভাল ভাল তবেত থাকহ।
কেবল যে পেটভাতে যদ্যপিহ রহ॥
তবে তারে গো সেবায় অন্য যে মহলে।
নিযুক্ত করিয়া তবে রাখে কুতূহলে॥
মহা-অনুভব সিদ্ধ শ্রীমাধব দাস।
ছদ্মরূপে শিষ্যগৃহে রহে অপ্রকাশ॥ *
রহিলেন ভক্তিরঙ্গ দেখিবার আশে।
যাহা শুনি সাধুগণ † হৃদয় উল্লাসে॥
হাহা কিবা আর্ত্তি তার বলিহারি যাই।
না জানি শ্রীকৃষ্ণ-রস কেমন বা সেই॥
তাঁহার যে শিষ্য সেই কেমনি বা হয়।
যাহার সদ্গুণেতে মজিলা মহাশয়॥
মো-সভায় গুণের সে বিন্দু না স্পর্শিল।
ধিৎকার এ দেহ কোন্ বিধাতা সৃজিল॥ ‡
হায় হায় ধিক্ ধিক্ ছিছি ধিক্ বহু।
আমা হেন মহাপাতকীর মুখে গুহ॥ §
বরঞ্চ যে পশুজন্ম আমা হৈতে ভাল।
কে মোর পাষাণ দিয়া হিয়া নিরমিল॥
পশু যে অজ্ঞান কিন্তু অপরাধহীন।
কৃষ্ণনাম শুনি বস্তুশক্ত্যে হয় ত্রাণ॥
অপরাধী জানিঞা যে মো-হেন পশুরে।
প্রেমদান দূরে বহু সংসার না তারে॥ ¶
কিছু না বুঝিনু ভক্তিমর্ম্ম না জানিনু।
হেন যে সুধার সিন্ধু কণা না স্পর্শিনু॥
কেমন কঠিন করি কেমন বিধাতা।
নিরমিল এই দেহ সৃষ্টির অন্যথা॥
ইহার উপায় নাহি দেখি ত্রিভুবনে।
এক দয়াময় মাত্র শ্রীচৈতন্য বিনে॥ **

তাঁহার অভয়পদ করিলাম সার।
তেঁহো বিনে নাহি দেখি এ দুঃখের পার॥
তেঁহো কি করিবে দয়া হেরি মুঞি ছার।
যে করুন তাঁহার চরণে দিনু ভার॥
ভরসা করিনু তাঁর যে করে বিচার।
হইবে কপালে তবে যে থাকে আমার॥
তবে শ্রীমাধব দাস গো-সেবার ছলে।
একমাস রহি সেই কৌতুক * নেহালে॥
আর এক শিষ্য তথা আইল মাধবের।
দুই পরমার্থ-ভাই মিলি দেয় ফের॥ †
দুই তিন দিন সাধু রহি তাঁর ঘরে।
একদিন গেলা সাধু গোয়াল-দুয়ারে॥
দেখে গিয়া এক ব্যক্তি মুদ্রিত নয়ান।
দর দর ধারা চক্ষে করয়ে ধেয়ান॥ ‡
কৃশাঙ্গ মলিন যেন কাঙ্গালের প্রায়।
অন্ধকার গোয়ালেতে বসিয়া ধেয়ায়॥
বিস্ময় হইয়া তথা পুছে কোন লোকে।
সে কহয়ে রাখাল এখানে এক থাকে॥ §
মনে ভাবে রাখালের হেন কি চরিত্র।
বাহ্য নাহি প্রেমজলে পূরিত দু'নেত্র॥ ¶
ঘনাইয়া ধীরে ধীরে নিকটে যাইয়া।
মুখে নাহি সরে বাণী আকৃতি দেখিয়া॥
নিজ গুরু শ্রীমাধব দাসের আকৃতি।
যেমন আকৃতি দেখে তেমন প্রকৃতি॥
অথচ রাখাল হেথা আছে গো-সেবায়।
বড়ই হইল ভ্রম স্থির নাহি হয়॥
তটস্থ হইয়া গিয়া কহয়ে ভায়েরে।
হের আইস দেখ দেখি কে গোয়ালি-ঘরে॥

---

* ছদ্মরূপে…করি অপ্রকাশ।—পাঠভেদ।
† সাধুগণের—পাঠভেদ।
‡ মো সভার সে গুণের…।…বিধি সিরজিল॥—পাঠভেদ।
§ …থুথু থুথু।…পাতকীর মুখে পড়ুক গু॥—পাঠভেদ।
¶ তরে—পাঠভেদ।
** এক দয়াময় শ্রীচৈতন্য রবি বিনে।—পাঠভেদ।

* কৌতুকে—পাঠভেদ।
† বের বের—পাঠভেদ।
‡ …নয়ানে।…রহেন ধেয়ানে॥—পাঠভেদ।
§…হেথায় রাখাল মিনুসা থাকে।—পাঠভেদ।
¶ বাহ্য নহে প্রেম-জলে-পূরিত এ নেত্র।—পাঠভেদ।

তেঁহো কহে কহ বেটা দেখিলে কাহারে।
বড়ই চঞ্চল কি হেতুক কহ মোরে॥ *
তেঁহো কহে ভাল তাহা কহিব পশ্চাতে।
আগে নিরীখহ আসি গোহালি-ঘরেতে॥
চমকিত হইয়া ধাইয়া তথা গেল।
দেখিয়া তাঁহারে তথা কাষ্ঠবত হৈল॥
মুখে নাহি সরে রাণী মনে ধকধকি।
গুরু যে আমার একি চমৎকার দেখি॥
গোলমাল দেখি সব লোক জমা হৈল।
পরস্পর কি কি বলি ফুকার পড়িল॥
তবে সাধু নিজ গুরু শ্রীমাধব দাস।
জানিঞা কহয়ে হা হা একি সর্ব্বনাশ॥
ছদ্মরূপে কেনে বা করিলে এই কর্ম্ম।
ইহার কারণ কিছু না বুঝিনু মর্ম্ম॥ †
এতো কহি মহাশয়ের চরণ ধরিয়া।
দাবিতেই হৈল বাহ্য চাহে চমকিয়া॥ ‡
দেখে শিষ্যগণ কাছে বহু জনরব।
লজ্জিত হইলা সাধু মুখে নাহি রব॥
দুশিষ্য চরণে পড়ি অষ্টাঙ্গ হইয়া।
কান্দে উচ্চনাদ করি ভূমে গড়ি দিয়া॥ §
কেনে প্রভু এতো বিড়ম্বন কৈলে মোরে।
হেনকর্ম্ম কেনে কৈলে কি তব অন্তরে॥
যদি ভৃত্য অপরাধী হয় শ্রীচরণে।
দণ্ড করি তবে কেনে না কৈলে শাসনে॥ ¶
অপরাধ ক্ষম প্রভু কৃপাদৃষ্ট্যে হের।
ঘরে আইস শ্রীচরণ তবে ধৌত কর॥
তবে উঠি মহাশয় হৃদয়েতে ধরি।
অঙ্গে হস্ত বুলায় নয়ানে বহে বারি॥

তব অপরাধ নাহি না করিহ খেদ।
ইহার কারণ তবে কহি শুন ভেদ॥
তুমি মোর অতিপ্রিয় গুণের সাগর।
ভুবনে নাহিক দেখি সমান তোমার॥
তোমার যে ভক্তিরস-রঙ্গ দেখিবারে।
ছাপাইয়া আসিয়া রহিনু তব ঘরে॥
আমারে দেখিলে তুমি কুণ্ঠিত হইবে।
রসভঙ্গ হবে হেতু রহি ছদ্মভাবে॥ *
তবে সাধু ঘরে লইয়া শুশ্রূষা করিয়া।
প্রেমানন্দে মগ্ন হৈল নিজ পাসরিয়া॥
মহামহোৎসব কৈল মঙ্গলাচরণ।
যে আনন্দ হৈল তাহা না যায় কথন॥
কথোক দিবস সাধু থাকিয়া তথায়।
চলিলেন জগন্নাথ ধরিয়া হৃদয়॥
কথোক দূরেতে আর এক শিষ্য হয়।
বণিক সে জাত্যংশে বাণিজ্য ব্যবসায়॥
বণিক শ্রীপুরুষোত্তম যবে গিয়াছিল।
মোর গৃহে যাবে বলি প্রার্থনা করিল॥
তাথে অঙ্গীকার কৈল সেই অনুসারে।
বণিকের গৃহে গেলা কৃপা করি তারে॥
গৃহে গিয়া দেখেন বণিক নাহি ঘরে।
তাঁর স্ত্রী সম্মান করিলা সাধুবরে॥
পদ ধোয়াইয়া দিলা বসিতে আসন।
ব্যস্তসমস্ত হৈল ভোজন-কারণ॥
এক বিপ্র থাকে অন্য কোঠার উপরে।
পাকের উদ্যোগ করে আপনার তরে॥ †
স্ত্রী গিয়া বিনয় করিয়া বিপ্রে কহে।
অতিথি বৈষ্ণব এক আইলা মোর গৃহে॥ ‡
এক মুষ্টি তণ্ডুল দিই তোমার হাণ্ডিতে।
দুজনার হবে তাঁরে না হবে রান্ধিতে॥

* 'বড় যে চঞ্চল তুমি হেতু কহ মোরে' এবং 'বড় যে চঞ্চল দেখি কিন্তু কহ মোরে'—পাঠভেদ।
† হেন ছদ্ম রূপে কেনে…।…নাহি বুঝি-মর্ম্ম॥—পাঠভেদ।
‡…ধরিলা। দাসের হইল বাহ্য চমকি চাহিলা॥—পাঠভেদ।
§ শিষ্য চরণেতে…। তবে ভূমেতে পড়িয়া॥—পাঠভেদ।
¶ শোধনে—পাঠভেদ।

* ছদ্মভাবে—পাঠভেদ।
†…অন্তরঙ্গ কোঠরি…।…উদ্যোগে আছে…॥—পাঠভেদ।
‡ আইলেন গৃহে—পাঠভেদ।

এতেক কহিতে বিপ্র রাগত হইয়া।
কহেন তোমার হেন কে আছে রসুয়্যা॥
আমি তো নারিব তুমি তাহারে রান্ধাও।
নহে চাহ এ সব সামগ্রী নিঞা যাও॥ *
তাহা শুনি স্ত্রী ভয়ে নাম্বিয়া আইল।
সে সব বৃত্তান্ত সাধু শুনিতে পাইল॥
মাধবের শিষ্য হন সেহ যে ব্রাহ্মণ।
গুরু আসিয়াছেন বলি না জানে তখন॥ †
বণিকের স্ত্রী তবে দুগ্ধাদি আনিঞা।
সাধুরে ভোজন করাইল আউটিয়া॥
সাধু দুগ্ধ পান করি উঠিয়া চলিল।
যাইতে বণিক সহ পথে দেখা হৈল॥
বণিক চরণে ধরি পুনশ্চ আনিলা।
বড় ভক্তিভাব করি গৃহে বসাইলা॥
তখন যে সেই বিপ্র নাম্বিয়া আসিয়া। ‡
দণ্ডবত কৈল নিজ অভীষ্ট জানিঞা॥
সাধু কহে তব মুখ মুঞি না দেখিব। §
মোর আগে রহ যদি হেথা না রহিব॥
বণিকের স্ত্রী এক বৈষ্ণবের অর্থে।
একমুষ্টি চাউল তোমার পাকপাত্রে॥
চাহিলে দিবারে তুমি তাহা না পারিলে।
উপেক্ষা করিলে আর রাগত হইলে॥
আমি ইহা নাহি করি স্বার্থে আপনার।
বৈষ্ণবের প্রতি তব এই ব্যবহার॥
বুঝিনু বৈষ্ণবে তুমি বহির্ম্মুখ হও।
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে কভু অধিকারী নও॥
তবে বিপ্র কাকুবাদ করিতে লাগিলা।
কাতর দেখিয়া সাধু প্রসন্ন হইলা॥
শাসন করিয়া শিষ্যে শোধন করিলা।
দয়ার্দ্র হইলা কিছু কোপ না রহিলা॥

* নহে যত…যাও—পাঠভেদ।
†…সেই সে ব্রাহ্মণ।…আসিয়াছে…॥—পাঠভেদ।
‡ দেখিয়া—পাঠভেদ।
§…মুখ মুঞি আর না দেখিব।—পাঠভেদ।

তবে শ্রীমাধব দাস তথা হৈতে গিয়া।
পূর্ব্বাশ্রমে গেলা মাতা-দর্শন লাগিয়া॥
পরিক্রমা করি কৈলা দণ্ডবত নতি।
মাতা অঙ্গে হস্ত দিয়া স্নেহ কৈল অতি॥ *
মাতাও ভজনানন্দ ভাগবতোত্তম।
পূর্ব্বাশ্রমে আইলা বলি মানিলা † বিষম॥
অনুযোগ করি পুত্রে ভর্ৎসনা করিলা।
এখানে আসিতে তব উচিত না ছিলা॥
স্ত্রী পুত্র গৃহ তব পূর্ব্বের আছয়।
হঠাৎ জন্মিবে মোহ কি তাহে বিস্ময়॥ ‡
অতএব শীঘ্র বাপু স্থানান্তরে যাহ।
পুনঃ একক্ষণ এই স্থানে নাহি রহ॥
মাতার সে উপদেশ প্রশংসা করিয়া।
দণ্ডবত করি মাত্র গেলেন চলিয়া॥
শ্রীপুরুষোত্তমে গেলা জগন্নাথ স্থানে।
যাইয়া দর্শন করি ভাসে প্রেম-বানে॥ §
জগন্নাথ তাঁরে দেখি হৈলা আনন্দিত।
পূর্ব্বের যে সখ্যভাব হইল উদিত॥ ¶
শ্রীমন্ মাধবদাসের গুণগান।
গাইয়া মাগয়ে লালদাস শ্রীচরণ॥ **

৯০। চরিত্র শ্রীসুরদাস

শ্রীল সুরদাস সাধু জগতে বিখ্যাত।
পরম-রসিক কৃষ্ণনিষ্ঠ সদাব্রত॥
তাহার কবিত্ব শুনি হেন কে আছয়।
অন্তর-পুলক-ভাবে শির না চালয়॥

*…নত।…কত॥—পাঠভেদ। † জানিলা—পাঠভেদ।
‡ হঠাৎ মোহ কি তাহে হইল বিস্ময়।—পাঠভেদ।
§ পুরুষোত্তমে শ্রীমন্ জগন্নাথ স্থানে।
যাইয়া দর্শন করিলেন প্রেমধামে॥—পাঠভেদ।
¶…আনন্দিত হৈলা তাঁরে দেখি।…সেই তার সাক্ষী।—পাঠভেদ।
**…গুণগানে।…মগন কৃষ্ণদাস শ্রীচরণে॥—পাঠভেদ।

মহা-অনুভব হয় বিরক্ত মহাপ্রেমী ।
শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাত বাস বৃন্দাবনভূমি ॥
অষ্টাদশসিদ্ধি যেহ উপেক্ষা করিল ।
চারি মুক্তি-আদি চতুর্ব্বর্গ তেয়াগিল ॥ *
শিষ্য অনুশিষ্যক্রমে জগৎ তারিল ।
যার নাম-ভেলা লোকে আশ্রয় করিল ॥
শ্রীমান্ সুরদাস সাধু ত্রিজগত-শূর ।
জগতের আরাধ্য মানুষ-সুরাসুর ॥

৯১। চরিত্র শ্রীকেশবভট্ট

শ্রীকেশবভট্ট শান্ত শিষ্ট কৃষ্ণভক্ত ।
সিদ্ধ শকতিমান পরম বিরক্ত ॥
মোছলমান সদা দ্বেষ্টা হিন্দুর ধরমে ।
মথুরাতে কৈল বাধা তীর্থ যে বিশ্রামে ॥ †
যেই হিন্দু স্নানে যায় জোরাবরি করি ।
মোছলমানগণ ভ্রষ্ট করে ধরাধরি ॥ ‡
শ্রীমান ভট্টজী দেখি বড়ই অনর্থ ।
আপনি চলিয়া গেলা শ্রীবিশ্রাম তীর্থ ॥
ভট্টজীর উপরে যতেক মোছলমান ।
উদ্যোগ করিল সভে করিতে আক্রমণ ॥ §
সেইকালে ভট্টজীউ হুঙ্কার করিল ।
যতেক যবনগণ পঙ্গুপ্রায় হৈল ॥
অঙ্গেতে বিষের জ্বালা হইতে লাগিল ।
ছটফট করি সভে মৃত্যুবত হৈল ॥
প্রধান যে পীর তেঁহো দেখি সভার গতি ।
ভট্টজীর চরণে পড়িয়া কৈল নতি ॥
তবে মহাশয় তারে প্রসন্ন হইয়া ।
সভাকারে সুস্থ কৈল কৃপাদৃষ্টি দিয়া ॥
সেই হতে দৌরাত্ম্য না করে মোছলমান ।
নির্ব্বিঘ্ন হইয়া লোক করে তীর্থে স্নান ॥

*…সিদ্ধ যেই…। চারিমুক্তি চতুর্ব্বর্গ তেঁহ…—পাঠভেদ।
†…যাত্রা তীর্থ আশ্রমে।—পাঠভেদ।
‡ ধরি ধরি।—পাঠভেদ।
§ উদ্‌যুক্ত হইল…।—পাঠভেদ।

কেশব ভট্টের গুণ কহা নাহি যায় ।
কিঞ্চিত আভাস মাত্র কহিল ইহায় ॥

৯২। চরিত্র শ্রীহরি-ব্যাসজী

শ্রীহরি-ব্যাস হয় যে পরম মহান্ত । *
যার গুণগান করি নাহি হয় অন্ত ॥
দেবী মহামায়া যাঁরে গৌরব করিয়া ।
কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা কৈল যাঁর স্থানে গিয়া ॥
গ্রামশুদ্ধ যত লোক দেবীর শাসনে ।
বৈষ্ণব হইল দীক্ষা কৈল যাঁর স্থানে ॥
তাঁহার বিশেষ কিছু কহিব বিস্তারি ।
ইথে অবিশ্বাস নাহি কর হেলা করি ॥ †
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বজ্ঞ নিস্পৃহ ।
নাভাজী কহিল যাহা অতি সত্যবহ ॥
চটথাবল নামে যে এক গ্রাম আছয় । ‡
ভ্রমিয়া শ্রীহরি-ব্যাস গেলেন তথায় ॥
এক বাগিচায় দেবী-মণ্ডপ আছয় ।
সেই খানে গিয়া সাধু বিশ্রাম করয় ॥
হেনকালে গ্রামী কোন ইতর যে লোকে ।
ছাগ বলিদান কৈল দেবীর সম্মুখে ॥
দেখিয়া শ্রীহরি-ব্যাস চমকিত হৈলা ।
জীবহিংসা দেখি বড় কাতর হইলা ॥
রুষ্ট হইয়া কিছু দেবীরে কহয় ।
এ যে কর্ম্ম তোমার উচিত কভু নয় ॥
এতো ইতরের কর্ম্ম নির্দ্দয় যে হয় ।
জগন্মাতা বলি সভে তোমারে পূজয় ॥
জগন্মাতা কেমতে হইতে চাহ তুমি ।
বিষ দৃষ্টি § না করে যে সভাকার স্বামী ॥
তোমারে দেখি যে কারে অনুগ্রহ কর ।
মাথা কারো কাটিয়া রকত পান কর ॥ ¶

*… নাম পরম মহান্ত—পাঠভেদ।
† কৃপা করি—পাঠভেদ।
‡ 'চন্দ্রথাবল নাম এক গ্রাম হয়'।—পাঠভেদ।
§ 'বিরসদৃষ্টি' ও 'বিষমদৃষ্টি'—কোন কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।
¶ কারো মাথা কাটি কত রক্ত পান কর।—পাঠভেদ।

এতেক শুনিয়া দেবী লজ্জিত হইলা।
সাধু দুঃখ ভাবি মনে স্থানান্তরে গেলা॥ *
উপবাস করি সাধু রহিল পড়িয়া।
দেবীর উচিত আজি করিব বলিয়া॥
হেথা দেবী জমিদারের কন্যারূপ ধরি।
রন্ধনের সামগ্রী তণ্ডুল-আদি করি॥
লইয়া গেলেন যথা সাধু আছে পড়ি।
রন্ধন করিয়া খাও বলে হাথযুড়ি॥
শরণ লইনু মোরে কর অনুগ্রহ।
কৃপাকরি মোরে কৃষ্ণ-মন্ত্রদীক্ষা দেহ॥
তাঁহার মধুর বাক্য † আর সুচরিতে।
পরিতোষ হৈল সাধু তুষ্ট হৈল চিতে॥
কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা দিয়া রসুই করিয়া।
ভোজন করিল অন্ন কৃষ্ণে নিবেদিয়া॥
রাত্রে দেবী গ্রামে ভয়ঙ্কর রূপ ধরি।
গিয়া উপদ্রব করে হুহুঙ্কার করি॥
কাহারে ধরিয়া আছাড়য়ে ভূমিতল।
কাহারে চাপড় চড় কারে মারে কীল॥
কারো ঘর ভাঙ্গে কারো ভাঙ্গে হাঁড়ি কুড়ি।
স্তুতিনতি করয়ে সকলে হাথযুড়ি॥
কে তুমি কি আজ্ঞা কর কহ তাহা করি।
অপরাধ ক্ষম কেনে মার অবিচারি॥
তবে দেবী কহে যদি পরাণ বাঁচিবে।
মোর আজ্ঞামত প্রাতে সকলে করিবে॥
সভে কহে যেই আজ্ঞা আপনি করিব।
প্রাতঃকালে সেই আজ্ঞা সকলে ‡ পালিব॥
তবে কহে মুঞি দেবী গ্রামের তোমার।
মুঞি তুষ্ট হৈলে ভাল হবে সভাকার॥
বাগিচায় অই যে § বৈষ্ণব উত্তরিল।
মুঞি তাঁর স্থানে কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা কৈল॥

তাঁহার স্থানেতে গ্রাম সহিত যাইয়া। *
কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা কর উৎসব করিয়া॥
সকলে বৈষ্ণব হও শ্রীকৃষ্ণ ভজহ।
মুঞি যাঁর দাসী মোর ইষ্টদেব † সেহ॥
প্রকারে ঈশ্বর-তত্ত্ব চুম্বকে কহিল।
অজ্ঞ বিজ্ঞ সভাকার শ্রদ্ধা উপজিল॥
আর কহে দেবী আজ হৈতে যেই জনে।
জীবহিংসা করিবেক আমার সদনে॥
তাহার উচিত ফল তৎক্ষণাতে দিব।
পরিবার সহ তারে সবংশে মারিব॥
দেবীর যে আজ্ঞা সভে নিশ্চয় করিলা।
দেবী যথা সাধু বসি তথায় চলিলা॥ ‡
যোড়হস্ত করি কিছু কহিতে লাগিলা।
মুঞি তব স্থানে কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা কৈলা॥
মোর অপরাধ কিছু না লইবে আর।
জীবহিংসা আর নাহি হবে মোর ঘর॥
কল্য এই গ্রাম শুদ্ধ বৈষ্ণব হইবে।
তোমার চরণে আসি আশ্রয় করিবে॥
সর্ব্বজ্ঞ শ্রীহরি-ব্যাস অনুভব কৈলা।
দেবীর বাক্যেতে অতি সন্তুষ্ট হইলা॥
দেবীর সম্মান করি তথা বসাইয়া।
কৃষ্ণকথা-রসে নিশি পোহায় জাগিয়া॥
প্রাতঃকালে গ্রামের বাল-বৃদ্ধ-বনিতে।
সাধুর নিকটে গেলা কৃষ্ণমন্ত্র লৈতে॥
দীক্ষা করি গ্রাম শুদ্ধ হইল বৈষ্ণব।
হুলাহুলি পড়ি গেল মহাকলরব॥
তুলসীর মালা কণ্ঠে ললাটে তিলক।
দেখিতে সুন্দর দেশ করিলা আলোক॥
সাক্ষাত কি ভক্তিদেবী মুর্ত্তিমান হৈল।
অথবা বৈকুণ্ঠ আসি আবির্ভাব কৈল॥

* সাধু দুঃখ ভাবিয়া অন্যত্র উঠি গেলা—পাঠভেদ।
† অমৃতবাক্য—পাঠভেদ।
‡ অবশ্য—পাঠভেদ। § যৈছে—পাঠভেদ।

* তাঁর স্থানে গ্রামের সহিত সভে গিয়া—পাঠভেদ।
† সভেই···।···যেঁহ॥—পাঠভেদ।
‡ তথা চলি গেলা—পাঠভেদ।

মহামহোৎসব হৈল চটথাবল নগরে। *
কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের সেবা যে হৈল ঘরে ঘরে॥
ইথে যদি কেহ কর কুতর্ক বিশেষ।
দেবী বৈষ্ণবের স্থানে কৈলা উপদেশ॥
ইথে কি বিস্ময় এ তা সুসম্ভব হয়।
কৃষ্ণভক্ত দেবতাগণের পূজ্য হয়॥ †
কৃষ্ণভক্ত-সমান দেবতাগণ নহে।
ইহার সন্দেহ কিবা সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥

যথা—

বিবুধাঃ কিং পুনঃ সর্ব্বে অজঃ শক্রো ভবেদ্ যদি।
ন কোঽপি সমতাং যাতি ‡ কৃষ্ণভক্তস্য নারদ॥

সে বিচার দূরে রহু সাক্ষাতে দেখহ।
কৃষ্ণের স্বরূপ হন বৈষ্ণব-বিগ্রহ॥
চৌষট্টি-ভজন-অঙ্গ-মধ্যে সাধুসেবা। §
পরম রহস্য আর ছাড়ি দেবীদেবা॥
কৃষ্ণের সেবন হৈতে অধিক বৈষ্ণবে।
সাধুশাস্ত্রমতসিদ্ধ সেবন করিবে॥

তথা—

"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা" ইত্যাদি।

অতএব বৈষ্ণব কৃষ্ণের মূর্ত্তি হয়।
সুর-নর সর্ব্বারাধ্য ইথে কি বিস্ময়॥

ছোট বড় বৈষ্ণবের সেবা আরাধনে।
সর্ব্বফল পাই আর সংসার মোচনে॥
সেই ফলে অন্তে কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি মিলে।
এ ফল মিলয়ে কোন্ দেবতা পূজিলে॥
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু * সংসার না যায়।
ত্রিবর্গের ফল-সাধ্য দেবগণ হয়॥
দেবগণ মুক্ত নহে যে মুক্তি প্রার্থয়ে।
হরিভক্ত সেই মুক্তি বিষম দেখয়ে॥
স্বভাবে জীবনমুক্ত মুক্তি নাহি চায়।
শ্রীমুখে শ্রীকৃষ্ণ কহে দিলেও না লয়॥ †

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য" ইত্যাদি।

অতএব দেবগণ হৈতে হরিভক্ত।
শ্রেষ্ঠতম পরাৎপর সার বেদ-উক্ত॥ ‡
হরিভক্তগণে যেই সামান্য গণয়।
নিজ গলে ছুরি দিল কে রাখিবে তায়॥
হরিদাস ঠাকুরেরে মায়া § প্রণময়।
চৈতন্য-চরিতামৃতে প্রসিদ্ধ আছয়॥
অতএব ইহাতে সংশয় কিছু নাহি।
বৈষ্ণব পরম পূজ্য সভাকার ঠাঁঞি॥
শ্রীল হরি-ব্যাসদেব পতিতপাবন।
শুনি লালদাস চাহে চরণে শরণ॥ ¶

* মহামহোৎসব চটথাবল নগরে।—পাঠভেদ।
†…অসম্ভব নয়। কৃষ্ণভক্ত…পূজ্যময়॥—পাঠভেদ।
‡ ন কোঽপি সমতাং যান্তি—ইতি পাঠভেদঃ।
§ উক্তি সেবা—পাঠভেদ।

* থাকু—পাঠভেদ।
† মুক্তি না চাহিয়ে।…দিলেও না লয়ে॥—পাঠভেদ।
‡ দেবগণ উক্ত—কচিৎ পাঠভেদ।
§ হরিদাস ঠাকুরের কায়া প্রণামময়—পাঠভেদ।
¶…হরি-ব্যাস প্রভু…।…কৃষ্ণদাস কহে…॥—পাঠভেদ।

ইতি শ্রীভক্তমালে রামচন্দ্র-আদি-ভক্তগণ-বর্ণনা নাম ঊনবিংশ মালা॥ ১৯॥

বিংশ মালা

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥

৯৩। চরিত্র শ্রীত্রিপুর দাস

শ্রীমান্ ত্রিপুর-দাস নামেতে কায়স্থ।
একান্ত শ্রীনাথজীর পাদে মন ন্যস্ত ॥ *
মুহুরিয়া পাতসা সরকারে ধনবান। †
শ্রীকৃষ্ণ-বৈষ্ণব-অর্থে সকলি লোটান ॥
শীতকাল হৈলে গোবর্দ্ধনে নাথজীর।
জড়াও অনেক বস্ত্র দেন ভক্ত ধীর ॥
শালু পট্টু বনাত রেজাই নানামতে।
প্রতিদিন নূতন পরান অভিমতে ॥ ‡
কথোদিন পরে সেই ত্রিপুর কায়স্থ।
ধনশূন্য হইয়া হইল অসমর্থ ॥
কিছুমাত্র নাহি অর্থ খাইতে না পান।
তথাচ জড়াও নাথজীর অঙ্গে দেন ॥
পরে এক বৎসর যে শীতের সময়।
কিছুই সঙ্গতি নাঞি ভাবেন উপায় ॥ §
গৃহে গিয়া নিজ ঘরে চৌদিকে নেহারে।
কিছু না দেখিয়া সাধু ফাঁপর অন্তরে ॥
পিতলের দোয়াইত একটি আছিল।
তাহাই লইয়া হস্তে বাজারে চলিল ॥
একটি যে মুদ্রা তাহা বেচিয়া পাইল।
তাহে একখানি মোটা বসন কিনিল ॥
কিঞ্চিৎ কুসুমি রং করিয়া তাহাতে।
লইয়া চলিল সাধু কান্দিতে কান্দিতে ॥
সুকুমার সুন্দর শ্রীনাথজী আমার।
কেমনে এমন বস্ত্র অঙ্গে দিব তাঁর ॥
ক্ষোভিত হইয়া বস্ত্রখানি লৈয়া দিলা।
ঠাকুরের ভাণ্ডারি তা লইয়া রাখিলা ॥
আর আর বড় বড় মনুষ্য অনেক।
জড়াও আনিয়া দিছে শালাদি যতেক ॥
তাহার বেঠন করি বান্ধিয়া রাখিল।
ভাল ভাল বস্ত্র নাথজীকে পরাইল ॥
সে রাত্রে গোসাঞিজীকে নাথজী কহিল। *
মোর অঙ্গে শীত নিবারণ না হইল ॥
তাহা শুনি গোসাঞি শাল পাগড়ি যতেক।
পরাইল যতনেতে শ্রীঅঙ্গে কতেক ॥ †
তথাচ না যায় শীত পুনরপি কহে।
শত বস্ত্র দিলে শীত-নিবারণ নহে ॥
ত্রিপুর দাসের বস্ত্র আনি দেহ কহে।
সে বস্ত্র নহিলে শীত নিবারণ নহে ॥ ‡
এতেক শুনিয়া তবে গোসাঞি চিন্তিয়া।
ভাণ্ডারে গোমস্তা স্থানে গেলেন ধাইয়া ॥
যাইয়া কহেন এ বৎসর ঠাকুরের।
জড়াও না পঁহুছে কি ত্রিপুর-দাসের ॥
ত্রিপুর-দাসের বস্ত্র বিনে নাথজীর।
শীত নিবারণ নহে হইল অস্থির ॥

---

* শ্রীকান্ত শ্রীনাথজীর পদে মন নিষ্ঠ—কচিৎ—পাঠভেদ।
† মোহরের পাতসা সরকার—পাঠভেদ।
‡ শাল···নানামত।···অভিমত ॥—পাঠভেদ।
§ হৃদয়—কচিৎ পাঠভেদ।

* সেবাইত যে গোসাঞি তাঁরে নাথজী কহিল।—পাঠভেদ।
†···শাল পাগুরি···। শ্রীঅঙ্গেতে যতেক কতেক—পাঠভেদ।
‡···তাহা বিনে মোর শীত··· ।—পাঠভেদ।

গোমস্তা শুনিঞা * ভাণ্ডারীকে জিজ্ঞাসিলা।
ভাণ্ডারী কহয়ে এই মোটা বস্ত্র দিলা ॥
লজ্জায় তোমার স্থানে নাহি দেখাইলা।
আমি তাহা অন্য বস্ত্রে বেষ্টন † করিলা ॥
শ্রীমান্ ত্রিপুরদাস প্রিয়ভক্ত হয়।
মহান-মহিম তারে সকলে কহয় ॥ ‡
দন্তে জিহ্বা কাটি তবে গোমস্তা কহয়।
হা হা কি করেয়েছে কর্ম্ম অনুচিত হয় ॥
শীঘ্র লইয়া আইস তাহাতেই কাম।
সেই সে সকল সার সেই অনুপাম ॥
মোটা যে বসন সেহ জগতে উৎকৃষ্ট।
শাল পাগড়ি হৈতে সেই অতিশ্রেষ্ঠ ॥
শ্রদ্ধায় বিনাট সিঞে দিয়া ভক্তি-ধাগা।
প্রেমরসে কষায়িত অনুরাগে রাঙ্গা ॥
নয়ান-জলেতে ধোয়া উৎকণ্ঠা আতপে।
শুষ্ক হইল যার কিরণের তাপে ॥
এক সেই বস্ত্র আর গোপী-স্তনদ্বয়।
তাহা বিনে শীত নিবারণ নাহি হয় ॥
তবে সেই বস্ত্রখানি আনিঞা ঝাড়িয়া।
নাথজীর শ্রীঅঙ্গে দিলেন উড়াইয়া ॥
তখন যতেক শীত নিবারণ হৈল।
মহামহোৎসব মঙ্গলাচরণ কৈল ॥
সেই যে ত্রিপুরদাস তার অনুদাস।
জন্ম জন্ম লালদাস হৈতে করে আশ ॥ §

৯৪। চরিত্র শ্রীকৃষ্ণদাস মহানুভব

শ্রীমান্ কৃষ্ণদাস সাধু মহা-অনুভব।
প্রেমানন্দে সদা মগ্ন উদারস্বভাব ॥
নৃত্য-গীত-বাদ্যরসে সদাই মগন।
কৃষ্ণগুণগান বিনে নাহিক কথন ॥
নৃত্য-গীত-রসে কৃষ্ণ বশীভূত হৈল।
ভকত-বাৎসল্যে হরি আপনা সঁপিল ॥
একদিন দেখে সাধু দিল্লীর বাজারে।
অপূর্ব্ব জিলাপি করি রাখে থরে থরে ॥
দেখিয়া উৎসাহ হৈল এ-হেন সামিগ্র্য।
বৃথা অন্যে খাবে এ তো নাথজীর যোগ্য ॥
এতেক চিন্তিয়া কারে কিছু না কহিলা।
দোকানে যাইয়া মনে মনে ভোগ দিলা ॥
থালার * সহিত সেই জিলাপির রাশি।
তৎক্ষণাৎ গোবর্দ্ধনে পঁহুছিল আসি ॥
নাথজী খাইয়া তাহা সুতৃপ্ত হইলা।
এথা দোকান্দারে কহে জিলাপি কি হৈলা ॥ †
চমকিত হইয়া ভাবয়ে সভে মেলি।
নাথজী খাইল বলি সাধু ‡ কুতূহলী ॥
দোকানদারেরে কহে চিন্তা না করিহ।
নাথজীর স্থানে থালা জিলাপির সহ ॥
গোবর্দ্ধনে গেল তথা ঠাকুর খাইল।
থালা শূন্য § আন গিয়া বিশেষ কহিল ॥
এতেক শুনিঞা তবে হালোয়াইগণ।
উৎসব করিল অতি আনন্দিত মন ॥
দিল্লী আর গোবর্দ্ধন পাঁচ দিনের পথ।
হালোয়াইগণ আইল ¶ চড়ি মনোরথ ॥
নানান সামগ্রী অতি উত্তম উত্তম।
করিয়া লইয়া আইল করি বাদ্যোদ্যম ॥
নাথজীর ভোগ দিয়া নিজ থালা লঞা।
চলিয়া গেলেন সভে আনন্দিত-হিয়া ॥ **
তাঁহার চরণে করি কোটি নমস্কার।
শ্রীকৃষ্ণ-ভকতি মাগে লালদাস ছার ॥

---

* ভাণ্ডার গোমস্তা—পাঠভেদ। † বেটন—পাঠভেদ।
‡ মহামহিম যে তাঁর সভাই জানয়—পাঠভেদ।
§ ত্রিপুর দাসের অনুদাস।…হৈতে কৃষ্ণদাস……—পাঠভেদ।

* সর্ব্বত্র 'থাল' ও 'থালী'—পাঠ দৃষ্ট হয়।
†…অতিতৃপ্তি হৈল। হোথা……॥—পাঠভেদ।
‡ সভে…পাঠভেদ। § শূন্য—পাঠভেদ।
¶ হালুই আইল তথা—পাঠভেদ॥ ** হৈয়া—পাঠভেদ।

৯৫। চরিত্র শ্রীবিঠ্ঠলদাস (১)

মথুরা-নিবাসী শ্রীবিঠ্ঠলদাস নাম।
বালা রাজার পুরোহিত ভক্ত অভিরাম॥
শ্রীকৃষ্ণে অচলচিত্ত সর্ব্বসুখত্যাগী। *
সদাই বিরলে থাকে প্রেমরসরাগী॥
রাজা তাহা শুনি নিজ পুরোহিত-রীত।
দেখিতে করিলা বাঞ্ছা ভিজি গেল চিত॥
একদিন একাদশী-জাগরণ-রাত্রে।
ডাকিয়া আনিল সেই প্রেমী মহাপাত্রে॥
দো-মহলা ছাতের উপরে রাজা বৈসে।
অনেক বৈষ্ণব তথা জাগরণে আইসে॥
কৃষ্ণকথা ইষ্টগোষ্ঠী কীর্ত্তন নর্ত্তন।
করিতে লাগিলা মেলি বৈষ্ণবের গণ॥
শ্রীমান বিঠ্ঠলদাস শুনিতে শুনিতে।
প্রেমানন্দে অচেতন নাহিক সম্বিতে॥
কথোক রাত্রের পর উঠি বাহ্যহীন।
নাচিতে লাগিলা মাত্র প্রেমের অধীন॥
কোথায় পড়য়ে পদ কাহার উপরে।
স্মৃতিমাত্র নাহি ভাসে আনন্দ-সাগরে॥
হুঙ্কার উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে।
ছাদের উপর হইতে পড়িল ভূমিতে॥ †
কৃষ্ণের করুণা কিছুমাত্র না লাগিল।
রাজা-আদি হাহাকার করিতে লাগিল॥ ‡
শীঘ্র আসি নাম্বি সবে ধরিয়া দেখয়।
কিঞ্চিত বেদনা দেহে নাহিক লাগয়॥
যতন করিয়া রাজা গৃহে পাঠাইল।
নিত্তানি খরচ § যে বন্ধান করি দিল॥
সাধু গৃহ ছাড়ি যাটঘরাতে ¶ রহিলা।
মাতার আগ্রহে শ্রীগোবিন্দ আজ্ঞা দিলা॥
গোবিন্দ-আজ্ঞাতে পুনঃ গৃহেতে যাইয়া।
দিবস যাপন করে বৈষ্ণব সেবিয়া॥
কথোক দিবসে এক পুত্র জনমিল।
রঙ্গিরায় (১) বলি নাম তাহার রাখিল॥ *
অষ্টাদশ বৎসর বয়স যবে হৈল।
পিতার সমান কৃষ্ণে ভক্তি উপজিল॥
দৈবাধীন মৃত্তিকাভিতর কিছু ধন।
আর এক শ্রীবিগ্রহ অতি সুগঠন॥
পাইয়া আনন্দে সেবা করিলা প্রকাশ।
পিতা তাহা দেখি হৈল পরম উল্লাস॥ †
পিতা পুত্রে সেবা নৃত্য-গীত প্রেমে করি।
আনন্দে কাটায় কাল দিবস শর্ব্বরী॥
রাজার তনয়া রঙ্গিরায়ের চরিত।
দেখিয়া অন্তরে বড় হৈল শ্রদ্ধান্বিত॥
কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা তাঁর স্থানেতে করিল।
তাহাতে পরম প্রেম-ভকতি জন্মিল॥
বিঠ্ঠলের গৃহে এক নটিনী আইল।
ঠাকুরের গৃহে গান আরম্ভ করিল॥
রাসলীলা গান করে মধুর স্বরেতে।
বিঠ্ঠল শুনিঞা প্রেম নারে সম্বরিতে॥
ঘরে যত অলঙ্কার বস্ত্র আদি ছিল।
সকল আনিয়া নটিনীর আগে দিল॥
শেষে আর কোথা কিছু যদি না পাইল।
রঙ্গিরায়-পুত্রের হাত ধরি সমর্পিল॥
নটিনী তাহার হাত ধরি বসাইল।
গান-অন্তে হস্তে ধরি লইয়া চলিল॥
তখন বিঠ্ঠলদাস কহে নটিনীরে।
বহু অর্থ দেই লহ পুত্র দেহ মোরে॥
রঙ্গিরায় কহে পিতা অনুচিত হয়।
কৃষ্ণের সম্বন্ধে দান করেছ আমায়॥

(১) বহু পুস্তকে "বিঠলদাস" দৃষ্ট হয়।
* কৃষ্ণেতে আটকি চিত্ত সর্ব্বারম্ভ ত্যাগী—পাঠভেদ।
† 'নাবোতে' ও 'নীচেতে'—পাঠভেদ।
‡ করিয়া উঠিল—পাঠভেদ।
§ নিত্য নিয়মিত—পাঠভেদ। ¶…ছুটি ঘরেতে—পাঠভেদ।

(১) কোন গ্রন্থে 'রাঙ্গিরায়' দৃষ্ট হয়।
* নাম করণ করিল।—পাঠভেদ।
†…অতি হইল উল্লাস।—পাঠভেদ।

এখন উচিত নহে পুনঃ লইবারে।
বিঠ্ঠল শুনিয়া লজ্জা পাইল অন্তরে ॥
নটী রঙ্গিরায়ে লৈয়া পুত্রভাব করি।
লইয়া চলিলা তবে আপন নগরী ॥
হেনকালে রাজকন্যা বৃত্তান্ত শুনিয়া।
তৎক্ষণাত গুরুগৃহে আইল ধাইয়া ॥
কহেন নটিনী আগে বিনয় করিয়া।
গুরু মোরে ভিক্ষা দেহ করুণা করিয়া ॥
নটী কহে তবে দিব ইহার সমান।
স্বর্ণ যদি দেহ তুলে করিয়া প্রমাণ ॥
রাজকন্যা কহে ধিক্ স্বর্ণ কিবা কহ।
সরবস অর্থ গৃহে প্রাণ দেই লহ ॥ *
রাজার কন্যার ভাব-ভকতি দেখিয়া।
পুলক হইয়া নটী কহয়ে বুঝিয়া ॥ †
কিছু নাহি চাহি মুঞি গুরু তব লহ।
সুখে থাক মোর বাছা ঘরে ‡ চলি যাহ ॥
তথাচ যে রাজকন্যা নিজ অঙ্গ হৈতে।
সর্ব্ব § অলঙ্কার খুলি দিল সুচরিতে ॥
গুরুকে লইয়া নিজ গৃহে চলি গেল।
পিতার স্থানেতে দিতে বিশ্বাস নহিল ॥
পুনঃ কোন দিনে কারে দিবে প্রেমাবেশে।
প্রাণধন প্রভু মোর ¶ হারাইব শেষে ॥
অপূর্ব্ব মন্দিরে রাখি সেবা আরম্ভিল।
অলৌকিক কেহ কভু হেন না দেখিল ॥
পূজা গন্ধমাল্য অলঙ্কার বস্ত্রদান।
ত্রিসন্ধ্যা আরতি পাদসেবন স্তবন ॥
বিবিধ সেবন করি দিবসযাপন।
ইথে কি বিচিত্র পাইতে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥
গুরুরূপ-কৃষ্ণ-ভজনের যে মহত্ত্ব।
বেদ-বিধি কহিতে না পারে তার তত্ত্ব ॥

* নব রস…প্রাণ চাহ লহ—পাঠভেদ।
†…ভক্তি যে দেখিয়া।…রিঝিয়া ॥—পাঠভেদ।
‡ গৃহে—পাঠভেদ। § স্বর্ণ…পাঠভেদ।
¶ মুঞি—পাঠভেদ।

গুরুর চরণ ভজি কৃষ্ণচন্দ্র পাই।
গুরু ছাড়ি গোবিন্দ ভজিলে পাই নাঞি ॥
অতএব রাজকন্যা ধন্য ধন্য হয়।
কৃষ্ণভজনের তত্ত্ব সেই সে জানয় ॥
শ্রীমান বিঠ্ঠল দাস আর রঙ্গিরায়।
আর রাজকন্যা শুভমতি মহাশয় ॥ *
সভাকার শ্রীচরণে করিয়া মিনতি।
লালদাস † মাগে কৃষ্ণচরণে ভকতি ॥

৯৬। চরিত্র শ্রীনারায়ণ ভট্ট

শ্রীমন্-নারায়ণ ভট্ট বড় অধিকারী।
যাঁহার আশ্রয় শ্রীল বলদেব হরি ॥
শ্রীমন্ বৃন্দাবনে উঠাগ্রামে হয় বাস।
দাউজীর সেবা রসে বড়ই উল্লাস ॥
নিরীহ নিস্পৃহ ‡ মহাবিরক্ত উদার।
সর্ব্বগুণাকর সদাচার ব্যবহার ॥
পর্ব্বত উপরে স্থিতি নিতি § শত শত।
বৈষ্ণব-সেবন হয় লেখা নাই কত ॥
নানান্ সামগ্রী পরিপূর্ণ যে ভাণ্ডারে।
কোথা হৈতে আইসে কেহো কহিতে না পারে ॥
অপ্রকট সময় হইল যবে আসি।
এক ধনী অজ্ঞ কহে নিকটেতে বসি ॥
শেষকাল হৈল এবে প্রয়াগে চলহ।
তীর্থরাজ ত্রিবেণীর আশ্রয় করহ ॥
এতেক শুনিয়া সাধু দুঃখ পাইল মনে।
ব্রজ ছাড়ি আশ্রয় করিতে কহে আনে ॥
বৃন্দাবন-ধামের যে মহিমা না জানে।
নাহি জানাইলে নাহি জানে অজ্ঞ জনে ॥
আমিতো শ্রীব্রজধামের অনুচর হই।
অজ্ঞ যে লোকের কিছু হিত করি মুঞি ॥ ¶

* অতঃপর—"ইহাদের পাদ পদ্ম ধরিয়ে হৃদয় ॥"—দৃষ্ট হয়।
† কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ। ‡ নীরব নিশ্চেষ্ট—পাঠভেদ।
§ নিশি—পাঠভেদ।
¶…এ ব্রজভূমের…।…হিতকারী…॥—পাঠভেদ।

এতেক ভাবিয়া শ্রীপ্রয়াগ তীর্থরাজে।
স্মরণ করিল সেই অজ্ঞের সমাজে ॥
স্মরণ করিবামাত্র প্রকট হইল।
মহাকোলাহল করি তরঙ্গ চলিল ॥
শ্রীগঙ্গা যমুনা সরস্বতী তিন ধারা।
তিনবর্ণে সুন্দর বহয়ে বেণীপারা ॥
সর্ব্বতীর্থ মথুরা-মণ্ডলে করে বাস।
হরিভক্ত-অনুরোধে হইল প্রকাশ ॥
পর্ব্বত উপর হৈতে দেখি অজ্ঞগণ।
পুছয়ে সাধুরে তবে করিয়া যতন ॥ *
একি আচম্বিতে দেখি নদীর প্রবাহ।
তিনবর্ণ অপূর্ব্বে যে শোভা একি কহ ॥ †
ভট্টজী কহেন শুন এই ব্রজধাম।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঞিহো হন সর্ব্ব-অভিরাম ॥
যতেক তীর্থের তীর্থ সভার উপাস্য।
সর্ব্বতীর্থ শ্রীল-মধুরার ‡ করে দাস্য ॥
তুমি কহ বৃন্দাবন ছাড়িয়া প্রয়াগ।
যাইতে আমারে ইহা বড়ই বিরাগ ॥
এতেক শুনিয়া সেই ধনী মহাজন।
অপরাধ মানি তাঁর ধরিল চরণ ॥
আমি অজ্ঞ মুঢ় মুর্খ ইহা জানি নাঞি।
এবে বুঝিলাম শিখিলাম তব ঠাঞি ॥
অপরাধ ক্ষম মোর লইনু শরণ।
প্রসন্ন হইয়া সাধু কৈল আশ্বাসন ॥
অদ্যাপিহ উঠাগ্রামে পর্ব্বতের তলে।
নিম্ন খাল আছয়ে প্রয়াগ সভে বলে ॥
হরিভক্তজনের অনুরোধ কে না করে।
হরি নিজ ভক্ত-পদ-রজঃ বাঞ্ছা করে ॥
ইহার অধিক আর কি আছে মহিমা।
শ্রীমন্ ভাগবতে কহে মহিমার সীমা ॥

*…দেখে…। পূজয়ে সাধুরে…॥—পাঠভেদ।
†…অপূর্ব্ব…অহরহ…—ক্বচিৎ পাঠভেদ।
‡ মথুরার—পাঠভেদ।

শ্রীমন্-নারায়ণ-ভট্ট-মহান্ত-চরণ।
কৃপা-আকাঙ্ক্ষিত লালদাস * অজ্ঞজন ॥

৯৭। পুনশ্চ শ্রীরূপ-সনাতন চরিত্র

শ্রীব্রজবল্লভ বল্লভ সুদুর্লভ সুখ নৈনা নদিয়ে ॥
ইত্যাদি

কলিভব-সংসারের তারণ-কারণ।
তরণী সৃজিলা বিধি রূপ-সনাতন ॥
সর্ব্ববেদশাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করিলা।
অমৃত শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি উদ্ধারিলা ॥
মীমাংসক মায়াবাদী অসুর বঞ্চিয়া।
কৃষ্ণভক্ত দেবে দিলা অমৃত বাঁটিয়া ॥
শ্রীল-রূপ-সনাতন-কৃত যত গ্রন্থ।
নাভাজী দেখিয়া হৈল চমৎকারবন্ত ॥
সুমিষ্ট সুন্দর সে বিচিত্র অলঙ্কার।
পরম পাণ্ডিত্য যে সিদ্ধান্ত † বেদসার ॥
শব্দে নানা অর্থ অথচ একভাব।
পরম প্রসাদগুণ বড়ই প্রভাব ॥
নন্দগ্রামে একদিন শ্রীল সনাতন।
শ্রীরূপের স্থানে গেলা করিতে মিলন ॥
শ্রীরূপ-গোস্বামী করি দণ্ডবৎ নতি।
আসনাদি অর্পিয়া সম্মান কৈল অতি ॥
ভোজন কারণ দুগ্ধ শর্করাদি আনি।
পরমান্ন আদি পাক করিলা আপনি ॥
সনাতন কিছু কিছু আভাস দেখেন।
শ্রীমতী কিশোরীজীউ টহল করেন ॥
দেখিয়া নয়ানে প্রেমধারা বহি যায়।
না কহে কাহারে কিছু বসিয়া দেখয় ॥
শ্রীরূপ রন্ধন করি যুগলকিশোরে।
ক্ষীরভোগ লাগাইলা পুলক-অন্তরে ॥

* শ্রীল…।…কৃষ্ণদাস…—পাঠভেদ।
† সুচ্ছন্দ—পাঠভেদ। পরম পাণ্ডিত্য যে…॥—পাঠভেদ।

কিশোর-কিশোরী দোঁহে ভোজন করেন।
তাহাও শ্রীসনাতন আভাসে দেখেন ॥
ভোজন করিয়া যবে দোঁহে চলি গেলা।
শ্রীরূপের কণ্ঠ ধরি কান্দিতে লাগিলা ॥
তুমি ধন্য ধন্য তব বলিহারি যাই।
রাধাশ্যামে * খাওয়াইলে করিয়া রসুই ॥
কিন্তু এক দেখিয়া যে দুঃখ হৈল মনে।
টহল করিলা প্যারী তোমার রন্ধনে ॥
তুমি মেনে † কভু যে রন্ধন না করিহ।
সুকুমারী প্যারীজীকে দুঃখ নাহি দিহ ॥
তবে সেই প্রসাদ যে গোস্বামী পাইয়া।
কুটীরে চলিয়া গেলা প্রেমানন্দ-হিয়া ॥
অবশেষে শ্রীলরূপ গোস্বামী ‡ পাইলা।
স্বাদু আস্বাদন করি আপনা ভুলিলা ॥
যে প্রসাদ-কণায় মহাদেব মত্ত হৈল।
যে প্রসাদ লাগিয়া পার্ব্বতী তপ কৈল ॥
যে প্রসাদ লাগি পুরুষোত্তমে বিমলা। §
অদ্যাপি করেন বাস অতি কুতূহলা ॥
হেন যে প্রসাদ শ্রীল-রূপ-সনাতন।
অনায়াসে নিতি পান হেরে শ্রীবদন ॥
অতএব গোসাঞি শ্রীরূপ-সনাতন।
সম নাহি গণি ব্রহ্মা আদি দেবগণ ॥
আর এক কথা শুন অপূর্ব্ব কাহিনী।
যাহা শুনি সাধুগণ না ধরে পরাণী ॥
শ্রীরূপ গোসাঞি শ্রীমান্ রাধিকার রূপ।
বর্ণন করিলা যে সে অতি অপরূপ ॥
বেণীর তুলনা দিল ফণীর সহিতে।
শ্রীসনাতনের তাহে দুঃখ হৈল চিতে ॥ ¶
বিষধর সহ সুধাধরের তুলনা।
না পাইল সুখ তাথে মনের বেদনা ॥ **

ফণীর স্বরূপ বেণী আকৃতির অংশে।
শ্রীকৃষ্ণের মনোবৃত্তি নহে রসাভাসে ॥
সনাতনে জানাইতে কৈল এক লীলা।
ছলে শ্রীমতীর বেণী তাঁরে দেখাইলা ॥
একদিন রাধাকুণ্ড-তীরে বৃক্ষডালে।
ঝুলনায় প্যারীরে লইয়া কৃষ্ণ ঝুলে ॥
কিছুদূরে হৈতে শ্রীসনাতন দেখে।
প্যারীজীর বেণী যেন ফণী লকলকে ॥
কৃষ্ণসর্পাকৃতি বেণী দেখি সনাতন।
তখন প্রশংসে তবে রূপের * বর্ণন ॥
অন্য ফণি-দর্শনে উপজে মনে ভয়।
সে ফণিদর্শনে হৈল আনন্দ উদয় ॥
প্রেমানন্দে জাড্য হৈল বিবর্ণ শরীর।
সর্পাঘাতে যেন হয় বিবর্ণ অস্থির ॥
হেন বুঝি বেণীফণি দংশন করিল।
গরল আকৃতে দেহে অমৃতে ব্যাপিল ॥
প্রেমামৃত ব্যাপি দেহে শ্রীল-সনাতন।
ভূমে গড়াগড়ি যায় নাহিক চেতন ॥ †
প্যারী-পীতাম্বর ‡ হেরি আনন্দে ভাসিলা।
চকিতমাত্রেতে দেখা দিয়া দোঁহে গেলা ॥
শ্রীল-সনাতনের মহাপ্রভাব শুনিয়া।
আকব্বর পাৎসা (১) আইল দর্শন লাগিয়া ॥
যোড়হস্তে রাজা দাণ্ডাইয়া তাঁর আগে।
বাক্য শুনিবারে প্রশ্ন করে অনুরাগে ॥
সনাতন রাজ-দরশন নিন্দা মানি।
হেঁটমাথে রহিলা না কহে কিছু বাণী ॥
পুনঃ আকব্বর সা কৃষ্ণভক্ত সঙরিয়া।
আলাপ করিলা তবে সম্মান করিয়া ॥
রাজা বহু স্তুতি নতি করিয়া চলিলা।
যাওন কালেতে কিছু § কহিতে লাগিলা ॥

* শ্যাম শ্যামায়—পাঠভেদ।　† বেনে—পাঠভেদ।
‡ …শ্রীরূপ গোস্বামী যে—পাঠভেদ।
§ শ্রীবিমলা—পাঠভেদ।
¶ শ্রীল সনাতনের…দুঃখী হৈল চিত্তে—পাঠভেদ।
** না ভাইল মনে তাথে পাইল বেদনা।—পাঠভেদ।

*…প্রশংসা করে শ্রীরূপের…।—পাঠভেদ।
† প্রেমামৃতে…। ভূমে পড়ি গড়ি যায়…॥—পাঠভেদ।
‡ প্যারী প্রিয়তমে—পাঠভেদ।
(১) কোন কোন গ্রন্থে 'একব্বর' দৃষ্ট হয়।
§ রাজা—পাঠভেদ।

গোসাঞি তোমার কিছু আকাঙ্ক্ষা যে থাকে।
ব্যক্ত করিয়া তাহা কহ তো আমাকে ॥
যে আজ্ঞা করিবে তাহা জাহের করিব। *
যাহা চাবে তাহা দিব ব্যর্থ না হইব ॥
সনাতন কহেন আকাঙ্ক্ষা কিছু নাহি।
পুনঃ রাজা কহে পুনঃ কহে নাহি নাহি ॥
একান্ত যদ্যপি রাজা পুনঃ পুনঃ কহে।
তবে সনাতন কিছু ভঙ্গি করি চাহে ॥
অর্থ তো তোমার স্থানে কিছু নাহি চাহি।
এক যে বাসনা যদি শুন তবে কহি ॥
এই যে যমুনাতীরে আমার আশ্রয়।
ভাঙ্গিয়া পড়িল জলে অল্প স্থান হয় ॥
এই স্থানটুকু মোর বান্ধাইয়া দেহ।
তব স্থানে মুঞি আর কিছু নাহি চাহোঁ ॥
এতেক শুনিয়া রাজা কহে ভৃত্যগণে।
দাণ্ডাইয়া আপনি দেখেন সেই খানে ॥
দেখে নানা মণি মুক্তা পরম-রতনে। †
যমুনার তীরে বান্ধা কতেক ভাণ্ডনে ॥
মনোহর অলৌকিক পরম মোহন।
যাহা হেরি মোহ যায় ব্রহ্মা-আদিগণ ॥
শোভা দেখি রাজা তবে বিহ্বল হইল।
দেখিতে দেখিতে তেঁহ আর না দেখিল ॥
বিচার করিল মনে এই বৃন্দাবন।
স্বরূপ যে হয় এই পরম-মোহন ॥
আমি কিছু সনাতনে দিতে যে চাহিল।
তাহারি উত্তর মোরে ছল করি দিল ॥
তুমি যাহা ‡ দিবে মুঞি পাইল যে ধন।
তার এক কণার কোটি কোটির যে কণ ॥
তোমা হেন লক্ষ কোটি রাজার যে ধন।
অধিক নাহিক হবে না হবে সমান ॥
এই ভাবে সনাতন যমুনার তীর।
বান্ধিতে কহিল এই আশয় গম্ভীর ॥

*…কয়হ…হাজির—পাঠভেদ।
† পরশ রতনে—পাঠভেদ। ‡ কিবা—পাঠভেদ।

এতেক চিন্তিয়া রাজা মুচকি হাসিয়া।
গোসাঞির আগে কহে স্তবন করিয়া ॥
এবে বুঝিলাম তুমি এই * ত্রিজগতে।
মহা আঢ্য ধনী জন নাহি তোমা হৈতে ॥
ত্রিজগত নাথ সেই পরম দুর্ল্লভ।
দুরারাধ্য যেঁহো তেঁহো পরম সুলভ ॥ †
অতএব তোমারে যে আমি দিব কি।
আমি যে পাৎসাহা অভিমান করেছি ॥
এতেক কহিয়া তবে রাজা চলি গেল।
কিঞ্চিত মহিমা সনাতনের কহিল ॥
শ্রীরূপ-সনাতন-চরণের আশ।
জন্মে জন্মে দৃঢ় আশা করে লালদাস ॥ ‡

৯৮। চরিত্র শ্রীহরিবংশ গোসাঞি

শ্রীমন্-হরিবংশ-গোস্বামি-চরিত্র। §
জগতে ব্যাপিত হয় পরম পবিত্র ॥
শ্রীমন্ গোপালভট্টজীর শিষ্য তেঁহো।
মহাভক্তিবান তেঁহো রাধাকৃষ্ণ প্রেমবহ ॥ ¶
এক একাদশী দিনে তাম্বূল প্রসাদী।
খাইলা বলিয়া গুরু কৈলা অপরাধী ॥
অন্তরে গোসাঞি রুষ্ট নাহি তো হইলা।
বাহে লোকশিক্ষা হেতু শাসন করিলা ॥
হরিবংশ গোসাঞির শিষ্য-অনুক্রমে।
এবে রাধাবল্লভি-গোসাঞি ব্রজধামে ॥
শ্রীমন্ গোসাঞি জীরে ** শাসন করিল।
তাহাতে কিছুইমাত্র দোষ নাহি ছিল ॥
আচার্য্য গোপালভট্ট তাহাতে প্রণালী।
ফিরাইল কি-হেতুক না জানি কি বলি ॥

* এক—পাঠভেদ।
† ত্রিজগতের নাথ যেই…।…তোমাতে সুলভ ॥—পাঠভেদ।
‡…সনাতনের শ্রীচরণে আশ।…মূঢ়…কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।
§ গোস্বামীর যে চরিত্র—পাঠভেদ।
¶ …গোপাল জীর হয় তেঁহো।…রাধা চাঞা—পাঠভেদ।
** শ্রীমন্-গোপালভট্ট—পাঠভেদ।

যেহেতুক অন্য অন্য সম্প্রদায়ীর * সনে।
ব্যবহার আহার পরমার্থে নাহি বনে ॥
বিচ্ছেদ হইল এই সঙ্গত না হয়।
রাজা রাজসিংহ বহু বিচার করয় ॥ †
সে সব কহাতে এবে ফল কিছু নাঞি।
কোটি কোটি দণ্ডবত সভাকার ঠাঞি ॥

৯৯। চরিত্র শ্রীহরিদাস স্বামী (১)

শ্রীমন্ হরিদাস-স্বামী প্রসিদ্ধ জগতে।
শ্রীমন্ বঙ্কবিহারীর কৃপাপাত্র-মতে ॥
শ্রীমন্-বৃন্দাবন-ধামে নিধুবনে বাস।
বিরক্ত উদার প্রেমভক্তি-রসরাস ॥
শ্রীবঙ্কবিহারী কৃপা করিলা যেমনে।
আশ্চর্য্য কথন এই শুনহ শ্রবণে ॥
স্বতঃপ্রকাশিত চিদানন্দ শ্রীবিহারী।
নিধুবনে আছিলা যে মৃত্তিকা ভিতরি ॥
হরিদাস স্বামী প্রতি প্রত্যাদেশ কৈলা।
স্বামী যত্ন করি মাটি খুদি উঠাইলা ॥
পরম সৌন্দর্য্য মণিময় অপ্রাকৃত।
ভুবনমোহন রূপ অতি চমৎকৃত ॥
অভিষেক করি সিংহাসনে বসাইয়া।
সেবাতে নিযুক্ত হৈল আনন্দিত-হিয়া ॥ ‡
অলঙ্কার বস্ত্র নানা সেবার সামগ্রী।
জমীদার রাজা সব আনে করি ব্যগ্রা ॥ §
সেবার শৃঙ্খলা অতি সুন্দর হইল।
স্বামী প্রেমানন্দে অই রসেতে মাতিল ॥
শিষ্য হইবারে এক ব্যক্তি নিবেদয়।
তার স্থানে গুপ্ত এক স্পর্শমণি হয় ॥

স্বামী সর্ব্বজ্ঞ তাহা জানিঞা কহয়।
এক স্পর্শমণি তব গাঁটিতে আছয় ॥
রজোগুণ শক্তি তার তাহা তো থাকিতে।
শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি-তত্ত্ব না পশিবে চিতে ॥ *
তাহা যদি দূর কর তবে যে কহিবে।
করিতে যে পারি যাথে কৃষ্ণভক্তি পাবে ॥
নতুবা যাইয়া কর বিষয়-সেবন।
গতায়াত পুনঃ পুনঃ সংসার ভ্রমণ ॥
এতেক শুনিঞা সেই ব্যক্তি পুনঃ কহে।
তবে হেন বস্তুতে কি কাজ রাখি মোহে ॥
পুনঃ সাধু কহে যদি আমার সাক্ষাতে।
যমুনার দূর জলে পারহ ডারিতে ॥
তবে মোর স্থানে আসি কৃষ্ণমন্ত্র লও।
শ্রীমন্ বিহারিজীর টহলিয়া হও ॥
তবে সেই ব্যক্তি স্পর্শমণিকে লইয়া।
যমুনায় টান মারি দিল ফেলাইয়া ॥
দেখি হরিদাস স্বামী আলিঙ্গন করি।
কৃষ্ণদীক্ষা দিলা প্রশংসিয়া বেরি বেরি ॥ †
সেবায় বিহারিজীর নিযুক্ত করিল।
ঐকান্তিকে সেই জন হরিপ্রাপ্ত হৈল ॥ ‡
এক মহাজন যে বিহারিজীর তরে।
বহুমূল্য আতর পাঠায় লোক দ্বারে ॥
স্বামী যে বালুকাপরি আছেন বসিয়া।
হেনকালে লোক দিল আতর লইয়া ॥
তখন বিহারিজীউ শয়নে আছয়।
দ্বার বন্ধ অঙ্গে দিতে না হয় সময় ॥
স্বামী হস্তে করি সেই আতরের শিশি।
ভূমে ডারি দিলা সব সেইখানে বসি ॥
লোক কহে মহাশয় কি হেতু ইহার।
হেনবস্তু ডারিলে উপরে বালুকার ॥

---

* সম্প্রদায় সনে—পাঠভেদ।
†...এক-পঙ্গত···। রাজা জয়সিংহ···॥—পাঠভেদ।
(১) কোন কোন গ্রন্থে 'হরিদাস গোস্বামি' দৃষ্ট হয়।
‡ সেবায়···হৈয়া—পাঠভেদ।
§···সামিগ্র। রাজারাজোড়া···ব্যগ্র ॥—পাঠভেদ।

* শুদ্ধভক্তি তত্ত্ব কৃষ্ণ—পাঠভেদ।
† কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা দিয়া প্রশংসিলা বেরি—পাঠভেদ।
‡ অলৌকিক চমৎকার রঙ্গ চড়ি গেল—পাঠভেদ।

স্বামী কহে বেহারীর অঙ্গে পরাইনু।
বরঞ্চ দেখহ চল ঠাকুরের তনু॥
গাত্রোত্থানের তবে সময় হইল।
লোকেরে যাইয়া তবে অঙ্গ দেখাইল॥
শ্রীঅঙ্গ বাহিয়া সেই আতর পড়িছে।
সদ্‌গন্ধেতে দশদিক্ আমোদ করিছে॥
আশ্চর্য্য মানিঞা সেই লোক চলি গেলা।
শ্রীকৃষ্ণভক্তের কেবা জানে কোন্ লীলা॥
শ্রীমন্ শ্রীহরিদাস স্বামীর চরণ।
কৃপা লাগি লালদাস * করয়ে বরণ॥

১০০। চরিত্র শ্রীহরিরাম ব্যাসজী

শ্রীহরিরাম ব্যাস বৈষ্ণব-প্রধান।
করি তাঁর গুণগান লভিবারে ত্রাণ॥
শ্রীমন্ হরিরাম নাম ব্যাস যে গোস্বামী।
মনে অনুভাব ভক্তিমান্ মহাপ্রেমী॥
ঝনাপনা নামে দেশ তথায় নিবাস।
সর্ব্বত্যাগী সাধু যেই ব্রজে কৈলা বাস॥ †
শ্রীমান্-মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর।
শিষ্য যেই শ্রীমাধব ‡ শিষ্ট শান্ত ধীর॥
তাঁর শিষ্য শ্রীল হরিরাম যে গোস্বাঞি।
অতএব বংশ তাঁর মাধ্বী সম্প্রদায়ী॥ §
শ্রীমন্ হরিরাম ¶ কৃষ্ণ-বৈষ্ণব সেবন।
বিনে নাহি ভায় জ্ঞাতি-কুটুম্ব-ভোজন॥
একদিন গৃহে কোন বিবাহ-উৎসাহ।
ভাই ভাতিজায় করে পকান্ন সমূহ॥
মিষ্টান্নাদি সামগ্রীর ভাণ্ডারে ভাণ্ডারী।
আপনি হইল মনে পরামর্শ করি॥

অপূর্ব্ব সামগ্রী সব ইতরে খাইবে।
বৈষ্ণবের যোগ্য যাথে কৃষ্ণ তৃপ্ত হবে॥
এতেক ভাবিয়া কারো কিছু না কহিয়া।
বৈষ্ণব নিমন্ত্রি সব দিল খাওয়াইয়া॥
ভ্রাতা আদিগণ গালি পাড়িয়া কহয়।
বিবাহের কার্য্যে এবে কি হবে উপায়॥
তেঁহো কহে অনর্থক কেনে কর এত।
বৈষ্ণব খাওয়াও যাহা সাধুর সম্মত॥
ব্যাসজীর চরিত্রে যে অপূর্ব্ব কথন।
পরম নৈষ্ঠিক নাহি যাহার সমান॥
একদিন মহোৎসব হৈল কোন স্থানে।
উচ্ছিষ্ট যে অন্ন নিঞা যায় হাড়িগণে॥
ব্যাসজীউ জিজ্ঞাসিলা সেই হাড়িগণে।
কোথায় পাইলি অন্ন ভোজ কোন্ স্থানে॥
হাড়িগণ কহে আজি অমুকের স্থানে।
মহোৎসব হইল যে খাইল সাধুগণে॥
তাহা শুনি ব্যাসজীউ আনন্দিত হৈল।
তাহা হৈতে একমুষ্টি লইয়া খাইল॥
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট এমতি গুণ তার।
খাইবামাত্রেতেই হৈল প্রেমের বিকার॥
জ্ঞাতি গোষ্ঠী তাহা দেখি কৈল অসংগ্রহ।
ব্যাসজীর তাহে কিছু না হৈল অসহ॥
ঠাকুরাণী সহ যবে বৃন্দাবনে গেলা।
মহিমা দেখিয়া সভে চমৎকার হৈলা॥
সেই জ্ঞাতি গোষ্ঠী আসি চরণে পড়িলা।
প্রার্থনা করিয়া খাওয়াইতে না পারিলা॥
গৃহ ছাড়ি সাধু বৃন্দাবনে কৈল বাস।
তথায় নর্ত্তকগণ করে লীলা রাস॥
নাচিতে নাচিতে রাধিকার যে নূপুর।
ছিণ্ডিয়া পড়িল খসি * অঙ্গুলীর ডোর॥
ব্যাসজী উঠিয়া ছিণ্ডি যজ্ঞ-উপবীত। †
নূপুর বান্ধিয়া দিলা গদগদ চিত॥

---

* কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।
† ঝন্নাপন্না নাম···। সর্ব্বত্যাগ করি যেই···॥—পাঠভেদ।
‡ শিষ্য শ্রীমাধব নাম—পাঠভেদ।
§ ···তাঁর বংশ···সম্প্রদাই—পাঠভেদ।
¶ শ্রীমন্ ব্যাস—পাঠভেদ।

* বসিয়া পড়িল ছিণ্ডি—পাঠভেদ।
† যজ্ঞো যে পবীত—কচিৎ পাঠভেদ।

সাধু কহে আজি মোর এ যজ্ঞোপবীত।
সফল হইল কর্ম্মে লাগিল উচিত ॥
শ্রীহরিরাম ব্যাস্ হন তিন সহোদর।
সকলেই সাধু তাঁরা গুণে শ্রেষ্ঠতর ॥
যাইবারে বৃন্দাবন করিয়া মনন।
সংসারের সুখ সব দিলা বিসর্জ্জন ॥
তিন পুত্রে ব্যাসজীউ আপনার ধন।
বাঁটোয়ারা করিয়া দিবার কৈল * মন ॥
পুনঃ বিচারিল অর্থ পাইয়া সভাই।
না ভজিবে কৃষ্ণ কেহো হইয়া বিষই ॥
বৈরাগ্য জন্ময় কারো † শ্রীকৃষ্ণ ভজয়।
পরামর্শ করি মনে চিন্তিল উপায় ॥
ধন ধান্য আদি করি আর গৃহ ঘর। ‡
একবাট ঠাকুর শ্রীকিশোরী কিশোর ॥
একবাটে মালা শ্যামবন্ধনী তিলক।
তিন বাটে কৈল এক শুনিতে কৌতুক ॥
গুলি বাঁট করি উঠাইলা তিন জন।
তিন জনে তিন বস্তু করিলা গ্রহণ ॥
ব্যাসজীর স্ত্রী অতি পতিব্রতা সতী।
বৃন্দাবনে আইলেন লইবারে পতি ॥
ব্যাসজী তাঁহারে গৃহে যাইতে কহেন।
তেঁহো নাহি যান বনে পড়িয়া রহেন ॥
তবে সাধু দূরে থাকি বৈষ্ণব-সেবনে।
রাখিলেন নিজ স্ত্রী জ্ঞান নাহি মনে ॥
একদিন ব্যাসজীউ বৈষ্ণবের সহ। §
প্রসাদ পাইতে বৈসে করিয়া উৎসাহ ॥
ঠাকুরাণী দুগ্ধ পরিবেশন করিতে।
সরখানা ভারি ¶ দিল ব্যাসজীর পাতে ॥
ব্যাসজী কহেন হাঁরে দুষ্টিনী কুমতি।
বড় সরখানা দিলে মোরে জানি পতি ॥

* দিবারে হৈল—পাঠভেদ।
† বৈরাগ্য জন্ময়ে যাহে—পাঠভেদ।
‡ একবাট কৈল ধনে ধান্ত-বাটী-ঘর—পাঠভেদ।
§ করিয়া উৎসাহ—পাঠভেদ।
¶ কাড়ি—কচিৎ পাঠভেদ।

আজি হৈতে মুখ নাহি দেখিব তোমার।
এতো কহি তাঁহারে করিলা তিরস্কার ॥ *
সুবোধ সুশীলা তেঁহো পরামর্শ কৈল।
নিজ অলঙ্কার দশ সহস্রের ছিল ॥ †
তাহা সব ব্যাসজীর নিকটে ধরিয়া।
করযোড়ে কহে কিছু বিনয় করিয়া ॥ ‡
শ্রীমন্ কিশোরীজীর মন্দির যে নাঞি।
মন্দির বানাও এই গুলিকে ভাঙ্গাই ॥
তাহার চরিত্র দেখি সন্তোষ হইল।
তাহাতে কিশোরীজীর মন্দির হইল ॥ §
ব্যাসজীর প্রভাব কতেক কহা যায়।
যুগলের প্রেমানন্দে দিবানিশি যায় ॥
হরিনাম ব্যাস আর শ্রীআনন্দঘন।
আর হরিদাস স্বামী এই তিনজন ॥
মহা-অনুভব সিদ্ধ শুনিঞা পাতসা।
দেখিবারে মনে বড় হইল তিরিষা ॥
লইয়া যাইতে রাজা এই তিনজনে।
যান পাঠাইয়া দিলা শ্রীবৃন্দাবনে ॥
ঞিহারা যাইতে কেহো সম্মত নহিলা।
তথাপিহ একান্ত করিয়া নিঞা গেলা ॥
তিন যে বিরক্ত অবধূত-বেশ হয়।
অর্দ্ধ-উন্মীলিত দৃষ্টি উন্মত্তের প্রায় ॥
পাতসা লইয়া বহু সম্মান করিল।
নির্জ্জন পবিত্র স্থানে সভারে রাখিল ॥
কৃষ্ণকথা পুছে ষট্ সন্দর্ভের মতে। ¶
সাধুগণ অতি তুষ্ট হইলা তাহাতে ॥
দুই তিন দিন থাকি উৎকণ্ঠিত হৈলা।
বৃন্দাবনে যাইবারে রাজারে ** কহিলা ॥

* বেরেস্তর—বহু পুস্তকে পাঠভেদ।
† দশ সহস্রে বেচিল—পাঠভেদ।
‡ লইয়া শ্রীব্যাসজীর…।…মিনতি করিয়া ॥—পাঠভেদ।
§…প্রসন্ন হইল।…মন্দির বনিল—পাঠভেদ।
¶…রাজা সুসন্দর্ভ মতে—পাঠভেদ।
** পাৎসারে—পাঠভেদ।

রাজা কহে এতেক উৎকণ্ঠা কেনে হও।
কার কোন্ সেবা তোমা-সভাকার কও ॥
এতেক শুনিঞা সভে আনন্দিত হৈল।
তিনজন প্রেমানন্দ-সাগরে ভাসিল ॥ *
ব্যাসজীর সেবা সদা পিকদানী হাথে।
থাকেন যুগল-পার্শ্বে রঙ্গমহলেতে ॥

দোঁহা—

নবকুমার চন্দ্রচূড়া নৃপতি সামরো
শ্রীরাধিকা তবন মন পট্টরাণী।
শেষগৃহ আদি বৈকুণ্ঠ পরযন্ত
সব লোক থানে তবন রাজধানী ॥
মেঘ ছাপ্পান্ন কোট রাগ সীঁচত যাঁহা
মুক্তি চারো যাঁহা ভরত পাণি।
সূর শশী পাহরু পবন জল ইন্দ্রা
চরণ-দাসী ভট্ট নিগম্বাণী ॥
ধর্ম্ম কোতোয়াল শুক সূত নারদ যাঁহা
করত চরাচর সনকাদি জ্ঞানী।
সত্ত্বগুণ পহরিয়া কাল বঁহুয়া যাঁহা
দাঁড়ি এত কর্ম্ম কামরতি সুখ নিশানি ॥
কনক মরকত ধর নিকুঞ্জ কুসুমিত মহল
মধ্য কমনীয় সেনি আটানি।
পলন হিরত দোউ যাঁহা না পোঁছে কোউ
শ্রীব্যাসমহলন নিয়া পীকদানি ॥ ইতি

হরিদাস ঠাকুরের চামরসেবন।
আনন্দঘনের সেবা পাদসম্বাহন ॥
এতেক শুনিঞা রাজা আনন্দিত হৈল।
কিছু ভাব উদয় হইয়া বিচারিল ॥ †
ব্যাসজীকে অতি শীঘ্র কহিলা যাইতে।
সদা কার্য্য পীকদানির পীকাদি ডারিতে ॥
আর দুই জনাকে কহেন স্তুতি করি।
তোমরা চামর-পাদসেবা-অধিকারী ॥

তাহাতে কিঞ্চিত গৌণ হৈল ক্ষতি নাঞি।
কৃপা করি রহ দিন দুই এই ঠাঁই ॥
ব্যাসজী চলিয়া গেলা তাঁহারা রহিলা।
দিন দুই তিন বাদে তাঁহারাও গেলা ॥
অতএব ব্যাসজীর অলৌকিক লীলা।
কিঞ্চিত কহিল সব কহিতে নারিলা ॥

১০১। চরিত্র শ্রীঅলি-ভগবান্

শ্রীল-অলি-ভগবান নাম বড় সাধু।
কৃষ্ণরসে মত্ত পান করে প্রেমমধু ॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে মাতোয়ালা প্রায়। *
বৃন্দাবন দেখিবারে হইল আশয় ॥
বৃন্দাবন গেলা বহুক্লেশে মহাশয়। †
অশ্রুধারা অবিরাম দেখিতে না পায় ॥
বৃন্দাবনে গিয়া দেখে রতন-জড়িত।
ভূমি গৃহ বৃক্ষ স্তম্ভ যমুনার ভিত ॥
কল্পবৃক্ষময় কল্পলতা সুশোভিত।
যে দিগে নেহারে হেরি হয় চমকিত ॥
যমুনা-পুলিনে দেখে শ্রীরাসমণ্ডল।
ত্রিজগমোহন শোভা পরম-বিরল ॥
তথায় যাইবামাত্র স্ত্রীরূপ হইল।
গোপী-অভিমান হৈল সে দেহ ভুলিল ॥
গোপীসহ রাধাকৃষ্ণ হেরি বিমোহিত।
চারিদিগে চাহে হয়ে চমকিত-চিত ॥ ‡
গোপীগণ হাথে ধরি নিকটে আনিঞা।
হাস্য পরিহাস্য করে প্রণয় ভরিয়া ॥ §
রাসরসে কৃষ্ণরসে হইয়া মগন।
ক্ষণেক বেয়াজে আর দেখিতে না পান ॥

---

* তিন দোঁহা তিনজনে প্রেমেতে পড়িল ॥—পাঠভেদ।
† কিছু ভাবোদয় করি বিচার করিল ॥—পাঠভেদ।

* ক্ষণে পড়ে ক্ষণে উঠে মাতোয়ার-প্রায়।—পাঠভেদ।
† বৃন্দাবনে…বহুকৃচ্ছ্রে…—পাঠভেদ।
‡ চারিপানে চাহয়ে হইয়া চমকিত।—পাঠভেদ।
§ ভাবিয়া—পাঠভেদ।

বিরহে কাতর যে কথোক-দিন পরে।
সে দেহ ছাড়িয়া সেই রসে নৃত্য করে ॥
তাঁহার চরণে কোটি কোটি নমস্কার।
সর্ব্বসিদ্ধি পাইল যেঁহো জিনিল সংসার ॥ *

১০২। চরিত্র শ্রীরসিক-মুরারি

শ্রীমান্ রসিক-মুরারি মহাভাগ।
সিদ্ধ মহান্ত কৃষ্ণে মহা-অনুরাগ ॥
সহস্রেক চেলা সকলেই শক্তিমন্ত।
সকলেই ভক্তিমন্ত সকলেই শান্ত ॥
ঠাকুর-সেবার আর বৈষ্ণব-সেবার।
গ্রাম ভূম আছে ভার চেলার উপর ॥ †
গোমস্তা স্বরূপ এক চেলা গ্রামে থাকে।
শুদ্ধমতি গুরু-আজ্ঞা সাবধানে রাখে ॥
দৈবাত্ যে সেই গ্রামে রাজার আজ্ঞাতে।
অন্য কেহ আইলেক দখল করিতে ॥
শিষ্য সেই সমাচার গুরুকে লিখিলা।
রসিক মুরারি ভাল বুঝিতে নারিলা ॥
শিষ্যকে লিখিলা তেঁহো পত্রপাঠ হেথা।
চলিয়া আসিবে তুমি শুনিব কি কথা ॥
ভোজন করিতে বসি ছিল সেই চেলা।
হেনই সময়ে পত্র লোক নিঞা দিলা ॥
খাইতে খাইতে সেই লিখন পড়িয়া।
অমনি উঠিল তবে অন্ন তেয়াগিয়া ॥
আচমন নাহি করে শকড়ি মুখেতে।
হস্তে বস্ত্র জড়াইয়া চলিলা ত্বরিতে ॥ ‡
গুরুর অগ্রেতে গিয়া দণ্ডবত করি।
দাণ্ডাইল সঙ্কোচিত চক্ষে বহে বারি ॥
রসিক-মুরারি-জীউ প্রসন্নবদনে।
পুছেন হস্তেতে বস্ত্র জড়াইলে কেনে ॥

*…করি… ।…পাইল যে এ তিন—কচিৎ পাঠভেদ।
†…ভূমি…তার…।—পাঠভেদ।
‡ ত্বরিতে—পাঠভেদ।

শিষ্য কহে পাঠমাত্র আসিতে লিখিলা।
ভোজন রাখিয়া অমনি চলি যে আইলা ॥
আচমন করিতে যে হইবে গউন।
এ কারণ আইনু হস্তে ঢাকিয়া * বসন ॥
শিষ্যের এ রীত শুনি রসিক-মুরারি।
প্রসন্ন হইয়া কন যাহ ত্বরা করি ॥
আচমন করিয়া আইস শীঘ্রগতি।
তবে তারে বিশেষ পুছেন মহামতি ॥
গ্রাম রোধ করিল রাজার লোক আসি।
বিশেষ কহিলা তবে গুরুস্থানে বসি ॥
রসিক-মুরারি তবে সহস্রেক চেলা।
তার সমিভ্যারে দিয়া আজ্ঞা করি দিলা ॥
রাজার যতেক লোক দূর করি দেহ।
গ্রাম গিয়া আপন দখল করি লহ ॥
তবে তেঁহো পরমার্থ-ভ্রাতাগণ সঙ্গে।
গিয়া সব রাজভৃত্য দূর কৈল রঙ্গে ॥
রাজা শুনি ক্রোধে বহু সৈন্য † পাঠাইলা।
এক মত্তহস্তী তার সমিভ্যার দিলা ॥
এঁহাদিগের প্রতাপে সে ফৌজ পলাইলা।
মত্তহস্তী আক্রমণ করিয়া আইলা ॥
গুরুভক্ত সেই শিষ্য হস্তীর শ্রবণে।
কৃষ্ণনাম দীক্ষা দিলা ধরিয়া তৎক্ষণে ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি হস্তী নাচিতে লাগিল।
মাহুতেরে টানমারি দূরে ফেলি দিল ॥
নাম গোপাল দাস বলিয়া রাখিলা।
নাকে ‡ টীকা দিলা গলে তুলসীর মালা ॥
গ্রামে গ্রামে ফিরে হস্তী সভে প্রীতি করে।
শান্ত স্বভাব কারো অনিষ্ট না করে ॥
রাজার লোকেতে যবে ধরিবারে যায়।
সে সব লোকেরে তবে মারিয়া ভাগায় ॥
রসিক-মুরারিজীর আশ্রমে যখন।
বৈষ্ণব ভোজন করে যায় সে তখন ॥

* লপটি—পাঠভেদ।
†…ক্রোধ করি ফৌজ—পাঠভেদ। ‡ নাসে—পাঠভেদ।

দুয়ারে দাঁড়ায়ে * থাকে বৈষ্ণব খাইলে।
উচ্ছিষ্ট পত্রাদি নিঞা বাহিরে ডারিলে॥
তাহাই খাইয়া যায় আর নাহি চায়।
রসিক-মুরারি জীউ কৃপা করে তায়॥
একদিন মহোৎসবে অনেক বৈষ্ণব।
প্রসাদ পাইতে বৈসে দেখিতে সৌষ্ঠব॥
রসিক মুরারি জীউ শিষ্যে আজ্ঞা দিলা।
বৈষ্ণবের পাদোদক লইতে বলিলা॥ †
তার মধ্যে এক জন কুষ্ঠব্যাধি ‡ ছিল।
তার পাদোদক ঘৃণা করি না লইল॥
গুরু-আগে আনি দিল তেঁহো পান করি।
না পাইল স্বাদ কহে শিষ্যপানে হেরি॥
কেহ তথা কহে পাদোদক যে আনিল।
কুষ্ঠ অঙ্গে দেখি এক বৈষ্ণবের না লৈল॥ §
এতেক শুনিঞা সাধু শিষ্যেরে ভর্ৎসয়।
পাদোদক আন সেই বৈষ্ণব যথায়॥
পুনর্ব্বার গিয়া তাঁর পাদোদক আনি।
দিলা তবে সাধু পান করিলা তখনি॥
পঙ্গতের মধ্যে এক বৈষ্ণবের মতি।
বাতিক স্বভাবে কিছু চঞ্চল প্রকৃতি॥
খাইতে খাইতে কহে সভাই পাইলা।
পঙ্গতের মধ্যে এক সাধু রহি গেলা॥
আমার হস্তের এই সোঁটা না পাইলা।
সোঁটারে আমার সাধুমধ্যে না গণিলা॥
অতএব শীঘ্র এক পানোড়া আনহ।
সে কথায় মনোযোগ না করিল কেহ॥
তবে ক্রোধ করি নিজ পত্র কুড়াইয়া। ¶
উচ্ছিষ্ট অন্নের সহ মারিল ফেলিয়া॥
রসিক-মুরারি-জীর মুখে গিয়া লাগে।
সাধু মৃদু হাসি তাহা খায় অনুরাগে॥
কহে মুঞি বৈষ্ণবের অধর-অমৃতে।
চেষ্টা না করিনু নাহি শ্রদ্ধা কৈনু চিতে॥
বৈষ্ণব-গোসাঞি মোরে করুণা করিয়া।
অধর-অমৃত দিলা মুখেতে ডারিয়া॥
সাধুর স্বভাব দেখ কৃতার্থ মানিলা।
সেই বৈষ্ণবের বহু সম্মান করিলা॥
শ্রীমন্‌-রসিক-মুরারি-শ্রীচরণে।
কোটী পরণাম করি লালদাস * ভণে॥

১০৩। চরিত্র শ্রীসধনা (১)

জাত্যংশে কশাই সেই সধনা নাম হয়।
যাহার স্মরণে † যায় অন্তর-কষায়॥
কৃষ্ণগুণ গান সদা বৈষ্ণব-সেবক।
জাতিকর্ম্ম নাহি হয় জীবের হিংসক॥ ‡
কিনিঞা আনিঞা মাংস বেচি গুজরাণ।
বাটখারা তার এক শালগ্রাম হন॥
তোঁহো নাহি জানে কারে বলে শালগ্রাম।
বাটখারা বলি জানে পাথরের থুম॥ §
পথের কিনারে বসি বিকি-কিনি করে।
দৈবাত্ত বৈষ্ণব একজন তাহা হেরে॥ ¶
দাণ্ডাইয়া দেখিলা যে শালগ্রাম হয়।
মাংসের বাটখারা দেখি দুঃখ উপজয়॥
তথা হৈতে লইবারে মনস্থ করিলা।
ধীরে ধীরে সধনারে কহিতে লাগিলা॥
এই যে পাথর খানি মোরে তুমি দেহ।
আর এক বাটখারা দেই তাহা লহ॥
এখানি তো দিতে নারি সধনা কহয়।
যতেক ওজন করি ইহাতেই হয়॥

---

* পড়িয়া—পাঠভেদ। † লাগিলা—পাঠভেদ।
‡ এক জনার অঙ্গে কুষ্ঠ—পাঠভেদ।
§ একজনা না লইল—পাঠভেদ।
¶ উঠাইয়া…—পাঠভেদ।

* কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।
(১) কোন কোন গ্রন্থে 'সাধনা' দৃষ্ট হয়।
† শরণে—পাঠভেদ। ‡ জাতিধর্ম্ম…হিংস্রক।—পাঠভেদ।
§ থাম—কুত্রচিৎ পাঠভেদ।
¶ দৈবাত্ত…এক যাইতে তাহারে।—পাঠভেদ।

সের-পোয়া-আদিক ওজন করি যত।
ইহার এমন গুণ পূরা হয় তত ॥
বৈষ্ণব কহেন ভাই অবশ্য আমারে।
ঐ যে পাথরখানি দিতে হবে তোরে ॥
বৈষ্ণবের একান্ত আগ্রহ দেখি দিলা।
তেঁহো নিজ গৃহে আনি অভিষেক কৈলা ॥
চন্দন তুলসী পুষ্প ধূপ আদি দিয়া।
ভক্তিতে করিলা পূজা ভোগ লাগাইয়া ॥
রাত্রিযোগে কহে তারে ঠাকুর স্বপনে।
তুমি কেনে আমারে যে আনিলে এখানে ॥
সধনার কাছে মুঞি সুখে আছিলাম। *
তার মুখে মোর গুণগান শুনিতাম ॥
তাহাতে আমার বড় সুখ জনময়।
অতএব শীঘ্র নিঞা রাখহ তথায় ॥
বৈষ্ণব চেতন পাই করয়ে বিচার।
কশাইর স্থানে যাইতে চাহে † পুনর্ব্বার ॥
ইহাতেই বুঝি সেই বড় ভাগ্যবান্।
প্রাকৃত না হবে সেই ভক্তির নিধান ॥
এতেক বিচারি তবে ঠাকুর লইয়া।
প্রাতঃকালে সধনার বাটী পৌঁছে গিয়া ॥
নিরখিয়া তার সাধু অন্তর বাহির।
অনুভব কৈলা এই মহান্ গম্ভীর ॥
দণ্ডবত প্রণাম করিয়া তাঁরে কহে।
এই বাটখারা তব প্রাকৃতিক নহে ॥
শালগ্রাম ঞিহো তুমি ভজহ যাহারে।
সাক্ষাত সে ঞিহো কৃপা করেন তোমারে ॥
আমি ছল করিয়া লইয়া গেনু ঘরে।
মোরে কৃপা নাহি কৈল সম্মতি তোমারে ॥
এতেক শুনিঞা সধনার মন দ্রবে।
প্রাণের অধিক মানি রাখিলেন তবে ॥
গৃহ পরিবার কুলাচার তেয়াগিয়া।
ভিন্ন একস্থানে রহে ঠাকুর লইয়া ॥
ভিক্ষা করি ঠাকুরের সেবন করয়।
নাহি কোন ব্যবসা না যাচয়ে কোথায় ॥
কথোক দিবস পরে বাঞ্ছা হৈল মনে।
শ্রীপুরুষোত্তমে জগন্নাথ দরশনে ॥
প্রেমাবেশে জগন্নাথ দর্শনে চলিল।
সে-দেশীয় যাত্রী বহু পথেতে মিলিল ॥ *
তণ্ডুল গোধূম সভে দেয় খাইবারে।
কশাই বলিয়া কেহো স্পর্শ নাহি করে ॥
কথোক দূরেতে তার সঙ্গ ছাড়াইলা। †
ভিক্ষা করিবারে এক গ্রাম মধ্যে গেলা ॥
সেই গ্রামে এক গৃহস্থের বধূ ভ্রষ্টা।
সধনা সুন্দর দেখি হৈল কামচেষ্টা ॥
খাইবার দিব বলি ‡ গৃহে লৈয়া গেলা।
দ্বাররোধ করি ভ্রষ্টাচার প্রকাশিলা ॥
তেঁহো বলে মুঞি স্ত্রীর সঙ্গ § নাহি করি।
বধূ কহে মুঞি হৈনু নিশ্চয় তোমারি ॥
বরঞ্চ স্বামীর মুঞি মস্তক কাটিয়া।
তোমার সাক্ষাতে আনি প্রত্যয় লাগিয়া ॥
অন্যঘরে স্বামী তার নিদ্রিত আছিলা।
ছুটিয়া যাইয়া তার মস্তক কাটিলা ॥
কাটামুণ্ড আনিঞা সাধুর আগে ধরে।
কহয়ে তোমার হৈনু থাক মোর ঘরে ॥
তাহাতেও যদ্যপি সম্মত না দেখিল।
ক্রোধভরে ভ্রষ্টা এক তুফান করিল ॥
চীৎকার করিয়া কহে ওহে পাড়াপড়সি।
চোর ধরিয়াছি সভে আশু হও ¶ আসি ॥
আমার স্বামীর এই মস্তক কাটিল।
ধন লইবারে দ্বার রুদ্ধ যে করিল ॥ **

*…কাছে আমি সুখে থাকিতাম।—পাঠভেদ।
† চাহ—পাঠভেদ।

*…গমন। স্বদেশী সেবক সঙ্গে পথেতে দর্শন ॥—পাঠভেদ।
†…গিয়া সঙ্গ ছাড়া হৈলা—পাঠভেদ।
‡ খাইবার জন্য তারে—পাঠভেদ।
§…কহে…স্ত্রী সঙ্গম…।—পাঠভেদ।
¶ আগুয়াও—পাঠভেদ।
** ধন নিঞা যাইতে কপাট দ্বারে দিল—পাঠভেদ।

এতেক শুনিঞা পাড়ার লোক যে আইলা।
হাকিম আসিয়া সধনারে নিঞা গেলা ॥
হাকিম পুছয়ে তুমি মনুষ্য মারিলে।
তেঁহো মনে ভাবে ইহা স্বীকার না কৈলে ॥
কি জানি স্ত্রীটাকে পাছে নিঞা দেয় শূলে।
তারে তো বাঁচাই মোর যা থাকে কপালে ॥
যে হয় সে হবে মুঞি স্বীকার করিব।
পর-উপকার ইহা অবশ্য-কর্ত্তব্য ॥
এতো ভাবি সাধু কহে আমি মারিয়াছি।
অর্থগুলি বটে মুঞি চুরি করিয়াছি ॥
কৃষ্ণের ভক্তের কভু হিংসা নাহি হয়।
দেখহ যাহারি পাপ তাহারি ফলয় ॥
সেই ভ্রষ্টা স্ত্রী অতি * দম্ভ প্রকাশিয়া।
নিজ-মত স্ত্রীগণেরে কহে ফুকারিয়া ॥
পতির মাথা তো মুঞি স্বহস্তে কাটিল।
তথাপিহ দুষ্ট মোর মুখ না চাহিল ॥
তাহার উচিত সাজা দিনু ভালমতে।
এখনি গর্দ্দান মারিবেক হাকিমেতে ॥
পরস্পর সেই কথা প্রচার হইয়া।
ধরিয়া লইয়া গেলা হাকিম শুনিঞা ॥
সধনারে সাধু জানি বিদায় করিল।
দুষ্ট সে ভ্রষ্টার † সাজা উচিত করিল ॥
সধনা শ্রীকৃষ্ণগুণ গাইতে গাইতে।
গিয়া উত্তরিল কটকের নিকটেতে ॥
হোথা জগন্নাথ পাণ্ডাগণে আজ্ঞা দিলা।
সধনা নামেতে এক ভক্ত মোর আইলা ॥
পালকিতে চড়াইয়া আনহ তাহারে।
আজ্ঞামাত্রে সভে গেলা তারে আনিবারে ॥
পালকীতে চড়াইয়া চামর করিয়া।
প্রভুর সম্মুখে তারে দিলেন আনিঞা ॥
প্রভু-ভৃত্য দরশনে আনন্দ হইল।
সধনা শ্রীমুখ হেরি আপনা ভুলিল ॥

* হোথা সেই ভ্রষ্টা স্ত্রী—পাঠভেদ।
† দুষ্ট সে রাঁড়ের—পাঠভেদ।

যাহারা কশাই বলি পথে ঘৃণা কৈল।
তাহারা দেখিয়া সভে চমৎকার * হৈল ॥
তখন তাহারা সেই সধনা-চরণ।
ধূলি পাদোদক শিরে ধ'রে করে পান ॥
সহস্র জন্মের পুণ্য দিয়া যদি মুঞি।
সে চরণ-রজ পাই তবে কিনি লই ॥
কৃষ্ণভক্তি-সুধার সাগরে অবগাই।
পাপ তাপ জ্বালা ঘোর † সংসার এড়াই ॥

———

১০৪। চরিত্র শ্রীকাশীশ্বর গোসাঞিও

শ্রীমন্ ঈশ্বরপুরী গোসাঞির শিষ্য।
প্রভুর সতীর্থ হন ‡ জগতে উপাস্য ॥
স্বভাব উদার অতি পণ্ডিত গম্ভীর।
নিরীহ নিস্পৃহ অতি মৌনী সে সুধীর ॥ §
মহাপ্রেম-ভাব শ্রীমন্-বৃন্দাবন-ধামে।
বাতুলের প্রায় কৃষ্ণ-অন্বেষণে ভ্রমে ॥
কভু উপবাস কভু শাক মূল ফল।
কভু মাধুকুরী কভু পান মাত্র জল ॥
যমুনার তীরে পড়ি ডাকে উচ্চস্বরে।
হাহা রাধা কৃষ্ণ বলি সদাই ফুকারে ॥
যেই তাঁর শ্রীচরণ আশ্রয় করিল।
অনায়াসে রাধাকৃষ্ণ-চরণ পাইল ॥
বেণুকূপ নিকটে যে সমাজ তাঁহার।
অদ্যাপি বিরাজমান কুঞ্জের ভিতর ॥
নিত্যসিদ্ধ হন দেহত্যাগ মাত্র ছল।
নানালীলা করি জীবে দেন ভক্তিবল ॥
তাঁহার চরণে ভক্তি রহুক সদাই।
মো সভার ¶ আশ্রয় যে আর কেহো নাই ॥

———

* চমকিত—পাঠভেদ। † তাপ পাপ জ্বালা মোহ—পাঠভেদ।
‡ পরমার্থ ভাই—পাঠভেদ।
§ নিরীহ নিশ্চেষ্ট মৌনী অতি সে সুধীর—পাঠভেদ।
¶ আমা সভা—পাঠভেদ।

৩০৫। ভক্তিমান্ শ্রীখোজেজী

খোজে-জীউ মহাভাগবত হন সিদ্ধ।
বয়েস অধিক এবে * হইলেন বৃদ্ধ॥
শিষ্যগণে কহে মোর কালপ্রাপ্ত হৈল।
বৈকুণ্ঠের দূত মোরে লইতে আইল॥
চলিলাম মুঞি তবে শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী।
কিন্তু এক কথা বলি শুন মন করি॥
যে সময় শ্রীবৈকুণ্ঠ পুরীতে যাইব।
সেইকালে এখানেতে ঘণ্টাবাদ্য হব॥
ইহা কহি সাধু তবে দেহত্যাগ কৈল।
কিন্তু যে এথায় ঘণ্টাবাদ্য না হইল॥
না বাজিল ঘণ্টা শিষ্যগণ চিন্তা করে।
কারণ কিছুই কেহ বুঝিতে না পারে॥
আর এক শিষ্য কোন দূর গ্রামে আছে।
সমাচার ক্রেহার দিলেন তাঁর কাছে॥
তেঁই সিদ্ধ শক্তিমন্ত † দৃঢ় ভক্তিমান্।
চলিয়া আইল শুনি গুরুর পয়ান॥
পরমার্থ-ভ্রাতাগণ সম্মান করিলা।
গুরুর যে বাক্য ‡ তাহা তাঁরে শুনাইলা॥
বৈকুণ্ঠে যাইবামাত্র ঘণ্টাবাদ্য হবে।
শ্রীচরণ পাইলাম তাহাতে জানিবে॥
কিন্তু তাহা না বাজিল বড়ই সংশয়।
ইহার কারণ কিছু বুঝা নাহি যায়॥ §
শুনিয়া কহেন তেঁহো ¶ কারণ আছয়।
যার যে বাসনা মনে ভোগ ইচ্ছা হয়॥
কৃষ্ণ তাহা পূরাইয়া নিজ ধামে লয়।
ইহার প্রমাণ ধ্রুব-আদি মহাশয়॥
স্বামী এই আম্রতলে দেহ তেজিয়াছে।
আম্রবৃক্ষে মিষ্ট আম্র পাকি রহিয়াছে॥
দেহত্যাগ কালে আম্র খাইতে হৈল মন।
আম্রভোগহেতু নহে বৈকুণ্ঠে গমন॥
আম্রভোগ করাইয়া কৃষ্ণ দয়াময়।
লইবেন তাঁরে তবে আপন আলয়॥
ইহা কহি তবে ভ্রাতৃগণেরে কহয়।
আম্রবৃক্ষে ঐ যে সুপক্ব ফল হয়॥ *
ঐটি পাড়িয়া আন বুঝিবে নিশ্চয়।
যে কারণে স্বামীজীউ বৈকুণ্ঠে না যায়॥
তবে বৃক্ষে উঠি সেই আম্রটি আনিল।
অস্ত্রের দ্বারায় তাহা দ্বিখণ্ড † করিল॥
ভিতর হইতে এক কীট নিকলিল। ‡
নিকলিয়া মাত্র কীট দেহত্যাগ কৈল॥
দেহ ত্যজি দিব্যরূপ শ্যাম কলেবর।
চতুর্ভুজ বনমালা-শঙ্খ-চক্রধর॥
হইয়া চলিল স্বর্গ বিমানে চড়িয়া।
দেখিয়া হইল সভে চমকিত-হিয়া॥
ভোগ করাইয়া কৃষ্ণ লয় নিজ ধাম।
পাছে কেহ মনে কর প্রারব্ধাদি কাম॥
প্রারব্ধাদি কর্ম্ম সে ত প্রথমেতে যায়। ¶
কৃষ্ণভক্তে বাধা জন্মাইতে না পারয়॥
এই যে সাধুর আম্রভোগ যে করিল।
সুদামা বিপ্রের আর ধ্রুবের যথা হৈল॥
ভক্তেতে বুঝিবে কুতার্কিকে না বুঝিবে।
প্রারব্ধের ভোগ বলি কুতর্ক করিবে॥
খোজেজীর শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া।
বাসনা ত্যজিতে চাহে লালদাস ** হিয়া॥

---

*...অনেক কাল—পাঠভেদ।
† ভক্তিমন্ত হয় ভক্তিবান্—পাঠভেদ। ‡ আজ্ঞা—পাঠভেদ।
§...সন্দেহ।...কিবা বিচারিয়া কহ॥—পাঠভেদ।
¶ ইহা শুনি তেঁহো কহে—পাঠভেদ।

*...ভ্রাতা গণেরে...।...অগ্রে হয়—পাঠভেদ।
† দোফাঁক—পাঠভেদ। ‡ একটি পীপলি খসিল—পাঠভেদ।
§ প্রথমে ভেজায়—পাঠভেদ। ¶ কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।

ইতি শ্রীভক্তমালগ্রন্থে ত্রিপুরদাসাদি ভক্তগণ-বর্ণন নাম বিংশ মালা॥ ২০॥

একবিংশ মালা

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥

১০৬। চরিত্র শ্রীবাঁকা পতি রাঁকা স্ত্রী

বাঁকা নামে পতি তাঁর রাঁকা নামে স্ত্রী। (১)
পাণ্ডুর পুরেতে বাস বড় অধিকারী ॥ *
কৃষ্ণ বিনে নাহি জানে অনন্যশরণ।
তৃণ কাষ্ঠ বেচি করে দিন গুজুরাণ ॥
নারদ-গোসাঞি তাহা অন্তরীক্ষ হৈতে।
কৃষ্ণের ভকত বলি দয়া হৈল চিতে ॥
বৈকুণ্ঠে যাইয়া ভগবানেরে কহেন।
তোমার হৃদয় প্রভু বড়ই কঠিন ॥
তোমার একান্ত ভক্ত বাঁকা রাঁকা হয়।
কাষ্ঠ বেচি খায় তাহে বড় দুঃখ পায় ॥ †
এত দুঃখ কেনে দেহ আপন ভকতে।
ভগবান্ কন মোর দোষ নাহি তাথে ॥
আমি দিতে চাহি ধন সে তাহা না লয়।
ধনে পাছে ভুলে মোরে এই তার ভয় ॥
সাক্ষাতে দেখহ মুঞি দেখাই তোমারে।
যবে বাঁকা রাঁকা যায় কাষ্ঠ আনিবারে ॥
সেই কালে হরি এক স্বর্ণমুদ্রা-থলি।
রাখিলেন বনের বাহিরে পথে ফেলি ॥

বাঁকা আগে চলি গেল তাহা না দেখিল।
পশ্চাতে যাইতে রাঁকা দেখিতে পাইল ॥
দেখি মোহরের-তোড়া * মনে মনে ভাবে।
স্বামী মোর জানিলে তো লইতে না দিবে ॥
ধূলা মাটি চাপা দিয়া এখন তো রাখি।
পাছে কি বিচার করে তেঁহো তাহা দেখি ॥
এতো ভাবি ধূলা চাপা দিয়া রাখি গেলা।
দুইজনে দুই বোঝা কাষ্ঠ বান্ধি নিলা ॥
ফিরিয়া আসিতে সেইখানে রাঁকা রহি।
স্বামীকে কহয়ে এক কথা শুন কহি ॥
এক থলি স্বর্ণমুদ্রা আছয়ে পড়িয়া।
আমি রাখিয়াছি ধূলা মাটি চাপা দিয়া ॥
বাঁকা তাহা শুনি কহে ভাল করিয়াছ।
অর্থের উপর ধূলা মাটি যে দিয়াছ ॥
উহার পানেতে আর ফিরে না তাকাও।
হেথা হৈতে চলহ ত্বরায় পার হও ॥
এত শুনি রাঁকা কিছু লজ্জিত হইয়া।
কাষ্ঠ নিয়া চলে তার আশা তেয়াগিয়া ॥
অন্তরীক্ষে থাকিয়া শ্রীনারদ কহেন।
তব ভক্ত চরিত্র যে না যায় কথন ॥
তোমার যে প্রেম-সুধারস আস্বাদিল।
প্রাকৃত বিষয়ে তার গ্রাহ্য না হইল ॥ †
পুনঃ তারে কেহো আটকিতে নাহি পারে। ‡
প্রাকৃত বিষয় দিয়া এ তিন সংসারে ॥

---

(১) রাকা পতি ও রাকী স্ত্রী কোন কোন পুস্তকধৃত পাঠ।
* রাকা নামে…রাকী নামী স্ত্রী—পাঠভেদ।
† তাহা পুরা না পড়য়।—পাঠভেদ।

* দেখিয়া মোহর তোড়া—পাঠভেদ।
†…প্রেমের সুধারস…। তার মন প্রাকৃত-বিষয়-বাহ্য হৈল —পাঠভেদ।
‡ পুন নাহি কেহো তারে আটকিতে পারে—পাঠভেদ।

তবে শ্রীনারদ সহ প্রভু চলি গেলা।
লালদাস মূঢ়পানে ফিরি না চাহিলা ॥ *

১০৭। চরিত্র শ্রীলড়ু ভক্ত

লড়ু নামে ভক্ত অতিশয় চমৎকার।
বাহ্যবৃত্তি নাহিক অন্তরে প্রেমাকার ॥
প্রেমাবেশে অচেতন রাত্রে কোন স্থানে।
পড়িয়া আছেন যেন মত্ত মদ্যপানে ॥ †
অন্য গ্রামে চোরগণ দেবীপূজা করে।
নরপশু খুঁজি বুলে বলি দিবার তরে ॥
সম্মুখে দেখয়ে সেই মহাভাগবতে।
নরপশু বলি নিঞা গেলা বলি দিতে ॥
পশুতুল্য চোরগুলা না চিনিল তাঁরে।
কাটিবার উদ্‌যোগ দেবীর আগে করে ॥
কৃষ্ণের ভকতে হিংসা করয়ে জানিঞা।
ক্রোধে নিকশিলা দেবী প্রতিমা ফাটিয়া ॥
খড়্গ হস্তে ধরি দেবী কাটে ‡ চোরগুলা।
মস্তক লইয়া হস্তে লুফিতে লাগিলা ॥
জড়ভরতের অনুরাগে চোরগণে।
মস্তক কাটিয়া যথা করিল ক্রীড়নে ॥ §
তেমতি মস্তক নিঞা কন্দুক খেলিলা। ¶
ভক্তরাজে সম্মান করিয়া পাঠাইলা ॥
কৃষ্ণভক্ত-পক্ষপাত যেই জন করে। **
তাহার চরণে করি কোটি নমস্কারে ॥

১০৮। চরিত্র শ্রীসন্ত ভক্ত

শ্রীল সন্ত ভক্ত নাম পরম সুজন।
বৈষ্ণব-সেবনমাত্র তাঁহার ভজন ॥
কোথা হৈতে দ্রব্য আইসে কেহো নাহি জানে।
মাগিয়া আনিনু কহে গোপন-কারণে ॥
একদিন সন্ত ভক্ত বাজারে গিয়াছে।
আর কোনো বৈষ্ণব গৃহেতে আসি পুছে ॥
সাধু ঘরে নাঞি দেখি গিয়াছে কোথায়।
সাধুর ঘরণী বলে গিয়াছে চুলায় ॥
এতেক শুনিঞা সে বৈষ্ণব ফিরি গেলা।
যাইতে তাহার সনে পথে দেখা হৈলা ॥
সন্ত কহে কি কারণে ফিরিয়া চলিলে।
বুঝি মোর গৃহেতে সম্মান না পাইলে ॥
বৈষ্ণব কহেন তব গৃহেতে যাইয়ে।
পুছিলাম সন্ত ঞিহ গেলেন কোথায়ে ॥
তোমার ঘরণী কহে গিয়াছে চুলায়।
শুনিঞা চলিনু মুঞি কি বলিব তায় ॥
ইহা শুনি সন্ত তাঁর চরণে ধরিয়া।
গৃহে আনি সেবা কৈল ভকতি করিয়া ॥
তৎক্ষণাত গৃহাশ্রম তেজিয়া চলিলা।
একান্ত হইয়া সাধু * বনেতে বসিলা ॥
কালে কৃষ্ণপাদদ্বন্দ্ব † পাইলেন সাধু।
আস্বাদয় মহাশয় সেবানন্দ-মধু ॥
তাঁহার চরণে মোর ‡ কোটি নমস্কার।
বৈষ্ণবের পদে মতি রহুক আমার ॥

১০৯। চরিত্র শ্রীত্রিলোক সোণার

ত্রিলোক নামেতে এক স্বর্ণকার হয়।
একান্ত ভকতি তাঁর বৈষ্ণব-সেবায় ॥
রাজার কন্যার বিভা-কারণ তাঁহারে।
সোণার কলস দুই দিল গড়িবারে ॥
ওজন করিয়া সোণা ঘরে নিঞা গেলা।
বৈষ্ণব-সেবনে বড় উৎসাহ হইলা ॥

---

* তাহার নিকটে তবে…। কৃষ্ণদাস ভৃত্য…॥—পাঠভেদ।
† যথা মত্ত মধুপানে—পাঠভেদ।
‡ হস্তে করি দেবী কাটি—পাঠভেদ।
§…অনুরাগে যত…।…কলির পীড়নে ॥—পাঠভেদ।
¶ কুণ্ডল কেলিলা—পাঠভেদ।
**…পক্ষ যেইজন ভক্তি করে—পাঠভেদ।

* গিয়া—পাঠভেদ।
† কৃষ্ণপদদ্বয়—পাঠভেদ। ‡ করি—পাঠভেদ।

সেই স্বর্ণ সমুদায় বিক্রয় করিয়া।
মহামহোৎসব কৈল বৈষ্ণব লইয়া॥
এমতি উৎসাহ হৈল বৈষ্ণব-সেবনে।
পশ্চাত কি হবে তাহা নাহি জানে * মনে॥
হোথা বিবাহের তিন দিবস থাকিতে।
রাজদূত আইল স্বর্ণকলস লইতে॥
ত্রিলোক কহিল তাহা তৈয়ার না হয়।
তৈয়ার হইলে দিয়া আসিব তথায়॥
এতেক শুনিঞা দূত যাইয়া কহিলা।
ত্রিলোক যাইয়া † এক বনে লুকাইলা॥
বিবাহের পূর্ব্বদিন পুনঃ লোক আইল।
লাগ না পাইয়া কহে পলাইয়া গেল॥ ‡
রাজা শুনি যত § ভৃত্যগণেরে কহয়।
স্বর্ণকারে বান্ধি আন যেখানে থাকয়॥
কৃষ্ণচন্দ্র দেখি নিজ ভক্তের উপর।
আপদ পড়িল বলি হইলা কাতর॥
ভকতবৎসল ভক্তরক্ষার কারণ।
দুই স্বর্ণকলস যে অপূর্ব্ব গঠন॥
ত্রিলোকের রূপ ধরি আপনি লইয়া।
রাজার নিকটে প্রভু আইলা ধাইয়া॥
রাজার নিকটে গিয়া সম্মুখে রাখিলা।
রাজা সভাসদ্ সহ আনন্দিত হৈলা॥ ¶
সভাই প্রশংসে অতি সুগঠন হেরি।
পুনঃ পুনঃ দেখে রাজা নিজ হস্তে ধরি॥
রাজা কহে এতেক গঢ়ন হৈল কেনে।
তেঁহো কহে সুগঠন বানান কারণে॥ **
মার্জ্জন করিতে গেনু সুমিষ্ট জলেতে।
পলাইল বলি মোর যাইয়া গৃহেতে॥

ঘেরঘার করি মহা-উৎপাত করিল।
খেজমত করি তার এই ফল হৈল॥
এতেক কহিয়া প্রভু ভঙ্গি উঠাইলা।
ক্রোধিত হইয়া চারি পাঁচ পদ গেলা॥
ফিরাইয়া রাজা অতি লজ্জিত হইয়া।
নিজলোকে কহে ত্রিলোকের বাটী গিয়া॥
পদাতিকগণে শীঘ্র উঠাইয়া আন।
কোন উপদ্রব তথা নাহি করে যেন॥
ত্রিলোক জ্ঞানেতে রাজা শিরোপা করিল।
বহু অর্থ দিয়া পুনঃ তাহাকে তুষিল॥
প্রভু সেই অর্থ আদি ত্রিলোকের ঘরে।
লইয়া যাইয়া রাখি ধরি রূপান্তরে॥
বনেতে ত্রিলোক যথা আছয়ে বসিয়া।
খাদ্য সামগ্রী নিঞা গেলেন চলিয়া॥
সামগ্রী সম্মুখে দিয়া কহে দ্রুততর।
রাজা বহু অর্থ দিলা শীঘ্র যাহ ঘর॥
সোণার কলস পাই অতি তুষ্ট হৈল।
শালাদি শিরোপা বহু পুরস্কার কৈল॥
কহিতে কহিতে হরি অন্তর্দ্ধান হৈল।
ত্রিলোক অন্তরে অনুমানেতে জানিল॥ *
জানিলাম কৃষ্ণ এই মায়া প্রকটিল।
ধাইয়া † চলিল কারে কিছু না কহিল॥
ঘরে গিয়া দেখে নানা দ্রব্য কত মত।
কৃষ্ণের ইচ্ছায় আরো হৈল শত শত॥
অর্থ পাইয়া সাধু করে কৃষ্ণসেবা।
প্রেমানন্দে সতত জাগয়ে রাত্রি দিবা॥ ‡
সোণার কলস আনে যেই কারিকর।
তাহার সহিত যে ত্রিলোক স্বর্ণকার॥
আমার হৃদয়ে রহু সেই দুজনার।
অভয় চরণ যাহা বিনে নাহি আর॥

---

* গণে—পাঠভেদ। † ভাগিয়া—পাঠভেদ।
‡…গিয়া রাজারে কহিল—পাঠভেদ।
§ নিজ—পাঠভেদ।
¶…সভায় নিঞা…।…আদি আনন্দিত হইলা॥—পাঠভেদ।
**…বনাইতে করি সুগঠনে।—পাঠভেদ।

*…মনেতে…বুঝিল।—পাঠভেদ।
† খাইয়া—পাঠভেদ।
‡…কৃষ্ণপদ সেবা।…রহে মগ্ন সদা রাত্রি দিবা—পাঠভেদ।

১৭০। চরিত্র শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজার

শ্রীপুরুষোত্তমবাসী রাজা প্রতাপরুদ্র।
যাঁহার স্মরণে নাশে সকল অভদ্র ॥ *
প্রতাপ প্রচণ্ড যাঁর প্রতিজ্ঞা-দৃঢ়তা।
অন্য ক্ষত্রি যাঁর আগে মানে কাপুরুষতা ॥ †
ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞা যে দৃঢ়তর হয়।
তুচ্ছ প্রতিজ্ঞা সাধি শালাঘা করয় ॥
মহারাজ প্রতাপরুদ্রের যে প্রতিজ্ঞে।
যে প্রতিজ্ঞা ত্রিভুবন প্রশংসয় বিজ্ঞে ॥ ‡
মুনি ঋষি তপস্বী বেধস ভব শেষ।
কোটিকল্প তপে যার না পায় উদ্দেশ ॥
তাহার প্রতিজ্ঞা দৃঢ় রদ করি তাহা।
সাধিল আপন পণ নিজ সাধ্য যাহা ॥
ত্রৈলোক্যের নাথ শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র হরি।
তাঁহারে জিনিল তাঁর সনে হঠ করি ॥
গৌরচন্দ্র কহেন যে রাজদরশন।
কদাচ না করিব করিল দৃঢ় পণ ॥
মহারাজ কহে মুঞি অবশ্য মিলিব।
শ্রীচরণে দৃঢ় মন আত্ম সমর্পিব ॥ §
রাজ্য ধন দেহ প্রাণ গণনা না কৈলা।
ধন্য মহারাজ সেই প্রতিজ্ঞা রাখিলা ॥
অভয় পরম নিধি শ্রীচরণপদ্ম।
জিনিঞা লইয়া হৃদে করিলেন বদ্ধ ॥
প্রভুর প্রতিজ্ঞা খর্ব্ব হইয়া তখন।
বশীভূত হইলেন বিক্রীত যেমন ॥
মহারাজ শ্রীচৈতন্য সাধিল যেমনে।
কিমাশ্চর্য্য ¶ কথা সেই সুখদ শ্রবণে ॥

* যে জনার স্মরণেতে নাশে যে অভদ্র—পাঠভেদ।
কচিৎ 'স্মরণেতে' স্থলে 'শরণেতে' দৃষ্ট হয়।
† অন্য ক্ষত্রিয়ে তাঁরে আগে মানি কাপুরুষতা—পাঠভেদ।
‡…প্রশংসয় ত্রিভুবন বিজ্ঞে—পাঠভেদ।
§ মহারাজ……মিলন।…কৈল আত্ম সমর্পণ—পাঠভেদ।
¶ কি আশ্চর্য্য—পাঠভেদ।

পণ্ডিত গম্ভীর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
যতেক পুরুষোত্তমে দণ্ডীর আচার্য্য ॥
সভাসদ্-প্রধান শ্রীপ্রতাপরুদ্রের।
ব্যবস্থা প্রামাণ্য যাঁর স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের ॥
মহাপ্রভু প্রথমে শ্রীমন্দিরে যবে গেলা।
প্রেমাবেশে অচেতন হইয়া পড়িলা ॥
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য অষ্ট সাত্ত্বিক দেখিয়া।
কোলে করি নিঞা গেলা বিস্মিত হইয়া ॥ *
নিজ গৃহে নিঞা তবে শুশ্রূষা করিয়া।
গোপীনাথ-আচার্য্যেরে কহেন পূজিয়া ॥ †
রূপ দেখি চমৎকার অলৌকিক প্রেম।
কেটা বটে কহ ঞিহো কোথা পূর্ব্বাশ্রম ॥
পরিচয় দিয়া পরে কহেন আচার্য্য।
ঞিহো শ্রীমান্ ভগবান্ অবতার-বর্য্য ॥
তাহা শুনি ভট্টাচার্য্য উপহাস কৈল।
আচার্য্য পাইয়া ক্ষোভ প্রহুড়ি করিল ॥
অনেক বিচার কৈল সার্ব্বভৌম-সনে।
ঈশ্বর করিয়া সার্ব্বভৌম নাহি মানে ॥ ‡
তবে শ্রীআচার্য্য সার্ব্বভৌমেরে কহিল।
আমি এই ভিতে আঁক কাটিয়া রাখিল ॥
প্রভুর করুণা যবে তোমারে হইবে।
তোমার বুদ্ধির মোহ তবে দূরে যাবে ॥
তুমিতো তখন এই সিদ্ধান্ত করিবে।
এই মহাপুরুষের শরণ লইবে ॥
ভট্টাচার্য্য কহে ভাল ভাল তা পারিবে।
এখন স্বকার্য্যে যাহ পশ্চাত শিখাবে ॥
ইহা কহি ভট্টাচার্য্য উড়াইয়া দিল।
আচার্য্য তখন তবে কিছু না কহিল ॥
স্থূল স্থূল কহি কিছু সঙ্ক্ষেপ কথনে।
এ সকল লীলা প্রচরদ্রূপ-ত্রিভুবনে ॥ §

* …অঙ্গে সাত্ত্বিক …।…বিস্ময়… ॥—পাঠভেদ।
† পুঁছিয়া—পাঠভেদ।
‡ জানে—পাঠভেদ।   § প্রত্যক্ষ…।—পাঠভেদ।

যেমতে পাইল রাজা প্রভুর * চরণ।
তাহার প্রসঙ্গে কহি এ সব কথন ॥
ভট্টাচার্য্য পুনঃ পুনঃ কহয়ে প্রভুরে।
বেদান্ত শুনহ নাচ-কাচ তেজি দূরে ॥ †
প্রভু কহে যে আজ্ঞা যাহাতে মোর হিত।
হয় তাই কর কৃপা করি যে উচিত ॥
মূর্খ মুঞি মোর নাহি দিশ পাশ জ্ঞান। ‡
দয়া করি কর যাথে মোর পরিত্রাণ ॥
ভট্টাচার্য্য কহে ভাল তাহাই হইবে।
ঈশ্বর তোমার অর্থে ভালই করিবে ॥
এতো কহি ভট্টাচার্য্য বেদান্ত বাখানে।
সাত দিন ধরি প্রভু বসিমাত্র শুনে ॥ §
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম আর তত্ত্বমসি জ্ঞান।
মায়াবাদময় ¶ যাহা পাষণ্ডী বিধান ॥
এই সব মত ব্যাখ্যা করে ভট্টাচার্য্য।
কিছু নাহি কহে প্রভু করি রহে ধৈর্য্য ॥
ভট্টাচার্য্য কহে তুমি মৌন করি রহ।
বুঝ কি না বুঝ তাহা কিছুই না কহ ॥
প্রভু কহে কি কহিব যে করিছ অর্থ।
সকলি যে বিপর্য্যয়-ব্যাখান অনর্থ ॥
সৎ-চিৎ আনন্দময় রূপ ভগবান্।
অনন্ত স্বরূপশক্তি যোগমায়া হন ॥
জীব নিত্যদাস সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ।
ইহার অন্যথা কর এ বড়ই ধন্দ ॥ **
মুখ্য অর্থ ছাড়ি কর গৌণার্থ ব্যাখ্যান।
লক্ষণা করিয়া সব কহ অবিধান ॥ ††
ঈশ্বর নিঃশক্তি আর বিগ্রহ অনিত্য।
অশ্রোতব্য এই বাক্য বড়ই অনর্থ ॥

* তারা অভয়—পাঠভেদ।
† তবে ভট্টাচার্য্য পুনঃ···।···করি দূরে ॥—পাঠভেদ।
‡ দিগ্ পাশ—পাঠভেদ।
§···ব্যাখান।···করেন···বসিয়া শুনেন—পাঠভেদ।
¶ মায়াময় বাদ—পাঠভেদ।
** জীব মায়াদাস···।···অন্যথা কহ···॥—পাঠভেদ।
†† মুখ্যার্থ ছাড়িয়া···।···কর অবিধান ॥—পাঠভেদ।

শুনি দগ্ধ হয় কর্ণ না সহে পরাণে।
ভট্টাচার্য্য ইহা শুনি ক্রোধ হইল মনে ॥
কহয়ে তুমি যে বড় আমারে শিখাও।
কি শিখেছ তুমি তবে শুনি দেখি কও ॥
প্রভু কহে তবে যদি আজ্ঞা কর তুমি।
কিছু ব্যাখ্যা করি তবে যাহা জানি আমি ॥
তবে প্রভু সেই সূত্র ব্যাখ্যা আরম্ভিল।
ষাইট প্রকার তার সদর্থ করিল ॥
শুনি ভট্টাচার্য্য তবে চমকিয়া কহে। *
ইহা তো সামান্য মনুষ্যের সাধ্য নহে ॥
ভট্টাচার্য্যের যেই ছিল পাণ্ডিত্য-অভিমান।
গেল যদি তবে প্রভু হৈল কৃপাবান্ ॥
আচম্বিতে ভট্টাচার্য্য দেখয়ে প্রভুরে।
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম করে ॥
শ্যামল-সুন্দর বনমালা পীতবাস।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ স্বর্ণরেখা শ্রীনিবাস ॥
দেখি অনিমেষ চমৎকার ভট্ট চাহে।
প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত সম্বিত নাহি দেহে ॥
দেখিতে দেখিতে আর সে রূপ না দেখে।
পূর্ণব্রহ্ম রূপ পুনঃ গৌরাঙ্গে নিরখে ॥
তখন শ্রীগোপীনাথ আচার্য্যের বাক্য।
স্মরণ হইল তাহা দেখিল প্রত্যক্ষ ॥ †
পরম ভকতি ভাবে যতন করিয়া।
রাখিল আপন ঘরে সেবা নিরূপিয়া ॥
গুহ্যভাবেতে গিয়া কহে রাজস্থানে।
এক মহাপুরুষ আইলা পুরুষোত্তমে ॥ ‡
শ্রীচৈতন্য নাম শ্রীকৃষ্ণের অবতার।
চতুর্ভুজ রূপ মোর হইল গোচর ॥
অনির্ব্বচনীয় সেই অলৌকিক রূপ।
ত্রৈলোক্য জিনিঞা কান্তি পরম অনুপ ॥

* দেখি চমৎকার ভট্ট অনিমিখে চাহে।—পাঠভেদ।
† তখন যে গোপীনাথ···।···হইল প্রত্যক্ষ ॥—পাঠভেদ।
‡ গুপ্ত ভাবেতে···।···শ্রীপুরুষোত্তমে ॥—পাঠভেদ।

রাজা শুনি চিত্তে কিছু আশ্চর্য্য মানিল।
অনেক বিতর্ক করি ভাবিতে লাগিল ॥
পুরুষোত্তম মধ্যে চতুর্ভুজ হয় সভে।
তার মধ্যে বিশেষ প্রকার কিছু হবে ॥
রাজা মনে এত যদি বিতর্ক করিল।
সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি প্রভু তা জানিল ॥
আর দিন ভট্টাচার্য্য দেখে আচম্বিতে।
ষড়ভুজ প্রভু তিন-অবতার-মতে ॥
শ্যামবর্ণ দুই হস্ত মুরলীবদন।
দূর্ব্বাদলশ্যাম দুই হস্তে ধনুর্ব্বাণ ॥
হেমবর্ণ দুই হস্তে দণ্ড কমুণ্ডল।
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য রূপ স্নিগ্ধ সুনির্ম্মল ॥ *
দ্বিজবর † দেখি পুনঃ রাজারে কহিল।
অন্তঃপটে প্রভু নৃপে কৃপাবান্ হৈল ॥
রাজার জন্মিল মহাপ্রেম অনুরাগ।
শ্রীচৈতন্যে হৈল রাগ সর্ব্বত্র বিরাগ ॥
শ্রীচৈতন্য ধ্যান জ্ঞান শ্রীচৈতন্য প্রাণ।
শ্রীচৈতন্য ব্যতীত আর নাহি সুঝে ‡ আন ॥
শিষ্টলোক পাঠায় শ্রীচৈতন্য-চরণে।
একান্ত মিলিয়া চাহে লইতে শরণে ॥
প্রভু তাহা নাহি শুনে উপেক্ষা করয়।
কহে সন্ন্যাসীরে রাজভেট না যুয়ায় ॥
তবে রাজা ভক্তবৃন্দগণের চরণে।
ধরিয়া পড়িল মিলিবারে প্রভুসনে ॥
ভক্তগণ যোগ্যপাত্র জানিঞা রাজারে।
যোড়হাথ করি সভে কহয়ে প্রভুরে ॥
রাজা তব চরণে শরণ লইবারে।
কাতর হইল একবার হের তারে ॥
প্রভু কহে হেন বাক্য পুনঃ না কহিবে।
পুনঃ যদি কহ তবে হেথা না দেখিবে ॥
সন্ন্যাসীর অনুচিত রাজ-দরশন।
স্ত্রী দরশন সম বিষের ভক্ষণ ॥ *
এতো শুনি ভক্তবৃন্দ আর না কহিল।
রাজা তাহা শুনি অতি খেদিত হইল ॥
আর্ত্তনাদ করি কহে তাপিত হইয়া।
প্রভু আইলা ত্রিভুবন নিস্তার লাগিয়া ॥
একান্ত কি এই যে প্রতিজ্ঞা কৈল মনে।
জগত তারিব একা প্রতাপরুদ্র বিনে ॥ †
শুনিলাম জগাই মাধাই তরাইল।
আমি তো পাতকী তবে কি দোষ করিল ॥
তেঁহ ‡ যদি উপেক্ষিলা কি কাজ বাঁচিয়া।
প্রাণত্যাগ করি তবে তাঁরে সঙরিয়া ॥
রায় রামানন্দ তবে আশ্বাস করিয়া।
রাখয়ে রাজার প্রাণ মরিতে না দিয়া ॥
পুনর্ব্বার ভক্তবৃন্দ প্রভুস্থানে কহে।
তোমা বিনে রাজা প্রাণ তেজিবারে চাহে ॥
অন্তরে রাজার প্রতি প্রভু § কৃপাবান্।
বাহ্যে কিছু লোক-শিক্ষা-হেতু করে ভাণ ॥
কপট করিয়া পুনঃ কহে ভক্তগণে।
নারায়ণ বলি দুই হস্ত দিয়া কাণে ॥
মহাবিষয়ী যে রাজা তাহার মিলনে।
পুনঃ যদি কহ তবে না রব এখানে ॥
ভয়ে ভক্তবৃন্দ তবে পুনঃ না কহিলা।
রাজার আগ্রহ দেখি চিন্তিত হইলা ॥
প্রভুর প্রতিজ্ঞা নাহি করিব মিলন।
রাজার প্রতিজ্ঞা তবে ছাড়িব জীবন ॥
তবে ভক্তবৃন্দ এক উপায় সৃজিলা।
রায় রামানন্দ নৃপে উপদেশ দিলা ॥
প্রভু যবে প্রেমাবিষ্ট হইয়া রহিবে।
অর্দ্ধ-বাহ্যদশা-ভাব যখন দেখিবে ॥

*…কুমণ্ডল।…হেরি রূপ সুবিমল ॥—পাঠভেদ।
† ভট্টাচার্য্য—পাঠভেদ।
‡ বুঝে—পাঠভেদ।

*…অনোচিত…।…বিষয় ভক্ষণ ॥—পাঠভেদ।
†…যে এই কি…।…তারিবে—পাঠভেদ।
‡ তবে—পাঠভেদ। § কভু—কচিৎ পাঠভেদ।

গোবিন্দ কহয়ে ভাই খাও নাই কেনে।
বদন মলিন দেখি দগধে পরাণে ॥
মন্দিরে কপাট দিয়া দোঁহে বসি খায়।
হাসিতে খেলিতে মহা-আনন্দ উদয় ॥
তখন সকল লোক গোবিন্দ দাসের।
মহিমা জানিঞা ধূলি লয় চরণের ॥
একদিন শ্রীগোবিন্দ শৌচ ফিরিতে।
বসিয়াছে মাঠে কিন্তু মন নাথজীতে ॥
নাথজী দেখিয়া তারে মুচকি হাসিয়া।
আকন্দের ফলগুলা * উঠাইয়া নিঞা ॥
কোঁচড়ে করিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে।
রঙ্গ ভঙ্গি করি যায় নাচিতে নাচিতে ॥
মৃদু মৃদু স্বরে গান করিতে করিতে। †
কভু গাল-বাদ্য কভু তুড়ি দিতে দিতে ॥
হেলিয়া দুলিয়া নানা ভঙ্গি করি চলে।
নূপুর ঘুঙ্গুর বাজে ‡ চরণ-কমলে ॥
ঝলমল করে অঙ্গে নানা আভরণ।
ঝম্ ঝম্ করি বাজে কিঙ্কিণী কঙ্কণ ॥
নাসায় নোলক দোলে যেন পূর্ণশশী।
গোবিন্দের সম্মুখে যাইয়া হাসি হাসি ॥
কোঁছড় হইতে আকন্দের ফল নিঞা।
গোবিন্দের অঙ্গে মারে ডারিয়া ডারিয়া ॥ §
রূপ দেখি শ্রীগোবিন্দ প্রেমানন্দে চাহে।
বাহ্য বিস্মৃত ¶ সাধু জড়-বত রহে ॥
পুনঃ পুনঃ নাথজীউ মারিতে মারিতে।
বাহ্য হৈল গোবিন্দের উঠিল ত্বরিতে ॥
জলশৌচ না করিয়া অমনি উঠিয়া।
নাথজীর পিছে পিছে চলয়ে ধাইয়া ॥

আকন্দের ফল লৈয়া ফিরি ফিরি মারে। *
হাসি হাসি নাথজী ছুটিয়া যায় দূরে ॥
হায় হায় সে রূপ সে হাস্য সে গমন।
সে ভঙ্গি সে রঙ্গি নাট সে চন্দ্রবদন ॥
দেখি কি পরাণ কেহো ধরিবারে পারে।
গোপীর কি দোষ কেবা সম্বরিতে পারে ॥
আকাশে দেবতাগণ হেরে অনিমিখে।
দেবকন্যা গন্ধর্ব্বাদি স্ত্রী † লাখে লাখে ॥
পলাইয়া গিয়া নিজ মন্দিরে রহিলা।
গোবিন্দ গোবিন্দকুণ্ড-তীরেতে বসিলা ॥
মাতা তাঁর আসি বহু ভৎর্সনা করিয়া।
ঘরেতে লইয়া গেলা ভোজন লাগিয়া ॥
ভোজন করিতে বসি মনেতে পড়িল।
শৌচ করিয়া জলশৌচ না করিল ॥
মাতারে কহিয়ে মুঞি নাহি ছোঁচাইল। ‡
মাতা তাহা শুনি পুনঃ ভৎর্সন করিল ॥
অন্ন তেয়াগিয়া উঠি ছোঁচাইল গিয়া।
ভোজন না হৈল হোথা নাথজী জানিঞা ॥
গোসাঞিরে আজ্ঞা দিল গোবিন্দ লাগিয়া।
প্রসাদ সামগ্রী পাঠাও প্রচুর করিয়া ॥
নামামত সামগ্রী নানা প্রসাদ উপাদেয়।
থাল ভরে গোবিন্দের গৃহেতে পাঠায় ॥ §
গোবিন্দ কহয়ে হাসি মারি খাবার ভয়।
নাথজী আমার তরে সামগ্রী পাঠায় ॥
মাতা শুনি কহে দূর দূর দুষ্ট ছোঁড়া।
বিশেষ নাহিক জানে ব্রজবাসী ভোরা ॥ ¶
নাথজীর সহ নিজ পুত্রের যে সম্বন্ধ।
না বুঝি পুত্রের ভাব পাড়ে গালি মন্দ ॥

*…দেখিয়া তবে।… ফুলগুলা…॥—পাঠভেদ।
† মৃদু স্বরে যান তবে গাহিতে গাহিতে।—পাঠভেদ।
‡ ঘুঙ্গুর বাজয়ে তাঁর—পাঠভেদ।
§…ফুল নিঞা।…তাকিয়া তাকিয়া ॥—পাঠভেদ।
¶ বাহ্য বিস্মরণ—পাঠভেদ।

*…ফুল তুলি তুলি ফিকি মারে।—পাঠভেদ।
† গন্ধর্ব্বাদি দেখে… ।—পাঠভেদ।
‡ আমি নাহি শৌচ হৈল—পাঠভেদ।
§ নানান সামগ্রী…উপচয়। থালী ভরি… ॥—পাঠভেদ।
¶ বিশেষ না বুঝে তেঁহো… ।— পাঠভেদ।

গোবিন্দ চরিত্র হয় সুধার সদন।
সর্ব্বমন-রঞ্জন * বিশেষে সাধুজন ॥
গাইয়া তাঁহার আগে প্রেমের অঙ্কুর।
লালদাস † মাগে এই কলির অসুর ॥

১১২। চরিত্র শ্রীকৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী

কৃষ্ণদাস নামে এক ব্রাহ্মণ কুমার।
পঞ্জাব লাহোর দেশে উদ্ভব তাঁহার ॥
বয়েস সপ্তম বর্ষ আচম্বিতে তার।
গৌরাঙ্গ উদয় হৈল হৃদয়-মাঝার ॥
গৌরাঙ্গ নাহিক দেখে নাম নাহি শুনে।
প্রভুর কি ভঙ্গি যে উদয় হৈল মনে ॥
গৌড়দেশ আর যে দক্ষিণ উদ্ধারিলা।
পশ্চিম-উদ্ধার-হেতু এক ভঙ্গি কৈলা ॥
ভাগ্যবান ঐ বিপ্র-বালক অন্তরে।
প্রকাশ হইয়া কৈলা উদাস তাহারে ॥
নিত্যসিদ্ধ তেঁহো গৌরাঙ্গের অনুচর।
জন্মাইলা পশ্চিমে ‡ লোক করিতে উদ্ধার ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি কান্দয়ে বালক।
কিছু নাহি ভায় চিত্তে করে ধক ধক ॥
গৃহ হৈতে বাহির হইয়া পূর্ব্বমুখে।
ধাইয়া চলিলা শ্রীচৈতন্য বলি ডাকে ॥
দুনয়নে বহে ধারা উন্মত্তের ন্যায়।
ফল জল গব্য § মাত্র আহার করয় ॥
উপনীত হৈল আসি শ্রীবৃন্দাবন।
দরশন করিলেন শ্রীমন্ গোবর্দ্ধন ॥
গোবর্দ্ধন-উপরে গোপাল-দরশন।
করিয়া হইল শিশু ¶ আনন্দে মগন ॥

শ্রীলমাধবেন্দ্র পুরী গোসাঞির সেবক।
গোপালের পূজারি দেখে অপূর্ব্ব বালক ॥
গোপালে হেরিয়া যে নয়নজলে ভাসে।
গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকে প্রেমের আবেশে ॥
দেখিয়া আনন্দ হৈল পরমযতনে।
নিকটে রাখিয়া অতি প্রেমের বিধানে ॥ *
সেবক হইলা শিশু পূজারির স্থানে।
উৎকণ্ঠা হইল শ্রীগৌরাঙ্গ-দরশনে ॥
গৌড়দেশে যাইবারে উদযুক্ত † হৈল।
সেইকালে শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবনে আইল ॥
দরশন করি শ্রীচরণে পড়ি ‡ কান্দে।
বামন যেমন হাথে পাইলেক চান্দে ॥
শিশু কহে মোর হৃদে প্রবেশিল যেই।
দেখিয়া জানিনু প্রভু তুমি হও সেই ॥
শরণ লইনু প্রভু কৃপা কর মোরে।
নিজ দাস বলি মোরে কর অঙ্গীকারে ॥
মুচকি হাসিয়া প্রভু দয়ার্দ্র হইলা।
নিজ কণ্ঠ হৈতে গুঞ্জামালা তাঁরে দিলা ॥
অঙ্গে হস্ত বুলাইয়া বহু স্নেহ কৈলা।
গুঞ্জামালী বলিয়া আখ্যান তাঁর দিলা ॥
সেই হৈতে গুঞ্জামালী নাম তাঁর হৈল।
গুঞ্জামালী ব'লে নাম ভুবনে ব্যাপিল ॥
শক্তি সঞ্চারিয়া প্রভু আজ্ঞা কৈলা তাঁরে।
পশ্চিম দেশেতে কর ভক্তির প্রচারে ॥
পঞ্জাব লাহোর আর মূল্‌তানাদি করি।
শাসন করগা কৃষ্ণভক্তি দান করি ॥
তেঁহো কহে প্রভু মোর আছে কি শকতি।
আমার শাসনে কেনে লইবে ভকতি ॥
প্রভু কহে আমার বিভূতি তুমি হও।
মোর শক্ত্যে শাসন হইবে তুমি যাও ॥
প্রথমে মূল্‌তান গিয়া সেবা প্রকাশিয়া।
লোক নিস্তারিলা কৃষ্ণভক্তি প্রচারিয়া ॥

---

* সর্ব্বজন রঞ্জন—পাঠভেদ।
† গাইল…।…কৃষ্ণদাস…॥—পাঠভেদ।
‡ জন্মিলা পশ্চিমের—পাঠভেদ।
§ দ্রব্য—পাঠভেদ।
¶ সাধু—পাঠভেদ।

*…আসিয়া…প্রণয় বিধানে—পাঠভেদ।
† উৎযুটি—ক্বচিৎ পাঠভেদ। ‡ শ্রীগৌরাঙ্গ বলি—পাঠভেদ।

বড়ই প্রতাপ হৈল লোকে চমৎকার।
অলৌকিক দরশন আকার প্রকার ॥
যারে কৃপা করে সেই কৃষ্ণভক্ত হয়।
শ্রীচৈতন্যপদে তার মতি উপজয় ॥
চৈতন্য ভজয়ে লোক তার উপদেশে।
প্রভুর দোহাই যে ফিরিল দেশে দেশে ॥
পরম্পরা সম্প্রদায়-ক্রমে সব লোক। *
বৈষ্ণব হইল গেল সংসারের রোগ ॥
তথা নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র বনয়ারি চন্দ্র।
তাঁরে শিষ্য করি দিলা ভক্তি প্রেমানন্দ ॥
গাদির মহান্ত করি তাঁরে বসাইয়া।
আপনি চলিয়া পুনঃ গুজুরাট যাইয়া ॥
সেবায় শৃঙ্খলা তথা বড়ই করিলা।
শ্রীচৈতন্য-বিগ্রহ তথা প্রকাশিলা ॥
তথাকার লোক ধর্ম্ম-কর্ম্ম নাহি জানে।
শিশ্নোদর-পরায়ণ ধনী সবজনে ॥
গুঞ্জামালী গোসাঞি দেখিয়া মূঢ় লোক।
দয়ার্দ্র হইয়া মনে পাইল অতি দুখ ॥ †
কৃপা করি নিজ শক্তি ভক্তি প্রকাশিয়া।
উদ্ধারিল সব লোক কৃষ্ণমন্ত্র দিয়া ॥
বৈষ্ণব হইল সভে বলে হরি হরি।
প্রেমানন্দে নাচয়ে যতেক নর নারী ॥ ‡
প্রভুর যে গাদি বড় গৌড়িয়া আখ্যান।
ছোট গৌড়িয়ার তথা শুন বিবরণ ॥ §
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু-শাখা চক্রপাণি নাম।
পরম বিদগ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম-ভক্তি-ধাম ॥
প্রভুর প্রেরিতে গেল পশ্চিম দেশেতে। ¶
কৃষ্ণভক্তি প্রচারিতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে ॥
গুজুরাট গেলেন গুঞ্জামালী নাম শুনি।
যাইয়া তাঁহার সঙ্গে হইল মেলানি ॥

* পরম্পর…ক্রমে লোক।—পাঠভেদ।
† …হইল…বড় সুখ—পাঠভেদ।
‡ সব নারী—পাঠভেদ।
§ …গৌড়িয়া তার শুনহ কথন—পাঠভেদ।
¶ দিশান্তে—পাঠভেদ।

পরিচয় হইল মিলিয়া দুই জনে।
বহয়ে আনন্দধারা দোঁহার নয়নে ॥
কথোক দিবস পরে শ্রীল চক্রপাণি।
আর এক স্থানে সেবা প্রকাশে আপনি ॥
যাত্রা মহোৎসব সদা বৈষ্ণব-সেবন।
শিষ্য প্রশিষ্য কৈলা ভক্তি বিতরণ ॥ *
অদ্বৈত প্রভুর দায় দিল বহুজন।
শ্রীচৈতন্যের জয় বলি নাচে সর্ব্বজন ॥ †
ছোট গৌড়িয়া বলি গাদির খেয়াতি।
আচার্য্যের গাদি সেই সভার সম্মতি ॥
ছোট গৌড়িয়া আর বড় যে গৌড়িয়া।
অদ্যাপি আছয়ে খ্যাতি জগত ব্যাপিয়া ॥
পরে গুঞ্জামালী গোসাঞি পঞ্জাবে আসিয়া।
ওলম্বা নামেতে গ্রাম তথায় বসিয়া ॥
সেবা প্রকাশিল বহু সেবক করিয়া।
জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি প্রচারিয়া ॥
জনার্দ্দন নামে বিপ্র-কুলোদ্ভব শান্ত।
শিষ্য করি তাঁরে কৈলা গাদির মহান্ত ॥
তেঁহো নিজ ছোট ভাই শ্যামজী গোসাঞি।
তাহারে করিয়া শিষ্য গাদিতে বসাই ॥
পঞ্জাবের পশ্চিমেতে সিন্ধু নামে দেশ।
উদ্ধার করিতে জীব করিলা প্রবেশ ॥
হিন্দু তো যতেক ‡ ছিলা বৈষ্ণব করিলা।
মোছলমান যত ছিল হরিভক্ত হৈলা ॥
গোসাঞির সংকীর্ত্তন শুনিয়া যবন।
দীক্ষাভাবে সেই নাম করিল গ্রহণ ॥
হরিনাম জপে মালা তিলক ধারণ।
যবনের আচার ত্যজিয়া সর্ব্বজন ॥
বৈষ্ণব আচার করে নাম সংকীর্ত্তন।
অদ্যাবধি সেই রাজ্যে মোছলমানগণ ॥

* বিবরণ—পাঠভেদ (অপপাঠ)।
† …দয়া…। চৈতন্যের…॥—পাঠভেদ।
‡ হিন্দুক—পাঠভেদ।

সেহ পূজ্যতম হয় শাস্ত্র-বিধিমতে। *
কৃষ্ণভক্ত পবিত্র সন্দেহ নাহি ইথে ॥

তথাহি—

"ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে"
ইত্যাদি।

তার পর পঞ্জাব মুল্‌তান গুজুরাত।
সুরতাদি দেশে প্রভু-চৈতন্য-ভকত ॥
ক্রমে ক্রমে দিল সবে চৈতন্যের দায়।
নিত্যানন্দ প্রভুর সন্তান-শিষ্য হয় ॥ †
কথোক-পণ্ডিত-‡ গোস্বামি-পরিবার।
শ্রীঅদ্বৈত-পরিবার হয় বহুতর ॥
তবে গুঞ্জামালী সব বিষয় তেজিয়া।
বৃন্দাবনে বাস কৈলা একান্ত হইয়া ॥ §
চৈতন্য-পার্ষদ গুঞ্জামালী মহামতি।
তাঁর শ্রীচরণে লালদাসের ¶ মুকতি ॥

কীর্ত্তন শ্রীমথুর-মণ্ডলবাসী বৈষ্ণবগণ।

আর যত মথুরা-মণ্ডলবাসী সাধু।
কথোকগুলির ** করি নামগান-সীধু ॥
রঘুনাথ গোপীনাথ রামদাস দাসু।
গুঞ্জামালী বিঠ্‌ঠল শ্রীরামানন্দ জসু ॥
গোবিন্দ মুরলী সোতি শ্রীযদুনন্দন।
হরিদাস মিশ্র আর মুকুন্দ ভগবান্ ॥
চতুর্ভুজ বিষ্ণুদাস আর রঘুনাথ।
মহা-অনুভব সভে কৃষ্ণ যার নাথ ॥
ইত্যাদি করিয়া বহু ব্রজের বৈষ্ণব।
লালদাস মাগে সকলের †† কৃপালব ॥

---

* 'শাস্ত্র অভিমতে' কুত্রচিৎ 'শাস্ত্রে অভিমতে'—পাঠভেদ।
†...সব শ্রীচৈতন্যদায়।...সন্তানের—পাঠভেদ।
‡ শ্রী পণ্ডিত—পাঠভেদ।
§ একাকী হইয়া—পাঠভেদ।
¶ কৃষ্ণদাসের—পাঠভেদ।　　** গুলিনের—পাঠভেদ।
†† কৃষ্ণদাস...ক্রিহো সভার—পাঠভেদ।

১১৩। চরিত্র শ্রীশ্রীসাধ্বীগণ

কলিযুগে ভক্তরাজ যত নারীগণ।
তার মধ্যে কথোগুলি করিব গণন ॥
সীতাঝালি গঙ্গা আর উমা ভাটিয়ানী।
সুমতি কুমারী গৌরী গণেশদেরাণী ॥
কলা লখা মানবতী শুচি সত্যভামা।
যমুনা কমলা মৃগা দেবী কোলী রামা ॥
যুগো যেবা হীরা হরিচেড়ী আর দেবকী।
লালদাস-শিরে পদ দিয়া কর সুখী ॥ (১)

১১৪। চরিত্র শ্রীগণেশ-দেরাণী

ওড়ছো বলিয়া দেশ রাজা তথাকার।
মধুকর সাহানাম পাটরাণী তার ॥
গণেশদেরাণী * নাম সাধুসেবী হয়।
বৈষ্ণবের ভেক দেখি চরণে লুটয় ॥
অবারিত দ্বার † গৃহে বৈষ্ণব যাইতে।
অন্দরে লইয়া রাণী সেবে বিধিমতে ॥
একদিন চোর এক বৈষ্ণবের বেশে।
অন্দরেতে গেলা চুরি করিবার আশে ॥
রাণী দেখি দণ্ডবত প্রণাম করিয়া।
অতি সমাদর কৈল সৌভাগ্য মানিঞা ॥
নানামত সেবা কৈল ভকতি করিয়া।
চরণ সেবন কৈল গদগদ হিয়া ॥
নির্জ্জন পাইয়া চোর নিজ মূর্ত্তি ধরি।
কহে মোহরের থলি দেহ বাহির করি ॥

---

(১) শেষ দুইটি পদ্যে কোন কোন পুস্তকে—
কালখনা মানমতি শুচি সত্যভামা।
যমুনা কামনা মৃগা দেবগুলি রামা ॥
যুগে যেবা হারা হরি চেড়ী আর দেবকী।
কৃষ্ণদাস শিরে পদ দিয়া কর সুখী ॥
এইরূপ দৃষ্ট হয়। বোধ হয় মুদ্রাকর প্রমাদ।
* গণেশ জননী—পাঠভেদ। (অপপাঠ)।
† অবারি দুয়ার—পাঠভেদ।

আনন্দিত হৈয়া রাণী এক থলি দিল।
আরো দেহ বলি চোর রাগত হইল ॥
আর দিব বলি রাণী সম্মত হইল।
তথাচ স্বভাবদুষ্ট দৌরাত্ম্য করিল ॥
রাণীর উরুতে তীক্ষ্ণ কাটারি মারিয়া।
মোহরের তোড়া নিঞা গেল পলাইয়া ॥
রক্ত বহি যায় অতি দুঃসহ বেদনা।
তথাচ প্রকাশ নাহি করিল সুমনা ॥
বৈষ্ণবের নিন্দা পাছে করে কেহ * শুনি।
এ কারণ প্রকাশ না করিলেক ধ্বনি ॥
পটি বান্ধি উরুতে মৌনেতে পড়ি রহে।
রাজা জিজ্ঞাসিলে রজোযোগ বলি কহে ॥ †
দুই তিন দিন পরে পুনঃ রাজা কহে।
কি হইল এ তো তব রজোযোগ নহে ॥
পীড়া কিছু হৈল কিংবা কারণ কি কও।
পীড়া দেখি দেহে তব অথচ ছাপাও ॥
তবে রাণী পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত কহিল।
অপরাধ লাগি কোন বৈষ্ণবে মারিল ॥
না বুঝিয়া পাছে লোক বৈষ্ণবে ‡ নিন্দয়।
এ কারণে না কহিনু রাখিনু হৃদয় ॥
এতেক শুনিঞা রাজা চমৎকার হৈল।
সাধু সাধু বলিয়া রাণীরে প্রশংসিল ॥
এতেক বিশ্বাস তব বৈষ্ণবের প্রতি।
মুঞি না জানিনু মর্ম্ম মোর ধিক মতি ॥
অতএব বৈষ্ণবের ভেক দেখি মাত্র।
আদর কর্ত্তব্য না বিচারো পাত্রাপাত্র ॥
গণেশ-দেরাণী-রাণী-পাদধৌত পানি।
লালদাস বাঞ্ছয়ে পরম ত্রাতা জানি ॥ §

১১৫। চরিত্র শ্রীলাখাজীর

লাখা নামে ভক্ত লোকে ডোমজাতি কহে।
কিন্তু দেব-পিতৃ তাহে পূজিবারে চাহে ॥
সাধুর সম্বন্ধে তেঁহো ভুবনপাবন।
অজ্ঞের সম্বন্ধে নীচজাতি অভাজন ॥
নাভাজী কহেন মোর মাথার মুকুট।
বৈষ্ণব-সেবনে যার ভকতি অটুট ॥
আকাল-সময়ে মালা-তিলক-ধারণ।
করিয়া আইসে যত ইতরের জন ॥ *
বৈষ্ণবের বেশ দেখি বিষ্ণুর সমান। †
সেবা-পূজা করে, নাহি করে হেয় জ্ঞান ॥
তাহে পরিতোষ কৃষ্ণ ছন্নরূপ ধরি। ‡
বলদে বলদে বহু গম যব ভরি ॥
আনিঞা ঢালিয়া দিলা আঙ্গিনার মাঝে।
দুগ্ধবতী দুই গাই আনে দুগ্ধ কাজে ॥
আঙ্গিনাতে রাখি প্রভু অন্তর্দ্ধান হৈল।
কে আনিল কে রাখিল কেহো না জানিল ॥
রাত্রে স্বপ্নে কহে হরি লাখা ভকতেরে।
কুঠি ভরি রাখ গম গাই দুটি ঘরে ॥
যত গম নিতি নিতি খরচ করিবে।
ফুরাবে না দুগ্ধ ঐ মত নিত্য পাবে ॥ §
এতেক শুনিঞা সাধু বড় হর্ষ হৈল।
বৈষ্ণব-সেবায় বড় ঘটা আরম্ভিল ॥
তবে পুরুষোত্তমে জগন্নাথ দেখিবারে।
প্রেমাবেশে উৎকুণ্ঠিত হইল অন্তরে ॥
মাড়োয়ার দেশ হৈতে অষ্টাঙ্গ করিয়া।
চলিলেন মহাশয় গদ গদ হিয়া ॥
বহু দিন পরে যবে নিকট হইলা।
জগন্নাথ তবে পাণ্ডাগণে আজ্ঞা দিলা ॥

---

* লোকে—পাঠভেদ।
† লাট…।…রজোযোগ হয় কহে ॥—পাঠভেদ।
‡ কেহ বৈষ্ণব—পাঠভেদ।
§ …রাণীর পদ ধৌত…। কৃষ্ণদাস… ॥—পাঠভেদ।

* 'যে ইতর কত জন' ও 'যে ইতরজাতি কথোজন'। —পাঠভেদ।
† বৈষ্ণব সমান—পাঠভেদ।
‡ কৃষ্ণ রূপ অন্য ধরি—পাঠভেদ।
§ নাহি ফুরাইবে দুগ্ধ ঐ মত পাবে।—পাঠভেদ।

লাখা নামে ভক্ত এক আমার আসিছে।
যানে চড়াইয়া তারে আন মোর কাছে॥
আজ্ঞা পাইয়া তারে পালকীতে করি।
আনিঞা দিলেন তারে প্রভু-বরাবরি॥
প্রভু ভৃত্যে দরশনে আনন্দ হইল।
ভকতবৎসল হরি লোকেতে দেখিল॥
কথোক দিবস থাকি লাখাজি চলিলা।
পথে যেতে * একদিন ভাবিতে লাগিলা॥
বিবাহের যোগ্য এক কন্যা ঘরে হয়।
ঘরে অর্থ কিছু মাত্র নাহিক সঞ্চয়॥
বিবাহ কেমনে হবে নাহিক উপায়।
যাহা হয় হইবেক কৃষ্ণের ইচ্ছায়॥
ভক্তাধীন জগন্নাথ জানিঞা অন্তরে।
এক মহাজনে স্বপ্নে কহে মাড়োয়ারে॥
লাখা নামে ভক্ত মোর শীঘ্র তার ঘরে।
সহস্রেক মুদ্রা দিবে না চাহিবে পরে॥

* পথে পথে—পাঠভেদ।

মহাজন স্বপ্ন দেখি বিচার করিয়া।
লাখার ঘরণী স্থানে টাকা দিল নিঞা॥
কি-হেতুক টাকা দিলে কহে ঠাকুরাণী।
তেঁহো কহে মুঞি কিছু হেতু নাহি জানি॥
পুরুষোত্তমের * জগন্নাথের আজ্ঞা হৈল।
ইহা কহি মহাজন গৃহে চলি গেল॥
কথোক দিবস পরে † লাখাজী আইলা।
টাকার প্রসঙ্গ শুনি চমকিত হৈলা॥
বিচার করিয়া সাধু অন্তরে বুঝিলা।
শ্রীমান্ জগন্নাথের এই এক লীলা॥ ‡
লাখাজীর শ্রীচরণ করিয়া ধেয়ান।
লালদাস করে তাঁর কিছু গুণগান॥ §

* শ্রীপুরুষোত্তম—পাঠভেদ।
† কথোক দিবসে গৃহে—পাঠভেদ।
‡ হয় এ সকল লীলা—পাঠভেদ।
§ কৃষ্ণদাস কিছু তাঁর করে⋯—পাঠভেদ।

ইতি শ্রীভক্তমালে রাকা-বাঁকা-আদিভক্ত-গুণ-বর্ণন নাম একবিংশ মালা॥ ২১॥

দ্বাত্রিংশ মালা

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

১১৬। চরিত্র শ্রীনরসী ভক্ত

জুনাগড় বাস হয় কৃষ্ণে ভক্তিমন্ত।
নরসী ভকত নাম স্বভাব সুশান্ত॥ *
শক্তি নাহি করিবারে অর্থ উপার্জ্জন।
ভাই অপমানে করে ভরণ পোষণ॥
সে নরসী তৃষ্ণাতুর হৈয়া একদিনে। †
জল চাহে গিয়া নিজ ভাউজের স্থানে॥
বেজার হইয়া কহে ভাউজ মুখরা।
খাইতে আছহ মাত্র ‡ অতিথির পারা॥
যোগ্যতা নাহিক কিছু আশিস্ করিয়া।
খাইতে অনেক আছে শিরে হস্ত দিয়া॥
এই মত ফজিয়ৎ অনেক করিল।
বাহির করিয়া দিল জল নাহি দিল॥
ভাউজ এতেক যদি অপমান কৈল।
অভিমানে তৎক্ষণাতে § বাহির হইল॥
প্রাণ তেয়াগিব বলি বনে প্রবেশিল।
ব্যাঘ্রেতে খাউক বলি সঙ্কল্প করিল॥
প্রবেশ করিল গিয়া বহু দূর বনে।
এক শিবালয় হয় তথা সুনির্জ্জনে॥

শিবের আলয়ে গিয়া পড়িয়া রহিল।
সাতদিন অনাহার কিছু না খাইল॥
আশুতোষ মহাদেব প্রসন্ন হইয়া।
বর মাগ বলে নিজ মূর্ত্তি প্রকাশিয়া॥
নরসী কহয়ে দণ্ডবত নতি করি।
কি বর মাগিব মুঞি বুঝিতে না পারি॥
সর্ব্বোত্তম যাহা হয় তাহা মোরে দেহ।
আপনি সকল জান বিচার করহ॥
চিন্তিয়া দেখিল দেব কৃষ্ণভক্তি বিনে।
সর্ব্বোত্তম আর নাঞি এ তিন ভুবনে॥
নরসী বৈষ্ণব কৃষ্ণ-চরণ আশ্রিত।
কৃষ্ণপ্রেম-দান হয় ইহার উচিত॥
কৃষ্ণপ্রেম-দাতামধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীশঙ্কর। *
বড় কৃপা কৈল প্রভু নরসী উপর॥
কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি দিয়া তাহারে লইয়া।
বৃন্দাবন গেল দেব হরষিত হৈয়া॥
যথা নিত্য রাসলীলা কৃষ্ণচন্দ্র করে।
ভক্তির প্রভাবে দোঁহে গোপীরূপ ধরে॥
গোপীরূপে শ্রীরাসমণ্ডলে যবে গেলা।
মুচকিয়া কৃষ্ণচন্দ্র দেখিতে লাগিলা॥
গোপীগণ ঠারে-ঠোরে হাসিয়া কহয়।
কোথা হৈতে আইল এ নূতন সখীদ্বয়॥
নরসী দেখিয়া শ্রীমন্ রাধাকৃষ্ণ রূপ।
গোপীগণ-শোভা রাসমণ্ডল অনুপ॥
বিভোল † হইলা মুখে নাহি সরে বাণী।
গোপীগণ হাসেন ধরিয়া তাঁর পাণি॥

---

* জলাগড়…।…ভাগবত…সভার…॥—পাঠভেদ।
† নরসী যে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া…।—পাঠভেদ।
‡ কেবল—পাঠভেদ।
§ অভিমান উৎকণ্ঠাতে—পাঠভেদ।

* শ্রেষ্ঠ যে শঙ্কর—পাঠভেদ।
† বিভোর—পাঠভেদ।

এইরূপে অনেক যে কৌতুক হইল।
ক্ষণেক বেয়াজে আর * দেখিতে না পাইল ॥
হাহাকার করি মূর্চ্ছা হইয়া পড়য়।
যাহা দেখিবারে চাহে দেখিতে না পায় ॥ †
সেই রূপ সদাই হৃদয়ে বদ্ধ হৈল।
অন্য চেষ্টা বাসনা সকল দূরে গেল ॥
পরে নিজ দেশে আসি গৃহে বসি থাকে।
পাগল বলিয়া উপহাস করে লোকে ॥
এক যে বৈষ্ণব যান দ্বারকা দর্শনে।
হুণ্ডি করিবারে গেলা মহাজন স্থানে ॥
হুণ্ডি নাহি দিল কহে বিদ্রূপ করিয়া।
নরসী-ভকত-স্থানে হুণ্ডি লহ গিয়া ॥
উদার ‡ বৈষ্ণব তাহা সত্য করি মানে।
ঢুঁড়িতে ঢুঁড়িতে গেল নরসীর স্থানে ॥
তাহারে কহেন এক শত টাকা লহ।
দ্বারকা মোকামে মোরে হুণ্ডি লিখি দেহ ॥
তেঁহো কহে ভাল ভাল শত টাকা দেহ।
হাজার টাকার হুণ্ডি লিখি দেই লেহ ॥
হুণ্ডি লিখি দিলেন শ্যামল সাহার নামে।
বড়ই সজ্জন সেই § শ্রীদ্বারিকাধামে ॥
তার হুণ্ডি চলে সর্ব্ব দেশ যে ব্যাপিয়া।
যাবামাত্র পাবে টাকা হুণ্ডি সমর্পিয়া ॥
উদার স্বভাব সাহজিক বৈষ্ণবের।
না বুঝে নরসীজীর কথা অন্তরের ॥ ¶
প্রতীত করিয়া হুণ্ডি লইয়া চলিল।
দ্বারকা যাইয়া কথো দিনে উত্তরিল ॥
শ্যামল-সাহা কে বলিয়া সহরে খুঁজিয়া।
বেড়ায় বৈষ্ণব সব লোকে জিজ্ঞাসিয়া ॥

* ব্যাজেতে আর—পাঠভেদ।
† হাহাকার করিয়া হইল মূর্চ্ছাগত।
দেখিয়া না দেখে আর হইল বিস্মিত ॥—পাঠভেদ।
‡ উদাস—কচিৎ পাঠভেদ।
§ কহে সে তুখর বড়—পাঠভেদ।
¶ সাহসিক…। না বুঝিলা… ॥—পাঠভেদ।

সভে বলে শ্যামল সাহাকে জানি নাঞি।
হেনকালে সম্মুখেতে দেখে এক ঠাঞি ॥
একজন এক থলি টাকা স্কন্ধে করি।
আসিয়া কহয়ে বৈষ্ণবের বরাবরি ॥
জুনাগড় হৈতে এক চিঠি আসিয়াছে।
মোর নামে নরসী এক হুণ্ডি লিখিয়াছে ॥
তাহা শুনি হর্ষে তবে বৈষ্ণব কহেন।
হাজার টাকার হুণ্ডি মোরে দিয়াছেন ॥
শ্যামল সাহা কি তবে হয় তব নাম।
তেঁহো কহে হয় হয় আমারি আখ্যান ॥
হুণ্ডি লইয়া তবে টাকা গণি দিল।
ভক্ত অনুরোধে বোঝা বহিয়া আনিল ॥
শ্যামল সাহা যে কৃষ্ণ যথার্থ লিখিল।
বৈষ্ণব সরল তাহা কিছু না বুঝিল ॥
আর এক বড়ই কৌতুক শুন কহি।
নরসীর সম যে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি ॥ *
কন্যা নরসীর হয় তাহার পুত্রের। †
বিবাহ দিবার ইচ্ছা হইল মায়ের ॥
পিতারে কহয়ে মোর পুত্রের বিবাহ।
কন্যা ঠাহরিয়া তার উদ্‌যোগ করহ ॥
তেঁহো কহে কৃষ্ণ দিবে আমি কি করিব।
জগতে যে করে সেই সম্পন্ন করিব ॥
এতো শুনি কন্যা তার আপনি উদ্‌যোগী।
হইয়া ঘটক ডাকি কহে কন্যা লাগি ॥
ঘটক যাইয়া এক কন্যা স্থির হৈল।
সম্বন্ধ করিয়া তার বিভা ‡ স্থির কৈল ॥
তখন শুনিল সব কন্যাকর্ত্তাগণ।
নরসী কাঙ্গাল সদা করয়ে ভজন ॥
তাহার দৌহিত্রে তার অন্ন নাহি ঘরে।
ইহা শুনি সভে মিলি § আর্ত্তনাদ করে ॥

* নরসী সমান কৃষ্ণের প্রিয় নাহি দুই—পাঠভেদ।
† দুই কন্যা নরসীর তার একের পুত্রের—পাঠভেদ।
‡ তার লগ্ন—পাঠভেদ।
§ সকলেতে—পাঠভেদ।

বিবাহের দুই এক দিন যবে রহে।
নরসীর তনয়া নিজ পিতা-স্থানে কহে ॥
বিবাহের উদ্যোগ করহ শীঘ্র তবে।
নরসী কহে যার ভার সেই বিভা দিবে ॥ *
কন্যা তার চিত্তে অতি ভাবিত হইল।
লগ্নপত্র দেওয়া গেল লজ্জাস্কর হৈল ॥
পিতা মনোযোগ না করিল কি হইবে।
ইহার সম্পন্ন তবে আর কে করিবে ॥
এতেক ভাবিয়া মনে দুঃখিত হইল।
বিবাহের দিনে অতি কৌতুক জন্মিল ॥
নরসী নিজ প্রিয়ভক্ত লজ্জা-নিন্দা-ভয়।
শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী সহ আইলা তথায় ॥
ছদ্মরূপে † আসি বিবাহের আয়োজন।
করিলা সকলি সঙ্গে নিঞা বহুজন ॥
সন্ধ্যাকালে হাতী ঘোড়া মশাল দীপক।
লইয়া আইল তথা শত শত লোক ॥
কোথা হৈতে আইসে তাহা কেহ না সমুঝে।
নরসী আনিল বলি সব লোক বুঝে ॥
বরসজ্জা বড়ই অতুল করি হরি।
নরসীকে কহে আইস ভাল বস্ত্র পরি ॥
তেঁহো কহে ভাল বস্ত্র পরিলে কি হবে।
চলহ আমারে নিঞা যথায় যাইবে ॥ ‡
ছিণ্ডা কটিবেড়া বস্ত্র করতাল হাথে।
উঠিয়া চলিলা নাম গাইতে গাইতে ॥
কৃষ্ণচন্দ্র মুচকিয়া হাসেন দেখিয়া।
এক হস্তিপৃষ্ঠে তাঁরে দিল চড়াইয়া ॥
হস্তিপরে চড়ি করতাল বাজাইয়া।
হরেকৃষ্ণ হরিনাম § চলিল গাইয়া ॥
আপনি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অধ্যক্ষ হইয়া।
চলিলা সমৃদ্ধি করি বরেরে লইয়া ॥

কন্যাকর্ত্তা-গৃহে গিয়া সভে পঁহুছিলা।
সমৃদ্ধি দেখিয়া তারা বিস্মিত হইলা ॥
পূর্ব্বে যে দারিদ্র্য বলি উপহাস কৈল।
বরের সমৃদ্ধি দেখি বিস্ময় হইল ॥ *
লোক জনে খাইতে দিবার নাহি যোত্র।
অহঙ্কার চূর্ণ হৈল দেখিয়া বিচিত্র ॥
বিবাহ কালীন নরসী সভাতে বসিয়া।
নাম গান করে করতাল বাজাইয়া ॥
চারিদিকে ঘেরি লোক দেখিতে আইল।
বাউল দেখিয়া লোক হাসিতে লাগিল ॥
ভকতবৎসল কৃষ্ণ যতন করিয়া।
এতেক করিল ভক্ত-যশের লাগিয়া ॥
ভক্ত সেই যশ-আদি দৃক্‌পাত না করে।
তথাপিহ মহোৎসাহ কৃষ্ণের অন্তরে ॥
পরদিন বর নিঞা ঘরেতে আইলা।
লোকজন কোথা গেল কেহো না জানিলা ॥
আর এক নরসীর কাহিনী যে শুন।
ভক্তপক্ষপাত কৃষ্ণ করিলা যে পুন ॥
নরসীর সেই কন্যা স্বামি-গৃহে গেলা।
তাহারা দারিদ্র্য অতি অন্নের † বিকলা ॥
শ্বশুর শাশুড়ী কহে তোমার পিতারে।
কহিয়া পাঠাও কিছু উপকার তরে ॥
তাহা শুনি বারবার নিজ পিতা স্থানে।
মনুষ্য পাঠায় কিছু অর্থের কারণে ॥ ‡
নরসী সে কথা নাহি শুনে আপনায়।
পুনর্ব্বার কান্দি কন্যা কহিয়া পাঠায় ॥ §
বরঞ্চ আমারে তেঁহো কিছু নাহি দেন।
একবার আসি মাত্র দেখা দিয়া যান ॥
এতেক শুনিঞা সেই কন্যার বাটীতে।
সেই ছিণ্ডাবস্ত্র বেশে করতাল হাথে ॥

* নরসী কহেন যার ভার সেই দিবে—পাঠভেদ।
† ছদ্ম রূপে—পাঠভেদ।
‡ চলহ যাইব মোরে যথা নিঞা যাবে—পাঠভেদ।
§ হরিগুণ—পাঠভেদ।

* চমক লাগিল—পাঠভেদ। † অন্নার্থে—পাঠভেদ।
‡…কন্যা নিজ পিতার যে স্থানে।…এক তাহার কারণে ॥ —পাঠভেদ।
§…তাহা নাহি শুনি মনে নাহি ভায়।…বহু কান্দি—॥ —পাঠভেদ।

চলিলেন সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে। *
উত্তরিল গিয়া তথা হরষিত চিতে ॥
বেহাই বেহানী তার অবস্থা দেখিয়া। †
নিরাশ হইল অর্থ-আশা তেয়াগিয়া ॥
অনাদর করি হাসি বিদ্রূপ করিয়া।
বাসা দিল ভাঙ্গা এক চালাতে লইয়া ॥
পুষ্প তুলসী নিঞা পূজাতে বসিল।
হেনকালে ঝড়বৃষ্টি হইতে লাগিল ॥
ভাঙ্গা ছাপরেতে জল পড়িতে লাগিল।
পুষ্প তুলসীগুলি ভাসিয়া চলিল ॥
তবে সাধু হাথে যুড়ি ইন্দ্র-প্রতি কয়। ‡
কৃষ্ণপূজা দ্রব্য কেনে কর অপচয় ॥
এতেক কহিতে জল নাহি পড়ে তথা।
চতুর্দ্দিকে বর্ষে মুষলের ধার যথা ॥ §
বেহাই দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য মানিল।
কারণ কি তার কিছু বুঝিতে নারিল ॥
তবে তার কন্যা লয়ে পাকের সামগ্রী।
যথাশক্তি আনি দিল হয়ে অতি ব্যগ্রী ॥ ¶
পাক না করিয়া সাধু গব্য কিছু খাইল।
দুহিতা নিকটে বসি কহিতে লাগিল ॥
শ্বশুর শাশুড়ী আদি এঁহারা দরিদ্র।
অন্ন না খাইতে মিলে সদাই অভদ্র ॥
তুমি কিছু উপকার করিবে বলিয়ে।
শ্বশুর শাশুড়ী কিছু ** আছিল আশয়ে ॥
তুমি যদি শূন্য হস্তে আইলে দেখিয়া।
মোরে উপহাস করে গঞ্জনা করিয়া ॥
ইহা শুনি সাধু তবে কন্যারে কহয়।
শাশুড়ীকে কহ তুমি কি তেঁহো চাহয় ॥

যাহা চাহে তাহি দিব নাহিক সংশয়।
আমার প্রভুর ঘরে কিবা না আছয় ॥
এতো শুনি কন্যা তবে আনন্দিত-হিয়া।
শাশুড়ীকে সকল কহিল তবে গিয়া ॥ *
পিতা মোরে কহে যাহা চাহ তাহা দিব।
অতএব কহ তাঁর স্থানে কি চাহিব ॥
শাশুড়ী এ কথা শুনি ক্রোধাবেশে কহে।
যাহা চাব তাহা দিবে কল্পতরু নহে ॥
কটিতে কেবল এক টেনামাত্র হেরি।
ছাই না পাথর দিবে বুঝিতে না পারি ॥
পানিহারায় দিতে হবে দুইটা পাথর।
তাহি গিয়া চাহ তব পিতার গোচর ॥
এতো শুনি দুঃখ ভাবি ফিরিয়া আইল।
পিতার নিকটে সব বৃত্তান্ত কহিল ॥
পিতা কহে মাতা তুমি দুঃখ না ভাবিহ।
দিয়া যাব আমি কিবা চাহি তাহা কহ ॥
স্ত্রীর স্বভাব অন্য অন্য স্ত্রীর স্থানে।
শেলাঘা হইবে বড় শ্রেষ্ঠ করি মানে ॥
পিতৃস্থানে কহে তবে পাড়ার যতেক।
স্ত্রীলোকেরে বস্ত্র দেহ প্রত্যেক প্রত্যেক ॥
সাধু কহে ভাল ভাল তাহাই করিব।
পাথর যে চাহে শাশ † তাহা আনি দিব ॥
তবে সাধু শ্যামল সাহার স্থানে কহে।
গাড়ী ভরি বস্ত্র নানা আইসে তার গৃহে ॥
আর স্বর্ণময় এক আর রৌপ্যময়।
দুইখানা পাথর যে আনিঞা যোগায় ॥ ‡
গ্রামে গ্রামে পাড়া পাড়া প্রতি ঘরে ঘরে।
বহুমূল্য বস্ত্র বিলাইল সবাকারে ॥
ঘরে তাঁর রহিল পাথর দুইখান।
সাধু তবে নিজস্থানে করিলা পয়ান ॥

* ...পথে পথে কীর্ত্তন করিতে।—পাঠভেদ।
† হাল যে দেখিয়া—পাঠভেদ।
‡ ইন্দ্রেরে কহয়—পাঠভেদ।
§ বরিষয়ে মুষলধারে যথা—পাঠভেদ।
¶ ...তার পাকের সামিগ্র।...হয়ে অতি ব্যগ্র ॥—পাঠভেদ।
** শ্বশুর শাশের মোর—পাঠভেদ।

* শাশুড়ীর স্থানে তবে কহে দ্রুত গিয়া—পাঠভেদ।
† বাস—কচিৎ পাঠভেদ।
‡ ডারয়—পাঠভেদ।

কন্যা নিজ * পিতার যে মহিমা দেখিয়া।
ভক্তিতে জন্মিল লোভ একান্ত হইয়া॥
শ্বশুর-আলয় ছাড়ি পিতৃগৃহে গেলা।
শ্রীকৃষ্ণ ভজিব বলি তাঁহারে কহিলা॥
শ্বশুর-আলয় মুঞি কভু নাহি যাব।
তোমার চরণে থাকি ভজন করিব॥
তাঁর ছোট ভগ্নী এক বিবাহ না হয়।
তেঁহো কহে আমার যে ঐ আশা হয়॥
আমার প্রতিজ্ঞা কভু † বিভা না করিব।
শ্যামল সাহারে মুঞি একান্ত ভজিব॥
সেই মোর পতি সেই বন্ধু সে বান্ধব।
মায়ার প্রভাব মাত্র অন্যে পতি ভাব॥
এতেক বিচার করি বহিনী যে দুই।
হৃদয় উঘাড়ি কহে পিতার স্থানে যাই॥
পিতা শুনি বড় তুষ্ট হইল অন্তরে।
ভাল ভাল বলি প্রশংসিলা দোঁহাকারে॥
দুই কন্যা তম্বুরা লইয়া কৃষ্ণগুণ।
গান করে প্রেমানন্দে ভাসি তিন জন॥
গ্রামে গ্রামে বনে বনে নগরে নগরে।
বাহ্য-স্ফূর্ত্তি নাহি কৃষ্ণগুণ গান করে॥ ‡
নগরিয়া লোক তার মর্ম্ম নাহি জানি।
নিন্দা করে দুষ্ট বাক্যে করে কাণাকাণি॥
জ্ঞাতি-কুটুম্ব নিমন্ত্রণ নাহি করে।
তাহাতেও ক্ষোভ কিছু নাহিক অন্তরে॥
শালঙ্গ নামেতে রাজা স্থানে দুষ্ট গিয়া।
ঠকাম করিল স্পষ্ট § অপবাদ দিয়া॥
রাজা পদাতিক দ্বারে তলব করিলা।
তিন জন গাইতে গাইতে চলি গেলা॥
ক্রোধাবেশে রাজা কিছু কহিবারে চাহে।
কটু নাহি আইসে মুখে মৌন হই রহে॥

তেজঃপুঞ্জ দেখিয়া সঙ্কোচ হৈল চিতে।
স্তব স্তোত্র করে রাজা করি যোড়হাথে॥
ঠাকুরের সন্ধ্যা-আরতি-সময় হইল।
তা সভারে লয়ে রাজা মন্দিরেতে গেল॥ *
তিন জনে নৃত্য গীত আরম্ভ করিল।
প্রেমাবেশে সাধুগণ উন্মত্ত হইল॥
রাজা পাত্র মিত্র আদি চৌদিকে বেড়িয়া।
গানেতে মগন হৈল প্রেমাবিষ্ট-হিয়া॥
হেনকালে ঠাকুরের কণ্ঠদেশ হৈতে।
এক ফুলহার আসি নরসীর গলেতে॥ †
আচম্বিতে পড়িল যে সভেই দেখিল।
রাজার অন্তরে অতি চমৎকার হৈল॥
ভকতি করিয়া রাজা পাদোদক লয়।
নানা মিষ্ট-অন্ন তাঁহা সভায় খাওয়ায়॥ ‡
অধর অমৃত পাদোদক পান করি।
ঢেঁড়্‌রা ফিরায়্যা দিল নগরী নগরী॥
নরসী সাধুরে উপহাস যে করিব।
অপযশ কহি দুষ্ট বলি যে মানিব॥
তার দণ্ড হবে ঘর সর্ব্বস্ব লুটিয়া। §
মস্তক মুণ্ডন করি দিব খেদাড়িয়া॥
তখন জানিল লোক নরসীর মহিমা।
দুই কন্যা আর তেঁহ নিষ্পাপ গরিমা॥ ¶
তাঁ-সভা দর্শনে জগৎ পবিত্র হইল।
একা লালদাস ** মাত্র বঞ্চিত রহিল॥

১১৭। চরিত্র শ্রীঅঙ্গদ ভক্ত

রায়সেনগড় নামে দেশপতি রাজা।
তাঁর জ্ঞাতি খুড়া হন যুদ্ধে মহাতেজা॥

---

* তবে—পাঠভেদ।
† এই—পাঠভেদ।
‡ …বাজারে। বাহ্যমূর্ত্তি…কৃষ্ণগান করি ফিরে—পাঠভেদ।
§ দুষ্ট—পাঠভেদ।

* …রাজা দরশনে নিঞা গেল—পাঠভেদ।
† …কণ্ঠেতে হইতে।…পুষ্পহার…॥—পাঠভেদ।
‡ …পাদ ধোয়াইয়া।…খাওয়াইয়া॥—পাঠভেদ।
§ ঘর সম্বল—পাঠভেদ।
¶ নিষ্পাপের সীমা—পাঠভেদ।
** কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।

রাজার চাকর সেনাপতির প্রধান।
রাজখুড়া বলি তাঁরে করে বহু মান॥
অঙ্গদ তাঁহার নাম অতি মূঢ়মতি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জানে কৃষ্ণে নাহি রতি॥
স্ত্রীর বাধ্য হন তেঁহো অত্যন্ত স্ত্রীজিত।
কিন্তু তাঁর স্ত্রী হন শ্রীকৃষ্ণ আশ্রিত॥
পরম বৈষ্ণবী হন দৃঢ়ভক্তিমতী।
সুশীল সুশান্ত দান্ত সাধুর প্রকৃতি॥ *
স্বামীরে কহেন সদা কৃষ্ণ ভজিবারে।
মূঢ়ের স্বভাব তেঁহো গ্রাহ্য নাহি করে॥
এক দিন শ্রীগুরুদেব গৃহেতে আইল। †
অন্দরে লইয়া সতী সেবন করিল॥
অঙ্গদ তাঁহার স্বামী তাহা তো দেখিয়া।
স্ত্রীকে করয়ে কিছু ভৎর্সনা করিয়া॥
গৃহমধ্যে কেনে পরপুরুষ আনিলে।
বুঝি নারী হইয়া যে স্বতন্ত্রা হইলে॥
ইহার কি ভাব তাহা বুঝিতে না পারি।
বুঝিনু হইলে ভ্রষ্টা অনুমান করি॥
এই মত রমণীরে ভৎর্সনা করিল।
আর ‡ গুরুকেও কিছু দুর্ব্বাক্য কহিল॥
তাহা শুনি স্ত্রীর মনে দুঃখ উপজিল।
হায় হায় বিধি মোর হেন সঙ্গ দিল॥
নির্ব্বোধ সুমূঢ় স্বামী নাহি বুঝে মর্ম্ম। §
বুঝিলাম মোর ভাগ্যে বিধির এ কর্ম্ম॥
সহজে স্ত্রীলোক মুঞি নাহিক উপায়।
ইহার প্রায়শ্চিত্ত প্রাণ-তেয়াগ যুয়ায়॥
এতো ভাবি অনাহারে পড়িয়া রহিল।
পরাণ ছাড়িব বলি নিশ্চয় জানিল॥
স্বামী তাঁর অঙ্গদ সে স্বভাবে স্ত্রীজিত।
মানিনী দেখিয়া তবে হৈল পদানত॥

* ...বৈষ্ণব তেঁহো...।...সুশীল শান্ত...॥— পাঠভেদ।
† স্ত্রীর গুরুদেব গৃহে— পাঠভেদ।
‡ তাঁর—পাঠভেদ। § ধর্ম্ম—পাঠভেদ।

কাতর হইয়া বহু সাধনা করিল।
কহে এবে তাহাই করিব * যাহা বল॥
নারী কহে তবে আমি পরাণ রাখিব।
তবে আমি জল অন্ন গ্রহণ করিব॥
যদি মোর এক কথা করহ শ্রবণ।
যাহা বলি তাহা যদি করহ গ্রহণ॥
অঙ্গদ কহয়ে তুমি যে আজ্ঞা করিবে।
অবশ্য করিব তাহা অন্যথা না হবে॥
স্ত্রী কহে তবে তুমি শ্রীকৃষ্ণ ভজহ।
আমার গুরুর স্থানে দীক্ষা যে করহ॥
অঙ্গদ কহয়ে আমি অবশ্য করিব।
মরিতেও কহ যদি তাহায় † মরিব॥
অঙ্গদ শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত-মহিমা না জানে। ‡
নারীর সোহাগ হেতু করিবারে মানে॥
তবে সেই নারীর গুরুর স্থান হৈতে।
মন্ত্রদীক্ষা কৈলা স্ত্রীর অনুরোধ-মতে॥
নিমাত-সম্প্রদা হন গুরু অপ্রাকৃত।
তাঁহার স্পর্শের গুণ দেখ চমৎকৃত॥
আশ্রয় মাত্রেতে তাঁর চক্ষু খুলি গেল।
অজ্ঞান-তিমির নাশি জ্ঞান প্রকাশিল॥ §
ক্রমে ক্রমে মন তার হইল কৃষ্ণেতে।
স্বাদু বোধ হৈল যত্ন লাগিল বাড়িতে॥ ¶
পরাৎপর পরম পদার্থ মহানিধি।
জানিঞা তাহাতে মন ডুবে নিরবধি॥
কায়মনোবাক্যে তবে স্ত্রীরে প্রশংসে।
তোমা হৈতে মোর ভব-দুর্গতি বিনাশে॥
তোমা হৈতে পাইনু মুঞি শ্রীকৃষ্ণ-ভকতি।
তোমারে যে গুরু সম মানিতে যুকতি॥ **

* তাহি যে করিব—পাঠভেদ।
† তাহাও—পাঠভেদ।
‡ ...কৃষ্ণভক্তির যে মর্ম্ম নাহি জানে।—পাঠভেদ।
§ অজ্ঞান-তিমির নাশি প্রকাশ হইল—পাঠভেদ।
¶ ...মন যদি গছিল কৃষ্ণেতে। সাধু...হইতে—পাঠভেদ।
** পাইনু যুবতি—পাঠভেদ (অপপাঠ)।

স্ত্রী কিবা পুত্র কিবা পশু কেনে নয়।
কৃষ্ণে মতি যাহা হৈতে সেই গুরু হয়॥
বিপ্র কিংবা ন্যাসী কিংবা শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

পদ্যাবল্যাম্—

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং (১) সুমহতা-
মুচ্চাটনং (২) চাংহসা-
মাচাণ্ডাল-মমূকলোক-সুলভো
বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ (৩)।
নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং (৪) ন চ
পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি
শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ॥

কৃতার্থ মানিঞা রমণীরে প্রশংসয়।
কি আশ্চর্য্য দেখহ সদ্‌গুরুর আশ্রয়॥
দুর্ঘট ঘটন সদ্‌গুরুর চরণ।
অদ্যাপিহ কর ইহা সাক্ষাতে দর্শন॥
অসম্প্রদায়-উপদিষ্ট তার মতি গতি।
সম্প্রদায়-নিষ্ঠ যেই তাহার প্রকৃতি॥
সুবোধ যে হয় সেই অনুভব করে।
বর্ব্বর যে কিছু তার না হয় গোচরে॥
তবে শ্রীঅঙ্গদ রাজ-বিষয় ছাড়িয়া।
শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করে গৃহেতে বসিয়া॥
রাজা বোলাইল যুদ্ধে যাইতে হইবে।
তেঁহো কহে আমা হৈতে তাহা না চলিবে॥
বহু-জীব-হিংসা হয় যুদ্ধের আড়ম্বে।
অন্যেরে পাঠাও আমা হৈতে না হইবে॥
তথাচ না শুনি রাজা যুদ্ধে পাঠাইল।
কি করিবে রাজ-আজ্ঞা যাইতে হইল॥

যুদ্ধে গিয়া প্রতিযোগী রাজারে জিনিল।
রাজার পাগেতে বহুমূল্য হীরা ছিল॥
নির্ম্মল সুন্দর স্থূল সুদুর্ল্লভ হীরে।
পাইয়া অঙ্গদ সাধু অন্তরে বিচারে॥ *
এই যে অপূর্ব্ব দ্রব্য অন্যে যোগ্য নহে।
পরাইব পুরুষোত্তমে জগন্নাথ-দেহে॥ †
এতেক ভাবিয়া হীরা যতনে রাখিলা।
নিজপ্রভু রাজার নিকটে তবে গেলা॥
লুটিয়া আনিল যত সব দ্রব্য দিল।
হীরা খানি নাহি দিল যতনে ‡ রাখিল॥
পরে পরম্পরা রাজা হীরার কথন।
শুনিয়া অন্তরে তবে হৈল ক্রোধমন॥
অঙ্গদের স্থানে হীরা মাগিল রাজন।
তেঁহো কহে নাহি দিব থাকিতে জীবন॥
অন্য কারো যোগ্য নহে সে হীরারতন।
জগন্নাথ-অঙ্গ-যোগ্য হইবে ভূষণ॥
এতেক শুনিঞা রাজা ক্রোধাবিষ্ট হৈল।
খুড়া বলি তখন যে কিছু না বলিল॥
পুনঃ পুনঃ চাহিতেও যদ্যপি না দিলা।
রাজা তাঁর ঘর দ্বার সকলি ঘেরিলা॥
সাধুর একান্ত মন জগন্নাথে দিব।
পরাণ তেজিতে হয় তাহাও তেজিব॥ §
এতো ভাবি হীরাখানি বান্ধি পাগড়িতে।
কথোগুলি সওয়ার লইল নিজ সাথে॥
পলাইয়া চলিল শ্রীপুরুষোত্তম-পথে।
রাজা শুনি পাত্রে কহে ধরিয়া আনিতে॥
পাঁচশ সওয়ার পাত্র পাঠায় অমনি।
অঙ্গদ দুষ্টেরে ধরি আনহ এখনি॥
হীরাখানি যদি দেয় আপন ইচ্ছায়।
লইয়া আসিবে তবে ছাড়িয়া তাহায়॥

(১) আকৃষ্টীকৃতচেতসাং—ইতি বা পাঠঃ।
(২) সুমনসামুচ্চাটনং—ইতি বা পাঠঃ।
(৩) 'মোক্ষাশ্রয়ঃ' ইতি 'মোক্ষপ্রিয়ঃ'—ইতি চ পাঠদ্বয়ম্।
(৪) দক্ষিণামিতি সৎক্রিয়াম্—ইতি চ পাঠৌ।

* নির্ম্মিত…হীরা।…মনে বিচারিলা॥—পাঠভেদ।
†…অন্যযোগ্য…।…পুরুষোত্তম…॥—পাঠভেদ।
‡ গোপনে—পাঠভেদ। § করিব—পাঠভেদ।

লড়িতে প্রবর্ত্ত দুষ্ট যদি হয় তবে।
হীরা * যে লইবে আর মস্তক ছেদিবে ॥
এতেক শুনিঞা সব সওয়ার চলিল।
কথো দূরে লাগ পাই তাঁদের ঘেরিল ॥ †
তাঁরে কহে হীরা দেহ নতুবা তোমার।
মস্তক ছেদিব এই হুকুম রাজার ॥
ফাঁফর হইয়া তেঁহো ভাবে মনে মনে।
ইহার যে উপায় কি করিব এখনে ॥ ‡
এক পরামর্শ ঠাহরিল মনে মনে।
সওয়ারগণেরে কহে বৈস এইখানে ॥
এক পুষ্করণীতে আমি স্নান-পূজা করি।
পশ্চাতে তোমার হস্তে হীরা দিব ধরি ॥
এতো কহি স্নান পূজা করিয়া অঙ্গদ।
হীরা খানা হস্তে লৈল ভাবিয়া বিপদ ॥ §
ধ্যান করি জগন্নাথ চরণ-কমল।
স্তুতি করি কহে কিছু হইয়া বিকল ॥
তোমার কারণে প্রভু হীরা রেখেছিনু।
দুর্ভাগ্য যে আমি হীরা পরাতে নারিনু ॥
এ হেন সামগ্রী পরিবেক কোন ছার।
ইহা পরাইতে যোগ্য কপালে তোমার ॥
তোমার উদ্দেশে এই জলে সমর্পিনু।
যে ইচ্ছা তোমার কর পদে নিবেদিনু ॥
এতো বলি অগাধ জলেতে দিল ডারি।
দেখিয়া সওয়ারগণ উঠে হাহা করি ॥
পুনশ্চ সওয়ারগণ মনে হৃষ্ট হৈল।
ভাল ভাল হীরা মো সভার ¶ হাথে আইল ॥
জল হৈতে তলাসি এখনি উঠাইব।
যায় যাকু অঙ্গদের পিছে না হইব ॥ **

অঙ্গদ শ্রীপুরুষোত্তম পথে চলি গেলা।
সওয়ারগণেতে হীরা তলাসে লাগিলা ॥
শীঘ্র জল সেঁচাইয়া পঙ্ক উদ্ধারিলা। *
অনেক যতন কৈল হীরা না পাইলা ॥
রাজার সাক্ষাতে গিয়া বৃত্তান্ত কহিল।
উপায় না দেখি রাজা নিরস্ত হইল ॥
হেথা শ্রীপুরুষোত্তমে অঙ্গদ যাইয়া।
দেখে শ্রীবদনে হীরা শোভে ঝলকিয়া ॥
পাণ্ডাগণ পরস্পর চমকিয়া বলে।
কোথা হৈতে আইল হীরা প্রভুর কপালে ॥
জগন্নাথ আদেশ করিলা পাণ্ডাগণে।
কপালেতে হীরা মোর পরায় যে জনে ॥
অঙ্গদ তাহার নাম ক্ষেত্রে মোর আইল।
তাহারে জানাও মুঞি হীরা যে পরিল ॥
তবে পাণ্ডাগণ তাঁর তল্লাস্ করিয়া।
বহু সমাদর করি আনে সম্মানিঞা ॥
জগন্নাথ আজ্ঞা সেই হীরার বৃত্তান্ত।
কহিলেন সকল তাহার আদ্য-অন্ত ॥ †
দরশন করাইল নিঞা শ্রীবদন।
হীরা ভালে শোভে দেখি আনন্দিত ‡ মন ॥
প্রেমানন্দে গদগদ পুলক শরীর।
দয়াল প্রভুর গুণ দেখিয়া অস্থির ॥
জগন্নাথ-শ্রীবদনে মন্দ মন্দ হাস।
প্রভু-ভৃত্য দোঁহাকার অন্তরে উল্লাস ॥
সেই হীরা অদ্যাবধি কপালে শোভয়।
পর্ব্বে পর্ব্বে পরেন সতত না পরয় ॥
সেই শ্রীঅঙ্গদের যে পদধূলি-কণ।
বহু পুণ্যফলে যদি পাই সে রতন ॥
তবে এই তাপত্রয় সংসার এড়াই।
কৃষ্ণভক্তি অমূল্য রতন-ধন পাই ॥

---

* মণি—পাঠভেদ।
† কতেক দূরেতে লাগ পাইয়া ধরিল।—পাঠভেদ।
‡ ইহার উপায় আমি…এখানে।—পাঠভেদ।
§ হীরা খুলি…ভাবিয়া বিষাদ।—পাঠভেদ।
¶ তোমা সভার—ক্বচিৎ পাঠভেদ।
** করিব—পাঠভেদ।

* উঠাইলা—পাঠভেদ।
† কহিল তাঁহারে যে সকল আদ্যোপান্ত।—পাঠভেদ।
‡ উল্লসিত মন—পাঠভেদ।

১১৮। চরিত্র শ্রীকরুরির রাজা শ্রীচতুর্ভুজ

চতুর্ভুজ নাম করুরির মহারাজা।
মহাভাগবত দুই অংশে মহাতেজা॥
বৈষ্ণব-সেবায় প্রীত কায়মনোবাক্যে।
গৃহ হৈতে চারি-ক্রোশ-তক চৌকি রাখে॥
বৈষ্ণব দেখিবামাত্র যতন করিয়া।
একান্ত করিয়া আনে চরণে ধরিয়া॥
সুবিধি-বোধিতরূপে করয়ে সেবন। *
যাবার সময় তাঁরে দেয় বহুধন॥
এই ধর্ম্ম † রাজার অন্যধর্ম্মেতে বিরত।
প্রতিদিন বৈষ্ণব আইসে শত শত॥
সব বৈষ্ণবের পাদোদক ভুক্তশেষে।
খাইয়া ভকতিপূর্ণ ‡ অশেষ বিশেষে॥
আর এক কোন রাজা পশ্চিম-দেশীয়।
এ সব বৃত্তান্ত শুনি জ্ঞান কৈল হেয়॥
বৈষ্ণবের বেশ ধরি যেই জন যায়।
তাহারে পূজয়ে আর উচ্ছিষ্ট ভুঞ্জয়॥
জানিঞা শুনিঞা নাহি বৈষ্ণব সেবয়ে।
ভাঁড় এক পাঠাই মুঞি দেখি কি করয়ে॥
এতো কহি ডোম এক ভাঁড় আনাইয়া।
পাঠাইল বৈষ্ণবের ভেক বানাইয়া॥
করুরির রাজগৃহে উপনীত হৈল।
বৈষ্ণব দেখিয়া রাজা সমাদর কৈল॥
কৃত্রিম বৈষ্ণব ভাঁড় ডোম জাতি হয়।
অন্য রাজা তারে পাঠাইল অসূয়ায়॥
এ কথা শুনিঞা রাজা লোক-পরম্পরা।
তথাচ ভকতি কৈল করিয়া সুধারা॥ §
বৈষ্ণবের ভেক মাত্র দেখিয়া ভকতি।
অবশ্যকর্ত্তব্য বিচারিলা মহামতি॥
বহু স্তুতি নতি করি সেবা ভক্তি কৈল।
অর্থ দিয়া তাহার সন্তোষ জন্মাইল॥

* সুবিধি বিবিধরূপে (সুবিধি-শোধিতরূপে)—পাঠভেদ।
† ব্রত—পাঠভেদ। ‡ ভকতি করি—পাঠভেদ।
§ ···লোক পরম্পর।···করিয়া সুন্দর।—পাঠভেদ।

ভাঁড় মনে ভাবে মুঞি ঠকাইয়া লৈনু।
রাজা মনে ভাবে মুঞি কৃতার্থ হইনু॥
ভাঁড় যে বৈষ্ণব * তবে বিদায় মাগিল।
ভাল ভাল বলি রাজা বিশেষ কহিল॥
শুনিলাম অমুক যে রাজা কৃপা করি।
তোমারে পাঠায় মোরে পবিত্র বিচারি॥
তেঁহো যে দয়াল হ'ল মোর † হিতকারী।
তাঁরে এক দ্রব্য আমি দিব মূল্য ভারি॥
যতন করিয়া তুমি দিবে তাঁর স্থানে।
পহুঁছ সমাচার যেন পাঠান এখানে॥
ইহা শুনি ভাঁড় কিছু কুণ্ঠিত হইল।
আমি যে কপট বুঝি রাজা তা জানিল॥
তবে রাজা সাঁচ্চা এক জরির ফালিতে। ‡
এককড়া কাণাকড়ি বান্ধিয়া তাহাতে॥
মোহর করিয়া § দিল যতন করিয়া।
ভাঁড়ের হস্তেতে দিল চলিল লইয়া॥
সেই রাজস্থানে গিয়া কহিল হাসিয়া।
মোরে বড় ভক্তি কৈল বৈষ্ণব জানিঞা॥
তুমি মোরে পাঠাইলা জানিল কেমনে।
তোমারেও ভক্তি কৈল কায়-বাক্য-মনে॥ ¶
আর কি অপূর্ব্ব দ্রব্য তোমার কারণে।
মোর হস্তে দিয়া পাঠালেন যতনে॥
এতো বলি জরির ফালির সে পুটলি।
রাজার হস্তেতে দিল অতি শ্লাঘ্য করি॥
রাজা খুলি দেখে কাণাকড়ি এক কড়া।
সুন্দর জরির ফালি তাহাতেই মোড়া॥
দেখিয়া রাজন তবে ভাবে মনে মনে।
পাঠাইল কাণাকড়ি কিসের ** কারণে॥
পাত্র মিত্র সভাসদ্ সভারে পুছিল।
আদ্যোপান্ত সব বিবরণ জানাইল॥

* সেই যে বৈষ্ণব—পাঠভেদ।
† তেঁহো বড় দয়ালু আমার ···।—পাঠভেদ।
‡ কানিতে—পাঠভেদ। § বান্ধিয়া—পাঠভেদ।
¶ ···বহু স্তুতি কৈল কায়মনে—পাঠভেদ।
** ···কড়া কি কারণে—পাঠভেদ।

পূর্ব্বাপর শুনি সভে বিচার করিল।
তাহার সিদ্ধান্ত তবে নিশ্চয় হইল ॥
ভাঁড় যে বৈষ্ণববেশে * পাঠাইলা তথা।
তারি উদাহরণ যে পাঠাইলা হেথা ॥
ভাঁড় যে সে কাণাকড়ি ভেক যে সে জরি।
কাণাকড়ি লঘু কিন্তু জরি দীপ্তিকারী ॥ †
জরির আদর কাণাকড়ির কি মূল্য।
জরি আচ্ছাদিত হেতু জরি সমতুল্য ॥ ‡
অতএব পূজনীয় ভেক-আচ্ছাদিত।
ভাঁড় পূজনীয় হৈল তাহার সহিত ॥
ভেকের মহিমা-গুণ এমতি যে হয়।
চণ্ডাল হইলে তারে § পূজিতে জুয়ায় ॥
রাজা কহে ইহার প্রমাণ কোথা হয়।
সভাসদ কহে আদি পুরাণাদি কয় ॥
চোর ভেক করি চুরি করিবারে গেল।
জানিয়াও রাজা তার সম্মান করিল ॥
বিস্তার করিয়া সভাসদ শুনাইল।
প্রতীত হইয়া রাজা চমৎকার ¶ হৈল ॥
এতো শুনি রাজা বহু প্রশংসা করিল।
আপনারে অপরাধী করিয়া মানিল ॥
আপনি চলিলা করুরির রাজ-পাশ।
চরণে পড়িয়া ক্ষমাইল নিজ-দোষ ॥
দুইজনে একত্রে বসিয়া ** কৃষ্ণকথা।
কহিয়া আনন্দ হৈল দুই বন্ধু যথা ॥
করুরির রাজা এক প্রার্থনা করিয়া।
কহেন তাঁহারে দুটি হস্তেতে ধরিয়া ॥
শুনি এক পঢ়া শুয়া আছয়ে তোমার।
কৃষ্ণগুণ-গান করে অতি চমৎকার ॥
পক্ষীটি আমাকে যদি দেহ কৃপা করি।
তেঁহো কহে ক্ষম মোরে তাহা তো না পারি ॥

রাজ্য ধন প্রাণ আদি লও দিতে পারি। *
শুয়া যে আমার প্রিয় তাহা দিতে নারি ॥
আমার সুসঙ্গ সেই উপদেশকর্ত্তা।
গুরু করি মানি তারে মোর সেই ত্রাতা ॥
বিষয়ে উন্মত্ত মুঞি যবে থাকি ভুলি।
চেতন করায় সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ॥
তাহার প্রসাদে মুঞি কৃষ্ণনাম শুনি।
স্মরণ করায় সেই † মোরে মূঢ় জানি ॥
তুলসীর মালা গলে তিলক শোভয়।
কৃষ্ণের অধরামৃত বিনে নাহি খায় ॥
অপ্রাকৃত হয় সেই অসম্ভব-গুণ।
কৃষ্ণভক্তি-মতে তার কিছু নাহি ন্যূন ॥
করুরির রাজা শুনি চমৎকার হৈল।
এতেক আসক্তি জানি পুনঃ না চাহিল ॥
পুনঃ সেই রাজা ‡ কহে গদগদ ভাবে।
তোমা হৈতে মোর এক রোগ গেল এবে ॥
বৈষ্ণবের ছোট বড় করিয়া মানিত।
ভজন আছয়ে কি না পরখ করিত ॥
এবে মোর সে চণ্ডাল রোগ শান্তি হৈল।
তোমার শরণমাত্রে পবিত্র হইল ॥
এবে মুঞি বৈষ্ণবের দেখি ভেকমাত্র।
শরণ লইব পদে জানিয়া পবিত্র ॥
রাজা কহে তোমার অপেক্ষা আছে কিবা।
যাথে গুরু করি মানি শুয়া কর সেবা ॥
এতাদৃশ মতি যদি শত জন্মে হয়।
তবে মুঞি ধন্য হই তোমার কৃপায় ॥
তবে সেই রাজা নিজগৃহে চলি গেলা।
করুরির রাজা বহু সওগাত করিলা ॥
করুরির রাজা চতুর্ভুজ নৃপমণি।
আর সেই মহাযোগ্য রাজা ভক্তিধনী ॥ §

* বৈষ্ণবে তুমি—পাঠভেদ। † দীপ্ত করি—পাঠভেদ।
‡ …কি মূল।…সমতুল—পাঠভেদ।
§ তবে—পাঠভেদ। ¶ চমকিত—পাঠভেদ।
** মেলা মেলি করে—পাঠভেদ।

* রাজ্য লও ধন লও প্রাণ দিতে পারি—পাঠভেদ।
† বুঝি—পাঠভেদ। ‡ এত শুনি সেই রাজা—পাঠভেদ।
§ আর সেই অন্তরাজা (মহারাজা) মহা ভক্তি ধনী —পাঠভেদ।

আর সেই শুকপক্ষী মহাপূজ্যতম।
লালদাস-* হৃদয়েতে করুন বিশ্রাম ॥

১১৯। চরিত্র শ্রীমীরা বাঈ

মেরতা গ্রামেতে জন্ম মীরা বাঈ নাম।
রাণী যে রাজার বধূ গুণে অনুপাম ॥
একান্ত শ্রীকৃষ্ণভক্ত অনন্য-মানস।
প্রেমভক্তি চমৎকৃত কৃষ্ণ যাহে বশ ॥ †
অন্যকথা অন্য চেষ্টা অন্যসঙ্গহীন।
কাম-ক্রোধ লোভ-আদি আপনা-অধীন ॥
অন্দরে শ্রীমূর্ত্তি এক প্রকাশ করিয়া।
যতনে সেবন করে ভাবাবিষ্ট হৈয়া ॥ ‡
অষ্টকাল যখন যে সেবার নিয়ম।
পিরীতে করয়ে শুদ্ধহৃদয় নিষ্কাম ॥ §
নৃত্য-গীত বাদ্য করে বৈষ্ণব-সহিত।
কৃষ্ণরসরঙ্গে বাঈ সদা আনন্দিত ॥
গানশক্তি অসম্ভব অমৃত নিন্দিত।
যাহে দ্রবীভূত হৈল শ্রীকৃষ্ণের চিত ॥
বাঈজীর গানশক্তি আকবর সাহ।
পাতসা শুনিতে মনে করিলা উৎসাহ ॥
তানসেনে সঙ্গে করি বৈষ্ণবের বেশে।
বাঈজীর গৃহে গেলা হইয়া উল্লাসে ॥
বৈষ্ণব জানিঞা বাঈ সমাদর কৈল।
গান শুনাবারে তারে পাতসা কহিল ॥
ঠাকুরের আগে বাঈ গাইতে লাগিলা।
গান শুনি তানসেন আপনা নিন্দিলা ॥
পাতসা চলিয়া গেলা তবে রাজা রাণা।
অন্দরে বৈষ্ণব যাওয়া করি দিল মানা ॥ ¶
বধূ ভ্রষ্টা হৈল বলি ক্রোধাবিষ্ট হৈয়া।
ছুটিয়া কাটিতে গেলা তলওয়ার নিঞা ॥
বাঈজীর উপরে গিয়া অস্ত্র যে * হানিল।
কাটিবারে থাকু কাজ অঙ্গে না ফুটিল ॥
বিষ আদি খাওয়াইলা কিছুই না হয়।
হরির ভকত জনে বিঘ্ন কে করয় ॥
বৈষ্ণব আসিতে যবে বারণ করিল।
বাঈজী অন্তরে কিছু ক্ষোভিত হইল ॥
গৃহ হৈতে নিকশিয়া গেলা বৃন্দাবন।
রাজা পাছে পাছে পাঠাইলা দ্বিজগণ ॥ †
ধরিয়া আনিতে চাহে ছুঁইতে না পারে।
আগুনের শিখা যেন দেহ দগ্ধ করে ॥
ফিরিয়া আইল সবে যত গিয়াছিল।
তখন চমকি রাজা মরম বুঝিল ॥
অপরাধ মানি আর কিছু না কহিলা।
কৃষ্ণ-প্রিয়জন এই নিশ্চয় জানিলা ॥
বৃন্দাবনে গিয়া বাঈ আনন্দে মগন।
বাঞ্ছা হৈল শ্রীরূপ-গোস্বামি-দরশন ॥
কহি পাঠাইল শ্রীরূপেরে কারো দ্বারে।
দরশন করি যদি কৃপা করে মোরে ॥
গোসাঞি কহেন মুঞি করি বনে বাস।
নাহি করি স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষ ॥
এ কথা শুনিয়া বাঈ ক্ষোভ পাই মনে।
পুনঃ কহি পাঠাইল গোসাঞির স্থানে ॥
এত দিন শুনি নাই শ্রীমন্ বৃন্দাবনে।
আর কেহ পুরুষ আছয়ে কৃষ্ণ বিনে ॥ ‡
পুরুষ কোকিল ভ্রমরাদির অগম্য।
তেঁহো যে আইল তাথে নাহি বুঝি § মর্ম্ম ॥
প্যারীজীর প্রিয়সখী ললিতা জানিলে।
কেমনে রহিবে তেঁহো অন্তঃপুর স্থলে ॥

---

* কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।
† ...অনন্য সমান।...চমৎকার...যার বশ ॥—পাঠভেদ।
‡ হিয়া—পাঠভেদ।
§ .. সেবার যে আছয়ে নিয়ম।...করিয়া... ॥—পাঠভেদ।
¶ ...রাণী।...বাইতে নিষেধে আপনি ॥—পাঠভেদ।

* ...তলোয়ার...। —অপপাঠ।
† নিজগণ—পাঠভেদ।
‡ ...আছয়ে এই বনে—পাঠভেদ।
§ জানি—পাঠভেদ।

এতেক প্রহেলী যদি কহি পাঠাইলা।
শুনিঞা শ্রীরূপ তবে * লজ্জিত হইলা॥
কহিতে কহিলা পুন বাঈজীর স্থানে।
কৃপা করি আসি যেন দেন দরশনে॥
তবে বাঈ হৃষ্টমনে গোসাঞির স্থানে।
যাইয়া অষ্টাঙ্গ করি পড়িলা চরণে॥
পরমা সুন্দরী বাঈ অলপ বয়েস।
গোপী উদ্দীপনে রূপের হৈল প্রেমাবেশ॥
দুইজনে পরস্পর কৃষ্ণকথা রসে।
মগন হইল প্রেম-আনন্দ-উল্লাসে॥
বাঈজীর কত গুণ কহা নাহি যায়।
লালদাস † মাগে তাঁর চরণে সহায়॥

———

১২০। চরিত্র শ্রীপৃথ্বীনাথ রাজা (১)

পৃথ্বীনাথ নামে রাজা গুরুভক্ত ‡ অতি।
সর্ব্বস্ব গুরুকে দিলা সুপ্রসন্ন-মতি॥
গুরু নাহি লৈলা তাঁরে পুনঃ § সমর্পিলা।
গুরু-আজ্ঞা হেতু কষ্টে গ্রহণ করিলা॥
গুরু শ্রীদ্বারকানাথ-দর্শনে চলিলা।
তাঁহার সহিত রাজা গমন করিলা॥
দৃঢ়ভক্তি-ভাবে করে গুরুর সেবন।
নীচসেবা করে তেজি রাজ-অভিমান॥
গুরুসেবা হৈতে কৃষ্ণ প্রসন্ন হইলা।
কথো দুর যাইতে ¶ তাঁরে আদেশ করিলা॥
পৃথ্বীনাথ রাজা তুমি ঘরে ফিরি যাহ।
ঘরেতে বসিয়া তুমি মোর নাম লহ॥
প্রসন্ন হইনু আমি তোমার উপর।
গৃহে বসি দরশন পাইবে আমার॥

দ্বারকা দর্শন আর গোমতীতে স্নান।
দ্বারকা-সম্বন্ধে তপ্তমুদ্রা যে ধারণ॥
গৃহেতে বসিয়া গিয়া করহ স্বচ্ছন্দে।
গৃহেতে যাইবে সব তোমার সম্বন্ধে॥
স্বপন দেখিয়া রাজা চেতন পাইয়া।
অন্তরে বিচার করে তটস্থ হইয়া॥
কৃষ্ণ মোরে আজ্ঞা দিল গৃহেতে যাইতে।
কি করি ইহার কিছু না পারি বুঝিতে॥
কৃষ্ণ কৃপা হৈল যেই গুরুসেবা হৈতে।
তাঁর সেবা ছাড়ি গৃহে না পারি যাইতে॥
কৃষ্ণ আজ্ঞা অপালনে নাহি মোর দোষ।
গুরুরূপে তেঁহো যদি থাকেন সন্তোষ॥
অতএব গুরুসেবা ছাড়িতে নারিব।
নরকে যাইতে হয় বরঞ্চ যাইব॥
এতো ভাবি * গুরুসেবা করিয়া চলিল।
অন্তরে রহিল কারে কিছু না কহিল॥
পুনর্ব্বার কহে কৃষ্ণ পৃথ্বীনাথ তুমি।
ঘরে ফিরি যাও সুপ্রসন্ন হৈনু আমি॥
গুরু যে তোমার সে তো আমার মুরতি।
মোর বাক্য রাখ যাথে আমার পিরীতি॥
পুনর্ব্বার স্বপন দেখিয়া বিচারয়।
পুন আজ্ঞা কৈল কৃষ্ণ কি করি উপায়॥
গুরুর সাক্ষাতে সব বিবরি † কহিলা।
গুরু জানি চমকিয়া কহিতে লাগিলা॥
আহা মরি বাপু তব বলিহারি যাই।
তুমি ধন্য তোমার জগতে ‡ সম নাঞি॥
কৃষ্ণ কৃপামৃত এতো তোমার উপরে।
ঘরে যাহ বাপু কৃষ্ণ আজ্ঞা অনুসারে॥ §
গুরু যদি উপদেশ এতেক কহিলা।
তবে মহারাজ ঘরে ফিরিয়া চলিলা॥

* কিছু—পাঠভেদ। † কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।
(১) অনেক গ্রন্থে পিথিনাথ এই অদ্ভুত বর্ণসমাবেশ দৃষ্ট হয়।
‡ গুরুভক্তি—পাঠভেদ।
§ লইয়া সে—কচিৎ পাঠভেদ।
¶ হইতে—পাঠভেদ।

* অতএব—কচিৎ পাঠভেদ।
† সব বৃত্তান্ত—পাঠভেদ।
‡ তোমাতে যে আর—পাঠভেদ।
§ …উপর।…সেই আজ্ঞা কর সার॥—পাঠভেদ।

গুরুর বিচ্ছেদে রাজা ক্ষোভিত হইল।
গুরুসেবা ছাড়ি চিত্ত প্রসন্ন নহিল ॥
দুই চারি দিন পাছে দেখে রাত্রিযোগে।
গোমতী পাবন নন্দী আইলেন বেগে ॥
শ্রীদ্বারকানাথ শ্রীমান টিকম রণছোড়।
দুই যে ঠাকুর দেখে ঘরের ভিতর ॥
দ্বারকার অনুচর তপ্তমুদ্রা দিয়া।
বাহুমূলে রাজার বরিল ছাপা দিয়া ॥
বহু সাধু সন্ত আনি নৃপে দেখাইল।
দেখিয়া সকলে নিজ কৃতার্থ মানিল ॥ *
আনন্দে গোমতী-নদী-স্নান সভে কৈল।
দ্বারকানাথের পদে প্রণাম করিল ॥
রাজার মহিমা দেখি আশ্চর্য্য মানিল।
স্তব স্তুতি করি বহু প্রশংসা † করিল ॥
বৈদ্যনাথ দেব-স্থানে এক অন্ধ নিজ।
চক্ষু লাগি কৈল বহু তপ ব্রত পূজ ॥
মহাদেব আজ্ঞা দিলা অমুক যে দেশে।
পৃথ্বীনাথ নাম এক সাধু রাজা বৈসে ॥
তাহার গামছা-বস্ত্রে আঁখি মুছ গিয়া।
চক্ষুস্মান হবে সব শান্তিকে পাইয়া ॥ ‡
ব্রাহ্মণ যাইয়া তাঁর গামছা লইয়া।
চক্ষুস্মান্ হৈল § চক্ষু তাহাতে মুছিয়া ॥
কৃষ্ণের করুণা যারে তাহার মহিমা।
ব্রহ্মা আদি দেব যার নাহি পায় সীমা ॥
ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে পারে কটাক্ষ করিলে।
তাহে কি আশ্চর্য্য অন্ধ জনে চক্ষু মিলে ॥ ¶
গুরুভক্তি বিনে কভু কৃষ্ণ নাহি পাই।
ইথে বুঝি আমা সভার অধিকার নাঞি ॥

* ...শান্ত আনি রাজা...।...হইল ॥—পাঠভেদ।
† সৎকার—পাঠভেদ।
‡ চক্ষু ধন হবে সর্ব্ব শাস্তি তেয়াগিয়া।—পাঠভেদ।
§ চক্ষু ধন হৈল—পাঠভেদ।
¶ ...কটাক্ষকিরণে।...কারো অন্ধচক্ষুদানে ॥—পাঠভেদ।

মহারাজ পৃথ্বীনাথ-চরণে পড়িয়া।
গুরুভক্তি মাগে লালদাস * অভাগিয়া ॥

১২৯। চরিত্র শ্রীমধুকর সাহা

ওড়ছো নামেতে গ্রামে মধুকর সাহা।
বৈষ্ণবে যে কত প্রীত নাহি যায় কহা ॥
যথানাম সারগ্রাহী মধুকর তুল্য।
অনন্যশরণ কৃষ্ণে ভক্তি যে অমূল্য ॥
বৈষ্ণবের নাম গান বৈষ্ণব স্মরণ। †
ত্রিসন্ধ্যা বৈষ্ণব পূজা চরণ-সেবন ॥
বিদূষক লোক যত পাষণ্ড নিন্দুক।
তমের প্রভাবে তারা দেখি পায় দুখ ॥ ‡
দ্বেষ করি তারা এক গাধার গলায়।
তুলসীর মালা দিয়া তিলক নাসায় ॥
মধুকর সাহা গৃহে হাঁকাইয়া দিল।
মধুকর তাহা দেখি বিচার করিল ॥
ভগবদ্ভক্তের বেশ § ইহার যে হয়।
ইহ পূজ্য হয় পূজা করিতে জুয়ায় ॥
ইহাকে অবজ্ঞা কৈলে অপরাধ হয়।
সাধকের ধর্ম্মহানি শাস্ত্রেতে কহয় ॥
কৃষ্ণের ভকত ইহ মোর প্রভুর দাস।
মোর মিত্র কৃপা করি আইল মোর বাস ॥ ¶
এত চিন্তি আদর করিয়া গৃহে আনি।
চরণ-ক্ষালন করি কহি মিষ্ট বাণী ॥ **
গন্ধপুষ্প আদি দিয়া করিলা পূজন।
রন্ধন করিয়া করাইলেন ভোজন ॥
দণ্ডবত প্রণাম গদগদ ভাবে কৈল।
সেবন সম্মান করি বিদায় করিল ॥

* কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ। † বৈষ্ণবে শরণ—পাঠভেদ।
‡ তমোগুণী সকলে দেখিয়া পায় দুখ—পাঠভেদ।
§ ভেক—পাঠভেদ।
¶ ...মৈত্র...পাশ।—পাঠভেদ।
** চরণ ধৌত করি কহেন—পাঠভেদ।

অতএব ধন্য ধন্য তাঁর মতি রীতি।
ধন্য যে স্বভাব তাঁর ধন্য কৃষ্ণে রতি ॥
রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীরূপ গোসাঞি।
বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য যে কহিল তাহাই ॥
বৈষ্ণব দুর্ব্বৃত্ত মতি সেহ পূজ্যতম।
পশু পক্ষী সেহ যদি লয় কৃষ্ণনাম ॥
সেই তো পরম পূজ্য দূরে থাকু সেহ।
গাধার শরীরে যদি ভেখ দেখি কেহ ॥ *
দণ্ডবত প্রণাম সম্মান নাহি করে।
কেমন ভরসা তার কি সাহস ধরে ॥
অপরাধে ভয় নাহি নরকে না ডরে।
কৃষ্ণভক্তি-ধনে বুঝি আকাঙ্ক্ষা না করে ॥
সর্ব্ব অর্থে বহিষ্কৃত বুঝি হৈতে চাহে।
এই যে আশয়ে শ্রীল গোস্বামিজী কহে ॥
অতএব বৈষ্ণবের সাধন ভজন।
বিচার কর্ত্তব্য নহে ভেখ-দরশন ॥
মাত্রেতে সৎকার পূজা আদর কর্ত্তব্য।
ইহাতে সন্দেহ নাহি অবশ্য সুসেব্য ॥
অতএব মধুকর সাহা যে করিল।
ধন্য বটে আচার্য্যের সিদ্ধান্তে মিলিল ॥
তাঁহার চরণে কোটি কোটি নমস্কার।
কুমতি যাউক লালদাস † অভাগার ॥

১২২। চরিত্র শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী

প্রকাশানন্দ সরস্বতী কাশীপুরে বাস।
জ্ঞানযোগ-মার্গে স্থিতি চিন্তয়ে আকাশ ॥
বেদান্তে পণ্ডিত যে শাঙ্করি-ভাষ্যমতে।
শ্রীবিগ্রহ নাহি মানে দুই নাশ যাথে ॥
যতেক দণ্ডীর গুরু কাশীতে প্রামাণ্য।
আপনারে মানে ইষ্ট ব্রহ্মেতে ‡ অভিন্ন ॥
মায়াবাদী ঈশ্বরের স্বরূপ-শকতি।
যোগমায়া নাহি মানে ব্যতিক্রম-মতি ॥ *
ভক্তি যে পদার্থ তার মর্ম্ম নাহি জানে।
প্রেমভাব দেখি কহে কান্দে কি কারণে ॥
বেদের তাৎপর্য্য-অর্থ প্রেম যে পর্য্যন্ত।
কল্পিতার্থ বাদে তার নাহি জানে অন্ত ॥

প্রমাণ তন্ত্রে—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা ॥"

সেই কালে মহাপ্রভু প্রকট শ্রীক্ষেত্রে।
প্রচণ্ড প্রতাপ গুণ ব্যক্ত ত্রিজগতে ॥
প্রভুর যে প্রেমভক্তি অলৌকিক ক্রিয়া।
কাশীতে প্রকাশানন্দ বিশেষ শুনিঞা ॥
প্রসন্ন না হৈল কহে † লোক-প্রতারক।
ভাবকালি দেখি ভুলে ইতর যে লোক ॥
এতো কহি এক শ্লোক আপনি রচিয়া।
পাঠাইলা মহাপ্রভু স্থানে লোক দিয়া ॥

প্রকাশানন্দস্য শ্লোকঃ—

যত্রাস্তে মণিকর্ণিকাঽমলসরঃ স্বর্দীর্ঘিকা দীর্ঘিকা,
রত্নং তারকমক্ষরং তনুভৃতে শম্ভুঃ স্বয়ং যচ্ছতি।
তস্মিন্নদ্ভুতধামনি স্মররিপোর্নির্ব্বাণমার্গে স্থিতে,
মূঢ়োঽন্যত্র মরীচিকাসু পশুবৎ প্রত্যাশয়া ধাবতি ॥

শ্লোক পড়িয়া প্রভু মুচকি হাসিলা।
তাহার উত্তর শ্লোক লিখি পাঠাইলা ॥

শ্লোক—

ধর্ম্মাম্ভো মণিকর্ণিকা ভগবতঃ পাদাম্বু ভাগীরথী,
কাশীনাং পতিরর্দ্ধমস্য ভজতে শ্রীবিশ্বনাথঃ স্বয়ম্।
এতস্যৈব হি নাম শম্ভুনগরে নিস্তারকং তারকং
তস্মাৎ কৃষ্ণপদাম্বুজং ভজ সখে শ্রীপাদ নির্ব্বাণদম্ ॥

---

* ...দেহ।...ভেদ...॥—পাঠভেদ।
† কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।
‡ মানে নাই দেবেতে অভিন্ন।—পাঠভেদ।

* ব্যতিক্রম অতি।—পাঠভেদ।
† তাহে—পাঠভেদ।

পুনঃ এক শ্লোক তেঁহো লিখি পাঠাইলা।
প্রভু দেখি ফল্গু বলি আদর না কৈলা॥

শ্লোক—

বিশ্বামিত্রপরাশরপ্রভৃতয়ো বাতাম্বুপর্ণাশনাঃ
তেঽপি স্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্ট্বৈব মোহংগতাঃ।
শাল্যন্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবাঃ
তেষামিন্দ্রিয়নিগ্রহো যদি ভবেৎ পঙ্গুস্তরেৎ সাগরম্॥ *

ভক্তবৃন্দ দেখি তার উত্তর লিখিলা।
শ্লোক লিখি পাঠাইলা প্রভু না জানিলা॥

শ্লোক—

সিংহো বলি দ্বিরদশূকরমাংসভোজী,
সংবৎসরেণ কুরুতে রতিমেকবারম্।
পারাবতঃ খলু শিলাকণমাত্রভোজী,
কামী ভবেদনুদিনং বদ কোঽত্র হেতুঃ॥

তবে মহাপ্রভু যবে বৃন্দাবনে গেলা।
প্রকাশানন্দের তবে মতি ফিরাইলা॥
কাশীপুরে প্রভু তবে থাকি দুইমাস।
যত বহির্ম্মুখ ছিল কৈলা নিজ দাস॥
প্রকাশানন্দের সহ বিচার করিয়া।
মায়াবাদ-পাণ্ডিত্য দিলেন ঘুচাইয়া॥
কল্পিত বেদান্ত-অর্থ তখন বুঝিলা।
প্রভুর আশ্চর্য্য † তেজ দেখিতে পাইলা॥
শিষ্য সমিভ্যারে সব বৈষ্ণব হইল।
প্রভুর চরণে তবে ‡ শরণ লইল॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহার বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিনু যেন শকতি আমার॥
কৃষ্ণসেবানন্দে ভক্তি § প্রধান মানিল।
আর যে যতেক মত হেয়বুদ্ধি হৈল॥

সেই মুখে পূর্ণব্রহ্মসনাতন করি।
স্তুতি কৈল প্রভুর অভয়পদ ধরি॥
মূর্খ মুঞি সে বিচার স্তুতি যে করিল।
বুঝিতে না পারি তাহা বর্ণিতে নারিল॥
প্রকাশানন্দ সরস্বতী নাম তাঁর ছিল।
প্রভুহ প্রবোধানন্দ বলিয়া রাখিল॥ *
অতঃপর তাঁহার মহিমা কি পর্য্যন্ত।
মহাভাগবত হৈলা পরম-সুশান্ত॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য বিনে নাহি জানে আন।
চৈতন্য পরম ধর্ম্ম চৈতন্য গেয়ান॥
চৈতন্য ভজন সদা চৈতন্য ধেয়ান।
চৈতন্য পরমতত্ত্ব করয়ে বাখান॥
চৈতন্য শয়নে দেখে চৈতন্য স্বপনে।
যে দিকে ফিরায় আঁখি শ্রীচৈতন্য মানে॥
ক্ষণে ক্ষণে কহে প্রভু বড় দয়াময়।
কুতার্কিক মুঞি মোর ঘুচালে সংশয়॥
তবে অনুরাগে লীলা গুণ যে প্রভুর। †
বর্ণন করিলা এক গ্রন্থ মহাশূর॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত নাম সুমধুর।
মধুর বর্ণন চমৎকার রসপূর॥
আস্বাদে অমৃত আর শ্রবণে মঙ্গল।
শুনিয়াছে যেই সেই জানে তার বল॥ ‡
শুনিতে শুনিতে আরো বাড়য়ে পিয়াস। §
প্রেমদান করিয়া হৃদয়ে করে বাস॥
শ্রীমান্ প্রবোধানন্দ সরস্বতীর গুণ।
সংক্ষেপে কহিনু কিছু শোধিতে আপন॥
মূর্খ মুঞি বিস্তার করিতে নাহি জানি।
সাধ করে মনে বলি করি টানাটনি॥

* বিন্ধ্যস্তরেৎ সাগরম্—ইতি বা পাঠঃ।
† ঐশ্বর্য্য তেজ…॥—পাঠভেদ। ‡ চরণ তলে—পাঠভেদ।
§ কৃষ্ণ সেবানন্দভক্তি—পাঠভেদ।

* প্রকাশানন্দের সরস্বতী নাম ছিল।
প্রভু তাঁর প্রবোধানন্দ নাম রাখিল॥—কুত্রচিৎ পাঠ।
† শ্রীমন্ মহাপ্রভুর—পাঠভেদ।
‡ ফল—পাঠভেদ।
§ …প্রয়াস—পাঠভেদ।

শ্রীমান্ প্রবোধানন্দ * নিত্য সিদ্ধ হ'ন ।
লীলা লাগি এই এক প্রভুর গঠন ॥
যতেক শ্রীআচার্য্য প্রভুর পরিবার ।
শ্রীমান্ প্রবোধানন্দ * আরাধ্য সভার ॥

তাঁহার চরণে মুঞি শরণ লইনু ।
বৈষ্ণবের স্থানে এই উপদেশ পাইনু ॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণের কৃপা-আশ ।
করিয়া আছয়ে দীনহীন লালদাস ॥ *

* প্রকাশানন্দ—পাঠভেদ ।

* শ্রীকৃষ্ণ…শ্রীচরণের আশ ।…কৃষ্ণদাস ॥—পাঠভেদ ।

ইতি শ্রীভক্তমাল-গ্রন্থে নরসীভক্ত আদি-ভক্তগণ-গুণবর্ণন নাম দ্বাবিংশ মালা ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ মালা

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥

৭২৩। চরিত্র শ্রীনিবাই গ্রামের কোন সাধু

নিবাই নামেতে গ্রামে একজন চোর।
আজন্ম করয়ে চুরি পাপাচারে * ভোর ॥
হাজার টাকার এক থলি চুরি করি।
আনিল কাহার তাথে ভুল † হৈল ভারি ॥
প্রসিদ্ধ যে চোর যত ধরি নিঞা যায়।
হাকিম তা সভাকারে পরীক্ষা করায় ॥
তাহা জানি সেই চোর চিন্তিত হইল।
কি করি উপায় বলি ভাবিতে লাগিল ॥
আমারে ধরিয়া নিঞা পরীক্ষা করাবে।
ঠেকিলে গর্দ্দান লবে কিংবা শালে দিবে ॥
সেই গ্রামে কোথাও হয় পুরাণের কথা।
দৈবাত্ত শুনিতে সেই চোর গেল তথা ॥
যাইয়া শুনয়ে কৃষ্ণমন্ত্রের গ্রহণ।
হইতেছে সেই ক্ষণে মহিমাকথন ॥
কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ মাত্রেতে পুনর্জ্জন্ম।
হয় ক্ষয় পায় যত প্রারব্ধাদি কর্ম্ম ॥
দ্বিজ শব্দ হয় তার দুর্জ্জাতিত্ব যায়।
গায়ত্রীদীক্ষাতে যথা বিপ্র দ্বিজ হয় ॥

তথাচ—

পিতৃগোত্রেণ যা কন্যা স্বামিগোত্রেণ গোত্রিকা।
তথা দীক্ষাপ্রভাবেণ দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

বসিয়া শুনিল চোর এ সব কথন।
ঘরে গিয়া হর্ষ হয়ে ভাবে মনে মন ॥
টাকা চুরি করিয়াছি আমি ত নিশ্চয়।
পরীক্ষা করাবে কালি ধরিয়া আমায় ॥
চোর ধরা নিশ্চয় পড়িব পরীক্ষায়।
অতএব যে শুনিলাম পরম উপায় ॥
পুরাণে কহিল কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষামাত্রে।
সে জনম যায় হয় দ্বিজ মহাপাত্র ॥
অতএব শীঘ্র আমি কৃষ্ণমন্ত্র লই।
পরীক্ষাতে উত্তরিব * জন্মান্তর হই ॥
এতো ভাবি এক যে বৈষ্ণব স্থানে গেলা।
কৃষ্ণমন্ত্র দেহ বলি বিনতি † করিলা ॥
বৈষ্ণব কহেন আজি নহে কালি দিব।
তেঁহো কহে নহি নহি ‡ এখনি লইব ॥
একান্ত আগ্রহ দেখি সাধু দীক্ষা দিল।
দীক্ষা করি মনে মনে আনন্দ জন্মিল ॥ §
পরদিন হাকিমের পদাতি আসিয়া।
ধরিয়া লইয়া গেল তস্কর বলিয়া ॥
গোয়েন্দা কহয়ে এই চোর চুরি কৈল।
রাজা তাহা শুনি তম্বি করিতে লাগিল ॥
চোর ¶ বলে মহারাজ চোর কভু নহি।
এই জন্মে চুরি আমি কভু করি নাহি ॥
বরঞ্চ আমারে কোন পরীক্ষা করাও।
ঠেকি যদি তবে মোর ধন প্রাণ লও ॥
তবে তাহে কহে রাজা পরীক্ষা করাতে।
উত্তপ্ত শাবল কহে হস্তেতে লইতে ॥

---

* পাপ কর্ম্মে—পাঠভেদ। † তাহাতে মহাভুল—পাঠভেদ।

* উতরিব—পাঠভেদ। † বিনয়ে কহিলা—পাঠভেদ। ‡ কালি নহে—পাঠভেদ। § আনন্দিত হৈল—পাঠভেদ। ¶ তেঁহো—পাঠভেদ।

সুদৃঢ় বিশ্বাস তার অন্তরে আছয় ।
কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা কৈলে পুনর্জ্জন্ম হয় ॥
অতএব কহে মুঞি এ জন্মে কখন ।
চুরি করে থাকি কিংবা পাপ অন্য কোন ॥
তবে মোর হস্ত এই শাবলে দহিবে ।
নতুবা আমার হিংসা কভু না হইবে ॥
এতেক কহিয়া হস্তে শাবল লইল ।
অগ্নিবৎ লৌহ হস্তে শীতল ঠেকিল ॥
শুদ্ধ সত্ত্ব জানি রাজা তারে * প্রীত কৈল ।
গোয়েন্দার গর্দ্দান মারিতে আজ্ঞা দিল ॥
তবে সাধু গোয়েন্দার প্রাণ যায় জানি ।
দয়ার্দ্র হইয়া কহে যুড়ি দুই পাণি ॥
মহারাজ উহার অপরাধ কিছু নাঞি ।
মিথ্যা না কহিল সত্য চুরি কৈনু মুঞি ॥
এ জন্মে না কৈনু পূর্ব্ব জন্মেতে করিনু ।
যে পর্য্যন্ত † কৃষ্ণমন্ত্র আশ্রয় না কৈনু ॥
এতো কহি আদ্যোপান্ত সকলি কহিল ।
শুনিয়া সকল লোক চমৎকার হৈল ॥
তবে রাজা তাহে বহু সম্মান করিল ।
গোয়েন্দার গর্দ্দান রাখিতে আজ্ঞা দিল ॥ ‡
অতএব কৃষ্ণমন্ত্র-মহিমা এমতি ।
অপরাধী জনে কভু না হয় প্রতীতি ॥ §
গুরু-কৃপামন্ত্র বলে সেই সে তস্কর ।
ভাগবতোত্তম হৈল কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥
মূল সহ পাপে মতি তৎক্ষণে ছুটিল ।
অনন্যভাবেতে কৃষ্ণে শরণ লইল ॥
ভুবনপালন তাঁর চরণের রজঃ ।
আমা সভা পাতকীর যাহা নিঞা কাজ ॥
সেই শ্রীচরণরজঃ বাঞ্ছে লালদাস ।
জনমে জনমে করে দাস হইতে আশ ॥ ¶

* শুদ্ধ জানিঞা তারে রাজা—পাঠভেদ । † যদবধি—পাঠভেদ
‡ গোয়েন্দার প্রাণদান করি ছাড়ি দিল—পাঠভেদ ।
§ নাহি হয় প্রীতি—পাঠভেদ ।
¶ ...যাচে কৃষ্ণদাস ।...তাঁর...॥ —পাঠভেদ ।

১২৪। চরিত্র শ্রীঅন্ধ সূরদাস

পরগণে সণ্ডিলা নাম তাহাতে বৈসয় ।
বিষয় করেন কিন্তু কৃষ্ণের আশ্রয় ॥ *
পাৎসার চাকর তেরো লক্ষের তহশীল ।
করেন, কিন্তু যে মন শ্রীকৃষ্ণের শীল ॥
সূরদাস নাম কিন্তু কমললোচন ।
রূপে গুণে শীলে সর্ব্বলোকের রঞ্জন ॥
মহাজন্-লোক গুড়-বেপারের তরে ।
শত মণ গাড়ী ভরি আনিল বাজারে ॥
অতি চমৎকার গুড় মিছরির প্রায় ।
নজরে দেখিয়া সূরদাস মহাশয় ॥
মনেতে বাসনা হৈল উৎসাহ সহিত ।
হেন বস্তু শ্রীমদনমোহনে উচিত ॥
এতো ভাবি সেই গুড় আটক করিয়া ।
যতন করিয়া নিল দুনা দাম দিয়া ॥
সেইক্ষণে গাড়ী-সহ শ্রীধামবৃন্দাবন । †
চালান করিলা যথা মদনমোহন ॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিকালে আসি গাড়ী ।
পহুঁছিল বৃন্দাবনে শ্রীজীউর বাড়ী ॥
দুয়ারে কপাট দিয়া শুইয়াছে সভে ।
গাড়োয়ান ফুকারয় করি উচ্চরবে ॥
সণ্ডিলা হইতে গুড় আইল শত মণ ।
ভাণ্ডারে উঠাও আসি দেহ লোকজন ॥
ভিতর হইতে কেহ ডাকি কহিলেক ।
আজি রহ কালি প্রাতে ‡ উঠান যাবেক ॥
দ্বার না খুলিল হেথা মদনমোহন ।
তখনি যে পূজারিরে করেন স্বপন ॥
সূরদাস গুড় পাঠাইলা মোর তরে ।
সন্ধ্যায় খাইনু তাহে পেট নাহি ভরে ॥
অতএব গুড় যে ভাণ্ডারে উঠাইয়া ।
মালপোয়া কর কিছু আমার লাগিয়া ॥

* ...সণ্ডিলা...বসয় । বিষয় কারণে...॥—পাঠভেদ ।
† শ্রীবৃন্দাবন—পাঠভেদ । ‡ প্রাতঃকালে—পাঠভেদ ।

এখনি করহ যাহে না হয় গউন।
ক্ষুধা মোর হইয়াছে অতি অসহন॥
স্বপন দেখিয়া শীঘ্র উঠিয়া পূজারি।
দ্বার খুলি বাহিরে আইল ত্বরা করি॥
তটস্থ হইয়া গুড় ভাণ্ডারে উঠায়।
স্থান চৌকা করি তবে কড়াই চড়ায়॥
অতি শীঘ্র মালপোয়া প্রচুর করিল।
মদন-মোহন আগে ভোগ লাগাইল॥
আস্বাদন করিয়া যে মদনমোহন।*
প্রসাদ রাখিলা ভক্তগণের কারণ॥
যথা সূরদাস তাঁর স্থানে সেই রাত্রে।
মালপোয়া প্রসাদ পঁহুছিল এক পাত্রে॥
স্বপন দেখিয়া সূরদাস চমকিয়া।
উঠিয়া প্রসাদ পাইল † আনন্দিত হিয়া॥
গদগদ প্রেমভাবে প্রসাদ পাইল।
নিজ জন্ম তনু ধন্য করিয়া মানিল॥
সেই সূরদাস সেই পূজারি ঠাকুর।
সেই গুড় মালপোয়া স্বাদ যে ‡ মধুর॥
তাহা সভা-স্থানে মোর একান্ত প্রার্থনা।
ভক্তি দিয়া নিস্তারুন করিয়া করুণা॥

৭২৫। চরিত্র শ্রীমুরারি দাস ভক্ত

শ্রীমুরারিদাস নামে পরম বৈষ্ণব।
লোকাপেক্ষা চামারের কুলেতে উদ্ভব॥
অতি শিষ্ট শান্ত মৃদু প্রিয়ংবদ ধীর।
গ্রাম্যবার্ত্তাহীন বুদ্ধিমান মতি স্থির॥ §
আপনাতে নীচ-দৈন্য-বুদ্ধি দম্ভহীন।
জিতেন্দ্রিয় সদাচার ভক্তিতে প্রবীণ॥
রসিক-মুরারি-জীউ মহান্ত প্রধান।
তাঁরে দেখি হৈল কিছু চমৎকার জ্ঞান॥
প্রসন্ন হইয়া সাধু চিত্ত পুলকিত।
হঠাত তাঁহার ঘরে গিয়া উপনীত॥
মুরারি তাঁহারে দেখি কুণ্ঠিত হইয়া।
মুখে না আইসে বাণী ভয়ে ভীত হিয়া॥
হাত কচালিয়া * পাছু পাছু হটি যায়।
কি করিবে কি হইবে কিছু না জুয়ায়॥
আসন দিবার উপযুক্ত নাহি ঘরে।
বসিবারে কহিতে নাহিক পারে ডরে॥
অষ্টাঙ্গ হইয়া পড়ে দূরেতে থাকিয়া।
রসিক-মুরারি কোলে লইল ধাইয়া॥
তেঁহো কহে মোরে স্পর্শ না কর ঠাকুর।
হীনজাতি মুঞি সম না হও কুকুর॥
রসিক-মুরারি কহে তুমি সাধূত্তম।
তোমার পরশে † মুঞি হইব উত্তম॥
এতো কহি বসি তাঁহা করি কোন ছল।
পান কৈলা মুরারিদাসের পাদজল॥
স্তুতি নতি করি বহু উঠিয়া আইল।
পাদোদক পান করি কৃতার্থ মানিল॥
তাঁর শিষ্য রাজা সব বৃত্তান্ত শুনিল।
মুরারিদাসের পাদোদক গুরু খাইল॥
শুনিঞা রাজার অতি অবজ্ঞা জন্মিল।
মুচির চরণ জল কেমনে খাইল॥ ‡
রসিক মুরারিজীউ জানিয়া অন্তরে।
রাজার অজ্ঞতা § নাশ করিবার তরে॥
রাজার নিকটে তবে আপনি চলিলা।
দেখিয়াও রাজা সমাদর না করিলা॥
মুচকি হাসিয়া সাধু নিকটে বসিয়া।
কহিতে লাগিলা নৃপে অজ্ঞান ¶ বুঝিয়া॥
মুঞি গুরু আইলাম নিকটে তোমার।
প্রসন্ন না হৈলে কহ কি হেতু ইহার॥

---

* শ্রীমদনমোহন—পাঠভেদ। † দেখে—পাঠভেদ।
‡ 'সুস্বাদু' এবং 'আস্বাদ'—দুই পাঠ দৃষ্ট হয়।
§ অতি স্থির—পাঠভেদ।

* হাথ কত চলিয়া—পাঠভেদ।
† তোমারে স্পর্শিয়া—পাঠভেদ।
‡ ...কিছু অবজ্ঞা...।...চরণোদক...॥—পাঠভেদ।
§ অবজ্ঞা—পাঠভেদ। ¶ অজ্ঞতা—পাঠভেদ।

রাজা ক্রোধে কহে কি কাজ আছয়।
মুরারি মুচির বাটী যাহ মহাশয় ॥
শুনিলাম তার পাদোদক পান কৈলে।
লোকে লজ্জা দিতে কেনে এখানে আইলে ॥
এতেক শুনিয়া সাধু মনে বিচারিল।
ইহার কুমতি শাস্তি করিতে হইল ॥
রসিক-মুরারি তবে কহেন রাজারে।
আরে মূর্খ শোন্ কিছু হিত কহি তোরে ॥
বুঝিলাম পাদোদক মুরারি-দাসের।
পান কৈনু জানি তব উদয় তমের ॥
বড় মূর্খ তুমি, তব নাহি কিছু জ্ঞান।
কেবল করহ মাত্র বিষয়ের ধ্যান ॥
বৈষ্ণব যে কি পদার্থ তাহা নাহি জান। *
হরিভক্ত বলি তুমি আপনারে মান ॥
বৈষ্ণবেতে রতি বিনে ভক্ত নাহি হয়।
কৃষ্ণ-কৃপা নাহি হয়, ভক্তি না জন্ময় ॥
বৈষ্ণবেতে নীচবুদ্ধি বড় অপরাধ।
সর্ব্বনাশ হয়, সর্ব্ব ধর্ম্ম যায় বাদ ॥
চণ্ডালের বংশে জন্মি হরিভক্ত হয়।
পরম পাবন সেই বেদে দৃঢ় কয় ॥
কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র যবন বা হয়।
সেব্যতম হয় সেই জানিহ নিশ্চয় ॥ †
উত্তম ভকতি এই শাস্ত্রের প্রমাণ।
লোকশাস্ত্র সাধুমার্গ ‡ করয়ে বাখান ॥
এতো কহি শাস্ত্রের প্রমাণ বহু দিলা।
তোর মুখ না দেখিব রাজারে কহিলা ॥
এতেক শুনিঞা রাজা চমকিত হৈল।
গুরু উপেক্ষিলা বলি ভয়েতে কাঁপিল ॥
তখন গুরুর পদে পড়িয়া কান্দয়।
শরণ লইনু প্রভু না তেজ আমায় ॥
আমি মূর্খ নাহি জানি এবে বুঝিলাম।
নীচ যে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ দৃঢ় জানিলাম ॥

* বৈষ্ণবেতে রতি বিনে ভক্ত নাহি জান।—পাঠভেদ।
† অবশ্য নিশ্চয়—পাঠভেদ।　　‡ ধর্ম্মমার্গে—পাঠভেদ।

বৈষ্ণবের সেবা মুঞি একান্ত করিব।
পাদোদক অধর-অমৃত যে খাইব ॥
যেই অপরাধ তব চরণে করিনু।
সে সকল ক্ষম মোর শরণ লইনু ॥
তখন প্রসন্ন হৈলা রসিক-মুরারি।
রাজার মস্তকে শ্রীচরণ দিলা ধরি ॥
রাজা সেই হৈতে করে বৈষ্ণবসেবন।
বৈষ্ণবে একান্ত মতি * অনন্য-শরণ ॥
কৃষ্ণের করুণা তবে হঠাত হইল।
রাজ্যত্যাগ করি বনে গমন করিল ॥
রসিক-মুরারি আর শ্রীমুরারিদাস।
আর মহারাজ মোরে করহ আশ্বাস ॥
শ্রীচরণ ধর মোর মস্তক-উপরে।
তবে সে নিস্তার পাই এ দুঃখ-সাগরে ॥

১২৬। চরিত্র শ্রীতুলসীদাসজীর

শ্রীমান্ তুলসীদাস জগতে বিখ্যাত।
অলৌকিক অদভুত যাহার চরিত ॥
পূর্ব্বে তেঁহো ছিলেন বাল্মীকি মুনিবর।
লোকের নিস্তার হেতু কৈলা অবতার ॥
লৌকিক লীলাতে এক ব্রাহ্মণের ঘরে।
জন্মিলেন মহাশয় লোক-ব্যবহারে ॥
কালেতে বিবাহ করি গৃহস্থালি কৈল।
স্ত্রীর বশীভূত বিপ্র † একান্ত হইল ॥
একক্ষণ স্ত্রীর সঙ্গ বিনে নাহি রহে।
যথা তথা স্ত্রীর প্রশংসাই গিয়া কহে ॥
বসিতে কহিলে বৈসে, উঠিতে উঠয়।
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায় ॥
স্ত্রীর বাপের বাটী হইতে লইতে। ‡
পুনঃ পুনঃ আইসে লোক না দেয় যাইতে ॥

* অনন্যরতি একান্ত শরণ—পাঠভেদ।
† অতি—পাঠভেদ।
‡ স্ত্রীর বাপের বাটী লোক আইসে লৈতে—পাঠভেদ।

অনেক কষ্টেতে যদি পাঠাইয়া দিল।
স্ত্রীর বিচ্ছেদে ঘরে রহিতে নারিল ॥
কান্দিয়া ডুলির পিছে পিছে চলি গেলা।
স্ত্রী তাহা দেখি অতি লজ্জিতা হইলা ॥
ভৎ‍র্সনা করিলা বহু স্বামীর উপর।
হাঁরে মূঢ় হতভাগা নির্লজ্জ বর্ব্বর ॥
স্ত্রীর আঁচল ধরি সদাই বেড়াও।
ছি ছি ধিক্ ধিক্ ইথে লজ্জা নাহি পাও ॥ *
লোকে উপহাস করে ঘৃণা নাহি হয়।
গলায় রসুড়ি দিয়া † মরিতে জুয়ায় ॥
এতো আর্ত্তি যদি তব ঈশ্বরে হইত।
না জানি ভাগ্যের ফল তবে কি ফলিত ॥
এতেক ভৎ‍র্সনা যদি স্ত্রী তারে কৈল।
শুনিয়া বিপ্রের মনে বিবেক জন্মিল ॥ ‡
আপনার মনে মনে ধিৎকার করয়। §
অমনি ফিরিয়া আইল ঘরেও না যায় ॥
সর্ব্বত্যাগ করি রামচন্দ্রের চরণ।
আশ্রয় করিয়া লৈল একান্ত শরণ ॥
বিগ্রহ প্রকাশি কৈল সেবা চমৎকার।
অদ্ভুত হইল তবে প্রেমের বিকার ॥
অল্পকালে শ্রীরামের অনুকম্পা হৈল।
অনেক সংসার সাধু পবিত্র করিল ॥
শ্রীমন্ রঘুনাথ ¶ লীলা-চরিত্র-বর্ণন।
ভাষাচ্ছন্দে করি কৈল ভুবন পাবন ॥
তাঁহার মহিমা কিছু কহি শুন আর।
যাঁর পদজলে ভূত পাইল নিস্তার ॥
কাশীর অন্যত্র সাধু অন্য কোন স্থানে।
কোন প্রয়োজনে গেলা করিয়া ভ্রমণে ॥

* লজ্জা তুমি নাহি পাও।—পাঠভেদ।
† লগুড় ধরিয়া এবে মারিতে—পাঠভেদ।
‡…যদ্যপি স্ত্রী করিল।…কিছু ধিৎকার জন্মিল ॥—পাঠভেদ।
§ তৎক্ষণে হইল মনে বিবেক উদয়।—পাঠভেদ।
¶ জগন্নাথ লীলা—পাঠভেদ।

এক বৃক্ষতলে গিয়া বিশ্রাম করিলা।
পাক করি খাইবারে উদ্‌যোগী হইলা * ॥
সেই বৃক্ষে এক ভূত বহুকাল রহে।
যাতনা-শরীর দিবানিশি দুঃখে দহে ॥
সাধু সেই বৃক্ষতলে পাদ ধৌত কৈল।
পাদোদক ছিটা † সেই বৃক্ষেতে লাগিল ॥
তৎক্ষণাৎ সেই ভূত নিস্তার পাইলা।
দিব্য দেহ ধরিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠে চলিলা ॥
দেখিয়া তুলসীদাস কহেন তাহারে।
কে তুমি স্বরূপে কহ কৃপা করি মোরে ॥
তেঁহো কহে ভূতযোনি আছিল আমার।
চরণামৃত ছিটা দিয়া করিলা উদ্ধার ॥ ‡
স্তুতি নতি করি নিজ বৃত্তান্ত কহিলা।
বুঝিয়া তুলসীদাস কহিতে লাগিলা ॥
বৈকুণ্ঠের পারিষদ এবে হৈলা তুমি।
এক যে প্রার্থনা তব ঠাঞি কহি আমি ॥
শ্রীরাম দর্শন আমি কি রূপেতে পাই। §
কৃপা করি কহ মোর নিবেদন এই ॥
তেঁহো কহে তুমি সাধু যোগ্যপাত্র হও।
তথাপিহ এক যুক্তি কহি তাহা লও ॥
শ্রীল হনুমান রামচন্দ্র-প্রিয়তম।
তাঁহার কৃপাতে অতি পাইতে সুগম ॥
তুলসী কহেন তাঁর লাগ পাব কোথা।
তেঁহো কহে-কহি শুন লাগ পাবে যথা ॥
এই গ্রামে অমুক যে ব্রাহ্মণের ঘরে।
নিতি আসি রামায়ণ শ্রবণ যে করে ॥ ¶
মনুষ্যবেশেতে অবধূত-বেশধারী।
অমুক্ দিগেতে বৈসেন ছদ্ম রূপধারি ॥

* উদ্‌যোগ করিলা—পাঠভেদ।
† পাদ ধৌত ছিটা—পাঠভেদ।
‡…আছিলাম আমি। চরণ অমৃত দিয়া তরাইলে তুমি ॥ —পাঠভেদ।
§ কি উপায়ে পাই—পাঠভেদ।
¶…ব্রাহ্মণ গৃহেতে।…আইসেন রামায়ণ শ্রবণেতে ॥ —পাঠভেদ।

পাঠ অন্তে তাঁহার চরণ দৃঢ় করি।
ধরিয়া কহিবে মোরে দেখাও শ্রীহরি ॥
তুমি যোগ্যপাত্র শ্রীমান্ হনূমান জানি।
দেখাইবে অবশ্য তোমারে রঘুমণি ॥
এতো কহি তেঁহো পরব্যোম চলি গেলা।
যথা রামায়ণ তথা তুলসী চলিলা ॥ *
দেখেন সহস্র লোক চারিভিতে হয়।
অবধৌত-বেশ কোন্ জন নিরখয় ॥
সেইরূপ এক জন দেখেন বসিয়া।
শ্রীরাম চরিত্র শুনি পুলকিত হিয়া ॥ †
তথায় বসিয়া সাধু শ্রবণ করয়।
মধ্যে মধ্যে সর্ব্বদিক সদা নিরখয় ॥ ‡
ক্রমেতে হইল উভয়ের দরশন।
উভয়ে উভয় প্রতি করে নিরীক্ষণ ॥
উভয়-অন্তর-কথা উভয়ে বুঝিয়া। §
ক্ষণে ক্ষণে আনন্দে হাসয়ে মুচকিয়া ॥
পাঠ-অন্তে লোক সব উঠিয়া চলিল।
অমনি যে হনূমান গমন করিল ॥
তুলসী সম্মুখে গিয়া অষ্টাঙ্গ হইয়া।
পড়িয়া প্রণাম করে চরণে ধরিয়া ॥
মৃদু হাসি হনূমান আলিঙ্গন কৈল।
তুলসী অভীষ্ট আপনার যে কহিল ॥
তব প্রিয় রামচন্দ্র আমারে দেখাও।
অকপটে তোমার স্বরূপ দরশাও ॥ ¶
প্রসন্ন হইয়া তবে নিজরূপ ধরি।
বর দিলা অচিরাতে দেখা দিবে হরি ॥
হনূমানে তবে বহু স্তুতি নতি কৈলা।
তেঁহো চলি গেলা ঞিহো নিজ স্থানে আইলা ॥
সহজেই রামচন্দ্র তাহে কৃপাবান্।
তবে যে এতেক চেষ্টা উৎকণ্ঠা-কারণ ॥

* রামায়ন যথা ঞিহো তথায় চলিয়া—পাঠভেদ।
†…আছে তথা বসি।…আনন্দেতে ভাসি—পাঠভেদ।
‡…দোঁহে দোঁহা পানে নিরখয়—পাঠভেদ।
§ দোঁহার…দোঁহাতে…।—পাঠভেদ।
¶ সে দেখাও—পাঠভেদ।

তুলসীদাসের প্রভু শ্রীরঘুনন্দন।
প্রসিদ্ধ জগতে ইহা জানে সর্ব্বজন ॥
এক যে ব্রাহ্মণ সেই গোহত্যা করিয়া।
তীর্থ-ভ্রমণ করি বেড়ায় ফিরিয়া ॥
কাশীতে গেলেন বিপ্র তীর্থের রটনে।
রামনাম মহামন্ত্র জপয়ে বদনে ॥
তুলসীদাসের কাছে গিয়া প্রণমিয়া।
পূর্ব্বাপর কহে নিজ কর্ম্ম বিবরিয়া ॥
মুঞি দুষ্ট অধম যে গোহত্যা করিনু।
সে হেতুক তীর্থ ভ্রমণেতে নিকশিনু ॥
শ্রীমান্ তুলসীদাস আশ্চর্য্য মানিয়া।
তার মুখপানে চাহে চকিত * হইয়া ॥
রামনাম জপে ক্ষুদ্র এই পাপ জন্য। †
তীর্থ-ভ্রমণ করে আর কহে অন্য ॥
তবে সাধু ক্রোধাবেশে কহে ব্রাহ্মণেরে।
যা রে ‡ দুষ্ট কুমতি দেখিতে নারি তোরে ॥
রামনাম জপিতেছ আর প্রায়শ্চিত্ত।
কারণ ভাবিছ আর ভ্রমিতেছ তীর্থ ॥
আনুষঙ্গ্য এক নামে যত পাপ যায়।
কোটি কল্পে পাপী তাহা করিতে নারয় ॥
শ্রীমন্নাম-উচ্চারণ-উপক্রম হৈতে।
পাপ যায় সর্ব্ব শুভ হয় তৎক্ষণাতে ॥

প্রমাণ—

অংহঃ সংহরদখিলং
সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং
জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম ॥

হেন পরাৎপর যে তারকব্রহ্ম নাম।
তাহে অল্প বুদ্ধি করি করে অন্য কাম ॥
অন্য ধর্ম্ম বড় বড় যজ্ঞ দান করে।
নাম অঙ্গ যজ্ঞ অঙ্গী § করিয়া বিচারে ॥

* আশ্চর্য্য পাঠভেদ। † আর ক্ষুদ্র পাপ জন্য—পাঠভেদ।
‡ হাঁরে দুষ্ট—পাঠভেদ।
§ নাম অঙ্গ যজ্ঞ অঙ্গ করিয়া আচরে—পাঠভেদ।

সেই অপরাধে * তার নিস্তার না হয়।
নানা যোনি নরকাদি ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥
জন্মে জন্মে কৃষ্ণভক্তি-অধিকারী নহে।
তমোময় † হয় দম্ভ-অহঙ্কার সহে ॥
অতএব যদি মোর বাক্য এবে ধর।
যদি আত্যন্তিক নিজ শ্রেয়ঃ চিন্তা ‡ কর ॥
সর্ব্ব-ধর্ম্ম তেজ তবে রামচন্দ্র ভজ।
অন্য অভিলাষ খুটিনাটি সব তেজ ॥
প্রায়শ্চিত্ত করিতেও না হইবে আর।
আনুষঙ্গ্য পাপ আর যাইবে সংসার ॥
প্রেমানন্দ মহোৎসব অনায়াসে পাবে।
ইহার অধিক লাভ আর কিসে হবে ॥ §
এতেক শুনিঞা বিপ্র চমকিত হৈলা।
সাধুর চরণতলে শরণ লইলা ॥
তবে কৃপা করিলেন প্রসন্ন হইয়া।
বিপ্র ভাগবত হৈল সকল ছাড়িয়া ॥
বিপ্র কহে মহাশয় কৃপা করি মোরে।
নামের মহিমা যদি কিঞ্চিত আমারে ॥
শুনায়ে জনম মোর করহ সফল।
তোমার প্রসাদে পাই ভক্তি জ্ঞান বল ॥ ¶
তবে সাধু প্রেমাবেশে প্রশংসা করিয়া।
নামের মহিমা কিছু কহে হৃষ্ট হৈয়া ॥

নামের মহিমা—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রস-বিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥

কৃষ্ণনাম ** চিন্তামণি সর্ব্বফল-দাতা।
পূর্ণ চৈতন্যরস কৃষ্ণে অভিন্নাত্মা ॥
নিত্যমুক্ত নিগু'ণ পরাৎপর বিভু।
নাম নামী †† অভেদ ত্রিজতের প্রভু ॥

তথাচ—

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং,
সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা,
ভৃগুবর! নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥

মধুর মধুর মঙ্গলের যে মঙ্গল।
সহস্রবল্লী যে বেদ তাহার সৎফল ॥
চিৎস্বরূপ সেই কৃষ্ণনাম একবার।
হেলা কিংবা শ্রদ্ধাক্রমে করয়ে উচ্চার ॥
স্মরণমাত্র সেই নর * তরয়ে সংসার।
নাহিক করয়ে পাত্রাপাত্রের বিচার ॥
নর মাত্র † কহেন যে তার বিবরণ।
শুনহ বিস্তার তার অপূর্ব্ব কথন ॥
যবন চণ্ডাল আদি যত নীচগণে।
অধিকারী নহে কোন কর্ম্ম যজ্ঞ দানে ॥
এবং মহাপাতকাদিকৃত যেই নর। ‡
তাহার নাহিক কোন কর্ম্মে অধিকার ॥
এ সব অনধিকারী যজ্ঞাদি করিলে।
ব্যর্থ হয়, তার কিছু ফল নাহি মিলে ॥
কৃষ্ণনাম তেমন দুর্ব্বল নাহি হ'ন্।
সকল ধর্ম্মের প্রভু মহাবলবান্ ॥
সকল ধর্ম্মের ফলদাতা মহাবিভু।
কেহো ফল দিতে নারে নাম বিনে কভু ॥
চণ্ডাল যবন খস ম্লেচ্ছ-আদিগণ। §
একবার হেলায় যদ্যপি করে গান ॥
নিশ্চয় সে হয় ত্রাণ, নাহিক সন্দেহ।
জীবন মুকতি হয় আত্মা কুল সহ ॥ ¶
অতএব কৃষ্ণনাম জগতের সার।
সকলের ত্রাতা সেই সভার অধিকার ॥

---

* অপরাধী—পাঠভেদ। † তোমাদের—পাঠভেদ (অপপাঠ)
‡ হিত চেষ্টা—পাঠভেদ।
§ প্রেমানন্দে মহৎপদ…।…কিসে হবে ॥— পাঠভেদ।
¶ শুনাও…হউক সফল।…পাইনু ভক্তি জ্ঞান ফল ॥ —পাঠভেদ।
** শ্রীমন্নাম—পাঠভেদ। †† নাম নাম্নি—পাঠভেদ।

* নর মাত্র কেহ হয়—পাঠভেদ।
† নর মাত্র—পাঠভেদ।
‡ এবং যে মহাপাপ কৃত—পাঠভেদ।
§ যত ম্লেচ্ছাদিকগণ—পাঠভেদ।
¶ তার কুল সহ— পাঠভেদ

এমন মহিমা কার আছয়ে ভুবনে।
হেলা করি একবার গায় যেই জনে ॥
নীচ উচ্চ না বাছে পাতকী শ্রদ্ধাহীন। *
পবিত্র করিয়া তারে কহয়ে প্রবীণ ॥

তথাহি—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং,
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং,
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্ ॥

মার্জ্জন করেন চিত্তরূপ যে দর্পণ।
ভব-মহাদাবাগ্নি করেন নির্ব্বাপণ ॥
শ্রেয়োরূপ কৈরব যে চন্দ্রিমা তাহার।
অমঙ্গল রাশি করে মঙ্গল বিস্তার ॥
অবিদ্যা-নাশক বিদ্যাবধূর জীবন।
যাহা বিনে বিদ্যানাশ হয় অনুক্ষণ ॥
প্রতিপদে আনন্দ-অম্বুধিকে বর্দ্ধন।
প্রেম-অমৃত-রস করান আস্বাদন ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয় স্নিগ্ধ করি নির্বৃতি † করায়।
অতএব কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনে জয় ॥

তথাহি পঞ্চমে—

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ
যৎ প্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে,
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্ন দর্শনাৎ ॥

যে করে ভগবন্নাম শ্রবণ-কীর্ত্তন।
ম্লেচ্ছ-আদি করি খস চণ্ডাল যবন ॥ ‡
তৎক্ষণাৎ নীচ সেই যজ্ঞ-অর্হ হয়।
দুর্জ্জাতিত্ব যায় বিপ্র হৈতে শ্রেষ্ঠ হয় ॥ §

তথাহি—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ * স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈব-মীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥

কৃষ্ণতুল্য কৃষ্ণনাম কৃষ্ণশক্তি যত।
অপ্রাকৃত সর্ব্বশক্তি নামেতে অর্পিত ॥
তাহে কালাকাল নাহি কীর্ত্তনে বিচার।
এতো কৃপা ঈশ্বরের জীবের উপর ॥
তথাপি দুর্দ্দৈব জীবের হেন যে পদার্থে।
অনুরাগ নাহি জন্মে মজয়ে অনর্থে ॥
নাম-সংকীর্ত্তনে কভু † কালাকাল নাস্তি।
সর্ব্বদা লইবে নাম দৃঢ় করি অস্তি ॥

তথাহি—

ন কালনিয়মঃ কশ্চিন্ন দেশ-নিয়মস্তথা। ‡
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নামনি লুব্ধক ॥

নারদ গোস্বামী উপদেশ দিলা ব্যাধে।
নাম সঙ্কীর্ত্তন শুচি অশৌচে না বাধে ॥
স্থানের নিয়ম নাহি কালের নিয়ম।
উচ্ছিষ্ট মুখেতে জপ বেদের বচন ॥
অতএব হরির নামেতে সদাচার।
জিহ্বায় ধারণ কর কাল না বিচার ॥

তথাহি—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং
শ্রোত্রমূলং গতং বা। §
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং
তারয়ত্যেব সত্যম্ ॥

* উচ্চ নীচ পাতক না বাছে—পাঠভেদ।
† নিবৃত্তি—পাঠভেদ।
‡ জগন্নাথ নাম···। ম্লেচ্ছাদি করিয়া যত··· ॥—পাঠভেদ।
§ তৎক্ষণাৎ সদ্য···। দুর্জ্জাতি তেজিয়া··· ॥—পাঠভেদ।

* তত্রার্পিতাখিলগুরো—ক্বচিৎ—পাঠভেদ।
† দেখ—পাঠভেদ।
‡ ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়ম স্তথা।—ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।
§ শ্রবণপথগতম্—ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

এক কৃষ্ণনাম যেই মুখে উচ্চারয়।
কিংবা যে স্মরণ * করে, কর্ণে বা শুনায়॥
শুদ্ধাশুদ্ধ বর্ণের অপেক্ষা তাথে নাঞি।
আশ্চর্য্য মহিমা হেন ত্রিজগতে নাঞি॥ †
মধ্য অক্ষরে কিন্তু ব্যবধান বিনে।
ধ্রুব ত্রাণ করে বেদে সত্য করি ভণে॥
এব-কারে অন্য ব্যবচ্ছেদ করি কহে।
এতাদৃশ সত্য ‡ কোনো ধর্ম্ম হৈতে নহে॥

তথাচ—

অংহঃ সংহরদখিলং
সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং
জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম ইতি॥

এক নাম উচ্চারণে উন্মুখ হইতে।
অখিল পাতক হরে, তরে ভব হৈতে॥
ঘোর-তিমির-ভব-সংসারের তরী।
জয় জয় জগন্মঙ্গল নাম হরি॥
অতএব সর্ব্বধর্ম্ম তেজিয়া আমার।
হে জিহ্বা কেবল হরিনাম কর সার॥

তথাহি—

স্বর্গার্থীয়া ব্যবসিতিরসৌ দীনয়ত্যেব লোকান্,
মোক্ষাপেক্ষা জনয়তি জনং কেবলং ক্লেশভাজম্।
যোগাভ্যাসঃ § পরমবিরসস্তাদৃশৈঃ কিং প্রয়াসৈঃ,
সর্ব্বং ত্যক্ত্বা মম তু রসনা কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি রৌতু॥

স্বর্গার্থী হইয়া নানা কর্ম্ম যেই করে।
দীন হীন সেই জন ভ্রময়ে সংসারে॥
মুমুক্ষু যে জ্ঞানযোগ করয়ে আস্থান।
ক্লেশমাত্র তার সে হারায় প্রেমধন॥
যোগীর যে যোগ সেহ পরম-বিরস।
ওরে মন সব তেজি হও মোর বশ॥

* শরণ—পাঠভেদ (অপপাঠ)।
† শুদ্ধ সিদ্ধ···।···ত্রিজগতে গাই—পাঠভেদ।
‡ অন্ত—পাঠভেদ।
§ যোগাদ যোগঃ—ইতি ক্বচিৎ।

কর্ম্মজ্ঞান যোগ তপ যতনে তেজহ।
আমার রসনা * মাত্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ॥
এক স্ত্রী স্বামীর সহ সতী হৈতে যায়।
সাধু তাহা দেখি মনে মনে বিচারয়॥
এই স্ত্রী এই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যে মানিঞা।
প্রাণান্তক দেহে দণ্ড করে জানাইয়া॥ †
স্বর্গভোগ-ফল অতি তুচ্ছ না বুঝিয়া।
পরম সে ধর্ম্ম বলি ‡ অন্তরে জানিঞা॥
আত্যন্তিক ক্লেশ দেহ দগধ করিয়া।
ফল্গু অর্থ পায় পরিণাম না বুঝিয়া॥
সম্মুখে দারুণ কাল সংসার-অনল।
ফল্গু সুখ-লোভে নাহি বুঝে তার ফল॥
দয়াল-হৃদয় সাধু এতেক চিন্তিয়া।
স্ত্রীর নিকটে গেল করুণা করিয়া॥
মহান্ত তুলসীদাস জানয়ে সে নারী। §
প্রণাম করিলা অতি ভক্তিভাব করি॥
সেই যে সুকৃত তার সাক্ষাতে ফলিল।
শুন তার কথা সাধু যে কৃপা করিল॥
আগে তো নারীকে অতি প্রশংসা করিলা।
শেষে ক্রমে ক্রমে তত্ত্ব কহিতে লাগিলা॥ ¶
শুন দেখি মাতা তুমি সতী যে হইবে।
ইহাতে বা পরলোকে কি গতি পাইবে॥
নারী কহে স্বামিসঙ্গে স্বর্গেতে যাইব।
চৌদ্দ মহেন্দ্র-কাল বিষয় ভুঞ্জিব॥
সাধু কহে তাহার অন্তেতে কি হইবে।
তেঁহো কহে কর্ম্মবশে যে হয় হইবে॥
সাধু কহে কর্ম্মক্ষয় ইথে তো না হৈল।
দারুণ সংসার-জ্বালা তাহাতে না গেল॥ **
যদি কহ বহুকাল সুখ-আস্বাদন।
বহু জ্ঞান করিতেছ মোহের কারণ॥

* ও মোর রসনা—ইতি পাঠভেদ।
† করয়ে জানিয়া—পাঠভেদ। ‡ করি—পাঠভেদ।
§ দেখিয়া যে নারী—পাঠভেদ।
¶ আগেতে···। বিশেষ ক্রমেতে—পাঠভেদ।
**···কর্ম্ম ফল···।···তবে তো না গেল॥—পাঠভেদ।

বহু নহে সেই অতি অল্প কাল হয়।
কালের প্রবাহে কতো ইন্দ্র বহি যায় ॥
লক্ষ লক্ষ ইন্দ্রপাত কালে হইতেছে।
চৌদ্দ ইন্দ্র ব্রহ্মার এক দিনে যাইতেছে ॥
স্বর্গ সেই স্বাভাবিক অনিত্য যে হয়।
সেহ থাকু ব্রহ্মাণ্ড যে ইহা নাশ যায় ॥
জীব কত শত ব্রহ্মার আয়ু যে পর্য্যন্ত।
ভ্রমণ করিছে তাঁর নাহি হয় অন্ত ॥
অতএব অল্পসুখ বিষয় লাগিয়া।
মিথ্যা মায়া-মোহে মরে দেহ জ্বালাইয়া ॥ *
নারী কহে মহাশয় কি কর্ত্তব্য হয়।
জন্ম-মৃত্যু মায়া-মোহ কি করিলে যায় ॥
সাধু কহে মাতা তব শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে কিছু কহি শুন তাহার উপায় ॥
জীয়ন্ত শরীর পোড়াইয়া যাহা নহে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম আচরিয়া বেদে যাহা কহে ॥
সুন্দর-বিধানে করিলেও যা না হয়।
শ্রীরামচরণাশ্রয় মাত্র সুখে পায় ॥
রামনাম মহামন্ত্র যে জন জপয়।
সেই ধন্য ধন্য সেই ত্রিলোক-বিজয় ॥
এক নামে কোটি মহাপাতক নাশিয়া।
জীবন মুকত হয় নির্ম্মল হইয়া ॥
পুনঃ পুনঃ সাধনেতে কি হয় না জানি।
চতুর্ব্বর্গ নাহি চাহে অতি তুচ্ছ মানি ॥
যে স্বর্গ লাগিয়া তুমি যে কৈলে মনন। ‡
তার নাম শুনি তেঁহ কর্ণে হস্ত দেন ॥
তাঁহার দর্শনে লোক পবিত্র হইয়া।
সেই রামচন্দ্রে ভজে শরণ লইয়া ॥
দেবগণ পিতৃগণ ধন্য ধন্য করে।
সর্ব্বগুণ সহ বৈসে তাঁহার শরীরে ॥

* মিথ্যা মায়া মোহ কর—পাঠভেদ।
† ত্রৈলোক্যবিজয়—পাঠভেদ।
‡ দেহ কৈলে পণ—পাঠভেদ।

তথাহি পঞ্চমে—
যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা ইত্যাদি।

তুমি দেহ পোড়াইছ ক্ষুদ্র ফল আশে।
সেই মহাফল পায় সুখে অনায়াসে ॥
প্রেমভক্তি মহাফল সর্ব্ব ফলের ফল।
সর্ব্ব সুখময় সর্ব্বশুভের মঙ্গল ॥
নিত্যসুখ সেই তার নাহিক বিনাশ।
চিদানন্দ শ্রীবৈকুণ্ঠে হয় তার বাস ॥ *
স্বর্গ যে অনিত্য তাহে দুঃখেতে মিশ্রিত।
ঈর্ষাদি-মাৎসর্য্য-ভয়-বিচ্ছেদ-বিব্রত † ॥
বৈকুণ্ঠ পরম ধাম নিত্য চিদানন্দ।
ঈর্ষা রাগ ‡ দ্বেষ মোহ নাহি মায়া-গন্ধ ॥
অতেব শ্রীরামপদে শরণ যে লয়।
তাঁহার মহিমা কিছু কহা নাহি যায় ॥
এতেক শুনিঞা স্ত্রীর মন ফিরি গেল।
স্বামী-সহ গমনেতে নিবৃত্ত হইল ॥
তুলসীদাসের পদে শরণ লইল।
মোহ দূরে গেল, চিত্ত প্রকাশ হইল ॥
কহে—মোর কি কর্ত্তব্য কহ মহাশয়।
কৃপা করি কহ যাথে মোর হিত হয় ॥
তবে সাধু রামমন্ত্র উপদেশ দিল।
তাঁহার কৃপাতে তাঁর মন § ফিরি গেল ॥
তৎক্ষণাত প্রেমভক্তি উদয় হইল।
জন্ম-অন্ধ জন যেন চক্ষুষ্মান্ হৈল ॥
শ্রীমান তুলসীদাস নিজ ভক্তিবলে।
শক্তি-সঞ্চারণ কৈল ভাসে প্রেমজলে ॥
কৃপা করি স্বামী তাঁর বাঁচাইয়া দিলা।
তাঁহারেও রামচন্দ্র-চরণে সঁপিলা ॥
এ কথা শুনিঞা তবে আকব্বর শাহ।
সাধুর দর্শনে তাঁর হইলা উৎসাহ ॥

* বৈকুণ্ঠ ধামে হয় বাস—পাঠভেদ।
† তাহা··· দুঃখের···। হর্ষাদি···॥—পাঠভেদ।
‡ হর্ষ— পাঠভেদ।
§ রং ফিরি গেল—পাঠভেদ।

যতন করিয়া তবে নিঞা গেলা তাঁরে।
সম্মান করিয়া কিছু কহে মৃতুস্বরে ॥
তোমার মহিমা * যে শুনিনু পরম্পরা।
সতীর স্বামীরে তুমি বাঁচাইলা মরা ॥
আমি কিছু চাহি তব জহুরা দেখিতে।
সাধু কহে জহুরা কি না পারি বুঝিতে ॥
কাঙ্গাল ভিক্ষুক মুঞি উদর লাগিয়া।
দ্বারে দ্বারে ফিরি বুলি যাচিঞা করিয়া ॥
এই মাত্র জানি মুঞি জহুরা না জানি।
রাজা কহে কপট তোমার এই বাণী ॥
পুনঃ পুনঃ পাৎসা কহে সাধু দৈন্য করে।
তাহাতে সক্রোধ হৈল পাৎসা অন্তরে ॥ †
সাধুরে লইয়া তবে কয়েদ রাখিল।
ভকতবৎসল রাম সহিতে নারিল ॥
হনুমানে আজ্ঞা দিল কুবুদ্ধি রাজার।
উচিত করিয়া কর ভক্তের উদ্ধার ॥
হনুমান নিজ অনুচর কপিগণ।
পাঠাইল রাজপুরী-ভঞ্জন-কারণ ॥
সহস্র সহস্র কপি আসিয়া পশিল।
রাজার পুরীতে আসি আক্রমণ কৈল ॥
অট্টালিকা গৃহ সব ভাঙ্গিতে লাগিলা।
স্তম্ভ উপাড়িয়া দূরে ‡ ক্ষেপণ করিলা ॥
স্ত্রী বালক বৃদ্ধ লোক § ধরিয়া ধরিয়া।
দূরে টান মারি ফেলে আছাড় মারিয়া ॥
ঘর দ্বার লুটি অর্থ নদীতে ফেলায়।
হুঙ্কার করিয়া সভে লম্ফে লম্ফে ধায় ॥
বিপদে পড়িয়া রাজা ভাবয়ে অপার।
যুক্তি করি কোনো মতে নাহি প্রতিকার ॥
সহরে লোকের হৈল ক্রন্দনের রোল।
পরস্পর ডাকাডাকি পড়ি গেল গোল ॥
রাজার সভায় এক হিন্দু প্রামাণিক।
শিষ্ট শান্ত ধর্ম্মভীরু বুদ্ধিতে অধিক ॥

* জহুরা—পাঠভেদ। † তবেত হইল ক্রোধ—পাঠভেদ।
‡ দ্বারে—পাঠভেদ। § বাল বৃদ্ধ স্ত্রী আদি—পাঠভেদ।

করযোড় করি তেঁহো রাজারে কহেন।
এ অনর্থ হেতু কহি যদ্যপি শুনেন ॥ *
তুলসীদাস সাধু যেই কয়েদ হইল।
সেই হেতু এ দুরন্ত বিপদ পড়িল ॥ †
তাহা শুনি রাজা শীঘ্র তুলসীদাসেরে।
কয়েদ হইতে আনাইয়া স্তুতি করে ॥
বুঝিলাম তুমি মহাপুরুষ সুজন।
প্রিয়তম প্রভুর ভকত শ্রেষ্ঠজন ॥
অপরাধ হৈতে মোরে বাঁচাইয়া লহ।
প্রসন্ন হইয়া শ্রীচরণ মাথে দেহ ॥
সাধুর স্বভাব দুঃখ সুখে অপমানে।
সমান কিঞ্চিত নাহি ক্ষোভ গ্লানি মনে ॥
প্রসন্ন হইয়া নৃপে আশিস করিলা।
সকল আপদ শান্তি তৎক্ষণাত হৈলা ॥ ‡
যদ্যপি ভকত মনে ক্ষোভ নাহি হয়।
ভকতবৎসল হরি তেঁহো না সহয় ॥
ভক্তে অপরাধ যেই মূঢ় জন করে।
পক্ষপাত করি হরি দণ্ড দেন তারে ॥
শান্তি দিয়া রাজারে চলিয়া গেল সাধু।
মঙ্গল হইল যথা তম নাশে বিধু ॥
তাঁর শ্রীচরণ-গুণ কীর্ত্তন করিয়া।
লালদাস প্রেম মাগে দন্তে তৃণ লৈয়া ॥ §

১২৭। চরিত্র শ্রীকরমানন্দ

করমানন্দ নামে সাধু বড় কৃষ্ণপ্রিয়। ¶
শিষ্টশান্ত যাঁর সম নাহিক দ্বিতীয় ॥
কৃষ্ণ দরশন করি বহু স্তুতি কৈলা।
নিজ দোষ মানি দৈন্য করিতে লাগিলা ॥

* এই যে অনর্থ ইহার আছয়ে কারণ—পাঠভেদ।
† তুলসীদাসের যাথে অপমান হৈল।—পাঠভেদ।
‡ সেই ক্ষণে দূরে গেল—পাঠভেদ।
§ তাঁহার চরণ-গুণ···। কৃষ্ণদাস··· ॥—পাঠভেদ।
¶ সাধু শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়—পাঠভেদ।

আমি যে অধম মোর নাম যেই লয়।
নরকে গমন করে, পুণ্য যায় ক্ষয় ॥
হরি কহে—তুমি কেনে অধম হইবে।
তোমার যে নাম লয় বৈকুণ্ঠে সে যাবে ॥
বিশেষ কহিনু মুঞি আজি যে হইতে।
তব নাম যেই লবে প্রীতিপূর্ব্ব চিতে ॥
সেই জন * প্রেমভক্তি পাইবে নিশ্চিতে।
অচিরাত মুক্ত হবে সংসার হইতে ॥
অতএব এই এক † সন্ধান বড় হয়।
পরম উপায় যার প্রেমভিক্ষাশয় ॥
পরমানন্দে করমানন্দ জপ সভে ভাই।
প্রেমানন্দে পাইতে ইহার সম নাঞি ॥ ‡
আমি তো বান্ধিনু গলে কবচ করিয়া।
কৃষ্ণনাম-নিধি পার্শ্বে § রাখিনু ধরিয়া ॥
উষর ভূমি যে মোর হৃদি তীক্ষ্ণ ক্ষারে।
রোপিলাম বীজ দেখি বিধাতা কি করে ॥
ভাগ্যহীন করে কল্পতরুর আশ্রয়।
তথাচ তাহার দরিদ্রতা নাহি যায় ॥
সমুদ্রে ডুবয়ে যদি রত্নের লাগিয়ে।
রত্ন নাহি হাথে আইসে গুগলি উঠয়ে ॥

দোঁহা—

ভাগ্যহীন জন সমুদ্রে ডুবে যাঁহা রতন কি ঢেরি।
কর লাগে ঘুঙ্গা উঠে উহ করমকি ফেরি ॥

লালদাস ¶ অভাগিয়া বড় ভাগ্যহীন।
শরণ না দেয় কেহো দেখি দীন-হীন ॥

---

* সেই মতে—পাঠভেদ।
† যে করে—পাঠভেদ।
‡ করমানন্দ করমানন্দ··· । প্রেম অমৃত···॥—পাঠভেদ।
§ স্পর্শ—ক্বচিৎ পাঠভেদ।
¶ কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।

৭২৮। চরিত্র শ্রীকালা ভক্ত

গোবর্দ্ধনে নাথজীর পুরীর বাহির।
ঝাড়ু কসি করিয়া ছিটায় সদা নীর ॥
মন্দিরের পাছে এক আছয়ে ঝরকা।
নাথজীর শ্রীচরণ তাতে * যায় দেখা ॥
সেই স্থান হৈতে হাড়ি দরশন করে।
আনন্দে মগন হৈয়া পুলকেতে ভরে ॥
নিতি নিতি হাড়ি দরশন করি যায়।
গোসাঞি দেখিয়া তাহা মনে দুঃখ পায় ॥
ঝরকার পথে হাড়ি উঁকি মারি দেখে।
খাদ্য পানীয় যে ঠাকুরের আগে থাকে ॥
অনুচিত হয় বলি মন্দির-পশ্চাত।
এক ভীত বানাইয়া দিল সাত হাত ॥ †
পরদিন হাড়ি দরশন না পাইয়া।
অনেক করুণা কৈল শিরে হাথ দিয়া ॥
রাত্রিযোগে নাথজী গোসাঞি আগে ‡ কহে।
মুঞি বড় দুঃখ পাইনু পরাণে না সহে ॥
ঝরকা করিলে রোধ দেওয়াল গাঁথিয়া।
হাড়ির যে দরশন দিলে ছুটাইয়া ॥
তাহে মোর বড় দুঃখ হইল অন্তরে।
দেয়াল পাতিলে মোর বুকের উপরে ॥
এতেক স্বপন দেখি চমকি গোসাঞি।
দেয়াল ভাঙ্গিয়া দিলা সেই রাত্রে যাই ॥
হাড়ির বাটীতে গিয়া স্তুতি নতি করি।
চরণে ধরিয়া আনে অতি সমাদরি ॥
নাথজীর মন্দিরের দুয়ারে আনিঞা।
দরশন করাইলা সভাই বেড়িয়া ॥
হাড়ির ঠাকুর নাম তাঁহার হইল। §
ভাগবত বলি সভে পূজিতে লাগিল ॥

---

* চরণ তাহাতে—পাঠভেদ।
† হাথাহাথ—পাঠভেদ।
‡ স্থানে—পাঠভেদ।
§ হড্ডি-ঠাকুর বলি তাঁর নাম হৈল—পাঠভেদ।

জীবিকা বাঢ়ায়্যা দিলা প্রসাদে বন্ধান।
নাথজী সন্তুষ্ট হৈলা দেখি তাঁর মান ॥
সেই হাড়ি ঠাকুরের বিষ্ঠায় জনম।
লালদাস মাগে ক্ষয় করিতে করম ॥ *

১২৯। চরিত্র শ্রীপরশুরাম রাজগুরু

পরশুরাম নাম এক রাজগুরু হন।
মহাভাগবত কৃষ্ণভক্তের প্রধান ॥
কৃষ্ণে মন নিবেশিয়া উৎকুণ্ঠা সদাই।
বহু ধন জন, কিন্তু তাতে মন নাঞি ॥
তথাচ জন্ময়ে বাধা রক্ষণাবেক্ষণে।
নিরপেক্ষ হইয়া যে না হয় ভজনে ॥
তাহাতে ক্ষোভিত অতি উৎকণ্ঠিত মন।
উপায় কি করি কার লইব শরণ ॥
দৈবাত বৈষ্ণব এক গৃহেতে আইলা।
ভকতি করিয়া তাঁর আতিথ্য করিলা ॥
তেঁহো অতি বিজ্ঞতম পণ্ডিত সুজন।
সুখ হৈল তাঁর সহ করি আলাপন ॥
তাঁহারে কহেন কিছু নিবেদন করি।
এ দুস্তর মায়া † হৈতে কি উপায়ে তরি ॥
অর্থ-পরিবার-রক্ষা-মতে কাল যায়।
কৃষ্ণে নাহি মন গছে, ভজন না হয় ॥
ইহার উপায় কিছু কহ মহাশয়।
কৃপা করি কহিবে যাহাতে হিত হয় ॥ ‡
তবে সেই বৈষ্ণব কহেন উপদেশ।
অপূর্ব্ব সুগুহ্য § কথা পরম উদ্দেশ ॥
মহাশয় তব মন কৃষ্ণে লাগিয়াছে।
কিন্তু যে বিষয়-রিপু বাধা করিতেছে ॥
সম্যক প্রকারে মন ধারণ না হয়।
উষ্ণ অন্নে ফিরি যেন বিড়াল বেড়ায় ॥

এতেক বিষয় যার এত পরিবার।
শ্রীকৃষ্ণে অনন্যচিত্ত কোথা হয় তার ॥
মন নিরপেক্ষ বিনে স্থির নাহি হয়।
অন্য চেষ্টা থাকিতে কি নিরপেক্ষ হয় ॥
এক মন সূক্ষ্ম কীট কতেক বিষয়।
গ্রহণ করিতে তার কি শকতি হয় ॥
স্বাভাবিক বিষয় লালসাযুক্ত মন।
বিশেষ হইয়া আছে তাহাতে মগন ॥
শুষ্ক * তৃণ অগ্নি যথা একত্র সংযোগে।
দাহ বিনে নাহি থাকে উভয় বিভাগে ॥
অতএব মহাশয় বিষয় তেজিয়া।
এইক্ষণে চল বনে বিহিত জানিঞা ॥
তেঁহো কহে মহাশয় যে কহিলে সত্য।
যোগভ্রষ্টকারী এই সংসার অনিত্য ॥
অতএব কৃপা করি সঙ্গে মোরে লহ।
মায়াবন্ধ হৈতে মোর উদ্ধার করহ ॥
এতেক বিচারি মনে সর্ব্বত্যাগ করি।
পর্ব্বত-কন্দরে গেলা ইন্দ্রিয় সম্বরি ॥
শ্রীকৃষ্ণ-চরণপদ্মে মন নিয়োজিয়া।
আছেন কথোক দিন নির্ব্বৃতি পাইয়া ॥ †
রাজা হেথা শুনিলা যে বৈরাগ্য করিয়া।
অমুক পর্ব্বতে গুরু বসিলেন গিয়া ॥
সেবা হেতু দুই হাজার মুদ্রা পাঠাইল।
তেঁহো তাহা দেখি অতি বিষণ্ণ হইল ॥
যেই মায়া ছুটাইতে বৈরাগ্য করিল।
সেই মায়া পুনঃ পাছে পাছে গড়াইল ॥
বৈষ্ণবেরে কহে এবে উদ্ধার করহ।
হেথা হৈতে নিঞা মোরে পুনশ্চ পলাহ ॥ ‡
বৈষ্ণব কহেন বটে যে কহিলে সত্য।
পলাইতে উচিত যে বাঁচাইতে আত্ম ॥
টাকা সহ সেই লোক তথায় রহিলা।
না কহিয়া দুই জনে পলাইয়া গেলা ॥

* হড়ি ঠাকুরের...। কৃষ্ণদাস...তার...।—পাঠভেদ।
† কায়া—পাঠভেদ।
‡ কৃপা কর মোরে যাথে মোর—পাঠভেদ।
§ শুনহ—পাঠভেদ।

* সূক্ষ্ম—পাঠভেদ। †...অনেক দিন নিবৃত্তি—পাঠভেদ।
‡ ইহা হৈতে মোরে লইয়া সত্বর পলাহ।—পাঠভেদ।

কৃষ্ণকথা ইষ্টগোষ্ঠী করি দুই জন।
আনন্দে মগন দিবা নিশি নাহি জ্ঞান ॥
কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া দু'জন।
পরম-নির্বৃতি হৈল পাইলা বৃন্দাবন ॥ *
তাঁহা দোঁহার শ্রীচরণ করিয়া স্মরণ।
লালদাস মাগে প্রেমভক্তি এক কণ ॥ †

১৩৩। চরিত্র শ্রীগদাধর ভট্ট

গদাধর ভট্ট নাম রসিক ভকত।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-লীলা-রসে উনমত ॥ ‡
এক পদ বানাইয়া ভট্ট মহাশয়।
শ্রীজীব গোস্বামি স্থানে আনন্দে পাঠায় ॥
বৃন্দাবনে গোস্বামী পাইয়া সেই পদ।
উথলিল গোস্বামীর প্রেমানন্দমদ ॥
গোস্বামিজী ভট্টজীকে লিখি পাঠাইলা।
পদ পাঠাইলা সে যে সুধায় সিঞ্চিলা ॥
পদের সে স্বাদ আস্বাদিতে বৃন্দাবনে।
বিনে নাহি রঙ্গ চড়ে গৃহের অঙ্গনে ॥
ভট্টজী পাইয়া লিপি মস্তকে ধরিয়া।
দু-নয়নে গলদশ্রু পড়য়ে বাহিয়া ॥ §
পত্রী পাঠ করি ভট্ট চলিলা অমনি।
শ্রীবৃন্দাবনে যথা শ্রীজীব গোস্বামী ॥
যাইয়া পড়িলা পদে গোস্বামী তুলিয়া।
আলিঙ্গন করিলেন হৃদয়ে ধরিয়া ॥
পরস্পর প্রেমানন্দে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে।
রজনী দিবস যায় রসের প্রসঙ্গে ॥
ভট্টজী কহেন মোরে কৃপাবলোকন।
করিয়া বিস্তারি কহ রস-প্রকরণ ॥
গোসাঞি শ্রীজীব তবে আনন্দ পাইয়া।
রাধাকৃষ্ণ-রসলীলা * কহে বিস্তারিয়া ॥
শুন শুন ভট্ট তবে অপূর্ব্ব কথন।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা রস-প্রকরণ ॥

অথ রস-প্রকরণ।

নাভাজীউ রসতত্ত্ব স্পষ্ট না বর্ণিলা।
কেবল কহিলা মাত্র ভট্টে শুনাইলা ॥
অতএব নাভাজীর আশয়-অমৃত।
বুঝিয়া যে লিখি কিছু শুদ্ধ রসরীত ॥ †
কর্ণ-রসায়ণ রাধাকৃষ্ণের চরিত।
শ্রীল জীব গোস্বামীর শ্রীমুখগলিত ॥ ‡
রস-প্রকরণ অন্য সাধুর চরিত।
দোঁহা আদি লিখিয়া বর্ণিব মনোনীত ॥

দোঁহা হিন্দী—

রসময়মূরতি যো গোকুল নিত্যবিহার।
মনমে উপজি বাসনা গোর ভেয় অবতার ॥
রাধাপ্রেম নিজমাধুরী ঔর আপনে হি সীত।
ইহ আস্বাদন-হেতবে মনমে উপজে প্রীত ॥
নিশিদিন্ রাধাভাব ধরি শ্যাম ভেয় দ্যুতি গৌর।
মন ঔর আনন-নয়নমে রাধা বিনু নাহি ঔর ॥
মনমে রাধাভাব ধরি আস্বাদত নিজ প্রীত।
হিয় বসি রূপস গোসাঞিকে প্রকটিয়ে রসরীত ॥
তিনি করি উজ্জ্বলনীলমণি নিজগণকে হিয়-হার।
দরশায়ে সব রসিকোকো রসসাগরকে পার ॥
সো অনুমতি লয় যথাশকতি তিহি পদপঙ্কজ আশ
যুগলপ্রেমরসবোধিকা রচতু হৈঁ হরিদাস ॥
রস যে কেমন কি বিধানে কিবা নাম।
কিঞ্চিত লিখিব যুগলের পদকাম ॥
শ্রীল রূপ-গোস্বামীর চরণ কমল।
স্মরণ করিয়া যাথে হইবে সফল ॥

---

*...নিবৃত্তি হইয়া আইল...।—পাঠভেদ।
† কৃষ্ণদাস...প্রেম-ভকতি-রতন।—পাঠভেদ।
‡...নামভক্ত।...লীলারঙ্গ...॥—পাঠভেদ।
§...গলে ধারা বহয়ে...।—পাঠভেদ।

* লীলারস—পাঠভেদ।
†...যে কিছু লিখি শুচি রস রীত—পাঠভেদ।
‡ শ্রীরূপ গোস্বামীর মুখের গলিত—পাঠভেদ।

অথ রসভেদ লক্ষণ।

গৌণ মুখ্য দুই ভেদ রস যে দ্বাদশ।
তার মধ্যে পাঁচ মুখ্য, সপ্ত গৌণ রস॥

অথ সপ্ত গৌণরস।

হাস্য অদ্ভুত বীর করুণ আর রৌদ্র।
ভয়ানক বীভৎস এই সাত ভদ্রাভদ্র॥
অভদ্র যে সেহ ভদ্ররূপে প্রকাশয়।
পাত্র-বিশেষে চমৎকার রস হয়॥

তত্র মুখ্য পঞ্চ।

শান্ত দাস্য সখ্য আর বাৎসল্য শৃঙ্গার।
পঞ্চমুখ্য-মধ্যে যে শৃঙ্গার-রস সার॥
সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ যে মধুর রস হয়।
তাহাই কহিব কিছু শক্তি-অনুযায়॥

অথ রসোৎপত্তি লক্ষণ।

বিভাব অনুভাবে মেলি সাত্ত্বিক সঞ্চারী।
স্থায়ী ভাব রস হয় চমৎকার-কারী॥

অথ বিভাব।

বিভাব যে দুই আলম্বন উদ্দীপন।
আশ্রয় বিষয় দুই-বিধি * আলম্বন॥
বিষয়ালম্বন কৃষ্ণ রসময়-রূপ।
রসিক-শেখর সর্ব্ব † নায়কের ভূপ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণ যথা—

মন-মোহন সুন্দর চরণ-
কমলদ্যুতি হেরিয়া যুবতি।
কুল-গৌরব- লাজ বৃহতি
তেজিয়া করে কাননে বসতি॥
কেলি-কলানিধি দুর্লভ শ্যামরু
যুবতীগণমে জাক মিলে।

* প্রকার—পাঠভেদ। † কৃষ্ণ—পাঠভেদ।

ধন্য ধন্য সেই পুণ্যপুঞ্জকৃত
ধরণি জনমে অতি ভাগ্যফলে॥
অতি রমণীয় মধুর দেহ
সকল সুলক্ষণ অতি বলবন্ত।
নবযুবা নীল- লাবণ্য প্রিয়ংবদ
মধুর হাস বদনে রসবন্ত॥
বহু প্রতিভা অতি বিদগধ চতুরক-
শিরোমণি ললিত সুধীর।
করুণাময় দক্ষিণ প্রেমবশ্য সুখী
সুবাবদুক গভীর॥
সুন্দর বুদ্ধি প্রতিক্ষণ নৌতুন
ত্রিভুবন-মোহন পুরুষবর।
অনুপম সুন্দর মোহন মুরলী
কর-কমলে শোভিত মনোহর॥
সকলকীর্ত্তিধর অতুলিত ত্রিভুবনে
সবগুণসাগর নায়কনিধি।
নিত্য বেহারত শ্রীবৃন্দাবন-
ভুবি উজ্জ্বল-সরসে নিরবধি॥

অথ নায়কভেদ।

ব্রজ আর মথুরা, দ্বারকা তিন ধামে।
পূর্ণতম পূর্ণতর পূর্ণ হরি ক্রমে॥
লীলার মাধুরী আর রূপের মাধুরী।
রসের মাধুরী, বংশী-মাধুরীর ধুরী॥ *
বন্যবেশ রসরাজ ব্রজেন্দ্রনন্দনে।
বিনে আর এ চারি নাহিক কোন স্থানে॥
অতএব পূর্ণতম শ্যাম নটরাজ।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ব্রজেতে বিরাজ॥
ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, ধীরশান্ত আর।
ধীরললিত এই চারি যে প্রকার॥
এ চারি স্বভাব কৃষ্ণচন্দ্রে এক বর্ত্তে।
সাহজিক কিন্তু ধীরললিত কৃষ্ণেতে॥ †

* ধরি—পাঠভেদ।
† সাহসিক ললিত কিন্তু ধীরতা কৃষ্ণেতে—কচিৎ পাঠভেদ।

দ্বাদশ রস আর চারি যে স্বভাব।
আগে আর কহিব কৃষ্ণের রসভাব ॥ *

অথ ধীরোদাত্ত লক্ষণ।

স্বভাব বিনয়ী মৃদু কারুণ্য † গভীর।
নির্দ্দাম্ভিক শীলযুক্ত অত্যুদাত্ত ধীর ॥

অথ ধীরশান্ত।

সর্ব্বত্র সমান ভাব আত্মা-পরকীয়ে।
সহিষ্ণুতা বিবেকী বিনয়ী শান্তাশয়ে ॥

অথ ধীরোদ্ধত।

অহঙ্কার মৎসর কপট ক্রোধ বল।
সভায় প্রকাশ স্পর্দ্ধা ব্যাপক চপল ॥
ধীরোদ্ধত স্বভাবের লক্ষণ যে এহি।
ললিত কৃষ্ণের যে সহজ ভাব কহি ॥

অথ ললিত।

প্রেয়সী-অধীন নবযুবা বিদগ্ধতা।
নিশ্চিন্ত সদাই পরিহাস চঞ্চলতা ॥
পতি-উপপতি-ভাবে দ্বাদশ যে রস।
পুনঃ যে দ্বিগুণ হৈয়া করয়ে প্রকাশ ॥
কন্যকা-বিবাহ আর অন্যের উপপতি।
ভাবভেদে এই যে চব্বিশ রস-রীতি ॥
পুনঃ চারিগুণ করি হয় ছিয়ানব্বই।
অনুকূল দক্ষিণ ধৃষ্ট আর শঠ তাই ॥
এই সব নামভেদে নায়কের ভেদ।
পুনঃ কহি তাহার লক্ষণ যে বিভেদ ॥

তত্র অনুকূল-লক্ষণ।

অন্যাপেক্ষা অতি অনুরাগ যে একেতে।
অনুকূল সেই তার সাক্ষী রাধিকাতে ॥

*...যে ভাব।...কৃষ্ণেতে রসভাব—পাঠভেদ।
† করুণা—পাঠভেদ।

তস্য উদাহরণ—

শ্রীরাধা-প্রতি সখী-উক্তি।

গোকুল নগরে, আছয়ে রূপসী,
অনেক নবযৌবনী। *
কেলি-কলারসে রূপে গুণে ধনি
তোমা সম নাহি গণি ॥
যে হেতু † নাগর সে সব নাগরী
হেরিয়া না কিছু ভুলে। ‡
ফিরে নাহি চায় তোমারে চিন্তয়
কর দিয়া শ্রুতিমূলে ॥
কি গুণে বেন্ধেছ কি গুণ করেছ
কি রসেতে ভুলায়েছ। §
তোমা বিনে নাহি জানে দিবা নিশি
কি ভাগ্য তুমি করেছ ॥

অথ দক্ষিণ।

অনেক রমণী-সনে বিহার করয়।
সভাতে সমান ভাব দক্ষিণ কহয় ॥ ¶

তদ্‌যথা।

বহু-গোপীসনে কৃষ্ণ বিহার করিতে।
সমান আদর ভাব ** দেখিয়া সভাতে ॥
রাধার হইল মান নিজ উৎকর্ষতা। ††
স্বাভাবিক পূর্ব্ববত হেরিয়া খর্ব্বতা ॥

অথ শঠ।

সম্মুখেতে অতি প্রিয় কহয়ে বচন।
অসাক্ষাতে নিন্দয়ে যে শঠের লক্ষণ ॥

*...অনেক রূপসী আছয়ে নবযৌবনী—পাঠভেদ।
† যে হয় নাগর—পাঠভেদ।
‡ নাহিক ভুলে—পাঠভেদ।
§ ভুলিয়াছ—পাঠভেদ।
¶ সভারে...যে হয়।—পাঠভেদ।
** আদর ভাও—কচিৎ।
†† উৎকলতা—পাঠভেদ।

তদ্‌যথা—

একদিন নিশিযোগে, শ্রীরাধার অনুরাগে,
কৃষ্ণচন্দ্র করি অভিসার।
যাইতে কুঞ্জ-বিপিনে, চন্দ্রাবলী-সখীসনে,
দেখা হৈল পথের মাঝার ॥
হাসিয়ে কহয়ে সখী, বড় যে কৌতুক দেখি,
হেন বেশে * গমন কোথারে।
কোন্ রমণীর প্রেমে, বাধিত হইয়া কামে,
দ্রুতগতি যাইছ তথারে ॥
যাইতে নারিবে তথা, পাও পাবে মনে ব্যথা,
আজি তোমা ছাড়িয়া না দিব।
মো-সভার প্রিয়সখী, চন্দ্রাবলী বিধুমুখী,
তোমাকে লইয়া তথা যাব ॥ †
এতো বলি মুচকিয়া, বসন ধরিল গিয়া,
কৃষ্ণ কিছু কহয়ে চাতুরী।
আমিতো তাহাই চাই, চন্দ্রাবলী-স্থানে যাই,
কিন্তু মুঞি আসি শীঘ্র করি ॥
সখী কহে তা না হবে, কি কাজে কোথায় যাবে,
বল আমি যাইয়া করিব।
যেখানে যে কাজ হবে, তখনি করিব সভে, ‡
যাহা চাহ তাহি আনি দিব ॥
কৃষ্ণমনে ভাবে তবে, চাতুরী তো না লাগিবে,
নিশ্চয় যে যাইতে হইল।
শঠতা করিয়া তবে, কহয়ে পুলকভাবে,
তবে সখি শীঘ্র করি চল ॥
চন্দ্রাবলী-চন্দ্রানন, সুধা-আশে মোর মন,
চকোর পিয়াসে উৎকণ্ঠিত।
মিলাইয়া তাহা সনে, অমিয়ার সিঞ্চনে,
প্রাণদান দিয়া কর হিত ॥

* বাড়য়ে…এনাবেশে…।—পাঠভেদ।
†…তোমায় না দিব ছাড়িয়া।…তোমার যাব তথায় লইয়া ॥ —পাঠভেদ।
‡…কাজ করে…করিব তারে—ক্বচিৎ পাঠভেদ।

তবে চন্দ্রাবলী স্থানে, লইয়া শ্রীকৃষ্ণ সনে,
মিলাইয়া শৈব্যা আদি সখী।
চন্দ্রাবলী বিধুমুখী, আনন্দে পরমসুখী,
প্রাণনাথ-বদন নিরখি ॥
কৃষ্ণ চন্দ্রাবলী প্রতি, প্রিয়বাক্য নানাভাতি, *
কহে কিন্তু মন রাধিকাতে।
কৃষ্ণ কহে চন্দ্রাননি, রূপে গুণে তুমি ধনী,
তোমা সম না দেখি জগতে ॥
বিদগ্ধার শিরোমণি, প্রেমরসে রসখনি,
রসময়ী সুরমণী-মণি। †
যতেক প্রেয়সী রামা, তুমি মোর শ্রেষ্ঠতমা,
তোমা বিনে আর নাহি জানি ॥
বিনয় পূর্ব্বক বহু রজনী বঞ্চিয়া।
প্রভাতে শ্রীরাধাস্থানে আসি দেখা দিয়া ॥
শ্রীচন্দ্রাবলীর নিন্দা করে ভঙ্গি করি।
শঠের লক্ষণ এই ইহাতে বিচারি ॥

অথ ধৃষ্ট।

অন্য নায়িকার ভোগচিহ্ন দেহে রহে।
প্রত্যক্ষ দর্শন, তথাপিহ কহে নহে ॥ ‡
বস্ত্রেতে মোছয়ে আর কহে চিহ্ন কোথা।
লাজভয় নাহি, মিথ্যা কহয়ে ধৃষ্টতা ॥
শ্রীনন্দকিশোরে ইহ ভেদ ছিয়ানব্বই।
বিষয়াবলম্বন হরি কহিলা যে এই ॥

অথ আশ্রয়ালম্বন।

আশ্রয়ালম্বন কৃষ্ণবল্লভা নায়িকা। §
কৃষ্ণের সমান গুণ জগতে অধিকা ॥
দেব-নর-আদি ত্রিভুবনে যত নারী।
সভার মুকুটমণি ব্রজের সুন্দরী ॥ ¶

* জাতি—পাঠভেদ।
† বিদগ্ধের শিরোমণি প্রেমের রসের খনি,
রসময়ী সুরমুনি-মণি।—ক্বচিৎ পাঠভেদ।
‡…দেহে রয়।…করে নয় ॥—পাঠভেদ।
§ রাধিকা—পাঠভেদ।
¶ ব্রজেন্দ্রসুন্দরী—ক্বচিৎ পাঠ।

রূপে গুণে বৈদগ্ধীতে চমৎকারকারী।
হেরিয়া লজ্জিতা সব জগতের নারী॥
সফল যৌবন কৃষ্ণসনে স্মরকেলি।
ধন্য রূপ যৌবন ধন্য ধন্য * ভালি ভালি॥
প্রথমে নায়িকা হয় দ্বিবিধ-প্রকার।
স্বকীয়া যে বিবাহিতা, পরকীয়া আর॥
স্বকীয়া যে ধর্ম্মপরা পতিব্রতা হয়।
পতি-শুশ্রূষণে রত পতিসুখময়॥
দ্বারকায় শ্রীরুক্মিণী-আদি নারীগণ। †
পতিব্রতা সতী লক্ষ্মী জানে জগজন॥
ব্রজে পরকীয়া ভাব শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণেতে।
লোক বেদ ধর্ম্ম ছাড়ি মজিলা পিরীতে॥
কুল শীল গৌরবাদি লোকলাজভয়।
কৃষ্ণ-প্রেম-অনুরাগে গোপিকা ছাড়য়॥
অনেক আপদ যে সম্পদ করি মানে।
কৃষ্ণচন্দ্রে কোটি কোটি প্রাণতুল্য জানে॥
যদ্যপিহ কৃষ্ণচন্দ্রে জার-ভাব হয়।
সতীগণ পদ সেবে লক্ষ্মী প্রশংসয়॥
পরকীয়া দুই মত পরোঢ়া § কন্যকা।
কন্যকা যে বিবাহিতা, অন্য যে প্রৌঢ়িকা॥ ‡
ধন্যা-আদি নাম গোপকন্যা সহস্রেক।
মুগ্ধা-স্বভাব বিবাহিতা সভে পরতেক॥
কাত্যায়নী-ব্রতপরা ঞিঁহো সব হন।
কৃষ্ণসনে বিভা নাহি জানে গুরুজন॥
লুকাছাপা কৃষ্ণসনে বনেতে বিহার।
স্বকীয়া হইয়া পরকীয়া-ব্যবহার॥
কৃষ্ণ-অনুরাগে পিতামাতারে ছাপায়।
কৃষ্ণসঙ্গে পাছে কোন বাধা জনমায়॥
প্রৌঢ়ার লক্ষণ কহি শুন তার কথা।
গোপের রমণী নব-যৌবন-অবস্থা॥
বয়সে কিশোরী রাধাদিক শত শত।
পরমমাধুরী রূপে গুণে সুচরিত॥

* যৌবন রে ধন্য—পাঠভেদ। † যতগণ—পাঠভেদ।
‡…প্রৌঢ়…।…পরোঢ়িকা॥—পাঠভেদ।

নিত্যসিদ্ধ অসংখ্য সাধনসিদ্ধ আর।
তাহার মধ্যেতে ভাব যতেক প্রকার॥ *
সকল গোপিনী-মোহনের সম্মোহিনী। †
তার মধ্যে শ্রেষ্ঠা শ্রীলরাধা-ঠাকুরাণী॥
রূপে গুণে প্রেমরসে পরমমাধুরী।
সভার মুকুটমণি হরি-মনোহারি॥

অমিত্র ত্রিপদী ছন্দ।

নবীন কিশোরী হেম, বরণ সু-উজ্জ্বল,
অতি কমনীয় শরীর।
কুচ-কলস-যুগ, কঠিন সুচিক্কণ,
শ্যাম মন যাহাতে সুথির॥ ‡
লোল দৃগঞ্চল, হাস্য বদন মৃদু,
নিন্দি সুধা-রসধার।
কর-পদ-নখ-মণি-, অগ্রে রতনভূষা,
আপনারে করয়ে ধিক্কার॥
সহজ § অঙ্গেতে ষোল, শিঙ্গার যে শোভয়ে,
তাহার শুনহ ষোল নাম।
যাহাতে কৃষ্ণের মন, সদাই মোহন করে,
উদ্দীপন করে হিয়া-কাম॥
মজ্জন রঞ্জন, অঞ্জন মোহন, ¶
দীর্ঘ সুলোচনে সাজে।
নাসিকা অগ্রে, সুশোভিত গজমতি,
বক্ষে যে হার বিরাজে॥
কটিতটে নীল পট্ট, নীবি-বন্ধ সুশোভিত,
বেণি রচিত কুচভারে।
মল্লিকা মাল, ** প্রফুল্লিত বেষ্টিত,
কুচ'পরি কুমকুম-সারে॥

* কত যে প্রকার—পাঠভেদ।
† মনমোহিনী—পাঠভেদ।
‡ সুধীর—পাঠভেদ। § সেহ—পাঠভেদ।
¶ মর্দ্দন অঞ্জন রঞ্জন মোহন—পাঠভেদ।
** মল্লিক মালতী—পাঠভেদ।

মণিময় ভূষণ, শ্রবণ'পরি লোলিত,
মৃগমদ তিলক সুনাসে।
ইন্দুমুখে চিবুকে, নীলবিন্দু প্রকাশিত,
শ্যাম-মন বদ্ধ যেই ফাঁসে॥
লীলা-কমল, কমল-করে সুশোভিত,
তাম্বুলে লোহিত লোহিত অধরে। *
কপোল দৃগঞ্চলে, বল্লি সুচিত্রিত,
পদযুগে মহারব-সারে॥

দ্বাদশ আভরণ।

শিরে রত্নফুল শোভে কণ্ঠে চাঁপকলি।
পদক-মুকুতা-মালা লম্বি হালি হালি॥
করেতে কঙ্কণ শোভে নিতম্বে রসনা। †
বাহুযুগে বাজুবন্ধ রতনে জোটনা॥
চরণ-অঙ্গুলে শোভে রতন-চুটুকী।
নূপুর সুন্দর বোলে বাজয়ে ঝুমুকি॥
দ্বাদশ আভরণ রয় প্যারীজীর অঙ্গে। ‡
পরম শোভিত ভূষা প্যারী-অঙ্গ-সঙ্গে॥

অথ শ্রীরাধিকার গুণ-কথন।

নব যৌবনী ধনি, মধুরস-লাবণি, §
অতি চঞ্চল দৃগ্‌ভঙ্গী।
মৃদু মৃদু হাসত, সুধারস বরিষত,
হেরিয়া মোহন মনোভঙ্গি॥ ¶
গীত-বাদ্য-আদি, বিদগধতা-নিধি,
বচন-চাতুরী কত ছান্দে। **
কৌতুক-কলারসে, ভঙ্গিম সুবিলাসে,
রসময়-হরি-মন বান্ধে॥
বিনয়-করুণা-ধীর, লাজশীল সুগম্ভীর,
মর্য্যাদক পর-উপকারি।

* নীলকমল করে, শোভিত তাম্বুলে, লালিত
মোহিত অধরে—(অপপাঠ) পাঠভেদ।
†…কঙ্কণ চুড়ি…বসন।—পাঠভেদ।
‡ দ্বাদশ যে আভরণ প্যারীর সে অঙ্গে—পাঠভেদ।
§ মধুর সুলাবণী—পাঠভেদ। ¶ মন রঙ্গি—পাঠভেদ।
** কত ছন্দে—পাঠভেদ।

মহাভাব-প্রেমবতী, অঙ্গে অনুভাব-জ্যোতি,
শুদ্ধ সমর্থা রতি ভারি॥
ব্রজে সকলের মান্য, রূপে গুণে ধন্য ধন্য,
সকল লোকেতে প্রশংসয়।
গুরুজন ঘরে ঘরে, আদর সভাই করে,
প্রাণ-সম সকলে মানয়॥
সখীর প্রণয়ে, আনন্দ হৃদয়ে,
প্রিয়াগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা।
কৃষ্ণ বশীভূত, প্রণয়-সহিত,
প্রাণের অধিক প্রেষ্ঠা॥
শ্রীরাধিকা যত, গুণে অলঙ্কৃত,
কৃষ্ণেতে ততেক নহে।
যে হেতু মোহন, শ্রীরাধিকা বিন,
ক্ষণেক সুখে না রহে॥
সেই পরকীয়া আর স্বকীয়া যে দুই।
তিন তিন ভেদে নায়িকার গুণ কই॥ *
মুগ্ধা আর মধ্যা, প্রগল্‌ভা তিন নাম।
পৃথক পৃথক কহি অতি অনুপাম॥

অথ মুগ্ধালক্ষণ।

নবীন বয়েসে নব-মন্মথ উদয়।
রতিতে বামতা অতি লজ্জাযুতা † হয়॥
অন্তরে বাসনা, বাহ্যে লাজেতে ‡ ছাপায়।
প্রিয় অঙ্গে হস্ত দিতে ঠেলিয়া ফেলায়॥
মান-বিদগ্ধতা নাহি জানে মুগ্ধামতি।
কান্দয়ে কেবল মান করি প্রিয় প্রতি॥
প্রিয়-প্রীতি বাক্যেতে হইয়া অতি সুখী।
মান দূরে যায়, হয় প্রফুল্লিতমুখী॥
প্রিয় অঙ্গে হস্ত দিতে মুচকী হাসিয়া।
পুনঃ পুনঃ উরজ ঝাঁপয়ে বস্ত্র দিয়া॥
বসনে ঝাঁপিয়া পুনঃ বদন ফিরায়।
প্রিয় প্রিয়বাক্যে হয় আনন্দ-হৃদয়॥

*…স্বকীয়াতে দুই।…গাই॥—পাঠভেদ।
† লজ্জা যুক্ত—পাঠভেদ। ‡ লোকেরে—পাঠভেদ।

ছল-ছুতা করি প্রিয়-বদন হেরয়।
রতি-সঙ্গ-প্রসঙ্গে অন্তরে ডর হয়॥
মুগ্ধা-সঙ্গ-বিশেষ-রসেতে হরি সুখী।
সে রস দেখিয়া আনন্দিত সব সখী॥ *

অথ মধ্যা-লক্ষণ।

প্রিয়ের সহিত, যব মিলনে ঈষত,
লজ্জিত কিঞ্চিত পরখর বচনে। †
কহয়ে প্রিয়ের সনে, ‡ সুরত প্রসঙ্গমে,
অন্তরে সম্মতি রমণে॥
তরুণ বয়স কুচ, সুন্দর সুবলিত,
পুষ্ট হইতে কিছু লীন। §
অঙ্গ সুজ্যোতি, ভাষ-হাস-যুত, ¶
বিদগ্ধতা কটি খীণ॥
প্রিয়ের সহিত, নয়নে নয়নে,
বচন কহিতে আঁখি। **
কিঞ্চিত কুঞ্চিত, করিয়া নয়ান, ††
লাজে হয় হেঁটমুখী॥
রসিক নাগর, হৃদয়েতে যবে,
কর চালাইতে চাহে।
দুই বাহু দিয়া, হৃদয় চাপিয়া,
হাসিয়া হাসিয়া কহে॥
পুনঃ পুনঃ মোর, হৃদয়ে চালাও,
কর করি জোরাবরি। ‡‡
তোমার কি কিছু, থাতি ধন মোর,
হৃদয়ে রেখেছ ধরি॥ §§

* রসমুখী—পাঠভেদ। † প্রিয়ার মিলনে, ঈষত লজ্জিত কিঞ্চিত প্রখর বদনে—পাঠভেদ।
‡ হিয়ার সনে—পাঠভেদ।
§…সুন্দর সুবলিত…কিছু নীন—পাঠভেদ।
¶ হাস্ত মতি—পাঠভেদ।
** প্রিয়ার…বচন কহিতে, নয়নে নয়ন রাখি—পাঠভেদ।
†† নয়নীত—ক্বচিৎ পাঠভেদ (অপপাঠ)।
‡‡ করি বড় জোর জুরি—পাঠভেদ।
§§ ক্ষতি কি তোমার, নিজধন মোর, হৃদয়ে রেখেছি ধরি। —ক্বচিৎ পাঠভেদ।

নাগর কহয়ে, তোমার হৃদয়ে,
রতন গাগর হয়।
আমি সুদারিদ্র্য, উহাই দেখিয়া,
লোভ মোর উপজয়॥

দোঁহা সওইয়া—

জবহীঁ প্রিয়নয়নসোঁ, নয়নে ন জোড়ত,
নেক নেহারি ফিরি হসিঁকে।
জব করকঞ্জ চলে, হরিকে তব বাঁধত,
হের চকত্তা কুচকসিকেঁ॥
পুনি বোলত হেয় মন, মোহনজী অরু হেয়,
জগমে তুমসেঁ রসিকেঁ।
কেলি কলোলমে, লোল ত্রিয়া সুখী,
ভুলি রহি ভুজবন্ধন খসিকেঁ॥

ধীরা অধীরা আর ধীরাধীর নাম।
মান-বিদগ্ধতা তিন অতি অনুপাম॥

অথ ধীর-মধ্যা-লক্ষণ।

ধীর-মধ্যা প্রিয় যদি অপরাধ করে।
বক্র-উক্তিতে ভৎর্সে শ্লেষবাক্য * দ্বারে॥

তদ্‌যথা—

আহা মর্য়ে যাই, কভু দেখি নাঞি,
এমন বেশ তোমার।
হরি ছাড়ি আজু, হর হইয়াছ,
অপরূপ রূপসার॥
ভালেতে যাবক, অঞ্জনের তাহে,
লেখা † ত্রিলোচন ভাল।
প্রেয়সীর অঙ্গে, অঙ্গ ঘরিষণে,
চন্দন বিভূতি মাল॥
চন্দনের বিন্দু আধা মিশিয়াছে, ‡
আধা শশী শোভিয়াছে।

* স্নেহ বাক্য—পাঠভেদ। † রেখা—পাঠভেদ।
‡ মিটিয়াছে—পাঠভেদ।

সহজে তুমি তো, পশুপতি হও,
শীঘ্র যাহ সতী কাছে ॥
নাগর কহয়ে, এ গোপ-নগরে,
তোমা সম সতী কে বা।
পশুপতি মুঞি, করিতে আইনু,
তোমারি চরণসেবা ॥

অথ অধীরা মধ্যা।

অধীরা মধ্যা যে বামা মানিনী হইয়া।
কঠোর উক্তিতে কহে প্রিয়েরে ভৎর্সিয়া ॥

তদ্‌যথা—

উচ-কুচ পুষ্ট-স্তনী নারী কোন জন। *
রসিক রমণী হরি' নিল তব মন ॥
সে সুখ ছাড়িয়া হেথা আইলা কি কারণে।
শীঘ্র যাহ, সে যে দুঃখ পাইতেছে † মনে ॥
তোমা-হেন নাগর পাইয়া সে রমণী।
কেমন করেছে টোনা, ধন্য সেই ধনী ॥
গুণহীনা কুরূপিণী আমি অরসজ্ঞ।
এথা তব কিবা কাজ, যাহ যথাযোগ্য ॥ ‡
ভুলিয়া এসেছ কিংবা দিশা § লাগিয়াছে।
শীঘ্র গমন কর ধনী জানে পাছে ॥

অথ ধীরাধীর-মধ্যা।

ধীরাধীর-মধ্যার লক্ষণ সেই হয়।
বক্র-উক্তিতে মানে প্রিয়কে ভৎর্সয় ॥

তদ্‌যথা—

এথা কেন হে নাগর, কি কাজ হেথায়।
কে কহিল আসিবারে, কিবা ¶ অভিপ্রায় ॥
কান্দাইতে আমারে তোমারে পাঠাইল।
এবে যাহ, কহ গিয়া কার্য্য সিদ্ধ হৈল ॥

* কঠোরস্তনী কোন্—পাঠভেদ।
† পাইবেক—পাঠভেদ।
‡ গুণহীনি··· । হেথা তব যোগ্য নহে··· ॥—পাঠভেদ।
§ গ্রহ—পাঠভেদ। ¶ নিজ—ক্বচিৎ পাঠভেদ।

চরণ-যাবক শিরে ধর তুমি যার।
তাহার চরণ গিয়া পূজ বারবার ॥
সেই দেবী প্রসন্ন * হইয়া বর দিবে।
রসের সাগরে ডুবি বড় সুখ পাবে ॥

অথ প্রগল্‌ভা।

সর্ব্বোপরি মধ্যাতে সরস রস হয়।
মুগ্ধা-প্রগল্‌ভা-গুণ তাহাতে বর্ত্তয় ॥
প্রগল্‌ভা-লক্ষণ কিছু কহি এবে শুন।
একা রাধিকাতে বর্ত্তে সকল এ গুণ ॥
পূর্ণ-যৌবন-মদ-অন্ধ রতিরসে।
উৎসাহ সদাই স্বাভিযোগ পরকাশে ॥
প্রৌঢ় বচন ক্রিয়া হাস পরিহাস।
প্রগল্‌ভতা-রীত এই যাথে প্রিয় বশ ॥ †

তদ্‌যথা—

প্রিয়ের সহিত, কৌতুক-চরিত, ‡
হাস পরিহাস সদা।
হিয়া হিয়া মিলি, রঙ্গে রসকেলি,
করয়ে হইয়া মুদা ॥
প্রিয়ে রতি যবে, চাহে ধনি তবে,
মুখ ঝাঁপে মুচকিয়া।
অভিলাষ মনে, জানায় যতনে,
স্বাভিযোগ প্রকাশিয়া ॥
রতি-রস-রঙ্গে, মাতি প্রিয় সঙ্গে,
বিহরে নির্লজ্জ প্রায়।
বিপরীত রতি, বিপরীত রীতি,
করি প্রিয়ে সুখ দেয় ॥
মানিনী যখন, হয়েন তখন,
তাড়ন ভৎর্সন করে।
ধীরাধীরা আর, অধীরা প্রকার,
আর ধীরা পরচারে ॥

* তুষ্ট—পাঠভেদ।
† প্রগল্‌ভার রীতি ইহ প্রিয় যাথে বশ—পাঠভেদ।
‡ কৌতুক-রচিত—ক্বচিৎ পাঠভেদ।

অথ ধীর-প্রগল্‌ভা।

ধীর-প্রগল্‌ভা রতি-রসেতে উদাস।
মানের সময়ে কহে প্রিয়বত ভাষ ॥ *

তদ্‌যথা—

রসিক নাগর অপরাধী যবে হরি।
আগমন কালে দূরে হইতে নেহারি ॥ †
আইস আইস বলি আদর করিয়া।
বসনে বীজন করে কাছে বসাইয়া ॥
অন্তরে উদাস, বাহ্যে প্রসন্নের ‡ প্রায়।
বিরস বদন, কিন্তু রুক্ষ না কহয় ॥
প্রিয় কুচে কর দিতে কর না রোখয়।
চুম্বন করিতে মুখ বাড়াইয়া দেয় ॥
আলিঙ্গন করিতে আপনি আলিঙ্গয়।
হৈল তো এখন বলি উদাস কহয় ॥

অথ অধীর-প্রগল্‌ভা।

অধীর-প্রগল্‌ভা যবে মানবতী হয়।
নিস্নেহীর § ন্যায় বাক্য কঠোর কহয় ॥
তাড়ন ভৎর্সন করে, নয়নের ভঙ্গি।
মালায় বন্ধন করে, গর্জ্জে যেন ভৃঙ্গী ॥
কর্ণোৎপলে তাড়ন করয়ে কোপ করি।
গালি দেয় ক্রূর শঠ বলিয়া সুন্দরী ॥
রসিক নাগর তাহে আনন্দিত-হিয়া।
বিনয় কহয়ে বাহ্যে ¶ ভয় প্রকাশিয়া ॥

অথ ধীরাধীর-প্রগল্‌ভা।

অধীরা ধীরার গুণ দুই যাতে বর্ত্তে।
ধীরাধীর-প্রগল্‌ভা যে জানিহ তাহাতে ॥

তদ্‌যথা—

মানের পোষণ করে আদরভাবেতে।
বাহ্যেতে সহজপ্রায় উদাস রতিতে ॥
কখন নিস্নেহবত রুক্ষবাক্য কহে।
কর্ণোৎপলে তাড়ন করয়ে মৌনে রহে ॥
মধ্যা প্রগল্‌ভা হয় এই তিন মত। *
ছয় আর মুগ্ধা একের সহ সাত ॥
স্বীয়া-পরকীয়া-মতে তাহার দ্বিগুণ।
কন্যকা মিলিয়া যে পোনর হয় পুনঃ ॥
সেই পোনর আর আট প্রকার গণন।
অষ্ট-নায়িকার মধ্যে † কহে বিজ্ঞজন ॥
তবে কহি শুন সেই অষ্টের লক্ষণ।
লালদাস ‡ চিত্তে যাহা করয়ে ধারণ ॥

অথ অষ্টনায়িকাব্যবস্থা।

প্রথম নায়িকা অভিসারিকা-অবস্থা।
দ্বিতীয়া বাসকসজ্জা তিন উৎকণ্ঠিতা ॥
চতুর্থ যে § বিপ্রলব্ধা পঞ্চমে খণ্ডিতা।
ষষ্ঠ বিরহাবস্থা কলহান্তরিতা ॥
স্বাধীনভর্ত্তৃকা সাত প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা।
সহিত গণনা আট রসময়টীকা ॥

অথ অভিসারিকা-লক্ষণ।

প্রিয়ের মিলন-আশে কুঞ্জেতে গমন।
সঙ্কোচপূর্ব্বক অভিসারের লক্ষণ ॥
তাহাতে যে বেশ-ভূষা দুই তো প্রকার।
শুভ্র বস্ত্র শুক্ল পক্ষে শুভ্র মণিহার ॥
নীলবস্ত্র কৃষ্ণপক্ষে নীল আভরণ।
মৃগমদ-আদি করি ¶ অঙ্গেতে লেপন ॥
দূর হৈতে লোকে পাছে দেখিয়া জানয়।
এই হেতু শুক্ল-কৃষ্ণ-বেশে বাহিরায় ॥

অথ বাসকসজ্জা।

প্রিয়ের সহিত বিলাসের আশ করি।
গৃহশয্যা মাল্য তাম্বূল স্নিগ্ধ বারি ॥

* মানের ভয়েতে—পাঠভেদ। (অপপাঠ)।
†…নায়ক……হেরি—পাঠভেদ।
‡ ইতরের—পাঠভেদ। § নিঃস্নেহের—পাঠভেদ।
¶ বাহ্যেতে বিনয় করে—পাঠভেদ।

* এই তিন ভিন্ন মত।—পাঠভেদ।
† অষ্ট নায়িকা-মতে—পাঠভেদ। ‡ কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।
§ চতুর্থেতে—পাঠভেদ। ¶ করে—পাঠভেদ।

দুর্জ্জয় মানের সিন্ধু তরঙ্গে ব্যাপিল।
কৃপা না করিল ধনি ফিরিয়া বসিল ॥
নাগর বুঝিয়া * যে রাইয়ের অনাদর।
অভিমানে গমন করিলা বনান্তর ॥

অথ কলহান্তরিতা।

মান-অন্তে প্রিয়ের বিচ্ছেদের † সূচন।
অনুতাপে সেই কলহান্তরিতার লক্ষণ ॥
তদ্‌যথা—
প্রিয়ের ‡ বিচ্ছেদে, তাপিত হইয়া,
কুঞ্জ হৈতে নিকশিয়া।
উৎফুল্ল বদন, করয়ে রোদন,
সখীমুখ নিরখিয়া ॥
হারে সখি মোর, প্রাণনাথ কোথা,
কোন্ পথে গেল কহ।
আমার পরাণ, রাখহ যদ্যপি,
সেই পথে মোরে লহ ॥
আহা মরি মরি, কমল নয়নে,
কতবা ঝরিল বারি।
চরণে ধরিয়া, সাধন § কত বা,
কতবা যতন করি ॥
মোর মুখে আগি, ফিরি না চাহিনু,
কঠিন হৃদয় মোর।
সে চাঁদ বদন, মলিন হেরিয়া,
দয়া না হইল মোর ॥
সখী কহে রাই, এ হেন কুমতি, ¶
তোমার হইল কেনে।
যারে না দেখিলে, পরাণে মরহ
তারে মান কি কারণে ॥
এখন পোড়হ, বিরহ-অনলে,
মোরা কি করিব বল।

* বুঝিলা—পাঠভেদ। †…পিয়ার বিচ্ছেদে যে—পাঠভেদ।
‡ পিয়ার—পাঠভেদ। § সাধিল—পাঠভেদ।
¶ যুগতি—পাঠভেদ।

স্বর্ণ ফেলি দিলে, আঁচলেতে গিরা,
মান শিখিয়াছ * ভাল ॥
রাই কহে সখি, একে † কৃষ্ণ-হারা,
হইয়া পরাণ যায়।
আর তাহে তোরা, গঞ্জনা-বচনে,
অনল হানিছ প্রায় ॥
যাবার সময়ে, তোরা তো গো সখি,
সভাই এখানে ছিলি।
আমি মৈলে তোরা, ভালবাস মহে,
ফিরায়্যা কেন না রাখিলি ॥
তবে সখীগণ, যুকতি করিয়া,
কৃষ্ণ-অন্বেষণে গেলা।
বেতসীর কুঞ্জ, হইতে তখন,
নাগর আনিঞা দিলা ॥

কবিত্ব—হিন্দী।

তেজো মৃগাক্ষী তেতো পূজি পূজি দেয়ন কোঁ
কান্তপদ সেওন কো সাধন মরতু হেয়।
সোই কাহ্নদাসনকী পায়নকে ধূর নেয়
নেয় কীয়োজু মিনতি মেরে জীয়তে নট রতু হেয়
দশন তনকা করি হাহা খায় ফেরি ফেরি
নওল চিতয়ে অব নয়নু ঝুরতু হেয়।
হরি মেরি বামতামে বাম ভেয়ো ভাগ আনি
কাহ্ন বিন মান হিয়ে আগ সিবরতু হেয় ॥

অথ স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা-লক্ষণ।

নায়িকার অধীন-মতে বেশাদি রচন।
নায়ক করয়ে স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা-লক্ষণ ॥
আলুলাইয়া বেশ করে বেণীর রচন।
কুচযুগে করে পত্রাবলীর লিখন ॥
চিবুকে কস্তুরী-বিন্দু নাসায় তিলক।
গলে মণিহার দেয় চরণে যাবক ॥

* শিখেছিলে—পাঠভেদ। † এক্ষ—পাঠভেদ।

চুম্ব আলিঙ্গন করে আনন্দিত হিয়া। *
আজ্ঞাকারিবত থাকে কর পসারিয়া ॥

অথ প্রোষিতভর্ত্তৃকা।

প্রোষিতভর্ত্তৃকা যার প্রিয় দূরদেশ।
বিরহিণী অঙ্গ মলিন নাহি বান্ধে কেশ ॥
চিন্তায় আকুল হীনমনা অঙ্গ ক্ষীণ।
হা হুতাশ সতত করয়ে রাত্রি দিন ॥ †

তদ্‌যথা—

হরি গেল মধুপুরী আমারে ছাড়িয়া।
প্রবোধিয়া গেল কালি আসিব বলিয়া ॥
না আইল প্রিয় চিত রহিল আশায়।
না জানি সে কালের আর কদিন আছয় ॥
নখ গেল দিন লিখি, আঁখি পথ হেরি।
চরণ অবশ ঘর-বাহির করি করি ॥
চন্দ্রের কিরণ বিষ-সম জ্ঞান হয়।
কোকিলের ধ্বনি শেল হানয়ে ‡ হৃদয় ॥
কি করিব হাঁরে সখি কোথায় যাইব।
কোথা গেলে মোর প্রাণনাথ বন্ধু পাব ॥
প্রোষিতভর্ত্তৃকা স্ত্রী অনেক প্রকার।
শ্রীল রাধিকাতে বর্ত্তে সকল বিকার ॥

অথ দূতী।

স্বয়ংদূতী আপ্তদূতী দুই ভেদ হয়।
শুনহ তাহার রীত ভেদের বিষয় ॥

অথ স্বয়ংদূতী।

অতি-অনুরাগে লাজ ত্যজি প্রিয়সনে।
মিলিবারে চাহে স্বাভিযোগের বিধানে ॥ §
স্বয়ংদূতী সেই স্বয়ং দূত্যপনা করি।
প্রিয়সনে মিলে গিয়া আপনি সুন্দরী ॥
তাহাতে যে তিন ভেদ বাক্য কায় মন। ¶
বাক্যের অনেক ভেদ না যায় বর্ণন ॥

* আনন্দিত হৈয়া—পাঠভেদ।
†…দীনমনা…। হায় হায় হুতাশ করয়ে রাতিদিন—পাঠভেদ।
‡ প্রবেশ—পাঠভেদ। § কারণে—পাঠভেদ।
¶ নয়ন—পাঠভেদ।

অত্র আঙ্গিক।

অঙ্গুলের ধ্বনি করে মুখে দেয় হাথ।
অন্যমনা ভুলবাক্য কহে সখীসাথ ॥
চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলে ধরণী খোদয়।
কর্ণ-কণ্ডুয়ন করি স্তন দরশায় ॥
সখীর কণ্ঠেতে ধরি করে আলিঙ্গন।
পুনর্ব্বার ছাড়ি করে তাড়ন-ভৎর্সন ॥
চঞ্চল-নয়নে * পুনঃ ইথি উথি চাহে।
স্তম্ভপ্রায় রহে অকারণ বাক্য কহে ॥
অধর † দংশন করে সখীর কর্ণেতে।
মিছামিছি কথা কহে ধরিয়া কণ্ঠেতে ॥

অথ চাক্ষুষ।

ঈষত নয়নে হেরি বদন ফিরায়।
হাসি হাসি চাহি পুনঃ নয়ন ঢুলায় ॥ ‡
মুদিত নয়ন পুনঃ আধ আধ হেরি।
কটাক্ষ করয় বামনয়ন পসারি ॥

অথ আপ্তদূতী।

অতি অন্তরঙ্গা মন বুঝি কার্য্য করে।
প্রিয়ংবদ চতুর আপ্তদূতী কহে তারে ॥
সেই আপ্তদূতী হয় তিন-প্রকারিণী।
অমিতার্থা, নিস্‌স্টার্থা, পত্রীহারিণী ॥
দোঁহ-মনকথা বুঝি শীঘ্র যে মিলয়।
সুন্দর চতুর অমিতার্থা সে কহয় ॥

তদ্‌যথা—

প্রিয়ের সাক্ষাতে দূতী যাইয়া কহয়।
কেমন হে তুমি তব কঠিন-হৃদয় ॥
কামময় বিষাক্ত কটাক্ষশর হানি।
বিন্ধিলে হৃদয়েতে অবলা-কমলিনী ॥
তাহাতে ব্যথিত হয়ে লাজ-ভয় তেজি।
বনে বনে ফিরয়ে তোমার প্রেমে মজি ॥

* চপল নয়নে—পাঠভেদ।
† আর যে—পাঠভেদ (প্রামাদিক)।
‡ চাহে পুন বদন—পাঠভেদ।

ত্বরিতে চলহ রাধ অবলার প্রাণ।
বিরহ-অনল হৈতে কর পরিত্রাণ॥

অথ পত্রহারী।

পত্রী লইয়া যেঁহো জানায় সন্দেশ।
ভৎর্সনের সহ কহে * বিনয়-বিশেষ॥
অনেক কৌশল করি আনয়ে নাগর।
পত্রহারী দূতী ঞিহো পরম চতুর॥

অথ উদ্দীপন-বিভাব-লক্ষণ।

যাহে প্রিয়তম-ভাব † হৃদে উপজয়।
উদ্দীপন ভাব সেই জানিহ নিশ্চয়॥
দোঁহ গুণ রূপ আর চরিত্র ভূষণ।
ইহ সব উদ্দীপন-বিভাবের গুণ॥

তত্র গুণ।

কায়মনোবাক্য তিন গুণ অসাধার।
তার মধ্যে কায়-গুণ অনেক প্রকার॥
বয়েস লাবণ্য-রূপ ‡ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য।
অভিরূপ কোমলতা সাত কায়-কার্য্য॥

বয়েস।

বয়েস প্রকার চারি পরম-মোহন।
বয়ঃ-সন্ধি নবযুবা সুব্যক্তযৌবন॥
পূর্ণযৌবন আর এ চারি প্রকার।
পরম মধুর আস্বাদয়ে বিধি হর॥

বয়ঃসন্ধি।

শৈশবতা তরুণতা একত্র মিলয়।
লাজ চপলতা শোভা গুণ প্রকাশয়॥

নবযৌবন।

সৌন্দর্য্য-বিশেষ বক্ষঃস্থলে প্রকাশয়।
দৃষ্টির § চঞ্চল মন্দ হাস্য মুখে হয়॥
সদাই আনন্দভাব কৌতুক বাঢ়য়।
নবযৌবনের এই লক্ষণ কহয়॥

* করে—পাঠভেদ। † যাহাতে প্রতিম ভাব—পাঠভেদ।
‡ গুণ—ক্বচিৎ পাঠভেদ। § দৃষ্টের—পাঠভেদ।

ব্যক্তযৌবন।

চক্ষের দুই ভাগ পুষ্ট অঙ্গ সুচিক্কণ।
ত্রিবলি প্রকট হয় বেকত-যৌবন॥

পূর্ণযৌবন।

নিবিড় নিতম্ব ক্ষীণ কটি অঙ্গে জ্যোতি।
পুষ্ট কুচ উরুযুগ কদলীর ভাতি॥
পূর্ণ যৌবন কৃষ্ণচন্দ্রে না সম্ভবে।
কোন কোন প্রেয়সীর গণেতে * উদ্ভবে॥

লাবণ্য।

মণি-মুক্তা জিনি অঙ্গে করে ঝলমলাট।
যাহার বৈভবে হয় † মন্মথের নাট॥

রূপ।

সুস্নিগ্ধ ‡ উজ্জ্বল বর্ণ যাহার পরশে।
নারীগণ মূর্চ্ছা যায় মদন-হুতাশে॥
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-আদি ইত্যাদি করিয়া।
কিঞ্চিত কিঞ্চিত ভেদ জানে রসধিয়া॥
বিভাব-লক্ষণ কিছু সংক্ষেপে কহিল।
লালদাসের § বুদ্ধে যাহা উপজিল॥

অথ অনুভাবলক্ষণ।

অন্তরের ভাব বাহ্যদেশ ¶ প্রকাশয়।
হরিপ্রেমরসে সেই অনুভাব হয়॥
অলঙ্কার উদ্ভাস্বর বাচিক এ তিন।
প্রকারে অনুভাব-রস শৃঙ্গারের চিন॥

অথ অলঙ্কার।

যৌবনের তেজে উপজয়ে অলঙ্কার।
বিংশতি প্রকার সেই আশ্চর্য্য বিকার॥
প্রিয়ে তাহা হেরি ভাসে সুখের সাগরে।
রসিকা রমণী ধনি রাধাতে সঞ্চারে॥
অঙ্গজ প্রথম তিন-হাব ভাব হেলা।
আপন-অধীন তিন রসময় লীলা॥

* গুণেতে—পাঠভেদ (অপপাঠ)।
† হরি—পাঠভেদ (অপপাঠ)।
‡ সুগন্ধি—পাঠভেদ। § কৃষ্ণদাসের—পাঠভেদ।
¶ 'বাহ্যদেহ' 'বহু দেহ'—পাঠভেদ।

শোভা কান্তি দীপ্তি মাধুর্য্যভাব আর।
প্রাগল্‌ভ্য ঔদাস্ত * ধৈর্য্য-সপ্ত অলঙ্কার ॥
অযত্নজ স্বতঃসিদ্ধ করয়ে প্রকাশ।
যাহা হেরি মাধবের পরম উল্লাস ॥
লীলা বিলাস বিভ্রম কিলকিঞ্চিত।
বিচ্ছিত্তি বিব্বোক মোট্টায়িত কুট্টমিত ॥
ললিত বিকৃতি আর এ দশ প্রকার।
স্বভাবজ বিংশতি এই তো অলঙ্কার ॥

অথ ভাবলক্ষণ।

উজ্জ্বলের প্রসঙ্গে প্রথমে † কহি ভাব।
ক্ষোভিত করয়ে চিত্ত চঞ্চল স্বভাব ॥

তদ্‌যথা—

রতির প্রসঙ্গে অতি-লজ্জাশীল-মতি।
নিকটে নাহিক যায় সভয় প্রকৃতি ॥ ‡
অঙ্গে হস্ত দিতে অঙ্গ বসন কাঁপয়।
সখীর অঞ্চল ধরে ছাড়িয়া না দেয় ॥
সখী কহে তুমি তো হে রসিকশেখর।
নবীন বয়স হয় সখীর আমার ॥
রসের বিভেদ নাহি জানয়ে রমণী।
এতেক চঞ্চল কেনে হও যে আপনি ॥
ধীরে ধীরে সর্ব্বকার্য্য সাধিবারে হয়।
অসাধনে কোনো কার্য্য হস্তে না মিলয় ॥

অথ হাব।

ভাব হৈতে হাব কিছু অধিক-প্রকাশ।
গ্রীবা বক্রে থাকে, কিন্তু নয়ন-বিকাশ ॥

হেলা—ও শোভা।

হাব হৈতে হেলা আরো কিছু প্রকাশয়।
শৃঙ্গার বিষয়ে দেহে শোভা প্রকাশয় ॥

তদ্‌যথা—

সখীগণ বেড়ি,　　　মুচকি কহয়ে, §
　　বদনে বসন দিয়া।
কেনে লো সখিরে,　　　বদন তোমার,
　　মলিন কিবা লাগিয়া ॥
আলুথালু বেশ,　　　অঙ্গেতে অলস,
　　কাঁপিছে কুচযুগল। *
স্বেদ বহি যায়,　　　নয়ন ঘুমায়,
　　উঠিতে নাহিক বল ॥
অঙ্গে রোমাবলী,　　　উকসি উঠিছে,
　　হৃদে দেখি নখ-চিন।
না জানিঞা কিবা,　　　বিপদে পড়িলে,
　　শরীর হয়েছে ক্ষীণ ॥ †
তাহা শুনি ধনী,　　　সুধাংশুবদনী,
　　লাজেতে ঝাঁপিলা মুখ।
সে শোভা দেখিয়া,　　　রসিক নাগর,
　　বড়ই পাইল সুখ ॥
সেই শোভা জানিহ যে পরম সোহাগ।
রসিক নাগর জানে অতি রসভাগ্ ॥

অথ কান্তি।

শোভা হৈতে হয় যবে মদনপ্রভাব।
কান্তি কহয়ে সেই শ্রেষ্ঠ রসভাব ॥ ‡

অথ দীপ্তি।

দেশ কাল বয়োভোগে কান্তি যে উজ্জ্বল।
তাহাতে বিস্তারে দীপ্তি শরীরে প্রবল ॥

অথ মাধুর্য্য।

নানা রঙ্গ-ভঙ্গি যবে প্রিয়-সনে করে।
অঙ্গে হেলাহেলি করি কৌতুকে বিহরে ॥
পরম মাধুর্য্য সেই সর্ব্ব-রস-সীমা।
ভাব-অলঙ্কার মধ্যে পরম-গরিমা ॥

অথ প্রগল্‌ভতা।

সঙ্কোচ তেজিয়া প্রিয়-সনে ক্রীড়া করে।
নানারসরঙ্গে প্রগল্‌ভতা বলি তারে ॥

* ঔদার্য্য—পাঠভেদ।　　† পহিলা—পাঠভেদ।
‡ সুন্দর প্রকৃতি—পাঠভেদ।　　§ হাসয়ে—পাঠভেদ।

* আনছান বেশ…ঝাঁপিছে-কুচযুগল—পাঠভেদ।
† না জানি সে…বিপদে পড়িয়া—পাঠভেদ।
‡ জ্যেষ্ঠেরে স্বভাব—পাঠভেদ (মুদ্রাকর প্রমাদ)।

এতেক কহিতে সেই নয়নের ভঙ্গি ।
হেরিয়া শুনিঞা আর সেই বাক্য-ভঙ্গি ॥ *
আনন্দে মগন কৃষ্ণ নিজ কণ্ঠহারে ।
খুলি পরাইল প্যারী-গলে নিজ করে ॥
প্যারীজী সে হার ধরি নাসায় শুঙ্গিয়া ।
মোর কাজ নাঞি বলি নাক সেকোটিয়া ॥ †
কহয়ে ইহাতে তব প্রেয়সীগণের ।
অঙ্গগন্ধ আছয়ে কুঙ্কুম যে স্তনের ॥
তোমারে সে ভাল লাগে, মোরে নাহি ভায় ।
এতো বলি হার খুলি টানিঞা ফেলায় ॥
কৃষ্ণচন্দ্র তাহা দেখি আনন্দিত হৈলা ।
বাহ্যে কিছু সঙ্কোচিত ভঙ্গি প্রকাশিলা ॥

অথ ললিত ।

প্রিয়সনে সন্দর্শনে যে অঙ্গ ভঙ্গিমা ।
ললিত কহয়ে তারে রসময়সীমা ॥

তদ্‌যথা—

প্রিয় সনে দর্শন হইতে হঠাৎকার ।
দাণ্ডায় সুভঙ্গি ‡ করি অতি চমৎকার ॥
আড়ঘোমটা টানি ঈষৎ ভ্রূকুটি করিয়া ।
চাহয়ে প্রিয়ের পানে ঈষত হাসিয়া ॥
বাম পদে অঙ্গভার অর্পিয়া দাণ্ডায় ।
অঙ্গের সৌরভে § অলিকুল বেড়ি ধায় ॥

অথ বিকৃতি ।

কহিতে বিরল কথা সলজ্জিত হয় ।
ক্রীড়া-উপযুক্ত আদি বিকৃতি কহয় ॥

অথ উদ্ভাস্বর ।

ক্রীড়ারসে মনোবৃত্তি অলস তেজয় ।
জৃম্ভা ত্যাগ করি শ্বাস নাসায় বহয় ॥
এ সকল অনুভাবে শোভা যে উদয় ।
উদ্ভাস্বর নাম সেই লালদাস কয় ॥ ¶

* রস ব্যঙ্গি—পাঠভেদ । † সিঁটকিয়া—পাঠভেদ ।
‡ ভ্রূভঙ্গি—পাঠভেদ । § সৌগন্ধে—পাঠভেদ ।
¶...অনুভব...কহয় ।...কৃষ্ণদাস গায় ॥—পাঠভেদ ।

অথ সাত্ত্বিক লক্ষণ ।

প্রিয়েতে যে রতিপ্রেমে উপজে বিকার ।
সাত্ত্বিক কহিয়ে তারে সে অষ্ট-প্রকার ॥
স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চ আর স্বরভেদ ।
কম্প বৈবর্ণ্য * অশ্রু প্রলয় বিভেদ ॥

অথ সঞ্চারী ।

রতির † বিকারে হয় তেত্রিশ যে ভাব ।
স্থায়ী হৈতে সঞ্চারে সঞ্চারী অনুভব ॥
নির্ব্বেদ বিষাদ আর বিনতি-দৈন্যভাষ ।
দুর্ব্বলতা শ্রম মদ ‡ গর্ব্ব শঙ্কা ত্রাস ॥
আবেগ § উন্মাদ অপস্মার ব্যাধি প্রায় ।
মোহ জাড্য মৃতি ¶ লাজ অলসতা হয় ॥
বিতর্ক চিন্তা আর ঔৎসুক্য সুমতি ।
স্মৃতি ঔগ্র্য অমর্ষ অসূয়া তেজ ধৃতি ॥ **
চপলতা নিদ্রা আর নিশি-জাগরণ ।
ভাবের গোপন অবহিত্থা হর্ষ মন ॥
এই যে তেত্রিশ ভাব মিলি রস হয় ।
প্রত্যেকে বর্ণিতে গেলে পুস্তক বাঢ়য় ॥
সঞ্চারী মিলিয়া ব্যভিচারীর উদয় ।
সকলের মূল রতি স্থায়ী ভাব হয় ॥

অথ স্থায়িভাব লক্ষণ ।

স্থায়ী যে শৃঙ্গার রসে তিন মত হয় ।
তিন ধামে ব্যক্ত সেই তিন গুণোদয় ॥ ††
সমর্থা, সমঞ্জসা আর সাধারণী ।
মধুর রতির শুন অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
কুব্জার সামান্য রতি সাধারণী তেঁহো ।
দ্বারকা-মহিষীগণে সমঞ্জসা যেঁহো ॥

* বিবর্ণ—পাঠভেদ । † প্রেমের —পাঠভেদ ।
‡ বিভ্রম—পাঠভেদ । § বিরহ—পাঠভেদ ।
¶ মূঢ় জাড্য মৃত্যু—পাঠভেদ ।
** শরণ...উৎসুক...। শোভা ব্যগ্র অসূয়া আর তেজো ধৃতি ॥—পাঠভেদ ।
††...শৃঙ্গার এই...। নামে ব্যক্ত...অতি গুণোদয়—পাঠভেদ ।

ব্রজ-গোপীগণের সমর্থা রতি হয়।
অতি চমৎকার শুকদেব প্রশংসয় ॥
সম্ভোগেচ্ছাময়ী * আত্মসুখের তাৎপর্য্য।
সাধারণী-লক্ষণ সাধয়ে নিজ কার্য্য ॥
স্বকীয়া মহিষীগণে নিজ নিজ কাম।
অলপ বাসনা যাতে সমঞ্জসা নাম ॥
সমর্থা † শ্রীব্রজগোপী কামগন্ধহীন।
প্রিয়-সুখ-তাৎপর্য্য শুদ্ধপ্রেম-চিন ॥
তাহাতে প্রণয় মান স্নেহ রাগ অনুরাগ।‡
মহাভাব জন্মে যাথে ইক্ষু রসভাগ ॥
ক্রমে যথা জন্মে গুড় শর্করা মিছিরি।
তেমনি বাড়য়ে প্রেম-রসের মাধুরী ॥

অথ প্রেম-লক্ষণ।

অনেক বিপদে মন কিঞ্চিত না টলে।
প্রেমের লক্ষণ সেহ সাধু শাস্ত্রে বলে ॥

অথ স্নেহের লক্ষণ।

সেই প্রেম পরিপাক হৃদয়েতে হয়।
স্নেহ নাম ধরি সুখ অধিক বাড়য় ॥
স্নেহের স্বভাব হেরি আশা না পূরয়।
উৎকণ্ঠিত চিত্ত সদা বিষয় না ভায় ॥
সেই স্নেহ দুই মত ঘৃত-মধু প্রায়।
মধু সদা দ্রব রহে, ঘৃত জমি যায় ॥ §
সহজে সুদৃশ্য মধু অধিক আস্বাদ।
ঘৃতের মধুত্ব মতান্তরে কিছু ভেদ ॥
মধু-স্নেহ শ্রীরাধার, চন্দ্রাবলীর ঘৃত।
অতেব দৃষ্টান্ত হয় বিশেষ সম্মত ॥

অথ মানলক্ষণ।

স্নেহ-পরিণামে তবে মান নাম হয়।
বক্রগতি শোভা হয় রস সুখময় ॥ ¶

* সম্ভোগেচ্ছু মায়া—পাঠভেদ। † সর্ব্বথা—পাঠভেদ।
‡ স্নেহ অনুরাগ—পাঠভেদ।
§...হয়...গলি যায়—পাঠভেদ।
¶ সুখচয়—পাঠভেদ।

অথ প্রণয়লক্ষণ।

মান-পরিপাকেতে বিশ্বাস মিত্রবৃত্তি।
সখ্য দুই ভাব * হয় সুখের উন্নতি ॥
প্রণয় বলিয়া তার † হয় তো আখ্যান।
প্রণয়ের পরিপাকে রাগের লক্ষণ ॥

অথ রাগ।

বহু যে দুঃখেতে সুখ করিয়া মানয়। ‡
ঈষত না টলে মন রাগ সেই হয় ॥

অথ অনুরাগ।

প্রিয়-মুখকমল যে যখন দেখয়।
নূতন নূতন বুদ্ধি প্রতিক্ষণে হয় ॥
দেখিয়াও দেখি নাই মনে উপজয়।
তৃপ্তি নাহি হয় অনুরাগের বিষয় ॥ §

তদ্‌যথা—

সখীর সহিত, কহয়ে সুন্দরী,
কিশোরী অনুরাগিণী।
কি করিব সখি, কহ না উপায়,
কেমন করে পরাণী ॥
এক তিল প্রিয়- বদন-মাধুরী,
না দেখিলে প্রাণে মরি।
হেরিয়াও মোর, না পূরয় আশ,
বাসনা নয়নে ভরি ॥ ¶
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে, নূতন কভু হেরি,
যেন কভু দেখি নাঞি।
কি দিয়া বান্ধিব, পরাণ আমার,
ভাবিয়া কিছু না পাই ॥
যে দিকে নিরখি, শ্যামল সুন্দর,
মোহন মাধুরী দেখি।
শ্যাম বই আর, কিছু দেখি নাঞি,
একি জ্বালা হৈল সখি ॥

* ভাত—পাঠভেদ।
† তবে—পাঠভেদ। ‡ জানয়—পাঠভেদ।
§ আশয়—পাঠভেদ। ¶ হেরি—পাঠভেদ (অপপাঠ)।

অথ পরস্পর বশীভাব। *

দোঁহার রূপেতে, দোঁহার নয়ন,
ভুলিয়া সদাই ঝুরে।
দোঁহার গুণেতে, দোঁহার হৃদয়,
আকর্ষণ সদা করে॥
দোঁহার পিরীতে, দোঁহে মাতিয়াছে,
একত্রে হইয়া চিত।
দোঁহার মাধুরী, দোঁহে পান করি, †
ভুলিয়াছে লোকরীত॥
দোঁহার মরম, দোঁহে সে জানয়ে,
অন্যে নাহি কেহ বুঝে।
দোঁহার তুলনা, দোঁহা বিনু আর,
নাহিক ভুবন মাঝে॥
কিশোর কিশোরী, রসের মাধুরী,
তুলনা দিবারে নাঞি।
কোটি কোটি সুধা, নিছনি যাউক,
লালদাস ‡ গুণ গাই॥

বিপ্রলম্ভ মহাভাব দিব্যোন্মাদ আদি।
অনেক প্রকার হয় মোহন অবধি॥
বিস্তারিত বহু মানি বর্ণিতে নারিল।
বুদ্ধির প্রবেশ গ্রন্থে সুন্দর না হৈল॥
বিপ্রলম্ভ, সম্ভোগ যে এ দুই প্রকার।
তাহার অন্তর-গর্ভ অনেক বিচার॥ §
সংক্ষেপে কিঞ্চিত কহি দিক্-দরশন।
বাহুল্য করিতে হয় বহু প্রকরণ॥

তত্র বিপ্রলম্ভ।

পূর্ব্বরাগ মান প্রেমবৈচিত্ত্য ¶ প্রবাস।
চারি-ভেদ হয় বিপ্রলম্ভের প্রকাশ॥

* বসিভাব এবং রসভাব— পাঠভেদ। † করয়—পাঠভেদ।
‡ কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।
§ ···এসব প্রকার···প্রকার—পাঠভেদ।
¶ বৈচিত্র্য—পাঠভেদ।

তত্র পূর্ব্বরাগ-লক্ষণ।

সঙ্গমের পূর্ব্বে যেই দেখিয়া শুনিঞা।
জনময়ে রাগ লোভ হৃদয়ে পশিয়া॥
সেই পূর্ব্বরাগ তার বিশেষ যে গুণ।
দর্শন শ্রবণ বহু ভেদ কহি পুনঃ॥

তত্র দর্শন যথা—

চিত্রপট স্বপ্ন আর সাক্ষাৎ তিন ভাঁতি।
দরশন-ভেদ পূর্ব্বরাগের উৎপতি॥

অথ সাক্ষাৎ।

যমুনার জলে যাইতে কদম্বের তলে।
হেরিয়া নাগর কানু পরাণ বিকলে॥
ঘরে গিয়া সুন্দরী স্তম্ভের ন্যায় রহে।
ধীরে ধীরে নির্জ্জনে সখীরে কিছু কহে॥
যমুনার তীরে সখি! কাহারে হেরিনু।
প্রাণ মন দেহ মুঞি সঁপিয়া আইনু॥
না দেখিলে সখি! তারে প্রাণ বাহিরায়।
বুঝি ধর্ম্ম কুল শীল সব নাশ যায়॥ *

অথ চিত্রপট দর্শন।

কৃষ্ণের মূরতি চিত্রপটেতে লিখিয়া।
দেখাইল যবে সখী বিশাখা আনিঞা॥
দেখিয়া মূর্চ্ছিত রাই হৃদয়ে ধরিয়া।
হাহাকার করি কান্দে ক্ষিতি লোটাইয়া॥

অথ স্বপ্নদর্শন।

আজি সখি নিশিতে কি স্বপন দেখিনু।
অতি অপরূপ রূপ জলধর-তনু॥
অঙ্গে অঙ্গে সখি তার অনঙ্গ-নিছনি।
কিশোর-বয়স একজন কে না জানি॥
তাহারে দেখিতে † পুনঃ লালসা জন্ময়।
না দেখিয়া প্রাণ মোর বাহিরাতে চায়॥

* ···পুনঃ তারে···।···মম কুলশীল···॥—পাঠভেদ।
† তাহারে দেখিয়া···। না দেখিল···॥—পাঠভেদ।

অথ শ্রবণ যথা।

বন্দি-স্তুতি দূতীমুখে সখীমুখে আর।
পূর্ব্বরাগে শ্রবণ এই তিন পরকার ॥ *
এ সভার মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ।
শুনিঞা শ্রীরাধা করে ধূলায় লুণ্ঠন ॥

তত্র বংশী দূতী।

পরম আনন্দে রাই পুষ্পের কাননে।
ফুল তুলি তুলি ফিরে সখীগণ সনে ॥
হেনকালে বংশীধ্বনি কদম্ব-কাননে।
হইতে আসিয়া তথা লাগিল শ্রবণে ॥ †
হৃদয়ে পশিয়া তবে উঠিল তরঙ্গ।
অবশ হইল অঙ্গ উছলি অনঙ্গ ॥ ‡

অথ বন্দিস্তুতি।

বৃষভানু রাজার সভায় বন্দিগণ।
শ্রীনন্দ-নন্দনরূপ-গুণ করে গান ॥ §
গোপনে থাকিয়া তাহা শুনিয়া শ্রীমতী।
অধৈর্য্য হইয়া মজি গেল বুদ্ধি-মতি ॥

অথ মান।

প্রেমের আশ্চর্য্য গতি মান স্বাভাবিক।
জনমে কখন স্বল্প কখন অধিক ॥
সেই দুই মত হেতু নির্হেতু উপজে।
কৃষ্ণচন্দ্র তাহাতে পরম সুখ ভুঞ্জে ॥

তত্র সহেতুক।

কৃষ্ণ অন্য নায়িকার সনে বিহারাদি।
করয়ে দেখয়ে শুনয়ে ধনী যদি ॥
কোপ করি মান করে প্রিয়ের উপর।
সহেতুক নাম ¶ সেই অপূর্ব্ব মধুর ॥

স্নেহ বিনে ভয় ঈর্ষা বিনা যে প্রণয়। *
নাহি হয় যাথে মান প্রেম প্রকাশয় ॥
শ্রবণ দর্শন আর এক অনুমান।
তার মধ্যে শ্রবণ হয় দ্বিবিধ-বিধান ॥ †
সখীমুখে শুনি আর শুকমুখে শুনি।
যেই হয় তাঁর নাম ‡ বিদগ্ধ রমণী ॥

অনুমিতি যথা।

ভোগ-চিহ্ন বাক্য স্খলন আর স্বপ্ন তিন।
মানের কারণ ইহ অনুমান চিন ॥
অন্য নায়িকার ভোগ চিহ্ন প্রিয়দেহে।
দেখিয়া করয়ে মান ঈর্ষায় না সহে ॥
নিকটে বসিয়া ভ্রমে সতিনীর নাম।
যবে লয় প্রিয় সেই বাক্যের স্খলন ॥
স্বপনে দেখিয়া প্রিয় অন্যরামা সনে।
বিহার করয়ে হেরি বিরসয়ে মানে ॥

অথ নির্হেতুক মানলক্ষণ।

অকারণে উঠে যেই মানের তরঙ্গ।
নির্হেতুক হয় সেই এক রসরঙ্গ ॥
প্রেমের কুটিল গতি সাহজিক হয়।
বক্রগতি সদাই প্রকাশে সর্প প্রায় ॥ §
হাসিয়া হাসিয়া হরি সখীর সহিত।
সাধন করিতে মানভঙ্গ হয় দ্রুত ॥

অথ প্রেম-বৈচিত্ত্য ¶ লক্ষণ।

প্রিয়ের নিকটে বসি প্রেমময়ী ধনী।
প্রেমের বিহ্বলে প্রিয় কোথা মনে গণি ॥
চৌদিকে নেহারি কান্দে বিরহ হুতাশে।
প্রেম-বৈচিত্ত্য ইহা হেরি ইতিহাসে ॥ **

* পূর্ব্বরাগের শ্রবণ এই তিন প্রকার—কচিৎ পাঠভেদ।
† লইতে আইল ধনি শুনিয়া শ্রবণে—ইতি পাঠভেদ।
‡ …অঙ্গ অবশ হৈল।…উথলিল অনঙ্গ ॥—ইতি পাঠভেদ।
§…করেন গায়ন—পাঠভেদ।
¶ মান—পাঠভেদ।

* নির্হেতুক বিনা ভয় ঈর্ষা যে প্রণয়।—পাঠভেদ।
† বিবিধ বিধান—পাঠভেদ।
‡ মানিনী যে হয় তবে—পাঠভেদ।
§ বঙ্কগতি সদাই বিহরে…।—পাঠভেদ।
¶ বৈচিত্র্য—কচিৎ পাঠ (প্রামাদিক)।
**…হেরিয়া…;…ইহা হেরি হরি হাসে ॥—পাঠভেদ।

তদ্‌যথা—

শ্যামের নিকটে বসি, রঙ্গরসে হাসি হাসি,
বিবিধ কৌতুকে শশিমুখী।
বিহরয় প্রিয় সনে, চারিদিকে * সখীগণে,
আনন্দিত সে কৌতুক দেখি ॥
হেনই সময় চিতে, প্রেম-উদ্দীপন-রীতে,
প্রিয়ের বিচ্ছেদ স্ফূর্ত্তি-ভাবে।
কান্দিয়া সখীর স্থানে, কহয়ে কাতর-মনে,
বিরহ-উৎকণ্ঠা মৃদুরবে ॥
কহ সখি প্রিয় কোথা, আমার অন্তর-বেথা,
ঘুচাও আনিঞা মিলাইয়া।
নতুবা না বাঁচে প্রাণ, এ দুখে করহ ত্রাণ,
নহে চল আমারে লইয়া ॥
তাহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র, হাস্যমুখে মন্দ মন্দ,
নিরখয়ে † প্রফুল্ল বদনে।
সখীগণ চারি পাশে, মুচকি মুচকি হাসে,
কহে কিছু মধুর বচনে ॥
কহ সখি কি কারণে, বিরহিণী হৈলে কেনে,
প্রিয় তব গেল কোথাকারে।
কে ইহ ‡ শ্যামল-শশী, তোমার দক্ষিণে বসি,
রসের মাধুরী তব হেরে ॥
নয়ন পশারি চাহ, এই তব প্রিয় লহ,
তেজ সখী বিরহ-বেদনা।
তাহা শুনি সুধামুখী, চেতন পাইয়া আঁখি,
কুঞ্চিত করিয়া সুবদনা ॥
লজ্জিত সহাস্যমুখে, তর্জ্জনী অর্পিয়া নাকে,
যৎকিঞ্চিত টানিঞা ঘোমটা।
হেঁটবদনে রহে, সখীর পানেতে চাহে,
হেরি হরি সে ভাবের ছটা ॥
পরম আনন্দ মনে, ধরি প্যারী চন্দ্রাননে,
চুম্বন করয়ে ঘনে ঘন।

* চারুপাশে—পাঠভেদ। † চলিলেন—পাঠভেদ।
‡ হই—পাঠভেদ।

পুনঃপুন আলিঙ্গয়, অশ্রু নয়নেতে বয়
এই প্রেম-বৈচিত্ত্যলক্ষণ ॥

অথ প্রবাস।

প্রেয়সী ছাড়িয়া প্রিয় দূরদেশে যায়।
তাহাতে যে রীত সেই প্রবাস কহায় ॥
সেই সে প্রবাস সেহ দুইতো প্রকার।
এক যে কিঞ্চিত-দূর দেশান্তর আর ॥
নিকটে প্রবাস গোচারণের কারণ।
দূর দেশান্তর হয় মথুরাগমন ॥
নিকট প্রবাসে হয় * নিকট মিলন।
সব দুখ দূরে যায় করি দরশন ॥
সুদূর গমনে হয় দুরন্তবেদনা।
তিন যে প্রকার সেহ অশোচ্য † সূচনা ॥
ভাবী ভবন ভূত এই তিন হয়।
সংক্ষেপে কহিনু বিপ্রলম্ভ অভিপ্রায় ॥
ইহাতে যে দশ দশা বিরহ-উন্মাদ।
শুনিতেই জন্মে ভক্তগণের ‡ বিষাদ ॥

অথ দশ দশা।

চিন্তা জাগরোদ্বেগ § ক্ষীণ আর মলিন।
প্রলাপ ব্যাধি উন্মাদ মূর্চ্ছা ও মরণ ॥
এই দশ দশা হয় ক্রমেতে উদয়।
শুনিতে বিদরে লালদাসের ¶ হৃদয় ॥

অথ সম্ভোগলক্ষণ।

দরশন আলিঙ্গন চুম্বনাদি করি।
তাহে যে উপজে সুখ সম্ভোগ বিচারি ॥
তাহাতে যে ভেদ দুই মুখ্য আর গৌণ।
মুখ্য সে চেতন আর গউন স্বপন ॥ **

* নিকট প্রবাস বটে—পাঠভেদ।
† অন্যথা—পাঠভেদ।
‡ শুনিতে জন্ময়ে ভক্তের অন্তরে—পাঠভেদ।
§ রাগোদ্বেগ—পাঠভেদ।
¶ কৃষ্ণদাসের—পাঠভেদ।
** এই পঙক্তির পরিবর্ত্তে কোন কোন পুস্তকে "সংক্ষেপ কহিনু এই সম্ভোগ লক্ষণ"—পাঠভেদ দৃষ্ট হয়।

মুখ্যলক্ষণ।

মুখ্য পুনঃ চারি-ভেদ সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ।
সম্পন্ন, সমৃদ্ধিমান চারি মুখ্য গণ্য ॥ *

অথ সংক্ষিপ্ত।

পূর্ব্বরাগ অন্তে কৃষ্ণ সনে যে মিলন।
সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগ বলি তাহার গণন ॥

তদ্‌যথা—

প্রথম মিলনে কৃষ্ণ সনে সুবদনী।
অঙ্গভঙ্গি করি হয় সুলজ্জ-বদনী ॥
চুম্বন করিতে মুখ বস্ত্রেতে ঢাকয়। †
কুচে কর দিতে হস্ত ঠেলিয়া ফেলয় ॥
সঙ্গম-প্রসঙ্গে অঙ্গ মুড়িয়া হেলায়।
সভয় অন্তর দেহে কম্প প্রকাশয় ॥

অথ সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ।

মানের পশ্চাতে যে সম্ভোগ উপচার।
সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ বলি গণনা তাহার ॥
নির্ভয় সঙ্কোচহীন কিন্তু যে মানের।
ঈষত গতিতে হয় ভক্তি সু-অঙ্গের ॥
সঙ্গপ্রসঙ্গে করে বাক্যের তাড়ন। ‡
বদন ফিরায় মুখ করিতে চুম্বন ॥
কোপদৃষ্টি করিয়া চাহয়ে প্রিয় পানে।
আনন্দে ভাসয়ে হরি অন্তরে বাখানে ॥

সম্পন্ন § সম্ভোগ।

প্রবাস হইতে প্রিয় আসি যে সম্ভোগ।
সম্পন্ন যে সেই যাতে সর্ব্ব উপযোগ ॥ ¶
ফিরিয়া আসিব সে যে হয় দুই মত।
এক প্রাদুর্ভাব আর আগমন লোকবত ॥

প্রাদুর্ভাব যথা।

বিরহিণী প্রিয়সীর রাখিতে পরাণ।
আচানক দেখা দিয়া হন অদর্শন ॥

* সম্পূর্ণ…গৌণ।—পাঠভেদ।
† ঝাঁপয়—পাঠভেদ। ‡ বাক্যেতে তাড়ন—পাঠভেদ।
§ সম্পূর্ণ—পাঠভেদ। ¶ উপভোগ—পাঠভেদ।

রতি-কেলি-আদি নানাক্রীড়া যায় করি।
স্বপনের ন্যায় তাহা মানয়ে সুন্দরী ॥

অথ সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ।

পরবশ রাধা হইতে ছুটি যে দর্শন।
দুর্লভ দর্শন * সে সম্ভোগ বিচক্ষণ ॥
রসময় উপচার সব তাহে হয়।
সম্ভোগ সমৃদ্ধিমান করিয়া কহয় ॥

অথ গৌণ সম্ভোগ-লক্ষণ।

স্বপনেতে নানা রঙ্গ রসের সংযোগ।
তাহাতে যে সুখ সেই গউণ সম্ভোগ ॥
স্বপন দেখিয়া ধনি অতি প্রমোদিত।
সখীর সহিত কহে করিয়া বিদিত ॥

তদ্‌যথা—

আজু সখি মোর, হিয়ার আনন্দ,
কিছু যে কহিব তোরে।
স্বপনে দেখিনু, প্রিয়তম আসি,
বসিয়া মোর শিয়রে ॥
বদন চুম্বন, করয়ে আমার,
মুচকি মুচকি হাসি।
নাসার মুকুতা, নোলক দুলিছে,
তাহে শোভে মুখশশী ॥
উরজে কমল, করযুগ দিতে,
বাহু পসারিয়া তারে। †
ধরিতে চাহিনু, করে না পাইনু,
পলাইল ছুটি দূরে ॥
ঘুমের ঘোরেতে, শয্যায় হাতাড়ি,
এ পাশ ও পাশ করি।
না পাইয়া বঁধু, ক্ষোভিত হইনু,
নয়নে বহয়ে ‡ বারি ॥
তখন বুঝিনু, স্বপন দেখিনু,
চেতন পাইয়া মনে।

* দুই বল—পাঠভেদ। † যুগবাহু পসারে—পাঠভেদ।
‡…বন্ধু…ঝরয়ে বারি—পাঠভেদ।

উঠিয়া বসিয়া, স্থির কৈনু হিয়া,
লালদাসে * রস ভণে ॥

সংক্ষেপে কহিনু এই রস-প্রকরণ।
কিশোর কিশোরী দোঁহে † ইহার শোভন ॥
দেব-নর-গন্ধর্ব্বাদি যতেক আছয়।
কোথাও না সম্ভবে এই রসের বিষয় ॥
রসিক করিয়া অভিমান যত হয়।
বৃথা অভিমানমাত্র শোভা নাহি পায় ॥
রাধাকৃষ্ণ বিনে রস না করে উদয়।
সুধাকর বিনে সুধা নাহি বরিষয় ॥
যতনে গোপন করি হৃদয়ে রাখিবে।
মূঢ়-কামুক-স্থানে কভু না কহিবে ॥
অধিকারী বিনে যেহ ইহ লীলারস।
আস্বাদিতে চাহে সেই জন যায় নাশ ॥
ইহা শুনি ভট্টজিউ আনন্দ-সাগরে।
ভাসয়ে করয়ে পান অমৃতের ধারে ॥ ‡

ধোরেরা গ্রামের শ্রীকল্যাণ সিংহ নাম।
কৃষ্ণভক্ত শুদ্ধমতি অতি অনুপাম ॥
গৃহ ছাড়ি ভট্টজী গেলেন ইহা শুনি।
কৌতুক দেখিতে তথা গেলেন আপনি ॥
যাইয়া শ্রীবৃন্দাবনে তথায় বসিয়া।
উদাস হইল চিত্ত সে রস শুনিঞা ॥

তেঁহো গৃহ ত্যাগ করি ভট্টজীর সঙ্গে।
মাতিলেন দুইজন কৃষ্ণ-রস-রঙ্গে ॥ §
স্ত্রী তাঁর দুঃখ মানি ভট্টজীর পাশ।
কহি পাঠাইলা শুনি স্বামীর উদাস ॥
স্বামী মোর ছাড়ি গেলা আমার কপাল।
কে করিবে আর মোর জীবন সম্বল ॥ ¶

ভট্টজী কহেন তেঁহো অজ্ঞ মূর্খ হন।
স্বামী কেটা অদ্যাবধি নাহিক জানেন ॥
নিত্যস্বামী যেই * তাঁরে কহ ভজিবারে।
পালন করিবে সেই ভার লাগে যাঁরে ॥
জগতের পতি কৃষ্ণ তাঁহারে ছাড়িয়া।
ভ্রষ্টভাবে ফিরে কেনে অন্যেরে চাহিয়া ॥

এ কথা যাইয়া সেই লোক শুনাইল।
বুঝিতে না পারি স্ত্রী প্রসন্ন নহিল ॥
কোন গুণি-জন দ্বারে † যাদু করিবারে।
পাঠাইলা কোনোরূপে স্বামী আইসে ঘরে ॥
গুণী গিয়া ছিটা-ফোটা তন্ত্র-মন্ত্র ছল।
করিল অনেক সব হইল বিফল ॥ ‡
সাধুসঙ্গ-ছিটাফোটা যাহারে লাগিল।
কৃষ্ণের পিরীতিরসে যে জন ডুবিল ॥ §
তাহারে প্রাকৃত ছিটাফোটায় ভুলাতে।
অন্যে কি কখনো পারে উৎপথে লইতে ॥
রাজার আগে নাহি হয় প্রজার দোহাই।
মত্তহস্তী পোয়ালেতে ¶ বান্ধা যায় নাঞি ॥
জগত যাহার বশ তারে বশীকার।
যে জন করিল তারে ঔষধি কি ছার ॥

ভট্টজীর স্থানে গ্রন্থপাঠ শুনিবারে।
ত্রিবিধ মনুষ্য চারিভিতে বৈসে ঘিরে ॥ **
বৈষ্ণবগণের দেহে †† পুলকাশ্রু হয়।
এক যে তাঁহার দেহে প্রেম না জন্ময় ॥
লজ্জিত হয়েন তেঁহো বৈষ্ণব-সভায়।
মনে মনে ভাবি এক সৃজিল উপায় ॥
গোপনে মুঠায় ‡‡ এক মরিচ রাখিয়া।
কথার সময় কান্দে চক্ষে বুলাইয়া ॥
কোন ব্যক্তি দেখি তাহা ভট্টেরে কহিল।
ভট্টজী মুচকি হাসি কহিতে লাগিল ॥

---

* কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ। † দেহে—পাঠভেদ।
‡ শুনিঞা শ্রীভট্টজিউ কৃতার্থ মানিল।
শ্রীজীব গোস্বামি-পদে পড়িয়া রহিল ॥
—কচিৎ এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়।
§ কৃষ্ণকথা রঙ্গে—পাঠভেদ। ¶ ...আমার পালন।
...তাঁরে কেহ পাঠাইয়া দেন ॥—পাঠভেদ।

* সেই—পাঠভেদ। † পারে—পাঠভেদ।
‡...ছলে।... বিফলে ॥—পাঠভেদ।
§ যে জন ভুলিল—পাঠভেদ।
¶ গোয়ালেতে—পাঠভেদ। ** ধীরে—পাঠভেদ।
†† শুনি—পাঠভেদ। ‡‡ গামছায়—পাঠভেদ।

সাধু সাধু সেই ব্যক্তি ভাল বুঝিয়াছে।
সেই দুষ্টচক্ষের উচিত করিয়াছে ॥
কৃষ্ণকথা শুনি যেই চক্ষু নাহি ঝুরে।
লঙ্কা মরিচ উপযুক্ত দিবার যে তারে ॥
ভট্টজীর কত গুণ কহা নাহি যায়।
নির্ম্মৎসর লাভালাভে সমান হৃদয় ॥
গৃহেতে থাকিতে চোর সিন্ধ কাটি ঘরে।
দ্রব্য নিকাশিয়া মোট বান্ধে সিন্ধদ্বারে ॥
উঠাইতে নাহি পারে শিরের উপরে।
ভট্টজী দেখিয়া তাহা ঝরকার দ্বারে ॥
দয়া উপজিল ধীরে ধীরে তথা যাই।
চোরের মস্তকে মোট দিবারে উঠাই ॥
চোর ভয়ে পলাইতে চাহয়ে ছুটিয়া। *
ভট্টজী আশ্বাস করি রাখয়ে ধরিয়া ॥
ভয় নাহি আমি কিছু না কহিব তোরে।
সামগ্রী লইয়া যাও বেচিকিনি ঘরে ॥
চোর কুণ্ঠভাবে অতি লজ্জিত হইলা।
ভট্টজীর আগ্রহেতে ঘরে লৈয়া গেলা ॥
ভট্টের পরশে তার চিত্তশুদ্ধি হৈল।
সেই মোট সহ পরদিন তথা আইল ॥

* ছাড়িয়া—পাঠভেদ।

ভট্টজীর শ্রীচরণে সমর্পণ করি।
কান্দিয়া পড়িল নিজ উদ্ধার বিচারি ॥
কৃপা করি দ্বিজ * তারে নিজ শিষ্য কৈল।
শুদ্ধসত্ত্ব পরম সে ভাগবত হৈল ॥
অপচয়ে তুষ্ট তার কহিনু বিশেষ।
এবে শুন লাভেও নাহিক পরিতোষ ॥
একদিন ঠাকুরের মন্দির-মার্জ্জন।
করিছেন ভট্টজীউ আনন্দিত মন ॥
সেইকালে এক ধনী শিষ্য হইবারে।
লইয়া আইল বহু ধন-অলঙ্কারে ॥
ভট্টজীকে এক শিষ্য যাইয়া কহিল।
শিষ্য না করিব বলি তারে উপেক্ষিল ॥
অতএব কৃষ্ণে প্রীতি তাতপর্য্য মাত্র।
ত্রৈলোক্য-ঐশ্বর্য্য মুক্তি না মানে বিচিত্র ॥ †
তাঁহার চরণ-পদ্ম-রজে অধিকার।
কবে হেন ভাগ্যলাভ ‡ হইবে আমার ॥
কবে তাঁর কৃপালেশ লালদাসে § হবে।
এ দেহে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ঈষত স্পর্শিবে ॥

* ভট্ট—পাঠভেদ।
† স্বতন্ত্র—পাঠভেদ। ‡ শুভভাগ্য—পাঠভেদ।
§ কৃষ্ণদাসে—পাঠভেদ।

ইতি শ্রীভক্তমাল-গ্রন্থে নিবাই-গ্রামীয়-সাধু-আদি-ভক্তগণ-বর্ণনা
নাম ত্রয়োবিংশ মালা ॥ ২৩ ॥

চতুস্ত্রিংশ মালা

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥

১৩১। চরিত্র শ্রীমাধব সিংহের রাণী

জয়পুরের রাজা মানসিংহের কনিষ্ঠ।
মাধো সিংহ নাম তার শাসনে বরিষ্ঠ ॥ *
তাঁর পাটরাণী অতি † সুন্দরী সুশীলা।
সুবুদ্ধি সুমতি সতী শুন তাঁর লীলা ॥
একদিন রাণী গৃহে শয়নে আছয়।
বসিয়া তাঁহার দাসী চরণ সেবয় ॥ ‡
দাসী সেই কৃষ্ণভক্ত ভাবযুক্ত-মতি।
সদা মুখে কৃষ্ণনাম জপে দিবারাতি ॥
রাণীজীর পাদসেবা করিতে করিতে।
নাম উচ্চারিয়া দাসী লাগিলা কান্দিতে ॥
নূতন-কিশোর হে হে শ্রীনন্দকিশোর।
বলিয়া ফুৎকার করে প্রেমানন্দে ভোর ॥
অপূর্ব্ব ফুৎকার করে প্রেমের সহিতে।
অমৃতের ধারা যেন বহে বদনেতে ॥
রাণীর শুনিঞা তাহা হৃদয় দ্রবিল।
কহে পুনঃ পুন কহ আহা বল বল ॥
শুনিতে শুনিতে রাণী মগন হইল।
দাসীরে প্রশংসা করি কহিতে লাগিল ॥

তুমি তো আমার পাদসেবা-যোগ্য নহ।
দাসী যে তোমারে বলি অপরাধ সেহ ॥
বিচার করিলে তব দাসীর যে দাসী।
হইতে নারিব যোগ্য * বিনা ভাগ্যরাশি ॥
অতএব তুমি মোর পাদ ছাড়ি দেহ।
শিয়রে আইস শিরে চরণ ধরহ ॥
এতেক বলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন কৈল।
দুইজনে প্রেমানন্দে † বিহ্বল হইল ॥
দাসী কহে ঠাকুরাণী দেখহ ভাবিয়া।
ভুঞ্জিলে বিষয়-সুখ মোহিত হইয়া ॥
এ অনিত্য সুখ তাথে কতো বা আস্বাদ।
কৃষ্ণপ্রেম-ভকতির কি সুন্দর স্বাদ ॥ ‡
অনিত্য বিষয় সুখ হৈল আর গেল।
কৃষ্ণপ্রেম পরাৎপর নিত্য করে আলো ॥
রাণী কহে তোমার সঙ্গেতে তা বুঝিনু।
আজি হৈতে গুরু করি তোমারে মানিনু ॥
আজি হৈতে বিষয় যে সুখ তেয়াগিনু।
কৃষ্ণপ্রেম ধন লাগি জীবন সঁপিনু ॥ §
এতো কহি কৃষ্ণ বলি লুঠয়ে ধরণী।
উৎকণ্ঠা হইল ¶ চিন্তি ইন্দ্রনীলমণি ॥
তবে সর্ব্ব বিষয়-বাসনা ভোগ তেজি।
নূতন-কিশোর-প্রেমে মন গেল মজি ॥
ইন্দ্র-নীলমণি-ছবি মূর্ত্তি প্রকাশিয়া।
নির্জ্জন মহলে থাকে তাঁহারে সেবিয়া ॥

---

* রাজ্যশাসনে বরিষ্ঠ।—পাঠভেদ।
† তিনি—পাঠভেদ।
‡ ...আছয়ে। দাসী তাঁর পাদসেবা করয়ে বসিয়ে ॥
—পাঠভেদ।

* হৈতে যোগ্য না হইব—পাঠভেদ।
† প্রেমাবেশে—পাঠভেদ।
‡ অনিত্য সে সুখ...।...ভকতি বা কি জাতীয় স্বাদ ॥
—পাঠভেদ।
§ বিষয় অর্পিনু—পাঠভেদ। ¶ মহোৎকণ্ঠা হৈল—পাঠভেদ।

নানান প্রকার * ভোগ মনের সহিতে।
কত মত প্রকার যে করে আনন্দিতে॥
সাজাইয়া কাছাইয়া আপনি দেখয়।
খাওয়াইয়া শোয়াইয়া বাতাস করয়॥
নিজ হস্তে পুষ্পমালা গাঁথিয়া পরায়।
চুয়া-চন্দনাদি গন্ধ অঙ্গেতে লেপয়॥
শ্রীমতীর মানভঙ্গি করিয়া বসায়।
পক্ষপাত করি নিজ কিশোরে ভৎ´সয়॥ †
পুনর্ব্বার শ্রীবদন মলিন দেখিয়া।
প্যারীরে সাধয়ে স্বকুমারের লইয়া॥
তাহে যদি মানভঙ্গ না হৈল বুঝিয়া।
চরণে ধরিতে কৃষ্ণে কহেন ঠারিয়া॥
গলেতে বসন্ দিয়া চরণে ধরায়। ‡
তা দেখি পরমানন্দসাগরে ডুবয়॥
এইরূপ রসরঙ্গ কিশোর-কিশোরী।
লইয়া করয়ে রাণী দিবস-শর্ব্বরী॥
আনন্দ-সাগরে ডুবি হাসে কান্দে নাচে।
কিশোর-কিশোরী দোঁহার নানালীলা রচে॥
দিনে দিনে সেবানন্দে আনন্দ বাঢ়িল।
একদিন মনে কিছু উৎসাহ হইল॥
দুয়ারের ফাঁকে আড়ি পাতিয়া রহয়।
যুগলকিশোর কিবা সুখে বিহরয়॥
কতেক আদর § করে প্যারীজীর প্রতি।
যাহাতে পরমানন্দ নিজ মনোবৃত্তি॥
মনে হৈল এই যে পরম সুখ সার।
একেলা যে আস্বাদিতে নহে চমৎকার॥
বৈষ্ণব সহিত রস আস্বাদিতে সুখ।
নতুবা অন্তরে গুমরিয়া হয় দুখ॥
বৈষ্ণবসেবন বিনে কৃষ্ণের পিরীতি।
নাহি হয় শুনিঞাছি ভজমান প্রতি॥

* শিঙ্গার—পাঠভেদ।
†...অদর।...নূতন কিশোরে...॥—পাঠভেদ।
‡ ধরয়—পাঠভেদ।
§ এতেক পিরীতে—পাঠভেদ।

ইহা ভাবি আরম্ভিল বৈষ্ণব-সেবন।
যূথে যূথে আসিতে লাগিলা সাধুগণ॥
নানান-জাতীয় লাড়ু পেড়া মিষ্ট অন্ন।
পাকোয়ান করি নিজহস্তে ভিন্ন ভিন্ন॥
কৃষ্ণে নিবেদয়ে সাধুগণেরে খাওয়ায়।
ভুক্তশেষ আর যে চরণামৃত পায়॥ *
নূতন-কিশোর-আগে বৈষ্ণব সহিত। †
নৃত্য-গীত ইষ্টগোষ্ঠী করে মনোনীত॥
মাল্য ও চন্দন দিয়া পূজয়ে বৈষ্ণবে।
চরণে সেবয়ে নিজ হস্তে ভক্তিভাবে॥
অন্দরে বৈষ্ণবগণ সদা আইসে যায়।
বেপর্দ্দা দেখিয়া দেওয়ানাদি ক্ষোভ পায়॥
দেওয়ান রাণীর স্থানে কহে পাঠাইয়া।
পরদা ঘুচালে কেন রাজরাণী হৈয়া॥ ‡
রাণী কহে রাণী নাম না কহিও মোরে।
দাসী নাম লিখি দিনু যুগল-কিশোরে॥
পরদা উঠাইয়া নূতন-কিশোরের সঙ্গে।
রঙ্গ সমর্পিনু ঢাক বাজাইয়া রঙ্গে॥
জাতি পাঁতি তেয়াগিনু বৈষ্ণব-সমাজে।
চতুর্ব্বর্গ তেয়াগিনু পিরীতের কাজে॥
জীবনের আশা তেয়াগিনু পাইবারে।
যুগলের সেবা-দরশন ব্রজপুরে॥
সরম ভরম মান ধন জন কাম।
যুগলের বালাইয়ের সনে তেজিলাম॥ §
এসব রিপুর হাথ যদি ছাড়াইনু।
তবে আর কারে ভয় নির্ব্বিঘ্ন হইনু॥
অতএব বিবরণ দেওয়ানেরে কহ।
শ্রীচরণে সঁপিয়াছি দেহ-পর্দ্দাসহ॥
এ সব কাহিনী তবে দেওয়ান শুনিঞা।
মউন হইল তবে ক্ষোভিত হইয়া॥

* ভুক্তশেষে চরণ-অমৃত শেষে পায়—পাঠভেদ।
† বৈষ্ণব সংহতি—পাঠভেদ।
‡...কহি পাঠাইলা। রাজরাণী হৈয়া কেনে পর্দ্দা ঘুচাইলা॥—পাঠভেদ।
§...বালাই যে ব্যসনে তেজিলাম—পাঠভেদ।

রাজা মাধোসিংহ পুত্র প্রেমসিংহ-সনে।
কাবেলে গিয়াছে রাজ্য-শাসন কারণে॥
রাণীর বেপর্দ্দা আর বাক্য-বিবরণ।
বিস্তারি দেওয়ান পত্র লিখিল তখন॥ *
রাজা পত্র পাইয়া পুত্রেরে কহে ডাকি।
তব মাতা নাড়া সঙ্গে নাড়া হৈল নাকি॥
বেপর্দ্দা হইয়া স্বেচ্ছামত † আচরিল।
ইহা কহি দেওয়ানের পত্র দেখাইল॥
প্রেমসিংহ পত্র পড়ি আনন্দিত হৈল।
বুঝিলাম মাতা বড় পদে আরোহিল॥
পিতারে কহয়ে এ তো বুঝিলাম ভাল।
মাতা মম তিন কুল উদ্ধার ‡ করিল॥
কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের সেবাব্রত ধরিয়াছে।
ইহা বিনা ভাগ্য আর জগতে কি আছে॥ §
প্রেমসিংহ কৃষ্ণভক্ত সাধু মতে কহে।
রাজা বিপর্য্যয় বুঝি ক্রোধানলে দহে॥
রাগত হইয়া রাজা পুত্রেরে ভর্ৎসিল।
রাণীর মস্তক ছেদ করিতে কহিল॥
প্রেমসিংহ কহে মোর মস্তক থাকিতে।
কার সাধ্য আছে মোর মাতাকে হিংসিতে॥
এতো কহি প্রেমসিংহ সৈন্য সাজাইয়া।
উদ্‌যুক্ত হইল যুদ্ধ প্রতাপ করিয়া॥
রাজাও করিতে যুদ্ধ প্রবর্ত্ত হইল।
শিষ্ট লোক মধ্যে থাকি দোঁহে থামাইল॥
ক্রোধে রাজা রাণীর মস্তক ছেদিবারে।
গৃহেতে চলিল দ্রুত ঘাড়িনী সওয়ারে॥
গৃহে যাই মন্ত্রী সহ পরামর্শ কৈল।
হঠাৎ স্ত্রী-হত্যা করা উচিত নহিল॥
বৃহত যে ব্যাঘ্র পালা আছে পিঞ্জিরাতে।
তাহা নিঞা ছাড়ি দিল রাণীর গৃহেতে॥

* বিস্তারিত লিখি পাঠাইলেন দেওয়ান—পাঠভেদ।
† স্বেচ্ছাময়—পাঠভেদ। ‡ উজ্জ্বল—পাঠভেদ।
§ জগতে কি অন্য আর আছে—পাঠভেদ।

ব্যাঘ্রে খাইবেক বলি উদ্যম করিল।
কৃষ্ণভক্ত প্রতি সে উদ্যম ব্যর্থ হৈল॥
খাইবে কি সেই ব্যাঘ্র বৈষ্ণব হইল।
রাণীর চরণস্পর্শে নাচিতে লাগিল॥
কৃষ্ণসেবা পূজা রাণী করিতেছে বসি।
সেই কালে ব্যাঘ্র তথা দাণ্ডাইল আসি॥
রাণী দেখি স্নেহ করি তাহারে ডাকিল।
আইস আইস বাপু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল॥
পুলক হইয়া ব্যাঘ্র অষ্টাঙ্গ হইল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি উঠি নাচিতে লাগিল॥
কণ্ঠে তুলসীর মালা তিলক নাসায়।
রচিয়া দিলেন রাণী আনন্দ হিয়ায়॥
তখন বুঝিল রাজা প্রাকৃত না হবে।
আমার দৌরাত্ম্য এতো কৃষ্ণ না সহিবে॥
এই অপরাধে মোর না জানি কি হয়।
বিচারিলা অপরাধ-ভঞ্জন-উপায়॥
পাত্র মিত্র সভাসদ সমভিব্যাহারে।
রাণীর নিকটে গেলা করি পরিহারে॥ *
নিকটে যাইয়া রাজা অষ্টাঙ্গে পড়িল।
নিজ স্ত্রী বলিয়া অভিমান নাহি কৈল॥
যোড়হস্তে স্তব-স্তোত্র অনেক করিল।
অপরাধ ক্ষম বলি কাকুবাদ কৈল॥
রাণী কহে মোরে এত পরিহার কেনে।
অপরাধ কি করিলে মুঞি তো না জানে॥
যাহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল মঙ্গল হইবে।
মুঞি তব অধীনা দয়া অবশ্য রাখিবে॥
রাজা কহে তুমি তো অধীন কারো নহ।
সৃষ্টি-স্থিতি-নাশ তুমি করিতে পারহ॥
যাহার অধীন এই জগত-সংসার।
সে তব অধীন তাহে বিচিত্র কি তার॥
অতএব যে ইচ্ছা তোমার তাহা কর। †
তোমার সহায় করি রাজ্য মুঞি ধরেঁ।॥

*…সব সমিভ্যার।…করি পরিহার॥—পাঠভেদ।
†…যেই ইচ্ছা তাই তুমি কর।…ধরো—পাঠভেদ।

এতো পরিহার করি রাজা চলি গেলা।
অর্থের * সামর্থ্যে রাজা অনুকুল হৈলা ॥
একদিন মানসিংহ মাধোসিংহ দুই।
নৌকায় সয়াল করে † দরিয়ায় যাই ॥
হেনকালে প্রচণ্ড বাতাস ঝড় হৈল।
দরিয়াতে বড় ঢেউ তুফান উঠিল ॥
ঝলকে ঝলকে জল নৌকায় উঠয়।
নৌকা ডুবি যায় প্রায় ‡ হইল সংশয় ॥
ভয়েতে অসাড় ভাব § রাজা দুই জন।
ভাবে এ সময় লব কাহার শরণ ॥
বিচারিয়া রাণীজীরে স্মরণ করিল।
চক্ষের নিমিষে সর্ব্ব আপদ ঘুচিল ॥
ঝড় বাতাস নাহি দরিয়া সুস্থির।
অনায়াসে তরণী লাগিল গিয়া তীর ॥
গৃহেতে আসিয়া রাজা রাণীরে প্রণতি।
করিয়া কহিল হাথ যুড়ি বহু স্তুতি ॥
বিপদনাশের হেতু সম্পদের দাতা।
ভুক্তি-মুক্তি-আদি-কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি-প্রদা ॥
হরিভক্তি বিনে আর হেন কেহ নাঞি।
ত্রিজগতে এমন কদাচ নাঞি নাঞি ॥ ¶
অতএব সেই সে রাণীর পদযুগে।
হরি অনুরাগ অর্থ লালদাস মাগে ॥ **

১৩২। অথ বিদুর-নাম ভক্ত

বিদুর নামেতে ভক্ত জৈতারণ গ্রামে।
নিরন্তর সাধুসেবা করয়ে নিষ্কামে ॥
বৈষ্ণবেতে প্রীতি তার একান্ত ভাবেতে।
শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন তাঁরে হৈলা তাহা হৈতে ॥
বরিষা না হৈল হৈল অকাল বৎসর।
বৈষ্ণব সেবার হেতু উদ্বিগ্ন অন্তর ॥
ভুমি চাষ করিবারে করিল যুকতি।
জল নাহি বীজ নাহি কিসে হবে ক্ষেতি ॥
ভাবিয়া ইহার কিছু পার নাহি পায়।
কৃষ্ণচন্দ্র রাত্রিযোগে স্বপনে কহয় ॥
চাষ গিয়া চষ তুমি অন্ন উপজিবে।
বিনা জল বিনা বীজ ধান্যাদি ফলিবে ॥
আদেশ পাইয়া সাধু ভুমে চাষ দিল।
দুই চারি দিনে ভুমে * অঙ্কুরিত হৈল ॥
ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিষ্ঠ হইয়া ফল হৈল।
বহু অন্ন হৈল ঘরে আনি স্তূপ কৈল ॥
পাড়ার সকল লোক দেখি চমৎকার।
জানিল কৃষ্ণের কৃপা উহার উপর ॥ †
বৈষ্ণবসেবার হেন মহিমা অপার।
কৃষ্ণকৃপা অনায়াসে হয় হঠাৎকার ॥
হেন যে বৈষ্ণব-পাদপদ্মে রতি মতি।
বিধাতা বঞ্চিত লালদাস পাপ প্রতি ॥ ‡

১৩৩। চরিত্র শ্রীচতুর স্বামী

চতুর স্বামীর নাম § ভকত প্রধান।
তুল্য নিন্দা স্তুতি আর মান অপমান ॥
কৃষ্ণৈকতাৎপর্য্য আর সকল বিষয়।
অনাসক্ত যথা পদ্মপত্র জলাশয় ॥
গৃহেতে আইলা গুরু আনন্দিত হৈল।
কায়মনোবাক্যে সেবা করিতে লাগিল ॥
গৃহেতে যুবতী ভার্য্যা গুরুর সেবায়।
নিযুক্ত করিলে পাছে ত্রুটি কিছু হয় ॥
শয়ন করিলে গুরু চরণ সেবয়।
দৈবাত্ত মনেতে কিছু হৈল অপচয় ॥
স্ত্রীর সহিত তার অঙ্গসঙ্গ হৈল।
চতুর স্বামী তাহা বিশেষ জানিল ॥

---

* অর্থে—পাঠভেদ। † নৌকাতে সওয়ার করি—পাঠভেদ।
‡ পাছে—পাঠভেদ। § অসার ভাবি—পাঠভেদ।
¶ দেখি নাঞি—পাঠভেদ। ** কৃষ্ণদাস লাগে—পাঠভেদ।

* দিন পরে—পাঠভেদ।
†…চমকিত।…হইল বিদিত ॥—পাঠভেদ।
‡ হেন ধন…।…কৃষ্ণদাস…॥—পাঠভেদ।
§ চতুর স্বামী নাম এক—পাঠভেদ।

ক্ষোভ না করিল কিছু প্রকাশ না কৈল।
মনে মনে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিল ॥
এই স্ত্রী মোর স্পর্শযোগ্য না হইল।
গুরুদেব যার অঙ্গ পরশ করিল ॥
এতেক ভাবিয়া গুরু-স্থানে নিবেদয়।
এই স্ত্রী গৃহ অর্থ যে মোর আছয় ॥
সকল অর্পিনু মুঞি ওই শ্রীচরণে।
গ্রহণ করিয়া কর যাহা লয় মনে ॥
গুরু নিজ দোষ ভাবি লজ্জিত হইলা।
মাথা হেঁট করি লাজে মৌনেতে রহিলা ॥ *
চতুর স্বামী নিজ গুরুর শ্রীচরণে। †
সর্ব্বস্ব অর্পণ করি গেল বৃন্দাবনে ॥
বৃন্দাবনে গিয়া কৃষ্ণ-চরণারবিন্দে।
সঁপিলা মানস নিজ পরম-আনন্দে ॥
তাঁহার চরণে কোটি কোটি পরণাম।
যাহা হৈতে অনায়াসে পূরে মনস্কাম ॥

১৩৪। পুনশ্চ চরিত্র শ্রীকবির জী

কাশীবাসী সাহা এক মহাব্যাধিগ্রস্ত।
সহিষ্ণুতা নাহি হয় ‡ সদাই অসুস্থ ॥
গঙ্গাতে প্রবেশ করিবারে সাহা যায়।
হেনকালে কবিরজী তাহারে কহয় ॥
প্রাণ কেনে তেজ ইহার ঔষধ আছয়।
আমি ভাল করি আইস যদি মনে লয় ॥
কৃতার্থ মানিয়া সাহা সাধুর চরণে।
পড়িয়া কাকুতি করে যাতনা কারণে ॥
সাধুর স্বভাব পরদুঃখেতে কাতর।
রামনাম মহামন্ত্র জপে তিনবার ॥
তৎক্ষণে নির্ব্ব্যাধি পুষ্টশরীর হইল।
সাধু-গুরু স্থানে গিয়া বৃত্তান্ত কহিল ॥

গুরু রামানন্দ তাঁর কোপ করি কহে।
অপরাধী তুহুঁ তোর মতি শুদ্ধ নহে ॥
এক রামনামে হয় ব্রহ্মাণ্ড-শোধন।
ক্ষুদ্র বিষয়েতে কৈলি তিন উচ্চারণ ॥
তাহা শুনি কবিরজী লজ্জিত হইয়া।
পরিহার করে গুরুর চরণে ধরিয়া ॥
হেন রামনাম যে ত্রিজগতের সার।
প্রাকৃত করিয়া মানি কি হবে আমার ॥ *
জন্মে জন্মে অপরাধ কতেক করিল।
যে হেতুক ভক্তিপথে বঞ্চিত হইল ॥

১৩৫। চরিত্র শ্রীকেবলকুবা

কেবলকুবা নামে এক জাত্যংশে কুমার।
ভাগবতোত্তম মহিমার নাহি পার ॥
কৃষ্ণপ্রেমানন্দে সুখী উদার চরিত।
বৈষ্ণব-সেবায় তাঁর একান্ত পিরীত ॥
উপায় করয়ে যাহা বৈষ্ণব-সেবায়।
লুঠাইয়া দেয় ঘরে কিছু না রাখয় ॥
একদিন দুই চারি বৈষ্ণব আইল।
সেবার সামগ্রী কিছু ঘরে না দেখিল ॥
বাজারে যাইয়া এক বণিকের স্থানে।
সামগ্রী মাগিল সাধুসেবার কারণে ॥
বণিক কহয়ে খাদ্য সামগ্রী যে লবে।
ইহার যে মূল্য হৈতে কর্ম্ম করি লবে ॥
কূয়া বনিতেছে মোর তাহাতে খাটিবে।
ভিতর হইতে মাটি খনিয়া উঠাবে ॥ †
কেবল কহেন ভাল করিব তাহাই।
বৈষ্ণবসেবার সিধা দেহ লয়ে যাই ॥
এতেক কহিয়া সাধু সামগ্রী আনিঞা।
বৈষ্ণব-সেবন কৈল আনন্দিত হিয়া ॥ ‡

---

* গুরু কিছু...।...মউনে রহিলা ॥—পাঠভেদ।
†...তবে...চরণে—পাঠভেদ।
‡ স'হ্নুতা নাহিক হয়—পাঠভেদ।

* অকৃত করিয়া মানি—পাঠভেদ।
† কূপ খনিতেছি...।...পশিয়া...খুদিয়া...॥—পাঠভেদ।
‡ হঞা—পাঠভেদ।

পরে সেই বণিকের কূপ খনিবারে। *
গেলেন তথায় পূর্ব্ববাক্য অনুসারে ॥
কূপের ভিতরে পশি মৃত্তিকা খনিতে।
ধসিয়া পড়িল কূপ দুই দিক হৈতে ॥ †
উপরে সকল লোক হাহাকার করি।
কহয়ে কেবল কূপ-মধ্যে গেল মরি ॥
লোক মারা গেল বলি কূপ না খনিল। ‡
ক্ষান্ত হৈয়া সকলেতে ঘরে চলি গেল ॥
কেহ কোন কার্য্য ক্রমে একমাস পরে।
গেলা সেই বুঁজা কূপ গাড়েলা-ভিতরে ॥
মৃত্তিকা-ভিতর হৈতে অমৃত-সুস্বরে।
শুনে রামকৃষ্ণ নাম কে জানি উচ্চারে ॥ §
গ্রামে গিয়া সেইজন রহস্য করিল।
শুনিয়া সকল লোক ধাইয়া চলিল ॥
আশ্চর্য্য মানিঞা লোক মৃত্তিকা খনিঞা। ¶
দেখেন কেবল নাম লয়েন বসিয়া ॥
একটুক মৃত্তিকা না পড়ে তাঁর গায়।
কিছু মাত্র ব্যামোহ বেদনা নাহি পায় ॥
দুইদিক হইতে পড়িয়া দুই চাল।
মেরাপের ন্যায় মধ্যে রহে সন্ধিস্থল ॥
তার মধ্যে বসি সাধু হরিনাম লয়।
যাঁর নিজজন তেঁহো আহার যোগায় ॥
দেখে তথা আছে খাদ্য সামগ্রী কতেক।
গাড়ু ভরা জল নানা মিষ্টান্ন যতেক ॥ **
উঠাইয়া গৃহে তাঁরে আনিল সভাই।
জনতা হইল †† লোক না হয় সামাই ॥
কেহ দণ্ডবত নতি করিয়া পড়য়।
কেহ পাদোদক খায় স্তবন করয় ॥

* কুয়া খুদিবারে—পাঠভেদ।
†…বসি…খুদিতে। খসিয়া… ॥—পাঠভেদ।
‡ খুদিল—পাঠভেদ।
§…অপূর্ব্ব সুস্বরে।…কে আসি উচ্চারে ॥—পাঠভেদ।
¶ খুদিয়া—পাঠভেদ।
** ভাণ্ডভরা আছে…অনেক।—পাঠভেদ।
†† জনরব হৈল।—পাঠভেদ।

এক শ্রীবিগ্রহমূর্ত্তি ভুঙ্গুরপুর হৈতে।
নির্ম্মাণ করিয়া আনে বিক্রয় করিতে ॥
কেবল কুবার বাটী আসি উত্তরিল।
সাধু তাহা দেখি মনে লালসা হইল ॥
সেবা করিবারে মনে উৎসাহ জন্মিল।
কহ মূল্য * কি লইবে ভাস্করে পুছিল ॥
সাধুর আগ্রহ দেখি বহু মূল্য কহে।
অসমর্থ হেতু সাধু চুপ করি রহে ॥
ভাস্কর ঠাকুর নিঞা চলিবারে চাহে।
উঠাইতে নাহি পারে চারি পানে চাহে ॥ †
ক্রমে দুই চারি পাঁচ সাত লোকে ঝাঁকে। ‡
উঠাইতে না পারিয়া হাথ দিল নাকে ॥
বুঝিলা মরম এই সাধুর ইচ্ছায়।
ঠাকুর হইল ভারি যাইতে না চায় ॥
তবে সে ভাস্করগণ সাধুর চরণে।
পড়িয়া কহয়ে লহ করহ গ্রহণে ॥
আমরা বলদ মাত্র বেড়াই বহিয়া।
বেচিতে বেড়াই আর অর্থের লাগিয়া ॥
তোমার ঠাকুর তুমি ঘরে নিঞা সেব।
মূল্য অর্থ মোরা কিছুমাত্র না লইব ॥
এতেক বলিয়া সেই ভাস্করগণ গেল।
সাধু তবে ঠাকুরের সেবা আরম্ভিল ॥
পরম পিরীতি-ভক্তিভাবে সেবা করে।
ঠাকুর একান্ত বশীভূত হৈলা তাঁরে ॥
অনেক হইল চেলা প্রেমভক্তিমান্।
গ্রামে গ্রামে সর্ব্বলোক করে পূজামান ॥
স্ত্রী তাঁর অল্পবুদ্ধি ভক্তিহীনা প্রায়।
সাধু সন্ত § দেখি তাঁর মান্য না করয় ॥
কেবল দেখিয়া তাহা দুঃখিত অন্তরে।
বুঝাইলে নাহি বুঝে গ্রাহ্য নাহি করে ॥

* পুষ্পমাল্য।—পাঠভেদ। † স্তব্ধ হৈয়া রহে।—পাঠভেদ।
‡ ক্রমে ক্রমে দুই চারি শতলোকে।—পাঠভেদ।
§ শান্ত—পাঠভেদ।

একদিন তাঁর ভ্রাতা প্রাকৃত কুবার।
অবৈষ্ণব অভব্য না জানে ব্যবহার ॥
গাধাতে চড়িয়া আইল ভগিনীর স্থানে।
তেঁহো তারে আদর করিয়া বহুমানে ॥
রন্ধন করিল অতি পরিপাটী করি।
নানা জাতি ব্যঞ্জন মিষ্টান্ন আদি করি ॥ *
ভ্রাতার কারণ বহু আয়োজন কৈল।
তার কোন পুরুষে যা কখনো না খাইল ॥
কেবল দেখিয়া মনে মনে যুক্তি কৈল।
অপূর্ব্ব † সামগ্রী স্ত্রী প্রস্তুত করিল ॥
এই সব যোগ্য ‡ নহে কৃষ্ণভক্ত বিনে।
তাহাই করিব যাতে খায় সাধুগণে ॥
এতেক ভাবিয়া কোন ছল করি সাধু।
অন্য কর্ম্মে পাঠাইয়া দিল নিজ বধূ ॥
এথা সব সামগ্রী যতেক উপচার।
বৈষ্ণবে খাওয়ায় সার করিয়া বিচার ॥
হেনকালে স্ত্রী তাঁর আসিয়া দেখিল।
ভাল দ্রব্য যত সব বৈষ্ণবে খাইল ॥
দেখিয়া সে সব ব্যবহার কোপে জ্বলি।
বৈষ্ণবগণেরে গালি দিল কটু বলি ॥
তাহা শুনি কেবলের সহিষ্ণুতা § নৈল।
ঝুঁটি ধরি স্ত্রীকে তবে বাহির করিল ॥
অসতী যে সেই স্ত্রী রাগে চলি গেলা।
তখনি যাইয়া এক উপপতি কৈলা ॥
তাহাতে জন্মিল দুই তিন কন্যা পুত্র।
দারিদ্রতা তাহার সহিত হইল মিত্র ॥
আকাল সময় হৈল খাইতে না পায়।
কাঙ্গাল হইয়া ফিরে ভিক্ষা না মিলয় ॥
কেবলের বাটী নিত্য মহোৎসব হয়।
গরিব কাঙ্গাল যেই যায় সেই খায় ॥
খাইতে না পাইয়া বালকগণ সাথে।
তথায় যাইয়া বসিলা দরজাতে ॥
কেবল-কুবার এক শিষ্য শান্ত-মতি।
গুরুর সাক্ষাতে কহে করিয়া মিনতি ॥ *
মোর গুরু-মাতা অতি কেলেশ পাইয়া।
দুয়ারে আইলা রাখ পালন করিয়া ॥
কেবল কহেন সে তো নহে মোর ভার্য্যা।
ব্যভিচারী সে তো বহুকাল হৈল তেজ্যা ॥ †
দুঃখে পড়ি আসিয়াছে দেহ খাইবারে।
অন্ন দিতে উপযুক্ত হয় সভাকারে ॥
বাহিরে রাখিয়া তারে আকাল পর্য্যন্ত।
পালন করিলা সাধু অতি ‡ দয়াবন্ত ॥
আকাল অতীতে তারে বিদায় করিল।
মাগি গিয়া খাও এবে তাহারে কহিল ॥
আর কিছু কহিলেন অপূর্ব্ব কথন।
যাহাতে তাহার মনে হইল চেতন ॥
তোমার যে স্বামী § হৈতে কি হৈল তোমার।
এক মুষ্টি অন্ন দিতে শক্তি নৈল তার ॥
আমার যে স্বামী তাঁর দেখহ মহিমা।
ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা সে গৃহিণী যাঁর রমা ॥
মোরে পালিতেছে আর মোর পরিবার।
আর নিজ জন কত হাজার হাজার ॥
এতেক শুনিঞা তার বিবেক জন্মিল।
আপনা ধিৎকার করি মন দৃঢ় কৈল ॥
শ্রীকৃষ্ণ-চরণপদ্মে মন সমর্পিয়া।
পাইল নিবৃত্তি সব জঞ্জাল তেজিয়া ॥
কেবল কুবার পায় কোটী পরণাম।
পরম সুশান্ত যেঁহো কৃষ্ণভক্তিধাম ॥

---

* পুরি—পাঠভেদ।
† অনেক—পাঠভেদ।
‡ ইতরের যোগ্য—পাঠভেদ।
§ সংক্ষুতা না হৈল—পাঠভেদ।

* বিনতি—পাঠভেদ।
† ব্যভিচারি সেই মোর বহুকাল তেজ্যা—পাঠভেদ।
‡ যাতে—পাঠভেদ।
§ কহ দেখি—পাঠভেদ।

১৩৬। চরিত্র শ্রীহরিদাস বণিক

হরিদাস বণিক যে কাশীর নিকট।
নিবাস সুশান্ত কৃষ্ণভক্ত নিষ্কপট ॥
বহু কালাবধি আশা করিয়াছে মনে।
শরীর ত্যজিব আমি গিয়া বৃন্দাবনে ॥ *
পীড়িত হইয়া অতি সঙ্কট হইলা।
ডুলি চড়ি শীঘ্রগতি শ্রীধাম † চলিলা ॥
যাইতে যাইতে পথে কালপ্রাপ্ত হৈলা।
সেই স্থানে বৃন্দাবন দরশন দিলা ॥
শ্রীকৃষ্ণ গোপিকা সহ শ্রীরাসমণ্ডলে।
দরশন পাইলা জীবতে সেইকালে ॥
দেহত্যাগ করিয়া পাইয়া গোপীদেহ।
বিহারে মাতিলা বৃন্দাবনে কৃষ্ণসহ ॥
তাঁহার চরণপদ্ম করিয়া স্মরণ।
লালদাস ‡ মাগে কৃষ্ণভকতি রতন ॥

১৩৭। চরিত্র শ্রীকরমেতি বাঈ

খড়েল্যা § গ্রামেতে বাস রাজপুরোহিত।
পরশুরাম নাম তাঁর কন্যা সুচরিত ॥
করমেতি তাঁর নাম অলপ বয়েস।
স্বামি-ঘর নাহি যায় বিবাহের শেষ ॥
তাঁহার চরিত্র কথা অতি চমৎকার।
এমন আশ্চর্য্য কিছু নাহি শুনি আর ॥
একে স্ত্রী তাহাতে হয় বালিকা বয়েস।
বড়ই আশ্চর্য্য কৃষ্ণে এতেক আবেশ ॥
মহা-অনুরাগ-পরাকাষ্ঠা ঐকান্তিক।
দেহ অনুরোধ নাহি কি কব অধিক ॥
প্রাক্তনিক মতি কৃষ্ণে হঠাত লাগিয়া।
কৃষ্ণরূপ-গুণ-রসে মন ডুবি গেলা ॥
দশদিক কৃষ্ণময় দেখয় সকল।
কৃষ্ণ লাগি সদা মন বিরহে বিকল ॥

* বৃন্দাবন ধামে গিয়া শরীর তেজনে।—পাঠভেদ।
† অতি শীঘ্র—পাঠভেদ। ‡ কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।
§ খন্ডেল—কচিৎ পাঠভেদ।

নির্জ্জনে বসিয়া সদা অন্তরে চিন্তয়।
প্রেমাবেশে হাসে কান্দে পাগলিনী * প্রায় ॥
কৃষ্ণলীলা প্রফুল্লিত কমল দেখিয়া।
মন মত্ত মধুকর পড়িল মাতিয়া ॥
কৃষ্ণরূপ অমৃতের সাগরে পড়িল।
উঠিতে না পারে সুখে ডুবিয়া রহিল ॥
কৃষ্ণগুণ-কল্প-লতা জড়াইয়া অঙ্গে।
চালাইতে নারে অঙ্গ স্তম্ভ রসরঙ্গে ॥ †
কৃষ্ণনাম-কল্পবৃক্ষ হৃদয়ে রোপিয়া।
প্রেমানন্দ ফল খায় বুকিয়া বুকিয়া ॥ ‡
কৃষ্ণ বিনে নাহি জানে ত্রিজগতে আর।
কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ সুখসার ॥
এইরূপ রসে থাকে কথোদিন পরে।
লইতে আইল যাইতে হবে স্বামি-ঘরে ॥
স্বামিসঙ্গ বিষতুল্য করিয়া মানয়।
বিশেষে বিষয়ী সেই অবৈষ্ণব হয় ॥
বড়ই হইল শোক চিন্তায় আকুল।
উপায় কি হইবে ইহার অনুকূল ॥
তথায় যাইলে মোর কুসঙ্গ সঞ্চরে। §
মন বুদ্ধি হরি লবে বিষয়-তস্করে ॥
কৃষ্ণভক্তি পরশ-রতন হারাইব।
হায় হায় মোর তবে কি দশা হইব ॥ ¶
রজনী প্রভাতে মোরে লইয়া যাইবে।
ইহার যুকতি মুঞি কি করি কি হবে ॥
বিলাপ করিয়া কান্দে ভূমেতে পড়িয়া।
স্থির কৈল চিত্তে তবে যাই পলাইয়া ॥
বৃন্দাবন যাই তথা যুগলকিশোর।
নিত্যসখীসঙ্গে রঙ্গে করয়ে বিহার ॥
পুনঃ পুনঃ মন বুঝাইয়া ধনী কহে।
কাতর হইয়া দুটি চক্ষে ধারা বহে ॥

* পাগলীর প্রায়—পাঠভেদ।
† দেখাইতে…স্তব্ধ… ।—পাঠভেদ।
‡ …শান্তিবৃক্ষ… । প্রেমামৃত…চুষিয়া চুষিয়া—পাঠভেদ।
§ সংস্কারে—পাঠভেদ।
¶ …কি দশা হইবে কি করিব—পাঠভেদ।

আরে মন মোর কিছু অনুকূল হও।
কৃষ্ণ অন্বেষণে মোরে শীঘ্র নিঞা যাও ॥
কমলবদন শুভ সুখময় ধাম।
রসের সাগর রূপে গুণে অনুপাম ॥
তাহারে মিলাও মোর এই হিত কর।
চল তবে এই অভাগীর করে ধর ॥
লইয়া যাইয়া পাছে আছাড় মারহ।
পুনর্ব্বার-গৃহ ফাঁদে ফিরিয়া আনহ ॥ *
তেজ্য যেই ঘৃণাস্পদ † বিষয়ের সহ।
মিলাইয়া পাছে পুনঃ বান্তাসি করহ ॥
তোমার চরণ ধরি নিবেদন করি।
হে মন আমারে ‡ পাছে করহ চাতুরী ॥
যে পথে চলিবে দৃঢ় সেই পথে যাবে।
পুনঃ পাছু পানে আর ফিরি নাহি চাবে ॥
সুখ মান অর্থ আর জীবনের আশা।
তেজিয়া করহ কৃষ্ণ-আশালতা-বাসা ॥
প্রাণ সমর্পণ কর কৃষ্ণ-অন্বেষণে।
কৃষ্ণ বিনে অনর্থক কি কাজ জীবনে ॥
দৃঢ় কর প্রতিজ্ঞা যে যে পর্য্যন্ত শ্বাস।
যে সাধনে পাই সেই যোগে কর আশ ॥
এতেক চিন্তিয়া ধনী অর্দ্ধ নিশিযোগে।
ঘর হৈতে বাহির হইল অনুরাগে ॥
বাটী হৈতে বাহির হইতে না পারিয়া।
কোঠার উপর হৈতে পড়ে লম্ফ দিয়া ॥
কৃষ্ণ-অনুরাগ-বন্ধু ধরি নাম্বাইল।
কিছুমাত্র অঙ্গে তার বেদনা নহিল ॥ §
পড়িয়া চলিল ধনী বৃন্দাবন পথে।
তল্লাস পড়িয়া গেল গৃহেতে প্রভাতে ॥
হাহাকার করে সভে কন্যা কোথা গেল।
লোকধর্ম্মভয়ে সভে অধোমুখ হৈল ॥

* পূর্ব্বাপর গৃহ-ফাঁসে···আনহ।—পাঠভেদ।
† গৃহাস্পদ—পাঠভেদ।
‡ মোর সনে—পাঠভেদ।
§ কিঞ্চিত শরীরে নাহি বেদনা লাগিল।—পাঠভেদ।

রাজার নিকটে গিয়া ব্রাহ্মণ কহিল।
মহারাজ মোর নাককাণ কাটা গেল ॥
কন্যা মোর রাত্রিযোগে কোথাকারে গেল।
কি জানি কি দুঃখে বনে জলে বা পশিল ॥ *
রাজা শুনি সেইক্ষণে চতুর্দ্দিকে লোক।
পাঠাইল তল্লাসে পাইয়া মনোদুখ ॥ †
ষাঁড়িনী উটেতে চঢ়ি চলিল খুঁজিতে।
দূর হৈতে বাঈ তাহা পাইল দেখিতে ॥
বুঝিল আমার তত্ত্বে লোক আসিতেছে।
দ্রুত চলি যায় ক্ষণে ক্ষণে চায় পিছে ॥
মাঠের মধ্যেতে লুকাইতে নাহি স্থান।
মড়া এক উট তথা দেখে বিদ্যমান ॥ ‡
উদর ভিতর তার সড়িয়া গিয়াছে।
গহ্বরের মত চর্ম্ম শুকাইয়া আছে ॥
দুর্গন্ধি কেলেদ তাতে অতিশয় হয়।
ভিতরেতে পশি গিয়া লুকাইয়া রয় ॥
বিষয়ের দুর্গন্ধ স’হিষ্ণুতা না হইল।
উটে যে দুর্গন্ধ সেহ সুগন্ধ মানিল ॥ §
কৃষ্ণ-অনুরাগের এমতি রীতি হয়।
পরম যে দুঃখ তাহে বাধা না জন্ময় ॥
তিন দিন উপবাসী তাহার ভিতরে।
রহিয়া কেবল কৃষ্ণনামে প্রাণ ধরে ॥
লোক জন ফিরি গেল দেখা না পাইয়া।
বাহির হইয়া বাঈ গঙ্গাতে যাইয়া ॥ ¶
গঙ্গাস্নান করি শ্রীমন্ বৃন্দাবনে গেল।
দরশন করিয়া আনন্দ মনে পাইল ॥ **
ব্রহ্মকুণ্ড তীরে ঘোর বনের ভিতর।
বসিয়া চিন্তয়ে কৃষ্ণ আনন্দ অন্তর ॥

* বনে প্রবেশিল—পাঠভেদ।
† নানা শোক—পাঠভেদ।
‡ ময়দানের মধ্যে···। পড়ি আছয়ে দেখেন ॥—পাঠভেদ।
§ বিষম···সহিষ্ণুতা···। সড়িত···তাহা···॥—পাঠভেদ।
¶ লোকসব···। গঙ্গা তীরে যায়্যা ॥—পাঠভেদ।
** পরমানন্দ হৈলা।—পাঠভেদ।

পিতা তাঁর পরশুরাম তল্লাস করিতে। *
বৃন্দাবনে গেলা দুই চারি লোক সাথে॥
বনে বনে ফিরি বহু অন্বেষণ করি।
না দেখিয়া উঠে এক উচ্চ বৃক্ষোপরি॥
বৃক্ষ হৈতে নিরীক্ষয়ে চারি দিক পানে।
দেখে বসি আছে বনে ধ্যান-পরায়ণে॥
নাম্বিয়া নিকটে গিয়া দেখে চমৎকার।
বাহ্যবৃত্তি নাহি চক্ষে বহে গঙ্গাধার॥
তেজে করিয়াছে আলো চৌদিক ব্যাপিয়া।
মুখে না আইসে বাণী আশ্চর্য্য দেখিয়া॥
অষ্টাঙ্গ হইয়া দ্বিজ কৈল নমস্কার।
পিতা হৈয়া করিলেন শিষ্য-ব্যবহার॥
কিবা পুত্র কিবা কন্যা নীচ কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণভক্ত সেই পূজ্যতম হয়॥
বহুক্ষণ পরে বাঈজীর বাহ্য হৈল।
আঁখি মেলি সম্মুখেতে পিতারে দেখিল॥
নমস্কার করি হেঁটমাথে বসি রহে।
বিনয়-পূর্ব্বকে তবে পিতা কিছু কহে॥
মাতা মোর গৃহে চল বনেতে কি কাজ।
ঘরে বসি কৃষ্ণ ভজ করিয়া বিরাজ॥
তুমি মোর কুলের দীপক গৃহলক্ষ্মী।
অমৃতে হইনু সিক্ত † তোমারে নিরখি॥
তেঁহো কহে পিতা কেনে এত স্তুতি কর।
মোর লাগি এতো কেনে আগ্রহ বিস্তার॥
শ্যামলসুন্দর-সিন্ধু-তরঙ্গ-পাথারে।
ডুবিয়াছে মন মোর উঠিতে না পারে॥
দেহ নিঞা গিয়া মোর কি কাজ আছয়।
বৃথা কেনে আগ্রহ করহ মো-বিষয়॥ ‡
মোর আশা ত্যাগ করি গৃহে চলি যাও।
মরিল যে জন তার পাছে কেনে ধাও॥
কালিয়া-পাথারে যেই ডুবিয়া মরিল।
সংসারের কর্ম্মে সেই অযোগ্য হইল॥
অতএব শুন পিতা ঘরে চলি যাহ।
ঘরে গিয়া কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদ করহ॥
বিষয়-বিষেতে বৃথা * ইন্দ্রিও চরাও।
দূরে তেজি তাহা সুধাসাগরে ডুবাও॥
বড় সুখ পাবে, দুঃখ যাইবেক দূর।
দিনে দিনে প্রেমানন্দ বাঢ়িবে প্রচুর॥ †
কহিতে কহিতে ধনী নয়নের জলে।
ভাসিয়া হইল মূর্চ্ছা পড়িলা ভূতলে॥
পরশুরাম দেখিয়া কন্যার ব্যবহার।
চমৎকৃত আপনারে করয়ে ধিৎকার॥
কান্দিতে কান্দিতে বিপ্র ঘরে চলি গেলা।
রাজার সাক্ষাতে সব বৃত্তান্ত কহিলা॥
রাজা শুনি প্রশংসিয়া দেখিতে তাহারে।
বৃন্দাবনে গেল যথা বাঈজী বিহরে॥
দেখে যমুনার তীরে বসিয়া একাকী।
কৃষ্ণনাম জপিছে ঝুরিছে দুটি আঁখি॥
অষ্টাঙ্গ হইয়া রাজা প্রণাম করিল।
ঈষৎ নাম্বাইয়া মাথা বাঈ প্রণমিল॥
রাজা বহু বাক্যে স্তুতি কতক্ষণ কৈল।
বাঈজীউ একবার দৃষ্টি না করিল॥
তবে রাজা ব্রহ্মকুণ্ডতীরে কিছু দূরে।
কুটীর ‡ করিতে আরম্ভিল তাঁর তরে॥
তেঁহো কহে অকর্ত্তব্য কুটীর বানাইতে।
বহু জীবহিংসা হবে মৃত্তিকা খনিতে॥
তথাপিহ রাজা পাকা কুটীর বানাঞা। §
দিলেন তাঁহার দেহ রক্ষার লাগিয়া॥
বনমধ্যে তাহাতে রহিলা সতী ধনী।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে দিবস রজনী॥

* ঢুঁরিতে ঢুঁরিতে—পাঠভেদ।
† অমৃতাভিষিক্ত হৈনু—পাঠভেদ।
‡ মহাশয়—পাঠভেদ।

* বিষয়-বিষেতে তথা—পাঠান্তর।
†…দূরে।…অন্তরে॥—পাঠভেদ। ‡ কুটরী—পাঠভেদ।
§ কুটী বানাইয়া—পাঠভেদ।

ফল মূল শাক কভু চানা চিবাইয়া।
প্রাণরক্ষা হেতু মাত্র থাকেন খাইয়া ॥ *
কৃষ্ণের প্রেয়সী তেঁহো প্রেয়সীত্ব পাইলা।
যাঁর গুণ নাভাজীউ পুলকে বর্ণিলা ॥
তাঁর সেই কুঠরী অদ্যাপি বর্ত্তমান।
না ভাঙ্গে না টুটে সদা আছয়ে সমান ॥
করমেতি বাঈর কুটীর খ্যাত হয়।
তাহাতে কখন কোন বৈষ্ণব রহয় ॥
তাঁর শ্রীচরণ-গুণ-বর্ণিতে বর্ণিতে।
ক্ষণমাত্রে শান্তি হৈল লালদাস † চিতে ॥
কিঞ্চিত দ্রবিল চিত্ত পূর্ব্ববত পুন।
কুঞ্জর-শউচ, বিনে তৈল বাতি যেন ॥

১৩৮। চরিত্র শ্রীখড়্গসেন

গোয়ালিয়র নামে স্থানে বসতি কায়স্থ।
কৃষ্ণ-অনুরাগে সাধু সদা মনে ব্যস্ত ॥
বড়ই উৎকণ্ঠা চিত্ত কৃষ্ণ-দরশনে।
হাহাকার করয়ে সদাই রাত্রি-দিনে ॥
রাসযাত্রা পর্ব্ব সাধু ঠাকুরের আগে।
উন্মত্তের প্রায় নৃত্য করে অনুরাগে ॥
করিতে করিতে নৃত্য বিরহ-আবেশে।
পড়িলা ভূমেতে প্রাণ অমনি নিকশে ॥
অমনি শ্রীনিত্যরাসলীলায় প্রবেশ।
শ্রীকৃষ্ণ সহিত নৃত্য হাস-পরিহাস ॥ ‡
ভক্তির মহিমা মহা-অপার-সমুদ্র।
বঞ্চিত সুমূঢ় লালদাসিয়া § অভদ্র ॥

১৩৯। চরিত্র শ্রীপ্রেমনিধি

প্রেমনিধি নাম সাধু আগরা নিবাস।
শুদ্ধাচার অতি মতি শুদ্ধ সুপ্রকাশ ॥
কৃষ্ণসেবা-রসে মন মগন সদাই।
অষ্টযাম যখন যে সেবা * ত্রুটি নাই ॥
আগরা সহর স্থান অনেক যবন।
জল আনিবারে নারে পরশ-কারণ ॥
লোকভিড় নাহি থাকে অনেক নিশিতে।
সেইকালে জল হেতু যায় যমুনাতে ॥
একদিন ঘোর মেঘ বর্ষে অতিশয়।
মহা অন্ধকার পথ দেখা নাহি যায় ॥
কলসী লইয়া সাধু চলিলা যমুনা।
মশাল লইয়া যায় দেখে এক জনা ॥
যে পথে চলয়ে সাধু আগে আগে যায়।
কে যায় মশাল ধরি সাধু না জানয় ॥
যমুনায় জল ভরি ফিরিয়া আসিতে।
আগে আগে আইসে পুনঃ সেই পথে পথে ॥ †
প্রেমনিধি নিজ গৃহে প্রবেশ করিল।
মশালজী কোথায় গেল আর না দেখিল ॥
ঘরে আসি চিন্তায় আকুল সাধুবর।
মশাল ধরিয়া আগে কে চলিল মোর ॥
ঠাকুরের ঘরে যবে প্রবেশ করিল।
সেই সে মশাল সিংহাসনেতে দেখিল ॥
শ্রীহস্তে মশাল-গুল-তৈল লাগিয়াছে।
চরণেতে কাদা অঙ্গে ঘর্ম্ম হইয়াছে ॥
আর্ত্তনাদ করি সাধু মুছাইয়া দিল।
সেই হৈতে রাত্রে আর যমুনা না গেল ॥
বৈকালে শ্রীভাগবত নিতি পাঠ করে।
গ্রামস্থ যে স্ত্রী পুরুষ আইসে শুনিবারে ॥
দুষ্ট দ্বেষ্টা লোক গিয়া কহে পাৎসারে।
প্রেমনিধি পরস্ত্রী নিঞা আইসে ঘরে ॥

---

* আহার করিয়া—পাঠভেদ।
† কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।
‡ কোন কোন পুস্তকে "ভক্তির শ্রীরাস নিত্য লীলার প্রবেশে। শ্রীকৃষ্ণ সহিত নিত্য হাস্য পরিহাসে।" এইরূপ পাঠভেদ দৃষ্ট হয়। ইহা যে প্রামাদিক তাহা সহজেই অনুমেয়।
§ কৃষ্ণদাসিয়া—পাঠভেদ।

* সেবার—পাঠভেদ।
† সেই সেই পথে—পাঠভেদ।

ক্রোধ করি পাৎসা ধরি আনিতে কহিল।
চারি চোপদার * ধরি আনিবারে গেল ॥
বৈকালিক জলপান ঠাকুরেরে দিয়া।
পানার্থক জল পাছে † দিবার লাগিয়া ॥
যাইবার কালে সেই সমে ‡ চোপদার।
ধরিয়া লইয়া গেল নিকটে পাৎসার ॥
পাৎসা হুকুম দিল কয়েদ করিতে।
কয়েদ করিল নিঞা পঞ্জতখানাতে ॥ §
অন্তরে বড়ই দুঃখ রহিল সাধুর।
জল না পাইয়া রহে তৃষ্ণায় ঠাকুর ॥
রাত্রিতে ¶ পাৎসা নিদ্রা সময় স্বপনে।
ক্রোধান্বিত বক্ষোপরি বসি একজনে ॥
ঘাড় মুচড়িয়া ধরি কহে বার বার।
প্রেমনিধি সাধু প্রিয়ভক্ত যে আমার ॥
তৃষ্ণাসমে জল দিতেছিল যে আমার।
জল দিতে নাহি দিল তুড়ুক তোমার ॥
তৃষ্ণার্ত্ত রহিনু মুঞি জল না পাইয়া।
এ দুঃখ মিটাব আজি তোমায় মারিয়া ॥
এখনো ছাড়িয়া ঘরে পাঠাও তাহারে।
নতুবা এখনি বধ করিব তোমারে ॥
এতেক স্বপন দেখি জাগিয়া বিচারে।
তখনি ডাকিয়া নিজগণ-অনুচরে ॥
প্রেমনিধি সাধুকে তখনি আনাইয়া।
স্তুতি-নতি করে বহু চরণে পড়িয়া ॥
কহয়ে ঠাকুর তব তৃষ্ণার্ত্ত ** আছয়।
জলপান করাও এখনি গিয়া তায় ॥
দুই চারি মশাল সঙ্গেতে তাঁর দিল।
আনন্দিত হিয়া সাধু ঘরেতে আইল ॥ ††

স্নান করি পুনঃ ভোগ-রাগ-আদি দিল।
কর্পূর-বাসিত জল পান করাইল ॥ *
লোকে ধন্য ধন্য সভে করিতে লাগিলা।
তাঁহার প্রসাদে কত বৈষ্ণব হইলা ॥
বিষয়-বিষম-তৃষ্ণা-শান্তির কারণে।
লালদাস নিবেদয় তাঁহার চরণে ॥ †

১৪০। চরিত্র শ্রীকেশবরাম (১) ভক্ত

ভক্ত শ্রীকেশবরাম সাধু সদাচারে।
তাঁহার সমান নাহি দেখি ত্রিসংসারে ॥ ‡
পরম দয়ালু পরদুঃখেতে কাতর।
কৃষ্ণভক্তি জানয়ে করিয়া রত্নসার ॥
যারে দেখে তারে কহে—কৃষ্ণপদ ভজ।
বিষয়-বিষম-বিষ এইক্ষণে তেজ ॥
সাম-দান-দণ্ড-ভেদ উপায় করয়।
কোনোমতে কৃষ্ণভক্তি লওয়াইতে চায় ॥
চরণে ধরিয়া পড়ে ছাড়িয়া না দেয়।
যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণপদ নাহিক ভজয় ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া উন্মত্তবত ফিরে।
সব লোক ত্রাণ কৈল গ্রামে ঘরে ঘরে ॥
তাঁহার প্রসাদে লোক বৈষ্ণব হইল।
দারুণ সংসার-সিন্ধু উদ্ধার করিল ॥
কৃষ্ণনাম ঘরে ঘরে উচ্চস্বরে গায়।
ভবনদীতীরে যেন খেয়ারি বৈসয় ॥
পার হওনের কালে বহু লোক মিলি।
কোলাহল করে সবে হৈয়া § কুতূহলী ॥
দয়ার সাগর গুণনিধি মহাশয়।
জীবের দেখিয়া দুঃখ দুঃখিত-হৃদয় ॥

---

* চাপরাশি—পাঠভেদ।
† কাছে—পাঠভেদ।　　‡ সনে—পাঠভেদ।
§…হুকুম কৈল…রাখিতে।…পঞ্চখানাতে ॥—পাঠভেদ।
¶ রাত্রিযোগে—পাঠভেদ।
** তৃষ্ণার—পাঠভেদ।
††…দিল তাঁর। আনন্দিত হয়ে…গিয়া শীঘ্রতর—পাঠভেদ।

(১) কোন কোন পুস্তকে "কেবল রাম" দৃষ্ট হয়।
*…ভোগ আদি ধরি দিলা। কর্পূর সহিত…॥—পাঠভেদ।
†…বাসনা…। কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।
‡ কেহো নাহিক সংসারে—পাঠভেদ।
§ যেন হই——পাঠভেদ।

পথে কোন লোক এক বলদের দেহে।
বেত্রাঘাত কৈল দেখি সাধু তারে কহে ॥ *
কেনে ভাই আমারে করিলা বেত্রাঘাত।
সেহ কহে কেন কহ হেন মিথ্যা বাত ॥
সাধু কহে হয় নয় দেখ ভাই সভে।
বেত্রাঘাত চিহ্ন পৃষ্ঠে দেখে সভে তবে ॥
গো-বিপ্র-বৈষ্ণব-অপমান মহাশয়।
সহিতে না পারে দেখি দহয়ে হৃদয় ॥
তাঁহার সদ্‌গুণ-দয়া-ভক্তির কণিকা।
লালদাস † মাগে জানি প্রাণের অধিকা ॥

১৪১। চরিত্র শ্রীনরবরের রাজা

নরবর-দেশের রাজা মহাভাগবত।
সাধন-নিয়ম পাষাণের রেখাবত ॥
স্মরণ মনন পূজা দণ্ডবত নতি।
আর যে নিয়ম কত আছে নিতি নিতি ॥
তাহার অন্যথা এক তিল নাহি হয়।
রাজ্য ধন পুত্র দারা প্রাণ যদি যায় ॥
একদিন নিয়মিত পূজায় বসিয়া।
আছেন রাজন কৃষ্ণে মন আরোপিয়া ॥
হেনকালে পাৎসা তার নগরে আসিয়া।
বোলাইলা কার্য্য লাগি লোক পাঠাইয়া ॥
তাহে না আইলা রাজা উত্তর না দিলা।
ফিরিয়া আসিয়া লোক পাৎসারে ‡ কহিলা ॥
শুনিয়া পাৎসা তবে ক্রোধ যে করিয়া।
আপনি চলিলা সঙ্গে ফউজ লইয়া ॥
রাজা যথা পূজা করে তথা যে যাইয়া।
কটু কহি ডাকে হাতে তলওয়ার নিঞা ॥
তথাচ উত্তর নাহি দিলা নৃপবর।
ক্রোধাবেশে পাৎসা তবে করিলা ওয়ার ॥
এক পদ কাটিয়া ফেলিল * তথাপিহ।
বাহ্য নাহি কৃষ্ণে মন সর্ব্বেন্দ্রিয় সহ ॥
পাৎসার মনে তবে † চমৎকার হৈল।
দুই দণ্ড নিরখিয়া ভাবিতে লাগিল ॥
এই যে পুরুষ এ তো সামান্য না হয়।
ঈশ্বরের কৃপাপাত্র হইবে নিশ্চয় ॥
পূজার ‡ নিয়ম তবে সমাপন কৈল।
ঠাকুরেরে দণ্ডবত উঠিয়া করিল ॥
চরণে বেদনা তবে অনুভব হৈল।
মূর্চ্ছিত হইয়া রাজা ভূমেতে পড়িল ॥
লজ্জিত হইয়া তবে পাৎসা আপনি।
ধরিয়া তুলিয়ে তাঁরে কহে স্তুতি-বাণী ॥ §
শুশ্রূষা করিয়া তাঁর পীড়া শান্তি কৈল।
গ্রাম-ভূমি-আদি বহু ইনাম করিল ॥
সেই ঠাকুরের সেবা নানাবিধি মতে।
অদ্যাপি বরার্দ্দি আছে সরকার হৈতে ॥
অলৌকিক সেই মহারাজার চরিত্র।
কৃষ্ণকৃপা যারে তারে এ কোন্ বিচিত্র ॥
তাঁহার চরণে কোটি কোটি নমস্কার।
ধন্য হও যদি পদরজঃ পাও তাঁর ॥

১৪২। চরিত্র শ্রীজগদেব পমার

জগদেব নাম তাঁর খেয়াতি পমার।
কৃষ্ণভক্ত-সমাজে তুলনা নাহি যাঁর ॥
সে দেশের রাজার তনয়া ভাগ্যবতী।
কৃষ্ণভক্তা তেঁহো অতি সুশীলা সুমতি ॥
বিবাহ দিবারে রাজা উদ্‌যোগ করিল। ¶
কন্যা কারো দ্বারে নিজ মত জানাইল ॥

---

* কোন লোক এক এক…।…সাধু পুনঃ কহে ॥—পাঠভেদ।
† কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ। ‡ সংসারে যে কহিল—পাঠভেদ।

* ডারিল—পাঠভেদ।
† 'কিছু' এবং দণ্ড নিরখিয়া তবে।—পাঠভেদ।
‡ রাজার—পাঠভেদ। § নম্রবাণী—পাঠভেদ।
¶ উদ্‌যুক্ত হইল—পাঠভেদ।

জগদেব পমার যদি মোর স্বামী হয়। *
নতুবা কাটারি দিব গলাতে নিশ্চয় ॥
রাজা শুনি মনে কিছু বিচার করিল।
কন্যার চরিত্রে বুঝি আনন্দ হইল ॥
জগদেব সাধু কৃষ্ণভক্ত মহাশয়।
এই হেতু কন্যা মোর বরিতে চাহয় ॥ †
ভাল ভাল আমার ভাগ্যের সীমা নাঞি।
হেন ভাগবত ‡ মোর হইবে জামাই ॥
এতেক চিন্তিয়া রাজা ডাকি জগদেবে।
বিনয়পূর্ব্বকে কিছু কহে মৃদুভাবে ॥
তুমি মম কন্যা অঙ্গীকর কৃপা করি।
যে প্রসাদে এ দুস্তর ভবসিন্ধু তরি ॥
পমার কহেন মুঞি বিভা না করিব।
বনেতে গমন করি শ্রীকৃষ্ণ ভজিব ॥
বহু যত্ন কৈলা রাজা নহিল সম্মত।
কন্যারে বিশেষ তবে কহিল পরত ॥
কন্যা শুনি বড়ই ক্ষোভিত হৈল মনে।
অন্ন জল তেয়াগিল তাহার কারণে ॥
রাজা রাণী শোকাকুলি উপায় না দেখি।
কন্যার কারণ § অতিশয় মনোদুঃখী ॥
এক দিন রাজার সভায় নাচে নটী।
কৃষ্ণলীলা গায় নটী অতি পরিপাটী ॥
পমারে করিল নিমন্ত্রণ শুনিবারে।
পমার শুনিতে আইল আনন্দ-অন্তরে ॥
সম্মান করিয়া রাজা বসাইল তাঁরে।
গান শুনি মহাভাব সাধুর সঞ্চারে ॥
আনন্দসাগরে ভাসি কহে নটিনীরে।
অমৃত করাল্যে পান কি দিব তোমারে ॥
ধন কিছু নাহি মোর দেহ মাত্র এই।
কি দিয়া শুধিব ঋণ প্রাণ চাহ দিই ॥

* কন্যা কহে জগদেব যেন স্বামী হয়—পাঠভেদ।
† বিভা করিবারে চায়—পাঠভেদ।
‡ ভাগ্য বড়—পাঠভেদ।
§ আগ্রহে—পাঠভেদ।

হাসিয়া নটিনী কহে প্রাণ চাহি দেহ।
শুনিঞা কহয়ে সাধু এই দিই লহ ॥
এতো কহি নিজ মাথা কাটিয়া তৎক্ষণে।
অমনি ডারিয়া * দিল নটিনী-চরণে ॥
চিকের ভিতর হৈতে রাজকন্যা দেখি।
কান্দিয়া আকুল হৈল ঝরে দুটি আঁখি ॥
পমার আমার স্বামী মরিল বলিয়া।
কান্দে ধনী দুই কর বুকেতে হানিঞা ॥
রাজারাণী-আদি সভে সান্ত্বনা করিতে।
কহে মোর প্রাণ চাহে বাহির হইতে ॥
যদি মোর এই প্রাণ রাখিবারে চাহ।
পমারের কাটা মুণ্ড আনি মোরে দেহ ॥
তবে সেই কাটা মুণ্ড তারে আনি দিল।
রাজকন্যা তাহা এক থালীতে রাখিল ॥
সম্মুখ হইয়া যবে দেখয়ে নয়নে।
পশ্চাত হইয়া মুণ্ড ফিরয়ে আপনে ॥
পুনঃ থালী ফিরাইয়া সম্মুখ করয়।
পুনঃ মুণ্ড আপনিহ পশ্চাত যে হয় ॥ †
স্ত্রীসঙ্গ না করিব যে প্রতিজ্ঞা আছিল।
মরিলেও সেই সমস্কার প্রকাশিল ॥
পুনঃ রাজকন্যা সেই ধড় আনাইয়া।
মুণ্ড স্কন্ধোপর ধরি দিল বসাইয়া ॥
বসাইবামাত্র যোড় লাগি পূর্ব্ববত।
জীবিত হইল সেই ‡ কৃষ্ণের ভকত ॥
চেতন পাইয়া পুনঃ ফিরিয়া বসিল।
রাজকন্যা বহু স্তুতি করিতে লাগিল ॥
অঙ্গসঙ্গ তোমারে করিতে নাহি কহি।
দাসী অঙ্গীকার মোরে কর মাত্র এহি ॥
তোমার সেবাতে মুঞি কৃতার্থ হইব।
কৃষ্ণনাম-লীলা-গুণ সদাই শুনিব ॥

* ধরিয়া-ফেলিয়া—পাঠভেদ।
† করয়া—পাঠভেদ।
‡ হইল শরীর যাথে—পাঠভেদ।

এই বাঞ্ছামাত্র মোর * কৃপা কর মোরে।
নতুবা তেজিব প্রাণ কহিনু তোমারে ॥
এতেক শুনিঞা সাধু আনন্দ অন্তরে।
কৃষ্ণ-অনুরাগী বটে বুঝিয়া বিচারে ॥ †
হৃদয়ে জন্মিল সুখ প্রসন্ন হইয়া।
অঙ্গীকার কৈল তাঁর স্ত্রীত্ব মানিঞা ॥
চতুর্দ্দিকে লোক সব দেখি চমৎকার।
প্রশংসি সকলে করে জয়-জয়কার ॥
তবে দুই জনে তেজি বিষয় বিভোগ।
নির্জ্জনে থাকয়ে সদা ছাড়ি অন্য যোগ ॥
কৃষ্ণকথা-আলাপন বিনে অন্যকথা।
যথায় প্রসঙ্গ হয় নাহি যান তথা ॥
পূর্ণ কৃষ্ণকৃপা হৈল দোঁহার উপরে।
ডুবিল দোঁহার মন প্রেমের পাথারে ॥
প্রেমামৃতসিন্ধু-নীরে দোঁহে ক্রীড়া করে।
পরম নির্বৃতি হৈল মায়া গেল দূরে ॥
রাজার বৈষ্ণবে রতি হয় অসাধার।
কৃষ্ণভক্ত শ্রেষ্ঠ-নিষ্ঠা-শান্তি নির্ম্মৎসর ॥
আর এক কন্যা তাঁর আছয়ে যুবতী।
স্বধর্ম্মে নাহিক মতি স্বভাব অসতী ॥
এক যে বৈষ্ণব গৃহে কথোক দিবস।
থাকয়ে অন্দরে যায় আছয়ে বিশ্বাস ॥
কিন্তু অন্তস্পটে সেই কন্যার সহিত।
আসক্তি জন্মিয়া দোঁহে হইল পিরীত ॥ ‡
রাজা প্রাতঃকালে উঠি বাহিরে যাইতে।
দোঁহে মেলি ক্রীড়া করে ছাতে সেই পথে ॥
দৈবাত অলসে নিদ্রা গেল দুই জনে।
উলঙ্গ হইয়া দোঁহে করি আলিঙ্গনে ॥

* এবে বাঞ্ছা সদা মাত্র—পাঠভেদ।
†...আনন্দিত হৈল।...রাজকন্যারে বুঝিল—পাঠভেদ।
‡ উভে হৈল বিপরীত—পাঠভেদ।

রজনী প্রভাত হৈল তাহা নাহি জানে।
হেন কালে রাজা আইল মুখ প্রক্ষালনে ॥
আগে গিয়া দেখে কন্যা বৈষ্ণব সহিত।
শয়নে আছয়ে * কিছু নাহিক সম্বিত ॥
দেখিয়া রাজন কিছু বিচার করিল।
যদ্যপি বৈষ্ণব হেন অতিক্রম কৈল ॥
তথাপি আমার ঞিহো দণ্ড-অর্হ নহে।
বৈষ্ণবের দণ্ডকর্ত্তা প্রভু—অন্য নহে ॥ †
কৃষ্ণের ভকত হয়, কৃষ্ণ যার প্রভু।
অন্যের শাসন-অর্হ ‡ নহে সেই কভু ॥
এতেক বিচার করি কিছু না কহিয়া।
নিজ উত্তরীয় বস্ত্র উড়নি লইয়া ॥ §
উভয়ের অঙ্গ ঢাকি গেলেন চলিয়া।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল দোঁহে উঠে চমকিয়া ॥
রাজার উড়নি ¶ অঙ্গে দেখিয়া ভাবয়।
কম্পিত হইয়া উঠি গেল নিজালয় ॥
বৈষ্ণব সভয় অতি কম্পিত অন্তরে।
রাজা তাহা দেখি অতি সম্মান আচরে ॥
পূর্ব্ব হৈতে অধিক ভকতি আচরিল।
বৈষ্ণব অন্তরে তবে আনন্দ হইল ॥ **
বৈষ্ণবে এতেক ভক্তি অতএব ধন্য।
সাধু সাধু সেই এক ত্রিজগতে মান্য ॥
নির্মৎসর †† মধ্যে তারে মানি শ্রেষ্ঠ করি।
তাঁহার চরণে কোটি কোটি নমস্করি ॥

* শুতিয়া আছয়ে—পাঠভেদ।
† কভু রাজা নহে—পাঠভেদ।
‡ ভক্তের ...।...সামর্থ্য কর্ত্তা...॥—পাঠভেদ।
§...কহিল।...উড়াইয়া দিল ॥—পাঠভেদ।
¶ উত্তরী—পাঠভেদ।
**...হইল।...আনন্দ পাইল—পাঠভেদ।
†† সকলের মধ্যে—পাঠভেদ।

ইতি শ্রীভক্তমালে মাধব সিংহ রাজরাণী আদি ভক্তগণ-বর্ণনা নাম চতুর্বিংশ মালা ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ মালা

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

১৪৩। চরিত্র শ্রীকৃষ্ণদাস সোণার

কৃষ্ণদাস নাম হয় সোণার বৈষ্ণব।
কৃষ্ণসেবা-পরায়ণ * শুদ্ধ প্রেমভাব॥
দিবা রাত্রি নাহি জানে প্রেমসেবানন্দে। †
চকোর যেমন সুধা পান করে চন্দ্রে॥
প্রাতঃকাল অবধি গঙ্গার স্রোতন্যায়।
যখন যে সেবা তার ক্রুটি নাহি হয়॥
মধ্যে মধ্যে নিয়মিত নৃত্যগীতবাদ্য।
করেন নিতানি সাধু অনুরাগ-সিদ্ধ॥
একদিন নৃত্য গীত করিতে করিতে।
পায়ের নূপুর খসি পড়িল ভূমেতে॥
নৃত্য দেখি ঠাকুরের আনন্দ জন্মিল।
কিন্তু রসান্তর হৈল নূপুর খসিল॥
আপনি সামান্য বালকের রূপ ধরি।
নূপুর চরণে পরাইল যত্ন করি॥
কে তুমি কহিতে সাধু আর দেখা নাঞি।
সংশয় সাধুর মনে হইল বড়ই॥
স্নেহাবেশে অনুযোগ অনেক করিল।
প্রণয় কলহেতে ধিৎকার বহু দিল॥
ভৃত্যের চরণে ধরি নূপুর পরাল্যে।
ছি ছি তব লাজ নাঞি ঘৃণা না করিলে॥

ঠাকুর শুনিঞা তাহা মুচকিয়া * হাসে।
তাহার মরম নাহি বুঝে লালদাসে॥ †

১৪৪। চরিত্র শ্রীকৃষ্ণদাস সাধু

গোবর্দ্ধনবাসী কৃষ্ণদাস মহাশয়।
গোফাতে থাকেন কৃষ্ণভক্তির আলয়॥
দিবানিশি কৃষ্ণনাম উচ্চস্বরে গায়।
আহার বিহার ক্ষুধা তৃষ্ণা না বাধয়॥ ‡
কৃষ্ণ বলি সদাই করুণা করি ডাকে।
উন্মত্ত সদাই সাধু প্রেমানন্দ-সুখে॥
এক দিন গোফার দুয়ারে এক ব্যাঘ্র।
আসি দাণ্ডাইল ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি উগ্র॥
সাধু তারে দেখি বহু সম্মান করিল।
অতিথি বলিয়া আনি আসন অর্পিল॥
খাইতে কি দিব বলি করয়ে চিন্তন।
মাংসভোগী § হয় ব্যাঘ্র-আদি পশুগণ॥
মাংস আর কোথা পাব নিজ অঙ্গ বিনা।
এতো ভাবি নিজ পদ কাটিয়া আপনা॥
ব্যাঘ্রেরে ভোজন করিবারে সাধু দিল।
ব্যাঘ্র তো ভোজন করি উঠিয়া চলিল॥
কর্ম্মীর আকার পাছে কেহ কর মনে।
সাধুর আশয় গূঢ় কেহ নাহি জানে॥
পরদুঃখে দুঃখী কৃষ্ণভক্তের স্বভাব।
নাহি দেখে নিজ সুখ-দুঃখ লাভালাভ॥

---

* কৃষ্ণপ্রেম পরায়ণ—পাঠভেদ।
† দিবানিশি জানি প্রেম সেই প্রেমানন্দে—পাঠভেদ।

* চমকিয়া—পাঠভেদ।
† কৃষ্ণদাসে—পাঠভেদ।
‡ রাখয়—পাঠভেদ।
§ মাংসভোজী—পাঠভেদ।

শ্রীকৃষ্ণ-চরণে রতি করিয়া কামনা।
তাঁহার চরণে চাহি অর্পিতে * আপনা॥

১৪৫। চরিত্র শ্রীগদাধর ভক্ত

বরহানপুরের সন্নিকটে এক গ্রাম।
তাহাতে বসতি হয় গদাধর নাম॥
অপূর্ব্ব মন্দিরে কৃষ্ণসেবা অনুপাম।
লালবিহারী হয়েন শ্রীঠাকুরের নাম॥
দিবানিশি নানা উপচারে সেবা করে।
বৈষ্ণবে পিরীত সেবা কতেক প্রকারে॥
কিন্তু যে সঞ্চয় অর্থ অন্ন-আদি করি।
কিছু মাত্র নাহিক রাখয় ঘরে ধরি॥
অন্ন জল ফল-মূল † যখন যা পায়।
সংস্কার করিয়া ভোগ তখনি লাগায়॥
তথাপিহ নিতি হয় মহামহোৎসব।
নানা ভোগ লাগে খায় ‡ শতেক বৈষ্ণব॥
শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন যারে § তার কি অভাব।
না চাহিতে হয় তার চতুর্ব্বর্গ লাভ॥
এক দিবস যে প্রহর দুই হইল।
সেবা নাহি হয় দ্রব্য কিছু না মিলিল॥
আনন্দে বসিয়া সাধু হরিগুণ গায়।
ঠাকুর আনিবে মনে আছয়ে নিশ্চয়॥
হেনকালে এক মহাজন দুই শত।
টাকা দিয়া ঠাকুরে করিল প্রণিপাত॥
সেই দুই শত টাকা তখনি লইয়া।
সামগ্রী আনিঞা নানা পাকাদি করিয়া॥
ভোগরাগ দিয়া মহামহোৎসব কৈল।
কল্য কি হইবে বলি কিছু না রাখিল॥
নিতি নিতি ¶ এই মত করে মহোৎসব।
প্রেমানন্দে কাটে কাল নাহি কোন ক্ষোভ॥

মোরা যে বিষয়সুখ মস্তকে ধরিল।
তেঁহো সেই বিষয়ের মাথে পদ দিল॥
বিষয় নাম্বাইয়া ভূমে তাঁর পদদ্বয়।
মস্তকে ধরিব করি * শক্তি নাহি হয়॥
যে হেতুক মায়ার যে চরণ-আঘাতে।
না মরি না বাঁচি সদা মগ্ন যাতনাতে॥
বৈষ্ণব গোসাঞি বিনে ইহার উপায়।
অনেক ঢুঁড়িয়া লালদাস † না দেখয়॥

১৪৬। চরিত্র শ্রীভগবান দাস

ভগবান দাস নাম একান্ত নৈষ্ঠিক।
ভজন নিয়ম যেন পাষাণের রেখ॥
রাজা ছল করি তাঁর নিষ্ঠা বুঝিবারে।
সহরে ঢেঁডরা দিল নিজ ভৃত্যদ্বারে॥
তিলক তুলসী মালা যে জন ধরিব।
তৃতীয় দিবসে তার মস্তক ছেদিব॥
অনৈষ্ঠিক যাহারা তাহারা তাহা শুনি।
তিলক তুলসী মালা তেজিলা তখনি॥ ‡
ভগবান দাস কহে এ বড় প্রমাদ।
কণ্ঠি তিলক ছাড়ি জীবনে কি সাধ॥
যায় যাবে পরাণ বাঁচিয়া কিবা ফল।
যদ্যপি ছাড়িতে হয় তুলসীর মাল॥
পরাণ থাকিতে এ তো না পারি ছাড়িতে।
মৃত্যু তো নিশ্চয় আছে কি ভয় তাহাতে॥
এতো কহি সর্ব্বাঙ্গে তিলক ছাপা কৈল।
কণ্ঠ ভরিয়া কণ্ঠী ধারণ করিল॥
দুই তিন দিন পরে রাজা বোলাইল।
ভক্তিনিষ্ঠা জানি তাঁরে পরিতোষ হৈল॥
যাহারা ভয়েতে মালা তিলক ছাড়িল।
তাহাদিগে লজ্জা দিয়া ভক্তি শিখাইল॥

---

* সঁপিতে—পাঠভেদ। † ফল ফুল—পাঠভেদ।
‡ খায় নিত্য—পাঠভেদ। § কৃষ্ণেতে প্রসন্ন যেই—পাঠভেদ।
¶ নিত্য নিত্য—পাঠভেদ।

* ধারণ করি—পাঠভেদ।
† কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।
‡ কণ্ঠী তিলকহীন হইল অমনি—পাঠভেদ।

রাজার চরণে করি কোটি পরণাম।
আমা সবাকারে যদি শিখান ধরম ॥

১৪৭। চরিত্র শ্রীসুবার দেওয়ান

সুবার দেওয়ান এক বড় ভক্তিমান।
বিষয় করেন কিন্তু কৃষ্ণপদে মন ॥ *
স্বভাব সুশান্ত নির্ম্মৎসর দয়াশীল।
কৃষ্ণ বিনে মিথ্যা সব † দেখয়ে অখিল ॥
স্ত্রী তাঁর সুবিজ্ঞা সুশীলা কৃষ্ণভক্তা।
গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবে সমান অনুরক্তা ॥ ‡
গুরু গৃহে আইলেন অতি ভক্তিভাবে।
কায়মনোবাক্যে স্ত্রী পুরুষ দোঁহে সেবে ॥ §
গুরুর গমন-কালে বিদায়-কারণ।
কি দিব স্ত্রীকে তবে পুছেন দেওয়ান ॥
স্ত্রী কহে যদ্যপি আমারে জিজ্ঞাসহ।
উচিত কহিব ¶ যদি মোর বাক্য লহ ॥
'সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ' এইত প্রমাণ।
সমর্পণ যাঁহারে ** করিলে দেহ প্রাণ ॥
অতএব গৃহ অর্থ সকলি সঁপিয়া।
চলহ বাহির হই এক বস্ত্র নিঞা ॥
কৃষ্ণ পাইবার পথ বড়ই সুগম।
পরম উপায় যে পাইতে প্রেমধন ॥
যাঁর দ্রব্য তাঁরে দিয়া পাবে রত্নসার।
ইহাতে কি পরামর্শ কি আছে বিচার ॥ ††
স্ত্রীর সুন্দর বাক্য সাধুর সম্মত।
বেদের নিগূঢ় সার পরম সিদ্ধান্ত ॥

শুনিঞা দেওয়ান তাঁরে প্রশংসিয়া কহে।
গদগদ স্বরে দুটি চক্ষে ধারা বহে ॥ *
ধন্য তুমি তোমার বালাই নিঞা মরি।
স্ত্রীর এমতি মতি কভু নাহি হেরি ॥
তোমার মায়ায় আমি হইয়া মোহিত।
সঞ্চয় করি যে মুঞি অর্থে মোর প্রীত ॥
সেই তুমি তাতে যদি অনাসক্ত হৈয়া।
গুরুকে সর্ব্বস্ব দিতে হৃষ্ট হৈল † হিয়া ॥
ইহার অধিক আর সুখ কিবা আছে।
এ মোহে তরিনু যাথে কৃষ্ণ পাব পাছে ॥
ভাল ভাল তবে সেই অবশ্য-কর্ত্তব্য।
চল নিকশিয়া যাই দিয়া সব দ্রব্য ॥
তবে স্ত্রী নিজ অঙ্গ ভূষণ যতেক।
খুলিয়া ধরিল সর্ব্ব অঙ্গের প্রত্যেক ॥
দুই হস্তে দুই গাছি বান্ধি রাঙ্গা সূত্র।
স্বামী বর্ত্তমান চিহ্ন রাখিলেন মাত্র ॥
দুই বস্ত্র দু'জনার পরিধান হয়।
তাহাই লইয়া মাত্র দোঁহে নিকশয় ॥
গুরুকে সর্ব্বস্ব সাধু সমর্পণ কৈল।
গুরু তাহা নাহি নিল দোঁহে হেঁট হৈল ॥
সাধু স্ত্রী-পুরুষে মেলি চাহে সমর্পিতে।
গুরু শিষ্য-প্রতি স্নেহে না চাহেন নিতে ॥
গুরু আজ্ঞা করি তবে গৃহে চলি গেলা।
আজ্ঞাক্রমে সেই গৃহে বসতি করিলা ॥ ‡
গুরু সেই অর্থ কিছু গ্রহণ না কৈলা।
কিন্তু ছলে বলে পাছে তারি সাত কৈলা ॥
তাঁহার চরণরজঃ হৃদয়ে অর্পিয়া।
ভকতির কণা মাগে এ লালদাসিয়া ॥ §

---

* ধ্যান—পাঠভেদ।
† মিথ্যাকার—পাঠভেদ।
‡…তেমতি সুবিজ্ঞ কৃষ্ণভক্ত।…সদাই… ॥—পাঠভেদ।
§ স্ত্রীপুরুষ মিলি কায়মনোবাক্যে সেবে—পাঠভেদ।
¶ তবে যে উচিত—পাঠভেদ।
** যাঁরে সমর্পণ যে—পাঠভেদ।
†† কি পরামর্শ কিবা সে বিচার—পাঠভেদ

*…বাক্যেতে নয়নে ধারা বহে—পাঠভেদ।
† তুষ্ট কর—পাঠভেদ।
‡ গুরুর আজ্ঞাতে…। অভিমানে…॥—পাঠভেদ।
§ কৃষ্ণদাসিয়া—পাঠভেদ।

১৪৮। চরিত্র শ্রীলালমতি বাঈ

লালমতি বাঈ নাম শুন তাঁর কথা।
ভক্তিপথে নাহি বুঝি তাঁহার সমতা॥
বুঝি তেঁহো ভকতি-দেবীর প্রিয় ধাম।
অথবা দেবীর তাঁর অঙ্গেতে বিশ্রাম॥
কিংবা তাঁর অঙ্গের কিরণ লালমতি।
কিংবা তেঁহো স্বয়ং প্রকাশরূপে স্থিতি॥
গুরু কৃষ্ণ ভক্ত ভক্তি এক করি জানে।
অন্য দেবা দেবী কর্ম্ম জ্ঞান নাহি মানে॥
অনন্যমাধুর্য্য দৃঢ় অচলা ভকতি।
অষ্ট সাত্ত্বিক মহাপ্রেমময়-রতি॥
দিবা নিশি জ্ঞান নাহি কৃষ্ণময় দেখে।
কৃষ্ণনাম বিনে অন্য শব্দ নাহি মুখে॥
আহার বিহার নিদ্রা কেনো চেষ্টা নাহি।
হা হা কৃষ্ণ বলিয়া ফুকারে * রহি রহি॥
বৈষ্ণব দেখিয়া শ্রীল-কৃষ্ণবুদ্ধি করি।
প্রেমাবেশে কান্দয়ে চরণদুটি ধরি॥ †

* ফুৎকারে—পাঠভেদ। † পূজয়ে চরণযুগ ধরি—পাঠভেদ।

বৈষ্ণব অধরামৃত-পাদোদক রজ।
সেবন করেন সদা ধরেন হৃদিমাঝ॥
বৈষ্ণবের গুণগান ছন্দ গাঁথা গীত।
দুর্ব্বাসাকে ভগবান কহে যেই নীত॥
নাম-গুণ-লীলা সদা উচ্চস্বরে গায়।
দুই চক্ষে যেন গঙ্গাধারা বহি যায়॥
কৃষ্ণকৃপা পূর্ণ যাতে চারি তত্ত্বে সম।
চেয়ো এক একে চারি নাহিক বিষম॥ *

দোঁহা-হিন্দী

ভক্ত ভক্তি ভগবন্ত গুরু চতুর নাম বপু এক।
ইনকে পদ বন্দন করৈ নাশৈ বিঘন অনেক॥ইতি

অতএব উপদেশ সাধুর সিদ্ধান্ত।
উপনিষদের মতে সিদ্ধান্ত নিতান্ত॥
চারি এক একে চারি জানিঞা নিশ্চয়।
শরণ লইতে তবে লালদাস † ধায়॥

* শ্রীকৃষ্ণ কৃপা যাতে । বাক্যে…॥—পাঠভেদ।
† কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীকৃষ্ণদাস সোণার-আদি-ভক্তগণ-গুণ-কথন নাম পঞ্চবিংশ মালা॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশ মালা

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

শ্রীকৃষ্ণলীলা তথা শ্রীবৃন্দাবন-মহিমাকথন

এবে কহি বৃন্দাবন ধামের মহিমা।
পরম অদ্ভুত যার নাহি হয় সীমা॥
মথুরা-মণ্ডল ব্যাপি লীলা অনুকূল।
গিরি নদী বৃক্ষ বন মহিমা অতুল॥
কূপ সরোবর আদি ভুবনপাবন।
প্রধান প্রধান কিছু করিব বর্ণন॥
সপ্ত গিরি, চারি ধাম, দ্বাদশ যে বন।
দ্বাদশ উপবন হয় পরম মোহন॥ *
ত্রিসপ্ত কদম্বখণ্ডি, সপ্ত বট হয়।
সপ্ত নদী, সপ্ত সরোবর বিরাজয়॥
চৌরাশীতি কুণ্ড হয়, চৌরাশীতি কূপ।
অসঙ্খ্য লীলার স্থান লীলা-অনুরূপ॥
তা-সবার নাম সঙ্কীর্ত্তন পুনঃ করি।
মহিমা গুণের কথা কহিবারে নারি॥
বর্ষানের † গিরি নন্দীশ্বর গিরিবর।
কাম্যবনে গিরি কৃষ্ণপদ-চিহ্ন ধর॥
চরণপাহাড়ী বলি খ্যাত ত্রিজগতে।
অদ্যাপি দর্শন শ্রীচরণ-চিহ্ন তাতে॥ ‡
কদম্বখণ্ডির গিরি পরম মোহন।
যথা গূঢ় রাসলীলা সহ গোপীগণ॥

আদিবদ্রি গিরিবর পরম সুরম্য।
বদ্রিনাথ রূপে তথা কানন সুরম্য॥ *
চরণ-পাহাড়ি যথা চরণ-গঙ্গা হয়।
গো মহিষ আদি তথা পদচিহ্ন রয়॥ †
সপ্তম শ্রীগোবর্দ্ধন যাহার মহিমা।
বেদ-বিধি-অগোচর না হয় বর্ণিমা॥
ইহার সভার মহিমা যে প্রত্যেকে বর্ণিতে।
নারিব বর্ণিতে তাহা যে আইসে বুদ্ধিতে॥
প্রথমে শ্রীনন্দীশ্বর গুণগান করি।
চিদানন্দময় নিত্য ব্রহ্মময় গিরি॥
যোগপীঠ যোগেশ্বর জগত-আরাধ্য।
পরাৎপর কৃষ্ণ-ক্রীড়া-ধাম নিত্যসিদ্ধ॥
পিতা শ্রীল-নন্দরাজ মাতা শ্রীযশোদা।
গো-গোপ-গোপিকা সহ যথা লীলা সদা॥
প্রাতঃকালে মাতা গাত্রোত্থান করাইয়া।
ক্রোড়ে করি শত শত চুম্বন করিয়া॥
অশ্রুজলে ভাসি যায়, স্তনে ক্ষীর বহে।
স্নেহে মাতা নাহি ছাড়ে, কণ্ঠে ধরি রহে॥
স্বর্ণ-অলঙ্কার কৃষ্ণ-অঙ্গেতে শোভিত।
নীলরতন যেন সোণায় জড়িত॥
যশোদা-মাতার কণ্ঠে ভাল শোভা করে।
ত্রৈলোক্যে উপমা তার নাহিক দিবারে॥
মায়ের আদরে কৃষ্ণ আলুয়াইয়া গা।
নাচায় ‡ দুখানি পদ আধ আধ রা॥
বদন মায়ের স্কন্ধে করে কণ্ঠ ধরি।
মৃদু হাস্য শ্রীবদনে চমৎকারকারী॥

---

*...দ্বাদশ বন। দ্বাদশ উপবন পরমমোহন॥—পাঠভেদ।
† রসালের—পাঠভেদ।
‡ চরণ প্রহার...।...দর্শনচিহ্ন চরণ যাহাতে—পাঠভেদ।

* অত্যাবধি ·। বৈষ্ণনাথ...॥—পাঠভেদ।
† 'পদচিহ্নচয়' ও 'পদচিহ্ন বয়'—পাঠভেদ।
‡ না যায়—পাঠভেদ (অপপাঠ)।

নাসাতে নোলক গজমতি আন্দোলিত।
কি আশ্চর্য্য তাহা হেরি ভুবন মোহিত॥
লালন করয়ে মাতা ছাড়িতে না পারে।
ভুমেতে রাখিতে মাতার অন্তর বিদরে॥
কথোক্ষণ পরে তবে দাসগণ-দ্বারে।
মুখপ্রক্ষালন আদি করান সত্বরে॥
অলঙ্কার-বস্ত্র তবে পরাইয়া দিলা।
বলরাম সহ গো-দোহন হেতু গেলা॥
গো-দোহন করে মধুমঙ্গল সহিতে।
হেনকালে শ্রীরাধিকা সখীর সহিতে॥
কৃষ্ণ লাগি অন্ন আদি পাক করিবারে।
আইলেন শ্রীযশোদা-মাতার আগারে॥
নব-গোরোচনা-মিশা সোণার পুতলী।
ক্ষীণ মধ্যভাগ তাহে শোভয়ে ত্রিবলি॥ *
অঙ্গের ছটায় দশদিক আলোকিত।
সুস্থিরচপলা যেন বেড়িয়া উদিত॥
সুন্দর কুটিল নব কাদম্বিনী জিনি।
স্থুল গোফা † কেশ পৃষ্ঠে লোঠন ঢুলনি॥
অপূর্ব্ব লোহিত কটি-বসন ঘাগরা।
ঝালর তাহার প্রান্তে দোলে মণি-হীরা॥
সূক্ষ্ম নীল বস্ত্র অঙ্গে উড়ুনি শোভয়।
মণি মুক্তা হীরা জরি খচিত তাহায়॥
চরণে ঘুঙ্গুর হেমনূপুর পঞ্চম।
চালাইতে চরণ বাজিছে ঝম ঝম॥
কটিতে কিঙ্কিণী, কণ্ঠে মুকুতার হারি।
মণি-চন্দ্রহার শোভে উরোজ-উপরি॥
অমূল্য রতন ‡ মণি সোণায় জড়িত।
বক্ষঃস্থলে শোভা করে কৃষ্ণ মনোনীত॥
কর্ণে রত্ন-ঢেঁড়ি তাহে ঝুমুকা লটকে।
নাসাতলে মুক্তা দোলে বিজুরি § চমকে॥

*...সোণার সহিত।...অতি মনোনীত॥—পাঠভেদ।
† স্থুল গাঁথা—পাঠভেদ। ‡ অপূর্ব্ব রতন—পাঠভেদ।
§ বিজলি—পাঠভেদ।

নাসায় তিলক মৃগমদ সুশোভন।
চিবুকে কস্তুরী-বিন্দু শ্রীকৃষ্ণমোহন॥
সিন্দুরের বিন্দু ভালে অলক-কুন্তল।
অর্দ্ধকুণ্ডলী-রূপে করে ঝলমল॥
সোণার কমলে যেন ভ্রমরার পাঁতি।
হেমচন্দ্রোপরি * যেন নবঘন-কাঁতি॥
তাহার উপরে শোভে মণিময় সিঁথি।
হেম-জড়াতনে আন্দোলিত মুক্তাপাঁতি॥ †
তাহে লগ্ন মধ্যমণি ‡ মাণিক্যে রচিত।
চৌদিকে মুকুতা গাঁথা পরম শোভিত॥
টীকা আন্দোলায়মান সুচিক্কণ ভালে।
তাহে চমৎকার শোভা বদন-কমলে॥
বাহুযুগে বাজুবন্ধ রতনে জড়িত।
তাটঙ্ক তাবিজ তাহে ঝাঁপা সুলম্বিত॥ §
নীলমণি চুড়ি করে কঙ্কণ বলয়া।
অঙ্গুলে অঙ্গুরী হীরা-মাণিক-কলয়া॥
গজেন্দ্র-গমনে আইসে সঙ্গে সহচরী।
সমান বয়স বেশ পরম সুন্দরী॥
কৃষ্ণকথা-আলাপনে হাসিতে খেলিতে।
লোহিত পুষ্পের গেণ্ডু লুফিতে লুফিতে॥
গোষ্ঠের খিড়িকে আসি উপনীত হৈল।
কৃষ্ণে হেরি হৃদয়-কমল বিকশিল॥
সখীসহ পরম আনন্দে মগ্ন হৈলা।
আড়নয়নে হেরি সুখেতে ভাসিলা॥ ¶
প্রেমের বিকার লোকভয়ে সাম্ভালিয়া। **
সুবদনে দিলা আড়ঘোম্‌টা টানিয়া॥
সেই যে গ্রীবার ভঙ্গি শ্রীহস্তের শোভা।
করতল রক্ত করপৃষ্ঠ স্বর্ণ-আভা॥
তাহাতে রতনাঙ্গুরী পরম মোহন।
হেরিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হইলা মগন॥

* হেমচন্দ্রসার—পাঠভেদ।
†...মণিময় নিধি। হেম জড়িত...॥—পাঠভেদ।
‡ তাহাতে মগন মণি—পাঠভেদ।
§ বাহুমূলে...। তাড় ও তাবিজ...॥—পাঠভেদ।
¶ চমকিত ভেলা—পাঠভেদ। ** সামালিয়া—পাঠভেদ।

আরো তাহে ছলক্রমে বসন উঘারি।
ঘোম্‌টা খুলিয়া চাহে নয়ন পশারি ॥
কৃষ্ণচন্দ্র তাহা হেরি পুলক-হৃদয়।
নিজানুসন্ধান ভুলি চমকিয়া চায় ॥
প্রফুল্ল কমল হেরি যেমন ভ্রমর।
পূর্ণচন্দ্র হেরি যেন লোভিত চকোর ॥
নবঘন পানে যেন চাতক চাহয়।
চন্দ্রের উদয়ে যেন সিন্ধু উথলয় ॥
তেমনি কৃষ্ণের হৃদি-নয়ন উন্মত্ত।
রসলোভী জানিঞা রসের পরতত্ত্ব ॥
রসসিন্ধু মাঝে ডুবি * উঠিতে নারয়।
আঁখি-মন-হীন কৃষ্ণ করাদি চালয় ॥
দোহন করয়ে বাঁটে দুগ্ধ নাহি ক্ষরে।
শুধুই চালায় হস্ত বাহ্য নাহি স্ফুরে ॥
ধবলীর ভরমে বর্দ্ধনপদ ছাঁদি।
ভ্রমচেষ্টা দোহন করয়ে মুষ্টি বাঁধি ॥
দোঁহ-মন দোঁহো-প্রেম সাগরে মগন।
দোঁহাকার ভ্রমচেষ্টা আত্ম-বিস্মরণ ॥ †
প্রমাদ হেরিয়া ললিতাদি সখীগণ।
উপায় চিন্তিয়া তার কৈল সমাধান ॥
প্যারীজীর সম্মুখ করিয়া আচ্ছাদন।
ঘেরিয়া চলিলা সভে করি আবরণ ॥
নন্দালয়ে যাইয়া শ্রীযশোদা-চরণে।
প্রণাম করিলা সভে সুনম্রবদনে ॥
মাতা শ্রীরাধিকা হেরি আনন্দিতা হৈলা।
ক্রোড়ে করি শত শত চুম্বন করিলা ॥ ‡
আহা বৎস তোমার বালাই লয়ে মরি।
তোমা সম গুণবতী ব্রজে নাহি হেরি ॥
রূপে গুণে শীলে কর্ম্মে কুশল রন্ধনে।
এমন বালিকা আর না দেখি ভুবনে ॥

আহা মরি কোন্ বিধি নিরমিল * তোমা।
ত্রিভুবনে তোমা সম নাহিক উপমা ॥
আমার কৃষ্ণের রূপ যেমন সুন্দর।
তাহার সহিত হয় তুলনা তোমার ॥
বিধাতা বিমুখ মোরে বঞ্চনা করিল।
হেন যে রূপসী বধূ মোর না হইল ॥
তথাচ আমার স্বাভাবিক হয় জ্ঞান।
তোমারে দেখি যে মোর বধূর সমান ॥
এতো কহি বক্ষোপরে স্নেহাবেশে রাখি।
বদন চুম্বন করে ছল ছল আঁখি ॥ †
তবে আজ্ঞা দিলা মাতা রন্ধনে যাইতে।
লইয়া রোহিণী মাতা চলিলা তুরিতে ॥
অনুগতা দাসী শ্রীচরণ ধোয়াইলা।
সোণার পুতলি গৌরী রন্ধনে চলিলা ॥ ‡
যোগাইয়া দেন তবে শ্রীরোহিণী মাতা।
ক্ষণমাত্রে পাক কৈলা অমৃত-নিন্দিতা ॥
কতেক ব্যঞ্জন তার না যায় বর্ণন।
শাল্যন্ন পিষ্টক ক্ষীর স্বাদু বিলক্ষণ ॥
অন্য গোপীগণ জলপানীয় সামিগ্র।
বনাইলা সুন্দর হইয়া চিত্তব্যগ্র ॥
উৎকণ্ঠা হইয়া মাতা কৃষ্ণে বোলাইলা।
স্নান করাইয়া জলপান করাইলা ॥
শ্রীমধুমঙ্গল আর শ্রীদামাদি গণ।
কৃষ্ণের যতেক সখা প্রণয়-ভাজন ॥
কৃষ্ণ-বলরামে মাতা সভার সহিত।
ভোজন করায় অতিস্নেহে আর্দ্রচিত ॥
ভোজনকালীন কৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে।
কত বা কৌতুক করে হাসে কত রঙ্গে ॥
বর্ণিতে নারিনু তাহা বিস্তার করিয়া।
সংক্ষেপে কহিনু কিছু ভোজনের ক্রিয়া ॥

* ডুবিয়া রসের সিন্ধু—পাঠভেদ।
† দোঁহা সম দোঁহে ভ্রমে প্রেমের সাগরে।
…আত্মবিস্মারে ॥—পাঠভেদ (প্রামাদিক)।
‡ বদন চুম্বিলা—পাঠভেদ।

* সিরজিল—পাঠভেদ।
†…বক্ষস্থলে স্নেহাবেশে…।…চুম্বয়ে মাতা…॥—পাঠভেদ।
‡ গড়ি রন্ধনে বসিলা—পাঠভেদ।

সমাপন করিয়া ভোজন আচমন।
শয়ন করিলা করি তাম্বূলচর্ব্বণ ॥
দুই দণ্ড * শয়ন করিয়া উঠি তবে।
গোচারণে গেলা দশ দণ্ড বেলা যবে ॥
স্নেহেতে কাতর মাতা সাজাইয়া দিলা।
গোধন লইয়া সখাসঙ্গে গোষ্ঠে গেলা ॥
কৃষ্ণের অধরামৃত ধনিষ্ঠা আনিঞা।
প্যারীজীরে দিল অতি গোপন করিয়া ॥
সখীসঙ্গে মেলি প্যারী ভোজন করিলা।
কৃষ্ণ দরশন হেতু উৎকণ্ঠা হইলা ॥
যশোমতী মাতা বহু আদর করিয়া।
মণি † অলঙ্কার বস্ত্র দিলা পরাইয়া ॥
কুন্দলতা-সহ গৃহে দিলা পাঠাইয়া।
ঘরে গিয়া অট্টালিকা-উপরে চড়িয়া ॥
কৃষ্ণ দরশন করে উৎকণ্ঠিত হইয়া।
প্রেমেতে মূর্চ্ছিতা সখী রাখয়ে ধরিয়া ॥
কৃষ্ণ চলি গেলা আর ‡ না মিলে দর্শন।
বিরহে কাতর হেরি মিলি সখীগণ ॥
গুরুজন-অনুমতী লইয়া আসিলা।
সূর্য্যপূজা-ছলে বনে লইয়া চলিলা ॥
বৃন্দাবনে গিয়া রাধাকুণ্ডতীর-কুঞ্জে।
অতি প্রিয় স্থান যাথে § কৃষ্ণ মন রঞ্জে ॥
তথায় মিলন হৈল কৃষ্ণের সহিত।
বাসনা পূরিল নিজ নিজ মনোনীত ॥
অতএব শ্রীল-নন্দীশ্বরে নিত্যলীলা।
অনাদ্যন্ত অখণ্ডিত পরম-রসিলা ॥
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণের ধাম।
ত্রিজগতে একপূজ্য মান্য অভিরাম ॥
তাঁহার চরণে করি কোটি কোটি নতি।
মরণে জীবনে মো সভার যেঁহো গতি ॥ ¶

---

* শিশু—পাঠভেদ। † মুনি—পাঠভেদ।
‡ বনে—পাঠভেদ। § যথা—পাঠভেদ।
¶ তেঁহো সভার যেই গতি।—পাঠভেদ।

অথ কাম্যবনে চরণপাহাড়ির মহিমা-বর্ণন।

কাম্যবনে বহু লীলা কহিতে নারিব।
চরণপাহাড়ি-গুণ কিঞ্চিত বর্ণিব ॥
লুকালুকি কুণ্ড হয় তাহার পার্শ্বেতে।
গোপীসহ কৃষ্ণ জলক্রীড়া করে তাতে ॥
জল ফেলাফেলি করি পিচকারী কেলি।
করিতে করিতে কহে গোপীগণ মেলি ॥
জলে ডুবি থাকিতে কে কতক্ষণ পারে।
আইস সকলে ডুবি কহেন কৃষ্ণেরে ॥
ইহা কহি গোপীগণ আপনে আপনে।
আঁখি ঠারাঠারি করে হর্ষিত * বদনে ॥
ছল করি হারাইব ইহাতে কৃষ্ণেরে।
কেমন চতুর আজি বুঝিব ইহারে ॥
কৃষ্ণ সহ এককালে সভাই ডুবিব।
চতুরাই করি মোরা উঠিয়া রহিব ॥
কৃষ্ণ উঠিবার সমে জানি ডুব দিব।
আগেতে উঠিল বলি ছলে হারাইব ॥
পাছে হাততালি দিয়া টিটকারি দিব।
পণ করি চূড়া-বাঁশী ছিনিঞা লইব ॥
এতেক যুকতি করি ডুবে কৃষ্ণসহ।
খেলিতে খেলিতে হৈল প্রেমের কলহ ॥
কৃষ্ণ কহে জিনিলাম তোমরা হারিলা।
গোপীগণ কহে তুমি লাজ না মানিলা ॥ †
হারিয়া জিনিতে চাহ করিয়া অন্যায়।
বংশী কাড়িয়া লব দেখি কে রাখয় ॥
কৃষ্ণ কহে পুনঃ আইস ডুবি পণ করি।
তোমরা যদ্যপি হার কিংবা আমি হারি ॥
তোমরা শতেক চুম্ব আলিঙ্গন দিবে।
নতুবা যে মোর স্থানে বুঝিয়া লইবে ॥
শ্রীকৃষ্ণের চতুরাই বাক্যের কৌশল।
দুই পক্ষে হয় নিজ প্রয়োজন ফল ॥

---

* হসিত বদনে—পাঠভেদ। † যে মানিলা—পাঠভেদ।

গোপী তাহা না বুঝিয়া অঙ্গীকার কৈল।
পুন বুঝি মুচকিয়া মুখ ফিরাইল ॥
পুনর্ব্বার এককালে ডুবিলা সবাই।
গোপীগণ উঠি * দেখে কৃষ্ণ উঠে নাঞি ॥
বহুক্ষণ হৈল যদি কৃষ্ণ না উঠিল।
মুখ ম্লান হৈল সভার ভয় জনমিল ॥ †
কৃষ্ণ কেনে না উঠিল, কি হেতু ইহার।
আঁখি ছল ছল সভে কহে পরস্পর ॥
খুঁজিয়া বুলয়ে সভে জলের ভিতরে।
কান্দিয়া আকুল সভে বিকল অন্তরে ॥
মণিহারা ফণী যেন প্রাণ বিনে দেহ।
তেমনি না মিলে কৃষ্ণ স্থির নহে কেহ ॥
ব্যাধের বাণেতে যেন চঞ্চল হরিণী।
ইথি উথি ধায় কান্দে করি উচ্চ ধ্বনি ॥
কৃষ্ণচন্দ্র ডুবি জলের ভিতর হইয়া।
গমন করিয়া গিয়া পর্ব্বতে চড়িয়া ॥
গোপীগণে কাতর দেখিয়া দুঃখ হৈল।
পর্ব্বত-শিখর হৈতে বংশী বাজাইল ॥
সে যে বংশীধ্বনি তার উপমা না হয়।
অন্য পরে কা কথা পাষাণ দ্রব হয় ॥ ‡
পর্ব্বত সহিত দ্রবি মোহবত হৈল।
শ্রীচরণ-পদ্মচিহ্ন তাহাতে হইল ॥
সুমধুর কোটি কোটি অমৃত নিন্দিত।
শুনি চমৎকার গোপী হইল মোহিত ॥
সর্ব্ব তাপ গেল দূরে আনন্দসাগরে।
ভাসিল জানিঞা কৃষ্ণ পর্ব্বত উপরে ॥
সুখের আগর § কৃষ্ণ রূপের মাধুরী।
হেরিয়া গোপিকা দেহ ধরিতে না পারি ॥
কৃষ্ণ সঙ্গে মেলি তবে সুরঙ্গ-কৌতুকে।
বিহার করয়ে দিবা নিশি নাহি দেখে ॥

অতএব চরণপাহাড়ি * ধন্য ধন্য।
মস্তকে বিরাজে যার শ্রীচরণ-চিহ্ন ॥
কদম্বখণ্ডির গিরি যাঁহা রাসলীলা।
শোভা করে ফলে ফুলে গিরি ধাতু শিলা ॥
আদিবদ্রি গিরিবর পরম মহত্ত্ব।
নর-নারায়ণ রূপে যথা কহে তত্ত্ব ॥
অদ্যাপি বিরাজমান চতুর্ভুজ-রূপে।
নিজ রূপ † ধ্যান করে নিজ নাম জপে ॥
ঐশ্বর্য্যমার্গের ভক্তি-অধিকারি জন। ‡
মুনি যোগী ঋষিগণের আশ্রয়ের স্থান ॥
চরণপাহাড়ি খ্যাত অন্য গিরিবর।
কৃষ্ণ-বলরাম গো-মহিষ অনুচর ॥
সভাকার পদচিহ্ন অদ্যাপি প্রকাশ।
কৃষ্ণপদ-চিহ্নোদ্ভব গঙ্গা তাঁর পাশ ॥
শ্রীচরণ-গঙ্গা বলি তাঁহার খেয়াতি।
ভুবনপাবনী তেঁহো সর্ব্বলোকগতি ॥
একদিন কৃষ্ণ-বলরাম সখাসঙ্গে। §
গো-মহিষ চারণ করয়ে রসরঙ্গে ॥
কৌতুকী হইয়া কৃষ্ণ বংশীধ্বনি কৈল। ¶
মধুর ধ্বনিতে গিরি দ্রবীভূত হৈল ॥
যেখানে যে গো মহিষ সখাগণ ** ছিল।
সভাকার পদচিহ্ন পর্ব্বতে হইল ॥
কৃষ্ণ-বলরাম পদচিহ্ন স্থানে স্থানে।
হাঁটু গাড়ি বসেছিল সখা কোনখানে ॥
তাঁহার যে চিহ্ন-দরশন অদ্যাপিহ।
অলৌকিক দুর্লভ জগতে সুখাবহ ॥ ††
চরণপাহাড়ি-গিরিবর-পদছায়া।
আশ্রয় করিয়া হর তাপ পাপ মায়া ॥
শ্রীমান্ যে গোবর্দ্ধন গিরিবর-রাজ।
তাঁহার তুলনা নাঞি ত্রিজগত মাঝ ॥

* গোপিকা উঠিয়া দেখে—পাঠভেদ।
† মুখ ম্লানি…জন্মাইল—পাঠভেদ।
‡ পাষাণ যে দ্রবয়—পাঠভেদ।
§ সুখের সাগর—পাঠভেদ।

* শ্রীচরণ পাহাড়ি—কচিৎ পাঠ।
† নিজ নাম—পাঠভেদ। ‡ স্থূল অধিকারি-জন—পাঠভেদ।
§ সখীসঙ্গ—পাঠভেদ (অপপাঠ)।
¶ হইয়া বংশীধ্বনি তথা কৈল—পাঠভেদ।
** সখীগণ—পাঠভেদ। †† শুভাবহ—পাঠভেদ।

অন্য পর কা কথা শ্রীবৈকুণ্ঠের সনে।
না হয় তুলনা যাঁর মহিমা কে জানে ॥
কৃষ্ণের দ্বিতীয় কলেবর গোবর্দ্ধন।
গোবর্দ্ধন বিনে নাহি শোভে বৃন্দাবন ॥
মথুরামণ্ডলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন।
বৃন্দাবন মধ্যে সর্ব্বোত্তম গোবর্দ্ধন ॥ *

তথাহি—

বৈকুণ্ঠাদপি সা † বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবা-
দ্বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাৎ তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ

গোবর্দ্ধন দরশনে কৃষ্ণ দরশন।
গোবর্দ্ধন-শিলা-পূজা কৃষ্ণের পূজন ॥ ‡
গোবর্দ্ধন-শিলা-রূপে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
ইহাতে কুতর্ক যার সেই অন্ধ জন ॥ §
গোবর্দ্ধনে শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য যে লীলা।
রাধা সহ নানা কেলি পরম-রসিলা ॥
কন্দ মূল ফল জল পুষ্প মুক্তা মণি।
অজস্র সুখদ স্বাদু কতেক ভাণ্ডনি ॥
মণিময় স্থান গৃহ উচ্চ নীচ স্থানে।
কল্পলতা-তরু শোভে তোরণ-গঠনে ॥
পনস খর্জ্জুর তাল গুবাক পিয়াল।
লতা-আম্র বৃক্ষ-আম্র বেল বংশ শাল ॥
নানা বৃক্ষ শ্রেণীমত পরমশোভিত।
বৃক্ষমূলে স্তম্ভবদ্ধ রতনে জড়িত ॥
কৃষ্ণের পরম প্রিয় প্রেয়সী সহিত।
রাসলীলা সদা করে বসন্ত-উচিত ॥ ¶
গোবর্দ্ধন নামের মহিমা পরাৎপর।
স্মরণ ** মাত্রেতে হয় কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥

শ্রবণ দর্শন আদি পরম সাধন।
অল্প সঙ্গে মিলে ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥
গিরিরাজ গোবর্দ্ধন-চরণে শরণ।
লইনু করিনু নিজ দেহ সমর্পণ ॥

অথ সপ্ত সরোবর।

সপ্ত সরোবর হয় পরমমোহন।
তাহার মহিমা গুণ না যায় কথন ॥
(১) নয়ন নামেতে সরোবর রমণীয়।
(২) নারায়ণ-সরোবর মহামহোদয় ॥
(৩) চন্দ্রসরোবর চন্দ্রাবলীজীর হয়।
পরম সৌন্দর্য্য তীরে কল্পবৃক্ষময় ॥
(৪) কুসুম-সরোবর তীরে কুসুমবিহার।
নন্দগ্রামে (৫) পাবন-সরোবর মনোহর ॥
বিশাখা সখীর পিতা পাবন আহীর।
তাহার নির্ম্মিত হয় সুধাসম নীর ॥ *
(৬) প্রেম-সরোবর যবে কিশোরী-কিশোর।
সঙ্কেত-মিলন হৈল গোপনে † দোঁহার ॥
বিচ্ছেদ কালে যে দোঁহার নয়ন ঝরিল।
তাহাতে সুন্দর সরোবর জনমিল ॥ ‡
(৭) মান-সরোবর যার পরম মাধুরী।
মান করি যথা গিয়া বসিলা কিশোরী ॥ §
কৃষ্ণের সুখদ অতি আনন্দজনক।
অতিশয় মহিমা পাবন সর্ব্বলোক ॥

অথ সপ্ত বট।

সপ্ত বটবৃক্ষ কৃষ্ণলীলা অনুকূল।
অতিশয় উচ্চ হন অতিশয় স্থূল ॥
(১) ভাণ্ডীর নামেতে বটবৃক্ষ ¶ যার তলে।
সখাগণ-সনে নিত্য নানা খেলা খেলে ॥
(২) শিঙ্গার নামেতে বট রাধা প্রেয়সীরে।
যার তলে বসি বেশ কৈল নিজ করে ॥

---

* বৃন্দাবন সর্ব্বোত্তম গিরি গোবর্দ্ধন—পাঠভেদ।
† বৈকুণ্ঠাজ্জনিতা—ইতি বা পাঠঃ।
‡...হরি দরশন।...হরির সমান—পাঠভেদ।
§ অজ্ঞজন—পাঠভেদ। ¶ উদিত—ক্বচিৎ পাঠ।
** শরণ—পাঠভেদ।

*...পাবন আভীর।...সুখময় নীর ॥—পাঠভেদ।
† গোপন—পাঠভেদ। ‡ নিরমিল—পাঠভেদ।
§ বসিলেন প্যারী—পাঠভেদ।
¶...নামে যে বট কৃষ্ণ যার তলে—পাঠভেদ।

(৩) বংশীবট নামে তার তলে দাণ্ডাইয়া।
বংশীধ্বনি কৈলা গোপীগণে আকর্ষিয়া॥
(৪) অক্ষয়-বটের তলে রাসাদিক করে।
(৫) সঙ্কেত যে বট প্যারী সহিত বিহরে॥
প্রথম মিলন * যবে রাধা সনে হৈল।
দূতীগণ বটতলে সঙ্কেত করিল॥
সন্ধ্যা-অন্তে কৃষ্ণ আসি তথায় রহিল।
দূতীগণ কিশোরীকে আনি মিলাইল॥
মুগ্ধাবস্থা নবীন যে নায়ক সহিত।
কখন মিলন নাহি ভয়েতে কম্পিত॥
কুঞ্জের ভিতর ধনি না যায় চলিয়া।
রহয়ে সখীর কটি ধরি জড়াইয়া॥
না না সখি চল আমি হেথা না রহিব।
উহার নিকটে মুঞি কি করিতে যাব॥
আধ আধ রোদন কিঞ্চিত রোষ করি।
টানয়ে সখীর কর করি জোরাবরি॥
সখীগণ কহে কেনে ভীত প্রিয়সখী।
কৃষ্ণ যে সুখের নিধি হেরি হও সুখী॥ †
পরম বাঞ্ছিত অভিলাষের রতন।
বহু দুঃখে মিলে কৃষ্ণচন্দ্র হেন ধন॥
রসের সাগর কৃষ্ণ রূপের অবধি।
হৃদয়ে ধারণ কর হেন গুণনিধি॥
রসময় হেন যে উরোজ চক্রবাকে।
চরাও অমিয়া-সুখ-হ্রদ কৃষ্ণবক্ষে॥ ‡
হেম-পদ্মমুখ কৃষ্ণ-নীলপদ্ম-মুখে।
সখ্যতা করিয়া মিল প্রেমানন্দ-সুখে॥
কৃষ্ণ ইন্দ্রনীলমণি স্বর্ণকান্তি দিয়া।
অধিক শোভিত কর হেমে জড়াইয়া॥
হেমভুজ মৃণাল গ্রীবায় সমর্পিয়া।
মধুকরে তৃপ্ত কর মুখ-মধু দিয়া॥

* শিঙ্গার—পাঠভেদ।
† ভীত প্রায় সখি।...কেনে হও দুঃখী—পাঠভেদ।
‡ ...হেমজে।...চরাও...আহ্লাদে কৃষ্ণ বক্ষে—পাঠভেদ।

কৃষ্ণ-কাদম্বিনী পার্শ্বে রাকা-চন্দ্রানন।
উদয় করাও হবে পরম-মোহন॥
রসময় কৃষ্ণচন্দ্র, তুমি রসময়ী।
দোঁহে রসপান দোঁহে করহ অধ্যায়ী॥ *
তাহা শুনি কিশোরীর আনন্দ অপার।
অন্তরে বাসনা কিন্তু বাহ্যে ভাবান্তর॥
সখীগণ পৃষ্ঠে কর দিয়া বাহু ধরি।
কৃষ্ণ-আগে লইয়া চলেন সভে ঘেরি॥
নহি নহি পুনঃ পুনঃ বলিয়া চলেন।
দুই পদ আগে যান, এক পা পিছেন॥
উহার নিকটে মোরে কেনে নিঞা যাহ।
কি কাজ আছয়ে তোমা-সভার তা কহ॥ †
কৃষ্ণরূপ হেরিয়া অন্তরে রসোল্লাস।
লজ্জা-ভয়-হেতু বাহ্যে অন্যথা ‡ প্রকাশ॥
অন্তর-আশয় চাহে উড়িয়া পড়িতে।
লজ্জা যে বৃহতী রাধা রাখে সঙ্কোচিতে॥
কৃষ্ণচন্দ্র § হেরিয়া যে পরমরূপসী।
চমকিয়া চাহয়ে অনঙ্গরসে ভাসি॥
হেন চমৎকার রূপ কভু নাহি হেরি।
এ কি অপরূপ কান্তি ভুবন-সুন্দরী॥
সোণার লতিকা কিবা তড়িতে জড়িত।
হেম-রাকা-চন্দ্র ¶ কিবা ভূতলে উদিত॥
স্বর্ণ-কমলিনী কিবা পুঞ্জ সৌদামিনী।
কোন্ বিধি নিরমিল এ-হেন রমণী॥
অন্তরে না সহে ব্যাজ হিয়া ** দুরু দুরু।
অনিমিষে চাহিয়া রহয়ে তুলি ভুরু॥
সখীগণ ধরাধরি নিকটে আনিতে।
আগুসরি কৃষ্ণ কর ধরিতে চাহিতে॥

* অধ্যাই—পাঠভেদ (দুর্বোধ)।
† ...নিকটে সখী...।...সভে তাহা কহ॥—পাঠভেদ।
‡ বিদিত—ক্বচিৎ পাঠ।
§ কৃষ্ণরূপ—পাঠভেদ।
¶ হেন রাধা চন্দ্র—পাঠভেদ (অপপাঠ)।
** উরু—পাঠভেদ।

ঝঙ্কার করিয়া করে * কর ফেলে ঠেলি।
শপথ কতেক দেয়, রসময় গালি ॥
দুষ্ট লম্পট ধৃষ্টে মানা কর সই।
মোর অঙ্গস্পর্শ যেন কভু করে নাঞি ॥
যে মোর অঙ্গেতে হাথ দিবে জোরাবরি। †
গোধন শপথ তার বংশী যাবে চুরি ॥
সখীগণ কর্ণে কর্ণে প্রবোধ জন্মায়।
শির হেলাইয়া পুনঃ উলটিয়া ধায় ॥
সখীগণ ধরি পুনঃ অনেক তুষিয়া।
কৃষ্ণের নিকটে দিলা বামে বসাইয়া ॥
যদ্যপিহ পরম উৎকণ্ঠা হৃদিমাঝ।
তথাপিহ না না না না কহে করি লাজ ॥ ‡
কৃষ্ণচন্দ্র ধরি তবে আলিঙ্গিতে চাহে।
ঈষত রোদন মুখে না না না না কহে ॥ §
উঠিয়া যাইতে পুনঃ উদ্যম করিল।
কৃষ্ণচন্দ্র বক্ষস্থলে ধরি আগুলিল ॥
ঈষত রোদন করি করেতে ঠেলিল।
লম্ফ ঝম্ফ দিয়া সখীগণেরে ধরিল ॥
তাহাতে যে আভরণ শবদ ঝমকে।
শুনিঞা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হৃদয় চমকে ॥ ¶
অনিমিষে চাহে হৃদি করে দুরু দুরু।
হাথ যুড়ি সখী আগে নাচাইয়া ভুরু ॥
মুচকী হাসিয়া সখীগণ আশ্বাসয়।
স্থির হও, বৈস তব পূরাও আশয় ॥ **
তবে কৃষ্ণ ভ্রমে বসিলেন ভূমিতলে।
হাসিয়া রমণীগণ শ্লেষে †† কিছু বলে ॥
এতো কেনে দিশেহারা হইলে নাগর।
আকাশের চাঁদ কি হঠাত মিলে কর ॥

* কহে—পাঠভেদ।
† জোর করি—পাঠভেদ।
‡...না না কহে করি কিছু লাজ—পাঠভেদ।
§ না না বাক্য কহে—পাঠভেদ।
¶...শব্দ ঝকমকে। তাহা শুনি শ্রীকৃষ্ণের...॥—পাঠভেদ।
** পূরিব আশয়—পাঠভেদ।
†† হাঁকিয়া রমণীগণ স্নেহে—পাঠভেদ।

ক্ষুধার্ত্ত হইলে কিবা গৌণ নাহি সহে।
অমৃতের আশয়ে কি মুখ মেলি রহে ॥
এতো কহি বদনে বসন দিয়া হাসে।
চেতন পাইয়া কৃষ্ণ আসনেতে বৈসে ॥
পুনঃ ধরাধরি করি আনি কৃষ্ণ আগে।
বসাইল সখীগণ কৃষ্ণ বামভাগে ॥ *
বসিলেন কৃষ্ণচন্দ্রে পশ্চাৎ করিয়া।
সখীর বসন ধরি আড়-ঘোমটা টানিঞা ॥ †
কৃষ্ণচন্দ্র সখীগণে কহে আঁখি ঠারি।
তোমরা বাহিরে যাহ দ্বার রুদ্ধ করি ॥
মুচকি হাসিয়া সখীগণ উঠি যায়।
অঞ্চল ধরিয়া রহে নাহিক ছাড়য় ॥
কৃষ্ণকথাছলে অন্যমনা করাইয়া।
ছুটিয়া বাহিরে গেল দ্বার লাগাইয়া ॥
কৃষ্ণের কম্পিত অঙ্গ মদন-হুতাশে।
কমলে ভ্রমর যেন মধুর পিয়াসে ॥
দুরু দুরু হিয়া অতি চঞ্চল হইল।
আলিঙ্গন করিবারে উদ্যম করিল ॥
প্যারী করে কর ঠেলি উঠি একভিতে।
দাণ্ডাইলা কাঁপে অঙ্গ লজ্জা-ভয়-রীতে ॥ ‡
কৃষ্ণচন্দ্র যাই বহু মিনতি করয়।
মদনে মোহিত হৈয়া চরণে পড়য় ॥
চরণে পড়িয়া কহে প্রসন্ন যে হও।
খর স্মরশর হৈতে § আমারে তরাও ॥
কৃষ্ণের করুণা শুনি দ্রবিল অন্তরে।
মনেতে বাসনা কিন্তু লাজে ভঙ্গি করে ॥
তবে উন্মত্তের ন্যায় ¶ অধৈর্য্য হইয়া।
গাঢ় আলিঙ্গন কৃষ্ণ করে ধরি হিয়া ॥
কৃষ্ণ-আলিঙ্গনে প্যারী বিবশ হইলা।
লোমাঞ্চ শরীর বক্ষে লটকি রহিলা ॥

* পুনর্ব্বার ধরি সভে আনি কৃষ্ণ বামে।
বসাইল সখীগণ তুষি ক্রমে ক্রমে ॥—পাঠভেদ।
† রহিলা সখীর বস্ত্রে ঘোমটা টানিঞা ॥—পাঠভেদ।
‡ চিতে—পাঠভেদ। § স্মর খরতর হৈতে—পাঠভেদ।
¶ তবে ত উন্মাদ প্রায়—পাঠভেদ।

লজ্জা-ভয় গেল নিজদেহ পাসরিলা ।
কৃষ্ণচন্দ্র বক্ষে ধরি শয্যায় লইলা ॥
আলিঙ্গন চুম্বন করয়ে বারে বারে ।
আকাশের চাঁদ যেন মিলে গেল করে ॥
চাতকেরে মিলে যেন মেঘ-বরিষণ ।
শতাব্দ ক্ষুধিতে যেন মিলে সুধাপান ॥
কত বা আদর করে কত বা তোষয়ে ।
চিবুক ধরিয়া পুনঃ বদন চুম্বয়ে ॥ *
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে কপোলে কপোলে ।
মিলিয়া চুম্বয়ে পুনঃ বদন-কমলে ॥
গিরিধর হেমগিরি হৃদয়ে ধরিয়া ।
সহিতে না পারে ভার পড়ে আলুইয়া ॥
অঙ্গুলি-অঙ্গেতে যেঁহো পূর্ব্বে ধরে গিরি ।
এবে হেমগিরি ধরে হৃদয় পশারি ॥
তথাচ না পারে তার ভার সহিবারে ।
ভূমে রাখি কোপে পুন উঠায় উপরে ॥
বক্ষ দিয়া চূর্ণ করিবারে চাহে গিরি ।
ভ্রমাইয়া উপাড়িতে চাহে করে ধরি ॥
ক্রীড়ারস বিশেষে অমৃত পান করি ।
হাস্য উপজিল তবে হেরিয়া সুন্দরী ॥
সুন্দরী তখন লজ্জা পাইয়া উঠিয়া ।
বিমুখ হইয়া বৈসে বস্ত্র সম্বরিয়া ॥
কৃষ্ণচন্দ্র ব্যজন † করয়ে বস্ত্র দিয়া ।
মিষ্টবাক্য কহি মুখ দেয় মুছাইয়া ॥
ধনী করপদ্মে কর ঝঙ্কার করিয়া ।
উৎফুল্ল বদন কোপে ফেলায় ঠেলিয়া ॥
পুনঃ কৃষ্ণ-অঙ্গ-স্পর্শে লজ্জা দূরে গেল ।
রসের উল্লাসে দোঁহে রজনী বঞ্চিল ॥
প্রভাতসময়ে সখীগণ কুঞ্জে আসি ।
বদনে বসন দিয়া কহে হাসি হাসি ॥
কি করহ সখি হেথা কুঞ্জের ভিতরে ।
গৃহে না যাইতে চাহ পাইয়া নাগরে ॥

* হেরয়ে—পাঠভেদ ।
† পবন করয়ে—পাঠভেদ ।

আহা মরি অঙ্গে ক্ষত বেশ ছিন্ন ভিন্ন ।
মুখ ম্লান দেখি তাহে তাম্বূলের চিহ্ন ॥
কৃষ্ণেরে কহয়ে তুমি কেমন গোঙার ।
ছি ছি তব কেমন নিষ্ঠুর ব্যবহার ॥
সোণার লতিকা রাই নব কমলিনী ।
দলন করিলে যেন করি সরোজিনী ॥ *
পীড়া দিলে সর্ব্ব অঙ্গে পেষণ করিয়া ।
উঠিতে না পারে † রাই ধরণী ধরিয়া ॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ হাসে মুচকিয়া ।
লজ্জায় উঠয়ে রাই বস্ত্র সম্বরিয়া ॥
ঝমকিয়া ত্বরিতে সখীর আড়ে গিয়া ।
তর্জ্জন করয়ে সখীগণেরে ভৎর্সিয়া ॥
মিছা এ কি বলিস লো কিসের বা চিহ্ন । ‡
অঙ্গ বা দলিল কেটা কিবা ছিন্নভিন্ন ॥
তোদের সহিত আর কোথাও না যাব ।
মিথ্যা অপবাদ এতো সহিতে নারিব ॥
কবাট মুদিয়া মোরে রাখি গেলা কুঞ্জে ।
পুন নানা কথা কহ মিছা মিছি গঞ্জে ॥ §
আমি ঘরে যাই বলি ক্রোধভরে ধায় ।
খরতর করি দুই চারি পদ যায় ॥ ¶
বিপর্য্যয় বস্ত্র গৌরী অঙ্গেতে আছয় ।
তাহা দেখি সখীগণ হাসিয়া কহয় ॥
সখি তুমি ঘরে যাও তার নাহি দায় ।
পরের বসন কেনে উড়ি যাও গায় ॥
তাহা শুনি নিজ অঙ্গ বস্ত্রপানে চায় ।
লজ্জিত হইয়া এক পার্শ্বেতে ** দাঁড়ায় ॥
সখীগণ পরস্পর মুচকি হাসয় ।
সে কৌতুক দেখি কৃষ্ণ আনন্দে ভাসয় ॥

* করি মাতোয়ার জিনি—পাঠভেদ ।
† নারয়ে—পাঠভেদ ।
‡ বল সই কিসের যে চিহ্ন ।—পাঠভেদ ।
§ ···বুজিয়া···।···রঙ্গে ॥—পাঠভেদ ।
¶ আমি যাই বলি রাই···। খরতর হই···॥—পাঠভেদ ।
** পার্শ্বে গা দাঁড়ায়—পাঠভেদ ।

তবে রাই ঈষত রোদন মৃদু হাস্য।
লজ্জার সহিত সে যে পরম রহস্য॥
আঁখি কচালিয়া পাছু * গ্রীবা ফিরাইয়া।
ঈষত কুঞ্চিত আড়নয়নে চাহিয়া॥
সখীগণে কহে মোর বস্ত্র দেহ আনি।
দেহে মোর উড়াইলি কাহার উড়ানি॥
সখীগণ কহে তবে হাসিয়া হাসিয়া।
আমরা কখন দিনু উড়নি আনিঞা॥
কাহার সহিত তুমি পরিবর্ত্ত কৈলে।
পুরুষের বস্ত্রখানি কোথায় † পাইলে॥
তাহা শুনি ক্রোধমনে বঙ্কিম নয়নে।
চাহিয়া ভৎ'সনা তবে করে সখীগণে॥
কৃষ্ণ-অঙ্গ হৈতে তবে সখীগণ রঙ্গে।
নীল বস্ত্র নিঞা পরাইল রাই অঙ্গে॥ ‡
নিজ অঙ্গ হৈতে রাই পীতবস্ত্র খুলি।
ঝঙ্কার করিয়া টানমারি দিল ফেলি॥
সে ভঙ্গি দেখিয়া কৃষ্ণ অনঙ্গ-সাগরে। §
ভাসিয়া না পায় কূল তরঙ্গে সাঁতারে॥
তবে নিশি অবসানে সূর্য্যের উদয়।
বুঝিয়া তটস্থ হৈল সব সখীচয়॥
রাই নিঞা যাইতে সভে উদ্যম করিলা।
কৃষ্ণচন্দ্র তাহে অতি নিরুৎসাহ হইলা॥
রাই মুখ ম্লান হৈল অন্তরে কাতর।
ছল করি কৃষ্ণ পানে চাহে বারে বার॥
অতএব হেন রসলীলা যে সঙ্কেতে।
তাহার তুলনা দিতে কি আছে জগতে॥
সঙ্কেত-বটের পদে শরণ লইতে।
বড়ই বাসনা হয় লালদাস ¶ চিতে॥
(৬) নন্দবট নন্দ মহাশয়ের কিরিতি।
গোচারণ কালে স্নিগ্ধচ্ছায়ে বসে তথি॥ **

* পুনঃ – পাঠভেদ। †···বস্ত্র কোথা কি জানি—পাঠভেদ।
‡ নীলবস্ত্র লইয়া যে পরাইল অঙ্গে—পাঠভেদ।
§ আনন্দ সাগরে—পাঠভেদ। ¶ কৃষ্ণদাস – পাঠভেদ।
**···পিরীতি।···স্নিগ্ধজলে বৈসে—পাঠভেদ।

বন্ধুগণ সহ নানা কথোপকথনে।
বসিয়া করয়ে * মিষ্ট অন্ন জলপানে॥
শ্রীমন্নন্দরাজ-মহাসুখ-অনুকূল।
ধন্য যে পরম শ্রেষ্ঠ সেই বটমূল॥
অতএব তাঁহার চরণে নমস্কার।
উপাস্য পরম ইষ্ট † তেঁহো যে আমার॥

অথ (৭) যাবট—

যাবট কিশোরীজীর গ্রামের ভূষণ।
যাবট বলিয়া সেই গ্রামের আখ্যান॥
অভিমন্যালয় মণি-মাণিক্যে-নির্ম্মাণ।
ঐশ্বর্য্য-গোধন-আদি নাহিক গণন॥
শ্রীমতীর পতি-অভিমানী অভিমন্যু।
নপুংসক দৃষ্টিমাত্র পুরুষের চিহ্ন॥
জটিলা শাশুড়ী আর ননন্দা কুটিলা।
দেবর দুর্ম্মুখ নামে গোষ্ঠে সদা মেলা॥
অনঙ্গমঞ্জরী ভগিনীর তেঁহো পতি।
ভগিনীর সহ এক ঘরেতে বসতি॥
কৃষ্ণের প্রেয়সী তেঁহো পরম রূপসী।
তুলনা নাহিক যাঁর জিনি কোটি শশী॥
সহজে মঞ্জরী সখী পরম প্রেয়সী।
শ্রীমতীর ভগ্নী তাহে অধিক সরসী॥ ‡
শ্রীমতীর মহল নির্জ্জন মণিময়।
সুন্দর তাহার শোভা বর্ণনা না হয়॥
গৃহ সব-প্রেমময় জড়াও মণিতে।
তাহাতে রচনা লতাবুটা চারিভিতে॥
মুক্তার ঝালর ক্ষুদ্র হীরার সহিত।
পাটের থোপনা তাহে অতি সুললিত॥
স্ফটিক মণির থাম্বা ঝলমল করে।
অপূর্ব্ব তোরণ শোভে হেরি মনোহরে॥

* বৈসেন করেন—পাঠভেদ।
† শ্রেষ্ঠ – পাঠভেদ।
‡···প্রেয়সী।···রূপসী—পাঠভেদ।

পদ্মরাগ চন্দ্রকান্তি মণির গঠন।
নানা চিত্ররেখা হয় স্বর্ণেতে জোটন ॥ *
অপূর্ব্ব পালঙ্ক করিদন্তেতে নির্ম্মিত।
দুগ্ধফেনবত শয্যা তাহাতে শোভিত ॥
পালঙ্কের মধ্যে হয় কোমল বিছানা। †
তাহাতে বালিশ পার্শ্বে পাটের থোপনা ॥
স্নান-ভোজনের বেশ-রচনের স্থান।
পৃথক্ পৃথক্ হয় অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ ॥
সখী আর সেবাপরা মঞ্জরীর গণ।
দাসী-আদি করি তার না হয় গণন ॥
প্রেমে সেবা করে সভে পরম উৎসাহে।
তাঁহার সুখের লাগি প্রাণ দিতে চাহে ॥
শ্রীমতীর সুখের সুখী দুঃখের দুঃখিনী।
যাহে জন্মে সুখ থাকে আজ্ঞানুবর্ত্তিনী ॥ ‡
কৃষ্ণপ্রেমানন্দে রাই সদা পুলকিত।
কৃষ্ণগুণকথা-রসে সদাই পিরীত ॥
কৃষ্ণে আলিঙ্গনানন্দ § সঙ্গম কারণ।
সদা সখীগণ করে উপায় চিন্তন ॥
অভিসার করিবার গোপত ¶ দুয়ার।
আছয়ে উদ্দেশ কেহ না পায় তাহার ॥
অন্ধকার ঘরের ভিতর দিয়া দ্বার।
বাহিরেতে বন-আচ্ছাদন ছত্রাকার ॥
তাহার কিঞ্চিত দূরে হয় গড়খাঞি।
তাহার তুলনা দিতে স্থান আর নাঞি ॥
দুই পাড়ে রত্নময় কেতকীর বন।
নানাজাতি বৃক্ষ শোভে পরম নির্জ্জন ॥
জলে শোভে কুমুদ কহ্লার কুবলয়।
প্রফুল্লিত তাহে মত্ত মধুকরচয় ॥
তাহা পার যাবার যে পথ সুনির্ম্মিত।
জলমধ্যে মণি-স্তম্ভোপরি রত্নভিত ॥

তাহার উপরে হয় প্রবালের পাটা।
আলিসা দুধারি তার স্বর্ণ-মণি-জটা ॥
সাঁকো বলি লৌকিক ভাষায় যারে কহে।
পরম সুন্দর সেই প্রাকৃতিক নহে ॥
অভিসার-সমে সখীগণ আসি মিলি।
পরম আনন্দ করে কৌতুক হুলাহুলি ॥
কেহ নানা মিষ্ট অন্ন বানাইয়া আনে।
কেহ বা চন্দন মাল্য কেহ পানদানে ॥
কেহ নানা গন্ধদ্রব্য আদি উপহার। *
কৃষ্ণের নিমিত্তে হেতু কুঞ্জে লইবার ॥
শ্রীমতীর বেশ বানাইয়া সভে দেন।
মধ্যে মধ্যে পরিহাস বচন কহেন ॥ †
কৃষ্ণসুখ হেতু কৃষ্ণ মনোবৃত্তি জানি।
প্যারীজীর বেশ করে সকল রমণী ॥
বেণীর রচনা কেহ করেন কৌতুকে।
মণিগুচ্ছা দেন তার মধ্যে থাকে থাকে ॥
অগ্রে লটকিয়া দেন স্বর্ণময় ঝাঁপা।
মূলভাগে বেড়ি দেন মল্লিকার থোপা ॥ ‡
নাসায় তিলক কেহ কপালে সিন্দুর।
অঙ্গ মুছাইয়া লেপে কুঙ্কুম কর্পূর ॥ §
কর্ণভূষা নানা মণি-মুক্তায় জড়িত।
নাসায় নোলক গজমতি সুললিত ॥
কেহ বা পরায় কণ্ঠে ¶ মুকুতার হার।
রতন ধুকধুকি মরকত মণিসার ॥
চরণে নূপুর মণি-ঘুঙ্গুর পঞ্চম।
যাহার মধুরধ্বনি কৃষ্ণ-মনোরম ॥
কটিতে কিঙ্কিণী করে বলয়া-কঙ্কণ।
যাহাতে কৃষ্ণের মত্ত শ্রবণ নয়ন ॥
ইত্যাদি করিয়া ভূষা মাল্য বস্ত্র গন্ধে।
সাজাইলা সভে মেলি পরম আনন্দে ॥

---

* গঠন—পাঠভেদ। † কমল বিছানা—পাঠভেদ।
‡ শ্রীমতীর সুখের সুখী দুঃখের যে দুঃখি।
কিসে বা জন্ময়ে সুখ থাকয়ে নিরখি ॥—পাঠভেদ।
§ কৃষ্ণসনে আলিঙ্গন—পাঠভেদ। ¶ গোপন—পাঠভেদ।

* কেহ নানা গন্ধ নানা দ্রব্য উপহার—পাঠভেদ।
† রহস্য বচন—পাঠভেদ।
‡ ঘনভাগে…থোপা।—পাঠভেদ।
§ গুরুর—পাঠভেদ। ¶ মণি—পাঠভেদ।

তোমা সভা সম আঢ্য কে আছয়ে আর।
ছোট কথা উপযুক্ত না হয় তোমার ॥
অতএব তোমা সবে পার যে করিতে।
কোটি স্বর্ণমুদ্রা চাহি বিচার-সম্মতে ॥
তাহা শুনি ললিতা কহেন রহ রহ।
আপনা সমুঝি মুখ সামালিয়া কহ ॥
কুলবতী সতীগণে ইঙ্গিত করহ।
বুঝিবে পশ্চাতে যদি পুনরায় কহ ॥
কৃষ্ণ কহে স্বরূপ কহিতে যদি রুষ্ঠ। *
না কহিব বরঞ্চ নৌকায় আসি উঠ ॥
অর্থ রতন মুদ্রা কিছুই না লব।
তোমা-সভার ব্যয় নাহি তাহাই লইব ॥
তোমার † পশ্চাতে কেউ নবীন কিশোরী।
তড়িত-লতিকা কিংবা স্বর্ণের গাগরি ॥
অমিয়া নিন্দিয়া মৃদু মন্দ মন্দ হাসি। ‡
বদন-সৌন্দর্য্য হেরি কান্দে কোটি শশী ॥
আহা মরি এমন সুন্দরী § ত্রিভুবনে।
কভু দেখি নাঞি, কভু না শুনি শ্রবণে ॥
উহার সহিত একবার আলিঙ্গন।
এই মাত্র চাহি, নাহি চাহি কোনো ধন ॥ ¶
ইহাতে কিছুই তোমাদের ব্যয় নাঞি। **
শপথ করিয়ে যদি আর কিছু চাই ॥
অনায়াসে পার হয়ে যাহ বিনি অর্থে।
মোর যশ গাইতে গাইতে যাবে পথে ॥
ললিতা কহেন পুনঃ নিলর্জ্জ যে তুমি।
ভৎ'সনা করিয়া তোমায় হারিলাম আমি ॥
পুনঃ যদি কটু কহ তবে সাজা পাবে।
মাথায় ঢালিব দধি পশ্চাতে জানিবে ॥
তবে কৃষ্ণ যেন তাহা শুনেও শুনে নাঞি।
কহে যে কহিলাম ভাল দেও যে তাহাই ॥

* রুষ্ট—পাঠভেদ। † তোমা সভার—পাঠভেদ।
‡ মৃদু মৃদু মন্দ হাসি—পাঠভেদ। § রূপসী—পাঠভেদ।
¶ নাহি অন্ত কিছু ধন—পাঠভেদ।
** ইহাতে যে তোমা সভার ব্যয় কিছু নাঞি—পাঠভেদ।

ত্বরায় নৌকায় চড় উঁহায় অগ্রেতে।
চঢ়াইয়া বসাও আনি আমার পার্শ্বেতে ॥
গোপীগণ মুচকিয়া হাসিয়া কহয়।
হাসি পায়, দুঃখ ধ'রে, না কহিলেও নয় ॥
গ্রামে নাহি মানে হৈলে আপনি মণ্ডল।
পরের রমণী দেখি হইলে চঞ্চল ॥
আজ্ঞা করিতেছ নিজ বামে বসাইতে।
ভয় লজ্জা কিঞ্চিত নাহিক তব চিতে ॥
পুনঃ কৃষ্ণ বলে ভাল যে ইচ্ছা তোমার।
যেখানে বসাও সেই সৌভাগ্য আমার ॥
মুচকিয়া গোপীগণ নৌকায় চঢ়িলা।
শ্রীমতীকে ঘেরি সভে চৌদিকে বসিলা ॥
রাধাকৃষ্ণ মিলনেতে * সবার আনন্দ।
বাহে কিছু প্রকাশয় রসের প্রবন্ধ ॥
কৃষ্ণ দরশনে প্যারীর নয়ন চঞ্চল।
যতনে নিবারে তভু করয়ে উচ্ছল ॥ †
আনমনা হইয়া বসিলা সবে নায়।
আন কথা কহে সভে কৃষ্ণে না তাকায় ॥
চঞ্চল হইয়া কৃষ্ণ প্যারীকে দেখিতে।
ইথি উথি ফিরে কেরোয়াল করি হাতে ॥
মধ্যস্থান ‡ পাথারে লইয়া যবে তরি।
মন্দ মন্দ হাসিতে খেলিতে গেলা হরি ॥
হেনকালে ঘোর অন্ধকার করি মেঘে।
চারিদিকে ঘেরিয়া আইল মহাবেগে ॥
প্রচণ্ড বহয়ে বায়ু উছলে তরঙ্গ।
কৃষ্ণের তাহাতে কিছু নাহি ভুরুভঙ্গ ॥
ঝলকে ঝলকে জল নৌকায় ভরিল।
মন্দ মন্দ বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল ॥
উছল পাছল হয় নৌকা না ঠাহরে।
গোপীগণ স্থির হয়ে বসিতে না পারে ॥
উলটিয়া পড়ে গুড়া জড়াইয়া ধরে।
পরস্পর জড়াজড়ি ধরাধরি করে ॥ §

* মিলনে মনে—পাঠভেদ। † করয়ে উজ্জল—পাঠভেদ।
‡ মাঝ গঙ্গা—পাঠভেদ। § করি ধরে ডরে—পাঠভেদ।

দধি ঘৃত উলটিয়া সব পড়ি গেল।
অঙ্গের উড়নি খসি কোথায় পড়িল॥
উড়াইয়া বায়ুবেগে নিঞা গেল দূর।
সর্ব্বাঙ্গ উদাস হৈল সুন্দরীগণের॥ *
কৃষ্ণের যে মনোরথ বিধি ঘটাইল।
দুর্লভ দর্শন অনায়াসেতে হইল॥
উরজ উদর পৃষ্ঠ-আদি কেশপাশ।
অনিমিষে হেরে কৃষ্ণ পরম উল্লাস॥
কিশোরীর পানে চাহে ভঙ্গি প্রকাশিয়া।
মুচকি মুচকি হাসে আঁখি মটকিয়া॥
ঈর্ষা-ক্রোধ-ভাবে † নেত্র আড়দৃষ্টি করি।
কৃষ্ণপানে চাহে রাই সুন্দরী নাগরী॥
ভ্রূভঙ্গি করিয়া গালি পাড়ে মৃদু মৃদু।
তাহাতে যে শোভা সুধা উগারয়ে বিধু॥
সে ভঙ্গি দেখিয়া কৃষ্ণ আনন্দ-হৃদয়।
স্মর-খরতর-শরে আপনা ভুলয়॥
তবে গোপীগণ ঝড়তুফান দেখিয়া।
তরঙ্গে অস্থির নৌকা প্রমাদ গণিঞা॥
কৃষ্ণের অনিষ্ট চিন্তা হৃদয়ে ভাবিয়া।
কৃষ্ণমুখ-পানে চাহে উদ্বিগ্ন হইয়া॥
কাতর হইয়া তবে যোড়পাণি করি।
কহয়ে কৃষ্ণেরে কিছু চক্ষে বহে বারি॥
হেদে হে নাগর কানু সুন্দর কাণ্ডারী।
ভয়েতে কাতর মোরা দেহ পার করি॥
প্রচণ্ড পবন তাহে নদী বেগবান।
উছলিছে তরঙ্গ যে প্রলয় সমান॥
তাহে ঘোর মেঘারম্ভ বিন্দু পড়িতেছে।
বেলা অবসান সূর্য্য অস্ত হইতেছে॥
আমরা হে মরি তার লাগি ভাবি নাঞি।
তোমার অনিষ্ট পাছে হয়, ভয় পাই॥
তথাপিহ পরিহাস করে রসরাজ।
ঘনাইয়া গিয়া বৈসে গোপীর সমাজ॥

*… নিঞা গেল দূরে।…সব সুন্দরীরে॥—পাঠভেদ।
† ক্ষোভভাব—পাঠভেদ।

তবে ত অধিক নৌকা টলিতে * লাগিল।
ভয়েতে কিশোরী কৃষ্ণের কণ্ঠেতে ধরিল॥
পরম আনন্দে কৃষ্ণ বক্ষেতে রাখিয়া।
শত শত চুম্ব দিল চিবুক ধরিয়া॥
তবে তরি শ্রীকৃষ্ণ পারেতে লয়ে গেলা। †
প্রণয় ভৎর্সনা গোপী করিতে লাগিলা॥
দধি দুগ্ধ মাখনাদি কৃষ্ণে খাওয়াইয়া।
কষ্টে নিজ গৃহে সবে গেলেন চলিয়া॥
হেন রসরঙ্গ যে মানসগঙ্গোপরি।
আনন্দে করয়ে সদা কিশোর-কিশোরী॥
তাহার মহিমা গুণ কে কহিতে পারে। ‡
জীবের শকতি নাহি এ তিন সংসারে॥
শ্রীমন্মানসগঙ্গা কৃপাদৃষ্ট্যে হের।
লালদাস পরিহার করে অঙ্গীকর॥ §

তত্র শ্রীকালিন্দী—

শ্রীমতী কালিন্দী জলে সদা কৃষ্ণ-রঙ্গ।
জলকেলি-আদি করে গোপিকার সঙ্গ॥
অদ্যাপিহ গো-গোপ-গোপিগণ সঙ্গে।
যমুনার জলে বিহরয়ে নানা রঙ্গে॥
অহো কি দুর্ভাগ্য ভাগ্যহীন এই জন। ¶
যমুনার জল যেই না করিল পান॥

শ্লোকঃ—

অহো দুর্ভাগ্যং লোকানাং** ন পীতং যমুনাজলম্।
গো-গোপ-গোপিকাসঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহা॥

অতএব যমুনার মহিমা বর্ণন।
নরে কি করিবে, নাহি পারে দেবগণ॥
যমুনার জলক্রীড়া গোপিকা সহিত।
চমৎকার কৃষ্ণচন্দ্র লীলার উচিত॥ ††

* অধিক টলমল…করিতে—পাঠভেদ।
† হরি পারে লইয়া যে গেল—পাঠভেদ।
‡ কহিতে না পারে—পাঠভেদ।
§…হেরি। কৃষ্ণদাস…অঙ্গীকরি—পাঠভেদ।
¶…অতি হীন সেই জন—পাঠভেদ।
** অভাগ্যং লোকস্ত—পাঠভেদঃ। †† চরিত—পাঠভেদ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঠাকুর বর্ণিলা।
ত্রিভুবন জন মন মোহিত করিলা॥
আমি কি বর্ণিব তাহে মুর্খ বুদ্ধিহত।
বর্ণিতে বিজ্ঞের মুখ কৈলা আচ্ছাদিত॥
অতএব সংক্ষেপে শ্রীযমুনা-মহিমা।
কহিল কিঞ্চিত তার না পাইয়া সীমা॥

অথ শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড।

চৌরাশীতি কূপ আর চৌরাশীতি কুণ্ড।
সর্ব্বতীর্থ-শিরোমণি জিনিঞা ব্রহ্মাণ্ড॥
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড পরাৎপরসার।
ত্রিজগত মধ্যেতে উপমা নাহি আর॥
তার মধ্যে শ্রীল রাধাকুণ্ডের মহত্ত্ব।
ব্রহ্মা শিব আদি যার নাহি জানে তত্ত্ব॥
বৈকুণ্ঠের * মধ্যে আর বাহে পরব্যোম।
যাহার অধিক সম নাহি কোন ধাম॥
বৃন্দাবন পরাৎপর সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম।
তাহার মধ্যেতে সর্ব্বোত্তম অনুপম॥

তথাহি যথা—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্য কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥

রাধাকুণ্ডে স্নান যেই করে একবার।
রাধিকা-সমান প্রেম জনমে তাহার॥
স্নান পান মাত্র ছুটে সংসারের ফাঁসি।
তৎক্ষণাতে হয় সেই রাধিকার দাসী॥
কুণ্ডের প্রকট কিছু কহিব সংক্ষেপে।
আর শ্রীল শ্যামকুণ্ড প্রকাশ যে রূপে॥ †
শ্যামকুণ্ড-স্নানে শ্রীরাধিকা প্রীত হন।
রাধাকুণ্ড-স্নানে কৃষ্ণ বিক্রীত মানেন॥
একদিন শ্রীরাধিকা সহ গোপীগণ।
কৌতুকে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে দেন ওলাহন॥

বৎসাসুর বধ তুমি স্বেচ্ছায় করিলে।
অতএব মহাপাপী গোবধী হইলে॥
তাহার যে প্রায়শ্চিত্ত যদ্যপি করিবে।
তবে তুমি আমা সভা স্পর্শযোগ্য হবে॥
পৃথিবীর সর্ব্বতীর্থে স্নান যদি কর।
তবে মহাপাপ হৈতে শুদ্ধ হৈতে পার॥
অতএব আমা সভাকারে না ছুঁইহ।
মো-সভার নিকট হইতে দূরে যাহ॥
তাহা শুনি ফাঁপর হইয়া কৃষ্ণ কহে।
প্রায়শ্চিত্ত করিব সংশয় কিবা তাহে॥ *
তবে কৃষ্ণ মুরলীর প্রান্তভাগ দিয়া।
কুণ্ড এক করিলেন মৃত্তিকা খনিয়া॥ †
ব্রহ্মাণ্ডে যতেক তীর্থ গঙ্গা আদি করি।
স্মরণ করিলা সভাকারে তবে ‡ হরি॥
তৎক্ষণাত আইলা সকলে § মূর্ত্তি ধরি।
দাণ্ডাইল কৃষ্ণ আগে যোড় কর করি॥
গোপীগণ দেখি তাহা চমৎকার হৈল।
এ সব অপূর্ব্ব রূপ কোথা হৈতে আইল॥
কৃষ্ণ কহে এঁহ সব তীর্থগণ হন।
ঞিহা সভা এই কুণ্ডে করিয়া স্থাপন॥
স্নান করি পাপ দূর এখনি করিব।
তোমা সভার অঙ্গ-আলিঙ্গনে যোগ্য হব॥
মুচকি হাসিয়া গোপী ¶ কহে পরস্পর।
কি কুহক জানে এই কালিয়া কিশোর॥
তীর্থগণ ইহার আজ্ঞায় সব আইল।
কিবা মন্ত্র জানে কিবা যোগসিদ্ধ কৈল॥
তবে কৃষ্ণ তীর্থগণে কুণ্ডেতে স্থাপিয়া।
স্নান কৈল গোপিকার সম্মুখে রহিয়া॥
অপূর্ব্ব কুণ্ডের শোভা ঝলঝল করে।
সর্ব্বতীর্থময় মহামহিমা বিস্তারে॥

---

* ব্রহ্মাণ্ডের—পাঠভেদ।
† "শুন সব ভক্তগণ আনন্দিত রূপে" এবং "আর শ্যামকুণ্ড প্রকটিল যেইরূপে"।—পাঠভেদ।

* ভাল ভাল প্রায়শ্চিত্ত যে করিব নহে।—ক্বচিৎ পাঠভেদ।
† খুদিয়া—পাঠভেদ। ‡ সভাকার প্রভু—পাঠভেদ।
§ আইলা সব তীর্থ—পাঠভেদ।
¶ মুচকিয়া গোপীগণ—পাঠভেদ।

দেখিয়া বাসনা হৈল রাধিকা অন্তরে।
আমিহ এমনি কুণ্ড করিব সত্বরে ॥
  এতো ভাবি সখীগণ সহিত কিশোরী।
খোদয়ে তাহার পার্শ্বে কৃষ্ণে * ঈর্ষা করি ॥
পরস্পর কহে সবে ইহার উত্তম।
খনিব † যে কুণ্ড মোরা পরম মোহন ॥
তীর্থগণে বোলাইয়া আমরা আনিব।
কৃষ্ণের কুণ্ডের জল সেঁচিয়া লইব ॥
  এতো কহি কেহ নিল হাতেতে ‡ লকড়ি।
কেহ নিল পিলাটক কেহ নিল খড়ি ॥
খনিতে লাগিল সবে কুণ্ড করিবারে।
রাধিকা সুন্দরী নিজ কঙ্কণে আঁচড়ে ॥
  খনিতে খনিতে এক কুণ্ড প্রায় হৈল।
কিন্তু জল না হইল তীর্থ না আইল ॥
সভার বদন পানে সভাই চাহয়ে।
বদনে বসন ঝাঁপি মুচকি হাসয়ে ॥
ঈষত ফিরায়ে মুখ কৃষ্ণ পানে চাহে।
লজ্জিত হইয়া সভে ঠারাঠারি কহে ॥
লজ্জার বিষয় সখি কি করি উপায়।
তীর্থ দূরে রহু কুণ্ডে জল নাহি হয় ॥
  কৃষ্ণ দূরে থাকি দেখি মৃদু মৃদু হাসে।
কিশোরীর রঙ্গ দেখি প্রেমানন্দে ভাসে ॥
  তবে সব সখীগণে যুকতি করিল।
লাজ খায়ে কৃষ্ণ স্থানে যাইতে হইল ॥
কৃষ্ণের নিকটে গিয়া সুকুমারীগণ।
ভঙ্গি করি কৃষ্ণ প্রতি কহয়ে বচন ॥ §
তুমি যে খনিলে কুণ্ডে তীর্থ যে আনিলা।
বুঝিতে নারিনু কিবা কুহক করিলা ॥
আমা সবা নারীগণে কিংবা ভুলাইলে।
প্রায়শ্চিত্ত করি বলি মিথ্যা বিড়ম্বিলে ॥ ¶

অতএব মোরা এই কুণ্ড যে খুদিনু।
ইথে তীর্থগণ আনি স্নান পান বিনু ॥
প্রত্যয় না হবে * আমা সভাকার মনে।
গেল কি না গেল পাপ জানিব কেমনে ॥
অতএব তীর্থগণে তব কুণ্ড হৈতে।
মো-সভার কুণ্ডে আনি স্নান কর তাতে ॥
  তাহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র আনন্দিত হৈল।
সে ভঙ্গি দেখিয়া সুখসাগরে ভাসিল ॥
কৃষ্ণ কহে ভাল ভাল তাহাই করিব।
যাতে তোমা সবাকার প্রতীতি হইব ॥
  এতো কহি সর্ব্বতীর্থ সেই কুণ্ডে আনি।
স্নান কৈল কৃষ্ণ যে পাবন-শিরোমণি ॥
শ্রীরাধিকা মনে বড় আনন্দিতা হৈলা।
সখীগণে ঠারেঠোরে কহিতে লাগিলা ॥
কৃষ্ণ সনে চতুরাই কেমন করিনু।
ছলে কলে † নিজ কুণ্ডে তীর্থে আনাইনু ॥
হাসিয়া কৃষ্ণেরে সভে টিটকারী দেন।
কৃষ্ণ তাহে প্রেমানন্দসাগরে ভাসেন ॥
তবে কৃষ্ণ প্যারী সঙ্গে জলকেলি কৈল।
রাধাকুণ্ড নাম তার সাদরে রাখিল ॥
নিজ সর্ব্বশক্তি রাধিকার সর্ব্বশক্তি।
সম্যক প্রকারে যে অর্পিলা প্রেমরতি ॥
রাধিকা স্বরূপ হন কৃষ্ণের স্বরূপ।
ত্রৈলোক্যের মধ্যে এক পরম অনুপ ॥
নির্গুণ সচ্চিদানন্দ প্রকৃতির পার।
ত্রিজগতে যার সম-উর্দ্ধ নাহি আর ॥
কৃষ্ণের প্রেয়সী যথা রাধিকা সুন্দরী।
তেমতি শ্রীরাধাকুণ্ড অতি প্রিয়ঙ্করী ॥
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড দুই দোঁহা মূর্ত্তি।
দুঁহু কুণ্ড-সঙ্গম দোঁহার মনোবৃত্তি ॥
রত্ন সিংহাসনে সেই সঙ্গম উপরে।
তমালের তরুতলে সদাই বিহরে ॥

* শ্যামে—পাঠভেদ। † খুদিব—পাঠভেদ।
‡ খুন্তা—পাঠভেদ। § হাসিয়া কহেন—পাঠভেদ।
¶ মিথ্যা যে কহিলে—পাঠভেদ।

* প্রতীতি না হবে—পাঠভেদ। † ছল করে—পাঠভেদ।

রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড-তীরের যে শোভা।
বর্ণন না হয় যাথে রাধাকৃষ্ণ লোভা ॥ *
অষ্ট-সখী-কুঞ্জ-কুণ্ড তাহাতে বেষ্টিত।
মহিমা সমান রাধাকুণ্ডের উচিত ॥ †
শ্রীল রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড কৃপা কর।
লালদাস ‡ মস্তকে চরণ-ছায়া ধর ॥

চারিধাম।

চারি ধাম হয় শ্রীমন্-মথুরা-মণ্ডলে।
যাহার প্রকাশ-রূপ অন্য অন্য স্থলে ॥
রামনাথ বদ্রীনাথ জগন্নাথ-ক্ষেত্র।
শ্রীল দ্বারকানাথ পরমমহত্ত্ব ॥ §
যাহার স্মরণে হয় সংসার-মোচন।
দর্শনের গুণ তাহা না যায় বর্ণন ॥ ¶
অতঃপর অন্য লীলাস্থান যে বর্ণিব।
কিঞ্চিত বর্ণিব মাত্র সকল নারিব ॥
সাধুগণ কহিতে পারেন সর্ব্বস্থান।
মো-সভার অন্তরে অগম্য সে সন্ধান ॥

অথ শ্রীগোবর্দ্ধন কদম্বখণ্ডি।

গোবর্দ্ধন নিকটে কদম্বখণ্ডি হয়।
তথা পাশাক্রীড়া দোঁহে জয় পরাজয় ॥
পণ করি খেলে রাধা-কৃষ্ণ দুই জনে।
চৌদিকে বেষ্টিত ললিতাদি সখীগণে ॥
শ্রীমধুমঙ্গল সুবলাদি নর্ম্মসখা।
কৃষ্ণ-পক্ষপাত করি করে লেখাজোখা ॥
চতুর শ্রীমতীপক্ষ যত সখীগণে।
হারিলেও অন্যায় করিয়া সভে জিনে ॥
কৃষ্ণের মুরলী হার চুড়া গুঞ্জামালা।
গোলমাল করি হারাইয়া কাড়ি নিলা ॥
কৃষ্ণের বয়স্য সবে আঁটিতে না পারি।
ললিতার ডরে সভে * রহে চুপ করি ॥
কৃষ্ণের পরম সুখ প্যারীজীর জয়।
ভঙ্গি করি হারি সেই কৌতুক দেখয় ॥
চুম্ব আলিঙ্গন পণ হয় তো যখন।
যতনে জিনিতে চাহে শ্রীকৃষ্ণ তখন ॥ †
তিনবার পণে হারি তবে কৃষ্ণ কহে।
পুনঃ যে খেলিব পণ রাখ মোর সহে ॥
আমি যদি হারি মধুমঙ্গলেরে লবে।
আপন জোরেতে বান্ধি নিঞা যাবে সভে ॥
তুমি যদি হার প্যারী প্রিয়সখী তব।
ললিতা সুন্দরীকে আমারে সঁপি দিব ॥
এ কথা শুনিয়া রাই ভ্রুকুটি করিয়া।
ক্রোধাবেশে কহে কৃষ্ণে ভৎ´সনা করিয়া ॥ ‡
মুখ সামালিয়া কথা কহ বিচারিয়া।
নিজ মরিযাদ গোপী-সমাঝে রাখিয়া ॥
তোমার যে বটু মধুমঙ্গল যেমন।
তেমন সহস্র বিপ্র আনিঞা এখন ॥ §
করাইয়া ভোজন দক্ষিণা কৌড়ি কৌড়ি।
বিদায় করিতে পারি দিয়া দশ বুড়ি ॥
আমার ললিতা-সখী রূপে গুণে শীলে।
এমন একটি নাকি ত্রিভুবনে মিলে ॥
ইহার সহিত পণ ¶ বটু ব্রাহ্মণেরে।
কোন অংশ সমান করিলা কি বিচারে ॥
কৃষ্ণ কহে ভাল ভাল খেল তো এবার।
যে উচিত হয় পাছে করিহ ** বিচার ॥
এত কহি পুনঃ দোঁহে খেলিতে লাগিলা।
ললিতা মুচকি হাসি মউনে রহিলা ॥

---

* 'রাধাকুণ্ড…লোভা' ও 'রাধাকৃষ্ণ শোভা'—পাঠভেদ।
†…কুণ্ড কুঞ্জ…।…রাধাকুণ্ডের সহিত ॥—পাঠভেদ।
‡ কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।
§…বৈদ্যনাথ…। শ্রীল দ্বারিকানাথ—পাঠভেদ।
¶…শরণে হয়…। দর্শনেতে যেইরূপ…॥—পাঠভেদ।
* সব—পাঠভেদ।
† তখন জিনিতে চাহে করিয়া যতন—পাঠভেদ।
‡ ক্রোধবশে কৃষ্ণে কিছু কহেন ভৎ´সিয়া।—পাঠভেদ।
§…তেমন। তেমন সহস্র…॥—পাঠভেদ।
¶ তব—পাঠভেদ।
** করিব—পাঠভেদ।

খেলিতে খেলিতে তবে কৃষ্ণ হারি গেলা।
নিজ দাঁও * পাইয়া শ্রীললিতা উঠিলা ॥
তা দেখিয়া বটু তবে পলাইয়া যায়।
ঝমকিয়া ললিতা সম্মুখ আগুলায় ॥
গলায় বসন দিয়া ধরিল বটুরে।
বিকাইলে পণে বান্ধি লয়ে যাব ত্বোরে ॥
প্যারীজীর আগে আনি বসাইলা তারে।
গলায় বসন দিয়া চাহে বান্ধিবারে ॥
বটু কহে মোরে বান্ধ করি কি বিচার।
কৃষ্ণ বেচিবেক মোরে কি শক্তি উহার ॥
উহায় বা কেবা মানে ও তো গোয়ালিয়া।
মুঞি বিপ্র মোরে পূজে আদর করিয়া ॥
গোপীগণ কহে মোরা তাহা না শুনিব।
কৃষ্ণ পণে হারিয়াছে বান্ধি নিঞা যাব ॥
তবে বটু কৃষ্ণ বলি ডাকে উচ্চনাদে।
রক্ষা কর বলিয়া কপট করি কান্দে ॥ †
কৃষ্ণ কহে ছাড়ি দেহ বটুরে আমার।
আমি যাহা কহ দিব যে ইচ্ছা তোমার ॥
ললিতা কহেন বংশী বন্ধক রাখহ
ভাল ভাল বটুকে লইয়া তবে যাহ ॥
তবে কৃষ্ণ বংশী বান্ধা রাখিয়া বটুরে।
খালাস করিয়া পুনর্ব্বার খেলা করে ॥
কৃষ্ণেরে ভর্ৎসয়ে তবে শ্রীমধুমঙ্গল।
কর চালাইয়া মহা হইয়া চঞ্চল ॥
তোমার সহিত আর কোথাও না যাব।
কালি হৈতে গৃহমধ্যে বসিয়া রহিব ॥
খেলাতে করিয়া পণ বান্ধাও আমারে।
কোন দিন কোথাও বেচিয়া যাবে মোরে ॥
ঘরে গিয়া আজি কব ব্রজেশ্বরী স্থানে।
কৃষ্ণ তোমার মিথ্যা কহি যায় গোচারণে ॥ ‡

গোপের রমণী নিঞা বনে বিহরয়।
তার মধ্যে এই যে ললিতা গোপী হয় ॥
ইহার সহিত যে পিরীতি অতিশয়।
কুঞ্জে কুঞ্জে বনে বনে সদাই ফিরয় ॥
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে সবারে কহিব।
কালি হৈতে বনেতে আসিবা ঘুচাইব ॥
তাহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র সহ গোপীগণ।
কৌতুকে হাসয়ে সভে ঝাঁপিয়া বদন ॥
সেই পাশাক্রীড়া * স্থানে কোটি নমস্কার।
পরম শরণ্য এক জগত-ভিতর ॥

অথ বহু লীলাস্থান-বর্ণন।

গোবর্দ্ধন বেঢ়ি হয় বহু লীলাস্থান।
অসংখ্য গণন সব না হয় বর্ণন ॥
শ্রীকুণ্ড-পশ্চিমে মুখরাই নামে গ্রাম।
শ্রীমতীর অনুকূল শ্রীমুখরা ধাম ॥
নিকটে সুমন-সরোবর † মনোহর।
কুসুম-সরোবর বলি খেয়াতি যাহার ॥
গোবর্দ্ধন উত্তরে শ্রীকেলি-কুঞ্জবন।
তথা শঙ্খচূড় দৈত্য পাইল মরণ ॥ ‡
সিংহাসন সহিত শ্রীরাধিকা লইয়া।
যাইতে § শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কেশেতে ধরিয়া ॥
মুষ্ট্যাঘাত মারি তার মস্তক হইতে।
স্যমন্তক মণি দিল দাদাজীর ¶ হাথে ॥
বলদেব বিচার করিয়া কিছু মনে।
পাঠাইলা কৃষ্ণপ্রিয় রাধিকার স্থানে ॥
বিলাসবদন-নাম স্থান কিছু দূর।
রাসলীলা রসকেলি তথায় প্রচুর ॥
দানঘাটি গোবর্দ্ধনে কৃষ্ণ দানী হৈলা।
শ্রীরাধিকা সনে রসকেলি বিস্তারিলা ॥

---

* দায়—পাঠভেদ।
† রক্ষা কর কপট করিয়া মিছা কান্দে।—পাঠভেদ।
‡ কৃষ্ণ যে তোমার মিথ্যা কয়—পাঠভেদ।

* পাশালীলা স্থানে—পাঠভেদ।
† সুগম সরোবর—পাঠভেদ।
‡ গোবর্দ্ধন অন্তরে…। যথা…॥—পাঠভেদ।
§ যাহারে—পাঠভেদ।　¶ দাওজীর—পাঠভেদ।

যে স্থানে বসিলা কৃষ্ণ সেই যে প্রস্তর।
ধরিয়া যে মহাপ্রভু কান্দিলা বিস্তর॥ *
দান-নিবর্ত্তন কুণ্ড নিকটে তাহার।
দানচ্ছলে রাধাকৃষ্ণের যথায় বিহার॥
কুণ্ডাষ্টকে দাস-গোসাঞি বর্ণন-করিলা।
দান-নিবর্ত্তন কুণ্ড তাহাতে কহিলা॥
তাহার নিকটে হয় শোকারাই নাম।
মহিমা অপার চন্দ্রাবলীজীর গ্রাম॥
পরে নিরগাঁও † যথা মিলে গোপীগণ।
কৃষ্ণচন্দ্রে প্রেমাবেশে কৈল নির্ম্মঞ্ছন॥
গোবর্দ্ধন হৈতে এক ক্রোশ হয় দূর।
গাঁঠলি নামেতে গ্রাম লীলা চমৎকার॥
প্যারী সহ কৃষ্ণ ‡ বন বিহার করয়।
হাস পরিহাসে চলে সঙ্গে সখীচয়॥
পশ্চাত হইতে তবে ললিতা সুন্দরী।
দোঁহার উড়নি বস্ত্র ধরি চুপ করি॥
মুচকি হাসিয়া গাঁঠছড়া বান্ধি দিল।
ঠারাঠারি করি তবে হাসিতে লাগিল॥
বদনে বসন দিয়া পরস্পর হাসে।
হাসিয়া ঢলিয়া পড়ে § কেহ না প্রকাশে॥
ঈষত নয়নে প্রিয়সখী পানে চাহে।
অঙ্গে ঠেসাঠেসি কাণে কাণে কথা কহে॥
প্রিয়াজী দেখিয়া তাহা চকিত-নয়নে।
পুছয়ে সভারে কহ সখি হাস কেনে॥
কেহ নাহি কহে কিছু করতালি পিটি।
হুলু হুলু ধ্বনি করে ভূমে পড়ি লুটি॥
কৃষ্ণচন্দ্র যে-হেতুক বিশেষ জানিঞা।
না প্রকাশে আনন্দে ¶ হাসয়ে মুচকিয়া॥
ফাঁপড় হইয়া রাই চারি পানে চায়।
কি হেতু হাসয়ে সভে কেহ নাহি কয়॥

আকাশ পাতাল ভাবি না হয় নিশ্চয়।
সভার বদন পানে ফিরি ফিরি * চায়॥
আজি শুভলগ্ন হয় কহে সখীগণে।
কিশোরীর বিভা হৈল কিশোরের সনে॥
তবে বস্ত্র সাপটিয়া পরিতে শ্রীরাধা।
টান পড়ি গেল দেখে বস্ত্রে গাঁঠি বান্ধা॥
তখন বুঝিয়া রাই লজ্জিত হইয়া।
সখীগণে ভৎর্সে বহু ভ্রুকুটি করিয়া॥
বস্ত্র আকর্ষিয়া গাঁঠি খুলিবারে চাহে।
কৃষ্ণ চতুরাই করি টানিয়া রাখয়ে॥
হাসির সহিত রাই ঈষত রোদন।
করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে † করয়ে ভৎর্সন॥
তাহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র উল্লাসিত মন।
ভৎর্সন সে নহে মানে সুধা-বরিষণ॥
এইমত নানা রঙ্গ-রস-কুতূহলে।
গেঠলায় রাধাকৃষ্ণ বনে ভ্রমি বুলে॥
সেই যে গেঠেলা গ্রাম তার ধূলিকণ।
জন্মে জন্মে হউ মোর মস্তকে ভূষণ॥
গোলাপ-কুণ্ড হয় যে শ্রীকৃষ্ণ-নির্ম্মিত।
কদম্বের বৃক্ষ চারি পাশে সুশোভিত॥
শোভার নাহিক সীমা অতি সুনির্জ্জন।
হোলি খেলায় যথা পলাইল প্রিয়গণ॥ ‡
নারদ গোস্বামি-জীর পরে স্নানকুণ্ড।
তাহার পশ্চিমে হয় মুনিশীর্ষ-কুণ্ড॥
পরে প্রমোদনাকুণ্ড বিহারের স্থান।
প্রমোদে মগন হৈল যথা গোপীগণ॥
পশ্চিমে কিঞ্চিত দূরে নয়ন-সরোবর।
সেতুকন্দরাখ্য স্থান পশ্চিমে তাহার॥
পরে আদি বদ্রিনাথ § নর-নারায়ণ।
তথা শিব-গৌরী দোঁহে বিরাজ করেন॥

---

* অতি অপরূপ স্থান দেখিতে সুন্দর—পাঠভেদ।
† 'নিম্বগাঁও' ও 'নিমগাঁও'—পাঠভেদ।
‡ কত—পাঠভেদ। § চলিলা পথে—পাঠভেদ।
¶ প্রকাশ না করিলা—পাঠভেদ।

* ফেল ফেল চায়—পাঠভেদ।
† কৃষ্ণেরে কহে করিয়া—পাঠভেদ।
‡ হোরি খেলায় যথায় লৈয়া প্রিয়াগণ—পাঠভেদ।
§ বৈজনাথ—পাঠভেদ।

তথায় অলকনন্দা সুনির্জ্জন স্থান।
নিকটেতে গন্ধশিলা পরমমোহন ॥
পরে দিগ-নামে গ্রাম রাজার আলয়।
যথা রূপ * সরোবর নাট্যবন হয় ॥
সাঙপি শিখর নাম ধবলা পর্ব্বত।
শ্রীমতী হিন্দোলা ঝুলে সহ সখীযুথ ॥
পর্ব্বত-গহ্বরে কৃষ্ণকুণ্ড সুনির্জ্জন।
পরে ইন্দুলিকা গ্রাম ইন্দ্রদেবস্থান ॥ †
কনয়ারে কণ্বমুনি ‡ ধ্যান করিলেন।
যার অন্ন তিনবার কৃষ্ণ খাইলেন ॥
কাম্যবনে বহু লীলাস্থান যে অনন্ত।
কিঞ্চিত বর্ণিব যার নাহি হয় অন্ত ॥ §
বিমল-কুণ্ডের শোভা পরম মোহন।
মহিমা অপার যার না হয় বর্ণন ॥
পরে শ্রীযশোদাকুণ্ড পর সেতুবন্ধ।
সাগর আইলা সঙরিতে কৃষ্ণচন্দ্র ॥ ¶
তাহার বৃত্তান্ত শুন অপূর্ব্ব কথন।
ঐশ্বর্য্য দেখিয়া নাহি ভুলে গোপীগণ ॥
একদিন কৃষ্ণ গোপীগণ সহ তথা।
বিহরয়ে কহে হাস-পরিহাস কথা ॥
হেনকালে তথা এক বানর আইলা।
হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণ কহিতে লাগিলা ॥
এই যে বানরদ্বারে রাম অবতারে।
রাবণ বধিতে সেতু বাঁধিনু সাগরে ॥
তাহা শুনি গোপী হাসি লুঠিয়া পড়িল।
পরস্পর শ্লেষ করি কহিতে লাগিল ॥
শুনেছ গো অপরূপ আর এক কথা।
ইনি নাকি রামরূপে পঞ্চবটী যথা ॥
বানর ভাল্লুক নিঞা সাগর বান্ধিয়া।
সীতার উদ্ধার কৈল রাবণ বধিয়া ॥

ঈশ্বর হয়েন ঞিহো প্রণাম করহ।
পূজা আদি মানিয়া যে বর মাগি লহ ॥ *
এই মত কহি সবে শেলেষ করিয়া।
নমস্কার করে গোপী হাসিয়া হাসিয়া ॥
কৃষ্ণ গোপী † রঙ্গভঙ্গি দেখি আনন্দিত।
পুলক হইলা যেন অমৃতে সিঞ্চিত ॥
পুনঃ কৃষ্ণ কহে সত্য মিথ্যা না কহিনু।
রামরূপে সাগরেতে সেতুবন্ধ কৈনু ॥
বরঞ্চ সেথাই যদি দেখিবারে চাহ।
এখানে সমুদ্র আনি যদ্যপিহ কহ ॥
সাগর বন্ধন করি সাক্ষাত দেখহ।
তবে মোর বচনেতে প্রত্যয় যাইহ ॥
তাহা শুনি গোপী কহে গ্রীবা ফিরাইয়া।
ভাল ভাল বান্ধ দেখি সমুদ্র আনিঞা ॥
তবে কৃষ্ণ সমুদ্রেরে স্মরণ করিলা।
স্মরণ করিতে সিন্ধু ‡ তৎক্ষণে আইলা ॥
মহা কোলাহল শব্দ প্রচণ্ড তরঙ্গ।
ব্যাপক হইয়া আইসে করি নানা রঙ্গ ॥
গোপিকা দেখিয়া ভয়ে কম্পিত হইয়া।
ধরিলেন কৃষ্ণকণ্ঠ বাহু পসারিয়া ॥
কৃষ্ণ সুখী হইয়া কৌতুক করি কহে।
সেতুবন্ধ করি তবে আইস মোর সহে ॥
পাথর বহিয়া আন তোমরা সভাই।
মোর হাতে দেহ মুঞি জলেতে ভাসাই ॥ §
তবে গোপীগণ সভে মাথায় করিয়া।
পাথর বহিয়া আনে হরষিত হৈয়া ॥
পাথর লইয়া কৃষ্ণ জলেতে রাখয়।
নাহিক ডুবয়ে শিলা ভাসিয়া রহয় ॥
এই মত সাগর বন্ধন কৈলা হরি।
রামেশ্বর মহাদেবে আনয়ে সঙরি ॥

* সেইরূপ—পাঠভেদ।
† ইন্দুনিক—পাঠভেদ (মুদ্রাকর প্রমাদ)।
‡ কলওলায়ে কন্দমুনি—প্রামাদিক পাঠ।
§ আর (যার) নাহি পাই অন্ত—পাঠভেদ।
¶ …আনিলা ইচ্ছায় আপনি… ।—পাঠভেদ।

*…ঞিহার…। পূজা পাতি আনিঞা…॥—পাঠভেদ।
† সেই—পাঠভেদ।
‡ আজ্ঞাকারী সিন্ধুতথা—পাঠভেদ।
§ বসাই—পাঠভেদ।

সেতুবন্ধোপরি মহাদেব যে বসিলা।
পূর্ব্ব সেতুবন্ধোপরি যথা বাস কৈলা ॥
গোপীগণ দেখিয়া সে সব বিবরণ।
চমৎকার হৈল, মুখে না সরে বচন ॥
ভাবিয়া করিল স্থির সকলে মিলিয়া।
কৃষ্ণ কি কুহক জানে তাহা প্রকাশিয়া ॥
এ সব করিয়া মো-সবারে দেখাইলা।
নতুবা সাগর এথা কেমনে আইলা ॥
অতএব গোপীগণ কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য।
দেখিয়া না মানে, মানে ইন্দ্রজাল-কার্য্য ॥
সেই যে সাগর সেতুবন্ধ রামেশ্বর।
কৃপা কর হই যেন গোপিকা-কিঙ্কর ॥
পৌদ-পিছেলি খেলিলেন সঙ্গে সখাগণ।
খেলিলা পর্ব্বতে তার আছে দরশন ॥ *
শিশু-বৎস সহ বনে করিল ভোজন।
তাহার যে থালি দুই আছে বর্ত্তমান ॥
কাম্যবনে অসংখ্য লীলার স্থান হয়।
অধিক লিখিতে নারি পুস্তক বাড়য় ॥
পরে বৃষভানুপুর বর্ষান আখ্যান।
চৌদিকে প্রাচীর হয় অতি শোভাবান্ ॥
বর্ষান পর্ব্বতোপরি রাজার আলয়।
ত্রৈলোক্যের পূজ্য বৃষভানু মহাশয় ॥
লাললাড়িনী জীউ † তথায় বিরাজে।
বিচিত্র দেউল কুঞ্জে নানা বাদ্য বাজে ॥
গ্রামে অষ্ট সখী সহ প্যারীজী বৈসয়।
নিকটে শ্রীবৃষভানু মহারাজ হয় ॥
বামে শ্রীকীর্ত্তিদা মাতা সম্মুখে শ্রীদাম। ‡
তাঁর গুণ কে কহিবে কৃষ্ণ-প্রিয়তম ॥
পূর্ব্বে বৃষভানুকুণ্ড ভানুখোর নামে।
কীর্ত্তিদা মাতার § কুণ্ড শোভে তার বামে ॥

* পর্ব্বতে তাহার চিহ্ন অদ্যাপি দর্শন—পাঠভেদ।
† লাল নাড়েলি জীউ—পাঠভেদ।
‡ শ্রীকৃত্তিকামাতা নিকটে শ্রীদাম—পাঠভেদ।
§ কৃত্তিকা মাতার—পাঠভেদ।

বিলাস নামেতে বন ধূলি খেলার স্থান।
যথা বর পাইলা প্যারী দুর্ব্বাসার স্থান ॥
সখীসনে সুধামুখী বসি ধূলি খেলে।
তথা দিয়া শ্রীদুর্ব্বাসা যান সেইকালে ॥
আর যত বালিকা যে কেহ না উঠিল।
রাধিকা উঠিয়া দণ্ডবত নতি কৈল ॥
পরম রূপসী তাতে সৌজন্য তা দেখি।
মুনিবর অন্তরে হইলা বড় সুখী ॥
প্রসন্ন হইয়া মুনি বর দিতে চাহে।
কহিতে না জানে * বালা চুপ করি রহে ॥
বুঝিয়া সে মুনিবর বিচার করিল।
স্ত্রীজাতির উচিত যে বরদান কৈল ॥
তুমি যে করিবে পাক অমৃত সমান।
হইবেক, যেই তাহা করিবে ভোজন ॥
পরমায়ু বৃদ্ধি তার হইবে বিস্তর।
কান্তি পুষ্টি হইবে নির্ব্ব্যাধি কলেবর ॥
পরে শ্রীসঙ্কেত-বট সঙ্কেত-বিহারী।
প্রেম-সরোবর আদি যতেক † মাধুরী ॥
পরে শ্রীল নন্দীশ্বর নন্দের আলয়।
কৃষ্ণের শ্রীচন্দ্রশালা অতি উচ্চ হয় ॥
বর্ষানে শ্রীকিশোরীর ঘরের দুয়ার।
নন্দীশ্বরে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচন্দ্রশালার ॥
দুয়ার সমান দোঁহে দোঁহা দৃষ্টি হয়।
দোঁহে দোঁহা হেরি সুধাসাগরে ভাসয় ॥
শ্রীনৃসিংহদেব হন গ্রামের দক্ষিণে।
পূর্ব্বে শ্রীললিতাকুণ্ড তার পূর্ব্ব স্থানে ॥
কৃষ্ণপদ-চিহ্ন এক পাষাণে শোভয়।
ললিতাকুণ্ডের যাম্যে সূর্য্যকুণ্ড হয় ॥
বিশাখার কুণ্ড তার অগ্নিকোণ-স্থানে।
শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রিয় পরম শোভনে ॥
তাহার নৈঋ‍র্তে পৌর্ণমাসীর ভবন।
তাহাই শ্রীনান্দীমুখী-ঠাকুরাণী-স্থান ॥ ‡

* পারে—পাঠভেদ। † আর অনেক মাধুরী—পাঠভেদ।
‡…পূর্ণমাসীর আশ্রম। তথায়… ॥—পাঠভেদ।

পশ্চিমে যশোদাকুণ্ড কদম্ব-কানন । *
কৃষ্ণের সান্ত্বনা হেতু রহে হাউগণ ॥
স্নানাদি করেন মাতা জলেতে নাম্বিয়া ।
ততক্ষণ কৃষ্ণচন্দ্রে ঘাটে বসাইয়া ॥
কান্দিলে সান্ত্বনা করে হাউ দেখাইয়া ।
ভয়ে না কান্দেন কৃষ্ণ থাকেন বসিয়া ॥
শ্রীমন্‌-সনাতন-প্রভু গোস্বামি-জীউর ।
অতুল মহিমা স্থান ভজন-কুটীর ॥ †
অনন্ত লীলার স্থান নন্দগ্রামে হয় ।
অধিক কহিতে নারি পুস্তক বাড়য় ॥
যাবট আখ্যান গ্রাম শুভ সুখময় ।
গোপ-গোপপুত্র অভিমন্যের আলয় ॥
শ্রীমতীর গৃহে অভিমন্যু পতিম্মন্য ।
শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ বিনে নাহি জানে অন্য ॥
অতি উচ্চ রত্ন-অট্টালিকাতে বসিয়া ।
সখীসঙ্গে কৃষ্ণ-কথা-রসরঙ্গ-হিয়া ॥
লালসা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমাত্র মনোবৃত্তি ।
দেহ গেহ ধন জন সর্ব্বত্র বিরক্তি ॥
পূর্ব্বেতে কিশোরী বট পরমমোহন ।
কৌতুকে ঝুলয়ে রাই সঙ্গে সখীগণ ॥
সিদ্ধি-সরোবর-আদি বহু লীলাস্থান ।
সংক্ষেপে কহিল কিছু যাবট আখ্যান ॥
পরে শ্রীমালিনীকুণ্ড মালিনী-আলয় ।
মালিনী সহিত প্যারী অন্তর-আশয় ॥
নির্জ্জনে বসিয়া কহে আনন্দ-উল্লাসে ।
মালিনী জিজ্ঞাসে কহে প্রেমানন্দে ভাসে ॥
ক্রোশেক পরেতে শ্রীকোকিলাবন হয় ।
তথা হৈতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সঙ্কেত করয় ॥
কুহুকুহু ধ্বনি কোকিলের রব করে ।
রাই তাহা শুনি তথা করে অভিসারে ॥
শ্রীনন্দীশ্বরের পূর্ব্বে আজনক-গ্রাম ।
কৃষ্ণ রাই-চক্ষে পরাইলেন অঞ্জন ॥

দক্ষিণ-করেলা চন্দ্রাবলীর নগর ।
রাসকেলি-স্থান তথা ঝুলনা সুন্দর ॥
সাহার বলিয়া গ্রাম উপানন্দ-স্থান ।
মর্ণানামেতে গ্রামে সূর্য্যকুণ্ড হন ॥ *
সূর্য্যের মূরতি তথা তীরে বিরাজয় ।
সূর্য্যপূজা ছলে রাই কৃষ্ণেরে মিলয় ॥
সাহারের পূর্ব্ব রাধাকুণ্ডের ঈশান ।
শঙ্খচূড় বধ আদি বহু লীলা-স্থান ॥
সাঁথির ঈশানকোণে উমরাই গ্রাম ।
প্যারী যাঁয় হৈলা রাজা রাজপট্ট ধাম ॥
বৃন্দাবনেশ্বরী রাজা সখাগণ জানি ।
রাজ অভিষেক কৈলা কৃষ্ণে নাহি গণি ॥
তাহা শুনি সখাগণ কৃষ্ণে কৈল রাজা ।
বৃন্দাবনে মানিঞা কৃষ্ণের সব প্রজা ॥
তাহা দেখি জোরাবরি কৃষ্ণে উঠাইয়া ।
ছলে আনি দিলা প্যারী সনে † মিলাইয়া ॥
কৃষ্ণ যথা রাজা হৈল ছত্রবন নাম ।
বজ্রনাভ তথা কৈলা জলাশয় গ্রাম ॥
কৃষ্ণেরে করিয়া প্রজা হাসে সখীগণে ।
প্যারীকে করিল তবে রাজা বৃন্দাবনে ॥
সখীগণে কহেন শ্রীললিতা সুন্দরী ।
বৃন্দাবনে রাজা রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী ॥
শুনিলাম আর কেটা রাজা নাকি ‡ হইল ।
প্যারীজীর রাজ্য আসি অধিকার কৈল ॥
ধরিয়া আনহ শীঘ্র যাইয়া তাহারে ।
দণ্ড করি বদ্ধ কর কুঞ্জ-কারাগারে ॥
তবে দুই চারি সখী যাইয়া কহয় ।
প্যারীজীর রাজ্যে কেটা রাজা নাকি হয় ॥
এত বড় যোগ্যতা যে আছয়ে কাহার ।
উঠিয়া চলহ শীঘ্র হুকুম রাজার ॥

* পরম কানন—পাঠভেদ। ‡ ভজন কোটির—পাঠভেদ।

*...উপনন্দের গ্রাম । মন্নাম—পাঠভেদ ।
† কৃষ্ণসনে—পাঠভেদ ।
‡ যেন—পাঠভেদ ।

ইহা কহি হাথ পাকড়িয়া উঠাইয়া।
ছলে আনি দিলা প্যারী সনে মিলাইয়া ॥ *
প্যারীর সম্মুখে খাড়া করিয়া † রাখিলা।
ঘোমটা টানিয়া প্যারী ঈষৎ হাসিলা ॥
যোড়হস্ত করি কৃষ্ণ দাঁড়াইল আগে।
পাত্র শ্রীললিতা বসি প্যারী-বামভাগে ॥
প্রতাপ করিয়া তেঁহো কহে সখীগণে।
এই কি নৃপতি হৈল শ্রীল-বৃন্দাবনে ॥
ভাল মতে দেহ সভে ইহারে সাজাই।
কৃষ্ণ কহে মোর কিছু অপরাধ নাঞি ॥
আজ্ঞামাত্রে আইলাম মহারাজ স্থানে।
যে দণ্ড করিতে হয় করহ এক্ষণে ॥
ললিতা কহেন নিজ হস্তে তুমি রাই।
যে উচিত হয় দেহ ইহার সাজাই ॥
কুঞ্জ-কারাগারে নিঞা ‡ লইয়া নির্জ্জনে।
বাহুযুগ-লতা দিয়া করহ বন্ধনে ॥
হেমগিরিদ্বয় বক্ষে দেহ চালাইয়া।
দশনে বদন ক্ষত কর বিদারিয়া ॥ §
ইহা শুনি বদনে বসন দিয়া ধনী।
লাজে অধোমুখ হৈল কমল-নয়নী ॥ ¶
ললিতার চতুরাই বাক্য শুনি রাই।
ক্রোধভরে করি ভৎ᾽সে ভ্রূভঙ্গি চরাই ॥ **
সেই ভঙ্গি দেখি কৃষ্ণ আনন্দ-অন্তর।
দোঁহার দর্শনে হৃষ্ট মন দোঁহাকার ॥
দোঁহে দোঁহা মিলি সুখসাগরে ভাসিল।
সখীগণ হেরি মহাকৌতুকী হইল ॥
কুশস্থলী দ্বারকা-লীলার প্রকরণ।
যাবট নিকটে হয় বকথরা গ্রাম ॥ ††
হারোয়াল নাম ‡‡ গ্রাম পাশাক্রীড়া যথা।
কৃষ্ণ হারিলেন রাধিকার স্থানে তথা ॥

* মিশাইয়া—পাঠভেদ। † দাঁড়া করিয়া—পাঠভেদ।
‡ গিয়া—পাঠভেদ।
§…বক্ষস্থলে…।…করহ দাবিয়া ॥—পাঠভেদ।
¶ কমল বদনী—পাঠভেদ। ** ভ্রূকুটি লাগাই—পাঠভেদ।
†† বকরথা—পাঠভেদ। ‡‡ হারোয়ান—পাঠভেদ।

কৃষ্ণের ময়ূর-মৃগ বান্ধিয়া লইয়া।
সখীগণ চলিলেন পথেতে জিনিঞা ॥
দাইগ্রামে কৃষ্ণ দধি খাইলা যথায়।
বটবৃক্ষ-পত্রে দোনা অদ্যাপি আছয় ॥
শেষশায়ী গ্রামে বিরাজয়ে শেষশায়ী।
অনন্ত-শয্যায় প্রভু আছেন সদাই ॥
ক্ষীরসিন্ধু পুষ্পোদ্যান তাহার অগ্রেতে।
ব্রজের সীমানা খাম্বা আছয়ে তথাতে ॥
উজানি-নগর হয় খয়ের-গ্রামের পূর্ব্বে।
যমুনা উজান বহে মুরলীর রবে ॥
রামঘাট যথা বলদেব রাস কৈলা।
বায়ুকোণে যথা বৎসাসুর বধ কৈলা ॥ *
গো-বৎস-হরণ যথা ব্রহ্মা আসি কৈল।
পূর্ব্বেতে ভূষণ বনে নানা লীলা হৈল ॥
সুন্দর রতন ভূষা আনি সখীগণ।
পরাইলা শ্রীকৃষ্ণেরে করিয়া যতন ॥
আগিয়ারা গ্রাম যথা মুঞ্জাটবী বন।
তথায় অক্ষয় বট দাবাগ্নি-মোচন ॥
পূর্ব্বে তপোবন যথা কন্যা গোপীগণ।
কাত্যায়নী পূজা করি পাইলা বরদান ॥
যথা যমুনার চীরঘাট কৃষ্ণ তথা।
বসন হরিল গোপিকার করি নতা ॥ †
নিকটে গোপিকাঘাট যথা গোপীসঙ্গে।
ছল করি কৃষ্ণচন্দ্র বিহরিল রঙ্গে ॥
নন্দঘাট পরে হয় শ্রীনন্দ রাজেরে।
যথা হৈতে লয়ে যায় বরুণের চরে ॥
তাহার পশ্চিমে ব্রহ্মমোহন পুলিন।
সখা সঙ্গে কৃষ্ণ যথা ‡ করিলা ভোজন ॥
সেহালা নামেতে যে দ্বিতীয় শেষশায়ী।
রূপের তুলনা দিতে ত্রিভুবনে নাঞি ॥ §

* বৎসাসুর দৈত্য বধ হৈলা—পাঠভেদ।
† লতা—পাঠভেদ।
‡ কৃষ্ণচন্দ্র—পাঠভেদ।
§ সেহারা…।…ত্রিজগতে নাঞি ॥—পাঠভেদ।

শ্রীনন্দঘাটের পূর্ব্বপারে অগ্নিকোণে।
ভদ্রবন কৃষ্ণে ভদ্র করাইলা * যেই স্থানে ॥
বাহুযুদ্ধ আদি খেলা সখাগণ সনে।
সুন্দর ভাণ্ডীর বন তাহার দক্ষিণে ॥
সখাগণ সনে তথা সদাই ক্রীড়ন।
ভাণ্ডীর নামেতে বট † একাদশ বন ॥
পরে বিল্ববনে সখা সনে নানারঙ্গে।
লক্ষ্মী তপ করে তথা অদ্যাপি না ভঙ্গে ॥
রাসে কৃষ্ণ সনে লক্ষ্মী রাস ইচ্ছা কৈল।
ব্রজের অনুগা নহে, কৃষ্ণ না লইল ॥
তেকারণে লক্ষ্মীদেবী তপস্যা করয়।
রাস না পাইলা, তভু ক্ষান্ত নাহি হয় ॥
অষ্টম শ্রীমহাবন কৃষ্ণ-জন্মস্থান।
অনন্ত লীলার স্থান তথায় যে হন ॥
মথুরামণ্ডল মধ্যে চব্বিশ কানন।
নিত্যলীলা শ্রীকৃষ্ণের পরমমোহন ॥
দুয়াদশ বন দুয়াদশ উপবন।
তা সভার নাম শুন করিব কীর্ত্তন ॥
যাহার স্মরণে ‡ মিলে কৃষ্ণ-প্রেমধন।
আশ্চর্য্য তাহাতে কিবা সংসার-মোচন ॥
যমুনার পশ্চিমেতে হয় সপ্ত বন।
মধু তাল কুমুদ বহুলা কাম্যবন ॥
বৃন্দাবন আর যে তমাল § নামে বন।
এই সপ্ত আর পঞ্চ পূর্ব্বপারে হন ॥
ভদ্র ভাণ্ডীর ¶ বেল লোহ মহাবন।
এই পঞ্চ একত্রেতে দ্বাদশ গণন ॥
আর উপবন সেহ হয় যে দ্বাদশ।
পরম মহিমা সর্ব্ববেদে গায় যশ ॥
অম্বিকা কানন কোট আর যে খেলন।
নেওছাক জেওলাই ছত্র তপোবন ॥

* কৃষ্ণভদ্রে হেলা—পাঠভেদ।
† বন—ক্বচিৎ পাঠভেদ।
‡ শরণে—পাঠভেদ।   § খদির—পাঠভেদ।
¶ ভাণ্ডীল—পাঠভেদ।

কোকিল ভূষণ বচ্ছ মুঞ্জাটবী বন।
আর যে বিলাস-বন দ্বাদশ গণন ॥
এই যে চব্বিশ বন ভুবন-পাবন।
কৃষ্ণ-ক্রীড়া স্থান পূজ্য রমণীয় * হন ॥
এ সব বনের মধ্যে কোন কোন স্থান।
মহিমা উদ্দেশে করি কৃষ্ণলীলা গান ॥
বৃন্দাবন মধ্যে নিধুবন আদি করি।
অষ্ট কুঞ্জ আর রাসস্থলী সুমাধুরী ॥
কিঞ্চিত মহিমা গান করিব মানস।
ক্ষুদ্রজন যেন সিন্ধু-লঙ্ঘনে সাহস ॥
শ্রীমন্মথুরামণ্ডল হয় মূলধাম।
পরম-মহত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের অভিরাম ॥
পরমসৌন্দর্য্য মহিমায় পরাৎপর।
ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যার † সম নাহি আর ॥
মথুরা নামের যে মহিমা চমৎকার।
স্কন্দপুরাণাদি শাস্ত্রে করয়ে ফুৎকার ॥
পরম পদার্থ হয় মথুরা এই নাম।
কোটিপ্রণব-তুল্য সর্ব্বকাম ধাম ॥
ব্রহ্মময় ধাম শ্রুতিগণ গুণ গায়।
গোপাল-তাপনী শ্রুতি দেখ হয় নয় ॥

তথাহি শ্রুতিঃ—

"ব্রহ্ম গোপালপুরী হী" ইত্যাদি—

আরো বহু শাস্ত্রে বহু মহিমা কহয়।
শ্রুতির শাসনে আর অপেক্ষা না রয় ॥
সাধুমার্গে মহাজন-উক্তি যে শুনহ।
অপূর্ব্ব বারতা যাহা কর্ণ-সুখাবহ ॥
"সর্ব্বগ ‡ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনু সম।
উপর্য্যধো ব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম ॥"
এই যে অপূর্ব্ব কথা সর্ব্বশাস্ত্র-সার।
মথিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস করিলা উদ্ধার ॥

* স্মরণীয়—পাঠভেদ।
† ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড বাহে—পাঠভেদ।
‡ সর্ব্বজ্ঞ—পাঠভেদ।

সর্ব্বত্র গমন আর অনন্ত অপার।
সর্ব্বশক্তিযুক্ত যার নাহি পারাপার ॥
অধিক কি আর কৃষ্ণ-তনুর সমান।
উপর কি অধ ব্যাপি সর্ব্বত্র নিধান ॥
সীমা যার নাহি যাহা প্রত্যক্ষ দেখহ।
অন্য পরে কা কথা * ব্রহ্মার হৈল মোহ ॥
ব্রজের একদেশে কোটি বৈকুণ্ঠ দেখিল।
অপার মহিমা দেখি কাঁপর হইল ॥
তাহাতে কাহার সাধ্য মহিমা-কথন।
সম্যক কহিতে চাহে সেই মূর্খ জন ॥
মথুরার মধ্যে বৃন্দাবন অতি শ্রেষ্ঠ।
তার মধ্যে রাধা-শ্যামকুণ্ড হন জ্যেষ্ঠ ॥
তাহার অধিক শ্রীমন্ গিরিগোবর্দ্ধন। †
তাহার অধিক নাই তাহার সমান ॥
"বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী" ইত্যাদি।
যদ্যপি কৃষ্ণের দেহ শ্রীল বৃন্দাবন।
তথাপিহ সেব্য-সেবক-রূপ হন ॥
সম্যক প্রকারে শ্রীমন্ বৃন্দাবনধাম।
কৃষ্ণসুখ-তাতপর্য্য মাত্র মনস্কাম ॥
ফলে ফুলে জলে নানামতে কৃষ্ণে সেবে।
হৃদয়ে চরণ ধরে আনন্দ-উৎসবে ॥ ‡
শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্ম-চিহ্ন ধরি।
পরম-শোভিত অঙ্গ ত্রৈলোক্য-সুন্দরী ॥
শ্রীরাধার প্রিয়সখী রাধার অনুগা।
শ্রীরাধার বৃন্দাবন কহে শাস্ত্রানুগা ॥ §
রাধা বিনে শোভা নাহি, নাহিক আনন্দ।
কৃষ্ণের নাহিক সুখ যেহ সর্ব্বানন্দ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

"কৃষ্ণ-বৃন্দাবনী বৃন্দা বৃন্দাবন-বিনোদিনী।"

* অন্যের কা কথা—পাঠভেদ।
† মধ্যেতে শ্রী গিরি গোবর্দ্ধন—পাঠভেদ।
‡…মূলে…।…ধারণ করে…॥—পাঠভেদ।
§ রাধার শ্রীবৃন্দাবন কহে শাস্ত্রানুগা—পাঠভেদ।

শ্রীরাধার বৃন্দাবন কৃষ্ণে সুখ দিতে।
গোপীদেহে সেবয়ে পরম আনন্দেতে ॥ *
অতএব তদীয় সম্ভব বৃন্দাবন। †
ভাগবতগণ-চূড়ামণিতে গণন ॥

শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ—

"তদীয়স্তুলসী-শাস্ত্র-মথুরা-বৈষ্ণবাদয়ঃ।"

আর কথোগুলি স্থান-মহিমা কহিব।
অধিক বর্ণিতে মোর শকতি নহিব ॥
যে যে লীলা যে যে স্থানে লীলার সহিত।
কিঞ্চিত বর্ণিব যথা শকতি উচিত ॥
ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন প্রিয় স্থান হয়।
যথা মাতা পিতা বন্ধু প্রিয় সখীচয় ॥ ‡
বিশেষ পরম-প্রেষ্ঠ § বন কুঞ্জ-আদি।
রাধা সহ মিলনের সুখের অবধি ॥
বৃন্দাবন ভূমি হয় চিন্তামণি-ময়।
কল্পবৃক্ষময় যত বৃক্ষলতাচয় ॥ ¶
সুরভী যতেক লক্ষ লক্ষ গাভীগণ।
লক্ষ লক্ষ লক্ষ্মী কৃষ্ণ-সেবাপরায়ণ ॥

ব্রহ্মসংহিতায়াম্—

"চিন্তামণি-প্রকর-সদ্মসু কল্পবৃক্ষ—
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্র-শত-সম্ভ্রম-সেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং-ভজামি ॥"

সৎ চিৎ আনন্দময় শ্রীলবৃন্দাবন।
রাধাকৃষ্ণ-বিহারের পরম মোহন ॥
মহারাসস্থলী হয় যমুনাপুলিনে।
যাঁহা রাসক্রীড়া শতকোটি গোপীসনে ॥
তার মধ্যে শ্রীরাধিকা পরমপ্রেয়সী।
তাহার রহস্য শুন শ্রবণ-সরসি ॥

* রাধার শ্রীবৃন্দাবন…। দেহ সঁপি…॥—পাঠভেদ।
† তদীয় যে শ্রীবৃন্দাবন—কচিৎ পাঠ।
‡ প্রেয়সীনিচয়—পাঠভেদ। § শ্রেষ্ঠ—পাঠভেদ।
¶…বৃন্দাবন ধাম।…লতা অনুপাম ॥—কচিৎ পাঠ।

বৃন্দাবন-সৌভাগ্য শ্রীরাধিকার গুণ।
শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা পরমমোহন ॥
শরত-পূর্ণিমা পূর্ণচন্দ্রের উদয়।
শ্রীবৃন্দাবন শোভা যে তা কহনে না যায় ॥
চন্দ্রের কিরণে তরু ঝলমল করে।
ছায়া-মধ্যে-মধ্যে শাখা-চন্দ্র উজিয়ারে ॥
মল্লিকা মালতী যূথী অশোক চম্পক।
কুন্দ করবীর নবমল্লী কুরুবক ॥
নানা পুষ্প প্রফুল্লিত শ্রেণীবদ্ধ মতে।
ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরে * তাতে ভৃঙ্গ যূথে যূথে ॥
সৌগন্ধি তাহাতে হয় কাম-উদ্দীপন।
আনন্দ-কৌতুকে তাহে চন্দ্রের কিরণ ॥
কৃষ্ণপ্রেমানন্দে অশ্রু মধুবিন্দু ক্ষরে।
নানাবর্ণ নানাজাতি শোভে থরে থরে ॥
নানা পক্ষী নানা বৃক্ষ নানামত শ্রেণী।
ময়ুর কোকিল ভৃঙ্গ আদি করে ধ্বনি ॥
শুক-শারি কৃষ্ণগুণ গায় প্রেমানন্দে।
ময়ুর ময়ূরী নীচে নানা ছন্দে বন্ধে ॥
স্বর্ণবর্ণ বৃক্ষ নীললতায় বেষ্টিত।
নীলবর্ণ বৃক্ষ স্বর্ণলতায় শোভিত ॥
রতনের পুষ্পগুচ্ছা-সমূহ তাহায়।
মণিবত ফল তাহে অপূর্ব্ব শোভয় ॥
নানরত্নময়-বৃক্ষশ্রেণী দুই দিকে।
রতনে জড়িত পথ হয় মধ্যভাগে ॥
দুই পাশে মধ্যে মধ্যে সরোবর হয়।
চারিদিকে ঘাট বান্ধা রত্নমণিময় ॥ †
রতনের বৃক্ষ চারিদিকেতে হিন্দোলা।
হেম মণিময় তাহে চমকে চপলা ॥ ‡
সরোবরে প্রফুল্লিত কুমুদ কমল।
স্বর্ণ নীল রক্ত শ্বেত পরম উজ্জ্বল ॥ §

ভ্রমর গুঞ্জরে তায় শ্রবণ-সুখদ। *
নানাজাতি পক্ষী মেলি করয়ে শবদ ॥
রাধাকৃষ্ণ সখীসহ বিহরে কৌতুকে।
হেরিয়া বৃক্ষাদি পশু পক্ষী পায় সুখে ॥
যমুনার তীরে হেমমণিতে জড়িত।
মণিময় ঘাট স্থানে স্থানে মনোনীত ॥
দুই পার্শ্বে ঘাটের শোভয়ে রত্নবেদী।
কতেক যে শোভা তার না হয় অবধি ॥
স্নানকালে শ্রীরাধিকা সখীর সহিতে।
তৈলগন্ধ মর্দ্দন করেন বসি সাথে ॥
কৃষ্ণ সনে জলক্রীড়া করেন যখন।
সখী সহ জল-ফেলাফেলি হয় রণ ॥
তথা দাণ্ডাইয়া সেবাপরা সখীগণ।
রহস্য দেখয়ে কহে ইঙ্গিত-বচন ॥
যমুনার দুই তটে নম্রমান বৃক্ষ।
নানা-ফলফুলে শোভে ডাকে নানা পক্ষ ॥
কুমুদ কহ্লার পদ্ম প্রফুল্লিত জলে।
নির্ম্মল সুগন্ধি † জলে হংস আদি বুলে ॥
পুষ্পের সৌরভে দশদিক আমোদিত।
ঝাঁকে ঝাঁকে আইসে যায় মধুপ ক্ষুধিত ॥‡
তীরে নানা লতা বৃক্ষ কুঞ্জ শোভা করে।
যাথে রাধা-শ্যাম নিত্য আনন্দে বিহরে ॥
কেতকী চম্পক নাগকেশর বকুল।
অশোক কিংশুক নীপ কদম্ব পারুল ॥
নানাজাতি বৃক্ষ লতা পরম সুন্দর। §
পৃথক পৃথক কুঞ্জ শোভয়ে বিস্তর ॥
তাহার আশ্চর্য্য শোভা বর্ণন না হয়।
অন্যের কি কথা শিব ব্রহ্মা না পারয় ॥
লতায় নির্ম্মিত গৃহ লতা থাম খুঁটি।
দালান তেওয়ারি ঘর অতি পরিপাটি ॥

* ঝামরিয়া রহে তাতে—পাঠভেদ।
† নানাবর্ণ মণিময়—পাঠভেদ।
‡...হিন্দোলী। যেন মণিময় জ্যোতি...চপলী ॥—পাঠভেদ।
§ পরম বিরল—পাঠভেদ।

* পরম সুখদ—পাঠভেদ। † সুস্নিগ্ধ—পাঠভেদ।
‡ অলি মধুমিত—পাঠভেদ।
§ মিলিয়া সুন্দর—পাঠভেদ।

লতার তোরণ তাহে পুষ্প প্রফুল্লিত।
স্বয়ং গঠন তাহে নানা বিচিত্রিত ॥ *
কমল কহ্লার প্যারিজাত জাতি যূথী।
রঙ্গণ-মল্লিকা-আদি নানা পুষ্পপাঁতি ॥
সুন্দর যে লতা স্নিগ্ধ পত্রের সহিত।
গৃহের ভিতরে উচ্চ-অধোতে শোভিত ॥
নানা রঙ্গ ভঙ্গিতে † দেয়ালপ্রায় রূপে।
সুন্দর গঠনে রহে চারিদিকে ব্যাপে ॥
স্বর্ণেতে জড়াও মণি-মুকুতার ন্যায়।
শোভা করে হেরি চিত্ত চমৎকার হয় ॥
লতাময় পুষ্পযুক্ত শোভে নানাবর্ণে।
তোরণ কবাট দ্বার যথা মণি-স্বর্ণে ॥
উপরেতে লতাময় শত শত চূড়া।
চৌদিকেতে বিকশিত নানাপুষ্পে বেড়া ॥
অপূর্ব্ব গঠন অলৌকিক শোভা তায়।
পুষ্পের কলস প্রতি চূড়াতে শোভয় ॥
নানা পক্ষিগণ বসি ডাকয়ে মধুর।
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে মধু-লোভেতে ‡ ভ্রমর ॥
কুঞ্জের ভিতরে স্থল মণি-রত্নময়।
তার মধ্যে সিংহাসন পদ্মাকৃতি হয় ॥
চতুর্দ্দিকে অষ্টদল রতনে নির্ম্মাণ।
ললিতাদি অষ্ট সখী বসিবার স্থান ॥
মধ্যেতে কিঞ্জল্কে রাধাকৃষ্ণ বিরাজয়।
ত্রৈলোক্য-মোহন শোভা চমৎকারময় ॥
কুঞ্জ-আদি-শোভা দেবে বর্ণিতে না পারে।
বিনে প্রেমী ভক্ত § রাধাকৃষ্ণের কিঙ্করে ॥
মো-হেন ভকতিহীন জনার দুর্গম।
তাহাতে অবোধ মূর্খ সুমন্দ-করম ॥
শারদ জ্যোৎস্না নিশি বনশোভা হেরি।
উৎসাহ হইল কেলি সহ ব্রজনারী ॥
শারদ-পূর্ণিমা পূর্ণচন্দ্রিমা হেরিয়া।
উদ্দীপন রাধামুখ-চন্দ্রিমা হইয়া ॥

* শ্রীনির্ম্মিত—পাঠভেদ। † রঙ্গ ভক্তিতে—পাঠভেদ।
‡ মধু পিয়াসে—পাঠভেদ। § প্রেমভক্তি—পাঠভেদ।

বংশীবট-তটে গিয়া মুরলী বাজায়।
লক্ষ্য করি ব্রজের রমণীগণ চায় ॥ *
মোহন মধুর কলধ্বনি রসময়।
কুলের রমণী যাথে অনঙ্গে মাতয় ॥
কুলধর্ম্ম-রজ্জু ছিণ্ডি বাহির করয়।
লজ্জা ভয় অভিমান গৌরব ছাড়য় ॥
দুস্ত্যজ্য স্বজন বন্ধুবান্ধব স্বগণ।
তৃণতুল্য করাইয়া করে আকর্ষণ ॥
মুরলীর ধ্বনি শুনি ব্রজবধূগণ।
কন্যকাদি যত গোপী কোটি অগণন ॥
মোহিত হইয়া সবে ছুটিয়া ধাইল।
গুরুভয় লোকলাজ † গণন না কৈল ॥
কেহ বা রন্ধনে কেহ দুগ্ধ-আবর্ত্তনে।
কেহ ছিল নিজ গুরু-জনার সেবনে ॥
অন্ন-পরিবেশনে আছিলা কেহ কেহ।
ভোজনেতে ছিল ‡ কেহ গুরুজন সহ ॥
অন্যের বালকে দুগ্ধ পান করাইতে।
আছিল কেহ বা নিজ বেশ-রচনাতে ॥
যেই জন যেই মত § যে খানে আছিলা।
অমনি চলিলা কোন অপেক্ষা না কৈলা ॥
ভোজনে আছিল আচমন না করিলা।
পরিবেশনের পাত্র সেখানে ¶ রাখিলা ॥
বালক ভূমেতে ডারি গুরুসেবা ত্যজি।
ইত্যাদি করিয়া কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে মজি ॥
উৎকণ্ঠায় বেশ-বিপর্য্যয় কারো হৈল।
ভ্রমে চরণের ভূষা করেতে পরিল ॥
কণ্ঠের যে হার মতি চরণে পরিলা।
চক্ষে না অঞ্জন দিয়া হৃদয়ে মাখিলা ॥ **

* রমণীগণচয়—পাঠভেদ।
† গুরুজন লোকলজ্জা—পাঠভেদ।
‡ ভোজনে আছিলা—পাঠভেদ।
§ যেই যেই যেই মত—পাঠভেদ।
¶ ...থালি অমনি—পাঠভেদ।
** চক্ষের অঞ্জন দিয়া—পাঠভেদ।

অঙ্গ-আবরণ বস্ত্র কটিতে পরিলা।
কটির ঘাগরা বস্ত্র মস্তকে উঠিলা ॥
ছুটিয়া যাইতে উন্মত্তের ন্যায় ত্রস্ত।
পদ-আভরণে জড়াইয়া গেল বস্ত্র ॥
খসাইয়া লইবারে ব্যাজ না সহিল।
হিঁচড়িয়া টানি লইতে ছিণ্ডিয়া রহিল ॥

এই মত প্রতি ঘরে ঘরে গোপীগণ।
ধেয়ে চলিলেন লক্ষ্য করি বংশীগান ॥
যথা কৃষ্ণচন্দ্র রহে বংশীবট-তটে।
ঘেরিলা যাইয়া সভে তাঁহার নিকটে ॥

এথা কোন কোন গোপ কোন গোপীগণে।
না দিল যাইতে ধরি রাখিলা সদনে ॥
গৃহের ভিতর রাখে দ্বার রুদ্ধ করি।
তাঁহারা সভার পূর্ব্বে পাইলেন হরি ॥
শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে তাঁরা প্রাণ তেয়াগিলা।
তৎক্ষণে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে যাইয়া মিলিলা ॥
বিচ্ছেদের তীব্র তাপ অশুভ নাশিয়া।
পরম নির্বৃ্তি হৈল শ্রীকৃষ্ণ পাইয়া ॥ *
কিঞ্চিত সাধনে তাঁ সভার ন্যূন ছিল।
সে কারণে এতাদৃশ বাধা জনমিল ॥ †
উৎকণ্ঠাতে প্রেম-পরাকাষ্ঠা জনমিল।
এই হেতু বিরহেতে প্রাণত্যাগ কৈল ॥

যদি বল ব্রজে জন্ম স্বভাবতঃ সিদ্ধ।
সাধনেতে ন্যূন ইহা বড়ই বিরুদ্ধ ॥
তাহার সিদ্ধান্ত শুন আচার্য্য টীকাতে।
যে যুক্তি কহিলা সে বিরুদ্ধ নহে তাতে ॥
প্রেম-পরাকাষ্ঠা সাধনের সিদ্ধদশা।
ব্রজে কৃষ্ণপ্রাপ্তি যোগ্য সেই মহাযশা ॥ ‡
সেই প্রেম হৈতে যদি কিঞ্চিত ন্যূনতা।
থাকিতে শরীর তার পড়ে যথা তথা ॥
তথাপিহ ব্রজে তেঁহো জনম লভিয়া।
যে অপেক্ষা থাকে সেই স্থানে পূর্ণ হৈয়া ॥
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ পায় নিজ নিজ ভাবে।
ইহা অসম্ভব নহে বিচারি বুঝিবে ॥
প্রেমভাব পক্ক আর কিঞ্চিত ন্যূনতা।
আমাত্র পক্কাত্র স্বাদু বিশেষেতে * যথা ॥
বস্তু এক কিন্তু মাত্র স্বাদুর বিশেষ।
তথাপি অপক্ক প্রেম আর পরিশেষ ॥ †
সেই আম্র পাকিয়া সুস্বাদু সেই হয়।
তথা যে অপক্ক প্রেম পক্কতাকে পায় ॥

আর এক যুক্তি টীকা আচার্য্য কহয়।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলা-প্রকটসময় ॥
প্রাকৃতিক ব্যক্তি ব্রজে করিতে গমন।
পারয়ে তাহার সাক্ষী যায় দৈত্যগণ ॥

অতএব অন্য যে দেশের গোপকন্যা।
ব্রজগোপে-বিবাহিতা সে হউক ধন্যা ॥ ‡
ব্রজগোপ-বনিতা শ্রীকৃষ্ণ-ভোগ-যোগ্যা।
অতএব দেহ ত্যজি গোপী সম শ্লাঘ্যা ॥
চিদানন্দময় দেহ কৃষ্ণপ্রেমানন্দ।
পরম পুরুষার্থ পরাকাষ্ঠা § সুখকন্দ ॥
পাইলা শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গ সর্ব্বগোপীসহ।
মিলিয়া ঘেরিয়া সবে করিয়া উৎসাহ ॥
কৃষ্ণসঙ্গে রঙ্গ অঙ্গসঙ্গ-অভিলাষে।
হাব-ভাব-লীলা-কলা-বিলাস প্রকাশে ॥

গোপিকার প্রেম-আর্ত্তি-আগ্রহ বুঝিতে।
করুণা-বিলাপ-আদি কৌতুক দেখিতে ॥
ভঙ্গি করি কৃষ্ণচন্দ্র উদাসীন-ন্যায়।
উপেক্ষা-বচন কহে অরসঙ্গ প্রায় ॥
এ ঘোর রজনী কুলরমণী হইয়া।
বনে কেনে আগমন কিসের লাগিয়া ॥

---

* বিচ্ছেদেতে…। পরম নিবৃত্তি…॥—পাঠভেদ।
† ঈদৃক্ যে বাধা—পাঠভেদ।
‡ কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেই হয় মহাযশা—পাঠভেদ।

* কাঁচাম্র…বিশেষতঃ যথা—পাঠভেদ।
† যে পক্ক যে প্রেম—এইরূপ পাঠ কচিৎ দৃষ্ট হয়।
‡ অন্য দেশের সেই…।…যে হেতুক ধন্যা ॥—পাঠভেদ।
§ পরম পরাকাষ্ঠা পুরুষার্থ—পাঠভেদ।

বনশোভা হেরিতে কি আমারে দেখিতে।
দেখিলে চলিয়া যাহ স্বগৃহে ত্বরিতে॥
এ নহে উচিত কুলবতী * নারীগণে।
রজনীতে গৃহ ত্যজি আসিতে বিপিনে॥
স্বামি-আদি-গুরুসেবা স্ত্রীগণের ধর্ম্ম।
অতএব ঘরে গিয়া সাধ নিজ কর্ম্ম॥
কৃষ্ণের নিষ্ঠুর বাক্য শুনি গোপীগণ।
ঈষত হইল ক্রোধ মানি অপমান॥
কহে ওহে ধৃষ্ট † মোরা তোমার নিকটে।
না আসি, আইনু মোরা যমুনার তটে॥
কুসুম চয়ন করি যাইব গৃহেতে।
তুমি কেনে এতো হৈলে উৎকণ্ঠিত চিতে॥ ‡
তবে কৃষ্ণ কহে ভাল ভাল পুষ্প তুলি।
লইয়া গৃহেতে যাও, আমি তাই বলি॥
মানভরে গোপীগণ ফিরে যাইতে চাহে।
না চলে চরণ কিছু ইঙ্গিতে যে কহে॥
অবিদগ্ধ কেমন তুমি হে নিঠুরাই।
তোমার নিকটে মোরা কভু আসি নাঞি॥ §
নবীন যুবতীবৃন্দ বিদগ্ধ রূপসী।
কুলবতী নারী মোরা বনমধ্যে আসি॥
নির্জ্জনে নবীন যুবা তুমি হে আছহ।
দেখিয়া ফাঁফর হৈনু এবে যাই গৃহ॥
পুনঃ কৃষ্ণ কহে—শীঘ্র যাহ নিজ গৃহে।
তবে গোপী দুঃখভাবে কান্দি ¶ কিছু কহে॥
বংশীর ধ্বনিতে আকর্ষিয়া মো-সবারে।
কুল-গৃহ স্বামী আদি করাইয়া দূরে॥
আনিঞা এখন কহ নিষ্ঠুর বচন।
গৃহেতে না যাব, মোরা ত্যজিব জীবন॥
মন্মথ-অনলে তপ্ত দেহ মো-সবার।
যুড়াও তাপিত অঙ্গ শিরে দিয়া কর॥

* কুলবধূ—পাঠভেদ। † কৃষ্ণ—পাঠভেদ।
‡ উৎকণ্ঠা চিত্তেতে—পাঠভেদ।
§ মোরা কিছু আসি নাই—পাঠভেদ।
¶ দুঃখেতে কান্দিয়া—পাঠভেদ।

গোপীকার অনুরাগ দেখি কৃষ্ণচন্দ্র।
প্রেমের উৎকর্ষ বুঝি হইল আনন্দ॥
আপনাকে অপরাধী * মানি পুনঃ কহে।
তোমা সবে উপেক্ষি এমত কভু নহে॥
যতেক কহিনু বুঝিবারে পার নাই।
পুনরপি সেই বাক্য কহিয়ে ফিরাই॥ †
প্রতিকূল বাক্য ‡ অনুকূল ব্যাখ্যা করি।
গোপিকারে শুনাঞিয়া তুষিল শ্রীহরি॥
তাহা শুনি গোপীগণ আনন্দিত হৈয়া।
মুচকি হাসিয়া দিল ঘোমটা টানিয়া॥
তবে কৃষ্ণ প্রত্যেকে সভারে আলিঙ্গিয়া।
পুলিনে লইয়া গেলা বিহার লাগিয়া॥
পরম উৎসাহে গোপীগণ প্রেমানন্দে।
মত্ত হৈল কৃষ্ণ সনে কলা-রস-মদে॥
হেনকালে শ্রীরাধিকা শ্রেষ্ঠ যে প্রেয়সী।
তাঁরে নিঞা অন্তর্দ্ধান হৈল ব্রজশশী॥
কৃষ্ণে না দেখিয়া গোপী চারিদিকে চায়।
আচম্বিতে বজ্র যেন পড়িল মাথায়॥
হাহাকার করি সভে লোটায় ধরণী।
বিরহে কাতর কান্দে যতেক রমণী॥
কৃষ্ণ অন্বেষণে ফিরে বিভোল হইয়া।
বৃক্ষ-আদি-গণে পুছে প্রলাপ করিয়া॥
আম্র পনস জম্বু কপিত্থ পিয়াল।
কৃষ্ণ দেখিয়াছ কোথা তোমরা সকল॥
উত্তর যদ্যপি নাহি দিল বৃক্ষগণ।
তবে কহে তোমরা না কবে বিবরণ॥
তুমি-সব হও কৃষ্ণ-সখার সমান।
তেকারণে মো-সভারে করিলে গোপন॥
আগে গিয়া কহে পুনঃ তুলসী কল্যাণী।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-প্রিয়া সৌভাগ্যের খনি॥ §
তুমি মো-সভার হও সখীর সমান।
কৃষ্ণ কোথা কহি দুঃখে কর পরিত্রাণ॥

* সাপরাধ—পাঠভেদ। † ফিরাইয়া কহি—পাঠভেদ।
‡ অর্থ—পাঠভেদ। § ধনী—পাঠভেদ।

তেঁহো যদি না কহিলা আগে * চলি যায়।
কৃষ্ণ-পদচিহ্ন তথা দেখিবারে পায়॥
মধ্যে মধ্যে কোন রমণীর পদচিহ্ন।
হেরি ঈর্ষা-শোক-মানে মতি হৈল দৈন্য॥
ললিতাদি সখীগণ † বুঝিল বিষম।
ঞিহ রাধা মো-সভার সখী প্রিয়তম॥
হরিষ হইল তাহে ‡ বিমর্ষ বিচ্ছেদে।
সৌভাগ্য তাহার সভে প্রশংসে আহ্লাদে॥
প্রতিপক্ষগণ নিন্দে সপত্নীর ভাবে।
যার যেই ভাবে নিন্দে স্তুতি করে সভে॥
আগে দেখে কুসুমিত বৃক্ষের তলেতে।
ছিন্ন ভিন্ন পুষ্প বিতরিয়া চারিভিতে॥
তাহা দেখি বিতর্ক করয়ে সভে মেলি।
এই তরুবর § হৈতে কৃষ্ণ পুষ্প তুলি॥
সেই ভাগ্যবতী প্রেয়সীর বেশ ¶ কৈল।
প্রণয়ে তাঁহার মনোরথ পূরাইল॥
প্রিয়ামুখে ভৃঙ্গ পড়ে তাহা নিবারিতে।
ডাল ভাঙ্গি নিল পুষ্প গুচ্ছের সহিতে॥
উন্মত্তের প্রায় পুনঃ কহে লতাগণে।
তোমরা যে হও মোর সখীর সমানে॥
কৃষ্ণকে দেখেছ কহ এ পথে যাইতে।
এক যে পরম প্রেষ্ঠা প্রেয়সী সহিতে॥ **
তোমা-সভে সনে ক্রীড়া কৈল এই স্থানে।
যেহেতুক স্নিগ্ধ প্রফুল্লিত পুষ্পসনে॥
বনমধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র মনে বিচারিলা।
গোপীসহ রাস-বিহারের বাঞ্ছা হৈলা॥
কিন্তু সকলেরে বঞ্চি রাধিকা লইয়া।
অন্তর্দ্ধান কৈনু সভাকারে দুঃখ দিয়া॥
পুনঃ গিয়া মিলিলেও রাধিকা সহিত।
ঈর্ষাদি করিবে রস না হবে উচিত॥

* রাগে—পাঠভেদ। † সখী পুনঃ—কচিৎ পাঠভেদ।
‡ ঈর্ষা হৈল তাহে যে—পাঠভেদ। § পুষ্পতরু—পাঠভেদ।
¶ রাধা প্রেয়সীর—পাঠভেদ।
** শ্রেষ্ঠ সখীর সহিতে—পাঠভেদ।

অতএব ঞিহারেও ছাড়ি * অন্তর্দ্ধান।
করি যে সবার প্রতি হইবে সমান॥
এতো ভাবি স্কন্ধে চঢ়া দোষ ছল করি।
অন্তর্দ্ধান কৈলা তাঁরে বনে পরিহরি॥
কৃষ্ণ-বিরহেতে তেঁহো কাতর হইয়া।
কান্দয়ে বিভোল-চিত্ত ভূমেতে পড়িয়া॥
হেথা গোপীগণ সভে যাইতে যাইতে।
বিরহিণী রাধারে দেখেন সম্মুখেতে॥
শঠতা জানিয়া কৃষ্ণে সভাই নিন্দয়।
মুখ মুছাইয়া গলে ধরিয়া কান্দয়॥
তাঁহারে লইয়া পুনঃ কৃষ্ণ অন্বেষিতে।
চলিলা পাগলপ্রায় কান্দিতে কান্দিতে॥
যাবত আছিল জ্যোৎস্না তাবত চলিলা।
ঘোর অন্ধকার বন দেখিয়া ফিরিলা॥
পুনঃ যমুনার চর-পুলিনে আসিয়া।
লীলানুকরণ করে তাদাত্ম্য পাইয়া॥ †
কেহ তো পূতনা-বধ শকট-ভঞ্জন।
কেহ বস্ত্র তুলি ধরে গিরি গোবর্দ্ধন॥
ইত্যাদি করিয়া লীলা কথোক্ষণ করি।
কৃষ্ণ-বিরহের বেগ সহিতে না পারি॥
উচ্চস্বরে কান্দে বহু বিলাপ করিয়া।
ঊর্দ্ধমুখে কৃষ্ণচন্দ্র মুখ স্মঙরিয়া॥
হে কৃষ্ণ হে গোপীনাথ মদন-মোহন।
অবিলম্বে দেখা দিয়া রাখহ জীবন॥
নবঘন জিনি রূপ শ্রীচন্দ্রবদন।
না দেখিয়া এই দেখ নিকশে জীবন॥ ‡
আমরা সুহৃদ তব ব্রজের রমণী।
গোপিকা-নন্দন ব্রজে § নহ কি আপনি॥
অতএব মো-সভার দুঃখ ¶ নিরখিয়া।
দরশন দেহ নাথ করুণা করিয়া॥

* ছাড়ি হরি—পাঠভেদ।
† ...আনিঞা।...প্রলাপ্য পাইয়া—পাঠভেদ।
‡ পরাণ—পাঠভেদ।
§ গোপী অনুকূল...—পাঠভেদ। ¶ মুখ—পাঠভেদ।

গোপিকার করুণা ক্রন্দন শুনি হরি।
আপনারে অপরাধী * মানি শীঘ্র করি॥
আইলা তথায় যথা গোপী প্রলাপয়।
সে যে চমৎকার রূপ বর্ণন না হয়॥
মন্থর গমনে আইসে, অঙ্গভঙ্গি রঙ্গরসে,
মন্দ মন্দ হসিত বদন।
পীতাম্বর বনমালা, বর্ণ সুচিকণ কালা,
শোভা মনমথের মদন॥ †
পরম সুন্দর রূপ, সুবিদগ্ধ রসকূপ,
নারীগণ-মন-মোহনিঞা।
চরণে নূপুর বাজে, নানা আভরণ সাজে,
রূপ কোটি মদন জিনিঞা॥
দূরে হৈতে গোপীগণ, হেরি চমকিত মন,
চঞ্চল নয়নে সভে চাহে।
দরিদ্রের হারা ধন, পাইলে যথা হৃষ্ট মন, ‡
প্রাণ যথা আইসে মৃতদেহে॥
তেমতি শ্রীকৃষ্ণধন, পাইয়া গোপিকাগণ,
ধাইয়া চলিলা ঊর্দ্ধশ্বাসে।
আলুয়াইল কারো কেশ, কার ছিন্ন ভিন্ন বেশ,
পড়ি গেল উত্তরীয় বাসে॥
উন্মত্ত-পাগলী-প্রায়, শ্রীকৃষ্ণ নিকটে যায়,
প্রেমানন্দে বাহ্যস্ফূর্ত্তি নাই।
কেহ গিয়া কণ্ঠে ধরে, কেহ গিয়া ধরে করে,
কেহ তো বসন ধরে যাই॥
কেহ আলিঙ্গন করে, কেহ পদ ধরি করে,
হৃদয়ে ধরিয়া জুড়াইল। §
করপদ্মেতে চুম্বন, করে কেহ ঘনে ঘন,
চর্ব্বিত তাম্বূল কেহ লৈল॥
কোন যে শ্রেষ্ঠ প্রেয়সী, ক্রোধাবেশে মুখশশী,
ভ্রূকুটি করিয়া করি ভঙ্গি। ¶

* আপনার অপরাধ—পাঠভেদ।
† মনোরথের বদন—পাঠভেদ। (অপপাঠ)।
‡ ···মহাধন, পাইলে হরিষ মন—পাঠভেদ।
§ ···পদধরি পড়ে কেহ হৃদি ধরি জুড়াইল—পাঠভেদ।
¶ ···শিষ্ট···ভুরু ভঙ্গি।—পাঠভেদ।

নাসাতে অঙ্গুলি দিয়া, শ্রীমুখে নয়ন অর্পিয়া,
দূরে থাকি সহ নিজ সঙ্গী॥
বনে যে তেজিয়া গেলা, দুঃখ অপমান দিলা,
তাহা মনে স্মরণ করিয়া।
সহজে স্বভাব-বামা, * উৎকট-কুটিল-প্রেমা,
মানাবেশে রহে দাণ্ডাইয়া॥
ললিতা সুন্দরী সখী, তাহার পার্শ্বেতে থাকি,
কৃষ্ণরূপ সুখময় নিধি।
নয়ন দুয়ারি করি, হৃদয় মাঝারে ভরি,
অন্তরে হেরয়ে আঁখি মুদি॥
নিজ দেহ পাশরিল, সুধাসিন্ধু ডুবি গেল,
ধ্যানে তদাকার বৃত্তি হৈলা।
বিশাখাদি সখীগণ, নিরখি শ্রীচন্দ্রানন,
চিত্র-পুত্তলিকা-প্রায় ভেলা॥
স্বভাব যেমন যার, মধ্যা প্রগল্‌ভা আর,
ধীরমধ্যা আদি গোপী যত।
তেমতি সভার রীতি, স্বভাবতঃ কৃষ্ণ-প্রীতি,
প্রকাশিল সভার সেই মত॥ †
তার মধ্যে বামা অতি, সুমধ্যা-স্বভাব-মতি,
যেঁহো দূরে ভ্রূকুটি করিয়া।
নয়ন অর্পিয়া রহে, মানে কিছু নাহি কহে,
তাঁর ভাবে সুখী কৃষ্ণ-হিয়া॥
অন্তরে আনন্দ মতি, বাহ্যে তার কিছু রীতি,
প্রকাশিয়া অপরাধ মানি। ‡
যোড়করে স্তুতি করি, আলিঙ্গিয়ে হৃদে ধরি,
কৃষ্ণস্পর্শে জুড়ায় পরাণী॥
সর্ব্ব দুঃখ গেল দূরে, ভাসি সুখসিন্ধু-নীরে,
কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিয়া রহিল।
ললিতাদি নিজ গণ, হেরিয়া আনন্দ মন,
প্রিয়সখী-সৌভাগ্য জানিল॥

* রামা—পাঠভেদ।
† ···স্বভাব রীতি···কৃষ্ণ প্রতি···স্বভাব···।—পাঠভেদ।
‡ ···আনন্দ অতি···কিছু লজ্জা রীতি—পাঠভেদ।

তবে কৃষ্ণ হর্ষ মনে, যতেক গোপিনীগণে,
রাস-বিলাসের হেতু লৈয়া।
চৌদিকে রমণীবৃন্দ, হেমময় যেন ইন্দু,
তার মধ্যে চলয়ে বসিয়া ॥
পুলিন সুরম্য স্থান, বালুকার যত ভাগ,
তাহে পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশ।
ঝলমল শোভা করে, যাথে কৃষ্ণমন হরে,
তথা চলে হইয়া উল্লাস ॥
গোপীগণ সভে মিলি, পুনঃ ছাড়ি যাবে বলি,
কেহ বস্ত্র ধরে কেহ কর।
কেহ কেহ করে করে, মণ্ডলী করিয়া ধরে,
পাছে হারা হই পুনর্ব্বার ॥
তবে কৃষ্ণ গোপীসহ পুলিনে যাইয়া।
অদভুত রাসলীলা রচনা করিয়া ॥
নাচয়ে গোপিকা সহ ত্রিমণ্ডলী করি।
মধ্যে এক মূর্ত্তে নাচে রাধা সহ হরি ॥ *
ত্রিমণ্ডলী পংক্তি তার অদ্ভুত কথন।
অতি চমৎকার তার না হয় বর্ণন ॥
দুই দুই গোপী মধ্যে কৃষ্ণ এক একে।
সর্ব্ব-গোপী-পার্শ্বে † কৃষ্ণ প্রত্যেকে প্রত্যেকে ॥
অসংখ্য গোপিকা শতকোটি শব্দমাত্র।
অসংখ্য প্রকাশে কৃষ্ণ বিহরে সর্ব্বত্রে ॥ ‡
এই মত ত্রিমণ্ডলী প্রিয়াগণ সনে।
মণ্ডলীর মধ্যে হয় মঞ্জরীর গণে ॥
দাসিকাদি করি নানা বাদ্যযন্ত্র লৈয়া।
বাজায় সুতান বাদ্য আনন্দিত হইয়া ॥ §
এইমত চমৎকৃত মণ্ডলী বান্ধিয়া।
আলাত-চক্রের ন্যায় নাচয়ে ভ্রমিয়া ॥
বর্ত্তুল আকার তিন মণ্ডলীতে হরি।
গোপীসঙ্গে নাচে নানা রঙ্গরসে ভরি ॥

* রাধা সহচরী—পাঠভেদ। † মধ্যে—পাঠভেদ।
‡ …গোপী মাত্র।…বিহার সর্ব্বত্র—পাঠভেদ।
§ …যত বাদ্যযন্ত্র লৈয়া।…সুতাল বাদ্যে আনন্দিত হিয়া ॥ —পাঠভেদ।

গোপী মাঝে মাঝে, * শ্রীকৃষ্ণ বিরাজে,
সে শোভা কহনে না যায়।
হেমেতে জড়িত, মহা মরকত,
যথা শোভে মণিচয় ॥
নাগরী সমূহ, নাগরের সহ,
বাহু দিয়া বাহুমূলে।
নাচে নানা রঙ্গে, রসের তরঙ্গে,
মুরজ মৃদঙ্গ তালে ॥
নূপুর কিঙ্কিণী, বলয়ার ধ্বনি,
সুমধুর কোলাহলে।
বীণা বেণু গান, শ্রুতি-রসায়ন,
তুমুল রাসমণ্ডলে ॥
স্বর্ণ-পদমিনী, নাগরী রঙ্গিণী,
স্বাভিযোগ-রঙ্গ-রসে।
ভুরুভঙ্গি করি, নাচয়ে সুন্দরী,
বদনে মুচকি হাসে ॥
ছলছুতা করি, রসিকা নাগরী, †
দেখায় উরজ পাশ।
রসিক নাগরে, লুবধ ভ্রমরে,
করয়ে আপন বশ ॥
কৃষ্ণে সুখ দিতে, মন্দ মন্দ বাতে,
উড়য়ে ‡ উরজ-বাস।
সে সব হেরিয়া, নাগরের হিয়া,
উঠয়ে মদন-ত্রাস ॥
চুম্ব আলিঙ্গন, বদনে বদন,
অর্পিয়া পুলক হিয়া।
চিবুক ধরিয়া, নাগর রসিয়া,
চর্ব্বিত তাম্বুল দিয়া ॥
নাচিতে নাগরী- গণের কবরী,
আলুইয়া পড়িতেছে।
যতন করিয়া, মুঠেতে § ধরিয়া,
সাপটিয়া বান্ধি দিছে ॥

* গোপী বামে—পাঠভেদ। † বরজ নাগরী—পাঠভেদ।
‡ উতরে—পাঠভেদ। § মুষ্টিতে—পাঠভেদ।

হাস পরিহাস, রসের উল্লাস,
আনন্দে মগন হিয়া।
মধ্যে রাধা-শ্যাম, অতি অনুপাম,
নাচয়ে করে ধরিয়া ॥
গৌরাঙ্গী সুন্দরী, সোণার গাগরী, *
রসময়ী ইন্দুমুখী।
পরম রসিলা, হাব-ভাব লীলা,
করি শ্যামে † করে সুখী ॥
যত দেবগণ, পুষ্প-বরিষণ,
আকাশ হইতে করে।
দেবীগণ যত, হইয়া ‡ মূর্চ্ছিত,
দগধ মদন শরে ॥
স্বয়ং লক্ষ্মী আসি, সেবিলা প্রশংসি,
মদনমোহন সনে।
বিবাহ করিতে, উৎকণ্ঠিত চিতে,
প্রার্থয়ে কৃষ্ণের স্থানে ॥ §
ব্রজে সুমাধুর্য্য, ¶ কিঞ্চিত ঐশ্বর্য্য,
নাহি ব্রজবাসিগণে।
যাথে কৃষ্ণমন, হরে গোপীগণ, **
নাহিক ঐশ্বর্য্য-কণে ॥
ব্রজের অনুগা, ভাব যে সুভগা, ††
বিনা ব্রজে অধিকার।
কখন না হয়, ব্রজ নাহি পায়,
সে রস না মিলে তার ॥
অতএব হরি, বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বরী,
লক্ষ্মীরে উপেক্ষা কৈলা।
অভিমানে দেবী, মনে দুঃখ ভাবি,
তবে তপ আরম্ভিলা ॥

* নাগরী—পাঠভেদ। † শ্যাম—পাঠভেদ।
‡ হেরিয়া—পাঠভেদ।
§ নেহারি করিতে,…প্রার্থয়ে শ্রীকৃষ্ণস্থানে ॥—পাঠভেদ।
¶ স্বমাধুর্য্য—পাঠভেদ।
** যাথে গোপীগণ, হরে কৃষ্ণমন—পাঠভেদ।
†† মতে যে সুভগা—পাঠভেদ।

অদ্যাপি শ্রীবনে, অতি সুনির্জ্জনে,
তপ করে লক্ষ্মীদেবী।
নয়ন যুগলে, ভাসে প্রেমজলে,
শ্রীকৃষ্ণের রূপ ভাবি ॥
ইহাতে বুঝহ, গোপিকার সহ,
কতেক পিরীতে হরি।
বিহার করয়, সুখ আস্বাদয়,
প্রেমময় রসে ভরি ॥
অতি অনুপাম, বৃন্দাবন ধাম,
ত্রিজগতে এক সার।
তার মধ্যে অতি, পুলিন খেয়াতি,
যথায় রাসবিহার ॥ *
পরম মহিমা, নাহি হয় সীমা,
শ্রীকৃষ্ণ-সুখদ স্থান।
কল্পাবধি রাস, করিলা বিলাস,
জানিলা নিশি-সমান ॥
লালদাস চিতে, শরণ লইতে,
চাহে শ্রীপুলিন-রজে। †
দুরন্ত কষায়, লৈতে নাহি দেয়,
দৃঢ় দেহাসক্তি কাজে ॥ ‡
নিকটে শ্রীনিধুবন পরম নির্জ্জন।
তাহার মহিমাগুণ § শ্রবণ-রঞ্জন ॥
কল্পলতা-মণ্ডপ শোভিত চারি পাশে।
মধ্যে রত্নগৃহ কোটি সূর্য্যের প্রকাশে ॥
দুয়ার-অষ্টক তাহে তোরণ সুন্দর।
মণিতে নির্ম্মিত শোভে মুকুতা-ঝালর ॥
জরির বিছানা মনোহর সুদর্শন।
স্বর্ণের লতিকা ফুল পরম মোহন ॥
কমল বালিশ মণি-স্বর্ণেতে জড়িত।
ঝাম্পা লটকিছে তাহে হেরি হরে চিত ॥

* রসবিহার—পাঠভেদ।
† কৃষ্ণদাস…শ্রীপুলিনরাজে—পাঠভেদ।
‡ দোঁহা শক্তি কাজে—পাঠভেদ।
§ মহিমা গুন…।—পাঠভেদ।

গৃহমধ্যে * শোভয়ে পরম চমৎকার ।
রাধাকৃষ্ণ সখী সঙ্গে করয়ে বিহার ॥
রাধিকার বেশ বানাইলা কৃষ্ণচন্দ্র ।
তাহা হেরি সখীগণ পাইলা আনন্দ ॥
চিরুণী লইয়া করে কেশ আঁচড়িলা ।
লোটন বান্ধিয়া মল্লিকার মালা দিলা ॥
কস্তুরীর পত্রাবলী হৃদয়ে লিখিলা ।
মণি-মুক্তাহার হীরা কণ্ঠে পরাইলা ॥
নয়নে কজ্জল নাসে তিলক সুন্দর ।
চিবুকে কস্তুরীবিন্দু দিল মনোহর ॥
সিঁথায় সিন্দুর নাসে মতি পরাইয়া ।
পুনঃ পুনঃ হেরে মুখ মোহিত হইয়া ॥
করেতে কঙ্কণ-আদি চরণে নূপুর ।
পরাইয়া অঙ্গে লেপে চন্দন কর্পূর ॥ †
আপনি সাজায় পুনঃ আপনি হেরয় ।
চন্দ্রসুধা পানে যেন চকোর মাতয় ॥
সখীগণ বদনে বসন দিয়া হাসে ।
সুধামুখী সুলজ্জিতা মুখ ঝাঁপে বাসে ॥
ঈষত হাসিয়া সখীগণ-পানে চাহে ।
সে শোভা দেখিয়া কৃষ্ণ অনিমিখে রহে ॥
দুজনার ভঙ্গি হেরি দুজনে মোহিত ।
সখীগণ তাহা হেরি হৈল চমকিত ॥
সখী সব আনন্দ উল্লাস রসে ভরি ।
উঠায় কৌতুক এক সুরঙ্গ মাধুরী ॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণের সহ বিবাহ-যোটন ।
হাসি হাসি করে সভে পরম মোহন ॥
মস্তকে টোপর কৃষ্ণে বর সাজাইয়া ।
ছাওনিতলায় দোঁহে দাঁড় করাইয়া ॥ ‡
গাঁঠি-ছড়া বান্ধি দেয় দোঁহার বসনে ।
হুলু হুলু ধ্বনি করে কোন গোপীগণে ॥ §

মাল্য বদল করি দোঁহা গলেতে দেয় ।
হাসিয়া ঢলিয়া পড়ে কেহ কার গায় ॥
অন্তরে কিশোরীজীর পরম আনন্দ ।
বাহ্যে রোষ করি সখীগণে কহে মন্দ ॥
হাঁরে ছার পামরি পর-পুরুষচারিণি ।
কলঙ্কিনী নির্লজ্জা কুলের খাঁকারিণি ॥
তোরা গিয়া বিভা পর-পুরুষেতে কর ।
মুঞি কুলবতী হঙ যাই নিজ ঘর ॥
বসনের গাঁঠি মোর খসাইয়া দেহ ।
ধর্ম্ম বাঁচাইয়া মুঞি যাই নিজ গৃহ ॥ *
বনে আনি নিজ মনস্কাম পুরাইলি ।
কুলের রমণী মোর কুলে দিলি কালি ॥
আর তো তোদের সঙ্গে কোথাও না যাব ।
তোমা সভাকার রীতি ঘরেতে কহিব ॥
এতো শুনি সখীগণ কহয়ে মুচকি ।
তুমি কুলবতী সতী বটে বটে সখি ॥
কালিয়ার অঙ্গ-সঙ্গে পতিব্রতা হৈলে ।
এখনি করিয়া ব্রত কুঞ্জ হৈতে আইলে ॥
লজ্জিতা হইয়া প্যারী বদন ফিরায় ।
কৃষ্ণ পরানন্দিত সেই ভঙ্গি দেখয় ॥
বর সাজি সখীমাঝে দাঁড়াঞা আপনে ।
কৌতুকী হইয়া চাহে বঙ্কিম নয়নে ॥
প্রণয় কোন্দল শুনি সখীগণ সহ ।
প্রেমানন্দে অশ্রু কম্প পুলকিত দেহ ॥ †
রাধাকৃষ্ণ বিবাহ মঙ্গল গান করি ।
সখীগণ নাচয়ে চৌদিকে ফিরি ফিরি ॥
ক্রোধ ভঙ্গি করি ঘরে চলি যায় প্যারী ।
ফিরাইয়া আনে কেহ গিয়া আগুসরি ॥
ললিতা ভৎর্সয়ে ভঙ্গি করি সখীগণে ।
মুচকি হাসিয়া কহে মট্‌কি নয়নে ॥ ‡

* কুঁহ মধ্যে—পাঠভেদ । † অগুরু—ক্বচিৎ পাঠ ।
‡ ...সাজাইয়ে । দাঁড় করাইয়া আনি ছাওনিতলায়ে ॥ —পাঠভেদ ।
§ গোপ-গোপীগণে—পাঠভেদ (অপপাঠ) ।

* ...খসাইয়া দে ।...গৃহে যাই যে ॥—পাঠভেদ ।
† কম্প পুলকিত হয় দেহ—পাঠভেদ ।
‡ কৌতুক নয়নে—পাঠভেদ ।

মোর প্রিয়সখীর সহিত করি বাদ।
শ্রীনন্দ-নন্দন সহ দেহ পরিবাদ॥
এতো করি গাঢ় আলিঙ্গন সখীগণে।
করি প্রেমানন্দে দোঁহে হৈলা অচেতনে॥
কুঞ্জগৃহে কৃষ্ণসনে প্যারীকে লইয়া।
আনন্দিতা হৈলা সবে বামে বসাইয়া॥
পরম আনন্দ নিধুবনেতে হইল।
বিবাহ-কৌতুক এক রস প্রকাশিল॥ *
সেই নিধুবন মোরে কৃপাদৃষ্টি কর।
স্বরূপ প্রকাশি মোর হৃদয়ে বিহর॥
বৃন্দাবনে শ্রীগহ্বর-বন রাধা-বাগ। †
পরম শোভিত হেরি জন্মে অনুরাগ॥
পরে দাবানল-কুণ্ড দাব-অগ্নি পান।
করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজগণে কৈল ত্রাণ॥ ‡
উত্তরে বরাহদেব গরুড় সহিত।
পরে § শ্রীসৌভরি মুনির আশ্রম শোভিত॥
কালিহ্রদ হয় যে পরম মহাতীর্থ।
পূর্ব্বতীরে কদম্বের বৃক্ষ স্থিত নিত্য॥
যে কদম্ব বৃক্ষ হৈতে কৃষ্ণ ঝাঁপ দিয়া।
নৃত্য কৈলা কালিনাগের মস্তকে চড়িয়া॥
রাত্রে যেই বনমধ্যে নন্দরাজ আদি।
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জল কৈল কূপ খুদি॥
নন্দকূপ নাম তার অদ্যাপি বিরাজে।
সর্প হৈতে কৃষ্ণ ছাড়াইলা নন্দরাজে॥
প্রবোধানন্দ সরস্বতী গৌরচন্দ্র ¶ গুণ।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থের বর্ণন॥
আর শ্রীল বৃন্দাবনশতক যে নামে।
করিলেন যেঁহ যাথে সাধু মনোরমে॥
সেই সরস্বতী গোস্বামীর যে সমাধ।
তথা কালিদমন লীলা করেন আস্বাদ॥

কালিয়দমন মূর্ত্তি তথাই প্রকাশ।
শ্রীঅঙ্গে বেষ্টিত হয় কালিনাগ-পাশ॥
হেরিয়া বন্ধন সেই বিদরয়ে হিয়া।
নাগপত্নী স্তুতি করে চৌদিক বেড়িয়া॥
দ্বাদশ আদিত্যটিলা তাহার নিকটে।
দ্বাদশ আদিত্য আইলা যমুনার তটে॥
হ্রদ হৈতে কৃষ্ণ যবে উঠিলা টিলাতে। *
অতিশয় শীতে অঙ্গ লাগিল কাঁপিতে॥
দ্বাদশ আদিত্য † কৃষ্ণ-সেবার কারণ।
আসি তাপ দিয়া শীত কৈল নিবারণ॥
দ্বাদশ-আদিত্য-টিলা তাহাতে খেয়াতি।
দ্বাদশ-আদিত্য-ঘাট যমুনার তথি॥
আদিত্যের তাপে পুনঃ ঘর্ম্ম যে হইল।
স্রোতে বহি ঘর্ম্ম গিয়া ‡ যমুনায় মিলিল॥
প্রস্কন্দন নামে মহাতীর্থ হৈল সেই।
জবাটবী তাহার কিঞ্চিত দূরে যাই॥ §
শ্রীমতীর সূর্য্যপূজা-জবা-পুষ্পোদ্যান।
কৃষ্ণ সনে যথা হয় নবীন মিলন॥
দ্বাদশ-আদিত্য-টিলা-উপরি গোস্বামী।
শ্রীল-সনাতন স্থান যেহ লোকস্বামী॥
মহাপ্রভু তথা জগদানন্দে পাঠাইলা।
প্রভুর কারণ স্থান তথায় করিলা॥
তথা শ্রীমন্ মদনমোহন প্রকটিলা।
শ্রীল সনাতনে মহাকৃপা প্রকাশিলা॥
গোসাঞির সমাধ হয় নিকটে তাহার।
কৃষ্ণপ্রেম-স্ফূর্ত্তি হয় দর্শনে যাহার॥
টিলার পূর্ব্বেতে যে অদ্বৈতবট নাম।
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু যথা করিলা বিশ্রাম॥
তথা অদ্বৈত-প্রভুর মূর্ত্তির প্রকাশ।
ভাগবতগণ যথা অনেকের বাস॥ ¶

* এক বড় রস হৈল—পাঠভেদ।
† গহ্বর বন রাধারাগ—পাঠভেদ।
‡ …দাবাগ্নি কাননে। পান করি শ্রীকৃষ্ণ রাখিলা নিজগণে॥ —পাঠভেদ।
§ পূর্ব্বে—পাঠভেদ। ¶ শ্রীগৌরাঙ্গ গুণ—পাঠভেদ।

* ডাঙ্গাতে—পাঠভেদ। † দ্বাদশ সূর্য্য—পাঠভেদ।
‡ স্রোতবৎ সেই ঘর্ম্ম—পাঠভেদ।
§ পুরন্দর নামে সেই মহাতীর্থ হৈল। পরম নির্ম্মল তীর্থ তাহে নিরমিল॥—এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়।
¶ অনেক করেন ভাগবতগণ বাস—পাঠভেদ।

যুগল ঘাট নাম তার পূর্ব্বদিকে হয় ।
যুগলকিশোর শ্রীমন্দিরে বিরাজয় ॥
পরেতে বিহার ঘাট বন ভ্রমি আসি ।
গোপী সহ বিহরিল বৃন্দাবনশশী ॥
পূর্ব্বেতে ধূসরঘাট তপস্বীর বেশে ।
সখাসঙ্গে ক্রীড়া কৈল কৌতুক আবেশে ॥
তীরে আমলীর বৃক্ষ পুরাতন হয় ।
তলে বসি রাধানাম শ্রীকৃষ্ণ জপয় ॥
দূরেতে ভ্রমরঘাট তীরে পুষ্পোদ্যান ।
ভ্রমর ঝঙ্কারে বহু কদম্বের বন ॥
বনবিহারের সনে রাধাঙ্গ-সৌরভে ।
অলিগণ পুষ্পজ্ঞানে পড়ে মধুলোভে ॥
পাণিতল দিয়া ধনী নিবারিতে চাহে ।
কমল বলিয়া পুনঃ বৈসে গিয়া তাহে ॥
ভয়ে ভীত অলিগণে নিবারিতে নারি ।
কৃষ্ণের বসনাঞ্চলে লুকাইল গৌরী ॥
তাহে আনন্দিত হৈল শ্রীকৃষ্ণের হিয়া । *
চুম্বন করিলা কত চিবুক ধরিয়া ॥
ভ্রমরঘাটেতে প্যারী সঙ্গে কত রঙ্গে ।
রসের লতিকা সব সখীগণ সঙ্গে ॥
পরে কেশিঘাট যথা কেশী দৈত্যে মারি ।
অঙ্গমার্জ্জনাদি কৈলা যে ঘাটে উতারি ॥
ধীর-সমীর তস্য পরে সুশোভন ।
শীতল সুস্নিগ্ধ বহে মলয় পবন ॥
রাধাকৃষ্ণ বিহারের অতি প্রিয়স্থান ।
মণিকর্ণিকার ঘাট কদম্বের বন ॥
শ্রীমন্‌ গৌরীদাস যেঁহো পণ্ডিত গোসাঞি ।
যাঁর বশীভূত শ্রীমন্‌ গৌরাঙ্গ নিতাই ॥
তাঁহার সমাঝ আর শ্যামরায়জীর ।
বিরাজয়ে সেই শুভ শ্রীধীরসমীর ॥
তথা আন্ধারিয়া বট লুকালুকি খেলা ।
ছলে রাধা কৃষ্ণ সনে বিহার করিলা ॥ †

শ্রীমন্‌ আচার্য্য প্রভু চৈতন্যে অভেদ ।
যাহার আশ্রয়ে ভবগ্রন্থি হয় ছেদ ॥
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পদ অবশ্য মিলয় ।
বৃন্দাবনে গোবিন্দের পূর্ব্ব আজ্ঞা হয় ॥
যেঁহ লক্ষ গ্রন্থ লৈয়া গৌড়দেশে গেলা ।
স্বমাধুর্য্য প্রেমভক্তি লোকে প্রচারিলা ॥ *
তাঁহার সমাজ তথা সুন্দর বিরাজে ।
আর ছয় চক্রবর্ত্তী সেই পুরীমাঝে ॥
শ্রীরাধামাধব জীউ কৈশোর মুরতি । †
জয়দেব ঠাকুরের পরম পিরীতি ॥
আসিতে চাহিলা তেঁহ ব্রজে নিজধাম । ‡
ছোট হৈলা সেবকের পূরাইতে কাম ॥
জয়দেব ঝুলির ভিতর করি নিঞা ।
বৃন্দাবনে আসি ধীরসমীরে স্থাপিয়া ॥
জয়পুরের রাজা নিঞা গেল নিজ স্থলে ।
সেবা কৈলা তবে তাঁর সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈলে ॥
তাঁহার মন্দির ধীরসমীরে আছয় ।
প্রতিবিম্ব মূর্ত্তি সে মন্দিরে বিরাজয় ॥
অগ্রে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামীর ।
সমাঝ তথায় রহে সাধু গুণধীর ॥ §
পরে শ্রীল বংশীবট পরম মহিমা ।
যাঁর গুণকীর্ত্তনে নাহিক হয় সীমা ॥ ¶
মণিকর্ণিকার ঘাট তাহার নিকটে ।
মুনিকন্যাগণ স্নান করি বৈসে তটে ॥
উপরে গোবিন্দবট কৃষ্ণ সখাসঙ্গে ।
ক্রীড়া-রস-কৌতুক করেন নানা রঙ্গে ॥
ঈশানে শ্রীমহাদেব গোপেশ্বর নাম ।
যাঁহার দর্শন মাত্রে পূরে সর্ব্ব কাম ॥
কৃষ্ণ সনে সখাভাবে নৃত্য যেঁহো কৈলা ।
গোস্বামীরে কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে কহিলা ॥

* তাহাতে আনন্দ হৈল কৃষ্ণচন্দ্র হিয়া—পাঠভেদ ।
†…লুকলুকানি খেলা । তার তলে কৃষ্ণরাধা…॥—পাঠভেদ ।

*…সব…দিলা । সুমাধুর্য্য… ॥—পাঠভেদ ।
† কেশব মূরতি - পাঠভেদ ।
‡ নিজ ব্রজধাম—পাঠভেদ ।
§ সমাধ…সাধুগণ ধীর ।—পাঠভেদ ।
¶ কীর্ত্তনেতে না হয় বর্ণনা—পাঠভেদ ।

পরেতে পুলিনে হয় মহারাসস্থলী।
শত শত সাধু সন্ত * রহে কুতূহলী ॥
তথায় গমন মাত্র জনমে বিরতি।
তৎক্ষণাত পায় সেই কৃষ্ণভক্তি শক্তি ॥
দিবানিশি স্থানে স্থানে হরি সঙ্কীর্ত্তন।
হইতেছে শ্রীমদ্ভাগবতের পঠন ॥
চৌদিকে বেড়িয়া কৃষ্ণসেবা দেবালয়।
নানা মহোৎসব-যাত্রা নিতি নিতি হয় ॥
জ্ঞানগুধড়ি নাম করি কেহ কহে।
নিকটে গভীর † বন মন হরে তাহে ॥
দ্বাপর যুগের বৃক্ষ নূতনের ন্যায়।
বনশোভা চমৎকার নানা পক্ষ তায় ॥
দরশন মাত্র হয় কৃষ্ণ উদ্দীপন।
সাধুকৃপা বিনে তাহা নহে দরশন ॥
পরে রাধাবাগ পূর্ব্বে পাণিঘাট ‡ দূরে।
কত দেবালয় তথা গ্রামের ভিতরে ॥
অনন্ত অপার সব কহা নাহি যায়।
কিঞ্চিত কহিব যাহা স্ফুরয়ে জিহ্বায় ॥
গদাধর চৈতন্য সুন্দর দরশন।
অতি চমৎকাররূপ পাষণ্ডদলন ॥
শ্রীনৃসিংহদেব আর শ্রীনয়নানন্দ। §
জানকী-রমণ রাধা-গোকুল-আনন্দ ॥
শ্রীরাধাবিনোদ দুই সেবা গোস্বামীর।
শ্রীল লোকনাথ যেঁই পরম সুধীর ॥
মহাপ্রভু কৃপা করি দাস গোস্বামীরে।
গোবর্দ্ধন শিলা দিলা সেবা করিবারে ॥
সেই শিলা অদ্যাপি গোকুলানন্দে হয়।
বংশীবদন রূপে দেখা দিলা তায় ॥
লোকনাথ গোস্বামীর সমাঝ তথায়।
যাঁর শিষ্য শ্রীমন্ ঠাকুর মহাশয় ॥

* শান্ত—পাঠভেদ। † গহ্বর (গম্ভর)— কচিৎ পাঠ।
‡ পাণিবট—পাঠভেদ।
§ নেপাল গোবিন্দ—পাঠভেদ।

শ্রীরাধারমণ জীউ ভুবনমোহন।
অলৌকিক রূপ চমৎকার দরশন ॥
শ্রীমদ্‌গোপাল ভট্ট গোস্বামীর গুণে। *
শালগ্রাম হৈতে রূপ প্রকাশে আপনে ॥
শ্রীল গোপীনাথ জীউ বৃন্দাবনাধীশ।
শ্রীমতী জাহ্নবাজীর † জীবনের ঈশ ॥
শ্রীমধু পণ্ডিত গোস্বামীর যে সমাধ।
যাহা দরশনে ঘুচে মনের বিষাদ ॥ ‡
জগদীশ পণ্ডিত গোস্বামীজীর কুঞ্জ।
প্রভুর পার্ষদ যেঁহো মহিমাতে পুঞ্জ ॥
বিল্বমঙ্গলজীর আমলিতলা স্থান।
যথায় পাইল সাধু কৃষ্ণ দরশন ॥
ব্রহ্মকুণ্ড যথা ব্রহ্মা তপস্যা করিলা।
চৌদিক বেড়িয়া সাধুগণ বাস কৈলা ॥ §
দক্ষিণে কিঞ্চিত দূরে গৌরাঙ্গ নিতাই।
কাঙ্গালের প্রভু করি কহয়ে সবাই ॥
কুণ্ডের উত্তরে এক অশোকের বৃক্ষ।
বৈশাখ মাসের যে দ্বাদশী শুক্লপক্ষ ॥
বহু পুষ্পগুচ্ছ তাহে হয় বিকসিত।
সাধুর প্রত্যক্ষ হয়, অন্যে অবিদিত ॥
ব্রহ্মকুণ্ড হইতে শ্রীবৃন্দাজী উঠিলা।
এবে কাম্যবনে যেঁহ যাইয়া রহিলা ॥
রাজা জয়সিংহ জয়পুরে লয়ে যায়।
কাম্যবনে যাই তথা বিশ্রাম করয় ॥
রাত্রে রহি প্রাতঃকালে গমন উদ্‌যোগে।
লইয়া যাইতে চাহে রথের সংযোগে ॥ ¶
উঠাইতে না পারিল দশজনে ধরি।
যাইতে বাসনা নহে হইলেন ভারি ॥
আশয় বুঝিয়া রাজা নিরস্ত হইল।
তথায় মন্দির আদি বানাইয়া দিল ॥

* শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর প্রেমগুণে—পাঠভেদ।
† শ্রীরাধা জাহ্নবাজীর—পাঠভেদ।
‡ তথাই দর্শনে…বিবাদ।—পাঠভেদ।
§ কুঞ্জ চতুঃপার্শ্বে সাধ্য নিবাস করিলা।—পাঠভেদ।
¶ তুলি রথযোগে—পাঠভেদ।

সেই হৈতে বৃন্দাজীউ রহে কাম্যবনে।
গৌরাঙ্গী সুন্দরী চাঁদ ঝলকে বদনে॥
যোগপীঠ উত্তরে শ্রীগোপাল আছিলা।
ছোট বিপ্রে কৃপা করি সাক্ষী দিতে গেলা॥
ওড্রদেশে অদ্যাবধি বিরাজ করয়।
সাক্ষী গোপাল বলি খ্যাতি তাঁর হয়॥
যোগপীঠে তাঁহার যে মন্দির অদ্যাপি।
আছয়ে বৈষ্ণবগণ তথা সেবা স্থাপি॥
দক্ষিণে শ্রীহনুমান গোবিন্দের দ্বারী।
তাঁহার মহিমা অতি * চমৎকারকারী॥
একদিন অঙ্গে ঘর্ম্ম বাহিয়া চলিল।
তাহা দেখি ভয়ে লোক কম্পান্বিত হৈল॥
পরে বৃন্দাবনে কাল-যবন আইল।
কোতল করিয়া লোক মারিতে লাগিল॥
দুর্ব্বৃত্তদমন † শ্রীল বীর হনূমান।
পরম দয়ালু সাধুস্বভাব মহান্॥
ব্রজবাসিগণে হিংসা করে দুরাচার।
দেখিয়া করিল এক বিকট চীৎকার॥ ‡
প্রচণ্ড চীৎকার সিংহনাদ শব্দ শুনি।
যবন কথোকগুলা মরিল অমনি॥
পলাইয়া কথোগুলা গেল দেশান্তর।
ব্রজবাসী সুস্থ হৈল গেল বিঘ্ন ডর॥
পূর্ব্বেতে সমাধি-কুঞ্জ সুন্দর প্রাচীর।
সমাঝ শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর॥
যার নামে মিলে কৃষ্ণ-ভকতি-রতন।
পরম দয়ালু যেঁহো পতিত পাবন॥
কাশীশ্বর গোস্বামিজী তাহার বামেতে।
প্রভুর সতীর্থ যেঁহো পিরীতি প্রভুতে॥
মুখ্য হরিদাস-গোসাঞি তাহার দক্ষিণে।
এবং যে সমাঝ বহু গোস্বামীর গণে॥
পূর্ব্বে বেণুকূপে সখীগণের সহিতে।
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কৃষ্ণ খেলিতে খেলিতে॥ §
বেণুর কৌশলধ্বনি করিলা তখন।
কূপ প্রকাশিয়া তথা কৈল জল পান॥
বেণুকূপ তার নাম রহয়ে প্রকট।
তাহার দক্ষিণে স্থান নাম রঙ্গবাটী॥ *
সখা সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করি তথা গেলা।
নিকটে চরণকূপ চরণে খুদিলা॥
তথায় গুলালডাঙ্গা করি খ্যাত স্থান।
গুলাল খেলিলা তথা লয়ে গোপীগণ॥
তাহার কিঞ্চিত দূরে এক বৃক্ষ হয়।
কাটিবার হেতু কেহ চোট দিল তায়॥
অস্ত্রের আঘাতে রক্ত ঝরিতে † লাগিল।
ভয়ে না কাটিল আর বিস্ময় হইল॥
রাত্রে স্বপ্নে কহে বৃক্ষ মুঞি বহু জন্মে।
আরাধনা করি বাস কৈনু ব্রজভূমে॥
হিংসা না করিহ মোরে করিনু মিনতি।
এমতি জানিবে ব্রজে যত বৃক্ষ জাতি॥
দক্ষিণে গোবিন্দকুণ্ড মহিমা অপার।
রাধাকৃষ্ণ বিহারের স্থান মনোহর॥
নারদ ঠাকুর তাহে বৃন্দাজীর আজ্ঞায়।
স্নান করি গোপীরূপ হইলা তথায়॥
গোপীর আবেশে নিজ পূর্ব্ব পাসরিলা।
বৃন্দাবনে নিত্যলীলা দেখিতে পাইলা॥
নিভৃত নিকুঞ্জ দূরে অতি রমণীয়।
সেই স্থান শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতি প্রিয়॥ ‡
নিত্যানি বিহার তাহে অনুভব হয়।
প্রাতে ছিন্ন ভিন্ন পুষ্পশয্যা দেখা যায়॥
তার পূর্ব্বে ব্যাসঘেরা নির্জ্জন কানন।
তদুত্তরে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু-দরশন॥
নিকটে শ্রীপৌর্ণমাসী যোগমায়া হন।
কৃষ্ণলীলা অনুকূল অপূর্ব্ব দর্শন॥
তথায় চিড়িয়া-কুঞ্জ শ্রীনন্দনন্দন।
সাধ করি সখা সহ চিড়িয়া পালন॥

* কিছু—পাঠভেদ। † দুর্দ্দণ্ড দমন—পাঠভেদ।
‡ শবদ চীৎকার—পাঠভেদ। § তৃষ্ণাতুর…হাসিতে…।—পাঠ

* রাজবাটী—ক্বচিৎ পাঠ। † ক্ষরিতে—পাঠভেদ।
‡…পুরে…। শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেই স্থান অতি প্রিয়—পাঠভেদ।

কুঞ্জবিহারিজীউ অপূর্ব্ব দরশন।
পরে শ্রীগোবিন্দকুঞ্জ পরম মোহন ॥
গোলকুঞ্জে রঘুনাথ ভট্ট যে গোসাঞি।
শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন সদাই ॥
উত্তরে শৃঙ্গার-বট পূর্ব্ব যে কথিত।
পার্শ্বে শ্রীলোটনকুঞ্জ * পরম মহত্ত্ব ॥
শ্রীরাধিকা মান করি তথায় আসিয়া।
পড়িয়া রহিল ভূমে কেশ † আলুইয়া ॥
কৃষ্ণ আসি আদর করিয়া উঠাইয়া।
আপন হস্তেতে দিলা লোটন বান্ধিয়া ॥
নিকটে শ্রীজীব গোস্বামীর প্রাণধন।
রাধা-দামোদর রূপ পরমমোহন ॥
গোস্বামীরে কৃষ্ণচন্দ্র করুণা করিয়া।
নিজ পদচিহ্ন দিলা শিলাতে ধরিয়া ॥
অদ্যাপি তাঁহার সেবা শ্রীমন্দিরে হয়।
ভাগ্যবান লোক সব যাইয়া দেখয় ॥
শ্রীরূপ শ্রীজীব-গোসাঞি গুরু-শিষ্যে।
দুই পার্শ্বে দোঁহাকার সমাঝ ‡ প্রকাশে ॥
রূপ-গোস্বামীর পাদধৌত স্থান হয়।
তার রজঃ স্পর্শ § অতি ভাগ্যেতে মিলয় ॥
নিকটে আছেন চেকুলা ¶ শ্রীরাধামাধব।
বৃন্দাবনচন্দ্রজীর বড়ই প্রভাব ॥
পরেতে আমলিতলা ** পতিতপাবন।
গৌরাঙ্গ বলিয়া যবে আইলা বৃন্দাবন ॥
অদ্যাপি সে আম্‌লি বৃক্ষ আছে বর্ত্তমান।
মহাপ্রভু তার তলে পরম শোভন ॥
ষড়্‌ভুজ মহাপ্রভু তথায় বিরাজে।
দূরে শ্যামসুন্দর কিশোরী সহ রাজে ॥
নৈর্ঋতে শ্রীমহাদেব বনখণ্ডি স্থান।
বৃন্দাবনে বাস করি আনন্দে মগন ॥

দূরে গিয়া যোগপীঠ গোবিন্দ-আলয়।
মন্ত্রময়ী ধ্যান যথা সাধকে করয় ॥
চতুর-শিরোমণি-আদি বহু দেবালয়।
অসংখ্য গণন সব কহা নাহি যায় ॥
নিভৃত নিকুঞ্জবন পরমমোহন।
একদিন কৃষ্ণ তথা করি আগমন ॥
প্যারী-আগমন-পথ করি নিরীক্ষণ।
বৃন্দার সহিত করে কথোপকথন ॥
কথায় কথায় নিদ্রা আকর্ষণ হৈল।
অলসে বালিসে হেলি তথা ঘুমাইল ॥
হেনকালে সখী সঙ্গে প্যারীজী আইলা।
কৃষ্ণমুখচন্দ্র হেরি আনন্দিত হৈলা ॥
নিঃশব্দ হইয়া কৃষ্ণপাশেতে বসিলা।
মুচকিয়া সখী সনে হাসিতে লাগিলা ॥ *
কৃষ্ণের শ্রীকর হৈতে মুরলী লইল।
হৃদয়ে রাখিয়া প্রেম-সমুদ্রে ভাসিল ॥ †
পুনঃ করে ধরি দেখে উলটি পালটি।
স্মরণ করিয়া তাঁর গান পরিপাটি ॥
যে মধুর গানে কুলবতীর কুল নাশে।
আমা সভা রহিতে না দেয় ‡ গৃহবাসে ॥
লোকলজ্জা ছাড়াইয়া বনে আকর্ষয়।
তোমারি এ গুণ তুমি ভুবনবিজয় ॥
এতেক ভাবিয়া কিছু কহয়ে সুন্দরী।
তুষ্ট হৈনু তোমার এ সব গুণ হেরি ॥
অতেব তোমারে কিছু আশীর্ব্বাদ করি।
যাহা হৈতে আমা সবার মঙ্গল বিচারি ॥
যশোমন্ত হও তুমি নিশ্ছিদ্র হইয়া।
আর মৃদুস্বর হও মুখর ঘুচিয়া ॥
হৃদয় তোমার পুর হউক ঝটিতি।
অন্তরের কোর যাউ সুখে কর স্থিতি ॥

* শ্রীলোচনকুঞ্জ—কচিৎ পাঠ। † বেশ—পাঠভেদ।
‡…গুরুশিষ্য।…সমাধি প্রকাশ্য ॥—পাঠভেদ।
§ রজ দর্শন—পাঠভেদ। (প্রামাদিক)।
¶ শ্রীছন চেকনা ও শ্রীছেন্ চেকনা—পাঠভেদ।
** পরে আমলিতলা যথা—পাঠভেদ।

* …বসিয়া। সখীসহ মৃদু মৃদু মুচকি হাসিয়া—পাঠভেদ।
† …করেতে হৈতে…।…প্রেম-আনন্দে ভাসিল ॥—পাঠভেদ।
‡ রহিতে না দেয় মো সভারে—পাঠভেদ।

অচিরাত এ সকল মঙ্গল হউক।
সর্ব্ব ছিদ্র নাশি বিধি প্রসন্ন হউক ॥
তোমার হৃদয় পূর হইলে সবাকার।
সকল মঙ্গল থাকে ধর্ম্মের বিচার ॥ *
তাহা শুনি বৃন্দাজীউ হাসিয়া কহয়।
বড় তো করিলে তুমি আশিস্ উহায় ॥
হৃদি পূর ছিদ্র নাশ মৃদু স্বর হৈলে।
তবে কি উহার তুমি বংশীত্ব রাখিলে ॥
জাগিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহা শুনি আনন্দিত।
প্যারী মুখচন্দ্র হেরি পুলকিত-চিত্ত ॥
হাস পরিহাসে বড় কৌতুক হইল।
রাধাকৃষ্ণ মিলি প্রেম-সাগরে ভাসিল ॥
নিভৃত নিকুঞ্জবনে সদাই বিহার।
অতএব তাহার যে মহিমা অপার ॥
সংক্ষেপে কহিল বৃন্দাবন গুণ গান।
কিঞ্চিত মহিমা আর করিব বর্ণন ॥
শাস্ত্রের শাসন কথোগুলি † এবে লিখি।
বিজ্ঞতম জন ইহা বুঝিবে নিরখি ॥
ভাষা অর্থ ‡ লিখিতে যে পুস্তকে বাড়য়।
সেই হেতু কেবল লিখিনু শ্লোকচয় ॥

মথুরামাহাত্ম্য-ধৃত-শ্লোকাঃ—

বৈকুণ্ঠং কোটিকোটি-প্রগুণিতমপি নো
যদ্রজোলেশমাত্রং
প্রোন্মীলৎসৌভগং তল্লবমপি লভতে শুদ্ধ-
ভাবোজ্জ্বলায়াঃ।
কুর্ব্বীরন্ ভক্তিকোটীর্ভগবতি স্ম তথাপ্যদ্ভুত-
প্রেমমূর্ত্তেঃ
শ্রীরাধায়া অভক্তৈরতিদুরধিগমাং নৌমি
বৃন্দাটবীং তাম্ ॥ ১

রে রে সংসারমগ্নাঢ্য ! শিক্ষামেকান্ততঃ * শৃণু।
যদীচ্ছসি সুখং সান্দ্রং বাসং কুরু মধোঃ পুরে ॥ ২
যদীচ্ছেঃ পারসংসারং বহিত্রং মাথুরং কুরু।
নৌকা সা প্রেরকঃ কৃষ্ণো ভোঃ শিবে !
পারকারকঃ ॥ ৩
অহো লোকো মহানন্ধো নেত্রযুক্তো ন পশ্যতি।
মাথুরে বিদ্যমানেঽপি সংসৃতিং ভজতে সদা ॥ ৪
মানুষীং যোনিমতুলাং লব্ধ্বা ভাগ্যস্য যোগতঃ।
বৃথৈবায়ুর্গতং তেষাং ন দৃষ্টা মথুরাপুরী ॥ ৫
তীর্থে চৈব গৃহে বাপি চত্বরে পথি চৈব হি।
যত্র তত্র মৃতা দেবি ! মুক্তিং যান্তি ন চান্যথা ॥ ৬
বিনা সাংখ্যেন যোগেন বিনা স্বাত্মবিচিন্তনম্।
বিনা ব্রততপোদানৈঃ শ্রেয়ো বৈ প্রাণিনামিহ ॥৭
মথুরায়াং নিবৎস্যামি যাস্যামি মথুরামহম্। †
ইতি যস্য ভবেদ্বুদ্ধিঃ সোঽপি বন্ধাদ্বিমুচ্যতে ॥৮
সর্পদষ্টাঃ পশুহতাঃ পাবকাম্বুবিনাশিতাঃ।
লব্ধাপমৃত্যবো যে চ মাথুরে হরিলোকগাঃ ॥ ৯
ত্রৈলোক্যবর্ত্তি-তীর্থানাং সেবনাদ্ দুর্লভা হি যা।
পরানন্দময়ী সিদ্ধির্মথুরাস্পর্শমাত্রতঃ ॥ ১০
শ্রুতা স্মৃতা কীর্ত্তিতা চ বাঞ্ছিতা প্রেক্ষিতা গতা।
স্পৃষ্টাশ্রিতা সেবিতা চ মথুরাঽভীষ্টদা নৃণাম্ ॥১১
অহো অভাগ্যং লোকস্য ন পীতং যমুনাজলম্।
গো-গোপ-গোপিকা-সঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহা ॥

বৃন্দাবনে নিত্যলীলা শ্রীমদ্ভাগবতে। ‡
শ্রীল-শুকদেব কহে গদগদ চিতে ॥
এবং শ্রীল-কৃষ্ণ ব্রজ ছাড়ি অন্যস্তরে।
কভু একপদ নাহি যান ধামান্তরে ॥
তবে যে মথুরা দ্বারাবতীতে গমন।
প্রকাশ্য রূপেতে নতু ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ §

* ...হৈলে সভাকার। মঙ্গল যে হয় থাকে...॥—পাঠভেদ।
† শাসন কথাগুলি—পাঠভেদ।
‡ ভাবার্থ—পাঠভেদ।

* মেকান্ত মে ইতি, ঐকান্তিকীম্—ইতি চ ক্বচিৎ।
† মথুরাপুরীম্—ইতি বা পাঠঃ।
‡ শ্রীল ভাগবতে—পাঠভেদ।
§ প্রকাশ রূপেতে নয় ব্রজেন্দ্র-নন্দন—পাঠভেদ।

শ্রীভাগবতে—

"জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচর-বৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত-শ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥" ইতি

তন্ত্রে চ—

"কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি ॥"ইতি

মনুষ্য জনমে স্বার্থ শ্রীকৃষ্ণ-ভজন।
অন্য-আশ্রয়-আদি সব অকারণ ॥ *
যশঃ শ্রী বর্ণাশ্রমাচার আদি যত।
পরিশ্রম-মাত্র সর্ব্বধর্ম্ম-তপ-ব্রত ॥
হরিগুণ-শ্রবণাদি-বিস্মৃত যে জন।
আশ্রয় নাহিক যার শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥

* অন্য শাস্ত্র জপ আদি—পাঠভেদ।

ইতি শ্রীভক্তমালে বৃন্দাবন-মহিমা-বর্ণন নাম ষড়্‌বিংশ মালা ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ মালা

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রূপ-সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস-রঘুনাথ॥

এবে গ্রন্থ-অনুযায়ী বৈষ্ণবের নাম।
কীর্ত্তন করিব সর্ব্বমঙ্গলের ধাম॥
যাহার শ্রবণে সর্ব্বশাস্ত্রের * শরণ।
ফল মিলে শুভ কৃষ্ণচন্দ্রের চরণ॥
প্রথম † মালায় হয় গুর্ব্বাদি বন্দন।
মঙ্গলাচরণ গ্রন্থ-মহিমা বর্ণন॥
নাভাজীর প্রথম যে অবস্থা-কাহিনী।
গুরুকৃপা হৈতে হৈল কৃষ্ণভক্তি-খনি॥
দ্বিতীয় মালায় মহাপ্রভুর চরণ।
স্মরণ করিয়া কৈল ভক্তগুণ-গান॥
শ্রীদাস ‡ গোস্বামী শ্রীল-রূপ-সনাতন।
ভট্ট-গোস্বামীর মধু-পণ্ডিতের গুণ॥
যথাক্রম আছে শ্রীল-নাভাজী-বর্ণন।
তেমতি বর্ণিনু নাহি জানি দোষগুণ॥
তৃতীয়াতে শ্রীল-গৌরচন্দ্রের পার্ষদ।
স্বরূপ বর্ণন যাথে নাহিক বিবাদ॥
চতুর্থ মালায় সে দ্বাদশ § ভাগবত।
অজামিল আর শ্রীল-বৈকুণ্ঠ-পার্ষদ॥
জয়-বিজয়-আদি কমলা গরুড়।
যোল মহাভাগবত প্রিয় নিজপুর॥

হনুমান বিভীষণ সুভগা শবরী।
জটায়ু শ্রীঅম্বরীষ তাঁর * লক্ষ নারী॥
সুদামা ব্রাহ্মণ আর চন্দ্রহাস রাজা।
প্রধান ভকতগণ ভক্ত্যে মহাতেজা॥
পঞ্চম মালায় শ্রীল-কুন্তীজী দ্রৌপদী।
শ্রুতদেব মহাপাত্র সত্যব্রত আদি॥
রাজা শ্রীপ্রাচীনবর্হি বাল্মীকি-দ্বয়।
রুক্মাঙ্গদ রাজা হরিশ্চন্দ্র মহাশয়॥
বিন্ধ্যাবলী ময়ূরধ্বজ অলর্ক রাজন।
রন্তিদেব রাজা যেঁহো রহে অনশন॥
ষষ্ঠ মালায় পুরু ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি।
গুহরাজ চর্চ্চা মধ্যে বৈষ্ণব-ভকতি॥
নিমি নব যোগেন্দ্রের গুণের বর্ণন।
পরীক্ষিত-আদি নব-ভক্ত্যঙ্গ-যাজন॥
পুনঃ মহারাজা পরীক্ষিতের কথন।
শুকদেব গোস্বামীর গুণের বর্ণন॥
সপ্তম মালায় শ্রীল-প্রহ্লাদ-চরিত্র।
অষ্টমে অক্রূর বলি যশ যে পবিত্র॥
অগস্ত্য পুলহ আদি মহর্ষি-চরণ।
আর শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রগুণগান॥
অষ্টাদশ স্মৃতি আর পুরাণ কথন।
রামচন্দ্র পারিষদগণ গুণগান॥ †
নবমে শ্রীনন্দরাজ শ্রীযশোদা মাতা।
আর ব্রজ-পরিকর গোপীগণ তথা॥ ‡

---

* গ্রন্থের —পাঠভেদ। † নাভাজীর—পাঠভেদ।
‡ শ্রীদাম—ক্বচিৎ পাঠ (অপপাঠ)।
§ দ্বাদশ—ক্বচিৎ পাঠ দৃষ্ট হয়।

* পান লক্ষ নারী—পাঠভেদ।
† শ্রীরামচন্দ্রের পার্ষদাদি গুণগান।—পাঠভেদ।
‡ ...গোপ-গোপী যথা।—পাঠভেদ।

দশমেতে সপ্তদ্বীপে যত ভক্ত হয়।
নমস্কার কায়-মনে সভাকার পায় ॥
বৈকুণ্ঠের অষ্ট ফণী শ্রীজয়-বিজয়।
চারি সম্প্রদায় গুরু * চারি মহাশয় ॥
'শ্রী'সম্প্রদায় তথা মাধ্বী সম্প্রদায়।
আদ্যোপান্ত যত গুরু প্রণালী-বিস্তর ॥
পুনঃ রামানুজ স্বামীর চরিত্র-বর্ণন।
মন্ত্র প্রকাশিয়া কৈলা জীব-নিস্তারণ ॥
শিষ্য প্রশিষ্য তাঁর দেবাচার্য্য-আদি।
আর নিম্বাচার্য্য যাঁর প্রতাপ অবধি ॥
রামানুজ স্বামীর জামাতা লালাচার্য্য।
মৃত বৈষ্ণবের † যেঁহো করিল সৎকার্য্য ॥
একাদশে গুরুভক্ত এক শিষ্য যাঁর।
কমল ফুটিল পাদতলে বারবার ॥
শ্রীরঙ্গ-বণিক পুত্র মরিবে জানিঞা।
বাঁচাইল বৈষ্ণব-চরণোদক দিয়া ॥
কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের স্ত্রীর উদরে।
জন্মে যে বালক তাহারেও পূজা করে ॥
কিহ্লজী আপন পিতা সুমেরু সাধুরে।
বৈকুণ্ঠে যাইতে দেখি স্তুতি নতি করে ॥
অগ্রদাস স্থানে রাজা মানসিংহ আইল।
নিজ প্রয়োজন ছাড়ি দৃক্‌পাত না কৈল ॥
শঙ্কর-আচার্য্য শ্রুতি-অর্থ আচ্ছাদিলা।
লোক বিড়ম্বিয়া পাছে কৃষ্ণভক্ত হৈলা ॥
নামদেব ছিল ‡ অতি মহান্ আশয়।
যাঁহার অনেক লীলা লোকাতীত হয় ॥
দ্বাদশ মালায় শ্রীল-জয়দেব ঠাকুর।
শ্রীঅর্জ্জুন-মিশ্র আর স্বামিজী শ্রীধর ॥
শ্রীবিল্বমঙ্গল এই চারি মহাশয়।
চারি সমতুল গুণ জগতে ঘোষয় ॥
ত্রয়োদশে বর্ণন শ্রীভাবুক ব্রাহ্মণ।
বাৎসল্যে শ্রীকৃষ্ণে কৈলা লালন-পালন ॥

* গুণ—পাঠভেদ। † মৃতক বৈষ্ণবে—পাঠভেদ।
‡ ছিপি—ক্বচিৎ পাঠভেদ (দুর্ব্বোধ)।

সুবুদ্ধি নামেতে বিপ্র কৃষ্ণে বশ কৈলা।
প্রতিমা হইয়া অন্ন ভোজন করিলা ॥
এক রাজপুত্র কভু বাক্য না কহিলা।
'বোলাতোমুয়া' বলি লোকে জ্ঞান দিলা ॥
হরিদাস-বৈরাগী যে ব্রাহ্মণগণেরে।
বৈষ্ণব করিল গ্রাম সহ * সভাকরে ॥
বিষ্ণুপুরী গোস্বামী শ্রীজগন্নাথ যাঁরে।
শ্লেষবাক্য কহি আনিলেন নিজ পুরে ॥ †
জ্ঞানদাস বণিক ভণ্ডিবেরে ভেখ দিয়া।
বেদপাঠ করাইল অজ্ঞে বুঝাইয়া ॥
ত্রিলোক-বণিক-প্রেমে বশীভূত হৈয়া।
আপনি আইলা হরি হয়ে টহলিয়া ॥ ‡
বল্লভ আচার্য্য যাঁর দর্প চূর্ণ করি।
পশ্চাত করিলা কৃপা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
ভক্তদাস রাজা সীতা-হরণ শুনিঞা।
রাবণে মারিব বলি চলিল ধাইয়া ॥
লীলানুকরণে শ্রীপুরুষোত্তমে কেহ।
করিতে নৃসিংহাবেশ ফাঁড়ে তার দেহ ॥
রতিবন্ত বাঈ কৃষ্ণের বন্ধন শুনিঞা।
প্রাণ তেয়াগিল বাঈ অসহন হইয়া ॥
পুরুষোত্তমবাসী রাজা অপরাধী মানি।
কাটিলেন কোন ছলে আপনার পাণি ॥
করমেতি বাঈ § যাঁর অপূর্ব্ব খিচুড়ি।
খাইলা শ্রীজগন্নাথ পরম আদরি ॥
চতুর্দ্দশ মালায় শিলপিল্লার বর্ণন।
ভক্তে ভক্তিনিষ্ঠ এক রাজার কথন ॥
অন্য এক ভক্তিনিষ্ঠ রাজার মহিলা।
বৈষ্ণবের অনুরাগে পুত্রে বিষ দিলা ॥
মামা আর ভাগিনা মিলিয়া দুই জন।
রঙ্গনাথ ঠাকুরের মন্দির বানান ॥

* গ্রামশুদ্ধ—পাঠভেদ।
† ...শ্রীজগন্নাথ জীয়ে। স্নেহবাক্য...আনিলা—পাঠভেদ।
‡ বনি টহলিয়া—পাঠভেদ।
§ কর্ম্মাবাঈ নাম যাঁর—পাঠভেদ।

এক যে রাজার অঙ্গে কুষ্ঠব্যাধি ছিল।
ছন্নরূপে * হরি তার ব্যধি ভাল কৈল ॥
মীননাথ রাজ্যলোভে আসক্ত হইল।
গোরখনাথ শিষ্য তাঁরে উদ্ধার করিল ॥
মহাজন সদাব্রতী ভাগবত ছিল।
পুত্র মারি হরি তারে পরীক্ষা করিল ॥
ভুবন-চৌহানে হরি কৃপাবান হৈলা।
তলোয়ার পরীক্ষিতে † লজ্জা নিবারিলা ॥
রূপ-চতুর্ভুজ-পূজারির অনুরোধে।
পাকা চুল শিরে ধরে রাজার বিবাদে ॥
কমধ্বজ নামে সাধু বনেতে আছিল।
মৃত্যু হৈলে হনুমান যাঁর গতি কৈল ॥
জয়মল রাজা দৃঢ় ভক্তি-নিয়মেতে।
কিঞ্চিত খর্ব্বতা নৈল আপদ-কালেতে ॥ ‡
গোপ ভক্ত চুরি গেল মহিষ যাঁহার।
হরি পুনঃ আনি দিলা গৃহেতে তাঁহার ॥
নিষ্কিঞ্চন বিপ্র বৈষ্ণবের সেবা কৈলা। §
দস্যুবৃত্তি করি তারে হরি দেখা দিলা ॥
পঞ্চদশে শ্রীল সাক্ষী-গোপাল-প্রসঙ্গ।
ছোট বিপ্র বড় বিপ্র দোঁহাকার রঙ্গ ॥
গোপালের নাকে মুক্তা পরাইলা রাণী।
তাঁহার বাৎসল্য ভাব অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
রামদাস রণছোড় ঠাকুর লইয়া।
পালাইলা ঠাকুরের সম্মতি পাইয়া ॥
নন্দদাস-গৃহে মৃত বাছুর ডারিল।
তুড়ি দিয়া সাধু তারে জীয়াইয়া দিল ॥
অহ্লজীউ বৈষ্ণবেরে আম্র খাওয়াইল।
রাজ-বাগিচার আম্র আপনি পড়িল ॥
বারমুখী বেশ্যা বৈষ্ণবের দরশনে।
বৈষ্ণব হইলা লোঠাইয়া নিজ ধনে ॥

ভক্তপ্রিয় রাজা ডোম ভাঁড় যে বৈষ্ণবে।
পূজিলা অনেক অর্থে বড় ভক্তিভাবে ॥
ভক্তরাণী স্বামীর গোপন কৃষ্ণভক্তি।
প্রকাশিলা প্রচার করিয়া নিজশক্তি ॥ *
গুরুনিষ্ঠ গুরুদৃষ্টে মরিয়া বাঁচিল।
কবীরজী ছলে রামনাম মন্ত্র লৈল ॥
ষোড়শ মালায় রুইদাসের কথন।
গুরু † রামানন্দ যাঁরে করিলা মোচন ॥
পিপাজীউ শক্তি-উপাসনা করি দূরে।
স্ত্রী-সহ মহাভাগবত হৈলা পরে ॥
সপ্তদশ মালায় গোবিন্দ কবিরাজ।
চাঁদরায় দেবকীনন্দন ভক্তরাজ ॥
এঁহার ছাড়িয়া শক্তি-উপাসনাতত্ত্ব।
বৈষ্ণব হইয়া হৈল বড়ই মহত্ত্ব ॥
অষ্টাদশে রবীন্দ্র নারায়ণ মহারাজ।
বৈষ্ণব হইয়া কৈল অলৌকিক কাজ ॥
ঊনবিংশ মালায় শ্রীল-শ্রীরামচন্দ্র।
কবিরাজ শ্রীআচার্য্য-প্রভুর সম্বন্ধ ॥
জগন্নাথী মাধোদাস জগন্নাথে সখ্য।
সূরদাস ভাগবত গানশক্তি মুখ্য ॥
শ্রীকেশব ভট্ট তেঁহ বড় কার্য্য কৈলা। ‡
প্রতিকূল যবনের দমন করিলা ॥
হরিব্যাসজীউ দীক্ষা দেবীরে যে দিল।
বলিদান জীবহত্যা বারণ করিল ॥
বিংশতি মালায় শ্রীল-ত্রিপুর দাসের।
বড়ই মহিমা যার জড়াও বস্ত্রের ॥
নাথজীর শীত নিবারণ যাথে হৈল।
কৃষ্ণদাস দিল্লী হৈতে জিলিপি খাওয়াইল ॥
শ্রীবিঠ্‌ঠলদাস কৃষ্ণপ্রেমের বিহ্বলে।
নৃত্যকালে ছাত হৈতে পড়ে ভূমিতলে ॥ §

* ছদ্মরূপে—পাঠভেদ। † বিষয়েতে—পাঠভেদ।
‡ হৈল বিপন্নকালেতে—পাঠভেদ।
§ নিষ্করুণবিপ্র সেই বৈষ্ণব সেবা কৈল—পাঠভেদ।

* প্রচার করিয়া প্রকাশিলা—পাঠভেদ।
† ভক্ত—পাঠভেদ।
‡ শ্রীকেশব ভট্টজীউ—পাঠভেদ।
§ শ্রীবিঠ্‌ঠ দাস…। ছাদ হৈতে লম্ফ দিয়া…॥—পাঠভেদ।

নারায়ণ-ভট্ট তীর্থরাজ বৃন্দাবনে।
দেখাইল ত্রিবেণী প্রকটি অজ্ঞ জনে ॥ *
পুনশ্চ শ্রীরূপ-সনাতন গুণগান।
ফণীর আকার বেণী শ্রীমতী দেখান ॥
ভট্ট-গোস্বামীর-শিষ্য হরিবংশ নাম।
রাধাবল্লভীর আদি গুরু অভিরাম ॥
হরিদাস স্বামী যেঁহো নিধুবনবাসী।
বঙ্কবেহারীর যাঁরে হৈল কৃপারাশি ॥
হরিরাম ব্যাস যেঁহো বড় অধিকারী।
যাঁর যশ গায় অদ্যাবধি † ব্রজ ভরি ॥
অলি ভগবান নিত্য রাস যে দেখিল।
সধনা যাহারে জগন্নাথ কৃপা কৈল ॥
কাশীশ্বর গোস্বামিজী ভুবনপাবন।
খোজেজীউ জিনি আম্র করিলা ভোজন ॥
একবিংশতি মালায় রাঁকা বাঁকা দোঁহে।
ভগবান দিল অর্থ ধূলি দিল তাহে ॥
লড়ুভক্ত-রক্ষাহেতু দেবী মহামায়া।
চোরগণে নষ্ট কৈল প্রতিমা ফাটিয়া ॥
ত্রিলোক-সোণার রূপে শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
সোণার কলস নিঞা দিল রাজ-স্থানে ॥
প্রতাপরুদ্রের গুণ অমৃতের সার।
প্রভুতে যে অনুরাগ নাহি পারাবার ॥
শ্রীগোবিন্দদাস স্বামী নাথজী-সহিত।
সখ্য যে পরম ভাব ব্রজের উচিত ॥
কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী গুজরাট দেশেতে। ‡
ভক্তি প্রকাশিলা শ্রীচৈতন্য উপদেশে ॥
মথুরামণ্ডলে রঘুনাথ গোপীনাথ।
রামদাস-আদি করি অনেক মহত ॥
স্ত্রী-সাধুগণ সীতাঝালী আর গঙ্গা।
উমা ভাটিয়ানী আদি বহু প্রেমে রাঙ্গা ॥ §

গণেশ-দেরানী যার উরুদেশে * ছুরি।
মারিয়া বৈষ্ণব বেশে আসি কৈল চুরি ॥
লাখাজীউ জগত পবিত্র যে করিলা।
জগন্নাথ যারে পূর্ণকৃপা প্রকাশিলা ॥
দ্বাবিংশতি মালে নরসী-ভক্ত-উপাখ্যান।
শ্রীরাসমণ্ডল যেঁহো করিলা দর্শন ॥
অঙ্গদ-ভকত হঠ করি রাজা-সনে।
হীরা পরাইলা জগন্নাথে প্রাণপণে ॥
করুরির রাজা-মহাশয়ের বর্ণন।
ভাঁড়-বৈষ্ণবের যেঁহো পূজিলা চরণ ॥
মীরাবাঈ শ্রীরূপ সহিত ভেট হৈল।
রণছোড়জী পৃথ্বীনাথ নৃপে কৃপা কৈল ॥
মধুকর-সাহা গাধা-অঙ্গে দেখি ভেখ।
পূজা করিলেন তার করিয়া বিবেক ॥
প্রকাশানন্দ সরস্বতী ভক্তিমার্গে আইলা।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থ যে বর্ণিলা ॥
ত্রয়োবিংশে চোর কৃষ্ণমন্ত্রের প্রভাবে।
পরীক্ষায় উত্তরিল প্রশংসয়ে সভে ॥ †
মুরারি চামার জাতি বৈষ্ণব জানিঞা।
রসিক-মুরারি-জীউ কৃতার্থ মানিঞা ॥
তাহার চরণোদক করিলেন পান।
শ্রীতুলসীদাস যেঁহো প্রেতে কৈল ত্রাণ ॥
করমানন্দ যার নামে প্রেমভক্তি হয়। ‡
কালাভক্তে নাথজীর কৃপার উদয় ॥
পরশুরাম বিপ্র সর্ব্বত্যাগ যে করিলা।
গদাধর-ভট্ট জীব গোস্বামীকে § মিলিলা ॥
চতুর্ব্বিংশতি মালে এক ব্যাঘ্র ভক্ত হৈল।
মাধবসিংহের রাণী উপদেশ দিল ॥
বিদুর নামেতে ভক্ত বিনে বীজ জল।
ক্ষেতে জন্মাইলা শস্য মহিমা বিরল ॥

* বিজ্ঞজনে—পাঠভেদ। † অদ্যাপিহ—পাঠভেদ।
‡ গুজরাদি দেশে—পাঠভেদ।
§…সীতাবলী আদি…।… ভাটিয়ালী…প্রেমরঙ্গা ॥ —পাঠভেদ।

* উরুতেতে—পাঠভেদ।
† …জিতিল প্রশংসে পাছে সভে।—পাঠভেদ।
‡ করমানন্দ নামেতে প্রভুতে ভক্তি হয়।—পাঠভেদ।
§ রূপ গোস্বামীকে—পাঠভেদ।

চতুর গোস্বামী নাম সাধু মহামতি ।
গুরুকে সর্ব্বস্ব দিয়া বৃন্দাবনে স্থিতি ॥
পুনঃ শ্রীকবির-জীর মহিমা কথন ।
পর-উপকার কৈল ব্যাধি-উপশম ॥
কেবলকুবা যে সাধু * কূপের ভিতর ।
এক মাস থাকিয়া আইলা পুনঃ ঘর ॥
হরিদাস বণিক বৃন্দাবন-গমনেতে ।
পথেই শ্রীবৃন্দাবন পাইলা দেখিতে ॥
করমেতি বাঈ বৃন্দাবন পাইলেন ।
প্রেমনিধি আগে হরি দিয়া ধরিলেন ॥
ভকত কেবলরাম বহু উদ্ধারিল ।
নরবর-রাজার পাৎসা চরণ কাটিল ॥ †
জগদেব পামারেরে কৃষ্ণভক্ত জানি ।
রাজকন্যা একান্ত করিয়া কৈল স্বামী ॥
পঞ্চবিংশতি মালে কৃষ্ণদাস নাম ।
কৃষ্ণ-আগে নাচিতে নাচিতে অবিরাম ॥
নূপুর খসিল জানি শ্রীকৃষ্ণ আপনি ।
পরাইয়া দিলা পদে রসভঙ্গ জানি ॥ ‡

* কেবল কুমার সাধু—পাঠভেদ ।
† নরবরের চরণ পাতসা কাটিল—পাঠভেদ ।
‡ নৃত্য রসভঙ্গ জানি—পাঠভেদ ।

অন্য কৃষ্ণদাস ব্যাঘ্রে আতিথ্য করিয়া ।
নিজ পদ কাটিয়া খাইতে তারে দিলা ॥
গদাধর ভক্ত কিছু না করে সঞ্চয় ।
কৃষ্ণের লাগায় ভোগ যখন যা পায় ॥
ভগবান ভক্তিনিষ্ঠ রাজার শাসনে ।
বিরাম না কৈল মালা-তিলক-ধারণে ॥
সর্ব্বস্ব গুরুকে দিয়া সুবার দেওয়ান ।
বাহির হইল স্ত্রী-পুরুষ দুইজন ॥
লালমতি বাঈ ভক্তি অধিকারী বড় ।
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবেতে একভাব দৃঢ় ॥
ষড়বিংশ মালায় শ্রীল-বৃন্দাবন ধাম ।
সহিত শ্রীকৃষ্ণলীলা অমৃত-উপম ॥ *
মহিমা-বর্ণন শুভ সুখদ মধুর ।
মধুরেণ † সমাপন রসময় পূর ॥
ঞিঁহা সভার শ্রীচরণে লইয়া শরণ ।
লালদাস ‡ ভক্তি মাগে করিয়া কীর্ত্তন ॥

ইতি কীর্ত্তনং নাম সপ্তবিংশতি মালা ॥ ২৭ ॥

* অমৃত সমান এবং অমৃতের নাম—পাঠভেদ ।
† মধুরেতে—পাঠভেদ ।
‡ কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ ।

পরিশিষ্ট

জয় শ্রীচৈতন্য হরি জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ ॥

ত্রিপদী—

ভক্তমাল রত্নমালে, মনসূত্রে পরি গলে;
ভূষণ করহ নিজদেহে ।
যে রত্নকিরণ ছবি- আগে কোটি শশী রবি,
শোভাগুণ কান্তি সম নহে ॥
রবি বাহে আলো করে, অন্তর শুধিতে নারে,
আনন্দজনক শশিগুণ ।
সেহ যে * আনন্দলেশ, দরশন মাত্র শেষ,
তাহাতে * অস্থায়ী অতি ন্যূন ॥

* 'প্রাকৃত' * 'ত্রিক্ষণে'—উভয়ত্র—পাঠভেদ ।

ভক্তমাল রত্নবরে, অন্তর উজ্জ্বল করে,
নিত্যানন্দ সাগরে ভাসায়।
হেন ভক্তমাল পরি, হৃদয় উজ্জ্বল করি,
সুসৌন্দর্য্য করহ আশয় ॥
যে রতন স্বর্গ মর্ত্ত্য, পাতালে যে নাহি অর্থ,
যাহা লাগি দেব-নাগ ঝুরে।
হেন যে রতন ধন, নাভাজী করিয়া পণ,
প্রকাশিয়া দিল মর্ত্ত্য নরে ॥
অতএব ভক্তমাল, কর্ণের করি কুণ্ডল,
নিরবধি রাখহ ধরিয়া।
হেন যে * রতন আগে, চিন্তামণি দাস্য মাগে,
নাহি পায় মরমে বুঝিয়া ॥
অতএব যাহা চাহ, চতুর্ব্বর্গ মাগি লহ,
ক্ষণমাত্রে পাইবে হেলায়।
কৃষ্ণপ্রেম মহাধন, সকল ধনের ধন,
যদি পাবে করহ আশ্রয় ॥
তাপত্রয় যাবে দূরে, এড়াবে সংসার ঘোরে,
পরম নির্ব্বৃতি † হবে চিতে।
সকল অনর্থ যাবে, প্রেমানন্দ-সুখ পাবে,
ব্রহ্মানন্দ তুচ্ছ যাহা হৈতে ॥
সুন্দর বিচার কর, প্রবেশ করিয়া হের,
ভক্তমালে কি অর্থ মিলয়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত ভক্তি, জগত-দুর্ল্লভ-শক্তি,
মিলে লালদাস ‡ গুণ গায় ॥
ভক্তমাল শ্রবণেতে যথার্থ যে ফল।
হরিভক্তি মিলে মন করিয়া নির্ম্মল ॥
ইহার সন্দেহ নাস্তি § দেখহ ভাবিয়া।
বিচার করহ ভাই গাঢ় চিত্ত দিয়া ॥
ভক্তগণের গুণ কর্ম্ম বিবেক স্বভাব।
ভক্তি-আচরণ অনুরাগ প্রেমভাব ॥
শুনিবামাত্রেই চিত্ত নির্ম্মল হইয়া।
লোভ জন্মে হরিপদ ভজন লাগিয়া ॥
বিষয়ে বিরাগ জন্মে অনিত্য সংসার।
এই সব সদ্বোধ জনমে হঠাৎকার ॥
নিষ্কাম-ভকতি হয় শুদ্ধ যে পিরীতি।
ক্রমে বাড়ি যায় ভক্তি রাগ প্রেম রতি ॥ *
সকল জঞ্জাল যায় আনন্দ জনমে।
সর্ব্বগুণ সদাচার তার দেহে রমে ॥
আনুষঙ্গ্য গ্রন্থে সর্ব্বতত্ত্ব বিরাজয়।
অতএব সর্ব্বতত্ত্ব ইথে বেদ্য হয় ॥
বৈষ্ণবের গুণগান স্মরণ † মনন।
বৈষ্ণবের মান-দান চরণ-সেবন ॥
এই সে পরম কৃষ্ণভক্তির প্রধান।
বৈষ্ণব পূজিলে হয় কৃষ্ণের সম্মান ॥ ‡
বিনা ভক্তপূজা § কৃষ্ণপূজা নহে সিদ্ধ।
ভক্ত-পূজা কৈলে কৃষ্ণ হৃদে হয় বদ্ধ ॥
ইহার প্রমাণ বহু পূর্ব্বেতে বর্ণিল।
দৃঢ়তর বিধিমতে শাস্ত্রে যে কহিল ॥
অতএব একান্ত যে শরণ্য জানিঞা।
লালদাস গুণ গায় ভরসা করিয়া ॥
ভক্তমাল নাভাজীউ গ্রন্থন করিলা।
চারিযুগের ভক্তনাম-গুণ প্রকাশিলা ॥
অসংখ্য ভক্তের নামমালা যে গাঁথিয়া।
পতিত জনার গলে দিল পরাইয়া ॥
তাহার বিস্তর টীকা প্রিয়দাস সাধু।
বর্ণন করিলা অতি সুমধুর স্বাদু ॥
তার মধ্যে কথোগুলি ভক্তের মহিমা।
গাইলাম সর্ব্বারম্ভে না পাইয়া সীমা ॥
অগ্র-পশ্চাত-ক্রম-মত নাহি জানি।
বৈষ্ণবের গুণ গান এই মাত্র মানি ॥

---

* 'এ হেন' 'সে মরে'—পাঠভেদ।
† নিবৃত্তি—পাঠভেদ। ‡ কৃষ্ণদাস—পাঠভেদ।
§ নাই—পাঠভেদ।

* …পিরীত।…রীত ॥—পাঠভেদ।
† শরণ—পাঠভেদ।
‡ পূজন—পাঠভেদ।
§ ভক্তিপূজা…। ভক্তপূজা—পাঠভেদ।

গুণ-লীলা-বর্ণনে যে অধিকত্ব * কম।
নাহি জানি কিছু মুঞি সমান বিষম ॥
ইহাতে যে অপরাধ বৈষ্ণব গোসাঞি।
না লবে ঠাকুর মোর নিবেদন এই ॥
জিহ্বায় কহাও যাহা তাহা মুঞি কহি।
তোমার অধীন প্রভু স্বতন্তর † নহি ॥
বৈষ্ণব গোসাঞি মোর কুলের ঠাকুর।
কবে মুঞি হব তব নাছের কুকুর ॥
হে প্রভু করুণাদৃষ্টি কর অধমেরে।
দন্তে তৃণ ধরি কৃপা করহ পামরে ॥
চরণে ভকতি দেহ নিবেদন করি।
নিজ-গুণলেশ দেহ দয়াদৃষ্ট্যে হেরি ॥
অনন্ত অপার কোটি বৈষ্ণবের গণ।
ছোট বড় বন্দো মুঞি ‡ সভার চরণ ॥
বৈষ্ণব-চরণ-ধূলি মস্তকে ধারণ।
করি মুঞি এই মোর ভজন-সাধন ॥
বৈষ্ণবের মূরতি যে কৃষ্ণমূর্ত্তি হয়।
বেদশাস্ত্রে সাধুমার্গে ফুকারিয়া কয় ॥
বৈষ্ণবের প্রতি যেই অসূয়া করয়।
সর্ব্ব-অমঙ্গল ধাম § যায় সেই ক্ষয় ॥
হরির চরণ আশ যে জন করিবে।
অর্পণ করহ মতি একান্ত বৈষ্ণবে ॥
বৈষ্ণবে উপেক্ষা করি কৃষ্ণেরে ভজয়।
কৃষ্ণ তারে কোপ করি উপেক্ষা করয় ॥
কুপুত্র যেমন পিতৃধনে অর্হ নহে।
সেই ভক্ত তেমতি শ্রীকৃষ্ণ মুখে ¶ কহে ॥
অতএব ভক্তমাল ভক্তকথা সার।
পরম ঐশ্বর্য্য হৃদি মাণিক্য ** আমার ॥
কারো যজ্ঞ তপ যোগ কারো জ্ঞান বল।
ভক্তমাল মহাবল আমার কেবল ॥

ভক্তমাল গৌড়ভাষা ছন্দে কৈনু গান।
নাভাজীর শ্রীচরণ হৃদে করি ধ্যান ॥
বর্ণনের দোষ গুণ বিচার করিতে।
গ্রাহ্য নাহি হইবেক বিজ্ঞের সভাতে ॥ *
তথাচ আদর করিবেন সাধুগণ।
যে-হেতুক বৈষ্ণবের মহিমা-বর্ণন ॥
অদোষ-দরশী সাধু গুণমাত্র ল'ন। †
সহস্র যে দোষ করে গুণেতে গণন ॥
অতএব সাধুগণ নিন্দা না করিব।
সাধুর সম্বন্ধে লোক গ্রহণ করিব ॥
নাভাজীর আজ্ঞা ইহ ভক্তমাল গ্রন্থ।
নিন্দুক পাষণ্ড আর যে জন বিপন্থ ॥
অবৈষ্ণব নাস্তিক বৈষ্ণবে অবিশ্বাস।
তারে না শুনাবে নাহি কহিবে আভাষ ॥
তাহাতে যে অপরাধ হইবে প্রচুর।
তার সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গ কর দূর ॥
হে কৃষ্ণ হে জগন্নাথ শ্রীমধুসূদন।
দন্তে তৃণ ধরি করি ‡ এই নিবেদন ॥
বরঞ্চ অগ্নিতে পুড়ে মরি সেই সুখ।
সর্পে দংশে, ব্যাঘ্রে খায়, তাহে নাহি দুঃখ ॥
বরঞ্চ কুম্ভীরে খাউ জলে ডুবাইয়ে।
তথাপিহ ভয় নাহি এ মোর হৃদয়ে ॥
কিন্তু যে বৈষ্ণব প্রতি বিমুখ যে জন।
যে অধম বৈষ্ণবের করয়ে নিন্দন ॥
বৈষ্ণবের অপমান ভ্রমে যেই করে।
অপরাধ করি যে না করে পরিহারে ॥
তার সঙ্গে সঙ্গ যেন কভু নাহি হয়। §
তার অন্ন জল যেন খাইতে না হয় ॥
বৈষ্ণব গোসাঞি কৃষ্ণ-রসে আনন্দিত।
অতএব গাই কিছু মধুর-সঙ্গীত ॥

---

* আধিপত্য—কচিৎ পাঠ। † স্বতন্ত্র যে নহি—পাঠভেদ।
‡…ঠেকয়ের গুণ।…বন্দিমুক্তি…—পাঠভেদ।
§ ধরে—পাঠভেদ। ¶ মুখে শ্রীকৃষ্ণ কহে—পাঠভেদ।
** হৃদয় মাণিক—পাঠভেদ।

* কথাতে—পাঠভেদ।
† অদোষ দরশী সাধুগণ মাত্র হন—পাঠভেদ।
‡ করি কঁরো—পাঠভেদ।
§ কভু যেন বাক্য নাহি হয়—পাঠভেদ।

শ্রবণ করিয়া ইহা মোরে প্রীত হও।
অঙ্গীকার করি মোরে দাস করি লও ॥

অথ শ্রীরাধাকৃষ্ণ-রস-গীত—

রাধাকুণ্ড তীরে কুঞ্জ, কলপ-লতিকা-পুঞ্জ,
পুষ্পশ্রেণী পরম সুন্দর।
সৌরভে আমোদ অতি, নানাবর্ণ নানাভাতি, *
ঝাঁকে ঝাঁকে গুঞ্জরে ভ্রমর ॥
তার মধ্যে রাধাশ্যাম, দুহুঁ রূপ অনুপাম,
ত্রিভুবনে যাহার নিছনি।
শ্যাম নবকাদম্বিনী, রাই তাহে সৌদামিনী,
কিংবা হেমজড়া নীলমণি ॥
কিংবা স্বর্ণ-কুবলয়, ভ্রমর পশিয়ে তায়,
মধুপান করয়ে উল্লাসে।
কিংবা পূর্ণ সুধাকর, উগারি অমৃতধার, †
প্রকাশয়ে নবঘন পাশে ॥
হাসির অমৃতধার, দোঁহে দোঁহে পরস্পর,
পান করি আনন্দিত হিয়া।
রসিক নাগর হরি, রসিকা কিশোরী গৌরী,
মত্ত রসসাগরে ডুবিয়া ॥
শ্যাম-শ্রীঅঙ্গের শোভা, রাই-শ্রীবদনে আভা,
রাই-প্রতিবিম্ব শ্যাম-অঙ্গে।
পরম আশ্চর্য্য হেরি, সখীগণ ঠারাঠারি,
করিয়া দেখয়ে রসরঙ্গে ॥
কিশোর বয়স শ্যাম, কিশোরী রূপের ধাম,
দোঁহারূপে করিয়াছে আলো।
পরম আনন্দে রমে, কিশোরী কিশোর-বামে,
অপরূপ সাজিয়াছে ভাল ॥

* নানা বর্ণে নানা জ্যোতি—পাঠভেদ।
† উপাড়ি অমৃত থায়—পাঠভেদ (অর্থ কি) ?

পরিহাস-রসরঙ্গ, নানা রঙ্গ অঙ্গভঙ্গ, *
প্রিয়া সঙ্গে আনন্দ-হিল্লোলে।
হাসি হাসি কহে বাণী, কি শোভা তাহাতে জানি,
গজমতি দোলে নাসাতলে ॥ †
তা দেখি নাগরবরে, দেহ না ধরিতে পারে,
রসে ডুবি আপনা পাসরে।
শত শত চুম্বে মুখ, পাইয়া পরম সুখ,
লালদাস ‡ আনন্দ অন্তরে ॥

মধুরেণ সমাপন ভক্তমাল গ্রন্থ।
যথাশক্তি বর্ণিল জানিঞা সাধু-পন্থ ॥
রাধাকৃষ্ণ-মাধুরী যে গাইয়া কিঞ্চিত।
ভক্তমাল গ্রন্থোত্তম করিল পূরিত ॥
ভক্তমাল মহামন্ত্র কৃষ্ণপ্রেমহেতু।
সর্ব্ববিঘ্নহন্তা আর সংসারের সেতু ॥
চতুর যে হবে গাঢ় চিত্তে বিচারিবে।
ভক্তমাল-পাঠাদিতে প্রেমধন পাবে ॥
প্রলোভ জন্মিবে কৃষ্ণ-চরণারবিন্দে।
প্রেমময়-সিন্ধুনীরে ভাসিবে আনন্দে ॥
অতএব ভক্তমাল অবশ্য যে পাঠ্য।
সেবা পূজা ইষ্টতম শ্রোতব্য বরিষ্ঠ ॥ §
পদে পদে চমৎকার কর্ণরসায়ন। ¶
মহিমা অতুল যাথে ভুবনপাবন ॥
শ্রীল-কৃষ্ণচৈতন্য চরণ করি আশ।
ভক্তমাল প্রতিবিম্ব কহে লালদাস ॥ **

* নানা অঙ্গ রস ভঙ্গ—পাঠভেদ।
† নসাপরে—পাঠভেদ। ‡ কৃষ্ণদাস— পাঠভেদ।
§ গরিষ্ঠ—পাঠভেদ। ¶ কৃষ্ণরসায়ন—পাঠভেদ।
** শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য…। …কহে কৃষ্ণদাস—ইতি কচিৎ।

ইতি শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ সমাপ্ত।